তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ১ম সংখ্যা। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১। | বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩, প্রতি খণ্ড নগদ ৶০

পতিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত কি না? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মসমাজ মাত্রেরই পাপীর পরিত্রাণ মহাব্রত জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি একবার পতিত সে চিরকালের জন্য পতিত, ব্রাহ্মসমাজ কখনই এমন কথা বলিবেন না। তবে এবিষয়ে কয়েকটী কথা বিবেচ্য আছে। সেগুলি এই ; এরূপ কোন পুরুষ বা রমণীকে সমাজে স্থান দিতে গেলে প্রথমতঃ দেখা চাই যে সে ব্যক্তি বাস্তবিক অনুতপ্ত কি না এবং এখনও পাপে লিপ্ত কি না? যদি সে অনুতপ্ত না হয় এবং তখনও পাপে লিপ্ত থাকে, সেরূপ লোক কোনক্রমেই সমাজ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। তবে তাহার অনুতাপ উৎপাদনের জন্য স্বতন্ত্র ভাবে কেহ প্রশ্রয় পাইতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি একসময় পাপে লিপ্ত ছিল সে অনুতপ্ত হইলেও কিছুকাল তাহাকে এ ভাবে আশ্রয় দেওয়া উচিত যে কখনও যদি তাহার হৃদয়মনে কোন নিষিদ্ধভাব বা দুর্ব্বলতা থাকে, তদ্দ্বারা আর পাঁচজনের অপকার না হয়। এই উভয় বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া পতিত ব্যক্তির পবিত্রতা লাভে সহায়তা করিবার উদ্দেশে আশ্রয় দিলে সে কার্য্য ধর্ম্ম ও যুক্তি উভয় সঙ্গত হয়। কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন, যে এক ব্যক্তি অনুতপ্ত হইয়া সমাজে গৃহীত হইলেও কখনই তাহাকে সমাজের অপরাপর সভ্যের সমাধিকার লাভ করিতে দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ মনে কর একব্যক্তি সুরাপায়ী, ব্যভিচারী, প্রবঞ্চক ছিলেন ; তিনি অনুতাপ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং নিজ জীবন সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত করিলেন। এরূপ হইলে তিনি সভ্য থাকিবেন, ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানাদিতে নিমন্ত্রণ পাইবেন, অপরাপর সভ্যের ন্যায় সমাজের সভা সকলে মতামত প্রকাশ করিতে পাইবেন, কিন্তু কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য, প্রচারক, বা আচার্য্য প্রভৃতি উচ্চ পদগুলি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। যাঁহারা এরূপ নিয়ম করিতে বলেন, তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে যদি সমাজ মধ্যে কলঙ্কিত অকলঙ্কিতের সমান আদর ও সমান অধিকার হয়, তাহা হইলে কালক্রমে সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করা দায় হইবে। একথা যে সম্পূর্ণ অযুক্ত তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এস্থলে একটী বিষয় বিচার্য্য আছে। আমাদের বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজ কোন প্রকার কৃত্রিম নিয়ম না করিয়া স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক নিয়মের উপর নির্ভর করিলেই হয়। সে নিয়ম কি? সে নিয়ম এই ; যখনই কোন ব্যক্তি পাপাচরণ করে, তখনই তাহার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা হয়। তাহাই এক প্রকার ঈশ্বরদত্ত শাস্তি। শ্রদ্ধা ভাঙ্গিতে এক দিন, কিন্তু পুনরায় গড়িতে দশ দিন লাগে ; ইহাও এক প্রকার বিধাতার সুন্দর নিয়ম। যদি কোন ব্যক্তি বাস্তবিক কলঙ্কিত হন, তাহা হইলে তাঁহার সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইতে স্বভাবতঃ অনেক দিন লাগিবে। যতদিন শ্রদ্ধাভাজন না হইতে পারিবেন, ততদিন নিয়মতন্ত্র প্রণালীমতে কার্য্য চলিলে পূর্ব্বোক্ত পদগুলিতে উঠিবারও সাধ্য নাই। আর যখন দেখিবেন যে, এক ব্যক্তি এক সময় কলঙ্কিত ছিলেন জানিয়াও আমরা তাঁহার বর্ত্তমান চরিত্র দর্শনে এত মুগ্ধ হইতেছি যে, তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না, যখন দেখিবেন তাঁহাকে উক্ত উচ্চ পদ সকলে নিয়োগ করিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মনে বাধিতেছে না, তখন বুঝিবেন ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি আমাদের সর্ব্বোচ্চ অধিকারের উপযুক্ত। এই আধ্যাত্মিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ম্ম করিলে বোধহয় কোন প্রকার কৃত্রিম শাসনের প্রয়োজন নাও হইতে পারে।

বাল্যবিবাহ যেমন নিষিদ্ধ, দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকাও সেইরূপ অপ্রার্থনীয়। পুরুষের সহধর্ম্মিণী চাই এবং রমণীর পতি চাই, এই সত্যটী আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এতদূর অনুভব করিয়াছিলেন যে তাঁহারা বিবাহকে একটি ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের সুশিক্ষিত ও সুসভ্য সমাজ সকলের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে এত পুরুষ ও রমণী অবিবাহিত থাকিতেছেন যে দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিরা শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। যদি কোন গুরুতর দেশহিতকর কার্য্য সাধনের জন্য কেহ কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করে তাহা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বিনা কারণে এতগুলি স্ত্রীলোক ও পুরুষ অবিবাহিত থাকিলে যে দেশের সমূহ অকল্যাণের সম্ভাবনা তাহাতে সন্দেহ নাই। একজন ফরাশি পণ্ডিত অনেক পরিশ্রম পূর্ব্বক

প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে অবিবাহিত অপেক্ষা বিবাহিত ব্যক্তিরা অধিক দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। ইহাঁরা বিবাহ বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা একদিকে যেমন বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছি, তেমনি অপর দিকে যে সকল কারণে অন্যান্য দেশস্থ লোকের বিবাহের প্রতি আপত্তি হইতেছে, সেই সকল কারণ যদি এতদ্দেশেও ঘটিতে দি, তাহা হইলে আমাদের সমাজ মধ্যেও অনেক পুরুষ ও রমণীর বিবাহ দুষ্কর হইয়া উঠিবে। সভ্যদেশ সকলে লোকের বিবাহের প্রতি আপত্তির একটী প্রধান কারণ রমণীদিগের বেশ ভূষার্থ ব্যয় বাহুল্য। দ্বিতীয় কারণ যুবক যুবতীদিগের পরাধীন হইবার ভয়। ব্রাহ্মবালক বালিকাদিগের শিক্ষার সময় পূর্ব্বোক্ত উভয় বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বালিকাদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া উচিত যে মিতাচার ও মিতব্যয় দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারেন। আর বিবাহ দ্বারা পরস্পরকে যে পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাতে উভয়েরই কল্যাণ হইয়া থাকে।

———

বিলাতের ইউনিটেরিয়ানদিগের পত্রে প্রায় দেখিতে পাই তাঁহারা এই দুঃখ করিতেছেন যে তাঁহাদের উপাসনা স্থানে গেলে ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, আচার্য্যগণ কেবল বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, প্রভৃতিতে নিজ নিজ পটুতা প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত। এই সঙ্গে আর একটী কথা স্মরণ হইতেছে; আমাদের ফ্রান্সিস নিউম্যানের জ্যেষ্ঠ কার্ডিনাল নিউম্যান, কিছুদিন হইল বলিয়াছেন যে প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম্মের নাম স্মরণ হইলে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই উভয় প্রকার উক্তি এক সম্প্রদায় লোকের একটী মতের সপক্ষতা করিতেছে। তাঁহারা বলেন প্রতিবাদ করিয়া যে সমাজের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি তিষ্ঠিতে পারে না; তাহা ক্রমে শুষ্ক হইয়া পড়ে। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা খৃষ্টধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া থাকেন। রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে ভক্তির আর্দ্রতা আছে, প্রোটেষ্টান্ট সমাজ তাঁহাদের প্রতিবাদ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং তাহার মধ্যে ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অল্পতা, ইউনিটেরিয়ানগণ আবার প্রতিবাদীদের প্রতিবাদী সুতরাং সেখানে ভক্তির আরও অল্পতা; ভয়সি সাহেব আবার ইহাদেরও প্রতিবাদী সুতরাং তাঁহার ভক্তি নাই বলিলেই হয়। এই মতাবলম্বীদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে খৃষ্টধর্ম্মও যিহুদা ধর্ম্মের প্রতিবাদ মাত্র, তবে তন্মধ্যগত রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ে ভক্তির আবির্ভাব হইল কিরূপে? ইহার মধ্যে একটু যুক্তি আছে। যেখানে প্রতিবাদের প্রবলতা, সেখানে ভক্তির ও আধ্যাত্মিকতার আংশিক দুর্গতি হইবার সম্ভাবনা। প্রতিবাদের অর্থ দোষ প্রদর্শন। সর্ব্বদা দোষ প্রদর্শন যাঁহার কার্য্য, তাঁহাকে নিরন্তর ঘৃণা বিদ্বেষ প্রভৃতির মধ্যে বাস করিতে হয়, সুতরাং তাহারও মনে এগুলি প্রবল হয় এবং অপরের হীনতা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের উৎকৃষ্টতা দেখা অভ্যাস হইয়া যায়। এগুলির ন্যায় ভক্তি ও ঈশ্বর প্রীতির শত্রু আর নাই। এইজন্য ভাঙ্গা যাঁহার অভ্যাস, গঠন কার্য্যে তিনি অপটু হইয়া পড়েন। কিন্তু প্রতিবাদপরায়ণ হইয়া সমাজবদ্ধ হইয়াও যাঁহারা ভাঙ্গা অপেক্ষা গঠন কার্য্যে অধিক ব্যাপৃত হইয়া পড়েন, অসত্য প্রদর্শন অপেক্ষা সত্যান্বেষণ কার্য্যে অধিক রত হন, তাঁহারা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতির চালনার যথেষ্ট অবসর পান। দেশীয় প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়, সুতরাং ব্রাহ্মদিগের এই কথা গুলি স্মরণ রাখা ভাল।

———

প্রসিদ্ধ প্রোফেসর নিউম্যান কিছুদিন হইল বিলাতি ব্রাহ্ম ভয়েসি সাহেবকে এক পত্র লেখেন, তাহাতে যীশু খৃষ্টের নীতি বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন;—"যখন আপনাকে খৃষ্টান বলিয়া বিশ্বাস করিতাম এবং খৃষ্টের সকল কথা নিশ্চিত ভ্রম প্রমাদ শূন্য বলিয়া মনে করিতাম, তখনও আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু ইহা দেখিতাম যে তাঁহার নীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ পল ও পিটরের উপদেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট।" আমরা মনে করিতাম কোন গূঢ় কারণে খৃষ্ট মৃত্যুর পূর্ব্বে সর্ব্বোচ্চ নীতি প্রচার করেন নাই। যাহা হউক তাঁহার সকল প্রকার উপদেশের মধ্যেই ক্ষতি লাভের গণনা এত অধিক দেখা যায় যে যৌবন কাল হইতেই আমার মন তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছে। ভয়সি সাহেব ইহার পোষকতা করিয়া খৃষ্টের উপদেশের কতকগুলি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার যে সর্ব্ব প্রধান উপদেশটী গিরিপৃষ্ঠে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ২৩টী স্থানে হয় শাস্তির ভয়, না হয় পুরস্কারের লোভ দেখান হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে এত অনুধাবন করিয়া দেখি নাই। অন্যান্য কারণে পলকে খৃষ্ট অপেক্ষা উন্নতমনা ব্যক্তি বলিয়া সংস্কার ছিল, ভয়সি সাহেব আমাদের সেই সংস্কার দূর করিয়া দিলেন। এক সময় পল শ্রবণ করিলেন যে কোরিন্থবাসিগণ কেহ তাঁহার দলে, কেহ অপর একজন প্রচারকের দলে হইয়া কলহ করিতেছে; তখন তিনি বলিয়া পাঠাইলেন:—"পল কে? পল কি তোমাদিগকে নিজের নামে দীক্ষিত করিয়াছে?" একস্থলে বাধ্য হইয়া তিনি নিজে ধর্ম্মের জন্য যত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন তাহা বলিতেছেন, বলিতে বলিতে মনে হইল যদি লোকের তাঁহার প্রতি অযথা ভক্তি জন্মে, অমনি নিজের একটী দুর্ব্বলতার কর্ম্ম স্বীকার করিয়া অনুতাপ করিতেছেন। এ বিনয় কেমন স্বাভাবিক, কেমন সুন্দর! ইহার সহিত খ্রীষ্টের একটী ব্যবহারের তুলনা করুন। একবার খ্রীষ্ট শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "লোকে আমার বিষয় কি ভাবে?" একজন শিষ্য উত্তর করিলেন "কেন ঈশ্বরের প্রেরিত ত্রাণকর্ত্তা মনে করে।" বাইবেলে লিখিত আছে এই কথাতে খ্রীষ্টের মনে আর আনন্দ ধরিল না, তিনি বলিলেন "আমি তোমার উপর আমার ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিব।" এক সময় তিনি অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লোকদিগকে চমৎকৃত করিতেছিলেন, তাঁহার জননী সেই কার্য্যের প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র

অবজ্ঞা প্রকাশ করাতে তিনি মাতার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ও তিরস্কার করিলেন। ইহাতে বা কিরূপ গৌরব লোলুপতা প্রকাশ পায়? যাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিয়া স্বীকার না করিত, তিনি তাহাদিগকে স্বর্গ রাজ্যের চোর বলিয়া তিরস্কার করিতেন। কি আশ্চর্য্য কুসংস্কারের মোহিনী শক্তি, এই অহঙ্কৃত ব্যক্তির অহঙ্কারও মার্জ্জনীয় বলিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত আমরা এতদিন জানিতাম। নিউম্যান ও ভয়সি সাহেব আমাদের চক্ষু আরও খুলিয়া দিলেন। এখন ভাবিয়া দেখি যাহারা প্রতিপদে দণ্ডের ভয় ও পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া লোককে সৎপথে প্রবৃত্ত করে, তাহাদের উপদেশ কখনই উচ্চ প্রশংসার যোগ্য হইতে পারে না। সৎ যাহা তাহা সৎ বলিয়া আচরণ করিব, পুরস্কারের লোভে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অভীষ্ট জ্ঞানে। যদি নরনারীকে কোন প্রকার শিক্ষা দিতে হয়, এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতার শিক্ষা দেওয়াই উচিত।

অনেক স্থলে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও ব্রাহ্মদিগের প্রতি এক প্রকার ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এ দোষ কার? ব্রাহ্মেরা বলেন, "আমরা বিশ্বাসানুরোধে কার্য্য করি, অনেক কার্য্য তাঁহাদের অপ্রিয় হয়, সুতরাং তাঁহাদের বিরক্তি উৎপাদন করে। অভিযোগকারীরা বলেন ব্রাহ্মেরা অহঙ্কৃত, আত্মম্ভরী ও স্বেচ্ছা পরতন্ত্র, সুতরাং তাহারা ঘৃণার পাত্র। এ কথা সত্য যে লোকের অনুরাগ বা বিরাগ আমাদের লক্ষ্য নয়; আমরা যে কার্য্যকে ঈশ্বরের অভীষ্ট কার্য্য বলিয়া মনে করিব, তাহাই ফলাফল বিচারশূন্য হইয়া করিব, তাহাতে হয়ত লোকের বিরাগ উৎপাদন করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মদের আচার ব্যবহারে দেশের লোক কি সকলস্থলে জানিতে পারে যে যেখানে তাঁহাদের প্রাণে ব্যথা লাগে সেখানে ব্রাহ্মদেরও প্রাণে ব্যথা লাগে; যে কার্য্যে তাঁহাদের হস্ত, তাহার পার্শ্বে ব্রাহ্মদেরও হস্ত; ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী? ইহাকেই বলে আত্মীয়তা, অকপট আত্মীয়তা পাইলে লোকে সাতখুন মাপ করে; অনেক বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। ইহা না হইয়া অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে ব্রাহ্মেরা স্থানীয় লোকদিগের সহিত কোন কার্য্যে বিশেষ যোগ রাখেন না; ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিকৃষ্ট বলিয়া মনে মনে অবজ্ঞা করেন; তাঁহাদের মতামতের প্রতি ঘৃণাসূচক উপেক্ষা প্রকাশ করেন; এবং আত্মগরিমার ভাবে সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইহার কুফল ফলিয়া থাকে। ব্রাহ্মেরা যেখানে থাকুন, দেশের লোকের সহিত সকল প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে মিলিবেন; কোন প্রকার অভাব মোচন বা অত্যাচার নিবারণ আবশ্যক হইলে প্রাণপণে সাহায্য করিবেন; তাঁহাদের রাজনৈতিক সভা, বিজ্ঞানসভা প্রভৃতিতে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিবেন; বিপদে সম্পদে অকপটচিত্তে দুঃখ সুখের অংশী হইবেন, তাহাহইলে দেখিবেন বিশ্বাসেরঅনুরোধে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও লোকের শ্রদ্ধা ও ভাল বাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন।

নববর্ষারম্ভ।

অদ্য ১৬ ই জ্যৈষ্ঠ, অদ্য তত্ত্বকৌমুদীর জন্মদিন। আমাদের দেশে জন্মতিথির দিন উৎসব করিবার রীতি আছে, ইংরাজদিগের মধ্যেও ঐ দিবস বন্ধু বান্ধব সকলে নিমন্ত্রিত হন, অনেকে অনেক প্রকার উপহার দিয়া থাকেন, অনেকে আসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অদ্য তত্ত্বকৌমুদীর জন্মদিনে আমরাও পাঠকগণকে পরমেশ্বরের নিকট তত্ত্বকৌমুদীর শুভ কামনা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি। আমরা আজ সর্ব্বান্তঃকরণে জগদীশ্বরের চরণে প্রণিপাত করি। যাঁহার কৃপা দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা আর এক বৎসর কাল যথাসাধ্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছি, সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছারই শরণাপন্ন হই।

তত্ত্বকৌমুদীর বয়ঃক্রম দুই বৎসর হইল। এই দুই বৎসর কাল ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশে ইহাকে অনেক কর্কশ ও অপ্রিয় কথা বলিতে হইয়াছে, অনেকের মতের ও কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিতে হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র যত বিস্তৃত হইতেছে, যাঁহাদের সহিত বিরোধ তাঁহাদের ভাবগতি লোকে যত স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন, তত্ত্বকৌমুদীর অপ্রিয় ভাষার আবশ্যকতা সেই পরিমাণে হ্রাস হইতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যখন জন্ম হয়, তখন অনেকে অনেক প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সকল আশঙ্কা যে একেবারে গিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু এই দুই বৎসর কালের পরীক্ষাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষীগণ নিশ্চিত অধিক আশান্বিত হইয়াছেন। আশঙ্কাকারীদের প্রথম আশঙ্কা এই ছিল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রভূত শক্তি ও প্রতিভাশালী একজন নেতা নাই, সুতরাং ইহারা একত্র থাকিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন না। গত দুই বৎসরে আমরা কি দেখিতেছি? যে এরূপ কোন নেতা না থাকিলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মিলিত হইয়া সকল প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা কোন লোকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন নাই, কিন্তু সত্যের বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহারা ক্রমে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর গুণ সকল অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছেন। আর কিছু না হয় এক ব্যক্তির উপর নির্ভর না করিলে চলিবে না এই কুসংস্কারটী যদি ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলেও পরম মঙ্গল।

দ্বিতীয় আশঙ্কা এই ছিল, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্য কেবল সমাজ সংস্কার বিষয়ে উৎসাহী—ভক্তি, প্রীতি, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, কালক্রমে এই সমাজ ভক্তি ও ধর্ম্মবিহীন হইয়া পড়িবে। জগদীশ্বরের মহৎ নাম ধন্য হউক। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া যাহারা তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তিনি তাহাদের অভাব রাখেন না। এসম্বন্ধে আমাদের যে কিছু অভাব

আছে, তাহাও তাঁহার কৃপায় দূর হইবে। এই দুই বৎসরে তিনি তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় আমাদের যুবাপুরুষদিগের ধর্ম্মভাব ও প্রার্থনাশীলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করিবার লোক সকল পশ্চাতে প্রস্তুত হইতেছেন। ঈশ্বর তাঁহাদের উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করুন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই কথা প্রমাণ করিবেন, ঈশ্বরের কৃপা যাহাদের সহায়, তাহারা এক গুণ বপন করিলে দশগুণ ফল প্রাপ্ত হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তৃতীয় আশঙ্কা এই শুনা গিয়াছিল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রে নূতন লোক, তাঁহারা যে কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন এরূপ বোধ হয় না। এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়া কালসাপেক্ষ। তাহার পক্ষে এই দুই বৎসর কাল নিতান্ত স্বল্প। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের মধ্যে যিনি যেখানে আছেন, উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া যান, তাঁহারা যদি ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হন, যদি তাঁহাদের ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর পরায়ণতা দ্বারা বাস্তবিক সমাজের মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়, লোকের আশঙ্কা আপনাআপনি তিরোহিত হইবে। সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাঁহাদের সকল শুভ সংকল্প সিদ্ধ হইবে।

চতুর্থ আশঙ্কা এই ছিল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উদ্যোগীদিগের মধ্যে অনেকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া নূতন সমাজ করিয়াছেন এবং নূতন সমাজে তাঁহারা এক এক অবতার হইয়া আপনাদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম প্রণালী যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন, এখানে ব্যক্তিগত আধিপত্য স্থাপনের স্থল নাই। কার্য্যতঃও যতদূর সাধ্য এই আশঙ্কা দূর করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। সমাজের শীর্ষ স্থানীয় কর্ম্মচারী যাঁহারা, তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, অধ্যক্ষসভা এবং কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কতকগুলি পুরাতন সভ্যের পরিবর্ত্তে নূতন সভ্য প্রবেশিত হইয়াছেন। সমাজের প্রথম গঠন সময়ে যদিও কয়েক বৎসরের জন্য পুরাতন অভিজ্ঞ লোকদিগের সাহায্য লাভ নিতান্ত প্রার্থনীয়; তথাপি পাছে সাধারণের অধিকার লোপ হইয়া ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় যতদূর সাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করা হইতেছে। পশ্চাৎ যখনি আবশ্যক বোধ হইবে, পুরাতন উপাদান পরিহার করিয়া সম্পূর্ণ নূতন উপাদানে সমাজের কার্য্যকর অঙ্গসকল গঠিত হইতে পারিবে। তবে উভয়দিকে আতিশয্য সমাজের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে বিঘ্নকর, বলিয়া যতদূর মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া চলা যায়, তাহাই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়।

সাধারণ সমাজসম্বন্ধে চতুর্থ আশঙ্কার ন্যায় পঞ্চম আশঙ্কাও একটী উপস্থিত হইয়াছিল। সেটী এই যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থানীয় সমাজ সকলের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লোপ করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার অঙ্গীভূত করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আশঙ্কাও যে অমূলক তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংবাদর নিয়মাবলী ও গত দুই বৎসরের কার্য্য প্রণালী দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে থাকুন, অথচ বন্ধুভাবে সহানুভূতি ও পরামর্শ প্রভৃতি দ্বারা সাধারণ সমাজের কার্য্যের সহায়তা করিতে থাকুন, ইহাই এই সমাজের একান্ত অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভ্রাতৃসমাজ সকলের নিকট এই সাহায্য অনেক সময় প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ এবং কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ সমাজ নিজের স্বাধীনতা যেরূপ চান, যাহাতে অন্যের স্বাধীনতা রক্ষা হয়, তাহাও সেইরূপ দেখিতে চান।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এখনও অনেক অভাব ও ত্রুটি রহিয়াছে, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। কিন্তু সেই অভাব ও ত্রুটি পূরণের জন্য আমরা চিরকাল প্রস্তুত থাকিব, মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বরের নিকট তজ্জন্য প্রার্থনা করিব, যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, বন্ধুগণের সাহায্যও সাদরে গ্রহণ করিব। ঈশ্বরের প্রসাদে এবং সকলের আশীর্ব্বাদে ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভাব সকল পূর্ণ ও মহোন্নতি সম্পন্ন হইতে থাকিবে, ইহা আমরা সম্পূর্ণহৃদয়ে আশা করিতেছি।

ব্রাহ্মের শান্তি কিসে ?

এই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি ? সুচতুর মনুষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া উপায় উদ্ভাবন করিতে ছাড়েন নাই। ইহার দ্বিবিধ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম উপায় গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সকল পরিত্যাগ করিয়া সুশীতল বায়ু পরিসেবিত, শীত প্রধান গিরিশৃঙ্গে বাস করা; দ্বিতীয় উপায় উশীর নির্ম্মিত দ্বারাবরণ দ্বারা গৃহের দ্বার সকলকে আচ্ছাদন করিয়া তন্মধ্যে বাস করা। উশীরের স্বধর্ম্ম এই যে তাহা যখন জল দ্বারা সিক্ত হয়, তখন এক প্রকার স্নিগ্ধতা ও সুগন্ধ বিস্তার করে। বাহিরের উত্তপ্ত বায়ু যখন সেই আবরণ ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন আর উত্তপ্ত থাকে না। এই সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়া মনুষ্য প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যেও সুখকর সুস্নিগ্ধতা অনুভব করিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত দুই উপায়ের অনুরূপ আধ্যাত্মিক শান্তি লাভেরও দুই উপায় দৃষ্ট হয়। প্রথম উপায় প্রলোভন ও বিঘ্ন বাধা পরিপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক সাধন ভজনের অনুকূল স্থানে গিয়া বাস করা। প্রাচীনকালের ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ এই উপায়কে অবলম্বনীয় বলিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমরা এ পথাবলম্বী নহি। সংসার মধ্যে ধর্ম্মসাধন সুকরই হউক আর দুষ্করই হউক, আমাদের সেই পথ। আত্মার শান্তি যদি লাভ করিতে হয়, সংসার মধ্যেই আমাদিগকে তাহা লাভ করিতে হইবে। সুতরাং আমরা এমন উপায় চাই, যে উপায় পাইলে আমরা সংসারের প্রলোভন পরিপূর্ণ ও বিঘ্নসঙ্কুল স্থান সকলে বাস করিব অথচ আত্মার পবিত্রতা ও শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইব।

এরূপ কোন প্রকার উপায় আছে কি না? এমন কোন আবরণ আছে কি না যদ্দ্বারা আত্মাকে আবৃত করিলে সংসারের প্রতপ্ত বায়ু আর প্রতপ্ত হইয়া ভিতরে যাইতে পারিবে না?

আমরা পুরাণের আখ্যায়িকাতে শুনি কখনও কখনও দেবতাদিগের সহিত কোন কোন বীরের যুদ্ধ হইলে এক প্রকার রহস্য ঘটিত। বীরগণ যে সকল অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেন, তাহা দেবতাদিগের শরীরে গিয়া পুষ্প হইয়া পড়িত, শর ধানুকীর ধনুকে যখন আছে তখন শর, লক্ষ্যের শরীরে যখন গেল তখন পুষ্প। জগতের প্রকৃত সাধু ও ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তিদিগের জীবনেও কি এইরূপ বিচিত্র ঘটনা দর্শন করা যায় না? একই ঘটনা, একই প্রলোভন, তোমার আমার হৃদয়কে বিকৃত করিয়া ফেলিল, কিন্তু এক জন প্রকৃত ধার্ম্মিকের হৃদয়ে হয়ত একটী মহৎ ভাবের উদয় করিল। একই কথা শুনিয়া তোমার আমার ক্রোধের উদয় হইল, আর এক জনের প্রেমের স্রোত উথলিয়া উঠিল। এরূপ কেন হয়? দুই শ্রেণীর লোক কি দুই চক্ষে দর্শন করে? এই বিভিন্নতার মর্ম্ম গ্রহণে যাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সংসার মধ্যে আত্মার পবিত্রতা ও শান্তি রক্ষার সন্ধান পাইয়াছেন।

আত্মার দুইটী বিশেষ ভাব আছে যাহা সাধিত হইলে মনুষ্য এই অবস্থা লাভে সমর্থ হয়। প্রথম ব্রহ্ম দর্শনের অভ্যাস, দ্বিতীয় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম সমর্পণ। ব্রহ্ম দর্শনের অভ্যাস কাহাকে বলে ও তাহা লাভের উপায় কি তাহা কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিয়া বলা আবশ্যক হইতেছে। ইহাতে আত্মার সেই অবস্থা বুঝায় যে অবস্থাতে মনুষ্যের বিশ্বাসের চক্ষু এতদূর উজ্জ্বল হয় যে সে সকল ঘটনা ও সকল অবস্থাতে ঈশ্বরের সত্তা ও সান্নিধ্য অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এই অবস্থাটী উপাসনা-শীলতার চরম ফল। উপাসনা বিশ্বাসের চক্ষুকে উজ্জ্বল করে। যে ঈশ্বর বুদ্ধির চক্ষে অতি সূক্ষ্ম ও অগ্রাহ্য, উপাসনা সেই ঈশ্বরকে গ্রাহ্য ও উপভোগ্য পদার্থের ন্যায় করিয়া দেয়। উপাসনা যত প্রাণগত, আন্তরিক ও গাঢ় হয়, ততই বিশ্বাস ঘনীভূত ও সতেজ হয়। এই জন্য ব্রাহ্ম মাত্রেরই পক্ষে উপাসনা পরম স্পৃহণীয় বস্তু হওয়া উচিত। প্রত্যহ উপাসনাকে সরস রাখিবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন আবশ্যক। ব্রাহ্ম যখন দেখিবেন উপাসনা সরস হইতেছে না, তখনই তাহাকে অন্তরের ব্যাধি বিশেষ মনে করিবেন। ক্ষণকাল বসিয়া উপাসনা তৃপ্তিকর হইতেছে না বলিয়া যদি সে সাধন ছাড়িয়া দেন, তবে সর্ব্বনাশ। যে পরিমাণে উপাসনা হইতে দূরে পড়িবেন, সেই পরিমাণে এই অবস্থা লাভের পক্ষে ব্যাঘাত হইবে। সে সময়ে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ঈশ্বরের দ্বারে হত্যা দিতে হইবে; হৃদয় সরোবরকে আলোড়ন করিয়া তাহার মধ্যে কোন্ গুপ্ত ব্যাধি লুকাইয়া আছে তাহা দেখিতে হইবে; সাধু জনের ও মহাপুরুষগণের ভক্তি ও অনুরাগ প্রভৃতি স্মরণ করিতে হইবে; পরমেশ্বরের কৃপার চিহ্ন সকল দর্শন করিতে হইবে; একান্ত মনে ধর্ম্মপিপাসু হইলে লোকের যে ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় সেই ব্যাকুলতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ছাড়িলে চলিবে না।

দ্বিতীয় অবস্থাটীও অকৃত্রিম ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আপনি আসে। ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভক্তি ও প্রকৃত নির্ভর যাঁহার আছে, তিনি তাঁহার ইচ্ছার অনুগত থাকাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া মনে করেন। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করা অর্থাৎ কর্ত্তব্য পালন করাই তাঁহার আত্মার অন্ন পান স্বরূপ হয়। তাহাতেই তিনি পরম আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার একদিকে বন্ধুত্ব অপরদিকে শত্রুতা, একদিকে ধন অপরদিকে নির্ধনতা, একদিকে সুখ অপরদিকে অসুখ, এ সকলের কিছুই তাঁহার লক্ষ্য থাকে না, কেবল ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার অনুগত থাকাই তাঁহার লক্ষ্য হয়, সুতরাং বিঘ্ন বাধা প্রলোভন পরিপূর্ণ সংসার মধ্যে তিনি অভয় পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার চিত্তের ধৈর্য্য সহজে বিচ্যুত হয় না। এইরূপ আত্ম-সমর্পণের ভাব যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উপাসনার প্রকৃত রসাস্বাদনেও তাঁহারা সমর্থ হন। ঈশ্বরের কৃপাও এইরূপ লোকের আত্মাতে অব্যাঘাতে নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য ভার।

আমরা অনেক দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে মধ্যে মধ্যে এক একটী বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গুরুজনের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। কর্ত্তব্য বোধে ব্রাহ্মেরা ইহাদিগকে আশ্রয় দিয়া আসিতেছেন এবং কর্ত্তব্য বোধে অনেক ব্রাহ্মযুবকও এই সকল বিধবার বন্ধন মুক্তি বিষয়ে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। যে সকল হিন্দু গৃহস্থের গৃহ হইতে এই সকল কুলকন্যা ব্রাহ্মদিগের আশ্রয়ে আসিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছেন। কোন কোন স্থানে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইয়াছে যে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই সকল ঘটনাকে ব্রাহ্মদিগের প্রতি কটূক্তির অবসর স্বরূপ করিয়াছেন। যাঁহারা নিশ্চয় দেখিতেছেন বিধবাগুলি চিরবৈধব্য হইতে উদ্ধার হইয়া পুনরায় সুখী হইবার পথ পাইতেছে, তাঁহারাও ব্রাহ্মদিগকে অভিসম্পাত করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। সুতরাং এবিষয়ে ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির করা উচিত হইয়াছে। আমরা অপরাপর কর্ত্তব্যের স্থলে যেমন লোকের অনুরাগ বিরাগ গণনা করি না, সেইরূপ এবিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করিব তাহাতে আর লোকের বিরাগের ভয় করিব না। অতএব এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য কি তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

প্রথম প্রশ্ন, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কি? না, দেশমধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা, অর্থাৎ একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধনাই যে আমাদের পরিত্রাণের পথ এই সত্য প্রচার করা। পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের পূজার সঙ্গে সঙ্গে সকল প্রকার নীতি, চরিত্র ও সমাজের উন্নতি অনুস্যূত রহিয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই

সকল বিধবা দলে দলে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আসিতে চাহিতেছেন কেন? সকল স্থলে এক কারণ নয়। কোথাও বা কোন হতভাগিনী কিয়ৎ পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিয়া কোন আত্মীয় বা অসম্পর্কীয় ব্রাহ্মের সাহায্যে ব্রাহ্মধর্মের সত্য সকল অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন, তদবধি ব্রাহ্মদের সমাজ তাঁহার প্রিয় সমাজ হইয়াছে, ব্রাহ্মদের উপাসনা তাঁহার আত্মার ক্ষুধার অন্ন স্বরূপ হইয়াছে, ব্রাহ্মদের রীতি নীতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার বস্তু হইয়াছে। এই মানসিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি লোকের অত্যাচার ও উপদ্রব বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং আর প্রাচীন সমাজ মধ্যে বাস করিতে পারিতেছেন না। এ এক প্রকার কারণ; আবার কেহ কেহ বা দেখিতেছেন বিধবার বিবাহ দিতে ব্রাহ্মদিগের আপত্তি নাই, অনেক বিধবা তাঁহাদের দ্বারা পরিণীত হইয়া পতিপুত্র লইয়া সুখে ঘর করিতেছেন। দেখিয়া ভাবিতেছেন আমরা কেন নানা প্রকার যাতনায় মরি, কেন পরের গলগ্রহ হইয়া ভ্রাতৃজায়া বা যাতৃগণের গঞ্জনা সম্বলিত ও অশ্রুজল মিশ্রিত অন্নের দ্বারা উদর পূর্ণ করি; কেন জ্ঞানের সুখ, স্বাধীনতার সুখ, দাম্পত্য প্রণয়ের সুখ, বাৎসল্যের সুখ—সকল সুখে বঞ্চিত হইয়া জীবন যাপন করি, যে সমাজ ও যে আত্মীয় জন শৈশব না ঘুচিতে বিবাহ দিয়া বাল্যবৈধব্য ঘটাইয়াছে এবং সেই বৈধব্য অপরাধে জন্মের মত এই কঠোর শাস্তি দিয়াছে, সেই সমাজ ও সেই আত্মীয় স্বজনের মায়া করিব না; যাহারা দেশীয় প্রথার অনুরোধে আমাদের মুখাপেক্ষা করে নাই, আমরাও তাহাদের মুখাপেক্ষা করিব না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারাও ব্রাহ্মদিগের আশ্রয় চাহিতেছেন। এখন ব্রাহ্মেরা করেন কি? যে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহারা এত চেষ্টা পাইতেছেন, সেই ধর্ম্ম অন্তরে গ্রহণ করাতে যে সকল স্ত্রীলোক ক্লেশে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি কি ব্রাহ্মেরা এই কথা বলিবেন, কি করি, দেশের লোক বিরক্ত হইবে, আমাদের দ্বারা তোমাদের কোন সাহায্য হইবে না? পুরুষ হইলে বরং স্বতন্ত্র কথা ছিল; তাহাদিগকে আশ্রয় না দিলেও তাহারা একদিন কোন উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে পারে, কিন্তু হায়! দুরন্ত দেশাচার নিপীড়িত অন্তঃপুরাবরুদ্ধ নিরাশ্রয় বিধবার আত্ম রক্ষার উপায় কি? এরূপ স্থলে বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মদিগকে আশ্রয় দিতে হইয়াছে।

ধর্ম্মার্থে যাঁহারা আশ্রয় চান, তাঁহাদের বিষয় ত এই গেল, দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে যাঁহারা আশ্রয় অন্বেষণ করেন তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য কি? বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন এই উভয়ের অনেক প্রভেদ আছে। একস্থলে আমরা বাধ্য, অপর স্থলে সাহায্য করা না করা আমাদের অনুগ্রহ সাপেক্ষ। পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক যদি কেহ অসহায় অবস্থায় কোন প্রকার অত্যাচার ক্লেশ পায়, ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সাহায্যের পরিমাণ সর্ব্বদাই আমাদের শক্তি, সুবিধা ও অবসরের উপরে নির্ভর করে। মনে কর আমাদের হস্তে এরূপ অর্থ আছে যদ্দ্বারা আমরা তিনটী লোকের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারি। কিন্তু একদিকে একজন মৃত ব্রাহ্মের স্ত্রী ও দুইটী পুত্র অনাহারে বাস করিতেছেন অপরদিকে তিনজন বিধবা আশ্রয় চাহিতেছেন। আমরা এরূপ স্থলে সেই ব্রাহ্ম পরিবারটীর ভরণপোষণের পরামর্শ দিব, এবং সেই বিধবাদিগকে বলিব অপেক্ষা কর আমাদের তোমাদিগকে আশ্রয় দিবার শক্তি নাই। অগ্রে কর্ত্তব্য পরে অনুগ্রহ।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকেরা কোন প্রকারে দুই বিন্দু জলসেক করিয়া নিজদলে দুইজন লোক লইতে পারিলে যেমন আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, আমরা সেইরূপ ছলে, কৌশলে কোন প্রকারে একটী বিধবাকে ব্রাহ্মসমাজে আনিতে পারিলে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল মনে করি না। সুতরাং কোন ব্রাহ্ম যদি ধর্ম্মের আকর্ষণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন বিধবাকে স্বীয় আশ্রয় গ্রহণ করিতে উত্তেজিত বা উৎসাহিত করেন তবে তাঁহার সে কার্য্য নিন্দনীয়। সেরূপে সংগৃহীত লোক লইয়া ব্রাহ্মসমাজের লাভ নাই বরং অনিষ্টের আশঙ্কা। যাঁহারা ধর্ম্মার্থে ধর্ম্মসমাজে প্রবেশ করেন না, তাঁহারা যে চিরদিন জীবনে ধর্ম্মের অনুগত থাকিবেন তাহা তত আশা করা যায় না। অতএব এবিষয়ে নিতান্ত ব্যগ্রতার প্রয়োজন নাই। বিশেষ লোকে সহজে পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের ও আত্মীয় স্বজনের স্নেহ মমতার পাশ ছিন্ন করে, ইহা কোন ক্রমেই প্রার্থনীয় নয়। প্রকৃত ধর্ম্ম ভাব জন্মিলে এ বন্ধন ছিন্ন না হইয়া উন্নত হয়। কিন্তু তদ্ভিন্ন কোন প্রকার সুখ বা সুবিধার বাসনায় যে সহসা এই সকল বন্ধন ছিন্ন করে, সে যে সমাজ মধ্যে উন্নত হৃদয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে এমন আশা করা যায় না। যে রমণী বৃদ্ধ ও মুমূর্ষু পিতাকে রোগ শয্যায় ফেলিয়া বিবাহ করিতে আসিতেছেন, তিনি যে বিপন্ন স্বামীকে ফেলিয়া সময়ে পলাইবেন না তাহার প্রমাণ কি? যে সকল বিধবা আশ্রয়াকাঙ্ক্ষিণী হন, তাহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলা উচিত যে আমরা এতাদৃশ অকৃতজ্ঞতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি এবং যে সকল রমণী বৈধব্যকে ব্রত স্বরূপ করিয়া আপনা হইতে গুরুজনের শুশ্রূষাকে সুখকর জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে আমরা অধিক শ্রদ্ধা করি।

আশ্রয় যে দেওয়া হইবে তাহাও বিশেষ সতর্ক হইয়া দিতে হইবে। অনেক উৎসাহী ব্রাহ্মযুবক অতি সদভিপ্রায়ে ও কর্ত্তব্য বোধে কোন কোন স্থলে অনেক যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সদভিপ্রায়ের জন্য তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য তাঁহাদিগকে সতর্ক করিতে বাধ্য হইতেছি। যদি কোন কুলকন্যাকে আশ্রয় দান করিতে হয়, তাহা তাঁহার গুরুজনকে জানাইয়া করিতে পারিলে ভাল। যদি নিতান্তই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিতে হয় তাহাহইলে কোন ভদ্র পরিবারের সে কার্য্যে রত হওয়া ভাল। নতুবা তিন জন যুবা পুরুষ একজন প্রাপ্ত বয়স্কা রমণীকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতেছেন, ইহা দেখিতেও মন্দ শুনিতেও মন্দ; ইহাতে যদি লোকে সেই সকল কুলকন্যার প্রতি সন্দেহ করে, তাহাদিগকে দোষ

দেওয়া যায় না। কোন সমাজেরই এরূপ প্রথা নয়। যাঁহারা কেবল কুলকন্যাদিগকে গৃহের বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু তাহাদের চরিত্র ও সুনামের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, তাঁহারা বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিতে গিয়া বাস্তবিক শত্রুর ন্যায় কার্য্য করেন। অতএব আমরা পুনরায় ব্রাহ্ম যুবকদিগকে বলিতেছি, নিতান্ত সতর্ক হইয়া এই সকল স্থলে কার্য্য করা উচিত। ভবিষ্যতে হয়ত এ বিষয়ে আমাদিগকে আরও কিছু বলিতে হইবে। সমাজসংস্কারে অগ্রসর ব্রাহ্মগণ এবিষয়ে চিন্তা করেন এই আমাদের অনুরোধ।

উপদেশ।

২রা জ্যৈষ্ঠের বিশেষ উৎসবোপলক্ষে সায়ংকালিক উপদেশের সারমর্ম্ম।

এই গ্রীষ্মের দিন রাজপথের ধূলি গুলির দুরবস্থা দেখিয়া বড় দুঃখ হয়। দুরন্ত বায়ু তাহাদিগকে এক মুহূর্ত্ত সুস্থির হইতে দিতেছে না। এদিক হইতে ওদিকে, নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে এইরূপে তাহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। কখনও তাহারা বায়ুর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গগণ স্পর্শ করিতেছে, কখনও বা ভূতলে পতিত হইয়া লোকের পদ দলিত হইতেছে, ধূলি গুলির কি অপমান! যদি ক্ষণকাল বিশ্রামের আশায় লোকের দ্বারে বা গবাক্ষে গিয়া আশ্রয় লইতেছে, তখনি লোকে সংমার্জ্জনী প্রহারে সেখান হইতে বিদায় করিতেছে, ক্ষণকাল থাকিতে দিতেছে না। ধূলির এত নিগ্রহ, কিন্তু সেই ধূলিরাশির মধ্যেই এক খণ্ড প্রস্তর পড়িয়া আছে তাহাকে কাঁহারও একটী কথা বলিবার সাধ্য নাই। বায়ু মহা বিক্রম প্রকাশ করিয়াও তাহার কিছু করিতে পারিতেছে না। সে নিজ স্থানে থাকিয়া ধূলির এই দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিতেছে। পথের লোকও তাহার মস্তকে পদার্পণ করিতে সাহসী হইতেছে না। কারণ তাহার উপর পদার্পণ করিলেই ব্যথা পাইতে হয়।

বলি সে প্রস্তর খণ্ড কি? সেও ত ধূলির সমষ্টি, তাহাকে চূর্ণ করিলে সেই পথের ধূলির ন্যায় কতকগুলি ধূলি ভিন্ন আর কি পদার্থ পাওয়া যায়? সেও যদি ধূলির সমষ্টি হইল, তবে সে ধূলির বা এত আদর কেন এবং পথের ধূলির বা এত নিগ্রহ কেন? ঐ সমষ্টি শব্দটীর মধ্যেই তাহার সকল শক্তি ও সকল সমাদরের কারণ নিহিত আছে। দশটী বস্তু যখন স্বতন্ত্র থাকে, তখন তাহাদের এক অবস্থা এবং সেই দশটী মিলিয়া যখন একটী হয়, তখন তাহাদের আর এক অবস্থা। ঐ প্রস্তর খণ্ডই তাহার প্রমাণ। এই জন্যই বুদ্ধিমান লোকে বলিয়া থাকেন যে যেখানে দশজনে মিলিয়া এক হয়, সেই খানেই এক প্রকার নূতন শক্তির আবির্ভাব হয়। আমরা বালককালে যে মুমূর্ষু কৃষক ও তাহার পুত্রগণের বিবরণ পাঠ করিয়াছি তাহারও উদ্দেশ্য এই সত্য জ্ঞাপন করা। পুত্রগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে দশটী কাঠি ভগ্ন করিল, কিন্তু একত্র দশটীকে ভাঙ্গিতে পারিল না।

আমরা যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে এই সমাজটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং যাহার জন্ম তিথি কমিবার জন্য অদ্য এখানে সমবেত হইয়াছি, এই সমাজ গঠনের কি প্রয়োজন ছিল? নির্জ্জনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রভাবে পরমেশ্বরকে ডাকিলে কি তিনি প্রার্থনা গ্রহণ করিতেন না? এরূপে কি কেহ কখনও ধর্ম্ম সাধন করেন নাই? তাহাদের সকলের ধর্ম্ম সাধনের কি কোন ফল ফলে নাই? কে এরূপ কথা বলিবেন? যদি ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি কার্য্যের কথা বল, তাহাও কি একা একা করা যাইত না? তবে আমরা সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলাম কেন? এই কি তাহার উদ্দেশ্য নয়, যে এই সমাজ আমাদের দশ জনকে এক করিবে। যদি কোন গৃহস্থের ঘরে একটী মাত্র সুন্দর শিশু জন্ম গ্রহণ করে, সেই শিশুটী যেমন স্নেহ গুণে সকলের চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের পরস্পরকে বাঁধিবার কারণ হয়, তেমনি এই শিশু যাহার জন্ম তিথির উৎসব করিতে আসিয়াছি, সেও আমাদের দুই শত জনকে এক গৃহে বদ্ধ করিয়া এক করিবে। এ কথা কি কল্পনা? বল দেখি ব্রাহ্ম ভাই, তুমি যে আজ এখানে উপাসনার্থ আসিয়াছ, বল দেখি তুমি আমাকে ভাল বাস কেন? বল দেখি তোমার সুখ দেখিলে আমার প্রাণে সুখ হয় কেন? তুমি কি আমার পিতা মাতার গৃহে জন্মিয়াছ? তুমি কি আমার সঙ্গে বাল্যকালে ধূলা খেলা করিয়াছ? তুমি কি আমার সমগ্রামবাসী, আমার সমাধ্যায়ী? না, কৈ সংসারে আত্মীয়তার যত কারণ আছে তাহাত এখানে নাই, তবে তোমাকে প্রিয় জ্ঞানে এত আনন্দিত হইতেছি কেন? এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহার জন্ম তিথির আনন্দ উপভোগ করিতে তুমিও আসিয়াছ, আমিও আসিয়াছি, এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তোমাকে আমাকে বাঁধিয়াছে, আমাদিগকে আত্মীয় করিয়া দিয়াছে। বল দেখি ব্রাহ্মিকা ভগিনি! তোমার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? তুমি কি পূর্ব্বে আমাকে ভাল বাসিতে, আমি কি পূর্ব্বে তোমাকে চিনিতাম? কৈ না। তবে তোমার প্রসন্ন পবিত্র মুখ দর্শনে যে আত্মীয় ভাবিয়া এত আনন্দিত হইতেছি ইহার কারণ কি? এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কি আমাদের আত্মীয়তাকে মধুর করিয়া দেয় নাই? তবে দেখ আমরা পথের ধূলিকণা সকলের ন্যায় জমিয়া প্রস্তর হইতে চলিয়াছি। যাহারা দশজনে কোন কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে যায়, তাহাদের কত সাহস ও উৎসাহ তাহা কি দেখ নাই? যে একাকী, সে যদি প্রভূত বলশালীও হয়, তথাপি তাহাকে ভীত হইতে হয়; কিন্তু যে জানে যে আমার পশ্চাতে দুই শত জন আছে, সে একাকী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেও অসম্ভব সাহসের সহিত সংগ্রাম করিতে পারে। দেশের কুনীতি কুসংস্কারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকে যদি সংগ্রামের সহিত তুলনা কর, তাহা হইলেও আমরা দশজনে এক সঙ্গে যখন সেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তখন আমাদের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগকে সেই বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য জন্মিয়াছে। বল দেখি আজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে বিশেষ ভাবে প্রিয় বলিয়া অনুভব করিতেছ কি না, বল দেখি সুন্দর শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা

হইতেছে কি না? আমাদের হৃদয় কি আজ বলিতেছে না, "ওরে প্রিয় শিশু, আমাদের অনেকের হৃদয়ের ভালবাসার ধন, তুই বাঁচিয়া থাক, ঈশ্বর তোকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করুন; তুই পরকে আপনার করিয়া দিয়াছিস, দূরের লোককে প্রাণের নিকটে আনিয়া বাঁধিয়াছিস, তুই ব্রাহ্মসমাজের নিরাশার মধ্যে আশার সমাচার আনিয়াছিস্। প্রিয় শিশু তুমি আমাদের সকলের স্নেহ আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা দ্বারা রক্ষিত হইয়া দিন দিন বর্দ্ধিত হও, এবং যে শুভ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য তোমার জন্ম ঈশ্বর, কৃপায় তাহা সাধন করিতে সমর্থ হও।'

এস আজ সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে এই নিরাকার শিশুকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করি। কিন্তু যদি একটী শিশুকে দশজনে ভালবাসে, তাঁহাদের ভালবাসার চিহ্ন স্বরূপ যে নানা বিধ উপহার দিয়া থাকে। আজ সংবৎসর পরে সকলে চিন্তা কর এই শিশুকে কে কি দিয়াছ? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য কে কি করিয়াছ? বালক বৃদ্ধ যুবা যুবতী আমাদের সকলেরই কি কিছু দিবার নাই? কিছু করিবার নাই? তাহা কি সকলে দিয়াছেন? যদি না দিয়া থাকেন তবে অদ্য হইতে সকলে প্রতিজ্ঞা করুন যে যাঁহার যতটুকু সাধ্য, ভবিষ্যতে তিনি তাহা দিবেন। যাঁহার অর্থ আছে তিনি অর্থ দিন, যাঁহার চিন্তা আছে তিনি চিন্তা করুন, যাঁহার বুদ্ধি বিদ্যা আছে, তিনি বুদ্ধিবিদ্যার নিয়োগ করুন। ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ সমাজ দিন দিন পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া সকলের আরও আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। ঈশ্বর করুন তাহাই হউক।

দার্জ্জিলিঙ ব্রাহ্মসমাজ।

তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসবে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের উপদেশ। ৩০ চৈত্র।

ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দার্জ্জিলিঙ ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, উক্ত সমাজের সম্পাদক তাহার সারাংশ আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তাহা আদরের সহিত প্রকাশ করিলাম।

অদ্য এক বৎসর পূর্ণ হইল। কত সুখ কত দুঃখ কত কষ্ট আমাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অদ্য এই বৎসরের শেষ দিনে, আমরা সকলে মিলিয়া—সকল ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিয়া সেই পরম পিতার উপাসনার জন্য এখানে উপনীত হইয়াছি। বৎসরের শেষ দিনে এখানে আমরা সেই প্রেমময় পরমেশ্বরে আমারদের এই আত্মা সমর্পণ করিতে আসিয়াছি। আমরা অতি ক্ষুদ্র জীব হইয়া সেই দেব দেব পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য এখানে একত্র হইয়াছি। এই দিবসের গুরুত্ব অনুভব কর। এই বেলা অমৃত বেলা। এই অমৃত বেলায় সেই অমৃতের উপাসনা করিয়া অমৃত লাভ করিব। তিনিই অকৃত অমৃত অপরিবর্ত্তী. আর সকলই অস্থির, সকলই বায়ুর ন্যায় চঞ্চল। দেখ এক বৎসর কেমন দ্রুতবেগে চলিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুখ দুঃখ সকলই অবসান হইয়াছে। যেমন এক বৎসর আমাদের জীবনের সঙ্গে অতিবাহিত হইল, তেমনি ক্ষণস্থায়ী ঘটনা সকলও কালের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। এই চঞ্চল জগতের মধ্যে আমাদের এই চঞ্চল জীবনকে কোথায় রাখিয়া আমরা সুখী হইব? সেই ধ্রুব সত্য সনাতন পরম পিতার ক্রোড়ে আমাদের এই জীবনকে রাখিয়াই আমরা নিরাপদ্ হইব ও শান্তি লাভ করিব। তখন এই যে কালের করাল মূর্ত্তি ইহা আমাদের ভয় দিতে পারিবে না। "রবিজ ভয় রবে না আর রবে না।" যাহা চলিয়া গেল তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। এই পৃথিবী যে আকাশ দিয়া চলিয়া গেল, সে আকাশে সে আর ফিরিয়া আসিবে না। যে স্রোত দিয়া নদীর জল চলিয়া গেল, সে জল আর সে স্রোতে ফিরিয়া আসিবে না। গত বৎসরে আত্মা যে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছে, এবৎসরে সে আর তাহা অনুভব করিবে না। চঞ্চল জগতে সকলই নশ্বর, সকলই অস্থির; সেই ভূমা পরমেশ্বরই কেবল এক ভাবে স্বকীয় মহিমাতে চিরকাল অবস্থিতি করিতেছেন। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ এই অক্ষয় পুরুষকে জানেন এবং তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন, তিনি আর এই সংসারে দুঃখে বিচলিত হয়েন না। সেই ঈশ্বর রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু, তাঁহাকে পাইয়া সকলে পরিতৃপ্ত হয়। তিনি আমারদের পরম সম্পদ, তিনি আমারদের পরম আনন্দ।

হে পরমেশ্বর! তুমি আমারদের সকলের সঙ্গে থাকিয়া উপযুক্তমত আমাদের প্রয়োজনীয় তাবৎ অর্থ বিধান করিতেছ, আমরা তোমার করুণার উপর নির্ভর করিয়া জীবিত রহিয়াছি। গত বৎসরের কত সাংঘাতিক বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে নমস্কার। গত বৎসরে তোমার প্রসাদে কত সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, তাহার জন্য তোমাকে নমস্কার, গত বৎসরে কত সময়ে আমাদিগকে পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে নমস্কার, গত বৎসরে কত সময়ে পুণ্য ভূমিতে আরোহণ করিবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহ দিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে নমস্কার। হে দুর্গতিনিবারণ পতিতপাবন মুক্তিদাতা পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।

ব্রাহ্মসমাজ।

(1) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঁকিপুর সমাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ সেখানে গমন করেন, তথা হইতে মুরসিদাবাদ সমাজের উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন।

(2) সিরাজগঞ্জ হইতে এক জন বন্ধু তাঁহাদের উৎসবের নিম্নলিখিত বিবরণটী মুদ্রিত করিবার অনুরোধ করিয়াছেন;—

গত ২০এ বৈশাখ সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে প্রাতঃকাল

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি ১৭ই বৈশাখ সন্ধ্যার পর "ধর্মজীবন" বিষয়ে এবং ২০ই বৈশাখ সন্ধ্যার পর "ব্রহ্মপূজা" বিষয়ে অত্রস্থ ইংরাজি বিদ্যালয়ের গৃহে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবর্গ বক্তৃতা শুনিয়া বিগলিত হইয়াছিলেন। ২১এ বৈশাখ প্রায় সমস্ত দিবস উৎসব হয়। মধ্যাহ্নে ৩০০ শত আন্দাজ কাঙ্গালীকে দধি চিড়া খাওয়ান এবং পয়সা দেওয়া হয়। বেলা ৫ ঘটিকার সময় নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তনে এখানকার প্রায় সকল ভদ্র লোকে যোগ দিয়াছিলেন, ব্রহ্ম সঙ্কীর্ত্তনের পশ্চাতে এখানকার স্থানীয় লোকদের এক হরিসঙ্কীর্ত্তনের দল ছিল। এবার কোন কোন হিন্দু মহাশয় নিজে আগ্রহ করিয়া চাঁদা দিয়াছেন এবং বিলক্ষণ রূপ সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। মঙ্গলময়ের কৃপায় এবার অত্যন্ত উৎসাহের সহিত উৎসব কার্য্য সমাধা হইয়াছে।

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিন। উক্ত দিবস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাবাসি সভ্যগণ বিশেষ উৎসব করেন। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। প্রাতে ৬॥টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত প্রভৃতিতে অতিবাহিত হয়, পরে ৭টার সময় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের আসন গ্রহণ করেন। তিনি উপাসনান্তে যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার সার মর্ম্ম এই:—ঈশ্বরের অব্যক্ত শক্তি দ্বারা যেমন শীতান্তে তরু সকল নবজীবন ও শোভাতে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম সমাজ সকলও জীর্ণ পুরাতন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া নবজীবন ও শোভাতে পূর্ণ হয়—এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের কাল উপস্থিত হইয়াছে এবং আমরা এখানে যে জীবন্ত ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছি, তাহারই ভাবে অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্ম সকলও সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত হইতে চলিয়াছে। বৈকালে আবার ৫॥টার সময়ে সভ্যগণ বেনিয়াটোলা লেনস্থ ৪২ নং ভবনে সমবেত হন, সেখানে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত, গঠন প্রণালী ও ভাবী আশা বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটী প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবার সংকল্প আছে, সুতরাং তাহার মর্ম্ম এ স্থানে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। বক্তৃতাটীর পরেই সায়ংকালিক উপাসনা আরম্ভ হয়। এই উপাসনাকালে উক্ত শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক যে উপদেশটী প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার সারাংশ স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম জামালপুরের ব্রাহ্মগণ তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক দিবস তাঁহারা রাত্রি ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ধ্যান ধারণা উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন, ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, এম এ, বাবু তারাকিশোর চৌধুরী এম এ ও বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি এর প্রধান উদ্যোগে সম্প্রতি গোয়ালন্দে একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য আমরা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

আগামী ১১ই জুন পেটলাড প্রার্থনা সমাজের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উৎসব হইবে আমরা ইহার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের নিকট এই দূরস্থান হইতে আমরা উৎসবের সিদ্ধি প্রার্থনা করি।

প্রচারক পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর প্রথম ত্রৈমাসিক প্রচার বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামীবারে প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

মুঙ্গেরস্থ কোন সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন,—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ১৬ই মে মুঙ্গেরে আগমন করিয়া দুই দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৬ই ও ১৭ই মে নিয়মবাদ ও অদৃষ্টবাদ এবং উপাসনা বিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদিগের আলোচনা হইয়াছিল। ১৭ই মে তিনি এখানকার বাঙ্গলা স্কুল হলে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর জনৈক হিন্দু যুবা জাতি-ভেদাদি কুপ্রথার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

সংবাদসার।

আমেরিকার কোন একটী উপাসনালয়ের এক জন উপাসককে কেহ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তাঁহাদের আচার্য্যের চরিত্রের কতকগুলি দোষ উল্লেখ করিয়াছিলেন। নির্ব্বোধ আচার্য্য যুক্তবারে অভিযোগ উপস্থিত করেন। বিচারপতিগণ এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে ধর্ম্মসমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আচার্য্যের দোষ গুণ বিচারের ক্ষমতা উপাসক মাত্রেরই আছে। আমরাও এই কথা বলি। আচার্য্যের বা প্রচারকের বিচারের অধিকার উপাসকদিগের নাই, যে দিন এই মত ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইবে, সেই দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে অসত্য ও পাপের শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইবে।

রুস সম্রাট কি বিপদেই পড়িয়াছেন! ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে উৎপীড়ন করিতে এমন রাজা আর নাই, অথচ এত সম্প্রদায়ও আর কোথা দেখা যায় না। সেখানে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে যাহারা গর্ত্তের মধ্যে বাস করে, এক সম্প্রদায় আছে যাহাদিগকে দুগ্ধপায়ী বলে; সম্প্রতি "প্রাচীন বিশ্বাসী" নামে এক সম্প্রদায় দেখা দিয়াছে রুস গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ওদিকে নাস্তিকদিগের উপদ্রবও এমন কোন দেশে নাই। নিহিলিষ্ট নামে এক সম্প্রদায় নাস্তিক সমুদায় রাজ্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, সম্রাটকে কয়েক বার হত্যা করিতে করিতে রাখিয়াছে।

ফরাসি দেশের জেস্থইট নামক রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের আর ভদ্রস্থতা নাই। ফরাসি গবর্ণমেণ্ট চিরকাল তাহাদের শত্রু। লোকে ভাবিয়াছিল বর্ত্তমান সাধারণতন্ত্র মন্ত্রিগণ

আর তাহাদিগকে নির্যাতন করিবেন না। কিন্তু তাহা নহে, সম্প্রতি এক আদেশ হইয়াছে যে জেসুইটগণ ফ্রান্স দেশে আর কার্য্যক্ষেত্র পাতিতে পারিবেন না, যাহা আছে তাহাও ভাঙ্গিয়া উঠাইয়া লইতে হইবে। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যতক্ষণ না গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দেন, ততক্ষণ জেসুইটগণ এই আদেশ পালন করিবেন না বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন।

একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে সুইডেন, নরওয়ে ডেনমার্ক ও আইসলণ্ড প্রভৃতি স্থানেও প্রাচীন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিয়া ধর্ম্ম সংস্কারের আন্দোলন চলিতেছে, অনেকে পার্কারের মতাবলম্বী হইয়াছেন। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি জগতের একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তনের দিন আসিতেছে!

আমেরিকা দেশে এক ব্যক্তি সম্প্রতি একটী কলেজ করিবার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে সেই বাটীতে সুরা, বা তামাক বা অন্য কোন প্রকার মাদক আনা হইবে না। যে সকল ছাত্র কোন প্রকার মাদক সেবন করে, তাহাদিগকে লওয়া হইবে না। এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটী নিয়ম এই যে সেই বাড়ীতে মনুষ্যের প্রাণনাশোপযোগী কোন প্রকার অস্ত্র শস্ত্র রাখা হইবে না। দেখিয়া বোধ হইতেছে লোকটী মাদক সেবন ও যুদ্ধ এই দুইটীকে নিতান্ত নিষিদ্ধ কার্য্য মনে করিতেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ দান।

ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ দাতব্য স্বাক্ষরিত ও সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের আশার অতীত বলিতে হইবে। সাধারণের এইরূপ সাহায্য লাভ করাতেই গত বর্ষের মধ্যে মন্দিরের ভিত্তি ও চতুঃপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যয়সাধ্য অধিকাংশ কার্য্য এখনও অসম্পন্ন রহিয়াছে এবং আরও অধিক অর্থ সংস্থান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। আমরা আগ্রহ ও বিনতি সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, এই উপাসনা গৃহের প্রতি যাঁহাদিগের অনুরাগ ও সহানুভূতি আছে, অবিলম্বে প্রার্থিত সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিবেন এবং যে সকল সদাশয় মহোদয় ইতিপূর্ব্বে দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, এই সময় স্ব স্ব দাতব্য প্রদান করিয়া কার্য্য সম্পাদনের সহায়তা করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীতে যতদূর বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তৎপরে নিম্নলিখিত দান সকল স্বাক্ষরিত হইয়াছে, আমরা দাতা মহোদয়দিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি:—

পূর্ব্ববারে বিজ্ঞাপিত	১৯,৬৮২৬৷৷০
পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত	১৯৬২৬৷৷০
বাবু নন্দলাল সেন, কলিকাতা	১০৲
„ প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বালেশ্বর	২০৲
„ শরচ্চন্দ্র গুপ্ত, ঢাকা	১৫৲
„ আশুতোষ বসু, দারজিলিং	৫০
বাবু বঙ্কুবেহারী বসু, ঐ	২০৲
„ শঃ ভুবান ঐ	৫৲
„ হীরাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ	৫৲
„ বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	২৲
„ রূপনারায়ণ সিংহ, ঐ	২৲
„ বংশগোপাল সিংহ, ঐ	১০৲
„ রাজনারায়ণ ঘোষ, ঐ	৫৲
„ কালীশঙ্কর দাস, গোপালপুর	২৲
„ হরনাথ দাস, কুলীগ্রাম	৫৲
„ প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি	২৲
„ হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ	১৲
„ ক্ষীরোদকুমার সিংহ, ঐ	১০৲
„ হারবল ঘোষ, ঐ	৫৲
„ মহীপতি বসু, ঐ	৫৲
„ তারিণীচরণ দত্ত, ঐ	২৲
„ X Y Z ঐ	২৲
„ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ	১৲
„ সুরেশচন্দ্র মজুমদার, ঐ	২৲
„ যাদবচন্দ্র দে, ঐ	৫৲
„ পূর্ণচন্দ্র পাল, ঐ	২৲
„ বিহারীলাল গাঙ্গুলী, ঐ	৫৲
„ বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	৩৲
„ শুকদয়াল চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১৲
„ রাধিকাচরণ সোম, ঐ	২৲
„ কালীমোহন রায় ঐ	১৲
„ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১৲
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঐ	২৲
„ শ্রীনাথ বড়ুয়া, ঐ	১৲
„ কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ	১৲
„ জানকীনাথ বিশ্বাস, ঐ	২৲
„ মহিমচন্দ্র ঘোষ, ঐ	৪৲
„ মহিমচন্দ্র দাস, ঐ	১৲
„ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ঐ	৫৲
„ হরিপদ মুখোপাধ্যায়, ঐ	২৲
„ উমেশচন্দ্র রায়, ঐ	॥০
ইংলণ্ডের ৩টী বন্ধু মাং কুমারী কলেট	৪৮৲
বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	২৫৲
সর্দ্দার দয়ালসিং মাজেটীয়া অমৃতসর	১০০০৲
বাবু চারুচন্দ্র সরকার, কলিকাতা	১০৲
„ হরিচরণ সেন, ঐ	২০৲
„ প্রমদাচরণ সেন, ঐ	৫॥০
„ দুর্গানন্দ সেন, ঐ	৭৫৲
„ ত্রিগুণাচন্দ্র সেন ঐ	৫৲
„ বিপিনবিহারী গুপ্ত, ঐ	৫৲
„ আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ঐ	১০৲
একটী বন্ধু, ঐ	১৲

বাবু নলিনীকান্ত রায়,	ঐ	১০৲
„ সূর্য্যকুমার রায়,	ঐ	২৲
„ হরিশচন্দ্র সরকার,	ঐ	১৲
„ শ্রীনাথ ঘোষ,	ঐ	১৲
„ রামচন্দ্র কুণ্ড,	ঐ	১৲
„ গোপীমোহন বসাখ,	ঢাকা	২৫৲
„ শরচ্চন্দ্র রায়,	ময়মনসিংহ	১০৲
		২১১১১৷৹

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

২৭ এ এপ্রেল হইতে ২৫ এ মে পর্য্যন্ত।

বাবু শিবচন্দ্র দেব, কোন্নগর	৩৲
„ শশিভূষণ দত্ত, কলিকাতা	।০
„ রজনীনাথ রায়, বম্বে	৪৲
„ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	৩৷০
„ হারানচন্দ্র সরকার, ঢাকা	৩৲
„ কালীনারায়ণ গুপ্ত, ঐ	৩৲
„ গঙ্গাচরণ সরকার, ঐ	৩
„ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা	১।০
„ রাখালদাস চন্দ্র, বম্বে	৩৲
„ সুন্দরীমোহন দাস, কলিকাতা	১৸০
„ শ্যামলাল দাস, ঐ	১৲
„ নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ, ঐ	২।০
„ নবীনচন্দ্র ঘোষ, বাগআঁচড়া	৵০
„ রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, নড়াল	৬৲
„ আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা	২৲
„ বীরেশ্বর সান্যাল, আগ্রা	৩৲
„ বৈষ্ণবচরণ মল্লিক, হুগলী	৬৲
„ ভুবনমোহন বসু, ঐ	১৲
„ কেদারনাথ কুলভী, বাঁকুড়া	১৷০
„ চন্দ্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম	৫৲
„ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা	১৲
„ আনন্দচন্দ্র রায়, সিলিগুড়ী	৩৲
„ রজনীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, সিরাজগঞ্জ	৩৲
„ জয়কৃষ্ণ ঘোষ, বারুইপুর	২৲
„ বীরেশ্বর মিত্র, কলিকাতা	১৸০
„ গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী, ঐ	১৷৵০
„ কৈলাসচন্দ্র বাগ্চী, সিরাজগঞ্জ	৩৲
সম্পাদক কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ	২৲

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে ঃ—

১—কার্য্য নির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।

২—প্রথম ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব।

৩—সভ্য মনোনয়ন।

৪—বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
২৭এ মে—১৮৮০ } শ্রীমোহিনীমোহন বসু।
সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকের নিকট অদ্যাপি দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে। তাঁহাদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা সত্বর মূল্য প্রেরণে বাধিত করেন। এই সময় হইতে এক মাসের মধ্যে মূল্য প্রাপ্ত না হইলে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইব।

যাঁহাদিগের নিকট এক বৎসরের পশ্চাদ্দেয় বা অগ্রিম মূল্য পাওয়া যাইবে, তাঁহারাও কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব দাতব্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে পরমানুগৃহীত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়
১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ } কার্য্যাধ্যক্ষ।

আমি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের একখানি জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার জীবনীসম্বন্ধীয় এপর্য্যন্ত সাধারণে অপ্রকাশিত কোন ঘটনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জ্ঞাত করেন, অথবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রাদি আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি যার পর নাই বাধিত ও কৃতজ্ঞ হইব।

কলিকাতা
১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিকমাস হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম

বার্ষিক মূল্য কলিকাতায় জন্য ২।০ এবং মফস্বলের জন্য ২৸৴ ষাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় ৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ই মার্চ ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থসংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুরষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র।

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য; নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাসুল।
Channing's Complete works	১॥০	৵০
Practical Sermons	৸০	০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	/০
Perfect Life	১৸০	৴০
Morning & Evening meditations	১৸০	৴১০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১৲	/১০
সঙ্গীত-হার (বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	।০	১০
সুরুচীর কুটীর	।০	১০
শিশুর সদাচার	১০	১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/০	১০
জাতীয় সঙ্গীত	৴০	১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	১০
প্রবন্ধ-লতিকা	।০	১০
Almanac 1880	4 ans	
Second Annual Report 1879	6 ans	
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	১০
Brahmo-Year Book 1879 (Miss Collet's)	১৲	১০
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	/০
ঐ ২ ভাগ	৷	১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/০	১০
ঐ ইংরাজী	৴০	১০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৴০	১০
কৃতজ্ঞতা	১০	...
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।০	১০
শিশু পালন	।০	১০
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ	।৴০	১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।০	১০
ধর্ম্মালোচন	/১০	১০

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, May. 1880

[পাক্ষিকপত্রিকা]

৩য় ভাগ। ২ য় সংখ্যা। | ১লা আষাঢ়, সোমবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ।০

ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এরূপ ঘটনা কখন কখনও ঘটিয়া থাকে। তিনজন যুবাপুরুষ সমাজ সংস্কার বিষয়ে মহা উৎসাহী, যে কোন প্রকার হউক একটী বিধবা বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ হইলেই পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হইল মনে করেন; তাঁহারা চেষ্টা চরিত্র করিয়া বা ঘটনাক্রমে একটী বিবাহার্থিনী বিধবাকে সংগ্রহ করিলেন। তাঁহাদের ন্যায় অপর একজন যুবাপুরুষ বিবাহার্থী বর হইয়া সেই কন্যার ভার গ্রহণে প্রস্তুত হইলেন। দুই এক মাসের মধ্যে দিন স্থির হইল; শীঘ্র দুই পাঁচ জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হইল; তাড়াতাড়ি রেজিষ্ট্রারকে সংবাদ দেওয়া হইল; তাঁহাদের মধ্যে একজন আচার্য্যের কার্য্য করিলেন; একজন পৌরহিত্যের ভার লইলেন; বিবাহ পদ্ধতি তাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে স্থির হইল এবং বিবাহ কার্য্যটী সম্পাদিত হইয়া গেল। যে সকল যুবক এইরূপ কার্য্য করেন আমরা তাঁহাদের সৎসাহস ও সদভিপ্রায়ের প্রশংসা করি কিন্তু পরামর্শ স্বরূপ কয়েকটী কথা বক্তব্য বোধ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ এখন যেরূপ ক্ষুদ্র ও ইহার প্রতি লোকের যেরূপ দৃষ্টি তাহাতে ইহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এক একটী প্রধান উপায় বলিয়া গণ্য করা উচিত। আমরা অনুষ্ঠান গুলি যেরূপেই করি না কেন বাহিরের লোকে দেখিয়া মনে করে, ব্রাহ্মেরা এই সকল অনুষ্ঠান এই রূপেই করিয়া থাকে। সুতরাং অনুষ্ঠান গুলি যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সেবিষয়ে সকলের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বয়সে প্রবীণ এবং সামাজিক সকল কার্য্যে যাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে এমন সকল লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। সেই সকল অনুষ্ঠান স্থলে যাহাতে দশজন বিজ্ঞ ও প্রবীণ লোক উপস্থিত থাকেন এবং সমুদয় কার্য্য সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক সম্পাদিত হয় এরূপ উপায় পূর্ব্ব হইতেই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইয়া, কয়েক জন যুবা পুরুষ দুই দিনের জন্য একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন, যথাসময়ে একটী কন্যা আসিল, অপর দিক হইতে একটী বর আসিলেন, একজন যুবা পুরুষ যেমন তেমন করিয়া উপাসনা সাঙ্গ করিলেন, কিয়ৎক্ষণ আমোদ প্রমোদের কোলাহল গেল, পরে দশজন দশ দিকে ধাবিত হইলেন। এরূপে একার্য্য গুলি করা উচিত নয়, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে। আমাদের এ অভিপ্রায় নয় যে প্রচারক মহাশয় আসিয়া উপাসনা বা পৌরহিত্য না করিলে সে অনুষ্ঠান সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে যাঁহারা এই সকল অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করেন তাঁহাদের কয়টী বিষয় দেখা কর্ত্তব্য। (১ম) কন্যাটীর অভিভাবক স্বরূপ কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি যাহাতে সভাস্থলে উপস্থিত থাকেন, (২) যাঁহাদের এই সকল সামাজিক অনুষ্ঠান বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে এরূপ ব্যক্তিদের প্রতি পদ্ধতি প্রভৃতি স্থির করিবার ভার দেওয়া হয়; (৩য়) যদি সম্ভব হয় কোন গৃহস্থ পরিবারের মধ্যে উক্ত অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করা হয়।

নিয়মতন্ত্র প্রণালীকে আমরা এত প্রার্থনীয় জ্ঞান করি কেন? না, ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিয়া কার্য্য চলে। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে সকলের মতের প্রতি উপেক্ষা করিতে হইবে এবং তাবত লোকের মতের ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বেড়াইতে হইবে। যাঁহারা কেবল অপরের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া চলেন, হিতাহিত চিন্তার ভার অপরের স্কন্ধে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহাদের প্রকৃতি যেমন নিয়ম তন্ত্র প্রণালীর উপযোগী নয়, সেইরূপ যাঁহারা সামান্য মতভেদ হইলে আর এক সঙ্গে কার্য্য করিতে পারেন না, অপরের মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন যাঁহার অভ্যাস, ও কেবল অপরের মতের প্রতিবাদ করিয়া বেড়ানই যাঁহার কার্য্য তাঁহারও প্রকৃতি নিয়মতন্ত্র প্রণালীর বিরোধী। দশজনে কাজ করিতে গেলে, নেতা হইতে [illegible] বার স্থল বিশেষে নীত হইতেও হয়। এই উভয়ের [illegible] যাঁহার হৃদয় মন প্রস্তুত নয় তিনি দশ জনের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে অক্ষম। ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় দেশ আর নাই, কিন্তু এখানকার লোকে আবার যেমন নীত হইতে জানে এমন অন্য দেশের লোকে জানে না। নীত হইতে জানা অর্থাৎ বিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তিদিগের মতের প্রতি সমুচিত আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে জানা নিয়মতন্ত্র প্রণালী গঠনের একটী প্রধান উপাদান। নতুবা যাহারা বলেন আমরা স্বাধীন, আমরা কেন অপরের পরামর্শের অপেক্ষা করিব তাঁহারা সমাজ গঠন ও সমাজ শাসনের মর্ম্ম আজিও অবগত হন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবক সভ্যদিগের এই কথা গুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

একবার খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বন করিলে সে ব্যক্তির আর প্রাচীন সমাজে পুনর্গৃহীত হওয়া সহজ নয়; কিন্তু কোন ব্রাহ্ম যদি প্রাচীন সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন, তিনি অল্প আয়াসে সমাজ মধ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। এইরূপ সুবিধা থাকাতে যাঁহারা এক সময়ে সর্ব্ব প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানে পরম উৎসাহী ছিলেন এমন অনেক আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম অল্পে অল্পে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন। আমরা যে ধর্ম্ম সমাজকে আমাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নতির প্রধান সহায় মনে করি লোকে তাহা পরিত্যাগ করেন ইহা দুঃখের বিষয় তাহাতে সন্দেহ কি, কিন্তু আর এক দিয়া দেখিলে এইরূপে সহজে অবসৃত হইবার সুবিধা থাকা প্রার্থনীয় বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মের যখন ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন ঘটিল কিম্বা চরিত্রের ব্যতিক্রম ঘটিল, তখন তিনি আর ব্রাহ্ম রহিলেন না, তখন আর তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া ফল কি? যদি তিনি সরিয়া পড়িবার পথ না পান, এবং অনিচ্ছা সত্বে ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয় তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বাস ও চরিত্রের শিথিলতা নিবন্ধন সমাজের সমূহ অকল্যাণ ঘটিবার সম্ভাবনা। সরল বিশ্বাসী ও সচ্চরিত্র দশজন ভাল কিন্তু শিথিল বিশ্বাসী ও শিথিল চরিত্র দুইশত লোক লইয়া লাভ নাই। ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখা যায় অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনের সময়েই সরল ও বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা অধিক থাকে; কারন বিশেষ নিষ্ঠা না থাকিলে আর লোকে উৎপীড়িত হইয়াও টেঁকে না। যাঁহারা এইরূপ অনেক আঘাত পাইয়া, অনেক বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া, ও অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিয়া আসেন তাঁহারাই ধর্ম্ম সমাজের প্রকৃত বল, এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক হইলেই ধর্ম্ম সমাজের মুখ উজ্জ্বল হয় এবং নাম গৌরবান্বিত হয়। এরূপ লোকের প্রতি লোকের বিশ্বাস হয়। ঈশ্বর করুন ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হউক।

আমাদের দেশীয় সমাজ মধ্যে স্ত্রীলোকেরা অবজ্ঞার পাত্রী; ইউরোপীয় সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি অযথোচিত সমাদর প্রদর্শনের রীতি আছে। ব্রাহ্মেরা সমাজ সংস্কারক এবং সমাজ সংস্কার বিষয়ে ইউরোপ তাঁহাদের অনেকের আদর্শ স্বরূপ, সুতরাং রমণীগণের সহিত আলাপ, পরিচয়, আহার ব্যবহারাদি বিষয়ে অনেক ব্রাহ্মের মনে নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে। অনেক ব্রাহ্ম যুবক মনে করেন স্ত্রীলোক হইলেই সে কি পদার্থ। তাহার আজ্ঞাবহ হওয়া, বিধিমতে তাহার সাহায্য করা, ও সকল প্রকারে তাহার তোষামোদ করা যেন ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে। একটী স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণ, ক্ষুদ্র; মিথ্যা কথা বলে, পরনিন্দাতে পটু, হিংস্রক প্রকৃতি; পুরুষ হইলে এরূপ ব্যক্তি সমাজে সকলের ঘৃণিত হইত, কিন্তু এই সকল সুদর্শী যুবকের নিকট তাহার সকল দোষ মার্জ্জনীয়, কারণ সে স্ত্রীলোক। একটী বালিকা, হয় ত ৫।৭ খানি ইংরাজী গ্রন্থ পড়িয়াছে; তাহাকে এরূপ সম্ভ্রম দেখান হয়, যেন সে বয়সে ও বিজ্ঞতাতে সমাজমধ্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ বিজ্ঞ পুরুষদিগের সমান। এরূপ অযথোচিত সম্ভ্রম প্রদর্শনের কুফল এই হয় যে বালিকা গুলির মস্তক ঘুরিয়া যায়। যাহার সদ্‌গুণ আছে, যাহার পদার্থ আছে, বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র আছে, সেই সমাদরের পাত্র, পুরুষ ও বুঝি না স্ত্রীলোকও বুঝি না। হিন্দু সমাজ মধ্যে স্ত্রীজাতির যেমন দুর্গতি তাহা নিতান্ত শোচনীয় কিন্তু ইংরাজ সমাজ মধ্যে আবার যেরূপ কল্পিত, মৌখিক ও প্রথানুগত সম্ভ্রম প্রদর্শনের রীতি আছে তাহাও অপ্রার্থনীয়। রমণীগণের শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব লাভের বিষয়ে সাহায্য করিব, কিন্তু পরমপদার্থ বলিয়া স্কন্ধে করিয়া বেড়াইব না।

হৃদয় কি কোমল বস্তু। গিরিপৃষ্ঠে সুশীতল নির্ঝরিণীর পার্শ্বে বসিয়া তাহার কুল কুল ধ্বনি শ্রবণে ও তাহার অবিশ্রান্ত গতি নিরীক্ষণে যে সুখ একজন হৃদয়বান লোকের নিকটে বসিতেও সেই তৃপ্তি। যাঁহার প্রাণে ভাল বাসিবার শক্তি নাই, সেই স্বার্থ পরতন্ত্র পুরুষ বা রমণীর নিকট বসিতেও প্রবৃত্তি হয় না। ব্রাহ্মদিগের বিরোধী কোন কোন লোক বলিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মেরা অনেকে পিতা, মাতা আত্মীয় স্বজনের স্নেহ বন্ধন ভেদ করেন বলিয়া তাঁহাদের অনেকে হৃদয় বিহীন হইয়া পড়েন। এবিষয়ে আমরা মত প্রকাশ করিতে পারি না ব্রাহ্মেরা আপনাপন হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। আমরা একটী হৃদয়বান লোকের গল্প করিতেছি। ইনি আপনাকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন না কিন্তু ইহাঁর সহৃদয়তা যে সর্ব্বসাধারণের প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভদ্রলোকটী তাঁহার একজন বন্ধুর সহিত বিদেশে এক বাড়ীতে থাকিয়া কার্য্য করিতেন। তাঁহার বন্ধু একজন বণিকের খাতা পত্র রাখিতেন এবং একজন ধনীর সন্তানদিগকে প্রতিদিন পড়াইতেন। এইরূপে তাঁহার দিন নির্ব্বাহ হইত। এমন সময়ে হঠাৎ সেই বন্ধুর মৃত্যু হইল। আমাদের পরিচিত ভদ্রলোকটী দেখিলেন যে তাঁহার বিধবা স্ত্রী ও অসহায় শিশু সন্তান গুলি নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। তখন তিনি সেই বণিকের নিকট গিয়া এই অনুগ্রহ চাহিলেন যে তিনি তাঁহাকে রাত্রে খাতা পত্র রাখিবার ভার দেন। আবেদন করাতে সেই কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রাতেঃ সেই ধনীর সন্তানদিগকে পড়াইবার ভার লইলেন। এইরূপে তাঁহার বন্ধু যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন সেই অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রের রক্ষণাবেক্ষণার্থ দিতে লাগিলেন। এক দিন দুদিন নয় আট দশ বৎসর এইরূপ করিয়া আসিয়াছেন। ইহা দেখিলে কার না হৃদয় উন্নত হয়? থিয়োডোর পার্কার হৃদয়ের এত আদর করিতেন যে তিনি এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "ঐ যে দরিদ্রা যুবতী আমার উপাসনা মন্দিরের এক কোণে বসিয়া আছে; ও সম্পদে বিপদে স্বামীর সহচরী থাকিয়া সমুদায় সুখ দুঃখের ভাগিনী হইয়াছে; রোগ শোকের যাতনার মধ্যেও উহার মুখের প্রসন্নতা নষ্ট হয় নাই; এই রমণী প্রবল

প্রলোভনে পতিত হইয়াও নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় নাই; নিজ দরিদ্রতার মধ্যে থাকিয়াও উঁহার দয়া দুঃখীর দুঃখহরণে কুণ্ঠিত হয় নাই; আমি বলি ঐরূপ একটী জীবন তোমাদের সমুদয় ভলটেয়ার ও লাপ্লাসের (দুইজন বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত) জীবনের সমষ্টির অপেক্ষা মূল্যবান।" (আমরা স্মৃতি হইতে কথাগুলি লিখিলাম।) আমরাও বলি, যে পুরুষ বা রমণীর হৃদয়ের দোষ আছে, তাঁহারা বহু ঐশ্বর্য্যশালী, বহু প্রতিভা সম্পন্ন বা বহু বিদ্যাশালী হইলেও আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন না। যে ভাল বাসিতে জানে তাহাকেই আমরা ভাল বাসি; পরের দুঃখে প্রাণে যে ব্যথা পায় তার হৃদয়ে মস্তক রাখিতে ইচ্ছা করে; এবং এইরূপ লোককেই ধর্ম্ম সমাজের শোভা মনে করি।

সভ্যতার ধর্ম্ম ও নিষ্ঠার ধর্ম্ম।

বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতার একটী কুফল এই ফলিয়াছে যে হৃদয়ের অতি উপাদেয় কার্য্য গুলিও লোক দেখান সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখীর দুঃখ হরণ যে এমন মিষ্ট পদার্থ তাহা ও অনেক স্থলে সভ্যতার পরিচ্ছদের মত হইয়া পড়িয়াছে। এক জন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া রমনী পরোপকার করিতে যাইতেছেন! উত্তমাশ্বযোজিত যানারোহণে, মহার্হ বসন ভূষণে পরিশোভিত হইয়া, করকমল স্থিত ব্যজনের মন্দ মন্দ বাতাস খাইতে খাইতে কোন দরিদ্রের পর্ণ কুটীরের দ্বারে গিয়া লাগিলেন; সুকুমার শরীরকে অবতীর্ণ করিয়া কুটীর মধ্যে পদার্পণ করিলেন, এবং কাহারও প্রতি একটু হাসিয়া কাহারও সহিত দুইটী কথা কহিয়া, কাহারও পুত্রের মস্তকে একটু হস্ত দিয়া সকলকে কৃতার্থ করিয়া আসিলেন।

এমন কি ধর্ম্ম যে আত্মার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু তাহাও অনেকের পক্ষে লোক দেখান সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন ঈশ্বরের নামের সহিত সম্পর্ক নাই, উপাসনার দিবস সুসজ্জিত হইয়া চারিদিক্ সুরভি গন্ধামোদিত করিতে করিতে কত সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমনী উপাসনা স্থানে যাইতেছেন! দেখিতে কেমন!! এরূপে ধর্ম্মসাধন করা না করা সমান। অপরাপর সভ্য সমাজের কথা বলিব কি ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেই কি এমন অনেক পুরুষ এবং রমণী নাই যাঁহাদিগের উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ শিথিল ভাব? কেহবা বলেন ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করাই তাঁহার উপাসনা, কেহবা ভাবেন উপাসনা প্রভৃতি দুর্ব্বল অধিকারীদিগের জন্য; কেহবা মনে করেন উপাসনা প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন। তবে কেহ যদি উপাসনা করে, কিম্বা উপাসনার বিষয়ে উপদেশ দেয় তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। আমরা এরূপ শিথিল ভাবকে নিতান্ত শোচনীয় মনে করি। আমরা ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষাতে জানিয়াছি যে ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানের অভ্যাস আত্মার পক্ষে নিতান্ত প্রার্থনীয়। এতদ্ভিন্ন আত্মার আধ্যাত্মিক দৃষ্টি উজ্জ্বল হয় না; আত্মার মধ্যে পবিত্রতা, ও বল প্রভৃতি লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয় না; ঈশ্বরের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার গভীরতা ও মধুরতা অনুভব করিবার শক্তি জন্মে না; তাঁহার উপর নির্ভরের যে আনন্দ তাহা উপভোগ করিবার অধিকার হয় না; এবং প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার অনুগত থাকিবার যে প্রবৃত্তি তাহা বলবান হয় না; ইহা দৃষ্ট কথা। তবে হয়ত এমন অনেক দিন হয়, যখন নিয়মিত রূপে আত্মার সমাধান করা গেল, নিয়মিত রূপে আরাধনা করা গেল, কিন্তু অন্তরের মধ্যে বিশেষ তৃপ্তি, বা বিশেষ পবিত্রতা, বা বিশেষ বল উপলব্ধি করা গেল না। সামাজিক উপাসনা সম্বন্ধেও এইরূপ দেখা যায়। দশ দিন উপাসনা স্থানে যাইতেছি হয়ত বিশেষ কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার অনুভব করিতে পারিতেছি না। এরূপ স্থলে অনেকে উপাসনাদি অনাবশ্যক বোধে তাহা পরিত্যাগ করেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই আমরা কোনও দিন উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি দ্বারা বল বা পবিত্রতা লাভ করিয়াছি কি না? এতদিন যে সামাজিক উপাসনাতে যোগ দিয়াছি কোনও দিন আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা জাগ্রত হইয়াছে কি না? কোনও দিন হঠাৎ কোন নূতন আধ্যাত্মিক সত্য চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে কি না? কোনও দিন হঠাৎ কোন বহু দিনের সন্দেহ অতি সহজে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে কি না? যদি এই সকল ফল কখনও ফলিয়া থাকে, যদি এক দিনও ফলিয়া থাকে তাহা হইলে এ সাধনকে কখনই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না।

বঙ্গদেশের সমুদায় নদীতে সম্বৎসরকাল জল থাকে; কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এমন অনেক বিস্তীর্ণ নদী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে শীত ও গ্রীষ্মের কয়মাস রেখামাত্র জল থাকে এবং নদীর বিশাল খাত সিকতাময় পড়িয়া থাকে। আপাততঃ দেখিলে মনে হইতে পারে, এখানকার কৃষকেরা কি নির্ব্বোধ এই জলধারাটুকুর জন্য এত ভূমি ফেলিয়া রাখে কেন? বাঁধ বাধিয়া সমুদায় স্থান ক্ষেত্ররূপে পরিণত কেন করে না। কিন্তু তাহারা যে কেন বাঁধ বাধিয়া স্রোতটুকু বন্ধ করে না তাহার যুক্তি বর্ষার প্রারম্ভেই জানা যায়। যখন পর্ব্বতের পৃষ্ঠে বৃষ্টিধারা পড়িতে আরম্ভ হয় এবং যখন সেই জল প্রবলবেগে শত শত নির্ঝর দিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইতে থাকে তখন নদীসকলের পরিশুষ্ক খাত আর পরিশুষ্ক থাকে না। সমুদায় স্থান জলে পূর্ণ হইয়া যায়। যদি কোন মূর্খ কৃষক শুষ্ক দেখিয়া বাঁধ বাধিতে যায় তাহাকে যেমন আমরা বলি "ওরে মূর্খ এখন যদি জল প্রণালী বন্ধ করিস, তবে যখন পর্ব্বতের জল পৃথিবীতে নামিবে তখন ত আর তাহা তোর ক্ষেত্রে আসিবার পথ পাইবে না।" সেইরূপ কোন ব্রাহ্ম যদি উপাসনার প্রতি উদাসীন হন, তাঁহাকে বলিব—"ভাই তুমি দশদিন এই সাধনের বিশেষ ফল না দেখিয়া সাধন পরিত্যাগ করিতেছ, জান না ঈশ্বরের সহিত যোগের যে এক প্রধান প্রণালী ছিল তাহা বন্ধ করা হইল। তাঁহা হইতে পবিত্রতা ও বল প্রভৃতি উপার্জ্জন করিবার যে উপায় ছিল তাহা তুমি ঘুচাইলে।"

ফল কথা এই, যাঁহারা ধর্ম্মকে প্রাণের বস্তু, আত্মার ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার বারিরূপে অনুভব করেন না ধর্ম্ম সাধনে তাঁহাদের নিষ্ঠা হয় না। কিন্তু যাঁহারা প্রাণের দায়ে ব্রাহ্ম-

সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল উপদেশের প্রমাণ ও পরিচয় নিজ অন্তরে লাভ করিয়াছেন; উপাসনার মধুর প্রবাহ যাঁহাদের আত্মার অন্তস্তল পর্য্যন্ত সিক্ত করিয়াছে, তাঁহারাই উপাসনাকে আত্মার পরমপ্রিয় পদার্থ বলিয়া হৃদয় মনের সহিত ধারণ করেন। এইরূপ নিষ্ঠাবান লোক দেখিতেই ইচ্ছা হয় নতুবা সভ্যতার পরিচ্ছদরূপ যে ধর্ম্ম সাধন তাহা দেখিতে আর ইচ্ছা নাই। সেরূপ ধর্ম্ম সাধন দ্বারা কোন ধর্ম্মসমাজের মুখ আজিও উজ্জ্বল হয় নাই। তাঁহাদের শিথিল জীবনের শিথিল দৃষ্টান্তে কেহ আকৃষ্ট হয় নাই। আমরা যে ব্রাহ্মসমাজে আছি ইহা লোক দেখাইবার জন্য নয়, পরোপকার করিবার জন্য নয়, অপরকে ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত করিবার জন্য নয়, জগতে ধার্ম্মিক নাম ক্রয় করিবার জন্য নয়, কিন্তু নিজের সদ্‌গতির জন্য; নিজের আত্মার পরিত্রাণের সাহায্য হইবে বলিয়া। প্রকৃত নিষ্ঠাবান যিনি তাঁহার আত্মা নির্জ্জনে গোপনে ঈশ্বরের চরণে লগ্ন হইতে ভাল বাসে; নিজবল অপেক্ষা ঈশ্বরের কৃপার উপর তাঁহার অধিক নির্ভর এবং প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের অনুগত থাকাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ।

(ইংরাজী, ১৮০২ শক ১লা আষাঢ় : দেখ)

চরিত্রের আধিপত্য।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞ শেরিডানের বিষয় লোকে বলে যে তাঁহার চরিত্রের প্রতি লোকের বিশ্বাস থাকিলে তিনি সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে পারিতেন। কিন্তু চরিত্র বলের অভাবে, তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গভীর বিদ্যা অপেক্ষাকৃত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি লোককে বিস্মিত ও আনন্দিত করিতে পারিতেন, কিন্তু সামাজিকগণের জীবন ও দেশীয় রাজনীতির উপর তাঁহার কোন আধিপত্য ছিল না। চরিত্রের প্রভাবে এক জন সামান্য নাটক অভিনেতা ও আপনাকে শেরিডান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়াছিল। শেরিডান লণ্ডন নগরীর ড্রুরী লেনস্থ নাট্যশালার কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। ডেলকিনি নামক জনৈক অভিনেতা একদা তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য বেতনের জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল। শেরিডান বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি কে? এবং কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছ?" ডেলকিনি বলিল "না মহাশয় আমি সে কথা ভুলিয়া যাই নাই। আপনার এবং আমার মধ্যে কি প্রভেদ তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। বংশ, পদমর্য্যাদা, এবং শিক্ষায় আপনি আমার শ্রেষ্ঠ। কিন্তু জীবন, চরিত্র ও আচার ব্যবহারে আমি আপনার শ্রেষ্ঠ।"

চরিত্রবান ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধি হইয়াও অসচ্চরিত্র অসাধারণ-ধীশক্তি সম্পন্ন মনীষীগণ অপেক্ষা সমাজে সমধিক আধিপত্য ভোগ করিতে আমরা প্রতিনিয়ত দেখিয়া থাকি। তাঁহাদিগের আধিপত্য দেখিলে বোধ হয় যেন কোনও অন্তর্নিহিত গূঢ়শক্তি প্রভাবে তাঁহারা সমগ্র সমাজের হৃদয়কে পরিচালিত করিতেছেন।

যেমন প্রতিভার সঙ্গে সেইরূপ ধনের সঙ্গেও সচ্চরিত্রের কোনও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নাই। প্রত্যুত আমরা দেখিতে পাই যে ধন প্রায়ই সচ্চরিত্রের সহযোগী হইতে পারে না। অনেক যুবক পিতা বা ভ্রাতার শাসনাধীনে থাকা কালে উৎকৃষ্ট চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা বন্ধুবান্ধবগণকে মোহিত ও আশান্বিত করিয়া অবশেষে ধনের অধিকারী হইলে হীন নীতিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বিখ্যাত বংশ ও ধনী পরিবারের ইতিহাস এইরূপ শত শত হৃদয়বিদারক চিত্রে পূর্ণ। ধন ও দুশ্চরিত্রতা বিলাসিতা ও পাপ প্রায় অধিকাংশ স্থলে একে অন্যের সহযোগী হইয়া থাকে। মনের দৃঢ়তা যাহাদিগের অপেক্ষাকৃত অল্প; আত্মসংযমের ক্ষমতা যাহাদিগের নাই; রিপুগণ যাহাদিগের উত্তেজিত, তাহাদিগের হস্তে ধন অগণ্য বিপদ ও অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

ধনী অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত দরিদ্রগণ সাধারণতঃ চরিত্রের উৎকর্ষের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন। শ্রমশীল, সত্যপরায়ণ ও মিতব্যয়ী হইয়া এক ব্যক্তি অতি অল্প আয়েও অত্যন্ত সাধু জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারেন।

চরিত্র সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সম্পত্তি অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক মূল্যবান। সচ্চরিত্র ব্যক্তি পার্থিব ধনে ধনী না হইতে পারেন, যে ধন চোরে হরণ করিতে পারে, অগ্নি ভস্মসাৎ করিতে সক্ষম এবং শত প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা চক্ষুর ইঙ্গিতে বিনাশ করিতে সমর্থ, সেই ধনে তিনি ধনী না হইতে পারেন; কিন্তু সমগ্র সমাজের নিরাবিল ও সরল প্রশংসা ও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লাভ করিয়া তিনি লক্ষপতি অপেক্ষা সমধিক সুখ সৌভাগ্য ও আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বর্ক বিগত শতাব্দীর একটী ভদ্রলোকের বিষয় এক দিন বলিয়াছিলেন যে, "তাঁহার সদ্‌গুণ সমূহই তাঁহার উপজীব্য।" ইহার কারণ এই যে লোকে এই সকল সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্য সর্ব্বদা নির্ম্মল ও মহৎ বলিয়া ভাবিয়া থাকে এবং তাহাতেই তাহারা অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

সচ্চরিত্র ব্যক্তিকে মানুষ প্রতিনিয়ত বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু কেবল ধন থাকিলেই কেহ সাধারণের বিশ্বাস ভাজন হইতে পারেন না। ধন থাকিলে কি হইল? যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া নিয়মমত পরিশোধ করিবার ইচ্ছা বা অভ্যাস যদি ধনীর না থাকে, কুবের তুল্য ধনশালী হইলেও লোকে তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে না। টাকাকে মানুষ বিশ্বাস করে না, ন্যায়পরায়ণতা ও সচ্চরিত্রকে লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে এবং এই সদ্‌গুণ সমূহ যাঁহার চরিত্রে দৃষ্ট হয়, তিনি অপেক্ষাকৃত দীনদরিদ্র হইলেও লোকে তাঁহাকে অসচ্চরিত্র ধনী অপেক্ষা সমধিক বিশ্বাস করিয়া থাকে।

কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও প্রতিভা জগতে অনেক লোকের আছে। কিন্তু সত্যের উপর ইহাদের ভিত্তি স্থাপিত না হইলে মানুষ ইহাদিগকে কদাপি বিশ্বাস করিতে চায় না।

কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলে সত্যপ্রিয়তা রহিয়াছে। সত্যপ্রিয়তা কার্য্যে প্রকাশ পায় এবং যাঁহার চরিত্রে ইহা দৃষ্ট হয়, সাধারণ লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। যেখানে সত্যপ্রিয়তা নাই, সেখানে নিঃস্বার্থতা থাকিতে পারে না। এই সদ্গুণ না থাকিলে মানুষ অত্যন্ত নীচাশয় হইয়া পড়ে। তাহার জীবনে চরিত্রের মহত্ব কখনই লক্ষিত হয় না। কিন্তু যেমন সর্ব্বপ্রকার চরিত্রগত উন্নতির মূলে সত্যপ্রিয়তার প্রয়োজন, সেইরূপ সাংসারিক উন্নতির জন্যও সত্যপ্রিয়তা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ সত্যপ্রিয় না হইলে কেহ সাধারণের বিশ্বাসভাজন হইতে পারে না।

আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক কার্য্য ও প্রত্যেক ভাবের দ্বারা আমাদিগের চরিত্র সংগঠিত হয়। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, তৎসমুদায়ের ফলাফল আমাদিগের প্রবৃত্তি, অভ্যাস, এবং বিচার শক্তির উপর কার্য্য করে। অতএব প্রতিনিয়ত আমাদিগের দৈনিক কার্য্য দ্বারা আমাদিগের চরিত্র উন্নত বা অবনত হইতেছে। এক জন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন ;—" আমি এমন কোনও অন্যায় বা দোষ করি না, যাহা আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে আমার সুখ, বিচারশক্তি এবং সংস্বভাবের হানি না করিয়া থাকে এবং গত জীবনে যাহা কিছু সৎকার্য্য করিয়াছি, যে কিছু সৎ চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছি, তৎসমুদায়ই এখন আমাকে সৎপথে থাকিতে বিশেষ সহায়তা করিতেছে।"

জড় জগতের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নিয়ম নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জগতেও সতত দেখা গিয়া থাকে। একটী সৎকার্য্য সম্পাদন করিলে আরো দশটী সৎকার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাতে জন্মে ; একটী অন্যায় কার্য্য করিলে আরো দশটী অসৎ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য মন প্রস্তুত হয় এবং সৎকার্য্য করিবার ক্ষমতা সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের কৃত কার্য্যের ফলাফলের সীমা এই স্থানেই নির্দ্দিষ্ট হয় না। আমাদিগের কার্য্যের ফল, আমাদিগের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবাসী, এমন কি স্বদেশবাসী ও স্বজাতীয়গণও অনেক সময় ভোগ করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন 'মানুষ অবস্থার দাস। ইহা মিথ্যা কথা। প্রতিকূল অবস্থাকে পদদলিত করিয়া তাহার উপর আপনার হৃদ্গত উদ্দেশ্য সাধন করিবার ক্ষমতায় প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। মানুষের উপর বাহ্য অবস্থার তত আধিপত্য নাই, বাহ্য অবস্থার উপর মানুষের যত আধিপত্য আছে। ঈশ্বর মানুষকে লীলা পুত্তলি করিয়া সৃজন করেন নাই ; মানুষ যে স্বাধীন ইচ্ছা ও যে সমুদায় মানসিক ও নৈতিক বৃত্তি নিচয় লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদের সাহায্যে তাহার জীবনকে এইরূপ ভাবে সে পরিচালিত করিতে পারে, যে প্রত্যেক প্রতিকূল ঘটনা তাহার অপকার না করিয়া উপকার করিবে। যাহারা অলস ও বিশ্রামপ্রিয়, যাহাদিগের ইচ্ছার বল নাই অথবা বিবেক একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা মানুষকে ঘটনা স্রোতের লীলা পুতুলি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া এই যুক্তির দ্বারা আপনাদিগের অলস হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পায়। সেন্ট্ বার্ণার্ড বলিয়াছেন, "আমার নিজের দোষে ভিন্ন আমি কখনও কোনও প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই।"

ন্যায়পরায়ণতা সচ্চরিত্রের প্রধান উপাদান। সচ্চরিত্র ব্যক্তি সর্ব্বদা ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার ব্যবসায় কার্য্যে, তাঁহার পরিবারস্থ সকলের সহিত আচার ব্যবহারে, তিনি যে সমুদায় সাধারণ হিতকর ব্রতে হস্তক্ষেপ করেন, তাহার মধ্যে এই সদ্গুণ সতত প্রকাশিত হইয়া থাকে। বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে বা কেবল অপরের অর্থ সম্বন্ধে যে মানুষ ন্যায়পরায়ণ হইবে এরূপ নহে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ন্যায়পরায়ণতা দৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। টাকা কড়ি সম্বন্ধে যেরূপ, অপরের চরিত্র ও যশ সম্বন্ধেও সচ্চরিত্র ব্যক্তি ঠিক সেইরূপ ন্যায়পরায়ণ হইয়া থাকেন। তিনি তাঁহার প্রত্যেক চিন্তা ও ভাব ও কার্য্যকে ন্যায়সূত্র দ্বারা গ্রথিত করেন।

উদারতা সচ্চরিত্রের অন্যতম প্রধান উপাদান। প্রত্যেক বিষয়েরই একটী ভাল ও একটী মন্দ দিক আছে। প্রায় প্রত্যেক বিষয়কেই ভাল মন্দ উভয় অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যথোপযুক্ত কারণ না থাকিলে কার্য্যের সদর্থ গ্রহণ করা প্রকৃত উদারতার লক্ষণ এবং এই উদারতা যাহার জীবনে সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে মিলিত হয়, তিনিই প্রকৃত চরিত্রবান্ ব্যক্তি।

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ফক্সের চরিত্রে উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা উভয়ই সম্মিলিত ছিল। ফক্সের চরিত্রগুণে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং কেবল বিনয় ন্যায়পরায়ণতা ও উদারতা প্রভাবেই তিনি সকল লোকের উপর প্রভূত আধিপত্য করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়বৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। একদা এক জন মহাজন তাহার প্রাপ্য টাকা চাহিবার জন্য ফক্সের নিকট আসিয়াছিল। ফক্স সেই সময় কতকগুলি টাকা গণিতে ছিলেন, মহাজন তাহা দেখিয়া বলিল "মহাশয়! এই টাকা হইতে আমার খতখানা শোধ করিয়া দিন।" ফক্স বলিলেন " না। এই টাকা শেরিডানের প্রাপ্য। আমি তাঁহার নিকট হইতে বিনা খতে টাকা আনিয়াছিলাম, এবং আমার কোনও দৈবদুর্ঘটনা হইলে শেরিডান আর তাঁহার টাকা দাওয়া করিতে পারিবেন না। তোমাকে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।" "তবে এই দেখুন আমিও বিনা খতে আপনাকে টাকা দিয়া বিশ্বাস করিতে জানি।" এই বলিয়া মহাজন খতখানা তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিল। ফক্স পরাজিত হইলেন এবং "শেরিডানকে তবে কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে," এই বলিয়া মহাজনের প্রাপ্য টাকা শোধ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

চরিত্রবান্ ব্যক্তির জীবন বড় সতেজ। তাঁহার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য ও প্রত্যেক ভাবকে তিনি বিবেকের দ্বারা পরিমিত ও পরিচালিত করেন। কথিত আছে যে

ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ যোদ্ধা ক্রমওএল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার নিকট, সাধারণ তন্ত্রের মৃতপ্রায় নির্জীব ও অশিক্ষিত সেনাগণের পরিবর্ত্তে, সবল সজীব ও যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী সেনার জন্য আবেদন করিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, "আপনারা এইরূপ লোক আমাকে দিন, যাহারা তাহাদিগের স্ব স্ব বিবেকের কিঞ্চিৎ ব্যবহার করিবে।" এবং এইরূপ লোকের দ্বারাই তিনি তাঁহার (Iron-side) লৌহপার্শ্বক নামক সুবিখ্যাত সৈন্যদল প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্য।

আমরা যে উদ্দেশ্য ১৬ই জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে "ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্যভার" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, আমাদের সে মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে সেই প্রস্তাবের লিখিত বিষয়টী লইয়া ব্রাহ্মেরা বিচার করেন। আমরা ইতি মধ্যেই ভাগলপুর হইতে একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথা স্থানে প্রকাশিত হইল। পত্র প্রেরক আমাদের কয়েকটী উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে, এবিষয়ে আরও পরিষ্কাররূপে বিচার হইবার সুবিধা হইয়াছে। তবে আরম্ভেই তাঁহাকে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত, আমরা কাহাকেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া কোন কথা লিখি নাই। যে কিছু কথা বলিয়াছি তাহা সাধারণ ভাবেই বলিয়াছি।

পত্র প্রেরকের (প্রথম আপত্তি) এই যে ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষিণী বিধবাদিগকে আশ্রয় দিবার সময় অনুগ্রহ এবং কর্ত্তব্য এরূপ প্রভেদই করা উচিত নয়। ব্রাহ্মের নিকট সমুদায়ই কর্ত্তব্য শ্রেণীগণ্য, অনুগ্রহ কিছু নাই। ব্রাহ্ম যে ধর্ম্মার্থিনী বিধবাকে আশ্রয় দিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবেন এবং বিবাহার্থিনীকে আশ্রয় দেওয়া দয়ার কার্য্য মনে করিবেন, ইহা তাঁহার মতে ব্রাহ্মোচিত ভাব নয়। এই আপত্তির উত্তর দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে জগতে যত প্রকার সদনুষ্ঠান আছে, ব্রাহ্মের চক্ষে সে সমুদায় কর্ত্তব্যশ্রেণী গণ্য ইহা সত্য কথা, কিন্তু বিশেষ ভাবে যদি দেখিতে যাওয়া যায়, অর্থাৎ কোনটীতে অগ্রে হস্তক্ষেপ করি, এই বিচারে যখন প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন আমরা সেই সমুদায় কর্ত্তব্য শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি দেখি যে গুলির সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ বাধ্যতা দেখিতে পাই এবং অপর কতকগুলি আমাদের চক্ষে পতিত হয় যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের বাধ্যতা সে পরিমাণে প্রবল নয়। এ প্রভেদ অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? আমরা কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। মনে কর, একব্যক্তি মাসে ৬০টী টাকা উপার্জ্জন করে, সে বড় দাতা লোক। সে ছয় সাতটী দরিদ্র বালককে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার তিনটী পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারে না, গৃহিণী বস্ত্রাভাবে বাটীর বাহির হইতে পারেন না। এরূপ স্থলে সে ব্যক্তিকে কেহ দোষী করিবেন কি না? যদি বল উভয়ই তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য সুতরাং সে নিজের অর্থ না থাকিলেও অপরের নিকট ভিক্ষা করিবে। ভাল, সে যদি নিজ অর্থে অপর বালকদিগের ভরণপোষণ করিয়া নিজ বালকদিগের জন্য ভিক্ষা করে। ভিক্ষা সকল সময় নিশ্চিত নয়, সুতরাং তাহার সন্তানগণের ভরণপোষণের যদি ব্যাঘাত হয়, সে ঈশ্বর ও মনুষ্যের চক্ষে অপরাধী কি না? আর একটী উদাহরণ গ্রহণ কর; দুইটী বালক আছে; দুইজনেই আমার পক্ষে নিঃসম্পর্কীয় লোক, কিন্তু একজনকে আমি সাহায্যের আশা দিয়া কলিকাতায় আনিয়াছি, অপরটীকে কখনও কোন প্রকার আশা দেওয়া হয় নাই। এখন আমার যে অর্থ আছে তদ্দ্বারা একজনের অভাবমোচন হয়। এরূপ স্থলে সে অর্থ কাঁহাকে দিব? দুজনার জন্য পরের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য জানিলাম, আমি কি আমার অর্থ সেই দ্বিতীয় বালকটীকে দিয়া প্রথমটীর জন্য ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইব? পত্রপ্রেরক নিজেই বলিবেন, না। তবে কি দেখিতেছেন না, যে আমাদের কর্ত্তব্য গুলির মধ্যে কতকগুলি এরূপ আছে, যাহা করিতে আমরা বাধ্য এবং অপর গুলি এরূপ যাহার বিষয়ে আমাদের বাধ্যতা অল্প। যে কার্য্যের অকরণে আমাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তাহা আমাদের কর্ত্তব্য শ্রেণী গণ্য, এবং যাহার অকরণে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না, তাহা অনুগ্রহ বা দয়াশ্রেণী গণ্য। আরও মূলে প্রবিষ্ট হইয়া বিচার করা যাইতে পারে। নিজ নিজ স্ত্রী পুত্রাদি সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য ভার অধিক কেন? তাহা দুই কারণে, প্রথমতঃ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ আমি না করিলে কেহ করিবে না; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ তাহার মধ্যেই এই প্রতিজ্ঞা নিহিত আছে যে আমরা তাহাদের রক্ষা করিব। যে দুই বালকের উল্লেখ করা গেল তাহার প্রথমটীর সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য ভার গুরুতর কেন? না, আমি তাহাকে আশা দিয়াছি, সেই আশা নিবন্ধন হয়ত সে অন্য কোন স্থানে চেষ্টা করে নাই, হয়ত আমার নিকট আশা পাইয়াছে আর দশজনে তাহার সাহায্য করা অনাবশ্যক ভাবিয়া হস্ত গুটাইয়াছেন, এখন আমি তাহাকে বঞ্চিত করিলে তাহাকে ক্লেশ দেওয়া হয়।

এখন এই যুক্তি গুলিকে আশ্রয়ার্থিনী বিধবাদিগের সম্বন্ধে খাটাইয়া দেখুন। যে বিধবা অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্থান দেওয়াতে অত্যাচার ও উপদ্রব সহ্য করিতেছেন, তিনি যদি সাহায্য প্রার্থনা করেন, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অধিক বাধ্য, একথা বলিবার অভিপ্রায় এই; প্রথমতঃ তাঁহার যে মত পরিবর্ত্তনের জন্য তিনি ক্লেশ পাইতেছেন, ব্রাহ্মসমাজই তাহার কারণ। দ্বিতীয়তঃ তিনি যেরূপ কারণে ক্লেশ পাইতেছেন, ব্রাহ্মেরা ভিন্ন অপর কেহ তাহাতে সমদুঃখ সুখতা প্রকাশ করিবেন না, সুতরাং সে বিষয়ে অপরের নিকট সাহায্যের আশা নাই। তৃতীয়তঃ আমরা যেদিন তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বলিয়াছি, সেই দিন তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাও জানাইয়াছি যে আমরা তাঁহার ধর্ম্মপথের বন্ধু ও ধর্ম্ম সংগ্রাম কালের সহায়। এখন যদি সাহায্য বিধানে হস্ত

সংকুচিত করি, তবে আমরা [illegible]। তবে আমাদের পত্রপ্রেরক যে কথা বলিয়াছেন তাহা আমরা স্বীকার করি। যিনি ধর্ম্মকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন তিনি সাহায্য প্রাপ্ত না হইলেও আপনার পবিত্রতা রক্ষাতে সমর্থ হইবেন। আমরা ইহার অধিকও স্বীকার করি, অনেক স্থলে হয়ত তিনি ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, দেবর প্রভৃতির সেবাব্রত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইবেন না। কিন্তু অত্যাচার বা উৎপীড়ন অসহ্য হওয়াতে যদি কোন হতভাগিনীর সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং তিনি সেই সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সাহায্য দিতে হয়। বিবাহার্থিনী হইয়া যিনি সাহায্য চাহিতেছেন, তাঁহার ক্লেশ উৎপাদন বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের কোন হস্ত ছিল না, ব্রাহ্মসমাজ ভিন্ন আরও দশ জনের সাহায্যের আশা আছে, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সাহায্য বিধানে পূর্ব্বের ন্যায় বাধ্য নহে। এই মাত্র বলা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল।* এরূপ অবস্থাতেও সাহায্য করা যে ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সকলের উচিত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কেহ যদি এজন্য দশজনের নিকট ভিক্ষা করেন, তিনি ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদের ভাগী হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এরূপ কার্য্য অপর দশজনের নিকট যেমন দয়ার কার্য্য, তেমনই ব্রাহ্মসমাজের নিকট দয়ার কার্য্য। অসামর্থ্য বা অসচ্ছলতা নিবন্ধন যদি কাহাকে সাহায্য করিতে না পারা যায়, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যবায় ভাগী হইবেন না।

* পত্র প্রেরকের একটী উক্তির অসাবধানতা প্রদর্শন করা উচিত হইয়াছে। একস্থলে পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, যে বিধবা বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া যখন শুনিলেন "ভ্রাতৃবধূ ভ্রাতৃকন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতা না হয় শ্বশুরালয়ের সমস্ত আত্মীয়ের সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। এজগতে সেজীবনের অস্তিত্ব থাকা না থাকা কি তাঁহার পক্ষে সমান নহে?" আমাদের ভয় হয় পাছে এই কথাগুলি কোনও বিধবার হস্তে পতিত হয়। ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির সেবা করা কি এমন বিড়ম্বনা যে সেজন্য একজন রমণীর জীবন ও মৃত্যু উভয় সমান হইবে? এরূপ কথা কি বলিতে আছে? এই মাত্র বলিতে পারি কোন বিধবা যদি ইহাদের সেবাকে ভার মনে করেন, এবং সেবা করিতে অনিচ্ছু হন, তবে বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বাধ্য করা মহা ভ্রম। কিন্তু যিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ও ভালবাসার অনুরোধে নিজে বৈধব্যের ক্লেশ স্বীকার করিয়াও ইহাদের সেবাতে রত থাকেন, তিনি যে আমাদের শ্রদ্ধার যোগ্য তাহা কি পত্র প্রেরক অস্বীকার করেন? আমরা একটী রমণীর বিষয় জানি, ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই কন্যারত্ন আর এ জগতে নাই, আমরা তাঁহার বিবরণ কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি, পত্র প্রেরক বিচার করিয়া দেখিবেন এরূপ ভগিনী ও কন্যা প্রার্থনীয় কি না?

কোন ব্রাহ্মগৃহস্থের একটী কন্যা ছিল। তাহার পিতা বাল্যবিবাহের বিরোধী সুতরাং কন্যাটীকে ১৬। ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়াছিলেন। কন্যাটী যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আত্মীয় স্বজনে পাত্রের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার একটী ভ্রাতা কোন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। জনক জননী বৃদ্ধ, ছোট ছোট দুই তিনটী ভাই, অর্থ সামর্থ্য এরূপ নয় যে জননীর সাহায্যের জন্য দাসদাসী রাখা হয়; ইহার উপর ভ্রাতার পীড়া। সেই বালিকা একেবারে ভ্রাতার সেবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। সে কেমন সেবা!! বৃদ্ধ পিতা মাতাকে গৃহে রাখিয়া সেই পীড়িত ভ্রাতাকে লইয়া পশ্চিমে যাত্রা করিল। সেখানে সমস্ত দিন গৃহ কার্য্য, রন্ধন, পথ্যের ব্যবস্থাতে যাইত, এবং রাত্রে পাখা হস্তে ঘড়িটী খুলিয়া বসিয়া জাগিতে হয়। কত দিন গায়ের বস্ত্র গায়ে শুখাইয়াছে, কত দিন অনশনে গিয়াছে। ইতিমধ্যে কোন আত্মীয় একটী বিবাহের প্রস্তাব করাতে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি বিবাহের প্রস্তাব এখন কর্ণে শুনিব না।" এইরূপে সেবা করিতে করিতে তিনি নিজে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইলেন, এবং দুই ভ্রাতা ভগ্নীতে পরলোক যাত্রা করিলেন। যদি কন্যাটী এরূপ না করিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইতেন, তাহা হইলে আমরা এ দৃষ্টান্ত আর দেখিতে পাইতাম না। বলিতে কি, বিধবাদিগের এমন হৃদয়বিহীন কার্য্য যদি অধিক দেখিতে হয়, তাহাহইলে আমরা বিধবা বিবাহকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিব। ব্রাহ্মসমাজে বিধবাদিগের বিবাহের সুবিধা থাকাতে অনেক অধর্ম্ম হইয়াছে। এমন কি বিধবা মৃত্যুশয্যায় প্রথম পক্ষের জাত কন্যাকে ফেলিয়া, আসিয়া বিবাহ করিয়াছেন। কেহবা একমাত্র নিরাশ্রয় জননীকে পথে বসাইয়া পলায়ন করিয়াছেন। আর আবার কি? এ সকল কি অধর্ম্ম নয়? যে সমাজ মানবসমাজের অতি প্রিয় ও অতি মধুর সম্বন্ধ সকল বিস্মৃত হইতে শিক্ষা দেয়, অক্লেশে রক্তের ও প্রাণের সম্পর্ক সকল ভেদ করিতে উপদেশ দেয় বা সে বিষয়ে উৎসাহিত করে, তাহা মানব সমাজের শত্রু। কথা গুলি বড় কঠিন হইল, কিন্তু কি করি, আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা এইরূপ অনিষ্ট কিয়ৎপরিমাণে ঘটিয়াছে।

কোন বিধবার হস্তে যদি এই প্রবন্ধ পতিত হয় তিনি হয়ত ভাবিবেন যে, আমরা পুরুষ এবং আমাদের ভগিনী আছে, তাঁহাদের সেবা আমাদের মিষ্ট, সুতরাং এই সকল সম্বন্ধের পবিত্রতার উপর আমরা এত ভর দিতেছি। তাহা নহে; পুরুষও যদি এরূপ হৃদয়বিহীন কার্য্য করেন, তাহাও নিতান্ত নিন্দনীয়। প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগুলির মুখাপেক্ষা না করিয়া পুরুষ যদি বিবাহার্থ ব্যস্ত হন, তাহাতেও হৃদয়বিহীনতা প্রকাশ পায় এবং সেরূপ কার্য্য দ্বারা সন্তানদিগকে বড় উন্নত শিক্ষা দেওয়া হয় না। সন্তানেরা যদি দেখে, যে পাছে তাহাদের কোন প্রকার ক্লেশ হয় এই জন্য পিতা নিজে অবিবাহিত থাকিলেন, তাহাহইলে তাহাদের হৃদয় কেমন উন্নত হয় এবং তাহাদিগকে কেমন স্বার্থনাশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হয়! তাহা না হইয়া তাহারা যদি দেখে যে পিতা নিজের সুখের জন্য এরূপ ব্যস্ত যে তাহাদের সুখ দুঃখ গণনা করিলেন না, তাহা হইলেই বা কি শিক্ষা দেওয়া হয়। অবশ্য, যাঁহারা অবিবাহিত থাকিয়া আত্মরক্ষা বিধানদুষ্কর মনে করেন, এমন পুরুষ ও রমণী উভয়ের পক্ষে বিবাহই বিধি।

সংবাদসার।

বিলাতের প্যার্জিয়ান সাহেবের নাম, আমাদের পাঠকগণের অনেকেই শুনিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি একটী সভাতে বক্তৃতা করিবার সময় একটী কৌতুককর গল্প করিয়াছিলেন। "এক ব্যক্তি প্রতি রবিবার ভজনার সময় নিজে গির্জ্জাতে না গিয়া আপনার স্ত্রীকে বলিত "মেরি! তুমি গির্জ্জাতে যাও আমাদের উভয়ের হইয়া প্রার্থনা করিও।" এক দিন সেই পুরুষ স্বপ্নে দেখিল যে যেন সে এবং মেরী উভয়ে একসঙ্গে স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত। দ্বারে একজন দ্বাররক্ষী পুরুষ দণ্ডায়মান। সে ব্যক্তি স্বামীকে রোধ করিয়া মেরীকে ছাড়িয়া দিল, বলিল, "মেরী দুইজনের হইয়া যাইবে"। এই নির্ব্বোধ পুরুষ যেমন স্ত্রীর উপর ভজনার ভার দিত, সেইরূপ ধর্ম্মসমাজের অনেক লোক ধর্ম্ম যাজক ও প্রচারকদিগের উপর ধর্ম্মসাধনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন যেন যাজক ও প্রচারকদিগেরই উপাসনাশীল হওয়া প্রয়োজন। উপাসনাদি সকলের জন্য নয়।

ইংলণ্ডে ব্রাডলা নামে একজন প্রসিদ্ধ নাস্তিক আছেন। ইনি এই বার একটী স্থানের প্রতিনিধিরূপে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় প্রেরিত হইয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিকে পার্লেমেণ্টে বসিতে দেওয়া উচিত কি না, প্রথমে এই বিচার গেল, পরে যদি বসিতে দেওয়া স্থির হইল, আর এক বিষম গোলোযোগ বাঁধিয়াছে। পার্লেমেণ্টের সভ্যদিগের ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথপূর্ব্বক নিজ নিজ কার্য্যভার গ্রহণ করিবার রীতি আছে, ব্রাডলা সাহেব ঈশ্বরের নামে শপথ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। এই বিষয়ের বিচারের জন্য ১৭ জন লোককে নিযুক্ত করা হয়, তাঁহাদের অধিকাংশের মতে শপথ না করিলে কাহাকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে না এই স্থির হইয়াছে। লোকে বলিতেছে যে নাস্তিক তাহার আবার একটা শপথ করিতে এত ভাবনা কেন? আমরা বলি নাস্তিকের কি বিবেক নাই?

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা জগতে নিজ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কিরূপ ব্যয় ও চেষ্টা করিতেছেন তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্নলিখিত বিবরণটী পাঠ করুন। ব্রিটিশ এবং ফরেন বাইবেল সোসাইটী নামে একটী সভা আছে তাঁহারা বৎসরে প্রায় ৩০০০০০০ লক্ষ বাইবেল মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন; আমেরিকার ঐরূপ এক সভা প্রায় ১৩০০০০০ লক্ষ বাইবেল বিক্রয় করেন। এতদ্ভিন্ন ইউরোপের অপরাপর জাতির ও সভার কার্য্য আছে। "রিলিজস্ ট্রাক্ট সোসাইটী" নামে একটী সভা আছে, তাঁহারা গত বৎসরে প্রায় ৭৭৬১৬৬৯০ খান ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক, পুস্তিকা, পত্রাদি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচারার্থ লোকে কিরূপ অর্থ ব্যয় করিতেছে তাহার পরিচয় নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে জানা যাইবে। চর্চ্চ মিশন সোসাইটীর গত বৎসরের আয় ২২১৭২৩০ টাকা; মেথডিষ্ট মিশন সোসাইটীর ১৬৫৪৯৮০ টাকা; লণ্ডন মিশন সোসাইটী ১০২১৬২৮ টাকা। এত ব্যয় এবং চেষ্টার ফল এত অল্প ফলিতেছে যে এখন চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা বুঝি বা পণ্ডশ্রম মাত্র হইল। হয় বর্ত্তমান প্রচার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত, না হয় এ কার্য্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমরা এতদ্বারা এই উপদেশ পাইতেছি যে ধর্ম্ম প্রচার অর্থের দ্বারা হয় না। সেই জীবন্ত ধর্ম্মভাব যাহা এক সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের পতাকা দেশ বিদেশে লইয়া গিয়াছিল, এই ধর্ম্মের প্রচারকদিগের মধ্যে আর নাই, সে অভাব কি অর্থ দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে?

ফরাসি দেশে সাধারণ তন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহার সদ্‌গুণ চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করা যাইতেছে। পূর্ব্বে ফরাসি দেশের শিক্ষা বিভাগ রোমান কাথলিকদিগের কর্তৃত্বাধীন ছিল, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন যে শিক্ষা বিভাগে সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সমতা রক্ষিত হইবে। ইউনিটেরিয়ানদিগের পুত্র কন্যাদিগকে আর রোমান কাথলিক বা গোঁড়া প্রোটেষ্টাণ্টদিগের শাসনাধীন হইতে হইবে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই আমাদের আনন্দের বিষয়।

এখন একটী জগতের সৃষ্টি বিষয়ক মত বাহির হইয়াছে তাহার নাম "ইভোলিউশন" বা বিকাশবাদ। ঐ মতটীর অভিপ্রায় এই যে পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ বিয়োগ ধর্ম্মানুসারে জগতের সকল পদার্থ আবির্ভূত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের বিষয় অবগত নহেন, তাঁহারা এই মতটীকে নূতন বলিয়া আহ্লাদিত হইতেছেন, এবং মনে করিতেছেন তবে আর ঈশ্বরের থাকার প্রয়োজন কি? কিন্তু যাঁহারা সাংখ্যদর্শন পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন এটী নূতন নয়। সাংখ্যেরাও বিকাশবাদী। সম্প্রতি একজন সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, বিকাশবাদ স্বীকার করিয়াও আমার বিশ্বাস বিচলিত হয় নাই, কারণ চৈতন্য বিহীন পরমাণুর বিকাশে চৈতন্য ও বুদ্ধিপূর্ণ বিশ্ব বিকসিত হওয়া সম্ভব নহে, মূলে চৈতন্য নিশ্চয় আছে।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস ঘোষের প্রযত্নে যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটীয়া নামক গ্রামে একটী নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। বিগত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ এতদর্থ স্থানীয় লোকদিগের একটী সভা আহূত হয়। উক্ত সভাতে অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সভা অন্তে রাত্রিকালে উপাসনা হয়। এক জন সভ্যকে সম্প্রতি আচার্য্যরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমাদের এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, এই সমাজটী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গীভূত হইবে। ঈশ্বর করুন সমাজটী রক্ষিত হইয়া সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিধান করুন।

গত গ্রীষ্মের বন্ধের সময় আমাদের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কুমারখালি, গোয়ালন্দ প্রভৃতি কয়েকটী সমাজ পরিদর্শন করিয়া দার্জ্জিলিং গমন করেন। তিনি কুমারখালিতে

সামাজিক উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন এবং "ধর্ম্মসাধন অন্তরে" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের এক জন সুশিক্ষিত সভ্য বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তাঁহার সমভিব্যাহারী হন; তিনি গোয়ালন্দে "সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে তাঁহারা দার্জ্জিলিঙে উপস্থিত হন। সেখানে প্রত্যহ উপাসনা ও দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতাদিতে কয়েকদিন যাপন করিয়া তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন। ফিরিবার সময় সিলিগুড়ি, সৈদপুর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিবার সংকল্প আছে:—

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় ডিব্রুগড় হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন।

"ডিব্রুগড় আসামের শেষ সীমা ও ব্রিটিস রাজ্যেরও শেষ সীমা। কলিকাতাইতে ২৭ মিনিট পূর্ব্বে এখানে সূর্য্যের উদয় হয়, বিগত ২৪ বৈশাখ আমি এস্থানে উপস্থিত হই, এখানে ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য আর কেহই আসেন নাই। এখানে সকল বিষয়ই নূতন, সুতরাং বিশেষ পরিশ্রম ভিন্ন কোন কার্য্য করা যায় না। ষ্টিমার ঘাট হইতে ডিব্রুগড়ে যখন আসি, তখন কোথায় থাকিব, কি করিব, কিছুরই স্থির ছিল না, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এখন আমার কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ২৭ এ বৈশাখ অত্রস্থ ইংরাজী স্কুলগৃহে সমাজ ও ধর্ম্ম এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা হয়, ইহাও এই স্থানের পক্ষে নূতন। তাহার পর আলোচনা ও কখন কখন কোন কোন বন্ধুর বাটী উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলাম, অবশেষে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় এই যে আসামের কয়েকটী যুবক উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগ দিতেছেন। এই স্থানের কার্য্য সমাধা করিয়া বিগত ২ই জ্যৈষ্ঠ হুকানগুড়ি নামক একটী চা বাগিচায় গমন করি। হুকানগুড়ি ডিব্রুগড় হইতে ৪০ মাইল, এই ৪০ মাইল আমি হাঁটিয়া যাই। এই রাস্তাটী অতি দুর্গম, ব্যাঘ্রাদির বিলক্ষণ উৎপাত আছে, কিন্তু এই স্থানের ব্যাঘ্রেরা নররক্ত পিপাসু নহে। এখন এখানে ভয়ানক রৌদ্রের তাপ। আমি এক এক বার পথে চলিতাম, আর ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষের তলে শয়ন করিতাম, আবার চলিতে আরম্ভ করিতাম, এইরূপে হুকানগুড়িতে আসিয়া উপস্থিত হই। হুকানগুড়ি একটী বাগান, এখানে দুই সহস্র কুলী আছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক জন সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র মিত্র মহাশয় এখানে আসিয়া একটী নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এই বিদ্যালয়ের অবস্থা ভাল। আমি এই স্থানে কুলিদিগের সহিত ঈশ্বর উপাসনা ও আলোচনাদি করিতাম। বোধ হয় এখন অবধি এখানে সাপ্তাহিক উপাসনা হইবে। হারাণ বাবুর উৎসাহ ও ধর্ম্মানুরাগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়"।

কিছু দিন হইল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঁকীপুর সমাজের উৎসবকার্য্য সম্পাদনের জন্য আহূত হইয়া গমন করেন। সেখানে এক দিন উপাসনা ও বক্তৃতা হয়। তৎপরে তিনি আরা হইয়া মুরশিদাবাদ সমাজের উৎসব সম্পাদনার্থ তথায় গমন করেন। উৎসব শেষ হইলে বহরমপুরে গমন করেন। সেখানে "প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ কি কি" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা হয়। ফিরিবার সময় আজিমগঞ্জে এক দিন অবস্থিতি করিয়া একটী বক্তৃতা করেন।

পূর্ণিয়া সমাজ ও মতিহারি সমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের উৎসব সম্পাদনার্থ প্রচারক প্রেরণের অনুরোধ করিয়াছেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী পূর্ণিয়ায় গমন করিয়াছেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়!

আপনার তত্ত্বকৌমুদীর প্রেরিত স্তম্ভে আমার এই পত্রখানিকে স্থান দানে, ও যদি আমার ভ্রম দূর করা আবশ্যক বোধ করেন, তবে তাহা দূর করিয়া আমাকে চিরবাধিত করিবেন।

গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে "ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য ভার" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিলাম। সময়ে সময়ে সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে, এরূপ প্রবন্ধ পাঠে মনের অনেক ভ্রম দূর হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি বিষয়টি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে আনন্দ অনুভব করিলাম, স্থানে স্থানে (আমার মতে) অন্যায়রূপে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এ কারণ সেই আনন্দস্রোতঃ অপ্রতিহত রাখিতে পারিলাম না।

প্রথম প্রকারের সাহায্যাকাঙ্ক্ষিণী বিধবাকে স্থান দেওয়া আপনারা যেরূপ মূল্যবান মনে করিলেন, দ্বিতীয় প্রকারোক্ত বিধবাকে আশ্রয় দেওয়া, তাহার সহিত সমান মনে করা দূরে থাকুক তাহা অপেক্ষা অনেক হীন বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি সম্পূর্ণরূপে এই মীমাংসার বিরোধী। আমি প্রথমোক্ত প্রকারের বিধবাকে সাহায্য দান অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকারের বিধবাকে সাহায্য দেওয়া অধিক গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করি, কেবল মনে করি না ইহার যে যুক্তি আছে তাহা দেখাই।

এতাবৎ ব্রাহ্মসমাজে যে সমস্ত বিধবা আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনটি সংসার কামনাশূন্য ধর্ম্ম সাধনের জন্য আসিয়াছেন? তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া দেখাইবেন। (অর্থাৎ এমন বিধবার নাম করা চাই, যিনি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়া বিবাহ করেন নাই, একমাত্র ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন। (১) শিক্ষিতা ও উন্নতমনা হিন্দু ললনাই বলুন আর অশিক্ষিতা বিধবাই বলুন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই অদ্যাপি এতদূর মনের বল লাভ করেন নাই যাহাতে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীর স্নেহ বন্ধন ছেদ করিয়া ধর্ম্ম সাধনের জন্য প্রচলিত হিন্দু প্রথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকিনী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অশিক্ষিত সংসারী জীব সংসারের প্রিয় দ্রব্যই অধিক বুঝিতে পারে ও ভাল বাসে। হিন্দু বাল-বিধবা, সংসার পথের প্রধান অবলম্বন যে স্বামী, তদভাবে ও তৎপ্রসূত নানা প্রকার নূতন ভাবে আপন জীবনকে

(১) এমন বিধবা ব্রাহ্মসমাজের গৌরবস্থল হইয়া আছেন, আমরা জানি। প্রকাশ্যে নামোল্লেখ অনাবশ্যক। স।

অলঙ্কৃত করিতেই ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইয়া থাকেন। এইটি তাঁহাদের ব্রাহ্মসমাজে আসার প্রধান কারণ। ধর্ম্মসাধন দ্বিতীয় কারন। প্রথম উদ্দেশ্যটীকে দ্বিতীয় ও দ্বিতীয়টীকে প্রথম করিতে হইবে, ব্রাহ্মেরাই সেই বিধবাকে এশিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি বুঝিলেন কোন্‌টি প্রধান, বিবাহ ত হইবেই, তবে মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য যাহা তাহা কেনই বা না শিক্ষা করিবেন?

এই বুঝিয়া তাঁহারা যেমন একদিকে বেশ-ভূষায় আপনাদিগকে অলঙ্কৃত করিতে থাকেন, অপর দিকে তেমনি আপন আপন জীবনকেও ধর্ম্মালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিতে থাকেন। আপনি লিখিয়াছেন দ্বিতীয় প্রকারের বিধবাকে সাহায্য দেওয়া "অনুগ্রহ" মাত্র, ও সেই "অনুগ্রহ" অর্থ সাপেক্ষ। ব্রাহ্ম আবার অনুগ্রহ করিবেন কি? ব্রাহ্ম যাহা কর্ত্তব্য বুঝিলেন তাহাতেই হস্তক্ষেপ করিবেন। এক্ষণে দেখিতে হইতেছে, বিবাহাকাঙ্ক্ষিণী বিধবাকে সাহায্য দেওয়া অনুগ্রহ, কি কর্ত্তব্য কার্য্য। দুর্নীতি ও দেশাচার যে জীবনের আশা ভরসা প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যিনি নিজ অধিকার বুঝিবার পূর্ব্বেই তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, যখন তাঁহার জ্ঞানোদয় হইল, যখন তিনি আপন অভাব বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি শুনিলেন কি না তিনি তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই সে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন! এক্ষণে ভ্রাতার কিম্বা দেবরের সংসারে শরীরের সমস্ত শোণিত বারিবিন্দুতে পরিণত করিয়া পরিশ্রম করাই ঈশ্বর তাঁহার ভাগ্যে লিখিয়াছেন। ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতৃকন্যা ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতা না হয় শ্বশুরালয়ের সমস্ত আত্মীয়ের সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। এজগতে সে জীবনের অস্তিত্ব থাকা না থাকা কি তাঁহার পক্ষে সমান নহে? মহাশয় একবার নিজ জীবনকে এই অবস্থায় স্থাপিত করিয়া তাহার ইতিহাস খানি পাঠ করুন দেখি? দেখি আপনার কোমল হৃদয় বিগলিত হয় কি না? আবার এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের বিশ্বাস প্রসূত "আদেশবাদ" আছে। এক্ষণে সেই "আদেশবাদ" আপনার মতে প্রকৃত "আদেশবাদ" কি না? যদি কাজে ইহা প্রকৃত "আদেশবাদ", তবে একাল পর্য্যন্ত আপনারা যে সমস্ত বিধবার বিবাহ দিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া আপনারা অপরাধী হইয়াছেন; আর যদি বলেন তাহা আদেশ নহে, ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভ্রমমাত্র, তবে ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করণে ব্রাহ্মসমাজ সতত প্রস্তুত। কেন প্রস্তুত ইহা কি অনুগ্রহ না কর্ত্তব্য কার্য্য? সংসারী জীব হইয়া অশিক্ষিত অবস্থায় বহুকালের কুসংস্কারে মগ্ন থাকিয়া কর্ত্তব্য বোধেও উভয় পরিবারের কোন একটির সেবা করা বিধবার পক্ষে কতদূর সম্ভব তাহা, আপন আপন জীবনের প্রাথমিক অবস্থা চিন্তা করিলে সহজে বুঝিতে পারি। পিতা, মাতা, ভাই ভগ্নী যদি কোমল হৃদয়ের লোক হন, তবে বলিলেন "এই বিধবার পক্ষে দাস্যবৃত্তি ও এই কোমল হৃদয়ের নিরুৎসাহ ও বিমর্ষ ভাব আর সহ্য হয় না। যদি কেহ এসময়ে একে নিয়ে গিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বা ব্রাহ্মসমাজে দেয়, তবে প্রাণটা জুড়ায়, আর সহ্য হয় না।" তাঁহারা দেশাচার রূপ শৃঙ্খলে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। এরূপ কার্য্যে তাঁহাদিগের হস্তক্ষেপ করিতে সাহস নাই, করেন ও না। বিধবা আত্মীয়গণের নিকটে সাহায্য না পাইয়া কি করেন? যার তার নিকট সাহায্য লইতে পারেন না, কারণ তাহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। ব্রাহ্মেরা এ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। এক্ষণে ব্রাহ্ম কি বলিবেন? ব্রাহ্ম কি বলিবেন আমি "অনুগ্রহ" করিতে পারিলাম না? কি আশ্চর্য্য! কর্ত্তব্য কার্য্য "অনুগ্রহে" পরিণত হইল! ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য অর্থসাপেক্ষও হইল!! মনে করুন, এক জন বিপদাপন্ন লোক আমার নিকট কিছু সাহায্য চাহিলেন, আমার হাতে একটী পয়সা নাই, আমি যদি তাহাকে সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করি, তবে আমার বন্ধুগণের দ্বারায় কি তাহার কোন উপায় হইতে পারে না? একাগ্রতা ও যত্ন থাকিলে একার্য্য কি অসাধ্য? দয়াময় ঈশ্বর কি তাহার কোন উপায় করিয়া দেন না? জাত্যভিমান, সাম্প্রদায়িকতা ও মনের সঙ্কীর্ণ ভাব যাঁহাদের সাহায্য পাইয়া ও যাঁহাদের সহবাসে থাকিয়া, মন হইতে অন্তর্হিত হইতেছে, সেই সমস্ত উন্নতমনা ব্রাহ্মগণের নিকট এই উপদেশ পাইতে হইতেছে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আশ্রয়াকাঙ্ক্ষিণী বিধবাকে যদি আপনার উপদেশ অনুসারে উত্তর করিতে হয়, তবে আমার জীবনে ধিক্ ও আমার ব্রাহ্ম হওয়াতেও ধিক্, কারণ যদি ব্রাহ্ম "অনুগ্রহ" করিতে অপরাগ হইলেন, তবে বিধবা বুঝিলেন তাঁহার জীবনের প্রকৃত অভাব বুঝিয়াও কেহ সহানুভূতি দেখাইলেন না। তিনি আর কাহার মুখের দিকে তাকাইবেন? মনে করুন অসৎ লোকের প্রলোভন এই সময়ে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিল। তাঁহার সাধু উদ্দেশ্য অসাধু ইচ্ছায় পরিণত হইল। পরিণাম ফল ভ্রূণহত্যা ও সাধারণের করে জীবন সমর্পণ। কি শোচনীয় ব্যাপার! ব্রাহ্ম দেখিয়া কি সন্তপ্তহৃদয় হইবেন না? নিশ্চয়ই তিনি দুঃখিত হইবেন, কারণ অপবিত্র জীবনের পবিত্রতা পুনরানয়ন করা যাঁহাদের ব্রত, তাঁহাদের সমক্ষে এইরূপ শোচনীয় ঘটনা সকল যদি ঘটে, তবে তাহা অপেক্ষা হৃদয়বিদারক আর কি আছে? মনে করুন যে সমস্ত বিধবার বিবাহ আপনারা দিয়াছেন, যদি সে সমস্ত বিধবার বিবাহ না দেওয়া হইত, তবে তাঁহাদের চরিত্রদোষে ভারতভূমি যে কলঙ্কিত হইত না ইহার প্রমাণ কি? আপনারা তাঁহাদের বিবাহ দিয়া দেশকে যে সেরূপ কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিয়াছেন ইহা আপনাদের "অনুগ্রহ" প্রদর্শন কি ঈশ্বরের আদেশ পালন? ধার্ম্মিক জীবনের আদর্শ অত্যাবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই, ধার্ম্মিক বিপদে পড়িলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকা উচিত, কিন্তু ধার্ম্মিক যেখানে সেখানে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে পারেন। বিবাহাকাঙ্ক্ষিণী বিধবাকে আশ্রয় দেওয়ার চিন্তা অপেক্ষা ধর্ম্মসাধিকাকে আশ্রয় দেওয়া কি অধিক গুরু-

তর? সে জীবনে এমন কতক আছে যে যথার তথায় পড়িয়া থাকিতে পারেন; যাঁহার জীবনে বল আছে, তাঁহাকে বল দান করা অত্যাবশ্যক, কি যে দুর্ব্বল তাহাকে আশ্রয় দেওয়া অধিক আবশ্যক? যদি ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিণী বিধবাকে আশ্রয় দান আবশ্যক হয় আপনারা সর্ব্বদা দিন, তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই বরং আনন্দের বিষয়; কিন্তু সংসার বিতাড়িতা, সহানুভূতি-বঞ্চিতা দুর্ব্বলা বিধবাকে আশ্রয় দান করাকে ব্রাহ্ম যদি "অনুগ্রহ" মনে করেন ও অর্থাভাবে বিধবার মুক্তির জন্য যদি অন্যের সহায়তা লাভে যত্নবান না হন, তবে তাঁহার আশ্রমী হইবার প্রয়োজন নাই।

প্রথম প্রকারের বিধবা অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকারের বিধবাকে আশ্রয় দেওয়া আমার মতে কি কারণে অধিক গুরুতর তাহা প্রকাশ করিলাম। আমার যুক্তির ও কারণের যাহা অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে, ভরসা করি আপনি ও আপনার পাঠকগণ তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন।

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, ছলে ও কৌশলে ধর্ম্মাকর্ষণ বিবর্জ্জিত প্রলোভনে কোন বিধবাকে ব্রাহ্মসমাজে আনয়ন করা নিন্দনীয়। আমিও বলি এরূপ কার্য্য অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু দেখিতে হইবে বিধবাকে ছল ও কৌশলজাল বিস্তার করিয়া প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিবার প্রয়োজন আছে কি না? আমার বোধ হয় কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কারণ পশুরাও আপনাদিগের অভাব বুঝিতে পারে ও আপন ২ মঙ্গল কামনাও করিয়া থাকে। অতএব যতই কেন ক্ষুদ্র ও সামান্য হউক না, তথাপি মানুষের বুদ্ধি আছে, নিজ অভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারে ও মঙ্গল কামনাও যথেষ্ট করিয়া থাকে। স্ত্রীলোক স্বাভাবিকই লজ্জাশীলা, মনের কথা সহজে লোকের নিকট প্রকাশিত হয় না। তথাপি অনুসন্ধান করিলে জানা যাইতে পারে যে শতকরা একটী বা দুইটী বাদে অবশিষ্ট সমস্ত বিধবাই বিবাহ দিলে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহাদিগকে সেই বিবাহের জন্য প্রলোভন দেখানর কি প্রয়োজন আছে? প্রায় অধিকাংশ স্থানেই এই দশা। তবে অন্য প্রকার অবস্থাও উপস্থিত হইতে পারে। মনে করুন এমন স্থান আছে যেখানে "বিধবা বিবাহ হইতে পারে" এ সংবাদ অদ্যাপি যায় নাই। সেখানে বিধবার অধিকার জানিতে দিলে কি প্রলোভন দেখান হয়? হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণে অধিকার আছে, যদি ইহা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, তবে ইচ্ছা থাকিলে বিবাহ করিতে অধিকার আছে, ইহা জানিতে দেওয়া কি দোষাবহ হইবে? যদি কোন ঘটনা দৃষ্টে আপনারা এরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হইয়া থাকেন, তবে "অন্ধকারে ঢিল মারাটা" নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিলেন, তাহার বিশেষ সংবাদ না রাখিয়া তাহাতে মতামত প্রকাশ করাও নিতান্ত অন্যায়, কারণ তাহাতে হয়ত কোন নির্দ্দোষ চরিত্রের উপর বিরুদ্ধ মত পোষণ করা হয়, সেটা কিছুতেই প্রার্থনীয় নহে।

উক্ত প্রবন্ধের শেষে এক স্থানে লেখা হইয়াছে যে "ভবিষ্যতে হয়ত এবিষয়ে আমাদিগকে আরও কিছু বলিতে হইবে," ইহার অর্থ কি? আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অর্থটা প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

ভাগলপুর } আপনার একান্ত অনুগত,
৬।৬।৮০। } চ, চ, ব।
জনৈক যুবক ব্রাহ্ম।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এলমেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ হইতে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং যে সকল সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে অনুগৃহীত করিবেন। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত।
২। সমাজসংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা এবং তাহার মধ্যে কয়জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা ডিসেম্বর বা তৎপূর্ব্বে কোন্নগরে আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, } শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, }
৯ই জুন—১৮৮০। } সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সভাপতি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ দান।

ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ দাতব্য স্বাক্ষরিত ও অর্থ সংগৃহীত

হইয়াছে, তাহা আমাদিগের আশার অতীত বলিতে হইবে। সাধারণের এইরূপ সাহায্য লাভ করাতেই গত বর্ষের মধ্যে মন্দিরের ভিত্তি ও চতুঃপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যয়সাধ্য অধিকাংশ কার্য্য এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং আরও অধিক অর্থ সংস্থান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। আমরা আগ্রহ ও বিনতি সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, এই উপাসনা গৃহের প্রতি যাঁহাদিগের অনুরাগ ও সহানুভূতি আছে, তাঁহারা অবিলম্বে প্রার্থিত সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়া সহৃদয়তার পরিচয় দান করিবেন এবং যে সকল সদাশয় মহোদয় ইতিপূর্ব্বে দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, এই সময় স্ব স্ব দাতব্য প্রদান করিয়া কার্য্য সম্পাদনের সহায়তা করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীতে যতদূর বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তৎপরে নিম্নলিখিত দান সকল স্বাক্ষরিত হইয়াছে, আমরা দাতা মহোদয়দিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি:—

পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত		২১৫৭২৸০
ভাইদাস মল	অমৃতসর	২৫০
চেলারাম	ঐ	১৫০
যমুনা বাই	ঐ	১২৫
লালা সান্তারাম	ঐ	১৫০
লালা ফকির চাঁদ	ঐ	১২৫
আগা কুলীব আবদুল খাঁ বাহাদুর অনরারি আসিষ্টাণ্ট কমিসনর	ঐ	১০০
লালা গাগার মল	ঐ	১০০
ভাই গুরুদিত্ত সিং	ঐ	৭৫
আর সি হকিন্স	ঐ	২৫
মহম্মদ সা খাঁ বাহাদুর অনরারী মাজিষ্ট্রেট	ঐ	১০০
বাবু শরচ্চন্দ্র মিত্র	কলিকাতা	২
,, উপেন্দ্রনাথ ভূম্যধিকারী	ঐ	৫
,, ক্ষেত্রমোহন ধর	ঐ	৫
,, মনোমোহন দাস	ঐ	১০
,, দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১০
,, বসন্তকুমার গুহ	ঐ	৫০
,, গোবিন্দলাল রায় জমীদার তাজহাট রঙ্গপুর		২০০
,, জানকীবল্লভ সেন	ঐ	৫০
,, হরিমোহন সেন ডেঃ মাজিষ্ট্রেট ঘাটাল		৫০
হাইদ্রাবাদস্থ বন্ধু		২০
বাবু বেণীমাধব মিত্র সব জজ নোয়াখালি		১০০
,, নীলমণি ধর মেদিনীপুর		৫০
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বসু বরিশাল		৫০
,, রাধাচরণ রায় মুন্সেফ ময়মনসিং		৫০
,, কৃষ্ণদয়াল রায় রঙ্গপুর		৫০
,, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সব জজ দিনাজপুর		৫০
		২৩৬২৪৸০

আগামী ১১ই জুলাই রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ-সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে। তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয় সকল বিবেচিত হইবে:—

১—কার্য্য নির্ব্বাহক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ।
২—প্রথম ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব।
৩—সভ্য মনোনয়ন।
৪—বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়, ২৭এ মে—১৮৮০ — শ্রী মোহিনীমোহন বসু। সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে অনেকের নিকট অদ্যাপি দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে। তাঁহাদিগের নিকট বিনীত প্রার্থনা সত্বর মূল্য প্রেরণে বাধিত করেন। এই সময় হইতে এক মাসের মধ্যে মূল্য প্রাপ্ত না হইলে আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইব।

যাঁহাদিগের নিকট এক বৎসরের পশ্চাদ্দেয় বা অগ্রিম মূল্য পাওয়া যাইবে, তাঁহারাও কৃপাপূর্ব্বক স্ব স্ব দাতব্য প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে পরমানুগৃহীত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ — কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থসংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ, বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

১৮৮০। ১৫ই মার্চ্চ, ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা — শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত, সহকারী সম্পাদক।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, May. 1880

[পাক্ষিকপত্রিকা]

৩য় ভাগ। ৩য় সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

অনেক লোকের এরূপ সংস্কার দেখা যায় যে বিশ্বাসের সহিত কিঞ্চিৎ কুসংস্কারের সংশ্রব না হইলে ভক্তির সাহায্য হয় না। ধর্ম্মপিপাসু লোক মাত্রেরই পক্ষে ভক্তি অতি প্রিয় বস্তু। যে বৃক্ষে লোকের প্রাণ রক্ষা হয় সে যদি অতি অপকৃষ্ট স্থানেও থাকে তাহা সংগ্রহ করিতে লোকে যেমন কুণ্ঠিত হয় না, সেইরূপ ভক্তিপ্রিয় লোকও ভক্তির অনুরোধে অনেক কুসংস্কারের আবর্জ্জনা স্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই প্রকার মতাবলম্বী তাঁহারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া পড়েন। তাঁহারা মনে করেন এমন পরিষ্কৃত ও কুসংস্কারশূন্য ধর্ম্ম কখনই ভক্তির অনুকূল নহে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করিতেছি। ভক্তি বৃদ্ধির পক্ষে কতকগুলি কুসংস্কারের আবর্জ্জনা যে প্রয়োজনীয় ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করি নাই এবং আমাদের ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষাও ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ বলা যায় যে অধিক সংখ্যক গ্রন্থ পড়িলেই একজন বিদ্বান হয় না কিন্তু কি ভাবে পাঠ করে তাহার উপরেই যেমন বিদ্যা নির্ভর করে, সেইরূপ আমি কয়টী সত্যে বিশ্বাস করি তাহার উপর আমার প্রীতি ও ভক্তির গাঢ়তা নির্ভর করে না কিন্তু আমি কি ভাবে বিশ্বাস করি তাহার উপর নির্ভর করে। একমাত্র ঈশ্বর আছেন এই মূল সত্যটী যদি একজন সমুদায় মন প্রাণের সহিত ধারণা করিতে পারে, যদি এইটীকে তাহার প্রাণের অন্তরতম স্থানে গ্রথিত করিতে পারে, তাহা হইলে এই সত্যটীর উপরেই নিগূঢ় প্রেম ও প্রগাঢ় ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বিশেষতঃ উপাসনার আস্বাদন যাঁহারা পাইয়াছেন, নির্জ্জন হৃদয় মন্দিরে পরমেশ্বরের পবিত্র সহবাস সুখ যাঁহারা একবার অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে "বিন্দু হয় সিন্ধু প্রায়" এই উক্তিটী ধর্ম্ম জগতের একটী অতি আশ্চর্য্য সত্য প্রকাশ করে। যে সত্যটী আপাততঃ দেখিতে একটী জল বিন্দুর প্রায়, আস্থা ও নিষ্ঠার গুণে তাঁহাতে সাগর সমান আনন্দ ও পবিত্রতা নিহিত দেখা যায়। যিনি প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক তিনি বলেন এক মতের সহিত অপর মতের কিরূপে সামঞ্জস্য করিতে হয় তাহা আমি জানি না কেবল এইমাত্র জানি, পরমেশ্বরের জন্য যাহার প্রাণ তৃষিত হয় এবং তাঁহার আশ্রিত থাকাই যাহার একমাত্র ভরসা—মুক্তি তাহার নিকট হইতে দূরে নহে। আমাদের পরমেশ্বরকে কুসংস্কার বেশে সজ্জিত না করিলে ভাল বাসা যায় না একথা বলিলে অপরাধ হয়।

স্বীয় স্বীয় পুত্রগণকে সংসারে পাঠাইবার সময় পিতা মাতা কত ভাবিয়া থাকেন। কেহ কেহ বিষয় বিভব রাখিয়া যান, কেহ কেহ বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত করেন, কেহ কেহ বিশেষরূপ শিক্ষিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সে সন্তানদিগের জন্য কত ধন রাখিয়া গিয়াছে, তাহাই লোকে অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে কিরূপ চরিত্রের লোক করিয়া রাখিয়া গেল তাহা কেহ অন্বেষণ করে না। যুবা পুরুষদিগকে অনেক প্রকার শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিন্তু একটী শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি সৌভাগ্যক্রমে দেখিলাম, কোন ব্রাহ্ম যুবার পরমেশ্বরের প্রতি এত দূর প্রীতি জন্মিয়াছে, যে তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া থাকাকেই সে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ মনে করে, অর্থাৎ আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যকে সকল প্রকার সুখ ও স্বার্থ অপেক্ষা প্রার্থনীয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তাহা হইলে জানিলাম যে সে প্রকৃত পথে দাঁড়াইয়াছে। যৌবনকাল সুলভ অপরিপক্ক মতিত্ব নিবন্ধন সে অনেক ভ্রমে পতিত হইতে পারে, কিন্তু সত্যের প্রতি, পবিত্রতার প্রতি, সাধুতার প্রতি যত দিন তাহার আন্তরিক টান আছে, তত দিন ঈশ্বর তাহার রক্ষা কর্ত্তা। হে ব্রাহ্ম যুবক! যত দিন তুমি কর্ত্তব্যকেও সাধুতাকে আপনার পরম সুখ জ্ঞান করিতেছ তত দিন তুমি সকলের শ্রদ্ধেয়। তোমার অপেক্ষা বিজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তিগণ যদি কখনও কোনও ভ্রম প্রদর্শন করেন, শান্ত হইয়া শুনিও এবং ভ্রম সংশোধন করিও, এই বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া জগতে কার্য্য করিয়া যাও, "সাধু যার সংকল্প ঈশ্বর তাহার সহায়," জগত চিরদিন এরূপ ব্যক্তির নিকট শ্রদ্ধাভরে অবনত।

মানুষ জগতে যত প্রকার ভ্রমে পতিত হয় পরের চক্ষে আপনাকে দর্শন করা তাহার মধ্যে একটী প্রধান ও শোচনীয় ভ্রম। অপরিপক্কমতি ব্যক্তিরা এই ভ্রমে অতি সহজেই পতিত হন। আধ্যাত্মিক জগতে এইরূপ ভ্রম মহান্ অনর্থের কারণ হয়। এক ব্যক্তি হয়ত আন্তরিক ব্যাকুলতা লইয়া ব্রাহ্ম-

সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার উপাসনা, প্রার্থনা সরলতাতে পরিপূর্ণ। পরিচিত হইবামাত্র লোকে তাঁহাকে এক জন ধর্ম্মপরায়ণ লোক বলিয়া সমাদর করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যান অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন, যেখানে যান সকলেই সমুচিত সম্ভ্রম প্রদর্শন করে, অবশেষে তিনিও আপনাকে এক জন প্রকৃত ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ধর্ম্মসাধন বোধ হয় সফল হইয়াছে। এই ভ্রান্ত সংস্কার হৃদয়ে জন্মিবামাত্র আত্মার ধর্ম্মপিপাসার ব্যাঘাত জন্মে ও মনুষ্যের আধ্যাত্মিক দুর্গতি আরম্ভ হয়। এই কারণে প্রকৃত তত্ত্বদর্শী লোকেরা কখন কখনও বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মজগতে অনেক সময় শত্রুরা বন্ধুর কার্য্য করেন এবং বন্ধুরা শত্রুর ন্যায় অনিষ্টকারী হইয়া থাকেন। প্রশংসা শুনিবামাত্র প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি মাত্রেরই প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত।

বিশ্বাস বলিলেই আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাসের কথা মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসের ন্যায় সাধুতাতেও বিশ্বাস আছে, যাঁহাদের সাধুতাতে প্রকৃত বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি এই, যে অভিসন্ধির মধ্যে কোন প্রকার দূষিতভাব থাকিলে মনুষ্যের সাধ্য নাই যে সহস্র প্রকার বাহ্যিক সদনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মজগতে কৃতকার্য্য হয় বা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়। ধর্ম্মের নাম করিয়া কোন প্রকার অভিসন্ধি চরিতার্থ করিব এরূপ যিনি মনে করেন, তাঁহার ন্যায় ঈশ্বরে অবিশ্বাসী আর নাই। ধর্ম্মজগতের নিয়ম এই, প্রাণ মণ দিয়া যে ব্যক্তি মজে, সেই অপরের প্রাণকে আকৃষ্ট করিতে পারে। বৈষ্ণবদিগের সংকীর্ত্তনের এক স্থানে আছে "নিতাই আপনি পড়িয়া বলে সামালিও ভাই" যে আপনি না পড়ে তাহাকে "সামালিও ভাই" বলিয়া সতর্ক ও করিতে হয় না। আমরা বিশ্বাস বিষয়ে যে পরিমাণে সরল হই, ততই নিজেদের প্রাণে সুখী হই; কথা বলিয়া সুখ, কাজ করিয়া সুখ, এবং সেই পরিমাণে পরমেশ্বর সেই কথা ও কার্য্যের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তির বিশ্বাস সরল আন্তরিক নিষ্ঠাতে পরিণত, সুখ্যাতি অখ্যাতি, অনুরাগ বিরাগের প্রতি যার দৃষ্টি নাই, এইরূপ ব্যক্তিকে আমরা ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু আমাদের সাধু সংকল্পের সহিত গূঢ় অভিসন্ধি সকল এরূপ সূক্ষ্মভাবে মিশিয়া থাকে যে আমরা বিশেষ চিন্তাশীল ও প্রার্থনা পরায়ণ না হইলে সে সমুদয় আবিষ্কার করিতে পারি না। কিন্তু একটী কথা সত্য, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবঞ্চনার উপায় নাই।

যে সকল বিধবা বিবাহার্থিনী হইয়া ব্রাহ্মদিগের আশ্রয় লইতেছেন তাঁহাদের বিষয়ে আরও কিছু বক্তব্য আছে। কিছুদিন কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগকে পরিণয় পাশে বদ্ধ হইতে দেওয়া উচিত নয়। এরূপ কাল বিলম্ব করিবার অনেক যুক্তি দেখা যায়। প্রথমতঃ তাঁহার প্রকৃতি পূর্ব্বচরিত্র ও মনের গতি প্রভৃতি নিরূপণ করিতে কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বের প্রয়োজন (২য়) তিনি প্রাচীন সমাজ হইতে জাতিভেদ পৌত্তলিকতা প্রভৃতির বিষয়ে যে সকল কুসংস্কার লইয়া আসিয়াছেন তাহা ভগ্ন করিতেও কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বের প্রয়োজন। (৩য়) ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল অন্তরে গ্রহণ করিতেও কাল বিলম্বের প্রয়োজন। এই সকলের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বিবাহ দিয়া সেই বিবহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিলে ঠিক বলা হয় না। ক্রমে এক এক করিয়া অনেকগুলি বিধবা আমাদের আশ্রয়ার্থিনী হইতেছেন সুতরাং এই সময়ে আমাদের কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া রাখা উচিত। আমরা এরূপ বিধবাদিগকে প্রথমে যথাসাধ্য বিদ্যাশিক্ষা দিব, (২য়) যদি অবিবাহিত থাকিতে হয়, তদবস্থায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী কোন কার্য্য শিখাইব, (৩য়) সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠান দেখিবার সুবিধা করিয়া সেই সকল অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ উৎপাদনের চেষ্টা করিব; (৪র্থ) ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যগুলি বিশেষভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিব (৫ম) তাঁহাদিগকে রীতিমতে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিব, পরে পরিণীত করিব। পূর্ব্ব হইতে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে উত্তরকালে অনেক প্রকার অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইতে পারে।

জাতিতে ব্রাহ্ম।

এমন কি সময় আসিবে যখন জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের ভাবী বংশধরদিগকে বলিতে হইবে যে আমরা জাতিতে ব্রাহ্ম। অর্থাৎ যেমন জাতিতে বৈষ্ণব জাতিতে খ্রীষ্টান, প্রভৃতি হইয়াছে সেইরূপ কি ব্রাহ্মগণও একটী ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের অগণ্য সম্প্রদায় সংখ্যার উপরে আর একটী সংখ্যা বৃদ্ধি করিবেন? ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় আমরা দেখিতে পাই, যে ইহা সম্পূর্ণরূপে অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌমিক, ও সার্ব্বজনিক। ইহার গ্রহণ ও যাজনের পক্ষে দেশ, কাল, বা জাতি বর্ণের গণনা নাই; ইহা কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান সকলেরই ধর্ম্মের সারভাগ সুতরাং সকলেরই আদরের বস্তু। এই উন্নত ও উদার ধর্ম্মভাব যদি সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতাতে পরিণত হয় তাহা যে ক্ষোভের বিষয় তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু অনেকে বলেন যে এই ধর্ম্মভাব ইতিমধ্যেই সাম্প্রদায়িকতাতে পরিণত হইতেছে। ব্রাহ্মেরা একটী স্বতন্ত্র জাতি হইয়া দাঁড়াইতেছেন। এই গুরুতর প্রশ্নটীর সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু কতকগুলি চিন্তনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মদিগের চিন্তার উদ্রেক করাই লক্ষ্য।

খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৈষ্ণব প্রভৃতি যে এক একটী সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইয়াছে তাহার কারণ কি? ইহার দুই জাতীয় কারণ দেখা যায়। প্রথম, চতুর্দ্দিকস্থ সমাজের বিদ্বেষ, দ্বিতীয়

সম্প্রদায় সকলের নিজ গৌরব বোধ; ইহার একটী অপরটীর উদ্দীপক কারণ বলিলেও অসঙ্গত হয় না। মহম্মদ যখন ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, তখন এই বলিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন যে আমার শিষ্যেরা বিশ্বাসী দল ও ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত; কেবল তাহা নহে, যাহারা আমার মতাক্রান্ত না হয় বা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা ঈশ্বর বিরোধী ও ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র। নূতন ধর্ম্মভাবকে এই বেশে উপস্থিত করাতে ঘোরতর বিদ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। বিশ্বাসী দল ও অবিশ্বাসী দলে প্রবল সংগ্রাম বাঁধিয়া গেল এবং উভয়ের বন্ধুত্বের আশা চিরকালের মত উন্মুলিত হইয়া গেল। খৃষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ কারণ দৃষ্ট হয়। যীশু মহম্মদের ন্যায় বিদ্বেষ বুদ্ধির সহায়তা করেন নাই কিন্তু নিজ শিষ্যদিগকে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া ঘোষণা করিতে ত্রুটী করিতেন না। তিনি শিষ্যদিগকে বলিতেন "যদি কোন গ্রাম বা জনপদের লোক তোমাদিগকে গ্রহণ না করে, তোমরা সে গ্রামের পদধূলি সেইখানেই ঝাড়িয়া আসিবে। যাহারা তোমাদিগকে গ্রহণ করিবে তাহারা আমাকে গ্রহণ করিবে, যাহারা আমাকে গ্রহণ করিবে তাহারা আমার পিতা পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিবে।" সুতরাং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রথমাবধিই বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। বিবেচনা করিয়া দেখিলেইদেখা যায়, যে যীশু বা মহম্মদ যে সময়ে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সে সময়ে এভাবে প্রচার করা আবশ্যক হইয়াছিল। তাঁহারা পুরাতন ধর্ম্মের ও পুরাতন নীতির সংস্কার করিয়া যে নূতন পথ প্রদর্শন করিতেন, এরূপ উপায় অবলম্বন না করিলে সে পথে শিষ্যদিগকে স্থির রাখিতে পারিতেন না। সর্ব্বদা প্রাচীন সমাজের দোষ কীর্ত্তন করিয়া শিষ্যদিগকে সতর্ক করিতে হইত; এবং নিজ দলকে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত বলাতে শিষ্যদিগের বিশ্বাস ও আশা দৃঢ় হইত। প্রাচীন সমাজের কুদৃষ্টান্ত ও অসৎ শিক্ষা হইতে শিষ্যদিগকে দূরে রাখাতে, তাহাদিগকে যে কিছু উপদেশ করিতেন তাহা পালনের পক্ষে ব্যাঘাত হইত না। এখন চিন্তাশীল ব্রাহ্ম পাঠক মাত্রেই ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে গূঢ়ভাবে এই উভয় ভাবই ব্রাহ্মদিগের মনে প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ অনেক ব্রাহ্মের মনে প্রাচীন সমাজের ধর্ম্মভাব ও প্রাচীন সমাজের রীতিনীতির প্রতি এক প্রকার ঘৃণা জন্মিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা প্রকাশ্যে না বলেন অন্তরে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকেন এবং ব্যবহারেও সেই ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহার ফল এই জন্মে, যে উভয় শ্রেণীর লোকের পরস্পর হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা হয়। ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মদিগের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করেন, তাঁহাদের সঙ্গেই বেড়ান, তাঁহাদেরই সহবাসের ইচ্ছা করেন। এইরূপ অল্পে অল্পে ব্রাহ্মেরা একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া পড়িতে পারেন।

এখন এসম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য কি? সাম্প্রদায়িকতা প্রার্থনীয় নয় সুতরাং যাহাতে সম্প্রদায় বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, সে সমুদয় কার্য্য বর্জ্জনীয়; অর্থাৎ যে সত্য প্রচার করিলে লোকে বিরক্ত হয় তাহা করিব না; যে কার্য্যে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তাহা করিব না, এইরূপ পথ কি অবলম্বনীয়? এসম্বন্ধে আমরা অনেকবার যে কথা বলিয়াছি এখনও আমাদের সেই কথা; অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা উৎপন্ন করা বা তাহা পরিহার করা আমাদের লক্ষ্য নয়, লোকের অনুরাগ অন্বেষণ করা বা বিরাগ নিবারণ করা আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সত্য গ্রহণ করা ও সম্পূর্ণ ভাবে তাহা পালন করা আমাদের লক্ষ্য। এবং আমাদের বিশ্বাস এই, যে কোন প্রকার অসাধুভাব হৃদয়ে না রাখিয়া যদি সত্যকে প্রাণের প্রিয় পদার্থরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহাতে কাহারও বিরাগ বৃদ্ধি না হইয়া অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। তবে যে লোকে বিদ্বেষ পরায়ণ হয় তাহার কারণ এই যে আমরা সত্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতীয় জীব বলিয়া অহঙ্কারকে ও হৃদয়ে স্থান দিয়া থাকি।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মনে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে ভাব ছিল তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাঁহার উক্তি সকল পর্য্যালোচনা করিলে এরূপ বোধ হয়, যে ব্রাহ্মনামে যে একটী স্বতন্ত্র সমাজ হইবে তাহা তাঁহার চিন্তা পথে ছিল না। তিনি এমন একটী উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন যেখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলে আসিয়া সকলের আরাধ্য একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করিবে। অর্থাৎ হিন্দু যে সে হিন্দু সমাজ মধ্যেই থাকিবে, মুসলমান যে সে মুসলমান সমাজ মধ্যেই থাকিবে, খৃষ্টান যে সে খৃষ্টান সমাজ মধ্যেই থাকিবে অথচ উপাসনা কালে সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করিবে। এখন এই ভাবের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় ঘটিয়াছে।

এ প্রশ্নটীর মীমাংসা করা এত কঠিন তাহার কারণ এই। একদিকে দেখা যায়, যে নবরোপিত বৃক্ষের রক্ষা ও পরিবর্দ্ধনের জন্য প্রথমে যেমন তাহাকে একটী নির্জ্জন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিতে হয়, এবং পরে তাহার নিজ স্থানে রোপণ করিয়া কিয়দ্দিন বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, সেইরূপ কোন নূতন ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মমতের রক্ষা ও পরিবর্দ্ধনের জন্য প্রথম প্রথম, একপ্রকার স্বতন্ত্রতা অবলম্বনীয় হইয়া পড়ে; অথচ সেরূপ করিতে গেলে আপাততঃ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবের সৃষ্টি হয়। তবে আশার বিষয় এই যে লোকের প্রাচীনকালের কুসংস্কার ও অনুদারতা আর থাকিতেছে না। এখন সকল সম্প্রদায় অপর সকলের শাস্ত্র আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহার যাহা সত্য আছে তাহা আর গোপন থাকিবে না। শিক্ষা, ও উদারতার উন্নতি সহকারে এমন সময় আসিবে যখন জাতি, বর্ণ, দেশ, কাল নির্ব্বিশেষে সত্যের আদর দেখা যাইবে; সুতরাং সমুদায় সম্প্রদায়ের কুসংস্কার বিদূরিত হইয়া সাম্প্রদায়িকতাই থাকিবে না। তবে ব্রাহ্মদিগের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্ত দূষিত ভাব সকল অর্থাৎ ঘৃণা ও আত্মগৌরব, যেন তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার না করে; ব্রাহ্মদিগের দেখান চাই যে তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারেই দেশীয় সমাজের অঙ্গীভূত। দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি তাঁহারাও করিবেন; দেশীয় বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধির তাঁহারাও চেষ্টা করিবেন, দেশীয় সকল প্রকার

কার্য্যে তাঁহারা অংশী হইবেন, এবং সম্পূর্ণ উদারতার সহিত সকলের সহিত মিলিবেন।

উপাসনা প্রণালী।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে দুই প্রকার উপাসনা প্রণালী প্রচলিত আছে। প্রথমটী ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রণীত, দ্বিতীয়টী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রণীত। মূলে এই উভয় প্রকার প্রণালীর মধ্যে প্রভেদ অল্প; কারণ উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ও শান্তিবাচন এই অঙ্গগুলি উভয় স্থলেই আছে। তবে কেশব বাবুর অবলম্বিত প্রণালী উভয়ের মধ্যে উৎকৃষ্টতর বোধ হয় কারণ, তাহাতে আচার্য্যকে কোন দুর্ব্বোধ প্রাচীন বচনে বা কোন প্রকার চিরাভ্যস্ত ভাবপরম্পরাতে বদ্ধ করা হয় না। উপাসনা প্রণালীর বহিরাকৃতিটী অব্যাহত রাখিয়া তিনি যথেচ্ছ ভাবে আপনার ভাব ও অনুরাগের অনুরূপ আরাধনা করিতে পারেন। কিন্তু এ প্রণালীটীও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কি না? এই প্রশ্নের বিচার করিতে হইলে, উপাসনা কাহাকে বলে, এবং কোন কোন ভাব তাহার উপাদান স্বরূপ এবং বর্ত্তমান প্রণালী মধ্যে তাহার সকলভাবগুলি আছে কি না? ইহা বিচার করিতে হয়।

জীবাত্মা যখন কতকগুলি ভাবের অধীন হইয়া ঈশ্বর সন্মুখীন হয়, সেই অবস্থার নাম উপাসনা। যে প্রণালীর মধ্যে সেই ভাবগুলি সমুদায় না থাকে, তাহা সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন নহে। সে ভাবগুলি কি? ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের আত্মার ছয় প্রকার ভাব থাকা কর্ত্তব্য। (১ম) প্রীতি (২য়) মাহাত্ম্য বোধ (৩য়) ভক্তি (৪র্থ) নির্ভর (৫ম) কৃতজ্ঞতা (৬ষ্ঠ) আশা। প্রথম প্রীতি। সহবাস ও পরিচয় জনিত যে অনুরাগ সূত্রে দুইটী আত্মা বদ্ধ হইয়া থাকে তাহার নাম প্রীতি। পরমেশ্বর যদি সৎপদার্থ হন আমরা যদি সেই নিত্য সত্য ও স্থির সত্যকে প্রকৃত বিশ্বাসী হই, এবং আমরা যদি তাঁহার উপাসক হই, তাহা হইলে আমাদের আত্মারও সেই অনুরাগ সূত্রে তাঁহার সহিত বদ্ধ হওয়া উচিত। এই অনুরাগ জীবনে প্রধানতঃ দুইটী ফল প্রসব করে, প্রথম সহবাসেচ্ছা, দ্বিতীয়তঃ সেবানন্দ অর্থাৎ তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনেচ্ছা। আমাদের উপাসনা প্রণালীর মধ্যে এই অনুরাগ প্রকাশের উপায় থাকা উচিত।

তাঁহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভাব মাহাত্ম্য-বোধ অর্থাৎ একটী ক্ষুদ্র পরিমিত, ও নিকৃষ্ট জীবের অনন্ত, মহান্ ও পূর্ণপুরুষের প্রতি যে ভাব থাকা উচিত সেই ভাব। আমাদের অবলম্বিত উপাসনা প্রণালীর মধ্যে এ ভাবেরও প্রকাশ থাকা উচিত।

তৃতীয় ভক্তি। পরম পবিত্র পুরুষের প্রতি অপবিত্র ও হীন জীবের যে ভাব হওয়া উচিত তাহার নাম ভক্তি। ভক্তি পরমেশ্বরকে সাধকের নিকটে পতিতপাবনরূপে উপস্থিত করে; ভক্তির এক দিক "আমি অসার" অপর দিক "তুমি সার" যাঁহার প্রকৃত ভক্তি আছে তিনি একদিকে যেমন আপনাকে অপবিত্র, নিকৃষ্ট ও হীন বলিয়া অনুভব করেন, অপরদিকে ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং এই সত্যের গভীরতা নিজ অন্তর মধ্যে অনুভব করিতে থাকেন। আমাদের উপাসনা প্রণালীর মধ্যে এই ভাব সূচক কোন শব্দ থাকা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ নির্ভর। জ্ঞান, পবিত্রতা, ন্যায় প্রভৃতিতে উৎকৃষ্ট আত্মার প্রতি হীন আত্মার যে বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব হয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের সেই ভাব থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার পরম পবিত্র স্বরূপ, তাঁহার দুরতিক্রমণীয় ন্যায়, তাঁহার কৃপার বিধান প্রভৃতি দর্শনে মনে যদি উক্ত ভাবের উদয় না হয়, তবে সে হৃদয় যে রোগগ্রস্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদের উপাসনা প্রণালীর মধ্যে এ ভাবেরও প্রকাশ থাকিবে।

পঞ্চম কৃতজ্ঞতা। উপকারীর প্রতি উপকৃতের যে ভাব, আশ্রয় দাতার প্রতি আশ্রিতের যে ভাব, সাহায্যকারীর প্রতি সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তির যে ভাব, তাঁহার প্রতি যে আমাদের সেভাব হওয়া কর্ত্তব্য, ইহা আর বিচার সাপেক্ষ নয়। সুতরাং যে উপাসনা প্রণালীর মধ্যে এ ভাবের প্রকাশ না থাকিবে তাহা অসম্পূর্ণ।

ষষ্ঠ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই আশার উদয় হয়। যিনি বিপদের সময় সাহায্য বিধান করিয়া থাকেন, জীবের কল্যাণ বিধান যাঁহার সংকল্প, তাঁহার কৃপা ও সাহায্যের আশা করা মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক আশা হইতেই প্রার্থনার জন্ম হয়। সুতরাং আমাদের অবলম্বিত প্রণালীর মধ্যে এই আশারও প্রকাশ থাকা কর্ত্তব্য।

এই সকলের মূলে একটী কথা আছে। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে সম্বন্ধ আছে, সম্যক্‌রূপে তাহা প্রতীতি করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতি আমাদের এ সকল ভাবই জন্মে না। এই জন্য সেই সম্বন্ধ বিশেষরূপে প্রতীতি করা চাই। এই জন্যই ধ্যানের প্রয়োজন। আমরা ধ্যানস্থ হইয়াই নিজ নিজ আত্মার মূলে অবতরণ করিয়া থাকি; ধ্যান দ্বারাই অসারের মধ্যে সার যিনি তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই; আধ্যাত্মিক জগত যে কেবল মুখের কথা নয় তাহা অনুভব করি; এবং অদৃশ্য জগতের মধ্যে যে সকল গূঢ় সৌন্দর্য্য আছে তাহা আবিষ্কার করিতে পারি। সুতরাং ধ্যান এই সকল ভাবের প্রধান সহায় এবং আমাদের উপাসনা প্রণালী মধ্যে তাহাও থাকা উচিত।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই বলিতে হয়, আচার্য্য যে আরাধনা করিবেন তাহাতে প্রীতি, মাহাত্ম্য বোধ, ভক্তি, নির্ভর, কৃতজ্ঞতা ও আশা এ সমুদায় ভাব প্রকাশ হওয়া চাই। এক্ষণে এই উপাদান গুলি মনে রাখিয়া বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালীর বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। আমরা এক্ষণে যে সূত্র অবলম্বন করিয়া আরাধনা করি তাহা এই,

"সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপ মমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিব মদ্বৈতং শুদ্ধ মপাপবিদ্ধং।"

ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে ইহার মধ্যে কতকগুলি শব্দ আছে যাহা নিষ্প্রয়োজন আবার কতকগুলির অভাব আছে, যাহা থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ সত্যং জ্ঞানং এই দুইটী না থাকিলে আমাদের কোন ভাবের ব্যাঘাত হইত না,

কারণ অনন্তং বলিলেই তাঁহার সর্ব্ব ব্যাপিত্ব ও সর্ব্বজ্ঞতা বুঝাইয়া যায়। অনন্ত শব্দের অর্থ এই যে তিনি সত্ত্বা, শক্তি ও জ্ঞানে অপরিচ্ছিন্ন। অপর দিকে "আনন্দং" শব্দ না থাকিয়া "সুন্দরং" শব্দ থাকিলে ভাল হইত, কারণ আমাদের অন্তরাত্মা তাঁহাকে পরমসুন্দর ও আত্মার উপভোগের বস্তু বলিয়া অনুভব করে বলিয়াই তিনি আমাদের আনন্দের কারণ। আনন্দ ফল মাত্র কারণ নয়। অমৃত শব্দের অর্থ অমর, মরণ রহিত। এ শব্দটীর সার্থকতা দেখা যায় না। ঈশ্বরকে "সুন্দর" বলিলে প্রীতি চরিতার্থ হয়। "অনন্ত" বলিলে দ্বিতীয় ভাবটী চরিতার্থ হয়। শুদ্ধ মপাপবিদ্ধং বলিলে ভক্তি-বৃত্তি চরিতার্থ হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ভাব সকলের মধ্যে নির্ভরের ভাবসূচক কোন শব্দ নাই। "শান্তং অদ্বৈতং" শব্দ দ্বয়ের তত প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। "শিবং" শব্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থল আছে। কিন্তু এমন কোন শব্দ নাই যাহার মধ্যে জীবাত্মার আশাও বিশ্বাসের প্রকাশ হয়।

এই সকল কারণে বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত ভাব সকল প্রকাশের অনুরূপ আরও কয়েকটী শব্দ যোজনা করিলে ভাল হয়। যে গুলিকে নিষ্প্রয়োজন বলা হইল, সে গুলি থাকাতে বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু না থাকিলেও আচার্য্যের আরাধনার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরতার পক্ষে কোন ক্ষতি দেখা যায় না।

"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও," প্রভৃতি যে প্রার্থনা করা হইয়া থাকে তাহার মধ্যে গভীর তাৎপর্য্য আছে। এখানে অসত্য শব্দের অর্থ বিষয়াসক্তি কারণ বিষয়াসক্তিতে সার যে ধর্ম্ম তাহাকে অসার বলিয়া প্রতীত করে। সংশয় ও নাস্তিকতা অন্ধকাররূপে পরিগণিত, কারণ, সংশয় ও নাস্তিকতা আত্মার চক্ষের রোগস্বরূপ হইয়া চক্ষু থাকিতে লোককে অন্ধ করিয়া দেয়। পাপ আত্মার পক্ষে মৃত্যু স্বরূপ, কারণ তাহাতে আত্মার ধর্ম্মজীবনকে একেবারে বিনষ্ট করে। সুতরাং এই ত্রিবিধ বিপদই আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপদ এবং এ সকল হইতে উদ্ধার হইবার জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। তবে অলঙ্কার পূর্ণ ভাষায় না বলিয়া "বিষয়াসক্তি হইতে আমাদিগকে ধর্ম্মেতে লইয়া যাও, সংশয় হইতে আমাদিগকে বিশ্বাসে লইয়া যাও, পাপ হইতে আমাদিগকে পবিত্রতাতে লইয়া যাও" এ প্রার্থনা করিলে ক্ষতি নাই।

বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালীর পরিবর্ত্তন প্রয়োজন কি না, এই প্রশ্নের বিচার আবশ্যক বলিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইল।

প্রকৃত বিশ্বাসের লক্ষণ।

ঋগ্বেদের একটী অতি প্রাচীন বচন বহুকাল আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। লোকে অনেক সময় অর্থ গ্রহণ না করিয়াই তাহা উচ্চারণ করিয়া থাকে। সেবচনটী এই:—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং"।

ইহার অর্থ এই, আকাশে প্রসারিত পদার্থকে চক্ষু যেমন দর্শন করে, পণ্ডিতেরা সর্ব্বব্যাপি পরমেশ্বরের পরম পদ সেই ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।"

এই বচনটীর দ্বারা প্রকৃত বিশ্বাস কাহাকে বলে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। একদিকে দেখিতে গেলে জগতের অধিকাংশ মনুষ্যের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে। এই প্রপঞ্চ বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন কি না? এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে হয়ত তাঁহাদের অন্তরাত্মা সেই সত্তা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না এবং এরূপ প্রশ্ন করিলেও তাঁহারা সেই সত্তা অস্বীকার করিতে পারেন না। অনেক ব্রাহ্ম মনে করিয়া থাকেন অপর সাধারণ ব্যক্তির অপেক্ষা আমরা অধিক বিশ্বাসী; কারণ আমরা সপ্তাহান্তে উপাসনা স্থানে গিয়া উপাসনাতে যোগ দিয়া থাকি; আমরা ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গরূপে পরিগণিত; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে আমাদের উৎসাহ আছে; ইত্যাদি। কিন্তু একথাও যথার্থ, যে, এক ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করেন, বহুদিন ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গরূপে পরিগণিত আছেন, সাপ্তাহিক উপাসনাদিতে বিশেষ মনোযোগ, তথাপি তিনি প্রকৃত বিশ্বাস হইতে বহুদূরে বাস করিতেছেন।

তবে সে প্রকৃত বিশ্বাস কি? ইহার উত্তর এই ঈশ্বরকে "আকাশে প্রসারিত পদার্থের ন্যায়" দেখিতে হইবে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ ও পরিসর বিশিষ্ট পদার্থের সত্তাতে মনুষ্য যেমন বিশ্বাস করে এবং সে বিশ্বাসের পরিচয় যেমন তাহার কার্য্যের মধ্যেই পাওয়া যায় সেইরূপ ঈশ্বরকে যিনি স্থির সৎরূপে প্রতীতি করেন তিনিই বিশ্বাসী। যদি এক ব্যক্তির গৃহের দ্বারে এমন একটী বস্তু থাকে যাহা বাহির হইতে গেলেই মস্তকে লাগিবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে সে যতবার গতায়াত করে, তাহার প্রবেশের ও বহির্গমনের ভাব দেখিয়াই পরিচয় পাওয়া যায় যে সে উক্ত পদার্থের সত্তাতে বিশ্বাস করে। সে যখন অসাবধান, সে যখন অন্যমনস্ক তখনও সেই বিশ্বাসের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি একক, পুত্রকলত্রের সম্পর্ক নাই, তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিবামাত্রই তিনি যে একক তাহা প্রতীতি করা যায়। তাঁহার সমুদায় বন্দোবস্ত এক ব্যক্তির প্রয়োজনানুরূপ। কিন্তু যিনি একক নন, তাঁহার ভবনে পদার্পণ মাত্র তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি সংসারের যে কিছু আয়োজন করিয়াছেন পাঁচজনের কথা মনে ভাবিয়া করিয়াছেন। তিনি যখন পথে ক্রয় বিক্রয় করেন, তখন তাঁহার কার্য্য দর্শন করিলেই তিনি যে নিজ চিন্তার সহিত আরও পাঁচ জনের চিন্তা করিতেছেন তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার সত্তাতে বিশ্বাস আছে এবং যাহার সহিত নিজের কোন প্রকার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে, জীবনের সকল কার্য্যের মধ্যেই সেই বিশ্বাস ও অনুরাগের প্রমাণ পাওয়া গিয়া থাকে।

এখন প্রত্যেক ব্রাহ্ম নিজ নিজ কার্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিয়া দেখুন, যে ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে কি না? সাধারণ ভাবে বলিলে হইবে না বিশেষ ভাবে প্রশ্ন করিতে হইতেছে। প্রথম প্রশ্ন, কোন

প্রকার শুভানুষ্ঠান ও হিতকর কার্য্য করিবার সময় তিনি যে কৃতকার্য্য হইবার আশা করেন, তাহা কাহার মুখাপেক্ষা করিয়া? এ কার্য্যে সফল হইব কি না, এরূপ মনে হইলে কি নিজের বিদ্যা বুদ্ধি দক্ষতা কিম্বা অপর দশজনের অনুরাগ উৎসাহ প্রভৃতির কথা মনে হয়? কেহ ভাবিতেছেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন, কেহ ভাবিতেছেন একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন, কেহ ভাবিতেছেন দেশের অপর একটী কার্য্য করিবেন, এই সকল ভাবিবার সময়, 'ভয় কি নিজের বুদ্ধি বিদ্যার বলে কার্য্যোদ্ধার করিব, কিম্বা অমুক অমুক ব্যক্তি আছেন তাঁহাদের সাহায্যে করিব, এইরূপ মনে হয় কিম্বা "ভয় কি? সাধু যাঁর সংকল্প ঈশ্বর তার সহায়।" এইরূপে ঈশ্বরের কৃপা স্মরণ হয়? ঈশ্বরের প্রতি যাঁহাদের উজ্জ্বল বিশ্বাস সকল কার্য্যে অগ্রে তাঁহাদের ঈশ্বরের কৃপা মনে পড়ে। এই প্রথম লক্ষণ।

প্রকৃত বিশ্বাসের পরিচয়ার্থ দ্বিতীয় প্রশ্ন এই; দুর্ব্বলতা বশতঃ ব্রাহ্ম যখন কোন প্রলোভনে পতিত হন, তখন লোকের বিচারানুসারে তাঁহার অনুতাপের তারতম্য হয় কি না? অর্থাৎ জন সমাজে যে পাপগুলি লঘু বলিয়া পরিগণিত তাহাতে তাঁহার অল্প অনুতাপ যেগুলি গুরু বলিয়া পরিচিত সেগুলিতে অধিক অনুতাপ এরূপ হয় কি না? এবং যে অপরাধের কথা লোকে জানিতে পারিল না সে বিষয়ে এরূপ মনে হয় কি না? ভাগ্যে লোকে জানে নাই বাঁচিয়া গিয়াছি।" এ প্রশ্নগুলি করিবার কারণ এই যে পরমেশ্বরের প্রতি যাঁহার উজ্জ্বল বিশ্বাস তিনি মানবের মুখ দেখিয়া পাপের গুরুত্ব লঘুত্বের বিচার করেন না। তাঁহার প্রিয়তম পরমেশ্বরের চক্ষে তিনি কলঙ্কিত হইলেন এই নিদারুণ ক্ষোভেই তিনি বাঁচেন না। তাঁহার এ ক্ষোভ লোকের আশ্বাস বচনে যায় না; লোকে "সামান্য অপরাধ"; "অতি লঘু পাপ," বলিয়া চীৎকার করিলে নিরস্ত হয় না। জগতে যাহাকে লঘু পাপ বলে, তাহাতেও তিনি এত যন্ত্রণাগ্রস্ত হন যে বিষয়ী লোকে জানিলে তাঁহাকে উন্মাদ রোগ গ্রস্ত মনে করে। মনের একটী অসৎচিন্তা ও অপবিত্র ভাবের বিষয় স্মরণ করিয়া তিনি এতদূর ম্লান ও বিষণ্ণ হইয়া যান, যে সংসারের লোকে সেই বিষাদের অর্থই বুঝিতে পারে না। চক্ষের দৃষ্টি দ্বারা মনুষ্যকে হাসান যায় ইহা আমরা দেখিয়াছি। যেখানে অনুরাগ আছে চারি চক্ষের মিলন হইলেই উভয়ের মুখে হাস্যের উদয় হয়, কিন্তু ঈশ্বর চারি চক্ষে মিলন করিয়া বিশ্বাসী অথচ অপরাধী সন্তানকে কাঁদাইয়া থাকেন। যতই তাঁহার মাতৃ দৃষ্টির দিকে দৃষ্টি পড়ে ততই যন্ত্রণা বাড়িতে থাকে, ক্ষোভে হৃদয় ফাটিয়া যায়, একটী সামান্য কথার জন্য, একটু সামান্য ক্রোধের জন্য, একটী সামান্য অসাধু ভাবের জন্য হৃদয় ছিঁড়িয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিয়াছে কি না জানিবার এই দ্বিতীয় লক্ষণ।

তৃতীয় লক্ষণ বিবেক। আমরা কথায় বলিয়া থাকি বিবেক ঈশ্বরের বাণী; কিন্তু বিবেকানুসারে কোন প্রকার কার্য্য করিবার সময় ঈশ্বর আদেশ করিলেন এরূপ অনুভব হয় কি না? মনে কর সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য কি এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়া এক ব্যক্তি সকল দিক বিবেচনা করিলেন, তাহার স্বাস্থ্য শিক্ষা সুখ প্রভৃতির উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন; বিবেকের অনুগত হইয়া সকল কার্য্য করিলেন কিন্তু একবারও ঈশ্বরের নাম স্মরণ হইল না। সে চিন্তার পক্ষে ঈশ্বর থাকা না থাকা তাঁহার নিকট সমান। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি সেই সকল উপায়ই নির্দ্ধারণ করিলেন কিন্তু তিনি স্পষ্ট অনুভব ও উপলব্ধি করিলেন যে ঈশ্বর তাঁহাকে সেই কর্ত্তব্য পালনে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতেছেন। এই জন্যই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়া থাকেন কর্ত্তব্য বিষয়ে ঈশ্বরাদেশ অনুভব করা প্রকৃত বিশ্বাসীর একটী প্রধান লক্ষণ।

প্রকৃত বিশ্বাসের আর একটী লক্ষণ আছে। বিশ্বাসী লোক তাবত ঘটনাকে ঈশ্বরানুরঞ্জিত দৃষ্টিতে দর্শন করেন। একটী সুন্দর পুষ্প যখন নিকটে আনীত হয়, তখন অপর লোকে তাহার রূপ গুণের প্রশংসায় প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তির অন্তরাত্মা হয়ত নির্জ্জনে বলিতে থাকে "এই সুকুমার কুসুম আমার সখা করেছে"। যখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর নব বারি ধারা বর্ষিত হইতে থাকে, তখন অপর লোকে বলে কৃষক বাঁচিল কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীর অন্তরাত্মা হয়ত সেই প্রত্যেক জল বিন্দুতে ঈশ্বরের কৃপা অনুভব করিতে থাকে। জড় জগতের ঘটনা সম্বন্ধে যেমন নিজ জীবনের ঘটনা সম্বন্ধেও সেইরূপ। নিজ জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি যে কিছু উন্নত বা পবিত্র বিষয় দেখিতে পান সে সমুদায়ই তাঁহাকে ঈশ্বরের কৃপা স্মরণ করাইয়া দেয়। যদি কোন বন্ধুর দ্বারা কোন সময় কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার পাইয়া থাকেন তিনি অনুভব করেন যে ঈশ্বর তাঁহার দ্বারা সেই কল্যাণ সাধন করিয়াছেন; তদ্দ্বারা তাঁহার ব্রহ্ম কৃপাই স্মরণ হয়। এইরূপ বিশ্বাসী লোক ইতিহাসের ঘটনাবলী ও ঈশ্বরানুরঞ্জিত দৃষ্টিতে দর্শন করেন। যেখানে অন্য লোক কেবল মনুষ্যের কলহ, মনুষ্যের দুষ্কৃতি, মনুষ্যের বুদ্ধি বিদ্যা প্রভৃতি দর্শন করেন তিনি তৎপশ্চাতে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান।

প্রকৃত বিশ্বাসের এই কয়েকটী লক্ষণ উল্লেখ করা গেল, এতদ্দ্বারা নিজ নিজ হৃদয়কে বিচার করিতে গেলেই আপনাদের বিশ্বাসের দুর্ব্বলতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তখন দেখা যায় লোকে যদি আমাদিগকে অবিশ্বাসী বা অল্প-বিশ্বাসী বলে, তাহাতে আমাদের প্রতি অবিচার না করিয়া সত্য কথাই বলা হয়। আমাদের মধ্যে এরূপ কয়জন আছেন, যাঁহাদের ইহলোকের চিন্তা করিতে গেলেই পরলোকের চিন্তা মিশিয়া যায়, নিজ অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, নিজের বিদ্যা বুদ্ধি বা লোকের সাহায্য অপেক্ষা ঈশ্বরের কৃপার উপর স্বভাবতঃ অধিক নির্ভর হয় এবং কি জড় জগতের ঘটনাবলী, কি নিজ জীবনের সুখ দুঃখ, কি ইতিবৃত্তের ঘটনারাশি, সমুদায়ের মধ্যেই ঈশ্বরের কৃপা ও ঈশ্বরের হস্ত স্মরণ হয়? আমাদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে এই প্রকৃত বিশ্বাসের দিকে অগ্রসর হইতে পারি-

রাছেন তিনি সেই পরিমাণে ব্রাহ্ম। নতুবা ঈশ্বর আছেন একথা অনেকে বলিয়া থাকে এবং দশরথ রাজার শব্দভেদী বাণের ন্যায় দূরস্থিত ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা এবং আরাধনা ও অনেকে ছাড়িয়া থাকেন।

গৃহধর্ম্ম। (১)

পতি পত্নীর সম্বন্ধ।

বিবাহের পশুভাব এই যে, এতদ্দ্বারা সমাজপ্রবাহ রক্ষা হয় এবং মানবের রক্তমাংসময় শরীরের একটী স্বাভাবিক অভাব মোচন করে। বিবাহের মানবভাব এই যে ইহা দুই হৃদয়কে একত্র আকৃষ্ট করে, অনুরাগ সদ্ভাব প্রভৃতি দ্বারা জীবনকে মধুময় করে, এবং উভয়ের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে। বিবাহের দেবভাব এই, বিবাহ অনুরাগসূত্রে বাঁধিয়া এক আত্মাকে অপরের সুখের জন্য নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইতে শিক্ষা দেয়; হৃদয়ের সাধু প্রবৃত্তি সকলকে উত্তেজিত করে; একের সাহায্যে অপরের সাধুতার বৃদ্ধি করে; এবং ইন্দ্রিয় সুখের অতীত যে মানবের সুখ আছে, তাহা প্রতীতি করিবার পক্ষে সহায়তা করে।

যার বিবাহের এই মহৎভাব গ্রহণের শক্তি জন্মে নাই, অদ্যাপি তাহার বিবাহের বয়স হয় নাই।

অপরাপর পুরুষ ও রমণীর সম্বন্ধেই যে কেবল ইন্দ্রিয় সংযমের প্রয়োজন তাহা নহে, বিবাহিত দম্পতীর পরস্পরের প্রতি ও জিতেন্দ্রিয়তা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অনেক বিবাহিত পুরুষের দোষে রমণীর এবং রমণীর দোষে পুরুষের শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক দুর্গতি হয় এবং ঈশ্বরের চক্ষে তাঁহারা নিন্দনীয়।

ব্যভিচারের অর্থ পতি বা পত্নীর প্রাপ্য অধিকার অপরকে দেওয়া। ইহা কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ত্রিবিধ হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন পরস্পরের সম্বন্ধে এরূপ কতকগুলি অধিকার আছে, যাহা পতি বা পত্নীরই প্রাপ্য অপরকে সে অধিকার দেওয়া উচিত নয়; যথা ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে অঙ্গ স্পর্শের অধিকার নির্জ্জনে বহুক্ষণ একত্র বাসের অধিকার, শারীরিক কোন প্রকার সেবার অধিকার; এ অধিকার গুলি অপর পুরুষ বা রমণীকে লইতে দিলেও অপরাধ।

মনু বলেন;—"উপচার ক্রিয়া কেলিঃ স্পর্শোভূষণ বাসসাং। সহ খট্টাসনঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণ মিষ্যতে।" অর্থাৎ পরস্ত্রীকে (স্বামীর অজ্ঞাতসারে) উপঢৌকন পাঠান, নির্জ্জনে ক্রীড়া কৌতুক করা, 'দেখি দেখি তোমার বসন বা অলঙ্কার কেমন,' বলিয়া অলঙ্কার বা বস্ত্রাদি ধরা, কিম্বা নির্জ্জন স্থানে এক আসনে উপবেশন করা, এ সকল ব্যভিচারের মধ্যে গণ্য।

পতি পত্নী যদি প্রকৃত পক্ষে অপরাধী না হন, তথাপি যদি তাঁহাদের আচরণের শিথিলতা বা অসাবধানতা নিবন্ধন লোকের সন্দেহ জন্মে; সে সন্দেহ যত দূর ব্যাপ্ত হয় তত দূর লোককে অধোগতি প্রাপ্ত করা হয়।

দম্পতীর পক্ষে স্বচ্ছতা অর্থাৎ অকপটতা নিতান্ত আবশ্যক। অতি অপ্রিয় কথা হইলেও বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার থাকা কর্ত্তব্য।

অনেক স্থলে এরূপ হয়, পতি পত্নী যখন একত্র হন পতি তাঁহার বাহিরের চিন্তা বাহিরে ফেলিয়া আসেন, পত্নী সংসারের চিন্তা সংসারে রাখিয়া আসেন। পত্নী বাহিরের কোথায় কি আছে জানেন না, পতি সংসারের কোথায় কি আছে জানেন না। শিক্ষার অভাব ইহার একটী প্রধান কারণ। কিন্তু প্রকৃত দাম্পত্য সম্বন্ধের এ নিয়ম নয়; পরস্পরের ভার পরস্পরকে বহিতে হয়।

অনেক স্বামী দাস দাসী বা সন্তান সন্ততির সমক্ষে পত্নীকে অপমান তিরস্কার বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহাদিগকে কর্ত্রীপদ হইতে চ্যুত করা হয়। যাহা কিছু বলিবার ইহাদের অসাক্ষাতে বলা উচিত। স্ত্রীর পক্ষেও এই কর্ত্তব্য।

দম্পতী আপনাদের প্রণয়ের বিষয় যেমন যেখানে সেখানে বলিয়া বেড়ান না সেইরূপ পরস্পরের যে কিছু ত্রুটী দেখেন তাহাও লোকালয়ে বলিয়া বেড়ান না।

অনেক পত্নী স্বামীর অভাব ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল নিজের অভাবের বিষয়ই দেখেন, ইহাতে স্বার্থপরতা ও সমদুঃখসুখতার অভাব প্রকাশ পায় ইহার ন্যায় প্রণয়ের শত্রু আর নাই।

যে গৃহে সন্দেহ, ঈর্ষ্যা বা সতর্কতা থাকে সে গৃহ কণ্টকশয্যার সমান। কোপন স্বভাবের ন্যায় পারিবারিক শান্তির শত্রু আর নাই। যেখানে মন অসংকোচে খেলিতে পায় না সে আপনার গৃহই নয়। অনেক স্ত্রীলোক এই কারণে স্বামীর বিপথ গমনের কারণ হইয়া পড়েন।

সুস্থ শরীর, মিতাচার, শান্ত প্রকৃতি ও পরস্পরকে সুখে রাখিবার ইচ্ছা, এই চারি উপাদান, যে গৃহে মিলিত হয় দেবতারা স্বর্গ হইতে সেই গৃহের দিকে তাকাইয়া থাকেন, কারণ তাহা পুষ্পোদ্যান অপেক্ষাও সুন্দর।

ঝটিকাবসানে কদলী কাননে যে দৃশ্য দেখা যায়, অমিতাচারী ও কোপন স্বভাব লোকের গৃহে পদার্পণ করিলে সেই দৃশ্য চক্ষে পড়ে। সাধু লোকে দেখিয়া মনে মনে শোক করিয়া থাকেন।

সরোবরের জলে যষ্টি প্রহার করিলে তরঙ্গান্বিত জল স্থির হইতে যেমন দশ দণ্ড লাগে, তেমনি একবার ক্রোধ করিলে গৃহস্থের গৃহে প্রণয়ের যে ব্যাঘাত উপস্থিত হয় তাহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে দশ দণ্ড লাগে।

একে অন্যের সুখ চায় অথচ সকলেই সুখী হয়, এইটীই পারিবারিক সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য।

যাহার আচরণে ক্লেশ পাইয়াছি বা যাহার কর্কশ ভাষায় বিদ্ধ হইয়াছি, তাহারই কল্যাণ চিন্তায় রত আছি। পত্নী অন্তঃপুরে দুর্ব্বচনে দগ্ধ করিলেন, পতি বাহিরে আসিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য লাভ বা ধর্ম্মশিক্ষার উপায় চিন্তা করিতেছেন, ইহাই পারিবারিক সম্বন্ধের দেবত্ব।

ভালবাসা এক বস্তু শ্রদ্ধা অপর বস্তু, নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসাকে দাম্পত্য সম্বন্ধের ভিত্তি করা উচিত নয়, পতি পত্নীর পরস্পরের

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আছে কি না দেখা কর্ত্তব্য। যে পতির প্রতি পত্নীর প্রগাঢ় আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধা তিনিই পুরুষ, তাঁহাতে প্রকৃত সাধুতা আছে, যে রমণীর প্রতি পতির গভীর শ্রদ্ধা তিনিই প্রকৃত সাধ্বী। বাহিরের লোক চরিত্রের উপর পিঠ দেখে পত্নী ভিতরপিঠ দেখেন সুতরাং চরিত্রে প্রকৃত সাধুতা না থাকিলে তাঁহার নিকট শ্রদ্ধের হওয়া যায় না। সুতরাং লোকের গৃহ চরিত্র পরীক্ষার অতি কঠোর স্থান।

একবার এক জন খ্রীষ্টীয় মহিলা কোন ব্রাহ্মের পত্নীকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পতি অতি সচ্চরিত্র লোক বটে কিন্তু তথাপি তিনি নরকে যাইবেন কারণ তিনি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী নন। ইহাতে তাঁহার পত্নী প্রাণে এত আঘাত পাইয়াছিলেন যে অধোবদন হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং তদবধি অনেক দিন সেই খ্রীষ্টীয় মহিলার মুখ দেখিতে চান নাই। ঐ সাধ্বী রমণী আর এক সময় এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে পরমেশ্বর তুমি আমাকে যে স্বামী রত্ন দিয়াছ আমি হতভাগিনী না বুঝিয়া ইঁহার ধর্ম্ম সাধনের পথে কত ব্যাঘাত উপস্থিত করিয়াছি। আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কর। আশীর্ব্বাদ কর যেন ইঁহার ধর্ম্মপথের সঙ্গিনী হইতে পারি। আমার জন্য যেন আর ইঁহাকে ক্লেশ পাইতে না হয়।"

যাঁহারা বলেন স্ত্রীর প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেছি না তাঁহাদের কথাতে এই প্রমাণ হয় নিজ নিজ পত্নীর প্রতি তাঁহাদের চরিত্রের কোন বল নাই, অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলে অনেক স্থলে দেখা যাইবে দাম্পত্য সম্বন্ধের নিকৃষ্টতাই ইহার প্রধান কারণ এবং তাঁহাদের বাহিরের চরিত্র যেরূপ গৃহের চরিত্র সেরূপ নয়। তবে স্থল বিশেষে পত্নীর উচ্চ ভাব গ্রহণের শক্তিও না থাকিতে পারে কিন্তু এরূপ স্থল অতি বিরল।

পতি পত্নীর প্রার্থনা।

জগতের জনক জননী! আমরা তোমার পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তোমার কৃপা স্মরণ করিতেছি। তুমি তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য এবং আমাদের আত্মার কল্যাণ সাধনের জন্য আমাদিগকে প্রণয় সূত্রে বদ্ধ করিয়াছ। আমরা জীবন পথে একা একা বিচরণ করিতেছিলাম, নিজের সুখ, নিজের স্বার্থ এই সকলের অন্বেষণে ব্যস্ত ছিলাম তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে একত্র করিয়া দিলে। যারা আপনাকে লইয়া ব্যস্ত ছিল তাহাদিগকে পরের জন্য ভাবিতে শিখাইলে; যাহারা ধর্ম্ম পথে একাকী চলিয়াছিল তাহাদিগকে সঙ্গী ও সহায় যুটাইয়া দিলে। এখন প্রার্থনা এই প্রভু, এই সম্বন্ধে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া তুমি আমাদিগের স্কন্ধে যে সকল কর্ত্তব্য ভার অর্পণ করিয়াছ আমরা যেন অপরাজিত চিত্তে তাহা বহন করিতে পারি। সংসার মধ্যে সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবার সংকল্প যেন কখনও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত না হয়। দুর্ব্বলের বল! আমাদিগকে বল দেও যেন আমরা জিতেন্দ্রিয় হইয়া পরস্পরের সেবাতে সমর্থ হই, নিজের সুখ বিস্মৃত হইয়া যেন পরস্পরের সুখ অন্বেষণ করি; এবং ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা অবলম্বন করিয়া যেন আমাদের গৃহকে সুখের আলয় করিতে পারি। পতিতপাবন! কায়িক বাচনিক ও মানসিক সকল প্রকার অপরাধ হইতে আমাদিগকে দূরে রাখিও এবং যাহাতে আমরা পরস্পরের ধর্ম্মপথের প্রকৃত বন্ধু হইতে পারি এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিও। আমাদের গৃহে তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তিত হউক, আমাদের এই দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে তোমার পবিত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক, আমাদের চরিত্রে ধর্ম্মের গৌরব রক্ষিত হউক এবং আমাদের জীবনে তোমার শুভ ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।

সঙ্গীত।

গুরু কল্পতরু সকলি সম্ভবে তোমারি নামে—সুর।

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে।
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেক জীবনে।
তব দয়া কি বলিব কিরূপে উপমা দিব
দেখালে কত যে কৃপা বাঁধি দুজনে।
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে বাঁধিলে হে এ প্রকারে
চিরদিন বেঁধে রাখ এই বন্ধনে।
প্রণয়ে প্রাণ যুড়াবে সুখ ইচ্ছা দূরে যাবে
আপনা পাসরি সুখী হব সেবনে।
তব দাস দাসী হব, সাধু কাজে সদা রব
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে।

সংবাদসার।

মিতাচার শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও দীর্ঘজীবিতার প্রধান উপায়। ইংলণ্ডে ডবসন নামে একজন কৃষক ছিল। এই ব্যক্তি ১৩৯ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল। এই ব্যক্তি প্রধানতঃ ফল শস্য দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা জীবন ধারণ করিত। হেনরি জেকিন্স নামে আর এক ব্যক্তি ১৬৯ বৎসর জীবিত থাকে। ইংলণ্ডাধিপতি দ্বিতীয় চারলস জিজ্ঞাসা করাতে এই ব্যক্তি উত্তর করিয়াছিল যে মিতাহার ও মিতাচার দ্বারা তাহার জীবন এতকাল রক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকার ফিলেডেলফিয়া নগরে ডিক্কার নামে এক ব্যক্তি ১০৩ বৎসর জীবিত ছিল উক্ত ব্যক্তি রাত্রে কিছু আহার করিত না। ইংলণ্ডে কেটবি নামে আর এক ব্যক্তি ১১৬ বৎসরে কালগ্রাসে পতিত হয় সে জীবনের শেষ ২০ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন দুগ্ধ ও বিশকুট আহার করিয়া থাকিত।

কয়েক বৎসর হইল দক্ষিণ আফরিকাতে মিশনরি সাহেবেরা একটী প্রচার কার্য্যালয় খুলিয়াছেন, তাহার নাম "ব্যাটাম্বার মিশন"। উক্ত মিশনের সাহেবেরা দরিদ্র কাফ্রিদিগের প্রতি যেরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুইটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম ঘটনাটী এই একটী স্বজাতীয় রমণীর সহিত দুইজন

দরিদ্র কাফ্রির প্রণয় থাকে। এই স্ত্রীলোক কিছুদিন পরে নিজ প্রণয়ীদের সহিত বিবাদ করিয়া মিশনের সাহেবদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহাতে উক্ত দুই পুরুষ কুপিত হইয়া তাহাকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে অপর একজন স্ত্রীলোকের মৃত শরীর পথিমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাহেবেরা একেবারে স্থির করিলেন যে উক্ত দুই পুরুষই ঐ হত্যাকাণ্ডের কর্ত্তা। সুতরাং তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া প্রথমে তাহাদিগকে একটী কাটরা প্রস্তুত করিতে আদেশ করা হইল; কাটরা যখন প্রস্তুত হইল তখন হঠাৎ তাহার মধ্যে তাহাদের দুইজনকেই কারারুদ্ধ করা হইল। পরদিনেই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রচার হইল। কারারুদ্ধ ব্যক্তিদ্বয় বার বার নির্দ্দোষতা জানাইতে লাগিল কিছুতেই সাহেবদিগের দয়া হইল না। হত্যার দিন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি কোন সুযোগে পলায়ন করিল, কিন্তু অপর হতভাগ্য পলাইতে পারিল না। হত্যার সময় উপস্থিত। পূর্ব্বে একটী কবর খুঁড়িয়া তাহাকে তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান করা হইল। সাহেবেরা ৮ জন দেশীয় লোককে আট দিক হইতে এক সঙ্গে গুলি করিতে আদেশ করিলেন। তখনও তাহার মুখে সেই এক কথা "দোহাই সাহেব! আমি নির্দ্দোষী।" কি কঠিন প্রাণ! সর্ব্ব শরীর গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত তথাপি প্রাণ গেল না; সে তখনও দণ্ডায়মান, আবার বন্দুক পূর্ণ হইল, আবার গুলি বর্ষণ হইল। এইবার এক গুলি তাহার হৃদযন্ত্র ভেদ করিয়া গেল, তবু প্রাণ গেল না। এক ব্যক্তি ধাবিত হইয়া গিয়া তাহার মস্তকের কেশ ধরিয়া তাহাকে সেই কবরের মধ্যে ফেলিল। অবশেষে আর একজন গিয়া তাহার শিরে বন্দুকের আঘাত করিয়া শেষ প্রাণ টুকু বাহির করিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটী এই, একবার দুইজন হতভাগ্য কুলি এক সিন্ধুক চা বহন করিয়া উক্ত প্রচার কার্য্যালয়ে আসিতেছিল। পথিমধ্যে একজনের অসুখ হওয়াতে সে অপর ব্যক্তিকে আর একজন কুলি দেখিবার জন্য পাঠাইল। তাহার বিলম্ব দেখিয়া কিছু পরে নিজে গেল। আসিয়া দেখে চার সিন্ধুক চুরি গিয়াছে। কি করে সাহেবদিগের নিকট আসিয়া সমুদায় ভাঙ্গিয়া বলিল। সাহেবদিগের বিশ্বাস হইল না। ভাবিলেন প্রহার করিলে, প্রহার যন্ত্রণায় সত্য বলিয়া ফেলিবে। সে ব্যক্তি একে পীড়িত ছিল, তাহার উপর তাহাকে গাছে বাঁধিয়া প্রহার আরম্ভ হইল। বেত্রের পর বেত্র, শুক্লবর্ণ ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের হস্ত পরিশ্রান্ত হইতে লাগিল, তাহারও সর্ব্বাঙ্গ রুধির প্লাবিত হইয়া গেল। তথাপি চার সিন্ধুকের উদ্দেশ পাওয়া গেল না। সাহেবেরা পরিশ্রান্ত হইয়া অবশেষে কয়েকজন দেশীয় লোকের প্রতি সেই ভার দিলেন। আর প্রহার সহ্য হইল না, হতভাগ্য অবশেষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিয়ৎকাল পরে সকলে আসিয়া দেখে প্রাণবায়ু তাহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে। ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের এই ব্যবহার; অন্য সাহেবেরা কাফ্রিদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন ইহা দেখিয়া সকলে অনুমান করুন।

নিঃস্বার্থ ব্যবহার দেখিলেই হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। ইংলণ্ডে প্লিমসোল নামে এক জন ভদ্রলোক আছেন, ইনি অর্ণবগামী নাবিকদিগের বিপদ নিবারণ ও প্রাণরক্ষার উপায় বিধানার্থ বহুদিন চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিছু দিন হইল পার্লেমেণ্ট মহাসভার সভ্য নির্ব্বাচন সময়ে এই ভদ্রলোকটী কোন এক স্থানের প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হন। কিন্তু সংবাদপত্রে যখন এই সংবাদ প্রকাশ হইল যে, অক্সফোর্ডবাসিগণ নূতন হোম সেক্রেটারি হার্কোর্ট সাহেবকে পুনঃ মনোনীত করে নাই, সুতরাং তিনি পার্লেমেণ্ট মহাসভায় বসিতে পাইবেন না, তখন প্লিমসোল সাহেব স্বীয় পত্নীকে বলিলেন, "দেখ আমি পদ ত্যাগ করিয়া সার উইলিয়ম হার্কোর্টকে ঐ পদ প্রদান করি। তিনি পার্লেমেণ্টে না বসিলে দেশের ক্ষতি হইবে।" পার্লেমেণ্টের সভ্য হইবার জন্য লোক কত প্রয়াস পায়, সে পদ পরিত্যাগ করা সহজ নয়, বিশেষ নাবিকদিগের রক্ষা কে করিবে, এ চিন্তায় পতি পত্নীর মনকে আকুলিত করিতে লাগিল; অবশেষে তাঁহারা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। এবং প্রার্থনান্তে পদত্যাগ স্থির হইল। এক্ষণে শুনা যাইতেছে অক্সফোর্ডের যে সকল লোক হার্কোর্টকে তাড়াইয়া "হাল নামক এক জন সাহেবকে মনোনীত করিয়াছিল, তাহারা নাকি আবার হালকে তাড়াইয়া প্লিমসোলকে লইবার প্রস্তাব করিতেছে। সেদিন মহারাণী স্বয়ং আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারি মারকুইস অব হার্টিংটন সাহেবকে প্রধান মন্ত্রী হইতে বলিলেন, তিনি গ্লাডষ্টোনের হওয়া উচিত বলিয়া নিজে স্বীকৃত হইলেন না। আবার প্লিমসোল এখন একটী পদত্যাগ করিলেন। এইরূপ চরিত্রের গুণেই ইংলণ্ডের নাম সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। সাধারণের উপকারের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারিলে সাধারণতন্ত্র চলে না।

নাস্তিক ব্রাডলা সাহেব বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন, এক কমিটী স্থির করিয়াছিলেন, তিনি শপথ বা প্রতিজ্ঞা কিছুই করিতে পারেন না, আর এক কমিটী স্থির করিলেন তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ না করুন প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন। সে প্রস্তাবও পার্লেমেণ্ট সভার গ্রাহ্য হয় নাই। অবশেষে ব্রাডলা সাহেব শপথ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত কিন্তু সভাগণ তাহা করিতে দেন নাই; ইহাতে তিনি বলপূর্ব্বক পার্লেমেণ্ট সভায় বসিতে চান, সভার স্পীকার তাঁহাকে সভা ত্যাগ করিতে আদেশ করেন, সে আদেশ অগ্রাহ্য করাতে তিনি কয়েদ হইয়াছিলেন।

সুরাপান ইংলণ্ডের কি ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছে! কিছুদিন হইল একটী স্ত্রীলোক পুলিসে আনীত হয়; ঐ রমণীর বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসরের অধিক নয়; ইহার মধ্যে সে মাতলামির জন্য দুইশতবার পুলিসের শাস্তি পাইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় এক লণ্ডন সহরে বৎসরে ছয় সহস্র স্ত্রীলোক মত্ততার জন্য দণ্ড পায়। ঈশ্বর ভারতবর্ষকে এ বিপদ হইতে দূরে রাখুন।

একজন ধর্ম্মোপদেশক একবার দানের মাহাত্ম্যের উপর একটী চমৎকার উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার শ্রোতাদিগের

মধ্যে এক ব্যক্তি কৃপণ ছিল। সে উপদেশটী শুনিয়া বলিল দানের বিষয় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, শুনিয়া মনে হয় ভিক্ষুক হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে যাই। ভিক্ষুক হইতে ইচ্ছা হইল দাতা হইতে ইচ্ছা হইল না।

রুসিয়ার ন্যায় কোন গবর্ণমেণ্টই ধর্ম্মের জন্য প্রজাদিগকে পীড়াপীড়ি করে না, অথচ এখানকার প্রায় ১৫০০০০০০ এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোক দেশের প্রচলিত ধর্ম্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়াছে। এই হতভাগ্য ব্যক্তিরা কোন প্রকার রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইতে পারে না; ইহাদের সন্তানদিগকে কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয় না; প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগকে যথেচ্ছ ইহাদিগের উপর অত্যাচার করিতে দেওয়া হয়; ইহারা আপনাদের মৃত আত্মীয়দিগকে যথেচ্ছ সমাহিত করিতে পারে না; ইহাদিগের কোন প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ মুদ্রিত বা প্রকাশিত করিবার অধিকার নাই! রুসিয়ার অত্যাচার দেখিয়া আমাদের ঘৃণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইংলণ্ডের ভাল ভাল ধর্ম্মযাজকেরা ক্রমেই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের একটী মূল সত্যে অবিশ্বাস করিতেছেন। অনেক স্থলে উপদেষ্টারা বেদী হইতেই বলিতেছেন যে অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। যীশুর এই একটী ভ্রম যে এতদিনে পরিত্যক্ত হইতেছে ইহা সুখের বিষয়।

ইংলণ্ডের কোন একটী বিশেষ স্থানের লোকদিগের একজন ধর্ম্মোপদেষ্টার প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহারা এক চমৎকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা একদিন টিকিট করিয়া নাচ দিয়া কতকগুলি টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। লোকে এইরূপে যুবতি খেলিয়া শুভ অনুষ্ঠান করে। ধর্ম্মের চক্ষে এসকল কার্য্য অতিশয় নিন্দিত।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের আগ্রাবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র রায় আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া "বিধবা বিবাহ সম্পাদিক সভা" নামে একটী সভা স্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহার একখানি অনুষ্ঠান পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যে সকল বিধবা হিন্দুরমণী বিবাহাভিলাষিনী অথবা যে সকল পুরুষ বিধবা পরিণয়াভিলাষী গোপনে তাহাদিগের নাম সংগ্রহ করিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করা বিষয়ে সাহায্য করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিধবা বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় নয় তাহার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা এবং বিবাহার্থীদিগকে যথা সাধ্য সাহায্য করা এই সভার গৌণ উদ্দেশ্য। লাহোর, আগ্রা, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে এই সভার একএকজন সম্পাদক থাকিবেন। সম্পাদকদিগের নিকট দুইখানি গোপনীয় বহি থাকিবে। উহার এক খানিতে বিবাহার্থিনী বিধবাদিগের নাম ধাম প্রভৃতি এবং অপর খানিতে বিবাহার্থী পুরুষদিগের নাম ধাম প্রভৃতি থাকিবে। ঐ বহি সম্পাদকগণ কাহাকেও দেখিতে দিবেন না। বিধবা বিবাহ বিষয়ে উৎসাহী ও সাহায্যকারী ব্যক্তিমাত্রেই সভ্য করিতে পারা যাইবে; এবং সভ্যদিগের দুই প্রকার তালিকা থাকিবে, যাঁহারা নিজ নাম প্রকাশে কুণ্ঠিত নন তাঁহাদিগের জন্য একখানি থাকিবে এবং যাঁহাদিগের সে বিষয়ে সংকোচ আছে তাঁহাদিগের জন্য অপর খানি থাকিবে। সভা যদি স্থায়ী হয় ইহা দ্বারা বিবাহার্থীদিগের বিশেষ সাহায্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উদ্যোগ কর্ত্তাগণ এইসভাতে যোগদিবার জন্য বিধবাবিবাহের পক্ষ সমুদায় ব্যক্তিকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম যে, জামালপুর বাসী ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের সমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। অনেকে আবার উপাসনাতে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে এক শনিবার সভ্যগণ নিশীথ উপাসনা করিয়াছিলেন। এবং অদ্যাবধি প্রতি মাসের পূর্ণিমা রজনীতে নিশীথ উপাসনা করা স্থির হইয়াছে। সমাজের বন্ধন যখনই শিথিল হইবে, তখনই আমাদিগকে বিশ্বাস ও প্রার্থনা পূর্ব্বক আঁটিয়া বাঁধিতে হইবে। দুর্ব্বলতার অবস্থায় নিরাশ হইলে ব্রাহ্মের আর গতি নাই।

কিছুদিন হইল কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর উপাসনাগৃহের দ্বারে একটী বাক্স দেওয়া হইয়াছিল। উপাসকগণের প্রতি এই অনুরোধ ছিল যে, উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের যাহার যাহা বলিবার আছে, কিম্বা উপদেশের মধ্যে কিরূপ বিষয়ের আলোচনা করিলে তাঁহাদের উপকার হয়, এ সমুদায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজে লিখিয়া আসিবার সময় ঐ বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিবেন। ঐ সকল প্রশ্ন দেখিয়া আচার্য্য নিজের উপদেশের বিষয় স্থির করিবেন, এবং তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতিতেও উক্ত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবে। এইরূপে কতকগুলি কাগজ সংগৃহীত হওয়াতে দেখা গেল যে বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা অনেকের ইচ্ছা। কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ এই বিষয়ের বিচারার্থ একটী বিশেষ কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন।

পূর্ণিয়া সমাজের উৎসব কার্য্য ঈশ্বর কৃপায় সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সেখানে অবস্থান কালে উৎসবের দিন উপাসনাদি হয়। অন্য দিনে, একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা, একটী ইংরাজী বক্তৃতা, ও স্ত্রীলোকদিগের জন্য দুই দিন বিশেষ উপাসনা হয়। ইংরাজী বক্তৃতার দিন স্থানীয় শিক্ষিত হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার বিষয় এই ছিল, যে আমরা বাহিরে যে জীবন দেখিতে পাই, ইহার অতিরিক্ত আত্মার একটী জীবন আছে। সেই উন্নত জীবন লাভ করাই মানবাত্মার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অধিকার। আত্মা যখন এই জীবন লাভে সমর্থ হয়, তখন ঈশ্বর আত্মার অন্ন পান স্বরূপ হন; আত্মা তাঁহাতেই বিহার করে। তাঁহাতেই বিচরণ করে, তাঁহাতেই আনন্দিত হয়।

প্রেরিত।

মহাশয়! নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী তত্ত্বকৌমুদীর এক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন। এ বিষয়ে আপনার সদুপদেশ ও উৎসাহ পাইলে বিশেষ সুখী হইব।

যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক চিরদিনের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই বংশানুক্রমে অবস্থান করিতে পারেন এরূপ উপযুক্ত আবাসবাটী নাই। যে পৈতৃক বাটী আছে তাহাতে পৌত্তলিক সমাজ পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান বর্ত্তমান সময়ে কোনরূপে সম্ভব হইলেও ভবিষ্যদ্বংশের জন্য নিতান্ত অসুবিধা ও অমঙ্গলজনক। অন্যদিকে বহুব্যয় সাধ্য সহরের জীবন যাপন এখনই গরিব ব্রাহ্মদিগের পক্ষে যার পর নাই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের মৃত্যুর পরে বিধবা স্ত্রী ও বালকদিগের যে কি দশা ঘটিবে এ চিন্তা আসিয়া অনেক সময়ে ব্রাহ্মদিগের হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়া থাকে। নগরের জীবন সমাজ ও পরিবার বন্ধনেরও অত্যন্ত প্রতিকূল। ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন অনেক ভাব আছে গ্রাম্য, সরল ও সরস জীবনের সুশীতল ছায়া ভিন্ন যার পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। এ কারণে বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মকে কতকগুলি নগর প্রাচীরে পরিবদ্ধ দেখিয়া অনেকে নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অনেকেই মনে করেন যত দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম জনসাধারণের ধর্ম্ম না হইবে তত দিন ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আশা করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান প্রচার প্রণালী তাহার কিছুমাত্র অনুকূল নহে। সাধারণ লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার শুদ্ধ তাহাদের সঙ্গে একত্র অবস্থান ও তজ্জনিত ঘনিষ্টতা হইতেই আশা করা যাইতে পারে।

এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমরা অনেক দিন হইতে বাঙ্গালার কোন কোন উপযুক্ত পল্লীতে অথবা তন্নিকটে বঙ্গবাসী ব্রাহ্মদিগের জন্য কয়েকটী 'ব্রাহ্ম নিবাস' সংস্থাপনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর সমবেত ও আন্তরিক যত্ন ভিন্ন এরূপ একটী মহৎকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব আমাদিগের সানুনয় নিবেদন ব্রাহ্মবন্ধুগণ এ বিষয়ে আমাদিগকে সদুপদেশ ও অন্য প্রকারে সাহায্য দান করিয়া বাধিত করিবেন।

'কৃষ্ণনগর কালেজ' এই ঠিকানায় আমাকে পত্র লিখিলে এ বিষয়ে সবিস্তার জানিতে পারিবেন।

২৪ এ জানুয়ারি, ১৮৮০। নিবেদক, শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন।

সন ১৮৮০ সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ।

(আয়)

প্রচার।		
মাসিক	২০৲	
বার্ষিক	৪।৹	
এককালীন	৪৲	
পাথেয়	১০৲	
		২১৮॥৹
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।		
মাসিক	৫১।৹	
বার্ষিক	১০৬৲	
এককালীন	২৲	
		১৫৯।৹
পুস্তক বিক্রয়		২০৪॥১৹
তত্ত্বকৌমুদী		১৭৬।/১০
পূর্ব্ব ঋণ আদায়		।৵৹
গচ্ছিত		১১
ঋণ		১৩৸৵৹
		৭৮৩৸৵৹
পূর্ব্ব স্থিত		৭১॥/১৫
মোট		৮৫৯।৶/১২

(ব্যয়)

প্রচার কার্য্যে ব্যয়	৩৩৬।/
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	৯২৵৫
পুস্তক হিসাবে	১৯৬৷৶/২
তত্ত্বকৌমুদী হিসাবে	১৩১॥৶/
	৭৬৬৸৵/১০
বাকী	৯২॥/৫
	৮৫৯।৶/১৫

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত,
সহকারী সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

২৬এ মে হইতে ২৫এ জুন পর্য্যন্ত।

বাবু আশুতোষ বসু, জামালপুর	৩৲
,, উপেন্দ্রনাথ পাল, কলিকাতা	॥৹
,, মতিলাল হালদার, দারজিলিং	৩৲
,, নন্দগোপাল ভাদুড়ী, হলদিবাড়ী	৩৲
,, কালিদাস ঘোষ, নারিকেলডাঙ্গা	১।৹
,, কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গপুর	৩৲
,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজপুতানা	৩৲
,, কেদারনাথ চৌধুরী, সিমলা	৩
	২১৮

বাবু সারদানাথ গুঁই, শ্রীহট্ট	৩৲
,, চাঁদমোহন মৈত্র, হিজলাবাট্‌	৩৲
,, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সিলেট	৩৲
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত, বরাহনগর (Sept. 96)	১৲
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী চক্রবর্ত্তী	৩৲

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এলমেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ হইতে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং যে সকল সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে অনুগৃহীত করিবেন। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত (ডাক ঠিকানা সহিত)
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্ব্বে কোন্নগরে আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা,
১৩ নং মৃর্জাপুর ষ্ট্রীট,
৯ই জুন—১৮৮০।

শ্রীশিবচন্দ্র দেব,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সভাপতি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ দান।

ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণার্থ অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ দাতব্য স্বাক্ষরিত ও অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমাদিগের আশার অতীত বলিতে হইবে। সাধারণের এইরূপ সাহায্য লাভ করাতেই গত বর্ষের মধ্যে মন্দিরের ভিত্তি ও চতুঃপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যয়সাধ্য অধিকাংশ কার্য্য এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে এবং আরও অধিক অর্থ সংস্থান নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। আমরা আগ্রহ ও বিনতি সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, এই উপাসনা গৃহের প্রতি যাঁহাদিগের অনুরাগ ও সহানুভূতি আছে, তাঁহারা অবিলম্বে প্রার্থিত সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়া সহৃদয়তার পরিচয় দান করিবেন এবং যে সকল সদাশয় মহোদয় ইতিপূর্ব্বে দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, এই সময় স্ব স্ব দাতব্য প্রদান করিয়া কার্য্য সম্পাদনের সহায়তা করিবেন। তত্ত্বকৌমুদীতে যতদূর বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তৎপরে নিম্নলিখিত দান সকল স্বাক্ষরিত হইয়াছে, আমরা দাতা মহোদয়দিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ করিতেছি:—

পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত		২২৫৭২৸৹
ভাইদাস মল	অমৃতসর	২১০
চেলারাম	ঐ	২৫০
যমুনা বাই	ঐ	১২৫
লালা সাম্বারাম	ঐ	১৫০
লালা ফকির চাঁদ	ঐ	১২১
আগা কুলীব আবদুল খাঁ বাহাদুর	ঐ	১০০
অনরারি আসিষ্টাণ্ট কমিসনর		১০০
লালা গাগার মল	ঐ	১০০
ভাই গুরুদিত্ত সিং	ঐ	৭৫
আর সি হকিন্স	ঐ	২৫
মহম্মদ সা খাঁ বাহাদুর অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট	ঐ	১০০
বাবু শরচ্চন্দ্র মিত্র	কলিকাতা	২
,, উপেন্দ্রনাথ ভূম্যাধিকারী	ঐ	৫
,, ক্ষেত্রমোহন ধর	ঐ	৫
,, মনোমোহন দাস	ঐ	১০
,, দুর্গাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১০
,, বসন্তকুমার গুহ	ঐ	৫০
,, গোবিন্দলাল রায় জমীদার তাজহাট রঙ্গপুর		২০০
,, জানকীবল্লভ সেন	ঐ	৫০
,, হরিমোহন সেন ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ঘাটাল		৫০
হাইদ্রাবাদস্থ বন্ধু		২০
বাবু বেণীমাধব মিত্র সব জজ নোয়াখালি		১০০
,, নীলমণি ধর মেদিনীপুর		৫০
,, ব্রজেন্দ্রনাথ বসু বরিশাল		৫০
,, রাধাচরণ রায় মুন্সেফ ময়মনসিং		৫০
,, কৃষ্ণদয়াল রায় রঙ্গপুর		৫০
,, ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সব জজ দিনাজপুর		৫০
		২৩৮২৪৸৹

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, June, 1880

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিকপত্রিকা]

৩য় ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। — ১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১। — বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৵১০

আমরা ভাল মানুষের জাতি। "আহা কিছু বলে না" এই ভাবটী আমাদের মনে এত প্রবল যে কাহারও কোন দোষ প্রদর্শন করিলে বা কাহার ও কোন অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিলে লোকের তাহা সহ্য হয় না। যাঁহার ত্রুটী প্রদর্শন বা কার্য্যের দোষ কীর্ত্তন করা যায়, তাঁহারত কথাই নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির করিয়া বসেন তাঁহার সহিত কোন প্রকার শত্রুতার কারণ থাকিবে, কিম্বা উক্ত প্রতিবাদের মূলে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি থাকিবে, লোকের পৈতৃক বিষয়ে হস্তার্পণ করিলে যেরূপ শত্রুতা ঘটিয়া থাকে, কোন মত বা আচরণের দোষোল্লেখ করিলেও অনেক সময় সেইরূপ শত্রুতা দেখা যায়। কুশিক্ষার ফল স্বরূপ এই সঙ্কীর্ণ ভাব দূর হইতে অনেক বিলম্ব আছে, স্বাধীন ও অসঙ্কুচিত ভাবে সকল প্রকার মত ও আচরণের বিচার করিবার প্রথা যত দিন প্রচলিত না হইতেছে, তত দিন দেশের চিন্তা, রুচি ও নীতির সম্যক্ উন্নতি হইতেছে না। এ প্রসঙ্গ এস্থলে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় এই, তত্ত্বকৌমুদীর প্রতি অনেকের এইরূপ সংস্কার যে কলহ করা ইহার স্বভাব। এই সংস্কারের মূলে প্রবিষ্ট হইলে অধিকাংশ স্থলেই "আহা কিছু বলে না" এইরূপ ভাল মানষি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

"আমরা ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য ভার" শীর্ষক প্রস্তাবে ও তৎপরবর্ত্তী একটী প্রস্তাবে কর্ত্তব্য ও অনুগ্রহ এই উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ করিয়াছিলাম, তাহা আমাদের অনেক ব্রাহ্ম বন্ধুর পক্ষে অরুচিকর হইয়াছে। এসম্বন্ধে আমরা আর এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথা স্থানে মুদ্রিত হইল। পত্র প্রেরক আমাদের প্রতি যেরূপ অভিসন্ধির আরোপ করিয়াছেন, আমাদের সেরূপ কোন অভিসন্ধি নাই, আমাদের মত যখন ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারিব তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিব। কাহাকেও কোন প্রকার সদনুষ্ঠান হইতে বিরত করা আমাদের লক্ষ্য নয়, জগদীশ্বর এরূপ অভিসন্ধি হইতে আমাদিগকে দূরে রাখুন। অদ্যাবধি যে সকল ব্রাহ্ম যুবক বিধবাদিগের বিবাহের চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারা অতি মহৎ ও উদারভাব দ্বারা চালিত হইয়া উক্ত কার্য্য করিয়াছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে তাঁহাদের কেহই অদ্যাবধি তাঁহাদের আনীত কোন বিধবার পাণিগ্রহণ করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের নিঃস্বার্থতা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। তাঁহারা সাধুভাব দ্বারা উত্তেজিত হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র এবং জগদীশ্বর তাঁহাদের কল্যাণ করুন, কিন্তু তাঁহাদের পথে যদি কোন বিপদ থাকে, কিম্বা তাঁহাদের বুদ্ধিতে যদি কোন প্রকার ভ্রম থাকে, বন্ধুভাবে তাহা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

বল দেখি মানব সমাজ এত আকর্ষণের বস্তু কেন? পরিবার শব্দটী, এত মিষ্ট কেন? ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের তারাগুলি যেমন দৃঢ় আকর্ষণ সূত্রে পরস্পরের সহিত বদ্ধ হইয়া আছে, আমরা সমাজ মধ্যে এক একজন বহুসংখ্যক স্নেহ সূত্রে বদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি। ঈশ্বর যেন স্নেহের দোলায় তাঁহার সন্তানদিগকে শয়ন করাইয়া রাখিয়াছেন। মানব হৃদয় হইতে এই স্বাভাবিক স্নেহ হরণ করিলে, মানব সমাজ সূত্রবিহীন দোলার ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। যে শিক্ষাতে পিতা পুত্র, ভাই ভগ্নী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, এই সকলের স্নেহ মমতার বন্ধন শিথিল করে সে কুশিক্ষা, এবং তদ্দ্বারা সমাজের মহৎ অমঙ্গল হয়। ধর্ম্মের প্রতি যদি প্রকৃত অনুরাগ জন্মে, এসকল বন্ধন শিথিল না হইয়া দৃঢ়, উন্নত, ও মিষ্ট হওয়া উচিত।

আমরা মনুষ্যের কার্য্য গুলিকে সাধারণতঃ হয় ভাল না হয় মন্দ বলিয়া থাকি। কিন্তু ইহা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর কার্য্য আছে যাহার প্রকৃতি ঠিক্ করা অতি সুকঠিন। বিষয়টী স্পষ্ট করিবার জন্য আমরা কতিপয় উদাহরণ কল্পনা করিতেছি। একটী সৎপ্রকৃতি যুবক একাকী রজনীযোগে কোন বেশ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন, অথবা দ্বারে দাঁড়াইয়া বারবনিতার সহিত আলাপ করিতেছেন। ঐরূপ একটী যুবক এবং একটী যুবতী কেবল ঐই দুই জনে এক রাত্রি এক গৃহ মধ্যে বাস করিলেন, অথবা কোন সময় এক খট্টায় শয়ন করিলেন। কোন অবিবাহিত যুবক ও যুবতী গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে বসিয়া মৃদুস্বরে আলাপ করিতেছেন। নিঃসম্পর্ক কোন একটী যুবকের সহিত একটী মাত্র যুবতী দূর স্থানে যাইতেছেন, অথবা শকট দ্বার অবরোধ করিয়া ভ্রমণে নির্গত হইয়াছেন। দুইটী অবিবাহিত যুবকযুবতী অভিভাবকদিগের অজ্ঞাতসারে

গোপনে পত্রালাপ করিতেছেন, অথবা রাত্রিকালে গবাক্ষদ্বার দিয়া গোপনে কথোপকথন করিতেছেন। কোন সভায় কোন পুরুষ রমণীদিগের মধ্য দিয়া গাত্র স্পর্শ পূর্ব্বক বারম্বার ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এইরূপ আরও অনেক ঘটনা কল্পনা করা যাইতে পারে। এই গুলির সমুদায় পাপ-প্রবৃত্তি প্রণোদিত, হঠাৎ এরূপ বলা যায় না;—অনেক স্থলে সেরূপ হইতে পারে; আবার অনেক স্থলে সুশিক্ষার অভাব অথবা চিন্তাবিহীনতার জন্যও হইতে পারে, কোন কোন স্থলে সদ্ভাবমূলক হইবারও সম্ভাবনা। সুতরাং এরূপ স্থলে কোন একটী ঘটনা দর্শন করিয়া হঠাৎ দূষ্য বলিয়া স্থির করা সুকঠিন। এই কারণে অনেক স্থলে এরূপ ঘটনা দেখিয়াও অনেকে তৎসম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিতে সাহসী হন না। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে কার্য্য স্পষ্ট ভাল মন্দ না হইলেও অসঙ্গত হইতে পারে। যে কার্য্য গুলি পাপ নয়, অথবা মন্দ কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, অথচ পাপপ্রণোদিত কিম্বা পাপের প্রবর্ত্তক হইলেও হইতে পারে, অর্থাৎ যে গুলি পাপেরই সহোদর, তৎপ্রতি সমাজের মঙ্গলের জন্য সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ তীব্র বিষদৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। কেবল পাপই সমাজের নিকট নিন্দনীয় তাহা নয়, অসঙ্গত কার্য্যও সমাজে নিন্দার কারণ হওয়া সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষতঃ যে সমাজ স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদান কার্য্যে অগ্রসর, তাহার পক্ষে এই অসঙ্গতি বোধ (sense of impropriety.) এবং তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ অসঙ্গত কার্য্য হইতে বিরত থাকেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের প্রতি লোকে সন্দেহশূন্য থাকে, সে দিকটি তাঁহাদের লক্ষ্যস্থলে থাকে। সমাজ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। যে সমাজ আপনাদিগকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবেন কেবল ইহাই চাহেন না, পরন্তু আপনাদিগের ধর্ম্ম ও সদ্ভাব প্রচার করিবার অভিলাষী, সেই সমাজ আপনাদিগকে সন্দেহের সম্পূর্ণ অতীত রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

আমরা মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণের নিকট হইতে অনুযোগ পত্র পাইয়া থাকি যে আমাদিগের প্রচারকগণ আসাম, ত্রিপুরা, সিন্ধু, বরদা ভ্রমণ করিতেছেন, কিন্তু কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে কত কুসংস্কার, পাপাচার ও নাস্তিকতা রহিয়াছে, তাঁহারা সেখানে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন না। আমরা এজন্য অপরাধী সন্দেহ নাই, এবং নিকট ও দূর উভয় স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যালোক বিস্তার করিবার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক প্রচারক প্রাপ্ত হইলে তদপেক্ষা আর আমাদিগের আনন্দের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু এক্ষণে যে আমরা অনেক সময় নিকট পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থানে প্রচারের চেষ্টা করি তাহার কারণ এই, নিকটস্থ লোকদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসংবাদ পাইবার অনেক সুযোগ আছে; ইচ্ছা করিলে তাঁহারা অনায়াসে আশা পূর্ণ করিতে পারেন। দূরস্থ লোকের ততদূর সুবিধা নাই এবং তাঁহারা অনেক সময় যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রচারকের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহাতে তাহা প্রদান না করিলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য করা হয়। যাহাহউক আমাদের প্রার্থনা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধুরতা যাঁহারা আস্বাদ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অপর লোকদিগকে সেই সুধা বিতরণে উৎসাহান্বিত হউন, তাহা হইলে আমাদিগের আক্ষেপের আর অধিক কারণ থাকিবে না।

ঈশ্বরের শাসনপ্রণালী।

বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের পক্ষে প্রলোভনের বস্তু জগতে অনেক আছে। যাঁহারা বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছেন, কিম্বা যৌবনকে অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে, এরূপ পদার্থ অনেক দৃষ্ট হয়। কাহারও ধনে লোভ, কাহারও মানে লোভ, কাহারও বা অন্য কোন বিষয়ে আসক্তি, কিন্তু ক্ষুদ্র শিশু, যে জীবনপথে সবে পদার্পণ করিতেছে, যে অপরিস্ফুট অর্দ্ধ ভাষায় দুই একটী কথা বলিয়া মাতা পিতার গৃহে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রলোভনের বস্তু অতি অল্প। যদি স্তূপাকার ধনরাশির মধ্যে তাহাকে উপবিষ্ট করা যায়, তাহার চিত্ত কিছুমাত্র বিচলিত হয় না; সেই ধনরাশি তাহার পক্ষে থাকা না থাকা সমান; যদি জগতের সংবাদপত্রে তাহার রূপ গুণের প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়, সে কীর্ত্তি তাহার লক্ষ্যস্থলে আসে না। তবে একটী বস্তুর প্রতি শিশুর বড় লোভ, তাহার সুকোমল হৃদয়ের উপর ঐ বস্তুর প্রবল আকর্ষণ। আমরা বয়োবৃদ্ধি সহকারে ঐ বস্তুর আকর্ষণ বিস্মৃত হইয়াছি। সে বস্তুটী কি? সেটী জননীর ক্রোড়। শিশুর নিকট মাতৃক্রোড় কি পরম বস্তু! এই স্বর্গ স্থান প্রাপ্ত হইলে, তাহার ভয় ভাবনা দূরে যায়, তাহার রোগ শোকের যন্ত্রণা নিবারণ হয়, তাহার সুখ এবং উল্লাসের অবধি থাকে না। জননী এই ক্রোড়রূপ প্রলোভন দ্বারা সন্তানের শাস্তি এবং পুরস্কার উভয় বিধান করিয়া থাকেন। দুরন্ত সন্তানকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্য এই ক্রোড় আবার কারাগারের কার্য্য করিয়া থাকে। পল্লীর বালক বালিকার সহিত সমস্ত দিন ক্রীড়া কৌতুক করিয়া সন্তান ধূলিধূষরিত দেহে যখন গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তখন জননী কি করেন? সে আশা করিয়া আসে যে গিয়াই জননীর ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইব। এই ভাবিয়া সে দুইখানি ক্ষুদ্র বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ধাবিত হইয়া আসে, কিন্তু সে নিকটে আসিলে মাতা যখন তাহাকে বলেন, "তুমি বাহু প্রসারিত করিয়া আসিতেছ কেন, তোমার অঙ্গে ধূলি থাকিতে আমি তোমাকে কোলে করিব না। তোমাকে আমি বার বার ধূলি মাখিতে নিষেধ করিয়াছি, সে নিষেধ যখন তুমি অগ্রাহ্য করিয়াছ, আমি এ ধূলি থাকিতে তোমাকে কোলে করিব না।" ইহা অপেক্ষা শিশুর পক্ষে শাস্তি আর কি হইতে পারে? সে যে উৎসাহে আসিতেছিল, হঠাৎ তাহার ব্যাঘাত হইয়া গেল; তাহার প্রসন্ন মুখ সহসা

বিষণ্ণ হইল; উদাম খাট হইয়া পড়িল। সে তখন দাস দাসীর নিকট গিয়া বলিল, "আমাকে শীঘ্র পরিষ্কার করিয়া দে, নতুবা মাতা কোলে করিবেন না।" অঙ্গের ধুলি ধৌত করিয়া আসিবামাত্র মাতা তাঁহাকে নিজ স্নেহ ক্রোড়ে স্থান প্রদান করিলেন। যে ক্রোড় তাহার শাস্তির কারণ হইয়াছিল, তাহাই আবার তাহার পুরস্কার স্বরূপ হইল।

মাতা যে কৌশলে সন্তানকে বশ করেন, পাপীকে বশ করিবার জন্য ঈশ্বরেরও সেই উপায়। সুস্নিগ্ধ ক্রোড়রূপ তাঁহার একমাত্র ধন আছে। ইহার দ্বারা তিনি শাস্তিও দেন, পুরস্কারও করেন। মানবাত্মা যখন সংসারের পাপপঙ্কে মলিন হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তাঁহার সহিত যোগ স্থাপন করিবার প্রয়াস পায়, তখন সে তাঁহার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাঁহার সহিত যোগের আনন্দলাভে সমর্থ হয় না। ঈশ্বর বার বার বলিতে থাকেন, "তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপ পোষণ করিবে অথচ আমার সহিত যোগ স্থাপন করিবে, তাহা হইতে পারে না; তুমি অগ্রে পাপমলা ক্ষালন করিয়া এস।" ঈশ্বরের সহিত যোগ স্থাপনে বিফল-প্রয়াস হইয়া মানবাত্মা যখন পরাঙ্মুখ হয়, তখন তাহার কষ্টের অবধি থাকে না। ঈশ্বর সহবাসের সুখ একবার যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বিচ্ছেদ যাতনা বাস্তবিক অসহ্য হইয়া উঠে। তখন আত্মাতে যে দাগটী থাকাতে ঈশ্বর দেখা দিলেন না, সেই দাগটী তুলিবার জন্য প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। কিন্তু হায়! পৃথিবীর পঙ্ক যেমন পৃথিবীর জলে যায়, আত্মার মর্ম্মস্থানে যে পঙ্ক লাগে, তাহাত সামান্য জলে যায় না। এ দাগ ধৌত করিতে পারে, সে দাস দাসী বা বন্ধু বান্ধব কোথায়! এই কষ্টে ঈশ্বরপ্রার্থী আত্মা কখন কখনও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে। হৃদয়যন্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়; আত্মার মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিয়া কৃষ্ণবর্ণ দাগটী মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে; যে স্মৃতি সেই কুচিত্র প্রদর্শন করিতে ভাল বাসে, সে স্মৃতির মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত করিবার বাসনা হয়।

মনুষ্য যখন এইরূপে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে থাকে, যখন তাহার অশ্রুজল প্রবাহের আকারে বহিতে থাকে, তখন সেই অশ্রুজলে তাহার পুনর্জ্জন্মের সূত্রপাত হয়। তাহার আত্মার অঙ্গ হইতে সেই পঙ্ক অল্পে অল্পে ধৌত হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মের কৃপা তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। এই কারণে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বলিয়া থাকেন ঈশ্বরের উপাসক হইতে গেলেই পাপ পরিহার করিতে হয়; মানবের মুক্তির প্রণালী এই।

ঈশ্বর প্রীতির পরিচয়।

ভগবদ্গীতার সমুদায় উপদেশের সার নিষ্কর্ষ করিয়া বলিতে হইলে, এই বলিলেই যথেষ্ট হয়;—সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন ও নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং।

এই উপদেশ দিয়া অব্যবহিত পরেই বলিতেছেনঃ—

"সুখ দুঃখে সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন হও, এই সমভাবাপন্ন হওয়াকেই যোগ বলে। গীতার সর্ব্বত্রই এইরূপ বচন সকল দৃষ্ট হয়। এক স্থানে আছেঃ—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে॥

যে ব্যক্তি দুঃখ কালে অনুদ্বিগ্নচিত্ত থাকেন, সুখের প্রতি যাঁহার স্পৃহা নাই, যাঁহার আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ গত হইয়াছে, তিনিই স্থিতধী—তিনিই মুনি।

কেবল গীতা কেন, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মহাভারতে আছে;—

"সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা॥"

সুখই হউক আর দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক যাহা ঘটিবে, তাহা অপরাজিতচিত্তে বহন করিবে। এই ভাব হিন্দুজাতির মনে এতদূর দৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল যে লৌকিক ব্যবহারে ও নানা প্রকার বচনে এই ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা লৌকিক উক্তি;

" উদেতি সবিতা তাম্র স্তাম্র এবাস্তমেতি চ।
সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা॥"

"সূর্য্য যেমন উদিত হইবার সময় তাম্রবর্ণ থাকে, অস্ত গমনের সময়ও তাম্রবর্ণ থাকে, সেইরূপ প্রকৃত মনস্বী ব্যক্তিরা সম্পদ বিপদ উভয় সময়েই সমান থাকেন।

এই সকল উপদেশের অভিপ্রায় কি? আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদীরা এই সত্যকে এক প্রকার অস্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, প্রকৃত জ্ঞানী যে তাহার পক্ষে সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম, মল চন্দন, সমুদয় এক। ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্য করিলে অবিদ্যা ও মোহের পরিচয় প্রাপ্তি হওয়া যায়। প্রকৃত পরমহংস যিনি, তাঁহার নিকট সুখাদ্য অখাদ্য, সুদৃশ্য কুদৃশ্য, সুগন্ধ দুর্গন্ধ এ সকলের প্রভেদ নাই। এই সংস্কার দেশ মধ্যে বদ্ধমূল থাকাতে, লোকে সচরাচর ব্রাহ্মদিগকে বলিয়া থাকেন, তোমরা যদি ব্রহ্মজ্ঞানী, তবে তোমরা সুখ দুঃখের প্রভেদ কর কেন? আমাদের স্পষ্টভাবে বলাই উচিত যে আমরা পূর্ব্বোক্ত বচন পরম্পরার এ প্রকার অর্থ করি না। আমরা যে অর্থ করি তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

পরমেশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি জন্মিয়াছে কি না ইহা জানিবার অনেকগুলি লক্ষণ আছে। তন্মধ্যে একটী প্রধান লক্ষণ এই যে যতই মানবাত্মার তাঁহার প্রতি প্রীতির সঞ্চার হয়, ততই তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হওয়া ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা, জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ ও পরম অধিকার বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তখন এতদ্ব্যতীত আর সমুদয়ই নিকৃষ্ট লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়। মনুষ্য ঈশ্বরকে যত দিন না জানে, ততদিন নানাপ্রকার নিকৃষ্ট লক্ষ্যের অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার প্রতি প্রীতির সঞ্চার হইলে তাঁহার ইচ্ছার অনু-

সরণ করাতেই পরম সুখ অনুভব করিতে থাকে। আধ্যাত্মিক উন্নতির তত্ত্ব যিনি কিছুমাত্র অবগত আছেন; তিনি জানেন যে সম্পূর্ণরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইব মনে এরূপ প্রতিজ্ঞার উদয় যতদিন না হয়, ততদিন ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত সুখ লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। যে অবস্থাতে মানবাত্মা বলিতে পারে, "হে ঈশ্বর! তোমার ইচ্ছার অনুগত হইবার পথে, স্বার্থ, সুখাসক্তি প্রভৃতি যত প্রতিবন্ধক আছে, আমি সে সমুদয় পরিহার করিতে প্রস্তুত," সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য মুক্তির প্রথম সোপান প্রাপ্ত হয়।

এই জন্যই প্রকৃত প্রেমিক যিনি, তিনি সুখও অন্বেষণ করেন না, দুঃখও অন্বেষণ করেন না; ধনের জন্য লালায়িত নন, বৈরাগ্যকেও লক্ষ্য মনে করেন না; মিত্রতা লাভের নিমিত্ত ব্যগ্র নন, শত্রুতার ভয়েও ভীত নন। প্রভুর ইচ্ছানুগত হওয়া তাঁহার লক্ষ্য। তদনুসারে কার্য্য করিতে সুখ দুঃখ, ধন বা নির্ধনতা; বন্ধুতা বা শত্রুতা, সুখ্যাতি বা অখ্যাতি যাহা কিছু উপস্থিত হয় তাহা তিনি তাঁহার লক্ষ্যের বহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করেন। এই ভাবাপন্ন হওয়াই মানব চরিত্রের মহত্ত্ব, নীতির পক্ষেও এই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যাঁহার কর্ত্তব্য বুদ্ধি এত প্রবল, সত্য, ন্যায়, পবিত্রতা প্রভৃতিতে যাঁহার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস যে নিজ কর্ত্তব্য সাধনের পথে কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া জ্ঞান করেন না; লোকের সন্তোষ অসন্তোষের প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না, তিনিই প্রকৃত চরিত্রবান্ লোক। এই ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব,
ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং।

ব্রহ্মকে যে লোকে জানিতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, তাহারা তাঁহাকে জানিতে চায় না। বর্ত্তমান সময়ের পণ্ডিতাভিমানী প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে একটী অজ্ঞেয় রাজ্যের কল্পনা করেন এবং ব্রহ্মকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান। তাঁহাদিগের মতে যে পদার্থ ইন্দ্রিয় সকল গ্রহণ করিতে পারে, বুদ্ধি আয়ত্ত করিতে পারে, যাহাতে সংসারের সুখ বৃদ্ধি হয়, তাহারই অনুসন্ধান কর এবং তাহাই লাভ কর, যত্ন সফল হইবে, কিন্তু ব্রহ্মকে অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। এ প্রকার মতবাদীরা জগতে যত প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিজীবী বলিয়া বিখ্যাত হউন, আমরা তাঁহাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানী বলিয়া গণনা করিতে পারি না। প্রথমতঃ তাঁহারা অসার ও নিকৃষ্ট যে সকল পদার্থ তাহাতেই মনুষ্যের চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান, সার ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে পদার্থ তাহাকে মনুষ্যের চিন্তা পথ হইতে দূরে অপসারিত করেন। দ্বিতীয়তঃ অমূল্য পদার্থ মনুষ্যের যেরূপ অনুরাগের বস্তু হওয়া উচিত এবং তাহা উপার্জ্জনের জন্য তাহার যত দূর আগ্রহ, ও ক্লেশ স্বীকার করা উচিত, তৎপথে তাঁহারা প্রতিবন্ধক হন। তৃতীয়তঃ তাঁহারা নিজে আপনাদের এক দেশদর্শী জ্ঞাননেত্রে যাহা দেখেন না, তদ্বিষয়ে একটী স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে গিয়া অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকেন। পুরাতন ঋষিগণ, যাঁহাদিগের ন্যায় ব্রহ্মবিষয় গভীর ও নিগূঢ়রূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন, এমত লোক বিরল, তাঁহারা এই ব্রহ্মকে 'জ্ঞেয় পদার্থ' 'বেদ্য পুরুষ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাকে যে সে পদার্থের ন্যায় জ্ঞেয় বলেন নাই, কিন্তু বিশেষরূপে জ্ঞেয় বলিয়া বিশেষরূপে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই বর্ত্তমান কালে জড় পদার্থ তত্ত্ব অনুসন্ধানে লোকে কত প্রগাঢ় যত্ন ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন। এইরূপ অনুসন্ধানে যে সকল বিষয় অজ্ঞাত ছিল, ক্রমেই মনুষ্যের জ্ঞানগোচর হইয়া তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হইতেছে। রাসায়নিক যোগ, তাড়িত শক্তি, স্নায়বীয় কার্য্য এ সকল সূক্ষ্ম বিষয় গভীর রূপে আলোচনা করিয়া মনুষ্য কত অজ্ঞাত সত্য আবিষ্কার করিতেছে। ঈশ্বর বিষয় কে সেরূপ অনুসন্ধান করে? বিশেষ রূপে জানার অর্থ এই, যে পদার্থ যেরূপ তাহাকে সেইরূপে জানিতে হয়। অগ্নি কিরূপ পদার্থ তাহা দূর হইতে ঘ্রাণ করিয়া কেহ বুঝিতে পারিবে না, স্পর্শ কর তাহার উত্তাপ অনুভূত হইবে। শর্করা কিরূপ পদার্থ, চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া কে তাহা বুঝিতে পারে? তাহা আস্বাদন করিলে তাহার মিষ্টতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ব্রহ্ম পদার্থকে জানিতে হইলে সেইরূপ প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। তিনি শরীরের কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নন, কেবল তাহা নহে, কিন্তু মনেরও সকল শক্তি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না। স্মৃতি, বুদ্ধি কল্পনা এ সকলের আলোক তাঁহাকে দেখাইতে গিয়া অন্ধকারে পরিণত হয়। তবে তাঁহাকে জানিবার উপায় কি? প্রাচীন ঋষিগণ তপস্যাকে এই উপায় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমস্ত জীবন কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া ক্লান্ত বা বিচলিতচিত্ত হইতেন না। এই তপস্যা কি? যাহা দ্বারা তাঁহারা কখন ব্রহ্মকে করতল ন্যস্ত আমলক বলিয়াছেন, কখনও তাঁহাকে রসস্বরূপ তৃপ্তি হেতু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কখনও তাঁহাকে 'অন্ধকারের পর পার আদিত্য বর্ণ, পরমজ্যোতিঃ পদার্থ' বলিয়াছেন, কখনও তাঁহাকে আনন্দঘন, প্রিয়তম সুন্দরতম বস্তু বলিয়া সকল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লইয়া সুখী হইয়াছেন? এই তপস্যা কেবল শরীর শোষণ নয়; কিন্তু তাঁহাতে চিত্তের ঐকান্তিক যোগ বা সমাধান। চিত্তকে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করে বলিয়া তাঁহারা বহিরিন্দ্রিয় সকলের সংযম করিতেন, ভোগস্পৃহাকে খর্ব্ব করিতেন, কিন্তু ভিতরে অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হইয়া হর্ষ শোকের অতীত আনন্দে চিত্তকে নিমগ্ন রাখিতেন। পরমাত্মার সহিত মনুষ্যাত্মার যে জ্ঞানযোগ, প্রেমযোগ এবং ইচ্ছাগত যোগ এই ত্রিবিধ যোগই অধ্যাত্মযোগ। যখন ঈশ্বরের অনন্ত সত্য ভাবের সহিত মনুষ্যের জ্ঞান মিলিত হয়; তখন মনুষ্য তাঁহার আলোকে তাঁহাকে অবাতকম্পিত দীপ শিখার ন্যায় দেখিয়া বিশ্বাসে অটল হইয়া আর তাঁহাকে

অস্বীকার করিতে পারে না, তাঁহার দিব্যালোকে জগতের সকল পদার্থ অনুরঞ্জিত দেখিয়া সর্ব্বত্র তাঁহাকে উপলব্ধি করেন। যখন মনুষ্যের হৃদয়ের অনুরাগ তাঁহার প্রেম অনুভব করিয়া তাঁহাতে নিমগ্ন হয়, তখন ক্ষুদ্র নদী মহাসমুদ্রে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, তাঁহাকে প্রশস্ত হৃদয়ে ভাল বাসিয়া তাঁহার জগৎকে প্রেমে আলিঙ্গন করে; আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া আর কোথা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয় না। যখন মনুষ্যের হৃদ্গত ইচ্ছা তাঁহার মহৎ ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই বলিয়া তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন তাঁহার পুণ্যময় পবিত্রভাব উপলব্ধি করিয়া মনুষ্যাত্মা সকল মলিনতা ও সংশয় হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাঁহারই শুভ ইচ্ছার অনুগত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে থাকে।

যে তপস্যার কথা উল্লেখ করা গেল, তাহা অত্যন্ত কঠোর সাধন সন্দেহ নাই। কিন্তু তপস্বী তাহাতে ভীত নহেন। তপস্বীর এক স্থির সঙ্কল্প, তপস্বীর ব্রত অলঙ্ঘনীয়, তপস্বীর আহার বিহার আমোদ প্রমোদে রতি নাই, কিন্তু সঙ্কল্পসিদ্ধি ও ব্রত পালনের জন্য অক্লান্ত যত্ন, পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার। যেখানে সংসারের লোকে জাগ্রত, সেখানে তপস্বী নিদ্রিত, যেখানে সকলে নিদ্রিত, সেখানে তিনি জাগ্রত। তিনি সংসারের ঘোর অমা নিশার শ্মশান জাগিয়া তাঁহার অভীষ্ট দেবতার সাধনা করিয়া থাকেন, যতক্ষণ না তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিয়া সিদ্ধকাম হন, ততক্ষণ সাধনার শৈথিল্য করেন না। ব্রহ্মকে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সেইরূপ কঠোর নিয়ম ও ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু তপস্যার আর এক অর্থ অভ্যাস, অভ্যাস দ্বারা কঠিন কার্য্যও সহজ সাধ্য হয়।

সাধক ব্রহ্মকে যখন জানিতে পারেন, জ্ঞানযোগে, ইচ্ছাযোগে ও প্রেমযোগে যখন তাঁহাকে সত্য শিব সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন তাঁহার পুরস্কার কি হয়? ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি পরমপদ প্রাপ্ত হন। লোকের জ্ঞান, প্রবৃত্তি এবং আচরণ অনুসারে তাহার পদ ও গতি হয়। যাহারা অসার, মলিন, ক্ষুদ্র পদার্থকে জানে, তাহাই চায়, এবং তাহাকেই ভাল বাসে, তাহারা নিকৃষ্ট পদস্থ হইয়া নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। যাহার বাসনা, প্রবৃত্তি উচ্চ, সে উচ্চ পদস্থ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম অপেক্ষা জানিবার, প্রার্থনা করিবার ও ভাল বাসিবার উৎকৃষ্ট বস্তু আর কি আছে? তিনি পরম বস্তু, তাঁহাকে পাইলে জীব পরম পদ প্রাপ্ত হয়। আর সকল পদে বিচ্যুতির ভয় থাকে, কিন্তু ব্রহ্মপদ অচ্যুত পদ। এই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের ভয় থাকে না, পাপ তাপ চিরকালের জন্য চলিয়া যায় এবং যোগানন্দ, প্রেমানন্দ ও ব্রহ্মানন্দের অনন্ত স্রোতে সন্তরণ করিয়া আত্মা চিরসুখী ও চিরপবিত্র হইতে থাকে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট অর্থাৎ এপ্রেল হইতে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসের কার্য্যবিবরণ।

উপাসনাগৃহ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য পুনরারব্ধ হইয়াছে। ছাদ প্রস্তুত করিবার জন্য কড়ীকাষ্ঠ ও লৌহস্তম্ভ প্রভৃতির আয়োজনে বহু বিলম্ব ঘটিয়াছে। কড়ীকাষ্ঠ প্রভৃতির জন্য সাল ও সেগুণের গুঁড়ি যথেষ্ট পরিমাণে ক্রীত হইয়াছে এবং কতকগুলি কড়ী তৈয়ার হইয়াছে, লৌহস্তম্ভ কয়েকটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে সমুদায় স্তম্ভ প্রস্তুত হইবার কথা আছে। বর্ষাকালের মধ্যে ছাদটী নির্ম্মিত হওয়া নিতান্ত প্রার্থনীয় এবং তাহা হইবার আশা করা যাইতেছে।

বিল্ডিংফণ্ড কমিটী—গত ৩ মাসে প্রায় ৩০০০ টাকা দাতব্য স্বাক্ষরিত করাইয়াছেন। গত ৩ মাসে গৃহনির্ম্মাণোদ্দেশে আয় ৮৯৯।৵৫, ব্যয় ৮০০॥/১৫ এবং হস্তে স্থিত ৯৮৶১০ টাকা আছে। নির্ম্মাণকার্য্য যেরূপ সত্বর সমাধা হওয়া আবশ্যক, তাহাতে অবিলম্বে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত না হইলে চলে না। যাঁহারা দাতব্য স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নিকট অদ্যাপি টাকা অনাদায় রহিয়াছে। তাঁহারা কৃপা করিয়া এই সময় দেয় অর্থ প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয় এবং মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইতে পারে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিনয় ও আগ্রহাতিশয় সহকারে এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের নিকটেও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন।

পুস্তকালয় সব কমিটী—এই সব কমিটী রিপোর্টে লিখিয়াছেন, সমাজের সভ্যগণ নানা প্রকার দাতব্য ভারে বিব্রত হওয়াতে পুস্তকালয়ের জন্য তাঁহাদিগের নিকট আশানুরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। গত তিন মাসে দাতব্য অতি সামান্য সংগৃহীত হইয়াছে। হস্তে আপাততঃ ১৪৶/০ স্থিত আছে। গত তিন মাসে পুস্তক সংখ্যা ৫ খানি মাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে। পুস্তকালয় বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণের উপকারে আসিতে পারে, এই উদ্দেশে প্রতিদিন ইহা খোলা রাখা হয়। বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী নামে এক উৎসাহী ব্রাহ্ম অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিনা বেতনে পুস্তকাধ্যক্ষের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। পুস্তকালয়ে কতকগুলি সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তজ্জন্য প্রধানতঃ ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।

পুস্তক প্রচার সব কমিটী—ইহাঁরা যে কয়েক খানি পুস্তক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রস্তুত করিয়া সত্বর কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় অর্পণ করিবার চেষ্টায় আছেন। বাবু কামাখ্যা চরণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রণীত "দীপ্ত শিখার অভিষেক" নামক সুন্দর পদ্য পুস্তক খানির স্বত্বাধিকার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে প্রদান করিয়াছেন, এজন্য উক্ত বাবুকে বিশেষ

কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রিত হইতেছে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

প্রচার সবকমিটী—ইহার অধীনে ধর্ম্মশিক্ষার্থীদিগের যে শ্রেণী (Theological class) খোলা হইয়াছে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উপর তাহার সম্পাদন ভার অর্পিত হইয়াছে, গ্রীষ্মাবকাশ এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ ইহার কার্য্য পুনরারব্ধ হইবেক। আহ্লাদের সহিত অবগত করা যাইতেছে আসাম নিবাসী একজন সুযোগ্য ব্রাহ্ম প্রচারার্থী শ্রেণীভুক্ত হইবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিতেছেন।

তত্ত্বকৌমুদী—এই পত্রিকার সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি সাধন জন্য ইহার কার্য্যাধ্যক্ষতার ভার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ, ও বাবু হেরম্বনাথ মৈত্র এম এ মহোদয় দ্বয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই পত্রিকার প্রথম হইতে আয় ব্যয়াদির হিসাব পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট করেন, তাহাতে দেখা যায় যে পত্রিকার ৩৫০ জন গ্রাহক আছেন, তাঁহাদিগের নিকট দাতব্য হিসাবে ২৪৩৪ টাকা প্রাপ্য হয়, তন্মধ্যে গত মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত ১১৮৩৵১০ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পত্রিকার জন্য মাসিক ব্যয় প্রায় ৯১৷৷০ টাকা, মূল্য মাসিক গড়ে ৫২ টাকা আদায় হইয়াছে। পত্রিকার জন্য মাসে মাসে প্রায় ৪০ টাকা সাধারণ ফণ্ড হইতে প্রদান করিতে হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদীর মফস্বল গ্রাহকদিগের নিকট অধিকাংশ টাকা প্রাপ্য রহিয়াছে, ইহা আদায় না হইলে পত্রিকাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবেক। গ্রাহক মহোদয়গণকে পত্রদ্বারা বারংবার ত্বরা দেওয়া হইতেছে, আশা করি তাঁহারা সত্বর দেয় দাতব্য প্রদান করিয়া সমাজের আয়ের সচ্ছলতা বিধান করিবেন। গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ হইতে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদকের কার্য্য হইতে অবকাশ ও পরে অবসর গ্রহণ করাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর হস্তে সম্পাদকীয় ভার সমর্পিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যেরূপ যত্নপূর্ব্বক ও নিয়মিতরূপে পত্রিকার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্ম সংখ্যা গণনা—অনেক দিন হইল নওগাঁর বাবু গুণাভিরাম বড়ুয়া মহাশয় এবিষয়ে যতদূর সাধ্য নির্ভুল একটী তালিকা প্রণয়নার্থ প্রস্তাব করেন, পরে নওগাঁর আরও কএকটী ব্রাহ্ম এ সম্বন্ধে অনুরোধ করেন। তদনুসারে (Brahmo Census Committee) ব্রাহ্ম সংখ্যা গ্রহণার্থ কমিটী স্থাপিত হইয়াছে। বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, রজনীকান্ত নিয়োগী এবং তারাকিশোর চৌধুরী এই কমিটীর সভ্য এবং বাবু তারাকিশোর চৌধুরী সম্পাদক। ইঁহারা তালিকা প্রণয়নের একটী প্রণালী প্রস্তুত করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভার বিবেচনার্থ অর্পণ করিয়াছেন, কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ইহা স্থির করিয়া অনতিবিলম্বে ব্রাহ্মসাধারণের গোচর করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু অবসর গ্রহণ করাতে অন্যতর অডিটরের পদশূন্য ছিল, বাবু দুকৌড়ী ঘোষ মহাশয় তাহাতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ধর্ম্ম প্রচার—পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এপ্রেলের প্রথমেই ধুবড়ীতে যান। সেখানে দুই সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া প্রায় প্রতিদিন স্থানীয় ব্রাহ্মদিগকে লইয়া উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করেন। নিম্নলিখিত কএকটী বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা ও উপদেশ দেন:—

ঈশ্বরকে কেন ভাল বাসিব?
আত্মা কি এবং ঈশ্বর কোথায়?
ব্রাহ্মদিগের বিশ্বাস।
আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ও ধর্ম্ম।
বর্ত্তমান সংকট এবং ধর্ম্ম।
আর্য্যধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ধুবড়ী হইতে গোহাটীতে গিয়া প্রায় এক পক্ষ কাল অবস্থান করেন এবং প্রতিদিন উপাসনা, আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, বা বক্তৃতা প্রভৃতি কোন না কোন উপায়ে ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন। তত্রত্য ছাত্রদিগের মধ্যেও ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের সহায়তা করেন। বক্তৃতা ও উপাসনার বিষয়:—

ধর্ম্মবিজ্ঞান।
শিক্ষা ও শিক্ষিত।
চরিত্র গঠন।

তিনি তেজপুরে গমন করিয়া প্রধান প্রধান আসামী ভদ্রলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন, স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের বাটীতে এবং মধ্য আসাম উপাসনা সমাজে কয়েকদিন উপাসনা করেন। আদেশ ও মধ্যবর্ত্তী বিষয়ে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, তাহাতে যেরূপ লোক সমাগম হয়, ইতিপূর্ব্বে তত্রত্য কোন সভায় সেরূপ নাই। "আত্মতত্ত্ব এবং অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনাই মানবের পক্ষে স্বাভাবিক" এই দুই বিষয়ে উপদেশ দেন।

গত ২৭ এ বৈশাখ তিনি আসামের ও ব্রিটিসরাজ্যের শেষ সীমা ডিব্রুগড়ে উপস্থিত হন, এখানে ইহার পূর্ব্বে আর কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন নাই। তিনি তত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে সমাজ ও ধর্ম্ম, এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন, কয়েকটী বন্ধুর বাটীতেও উপাসনা করেন। পরে ৩রা জ্যৈষ্ঠ তথায় একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তথা হইতে হুকনগুড়ি চাবাগিচায় গমন করিয়া কুলীদিগকে লইয়া কয়েক দিবস উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করেন। এক্ষণে তিনি নওগাঁতে অবস্থিতি করিতেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এপ্রেলের মধ্যভাগে দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আহূত হইয়া গমন করেন। তথায় ১১ ই এপ্রেল নূতন মন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অপরাহ্নে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং রাত্রি কালীন ও তৎপর দিবসীয় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। "ঈশ্বর আনন্দ স্বরূপ" এবং "ব্রহ্মযোগ সাধন দ্বারা আত্মাতে ব্রহ্মকৃপা লাভ হয়" এই দুই বিষয়ে উপদেশ দেন ও বাঙ্গালাতে একটী বক্তৃতা করেন। পরে কোন কোন ব্রাহ্মের ভবনে উপাসনা করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহার উদ্দেশ্য এবং ইহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ"

এই বিষয়ে ইংরাজীতে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। দারজিলিং হইতে তিনি পাবনা ব্রাহ্মসমাজের চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ আহূত হন। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু চাঁদমোহন মৈত্র উৎসবের কোন কোন অংশ সম্পন্ন করেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮ই, ১৯ এ, ও ২০ এ এপ্রেল শাস্ত্র ব্যাখ্যা, উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতা করেন। ইহা আহ্লাদের বিষয় যে এই উপলক্ষে অনেক প্রাচীন হিন্দুও ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্থ সাহায্য দান করিয়াছেন।

তিনি এই যাত্রায় এক দিবস সিলিগুড়ীতে ও এক দিবস সৈদপুরে অবস্থিতি করিয়া বক্তৃতা করেন।

পাবনা হইতে কলিকাতায় আসিয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঁকীপুর, আরা, মুরসিদাবাদ, বহরমপুর ও আজীমগঞ্জে গমন করেন। তিনি বাঁকীপুর ও মুরসিদাবাদের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অপর কয়েক স্থানে বক্তৃতা করিয়া সমাজ মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন।

মুরসিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়া শাস্ত্রী মহাশয় পূর্ণিয়ার সাম্বৎসরিক উৎসবে গমন করেন। উৎসবের দিন ভিন্ন আরও দুই দিন স্ত্রীলোকদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী বক্তৃতা হয়। ইংরাজী বক্তৃতার দিন শিক্ষিত হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক অনেকে উপস্থিত ছিলেন। "বাহ্য জীবনের অতিরিক্ত আত্মার জীবন আছে," এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় অবস্থিতি করিয়া তথাকার মন্দিরের উপাসনা কার্য্য নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহ করেন এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে স্থানীয় লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করেন। তিনি গত বৈশাখ মাসে সেরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের ৪র্থ সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করেন। তথায় ২ দিবস "ধর্ম্মজীবন" ও "ব্রহ্মপূজা" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করেন। পরে ২১ এ বৈশাখ সমস্ত দিবস ব্যাপী উৎসবে উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন। আমরা তাঁহার কার্য্যের অন্য কোন বিবরণ প্রাপ্ত না হওয়াতে এবার সবিশেষ লিখিতে পারিলাম না।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর প্রথম ত্রৈমাসিক প্রচার কার্য্য বিবরণ গত বারে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অতএব ছয় মাসের কার্য্য বিবরণ এক সঙ্গে প্রদত্ত হইতেছে।

তিনি জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় আসিয়া মাঘোৎসবে যোগ দান করেন এবং ধর্ম্ম ও সাধারণ হিতকর বিষয়ে হিন্দীতে কয়েক স্থানে বক্তৃতা করেন। পরে মধ্য ভারতবর্ষে ব্রাহ্মদিগের উপনিবেশার্থ ব্রাহ্মগ্রাম নামে যে পল্লী সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় যান, এবং তত্রত্য ব্রাহ্মগণ এবং শ্রমজীবী লোকদিগকে লইয়া উপাসনা করেন। ধর্ম্মজীবন সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে আবশ্যক এই বিষয় উপদেশ দেন। পরে তাঁহার জন্মভূমি আকবারপুরে "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?" এই বিষয়ে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন। অনন্তর লাহোরে গমন করিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করেন। সেই কার্য্য সকল এই:—(১) প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা, তাহাতে তত্রত্য সভ্যগণ উপস্থিত হইয়া থাকেন। (২) ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বিস্তার জন্য "বিরাদারী হিন্দী" নামে এক মাসিক পত্র প্রচার। (৩) সমদর্শী সভার কার্য্য সম্পাদন—এই সভার অধিকাংশ সভ্য কালেজের ছাত্র, ইহাতে সমাজ, নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে, সভ্যদিগের জীবন ও চরিত্র সংগঠন করা ইহার উদ্দেশ্য। (৪) গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান। (৫) পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গত সভার সহিত যোগ দান করিয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্মালোচনা। এতদ্ভিন্ন গত ২৯ এ ফেব্রুয়ারি অমৃতসর ভজন সভার এবং ৯ ই মার্চ্চ সমদর্শী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পাদন করেন। এতদুপলক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম এবং মনুষ্যের লক্ষ্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় ত্রিমাসে তিনি উপরিউক্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার গৃহে যে উপাসনা সমাজ হইত, তাহা মধ্য পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন রূপে গঠিত হইয়াছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর তিনি ইহার উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহারই শাখা স্বরূপ ভ্রাতৃ সম্মিলনী সভা নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আর্য্য, হিন্দু, মুসলমান ও শিখ প্রভৃতি ধর্ম্মাক্রান্ত কতকগুলি লোক একত্র হইয়া পরমার্থ ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে আলোচনা করেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয় সমদর্শী সভায় "নৈতিক স্বাধীনতা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

বাঁকীপুর, মুরসিদাবাদ, দার্জিলিং, পাবনা, ঝিনাইদহ বরিশাল, পূর্ণিয়া, মতিহারি এবং রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচারকের জন্য আহ্বান পত্র আসিয়াছে। দুঃখের সহিত স্বীকার করা যাইতেছে, লোকাভাবে আমরা সকল স্থানের ব্রাহ্ম মহোদয়গণের আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ হই নাই। আশা করি তাঁহারা আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যত দিন যথেষ্ট সংখ্যক প্রচারক প্রাপ্ত হওয়া না যাইতেছে, ততদিন অনেক মফঃসল স্থানীয় ব্রাহ্মদিগকে এবং আমাদিগকে আক্ষেপ করিতে হইতেছে। ঈশ্বর কবে আমাদিগের এই অভাব পূর্ণ করিবেন?

নূতন সমাজ—সাধারণ সমাজের প্রচারক ও কয়েকটী উৎসাহী সভ্য দ্বারা নিম্নলিখিত স্থান সকলে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। নদীয়ার অন্তঃপাতী ঘূর্ণি, যশোহর ও যশোহরের অন্তঃপাতী চেঙ্গটিয়া, গোয়ালন্দ, ডিব্রুগড়, গোহাটী এবং লাহোর। গোহাটী ব্রাহ্মসমাজ বিলুপ্ত হইয়াছিল, পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল সভ্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করা যাইতেছে।

মান্দ্রাজের উৎসাহী ব্রাহ্ম মাননীয় বুচিয়া পান্টালু দাক্ষিণাত্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কল্পে অনেক চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার যত্নে রাজমহেন্দ্রীর বলুবী লক্ষ্মী নরসিংহম নামক বি এ উপাধি-

ধারী এক কৃতবিদ্য যুবক সমাজের এজেণ্ট কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি স্থানীয় লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছেন।

গত ২ রা চৈত্র সাধারণ সমাজের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হয়। প্রাতে ও সায়ংকালে উপাসনা হয়। এবং অপরাহ্নে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত, গঠন প্রণালী ও ভাবী আশা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি ইহার জীবন ও উন্নতির সহায় হইয়া ইহা দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা সুসম্পন্ন করুন্। (আয় ব্যয় বিবরণ পরে প্রকাশ্য)

ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১১ই জুলাই রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

গত ২৭এ আষাঢ় শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নবকুমারের নামকরণ ও তাঁহাদিগের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে তাঁহাদিগের দমদমাস্থ কেয়ারীহল নামক নূতন ভবনে উপাসনাদি হয়, কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা বহুসংখ্যক সমবেত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মতিহারী ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য পুনরারব্ধ হইয়াছে। ইতিমধ্যে দুই শনিবার উপাসনা ও এক শনিবার সামাজিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত অধিবেশনে প্রায় ৪০টী মহিলা এবং অনেকগুলি বালিকা উপস্থিত হন। সাময়িক সংবাদ, প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা হয় এবং সঙ্গীত ও চিত্র প্রদর্শনাদি হয়। বালিকাদিগকে স্বতন্ত্র গৃহে লইয়া আমোদিত করা হয়।

গত ২১এ আষাঢ় ছাত্র উপাসনাসমাজের প্রায় ৫০টী সভ্য কোম্পানির বাগানে নৌকাযোগে একত্র গমন করিয়া সমস্ত দিবস উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনাদিতে অতিবাহিত করেন, তাঁহারা ইহাতে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! বিগত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের তত্ত্বকৌমুদীতে "ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য ভার" এবং ১লা আষাঢ়ের "কর্ত্তব্য ও অনুগ্রহ" এই দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্র খানি তত্ত্বকৌমুদীর প্রেরিত স্তম্ভে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

আপনি যে ভাবে অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্যের প্রভেদ করিয়াছেন, তাহাতে আমার মতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উদারতা রক্ষিত হয় নাই। "যাহার অকরণে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় তাহাই কর্ত্তব্য" ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু কোন কার্য্য না করিলে যে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তর্কদ্বারা তাহা নির্দ্ধারণ করা কিছু সহজ নয়। সন্তরণানভিজ্ঞ এক ব্যক্তি জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইতেছে, আমার নিকট কাতর স্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিলে আমি তাহাকে আপনার যুক্তি অনুসারে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিব "সন্তরণ শিক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য ছিল, না করিয়া ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ, সুতরাং তাহার ফলভোগ কর। তোমাকে রক্ষা করিতে আমার যত টুকু সময় লাগিবে, সেই সময়ে আমি দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া আমার পরিবারের অন্ন যোগাইব। পরিবারের অন্ন যোগাইতে আমি বাধ্য; না করিলে আমি প্রত্যবায় ভাগী, তোমাকে উদ্ধার করা "অনুগ্রহ" মধ্যে গণ্য. অগ্রে কর্ত্তব্য, পরে অনুগ্রহ। আমি তোমাকে জল হইতে উঠাইতে পারিব না।" কেবল ইহাই নহে; এই এক মাত্র দোহাই দিয়া আমি সর্ব্বপ্রকার সদনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে পারিব। আরও একটি কথা, সমাজ হইতে সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কার ও দূষিত প্রথার উচ্ছেদের জন্য যত্ন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য না অনুগ্রহ? আপনার প্রদর্শিত যুক্তি অনুসারে তর্ক করিতে গেলে তাহাও অনুগ্রহ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণ ও শুষ্ক উপাসনা ভিন্ন এ জগতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য আর কিছু রহিল না। আমার মতে আপনার কর্ত্তব্য ও অনুগ্রহের শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত দূষণীয় হইয়াছে; অনুগ্রহ একটী শব্দ কেবল ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য। আমি ক্ষুদ্র কীট আকাশের ন্যায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্মুখে রহিয়াছে, করিয়া শেষ করিতে পারি না, আমি আবার অন্যকে অনুগ্রহ করিব? সমাজ সংস্কারাদি বিষয়ে এক জনের দ্বারা সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারেনা; এক এক জনে এক একটী বিষয় ধরিয়া যাঁহার বিবেক যাঁহাকে যে দিকে চালায়, তিনি সেই দিকেই চলিবেন। তদ্বিষয়ে অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্যের শ্রেণী বিভাগ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন উদারতা কখনই রক্ষিত হইতে পারে না।

সামাজিক কুপ্রথা সমূহের উচ্ছেদের জন্য যত্ন করা যদি কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আজীবন বৈধব্য প্রথার দূরীকরণের চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। "ধর্ম্মাকর্ষণ বিবর্জ্জিত" হইলেও বিধবার বিবাহে অধিকার আছে, এ কথা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া, তাহার বিবাহের সাহায্য করা, সুতরাং তাহাকে আশ্রয় দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনি লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মসমাজে বিধবাদিগের বিবাহের সুবিধা থাকাতে অনেক অধর্ম্ম হইয়াছে। এমন কি, বিধবা মৃত্যু শয্যায় প্রথম স্বামিজাত কন্যাকে ফেলিয়া আসিয়া বিবাহ করিয়াছেন; ইত্যাদি।" এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই, তাহা কি বিধবা বিবাহের দোষ? না ব্রাহ্মসমাজের দোষ? কোন ব্রাহ্ম কি বিধবাকে সেই অবস্থায় বিবাহার্থ উত্তেজিত করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মগণের অপরাধ এই যে সেই বিবাহে বাধা দেন নাই। কিন্তু একপ

অবস্থায় বাধা দিতে সমাজের অধিকার থাকা যদি উচিত হয়, তাহা হইলে সমাজ স্থিতি রক্ষা সম্ভব কি না, তাহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এস্থলে আরও জিজ্ঞাসা এই যে হিন্দু সমাজে যদি বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে কোন বিধবা কি নিজ কন্যাকে অথবা পিতাকে মৃত্যু শয্যায় ফেলিয়া আসিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিতেন? বোধ হয় নাই, সুতরাং তদ্রূপ হৃদয় বিহীন কার্য্যের জন্য বিধবাকে সম্পূর্ণ দায়ী না করিয়া তাহারগুরুজনকেও তাহার অংশী করা উচিত। আপনি দৃষ্টান্ত স্থলে যে কুমারীর উল্লেখ করিয়াছেন, হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলে বিধবাদিগের মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিতাম।

একস্থলে লিখিয়াছেন, "যদি কোন কুলকন্যাকে আশ্রয় দান করিতে হয়, তাহা তাহার গুরুজনকে জানাইয়া করিতে পারিলে ভাল" সুতরাং না জানাইয়া করা মন্দ, অর্থাৎ তদ্রূপ করা অন্যায়। কিন্তু তদ্রূপ আশ্রয় দান করিলে যে কি দোষ হয়, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। অভিভাবককে না জানাইয়া কোন বালককে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করা কি অন্যায়? আরও লিখিয়াছেন "যদি নিতান্তই তাহাদের অজ্ঞাতসারে আশ্রয় দিতে হয়, তাহা হইলে কোন ভদ্র পরিবারের সে কার্য্যে রত হওয়া ভাল, নতুবা তিন জন যুবা পুরুষ একজন প্রাপ্তবয়স্কা রমণীকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতেছেন ইহা দেখিতেও মন্দ শুনিতেও মন্দ; ইত্যাদি।" এ বাক্যের অভিপ্রায় কি? অভিভাবকের অনভিমতে কোন কুল কন্যাকে আশ্রয় দান করিতে হইলে দেশীয় অবস্থানুসারে সচরাচর তাহাকে গোপনে আনয়ন করিতে হয়। তদ্রূপ অবস্থায় ২। ৩ জন ভদ্র মহিলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে কি? তাহাতে সেই ভদ্রমহিলাগণের প্রতি তো কেহ কোন সন্দেহ করিবে না?

আপনার প্রস্তাব দ্বারা বিধবাদিগের প্রতি শুধু বিধবা নয়, স্ত্রীজাতির প্রতি বড়ই অবিচার হইয়াছে। যে ব্যক্তি মনুষ্য হইয়া তুচ্ছ লোক নিন্দার ভয়ে নিজের মনুষ্যত্ব বিস্মৃত হইয়া, স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন করিয়া ন্যায়কে পদতলে দলিত করিয়া নিজের কন্যার প্রতি ভগিনীর প্রতি পশুবৎ নৃশংস ব্যবহার করিতে পারেন, যাহাদিগের সদয় হস্তে কত বিধবার জীবন স্রোত অনন্ত কালের অনন্ত স্রোতে বিলীন হইয়া গেল, সেই হস্ত হইতে নিজের ভবিষ্যৎ বাঁচাইবার চেষ্টা আপনার মতে অকৃতজ্ঞতা। তাহাহইলে আমরা যে বিনা অত্যাচারে বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম, আমরা তাহাদের হইতে শতগুণে অধিক অকৃতজ্ঞ। রক্তের সম্পর্ক প্রাণের সম্পর্ক বিস্মৃত হইয়া আত্মীয়গণের স্নেহ পাশ ছিন্ন করা অন্যায়; কিন্তু সে অন্যায়ের জন্য দায়ী কে? বিধবা, না তাহার গুরুজন? কুসংস্কার অধীন হইয়া "যে রমণী বৈধব্যকে ব্রতস্বরূপ করিয়া আপনা হইতে গুরুজনের শুশ্রূষাকে সুখকর জ্ঞান করেন," তাঁহাকে আপনি শ্রদ্ধা করিতে পারেন, গুরুজনের শুশ্রূষাকেই বিধবার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার করিতে পারেন, কেহ তদ্বিরুদ্ধে একটি কথা বলিলে পাছে তাহা কোন বিধবার কর্ণগোচর হয়, এই আশঙ্কায় ভীত হইতে পারেন; কিন্তু যদি নিজ জীবনকে একবার সেই অবস্থায় পরিণত করিয়া দেখিতে পারিতেন, তাহা হইলে এ সত্য প্রচার করিতেন কি না সন্দেহ। পুরুষ জাতির সেবার জন্য স্ত্রীলোকের জন্ম হইয়াছে, প্রকারান্তরে এরূপ কথাও যদি এই উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত হইতে পারে, তাহাহইলে গুরুজনের সেবাই বিধবার জীবনের উদ্দেশ্য একথা প্রচারিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

আপনার প্রস্তাব দুইটী পাঠ করিলে সাধারণে ইহাই বুঝিবে যে বিধবার বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি ব্যবহারে প্রাচীন সমাজ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিরক্ত, সেই বিরক্তি, ধর্ম্মপ্রচারের প্রবল প্রতিবন্ধক স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মগণকে সেই পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আপনি এ প্রস্তাব লিখিয়াছেন এবং লোকের ভয়ে কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিমুখ হওয়ার উপদেশ দিলে পাছে কেহ দুর্ব্বল চিত্ত মনে করে এই আশঙ্কায় কর্ত্তব্য ও অনুগ্রহের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। যদি তাহাই সত্য হয়, তাহাহইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা যে কত দূর রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাই ব্রাহ্মসমাজের মত হইলে যে সে সমাজ কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহার ব্রাহ্মগণই বিচার করিবেন।

পত্রখানা অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কি করি নিতান্ত আবশ্যক বোধেই লিখিলাম। ভরসা করি, ক্ষমা করিয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি।

একান্ত অনুগত

শ্রীতারিণীকান্ত মজুমদার।

"বিগত ১৩ই আষাঢ় দিবসে মুর্শিদাবাদ ব্রহ্ম মন্দিরে পরমহংস আত্মানন্দ স্বামী "বৈদিক ধর্ম্ম" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ইনি পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর ছাত্র, এবং বেদে ইহাঁর বেশ অধিকার আছে। ইনি বলেন বেদে পৌত্তলিকতার সংস্রব মাত্র নাই, কেবল একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা আছে। সাধারণ লোকে বেদের অর্থ না বুঝিতে পারিয়াই মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ইনি আরও বলিলেন যাহা কিছু সত্য, তাহাই বেদ। বেদ সংস্কৃত শ্লোক বা বাক্য নহে। যে গ্রন্থে সত্য আছে তাহাই বেদ। এই বেদেই অভ্রান্ত সত্য, এবং ইনি উপাসনা ধ্যান, পরকাল প্রভৃতির বিষয় যাহা যাহা বলিলেন তাহার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন অংশে অনৈক্য বোধ হইল না। ইহাঁর সহিত আলাপ করিয়া বোধ হইল, ধর্ম্ম প্রচারই ইহাঁর জীবনের ব্রত। এখন ইনি ভাগলপুর, মুঙ্গের হইয়া বেনারসে যাইবেন মানস করিয়াছেন।

শ্রীরাখালদাস চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, মুরশিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ।

*** স্থানাভাবে এবার অনেক গুলি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইতে পারিল না। ত, কৌ, স।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮০ সালের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসের দান আদায়ের বিবরণ।

প্রচার ফণ্ড	২১৮॥০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড	১৫৯।০
	৩৭৭৸০

প্রচার ফণ্ড

মাসিক দান।

বাবু উমাচরণ দাস	১
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	৬
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	॥০
,, রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	১২
বাবু আনন্দমোহন বসু	৯২
,, কেদারনাথ রায়	৬
,, প্রমদাচরণ সেন	১
,, চণ্ডীচরণ সেন	৪১
,, ভুবনমোহন দাস	২৪
,, ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	২
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	॥০
	২০০

বার্ষিক।

বাবু মহিম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২
,, শশিভূষণ সেন	২॥০

এককালীন।

একটী ভদ্র লোক	৪

পাথেয়।

ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ	১০
সমষ্টি	২১৮॥০

সাধারণ ফণ্ড।

মাসিক দান।

বাবু হরকুমার রায় চৌধুরী	১।০
,, রাখালচন্দ্র সেন	৪
,, গিরিশচন্দ্র রায়	২
,, শিবচন্দ্র দেব	৬
,, আনন্দমোহন বসু	৮
,, মোহিনীমোহন বসু	৮
,, যদুনাথ রায়	১৬
,, ভুবনমোহন দাস	৬
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	১
,, কেদারনাথ রায়	৩

এককালীন।

,, কেদারনাথ কুলভি	২
	৫৩।০

বার্ষিক।

শ্রীমতী রুক্মিণী মহলানবিশ	৬
বাবু ত্রৈলোক্যনাথ দেব	১
রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ	৯
বাবু অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	১
শ্রীমতী জগৎলক্ষ্মী ঘোষ	১
বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার বসু	৩
,, অদ্বৈতচরণ মল্লিক	৫
,, মধুসূদন সরকার	১॥০
পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী	১
লালা গিরিধর লাল	১
বাবু উপেন্দ্র নাথ মিত্র	৬
,, ফণীন্দ্র মোহন বসু	২
শ্রীমতী অম্বিকা দেব	৬
বাবু গোপাল চন্দ্র মল্লিক	৩
,, মহেশ চন্দ্র পতি	১
,, শ্যামলাল পালিত	১
	৪৮॥০
বাবু রূপচাঁদ মল্লিক	১
,, মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক	॥০
,, অদ্যনাথ মল্লিক	॥০
,, যদুনাথ মল্লিক	॥০
,, রাধানাথ মল্লিক	১
,, নন্দকুমার মল্লিক	১
,, গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত	১
শ্রীমতী রমাসুন্দরী সেন	৬
বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
,, হরিনাথ দাস	১
,, কামাখ্যাচরণ ঘোষ	১
,, দুকড়ি ঘোষ	৩
,, সন্ন্যাসীচরণ ঘোষ	১
,, দেবেন্দ্রনাথ রায়	২
,, কেশবচন্দ্র দাস	১
,, গোপালচন্দ্র দাস	১
শ্রীমতী ক্ষেমদা মিত্র	২
বাবু ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
,, নিত্যদাচরণ সেন	১
,, বরদানাথ হালদার	২
শ্রীমতী হরিসুন্দরী হালদার	১
বাবু গিরিশচন্দ্র দেব	১
,, নীলমণি মিত্র	॥০
,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১
,, সাতকড়ি দেব	১
,, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	॥০
,, গোপালচন্দ্র দেব	১

,, প্যারীমোহন মিত্র	১
,, কালীনাথ দে	৬
,, গুরুগোবিন্দ পাটাদার	২।৷০
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	১
,, দীননাথ সেন	১
,, মধুসূদন সরকার*	১
মেং ই, এন, নরসিংহম	২
বাবু গিরিশচন্দ্র বসু	১
,, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	৷৷০
,, শশিভূষণ সেন	৷০
,, কালীপ্রসন্ন বসু	৷০
,, ভগবতীচরণ দে	১
,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	১
,, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
,, হারাণচন্দ্র মিত্র	২
সমষ্টি	১০৬
মাসিক ও এককালীন	৫৩।০
	১৫৯।০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ দান।

পূর্ব্ববিজ্ঞাপিত		২১১১১।৷০
বাবু বিনোদবিহারী মজুমদার	বাঁকিপুর	১৲
,, পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১৬৲
,, নবীনচন্দ্র দে	ঐ	১৬৲
,, ধনেশচন্দ্র রায়	ঐ	১০৲
,, ম, বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	১০৲
,, ব্রজেন্দ্রমোহন দাস	ঐ	৫৲
,, কালিদাস বসু	ঐ	৫৲
,, শিবচন্দ্র বসু	ঐ	৫৲
,, জি সি মিত্র	ঐ	২৲
,, এস সি ঘোষ	ঐ	২৲
,, দুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২০৲
,, পূর্ণচন্দ্র রায়	ঐ	১৲
,, ক্ষেত্রমোহন বসু	ঐ	।০
,, লালবিহারী বসু	সাবজিবাগ	১৲
,, উমাশঙ্কর বাগচী	মুরাদপুর	১৲
,, দিননাথ সেন	ঐ	৫৲
,, রাজলাল ঘোষ	ঐ	৫৲
,, আবদুল জাবর	বাঙ্কিপুর	১০৲
,, কালীনারায়ণ রায়	ঢাকা	৪০৲
,, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা	২০৲
,, হরিশচন্দ্র মিত্র	ঐ	২৫৲
,, কালিদাস কর্ম্মকার	ঐ	১০৲
,, কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩৲
,, লোকনাথ রায়	ঐ	৫৲
,, তারাকান্ত বিদ্যাসাগর	ঐ	৫৲
,, কালীনাথ দে	ব্রাহ্মণবেড়িয়া	১০০৲
,, রামতনু গুপ্ত	ঐ	১০৲
,, সায়েদপুর ব্রাহ্মসমাজ		৫৲
বাবু উদয়রাম দাস*	হাতিপট্টি শিবসাগর	১০৲
,, সন্ন্যাসীচরণ ঘোষ	কলিকাতা	১০৲
,, একটী বন্ধু	ঐ	২০৲
বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ ও তাঁহার স্ত্রী	পিরোজপুর	১০০৲
		২১৫৭২৮০

* গতবারের পূর্ব্বে এই দাতব্য স্বীকার হওয়া উচিত ছিল, ভ্রম ক্রমে তাহা হয় নাই।

বিজ্ঞাপন।

জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পত্রিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত (ডাক ঠিকানা সহিত)

২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।

৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।

৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।

৫। আচার্য্যের নাম।

৬। সম্পাদকের নাম।

৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা।

৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাহার নাম।

৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্ব্বে কোনরূপে আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা, ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, ৯ই জুন—১৮৮০। } শ্রীশিবচন্দ্র দেব, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সভাপতি।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্য এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেন্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সহকারী সম্পাদক।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, July. 1880

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।
৫ম সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্মসংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বল ঐ ৩৲
প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

পল্লীতে এক জন ভদ্রমহিলা আছেন; জগদীশ্বর তাঁহাকে পুত্র মুখ দর্শনের সুখ দেন নাই। কিন্তু তিনি পল্লীস্থ সমুদায় বালক বালিকার মাতা। প্রভাত হইতে না হইতে তাহারা তাঁহার প্রাঙ্গনে সমাগত হয়; এবং তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য তাঁহারও নানাপ্রকার আয়োজন থাকে। কাহারও মুখে চুম্বন, কাহারও জন্য ক্রোড়, কাহারও হস্তে একটী মিষ্ট দ্রব্য, কাহারও মুখ প্রক্ষালন ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে তিনি তাহাদের সমাদর করেন। কিন্তু তাঁহার একটী দোষ আছে; বালক বালিকারা যখন কোন অপরাধ করিয়া থাকে, তিনি অসং-কোচে প্রহার করিয়া থাকেন। সন্তানের অঙ্গে পরে হস্ত দিলে তাহার নিজ মাতার সহ্য হয় না, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার প্রহার সত্বেও কোন জননী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট নন; বালকেরাও তাঁহার নিকট আসিতে ছাড়ে না। রমণীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন "যে এক সময় কোলে টানে সে আর এক সময় দুই ঘা মারিলে দুঃখ হয় না।" কোন প্রকার সামাজিক শাসনে যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগেরও এই কথা গুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যে কোলে টানে, তাহারই প্রহার করিবার অধিকার অর্থাৎ যে ভাল বাসে না সে যেন শাস্তি দিতে অগ্রসর না হয়, সে শাস্তিতে কখনই সুফল ফলে না। এক দিকে হিতেচ্ছা অপর দিকে পাপের প্রতি বিরাগ এই উভয় একত্র মিলিত হইলে, সামাজিক শাসন অতি সুন্দর ফল প্রসব করিয়া থাকে।

কোন ধর্ম্মসমাজের মধ্যে সাংসারিকতা প্রবিষ্ট হইয়াছে কি না, যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে একটী লক্ষণ দ্বারা তাহা একেবারে নির্ণয় করা যায়। যদি দেখ সেই সমাজের লোক আধ্যাত্মিকতা, চরিত্র ও ঈশ্বর পরায়ণতা অপেক্ষা ধন ও পদের অধিক সম্ভ্রম করে: এক জন ঈশ্বর-প্রেমিক ব্যক্তি দরিদ্রতা অপরাধে তাহাদের লক্ষ্যস্থলে আসে না, কিন্তু এক জন ধনী ও পদস্থ লোককে লইয়াই সকলে ব্যস্ত; তাহার গুরুতর দোষ জানিয়াও সকলে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত, তাহা হইলে জানিবে যে সে সমাজের ভাব ধর্ম্মসমাজের ভাব নহে। এই সাংসারিকতা বিষয়টী এত গূঢ়রূপে হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হয় যে আমাদের মধ্যে অতি সদাশয় লোকও মধ্যে মধ্যে এই রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। এই জন্য বিশেষ প্রার্থনা পরায়ণতা ও চিন্তাশীলতার প্রয়োজন। যত দিন সমাজ মধ্যে চরিত্রের ও ধর্ম্মনিষ্ঠার গৌরব থাকিবে, যত দিন সকল প্রকার পাপ ও অপবিত্রতার প্রতি তীব্র দৃষ্টি থাকিবে, যত দিন সভ্যগণ ধন বা পদের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া পাপের প্রতি এবং অধর্ম্ম ও নাস্তিকতার প্রতি অকুণ্ঠিতভাবে বিরাগ প্রদর্শন করিবেন, তত দিন সেই সমাজে প্রকৃত ধর্ম্ম বৃদ্ধি পাইবার অবসর প্রাপ্ত হইবে।

নিজের বিবেক এবং লোকের মত এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা বিবাদ ঘটিয়া থাকে। ইহার দুই সীমাতে দুই প্রকার দুর্গতি দেখা যায়। অপরের রুচি, ইচ্ছা ও মতামতের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র নিজের রুচি, প্রবৃত্তি ও সংস্কারের অনুরূপ কার্য্য করাতে স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায়; আবার নিজের ধর্ম্মাধর্ম্ম ভদ্রাভদ্র জ্ঞানকে পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া কেবলমাত্র অপরের মতের দ্বারা চালিত হইলে মনুষ্যত্ব থাকে না। এরূপ স্থলে কর্ত্তব্য কি? আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে মনুষ্যের নিজের পদের উপরেই দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য। সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিরোধী বা প্রতিকূল হইলে নিজ সংস্কার বা বিশ্বাস বিরোধী আচরণ করা কর্ত্তব্য নয়। লোকানুরাগের অনুরোধে যাঁহারা নিজ বিশ্বাস বিরুদ্ধ আচরণ করেন, তাঁহারা লোকানুরাগেও বঞ্চিত হন এবং স্বীয় বিশ্বাসানুরূপ আচরণে যে অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, সে তৃপ্তিলাভেও সমর্থ হন না। যাঁহারা লোকের অনুরাগ বিরাগের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নিজ বিবেক ও বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করেন, যাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে কর্ত্তব্যপ্রিয়তা ব্যতীত অন্য কোন নীচ বা দূষিত অভিসন্ধি থাকে না, তাঁহারাই লোকের প্রকৃত অনুরাগের ভাগী হন। ইহা একটী সার সত্য। কিন্তু নিজ বিবেকের অধীন হওয়ার অর্থ এ নয় যে অপর সকলের মতের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করিতে হইবে। বরং দশজনের মত অনেক সময় নিজের বিবেকের পথ প্রদর্শনের পক্ষে সহায় স্বরূপ। দশ ব্যক্তির বিবেকের অপেক্ষা এক ব্যক্তির বিবেকেরই বিপথ গমনের অধিক সম্ভাবনা। এই জন্য সত্যনিষ্ঠ ও সত্যপথ নির্ণয়েচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেই যথাযোগ্য সমাদরের সহিত অপর দশজনের মতের আলোচনা করিয়া থাকেন এবং সেই আলো-

কের দ্বারা নিজ বিবেকের বিচার করিয়া থাকেন; কিন্তু সমুদায় আলোচনা করিয়াও যদি নিজ বিবেক অন্য পথ প্রদর্শন করে, তখন সে পথে দণ্ডায়মান হইতে তাঁহারা আর দ্বিধা বা সঙ্কোচ করেন না। তখন তাঁহারা ফলাফল চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা "উপাসনা প্রণালী" ও "জাতিতে ব্রাহ্ম" এই উভয় শীর্ষক দুইটী প্রস্তাব পত্রস্থ করি। উক্ত উভয় বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য সমুদায় বলা, সেদুই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল না। ব্রাহ্মদিগকে এতদুভয় বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত করা লক্ষ্য ছিল। সুতরাং উক্ত উভয় প্রস্তাবে, বিষয়ের অবতারণা ও সূচনা মাত্র করা হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া প্রীত হইলাম যে আমাদের সেই অভীষ্ট অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা ইতিমধ্যে কয়েক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তদ্ভিন্ন লোকেরও মত জানিতে পারিয়াছি। দ্বিতীয় বিষয়টীর আলোচনা প্রেরিত স্তম্ভে দৃষ্ট হইবে। উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এই স্থানে উক্ত হইতেছে। আমাদিগের বর্ত্তমান উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের অধিকাংশের মত এই যে তাহার পরিবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন নাই। বস্তুতঃ উপাসনার মধ্যে যতগুলি উপাদান আবশ্যক বর্ত্তমান প্রণালীর মধ্যে তাহার অধিকাংশই দৃষ্ট হয়। এই প্রণালীটী ব্রাহ্ম মাত্রের পরম শ্রদ্ধেয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক প্রতিভার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তিনিই প্রথমে, উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান প্রার্থনা শান্তিবাচন প্রভৃতি অঙ্গে উপাসনাকে বিভক্ত করেন এবং বহুল শাস্ত্র দর্শন পূর্ব্বক তদুপযোগী বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রণালীটী সৃষ্টি করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ইহাকে আরও পূর্ণতা প্রাপ্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রণালী দ্বারা ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের আধ্যাত্মিক অভাব সকল এক প্রকার মোচন হইতেছে সুতরাং ইহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় বোধ হয় না। পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক নয় বলিয়াই কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলী এত দিন পুরাতন প্রণালীর অনুসরণ করিতেছেন। সম্প্রতি কোন কোন সভ্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে কেহই কোন প্রকার মূল বা মুখ্য বিষয়ের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন নাই, কেবল দুই একটী গৌণ বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এইরূপ বিচার উপস্থিত হওয়াতেই বিষয়ের অবতারণা স্বরূপ প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছিল। ফল কথা এই, ঈশ্বরোপাসনার প্রণালী সম্বন্ধে দুইটী বিষয় দ্রষ্টব্য আছে; প্রথমতঃ তন্মধ্যে ঈশ্বরের সকল স্বরূপের প্রকাশ আছে কি না? দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের যত প্রকার মানসিক ভাব হওয়া উচিত, উক্ত প্রণালী মধ্যে সে সমুদায় গুলির প্রকাশ আছে কি না? যে প্রণালী মধ্যে এই উভয়ের প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তাহাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন প্রণালী। এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে প্রকৃত পথ নির্দ্ধারণে সমর্থ হওয়া যায়।

কিয়দ্দিবস হইল আমরা বিবাহ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলাম যে নর নারীর পক্ষে অধিক কাল অবিবাহিত থাকা প্রার্থনীয় নয়। এক ব্যক্তি এসম্বন্ধে আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, স্থানাভাব বশতঃ আমরা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তাঁহার বক্তব্য এই, অবিবাহিত থাকাতে সমাজের এবং অবিবাহিত পুরুষ ও রমণীর পক্ষে অকল্যাণ ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব বিবাহ কর্ত্তব্য, বিবাহকে এরূপ নীচ ভাবে দেখিলে, বিবাহের স্বর্গীয় ভাবকে ম্লান করা হয়। তাঁহার আর একটী প্রধান বক্তব্য এই অবস্থা অনুকূল না হইলে, বিবাহিত হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এক ব্যক্তির স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের আশা থাকুক বা না থাকুক, তথাপি বিবাহ করিতে হইবে আমরা এরূপ মত কখনও প্রকাশ করি নাই; কিন্তু 'অবস্থা অনুকূল' এই শব্দ দুইটীর অর্থের পরিধি কোথায় তাহা নির্ণয় করাই দুষ্কর। সভ্য সমাজে রমণীদিগের চিত্তের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন ভদ্র লোকের বিবাহ করা দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে। অধিকাংশ রমণী নিজে এক পয়সা উপার্জ্জন করেন না, কিন্তু নিজের ভোগ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য স্বামীকে ঋণগ্রস্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না; ইহা শিক্ষার দোষ। নতুবা একথা সকলেই জানেন যে দুই ব্যক্তির স্বতন্ত্র থাকিতে যত ব্যয় হয়, একত্র থাকিতে তদপেক্ষা অল্প ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। এবং ইহাও সত্য কথা যে একজন পরিশ্রমী লোক যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে তদ্দ্বারা তাহার নিজের ব্যয় বাদে অপর দুই জনের ভরণ পোষণোপযোগী অর্থ উদ্বৃত্ত হইতে পারে। তবে যে বিবাহিত লোকের পরিবার প্রতিপালন দুষ্কর হইয়া উঠে সে কেবল নারী জাতির শিক্ষার অভাব নিবন্ধন। সচরাচর পুরুষদিগের ত বেশ ভূষার প্রতি এত দৃষ্টি দেখা যায় না; তাহার কারণ এই পুরুষদিগের চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিবার আরও অনেক উন্নত বিষয় আছে। যাহাদের কোন উন্নত বিষয় ভাবিবার শক্তি বা শিক্ষা নাই, কাজেই তাহাদিগের বেশ ভূষা বিলাস প্রভৃতির চিন্তাতে রত হইতে হয়। নারীদিগের এই অত্যাচার এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে ইংলণ্ডে কেহ কেহ এতদর্থে, "নারী বিলাস নিবারিণী" সভা নামে একটী সভা স্থাপন আবশ্যক মনে করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বিবাহের পথে আর এক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে। অনেক পুরুষ ও রমণীর কুশিক্ষার দোষে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে এত ক্লেশ পাইতে হয় যে তাহা দেখিয়া অনেক অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহের নামে এক প্রকার ভয়ের সঞ্চার হয়, তাঁহারা বিবাহকে পরাধীনতার অপর নাম মাত্র মনে করেন। এই উভয় ভাবের কোন ভাব যদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বালক বালিকাদিগের মনে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে সুমহৎ অমঙ্গল মনে করিতে হইবে। দাম্পত্য সূত্রে বদ্ধ হইতে হইলে পরস্পরকে যে পরাধীনতা স্বীকার করিতে হয় তাহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত এবং তাহা পরস্পরের পূর্ণতা প্রাপ্তির পক্ষে সাহায্য করিয়া থাকে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বিবাহকে পৈতৃক ঋণ মোচনের উপায় স্বরূপ জ্ঞান করিতেন এবং ইহাকে ধর্ম্ম কর্ম্মের

মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন; আমরাও ইহাকে ঈশ্বরাভিপ্রেত ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করি; যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ রূপে আপনাকে ঈশ্বরের কার্য্যে মগ্ন করিতে চায়, কিম্বা যে ব্যক্তি সাধারণ হিতকর কার্য্যে কিম্বা কোন তত্ত্বালোচনাতে রত হইতে চায়, কিম্বা যে ব্যক্তি চিররুগ্ন কিম্বা যে ব্যক্তি সহস্র চেষ্টা সত্বেও নিজ ভরণ পোষণে অসমর্থ, অবিবাহিত থাকা কেবল তাঁহারই পক্ষে মার্জ্জনীয়, অপরের পক্ষে নহে। নর নারীর সহজে দাম্পত্য সূত্রে বদ্ধ হইবার পথে যে সকল প্রতিবন্ধক আছে তাহা দূর করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে নারী জাতির শিক্ষার উন্নতি প্রয়োজনীয়।

বিবাহার্থিনী বিধবাদিগের সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য কি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আমরা যে অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্যের ভেদ করিয়াছিলাম, তাহা অনেকের রুচিকর হয় নাই। আপাততঃ যেন বোধ হয় আমরা স্বার্থপর হইয়া বিধবাদিগের দুঃখ যন্ত্রণার প্রতি উদাসীন থাকিবার ছল অন্বেষণ করিতেছি, কিম্বা এরূপ বিধবাদিগকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয় বলিয়া ব্রাহ্মদিগকে পরামর্শ দিতেছি। এরূপ যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন আমাদের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। সমাজ মধ্যে হিন্দু বিধবাদিগের কিরূপ যন্ত্রণা তাহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? তাহাদের মলিন ও পরিশুষ্ক মুখ এবং পরভাগ্যোপজীবী জীবন দেখিয়া সময়ে সময়ে কাহার না প্রাণে ক্লেশ হইয়াছে! তাহাদের সুখী হইবার কোন উপায় হয় এ বাসনা কাহার না মনে উদিত হইয়াছে? কিন্তু তাহাদের উদ্ধার সাধন করা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষভাবে কর্ত্তব্য নয়, তাহা যেমন হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য সেইরূপ সাধারণভাবে ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য। এবং প্রত্যেক দয়ার কার্য্যই যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকলের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় ইহাও সেইরূপ। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য ছিল। অদ্যাবধি যে সকল বিধবা রমণী ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে কোন আত্মীয় স্বজনের সমভিব্যাহারে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম যুবকদিগের বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে তাঁহারা এই সদনুষ্ঠান কার্য্যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় যদি আশ্রয় দিতেই হয়, এরূপ গোপনে এক ব্যক্তি বা দুই ব্যক্তির আশ্রয়ে না আসিয়া এতদর্থ একটী সভা স্থাপিত হওয়া উচিত। উক্ত সভাতে ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই থাকিবেন; তাঁহারা বিবাহার্থিদিগের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবেন; তাঁহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিবেন, কোন বিধবা আশ্রয় প্রার্থিনী হইলে তাহার উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিবেন। এরূপ করিলে কোন রমণীর প্রতি কাহারও কোন প্রকার সন্দেহ বা অশ্রদ্ধা জন্মিবার কারণ থাকিবে না। আমাদের দেশের যুবা পুরুষেরা কি করেন? বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রত্যেক প্রধান প্রধান সহরে বিধবাদিগের সাহায্যার্থ সভা আছে, সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এতদর্থ একটী সভা স্থাপিত হইতেছে, বঙ্গদেশের সমাজসংস্কার প্রিয় যুবকেরা কোথায়? নিরবচ্ছিন্ন সমাজসংস্কারকে ব্রাহ্মসমাজ পরমপদার্থ মনে করেন না; মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ এ সকল কার্য্যে বিশেষ ভাবে রত হইতে পারেন না? দেশের অপরাপর যুবকেরা পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা কিছু করুন না কেন?

বিপক্ষ ও স্বপক্ষ।

বিপক্ষ ও স্বপক্ষগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজসম্বন্ধে সচরাচর কি বলিয়া থাকেন তাহা সভ্যদিগের জানা উচিত এই জন্য আমরা যত দূর লোকের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। বিপক্ষেরা বলিয়া থাকেনঃ—

১। তোমরা অকৃতজ্ঞ; লোকের সহিত মত-বিরোধ হয় ইহা আমরা বুঝি, কিন্তু মত বিরোধ হইলে যে ভদ্রলোককে ভদ্রভাবে ব্যবহার করা যায় না, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। তোমরা শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে মত বিরোধের জন্য যেরূপ আক্রমণ করিয়াছ, দেখিলে বোধ হয় লোকগুলি যেন ভদ্রলোকশ্রেণী গণ্য নয়। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের জন্য যে একসময় প্রাণপণ করিয়া খাটিয়াছেন, তাহা তোমরা ভুলিয়া গেলে; তাঁহারা যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে এত দূর বিস্তৃত ও উন্নত করিয়াছেন, সেজন্য তোমরা কৃতজ্ঞ হইলে না; ইহাঁদের নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে না. তোমাদের অনেকে যে একসঙ্গে ইহাঁদের সহিত এক পরিবারে ছিলে সে বন্ধুত্বের মুখাপেক্ষাও করিলে না। যাহারা এতদূর অকৃতজ্ঞ ও যাহাদের কার্য্য এতদূর ভদ্ররুচি বিরুদ্ধ তাহাদের কার্য্যের মূলে যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য আছে এরূপ বোধহয় না, বোধহয় তোমরা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া কার্য্য করিতেছ। বিদ্বেষীদিগের কার্য্যে কাহার শ্রদ্ধা হইতে পারে?

উত্তর। বিরাগ তিন কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে; (১ম) কোন প্রকার দূষিত মত দেখিয়া (২য়) কোন প্রকার দুশ্চরিত্রতার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া (৩য়) স্বার্থের ক্ষতি বা কোন প্রকার অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া। তৃতীয় কারণোৎপন্ন বিরাগকেই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বলা গিয়া থাকে। সাধারণ সমাজে যে শত শত লোক যোগ দিয়াছেন ইহাঁদের সকলের পক্ষে এরূপ কারণ থাকা সম্ভব নয়। অদ্যাবধি প্রকাশ্য পত্রে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যত কিছু লিখিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দুশ্চরিত্রতার উল্লেখ করিয়া কেহ নিন্দা করে নাই; তাঁহাদিগকে দুশ্চরিত্র লোক বোধে কেহ কখনও ঘৃণা প্রকাশ করেন নাই সুতরাং এ বিরাগ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তও নহে। ইহা প্রথম কারণ জনিত বিরাগ। অর্থাৎ দূষিত মত নিবারণের জন্য বিরোধ। তবে যদি পরে কাহারও কাহারও তাঁহাদের প্রতি ক্রোধের উদয় হইয়া থাকে তাহা তাঁহাদের আচরণের দোষে। তাঁহারা এই মতভেদ নিবন্ধন বিপক্ষদিগকে অতি

হের ও ঘৃণিত লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা প্রকার ভদ্র রুচি বিরুদ্ধ ও কল্পিত দোষারোপ করিতে ক্রটী করেন নাই। কিন্তু এই বিরোধের মূলে প্রবিষ্ট হইলে সত্য রক্ষার চেষ্টা দেখা যায়। যাহারা বিশ্বাস করে, তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের ঘোরতর অকল্যাণ ও সমাজের সুমহৎ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহারা কিরূপে উদাসীন থাকিবে? বিবাদের সময় কৃতজ্ঞতা বা ভক্তি প্রদর্শনের প্রত্যাশা করা উচিত নয়, যদি কাহারও মধ্যে ভক্তি বা কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত কিছু থাকে তাহার আদর বিবাদের প্রখরতা হ্রাস হইলেই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২য়। তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের ধর্ম্ম ভাব নাই। তোমরা ধর্ম্ম চাও না, ঈশ্বরকে চাওনা, কেবল ধর্ম্মের নাম মাত্র উপলক্ষ করিয়া সমাজ সংস্কারাদি লইয়া গোলযোগ করিতে চাও। তোমাদের মধ্যে প্রকৃত ভক্ত ও ঈশ্বর পরায়ণ লোক অতি অল্প। ধর্ম্মপিপাসু আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা যাহাতে যায় এমন বস্তু যদি তোমাদের নিকট না থাকে, কিসের লোভে লোকে তোমাদের নিকট আসিবে? তোমরা কিছুদিন এইরূপে সমাজ সংস্কার, নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন প্রভৃতি লইয়া গোলোযোগ করিবে তৎপরে কর্পূর উবিয়া গেলে যেমন শূন্য শিশী পড়িয়া থাকে সেইরূপ সমাজ, নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রভৃতি পড়িয়া থাকিবে, ধর্ম্মভাব উড়িয়া যাইবে।

উত্তর। এইটীর উত্তর দেওয়া কঠিন; ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে আমাদের অনেক অভাব আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। আমরা যাহাকে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি বলি তাহা যে আমাদের অনেকে এখনও প্রাপ্ত হন নাই তাহা জানি, কিন্তু তাহা বলিয়া কি সত্যের মূল্য কমিয়া যাইবে কিম্বা সত্যের অগৌরব করিতে হইবে? আমরা সত্য বলিয়া যাহাকে প্রতীতি করিয়াছি তাঁহাই অবলম্বন করিয়াছি, যদি প্রার্থনা সহকারে কৃপাময়ের কৃপার উভয় নির্ভর করিয়া চলি তিনি আমাদের কোন অভাব অপূর্ণ রাখিবেন না।

৩। তোমাদের মধ্যে একজন পথ প্রদর্শক মহাত্মা নাই, তোমরা সমাজ বন্ধন করিবে কিরূপে? স্বাধীন চিন্তা ও বিবাদ বিসম্বাদের স্রোতে তোমাদের সমুদায় চেষ্টা ভাসিয়া যাইবে।

উত্তর। আমাদের মধ্যে যে একজন মহাপুরুষ নাই ইহা আমরা পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করি, ঈশ্বর করুন আরও অন্ততঃ ২০।৩০ বৎসর কোন মহাপুরুষ দেখা না দেয়। কারণ তাহা হইলে আমরা যে সুন্দর উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছি তাহার ব্যাঘাত ঘটিবে, আবার লোকের স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ হইবে, এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধ্যে কুসংস্কার সকল প্রবিষ্ট হইবে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা অপর কোন প্রকার সদনুষ্ঠান না হউক যদি এই মাত্রও প্রমাণিত হয় যে কোন এক ব্যক্তিকে মধ্য বিন্দু না করিলেও সমাজ বন্ধন করা যায় এবং সকল প্রকার কার্য্য সুচারুরূপে চালান যায়, তাহা হইলেও ইহা দ্বারা ধর্ম্ম জগতের সুমহৎ মঙ্গল সাধিত হইবে।

৪র্থ। তোমরা কেবল সমাজ সংস্কারেই উৎসাহী। ধর্ম্মবিহীন সমাজ সংস্কারে কুফলই ফলিয়া থাকে; তোমাদের মধ্যে নানা প্রকার সামাজিক পাপ ও অপবিত্রতা প্রশ্রয় পাইবে এবং তোমরা কালে ব্রাহ্মসমাজের নামকে কলঙ্কিত করিবে।

উত্তর। আমরা ধর্ম্ম বিহীন সমাজ সংস্কারের জন্য ব্যস্ত একথা বলিলে আমাদের প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়; আমরা ব্রাহ্মের কি পারিবারিক কি সামাজিক কোন কার্য্যকেই ধর্ম্ম বিহীন হইয়া করা উচিত মনে করি না। পাপের প্রতি আমাদেরও বিজাতীয় ঘৃণা এবং আমরা তাহাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া উচিত মনে করি না। সুতরাং এআপত্তার মূল নাই।

স্বপক্ষেরা বলেনঃ—

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ কল্যাণের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম হইয়াছে। যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে "মহাপুরুষবাদ" "মধ্যবর্ত্তিবাদ" প্রভৃতি দূষিত মত সকল লব্ধপ্রবেশ হইবার উপক্রম করিতেছিল সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে এই নূতন আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যাহারা বহুসংখ্যক অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গ্রন্থ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই আবার অভ্রান্ত গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্র মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন সুতরাং এসময়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মগ্রহণ ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা বলিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শুনিলে আনন্দ হয় যে নিজ সমাজ গঠন বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের ক্ষুদ্র মহৎ সকলেরই সমান অধিকার। ইহাতে গুণ ও ধর্ম্মের আদর রক্ষিত হইবে অথচ সকলে স্বাধীনভাবে মিলিয়া নিজ সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতে পারিবেন। এক ব্যক্তির উক্তি দশ ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া গ্রহণ করিবে না, এক ব্যক্তির মতানুসারে সমাজ উঠিবে বসিবে না, কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি বল, চরিত্র বল ও ধর্ম্ম বল আছে তিনিই প্রতিষ্ঠা ভাজন হইবেন। এইরূপ প্রণালীই ব্যক্তিগত উন্নতির ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশলের সম্পূর্ণ অনুকূল।

তৃতীয়তঃ পরের সহিত বিরোধ ঘুচিলে লোকে যেমন ঘরের উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করে; সেইরূপ বিবাদ যখন নিরস্ত হইবে তখন সভ্যগণের দৃষ্টি নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি পতিত হইবে; তখন ঈশ্বর কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সহস্র সহস্র নরনারীর ধর্ম্মতৃষ্ণা নিবারণের উপায় স্বরূপ হইবে।

ফল কথা এই অধিকাংশ ব্রাহ্মের আমাদের সহিত হৃদয়ের যোগ আছে, আমরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিতে অগ্রসর তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন কিন্তু আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার ক্ষেত্রে নূতন ব্রতী বলিয়া আমাদের প্রতি অদ্যাপি তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা জন্মে নাই। এরূপ বিশ্বাস ও আস্থা কাল সাপেক্ষ।

উপসংহার কালে একটী বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কাহারও কাহারও এরূপ সংস্কার যে সাধারণ

ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ভক্তিকে হেয় বলিয়া মনে করেন। এরূপ সংস্কার অমূলক, ভক্তি ভিন্ন ধর্ম্মসাধনের পথে উপাদেয় বস্তু আর কি আছে? যাঁহারা মনে করেন শুষ্ক জ্ঞানে, বা নীরস আরাধনাতে, বা ঈশ্বর প্রীতি বিহীন অনুষ্ঠানে, মানবের আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তি হয়, তাঁহাদের ন্যায় ভ্রান্ত আর কে? যে প্রগাঢ় প্রীতি ভক্তিনাম ধারণ করে তদ্ব্যতীত কে আর পরমেশ্বরকে জীবের নিকটে আনিয়া দিতে পারে? বলিতে কি, আমরা ধর্ম্ম সাধনের যে কিছু উপায় অবলম্বন করি, ভক্তি লাভে সমর্থ হওয়া সে সকলেরই উদ্দেশ্য। সরোবরে জল আছে কিন্তু জল দেখিলেই যেমন কাহারও শরীরের তাপ দূর হয় না, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা পরমেশ্বরকে জানিলে পাপীর পাপযন্ত্রণা নিবারিত হয় না। মানবাত্মার মুক্তি ও শান্তি লাভের জন্য ব্রহ্মরূপ সরোবরে নিমগ্ন হওয়া চাই। ভক্তি ভিন্ন কে আর সংসারাসক্ত হৃদয়কে সেই অমৃত সিন্ধুতে নিমগ্ন করিতে পারে? অতএব আমরা ভক্তির প্রতি পক্ষ নই, বরং ভক্তি প্রার্থী হইয়াই আমরা প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া থাকি।

ব্রহ্মই ব্রাহ্মের শাস্ত্র।

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষ মিতি, অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে,"

ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ, সামবেদ অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দো জ্যোতিষ এ সমুদায় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা যদ্দ্বারা সেই অবিনাশী পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

সকল দেশেই ধর্ম্মশাস্ত্রের আদর দেখা যায়; কোন কোন গ্রন্থ দেশ বিশেষে ও সম্প্রদায় বিশেষে অভ্রান্ত ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছে। অবোধ লোকে এই সকল গ্রন্থের উক্তি সকলকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, এবং এই সকল উক্তির অনুসারে কার্য্য করাকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করে। যতদিন মনুষ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমেশ্বরের পূজা করিবার এবং পরমেশ্বরকে ভক্তি করিবার অধিকার না পায় ততদিন ঐ ভ্রম দূর হয় না। যখন মনুষ্য ঈশ্বরকে জানে তখন ইহাও বুঝিতে পারে যে এ সমুদায় শাস্ত্র ধর্ম্ম জগতের অতি সংকীর্ণ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। ইহার যুক্তি আছে; ধর্ম্ম শাস্ত্র কি? না, যুগে যুগে ঈশ্বরপ্রেমিক লোক সকল অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়া সময়ে সময়ে যে সকল সত্য বা যে সকল ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার কতিপয় সংগৃহীত হইয়া গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহারই নাম ধর্ম্মগ্রন্থ? কিন্তু ঈশ্বর সম্মুখীন হইলে মানবাত্মার ভাব সাগরে যত তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে বা উত্থিত হইতে পারে, তাহার সমুদায় কি কোন গ্রন্থে নিবদ্ধ করা সম্ভব? কখনই নহে। সুতরাং সমুদ্র হইতে আনীত জলে পূর্ণ একটী কলস দেখিয়া তাহাকে সমুদ্র বলিলে যেরূপ ভ্রম হয়, এক একখানি ধর্ম্ম গ্রন্থকে সকল ধর্ম্মের আকর বলিলেও সেইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বচক্ষে সমুদ্র দর্শন করিয়াছে সে যেমন জল কলস দেখিয়া উপহাস করিয়া থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি সকল ধর্ম্মভাবের উৎসস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইয়াছে, সেও ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে ধর্ম্মের আকর বলিলে উপহাস করিয়া থাকে। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে।

"যাবানর্থ উদ পানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥"

"চতুর্দ্দিক জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইলে, সামান্য পল্বলের জলে লোকের যে প্রয়োজন, পরমেশ্বরকে যিনি জানিয়াছেন, সমুদায় বেদেও তাঁহার সেই প্রয়োজন।" উদাহরণ স্বরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামায়ণে যে স্থলে রাজ্ঞী কৌশল্যা পুত্রশোকে পাগলিনী প্রায় হইয়া শোক করিতেছেন, সেই স্থানের বিষয় স্মরণ কর। বাল্মীকির সেই বর্ণনাটী দুইজন রমণী পাঠ করিতেছেন। তাঁহাদের একজন অদ্যাপি পুত্রমুখ দর্শন করেন নাই আর একজন নিজে পুত্র শোক বিধুরা। যিনি অদ্যাপি মাতৃপদে অভিষিক্ত হন নাই, এবং বাৎসল্যের মর্ম্ম অদ্যাপি অবগত নহেন, তাঁহার নিকট কৌশল্যার উক্তিগুলি বাৎসল্যের সম্পূর্ণ আদর্শরূপে গণ্য হইতে পারে, কিন্তু পুত্রশোকাতুরা মাতার নিকট সেরূপ নহে; তিনি জানেন যে দুর্ব্বিসহ অপত্য বিয়োগজনিত দুঃখের দুই একটী ভাব মাত্র কবি প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আরও অনেক এরূপ ভাব আছে যাহা কবি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগের সুখ যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার স্বরূপ মাধুর্য্য দর্শনে যাঁহাদের প্রেমসিন্ধু সময়ে সময়ে উথলিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট মনুষ্য প্রণীত ও গ্রন্থ বিশেষে নিবদ্ধ বচনাবলী কখনই সম্পূর্ণ শাস্ত্র রূপে গৃহীত হইতে পারে না। পক্ষীর শাবক যত দিন কুলায় মধ্যে নিহিত থাকে, নিজ আবাস কোটরের অতিরিক্ত কিছু জানে না, নিজ আবাস তরুর চতুর্দ্দিকস্থ কয়েকটী পদার্থ ভিন্ন কিছু দেখে না, তত দিন তাহার মনের এক প্রকার ভাব থাকে, কিন্তু যখন তাহার পক্ষপুটে বলের সঞ্চার হইয়া সে নিজ কুলায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীর সহিত গগণমার্গে পরিভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হয়, যখন সে প্রভাতকালে শূন্য দেশে উঠিয়া একদিকে নবোদীয়মান তরুণ তপনের কিরণমালা, অপরদিকে বহুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্র রাজি দৃষ্টিগোচর করিতে থাকে তখন তাহার আর এক প্রকার ভাব উপস্থিত হয়; তখন তাহার হৃদয়ের উচ্ছসিত আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ সুস্বর লহরী আপনাপনি কণ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হইতে থাকে। সেইরূপ মানবাত্মা যতদিন পরমেশ্বরের সহবাসসুখ লাভ করে না সেই অনন্তের ভাবে আপনাকে নিমগ্ন করিতে শিক্ষা করে না ততদিন গ্রন্থ, সাধু, অবতার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলায় মধ্যে বাস করে, কিন্তু একবার পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ কার লাভ করিলে তাহার অন্তরে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

"সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে সমুদায় হৃদয়

গ্রন্থি ভেদ হয়। সকল প্রকার সংশয়ের অপনোদন হয়, এবং কর্ম্ম সকলেরও ক্ষয় হয়।"

ব্রহ্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম সাধকের শাস্ত্ররূপে পরিণত হন। তখন নিজ পাপ পুণ্যের বিচারার্থ গ্রন্থ বা লোকের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না; কিম্বা বিবেককে শুষ্ক যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে হয় না। ঈশ্বরের জীবন্ত, প্রাণপ্রদ ও পবিত্র সত্তার মধ্যে অবগাহন করিয়া আত্মা একপ্রকার নূতন বিশ্বাস ও নূতন ভাব লাভ করে এবং তখন বিবেকের প্রত্যেক বিধি নিষেধের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা অনুভব করিতে থাকে। এই অবস্থায় উপনীত হইলে, অপরাধ করিয়া লোকে জানিলে কি ভাবিবে, লোকে এ পাপকে গুরু পাপ ভাবে কি না? এসকল চিন্তাই উদিত হয় না। আমার প্রিয়তম পরমেশ্বরের চক্ষে হীন ও মলিন হইলাম, এই গভীর ক্ষোভেই হৃদয় আকুল হইয়া উঠে। উপাসনা করিব কি ব্রহ্মের তিরস্কার প্রাণকে অধীর করিয়া তোলে। ব্রহ্মকে এইরূপে আপনার শাস্ত্র ও ধর্ম্ম গ্রন্থরূপে যিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক তিনিই প্রকৃত বিশ্বাসী।

ধর্ম্মপ্রচার

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সার মর্ম্ম।

যখন কোন মৃত জীবের শব শ্মশান মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন প্রায় দেখা যায় যে শকুনি গৃধিনী প্রভৃতি বিহঙ্গম সকল দলে দলে সেই স্থানে সমাগত হইতেছে। কে এত গুলি পক্ষীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে? কে তাহাদিগকে এই ঘটনার সংবাদ দেয়? দেখিতে পাই যে পক্ষীটী আসে সেইত অনন্যমনা হইয়া উদর পূরণে রত হয়, সে আর গৃহের অভিমুখে যায় না; তবে অন্য পক্ষীরা সংবাদ পায় কিরূপে? এইরূপ যে সরোবরে মৎস্যের সংখ্যা অধিক সেখানকার জলে যদি কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য নিক্ষেপ করা যায় দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে বহু সংখ্যক মৎস্য সমাগত হয় এবং আনন্দে আহার ও ক্রীড়া করিতে থাকে। এত গুলি মৎস্যকেই বা কে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে? কেহই নিমন্ত্রণ করে না। পক্ষীগুলি যেরূপে একত্র হয়, তাহা এই; একটী পক্ষী আকাশে উড়িতে উড়িতে দেখিল যে অপর দুইটী পক্ষী তন্মনস্ক হইয়া এক স্থানে বসিয়া আছে, ভাবিল এখানে নিশ্চয় কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য থাকিবে, সে তৎক্ষণাৎ অবতরণ করিল। যাই আনা অমনি সে ও বসিয়া গেল, আর যাইতে চায় না। কি ঘোর আসক্তি প্রহার করিলেও নড়ে না। যে স্থানে দুইটী ছিল, সেখানে দশটী হইল, যেখানে দশটী ছিল, সেখানে বিশটী হইল; এইরূপে দেখিতে দেখিতে সমুদায় শ্মশানটী পূর্ণ হইয়া গেল। মৎস্য গুলিও এই রীতিতে একত্র হয়। আবার যখন তাহাদের আহারের দ্রব্য শেষ হয় তখন আর তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না। দুই একটী পক্ষীর মুখ পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়াছে, দুই একটী উড়িয়া বৃক্ষের শাখায় বসিতেছে, দেখিবামাত্র যে সকল পক্ষী তখনও পথে আসিতেছিল ভাবিল ইহারা যখন ফিরিয়াছে তখন বোধ হয় আর গিয়া কোন ফল নাই; তাহারা পথ হইতে ফিরিল এবং নির্জ্জন শ্মশান পুনরায় নির্জ্জন হইয়া রহিল। পুষ্করিণীতে ও দেখা যায় যে মনুষ্য কৌতুক দেখিবার জন্য কখন কখনও জলে শব্দ করিয়া থাকে, শব্দ করিবা মাত্র মৎস্য গুলি মনে করে বুঝি কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য মিলিবে, অমনি ধাবিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হয়, কিন্তু উপস্থিত হইয়া যখন দেখে যে আহারের দ্রব্যের সহিত কোন সম্পর্ক নাই কেবল শব্দমাত্র; তখন আবার যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে প্রতি নিবৃত্ত হয়। যদি সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করা যায় ধর্ম্ম প্রচারের ও প্রণালী এই। যখন দশ জন লোক বাস্তবিক কোন প্রকার পরিত্রাণ প্রদ বস্তু পাইয়া নিমগ্ন চিত্তে বসিয়া যায় তখন আর কলরব করিয়া অপর লোককে সংবাদ দিতে হয় না; দেখিলে বুভুক্ষু ও তৃষিত ব্যক্তি মাত্রেরই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। লোকে বলে "চল দেখি দেখিয়া আসি ইহারা কি দ্রব্য পাইয়া একেবারে তদ্গতচিত্ত হইয়া বসিয়া গিয়াছে।" যে আসে সেই এক পার্শ্বে বসিয়া যায় এবং সেই অমৃতাস্বাদনে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে এক এক জন লোকের দ্বারা দলে দলে লোক আকৃষ্ট হয়। এক জন যুবা পুরুষ এইরূপে অমৃতের ভোজে বসিয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী গৃহে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি সমাজের ও লোকের অনুরোধে স্বামীর সঙ্গিনী হইতে পারেন নাই। এক বৎসর গেল দুই বৎসর গেল, পাঁচ বৎসর গেল, স্বামীর দেখা নাই; তখন তাঁহার মনে চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। তবে ত কেবল বালকের ক্রীড়া নয়, তবে ত সাময়িক উষ্ণতা মাত্র নয়, দেখি দেখি কি অপূর্ব্ব বস্তুর আস্বাদন পাইয়া স্বামী এতদিন বিলম্ব করিতেছেন। দেখিতে আসিয়া তাঁহার ও বিপদ ঘটিল! সেই অমৃতের আস্বাদন পাইয়া তাঁহার ও প্রাণ ভুলিয়া গেল। জননী ভাবিলেন কি আশ্চর্য্য দশ দশ বৎসর চলিয়া যায়, সন্তান আমার এই আকর্ষণ ভুলিতে পারিল না তবে বুঝি বাস্তবিক এখানে আস্বাদনের বস্তু কিছু আছে। যাই একবার দেখিয়া আসি; এই বলিয়া দেখিতে আসিয়া মাতাও ভুলিয়া গেলেন। এইরূপে ধর্ম্ম আপনাআপনি প্রচারিত হয়। তবে কথা এই তাহার মধ্যে মানবের ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় এমন কোন বস্তু থাকা চাই। তদভাবে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মহা গোলোযোগ করিলেও ধর্ম্ম প্রচার হইবে না। জলাশয়ের জল সঞ্চালন করিলে মৎস্যগণ সমাগত হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম প্রচারের সোর গোল শুনিয়া জগতের ধর্ম্ম পিপাসু আত্মা সকল প্রথমে ধাবিত হইয়া আসিবে, কিন্তু আসিয়া যখন দেখিবে যে গণ্ডগোলই সার অন্তরে কোন বস্তু নাই তখন আর তাহাদিগকে কে বাঁধিয়া রাখিবে?

এখন এখানকার উপাসক মাত্রকেই একটী প্রশ্ন করি। এই যে আমরা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছি, এই যে আমরা উপাসনার্থ সপ্তাহে সপ্তাহে এখানে একত্র সমাগত হইতেছি এখন সকলে নিজ নিজ হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলুন দেখি, এই সকল কার্য্যে তাঁহারা এরূপ অনুভব করেন কি না যে বাস্তবিক একটী পরম বস্তু লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যে ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন তাহার

মধ্যে প্রধান ইচ্ছা কি? পরের উপকার হউক বা নিজের আত্মার কল্যাণ সম্পত্তির জন্য তাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়? এই সকল কার্য্যে তাঁহাদের আত্মা তন্মনস্ক কি না? তাঁহারা আপনাদিগকে লাভবান মনে করিতেছেন কি না? ভ্রমর যেমন মধু পাইলে পুষ্পের উপর নিমগ্ন হইয়া বসে, সেইরূপ তাঁহাদের মন নিমগ্ন হইয়া বসিয়াছে কি না? যদি না বসিয়া থাকে তবে আর জল সঞ্চালন করিয়া মৎস্য ডাকিবার ফল কি? যাহারা আসিলে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিতে পারিব না তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য নয়।

যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিলাম কেন? আমার উত্তর এই; যখন ঈশ্বর কৃপায় আমার ধর্ম্মক্ষুধা প্রবল হইল, যখন অনুতাপের অশ্রুধারা আমার হৃদয়কে সিক্ত করিতে আরম্ভ করিল, তখন আমি আমার আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণাতে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইলাম। আসিয়া দেখি এখানে কতকগুলি লোক বসিয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগকে বড় তন্মনস্ক দেখিলাম। তাঁহাদের ভাব ভঙ্গীতে বোধ হইল তাঁহারা সেই বস্তু লাভ করিয়াছেন। তখন বলিলাম, "ভাই তোমাদের পার্শ্বে আমার জন্য একটু স্থান কর, আমিও এইখানে বসিব। আমরা যখন বসিয়াছিলাম তখন অল্প সংখ্যক লোক; কিয়ৎকাল পরে পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি যাত্রা মহোৎসবাদিতে যেরূপ লোক বসিয়া যায় সেইরূপ শত শত ব্যক্তি বসিয়া গিয়াছে। এইত জানি প্রচার। বল ব্রাহ্ম! তুমি পরমেশ্বরের উপাসনা রূপ মহামন্ত্র পাইয়া এরূপ মনে কর কি না যে তুমি পরম বস্তু পাইয়াছ; ইহাতে তোমার মন প্রাণের লয় হয় কি না? তোমার ইষ্ট দেবতা নিরাকার বলিয়া কি তুমি তাঁহার চরণে নিমগ্ন হইয়া বসিতে পার না? তবে নাস্তিক যারা, সংশয়ী যারা, পৌত্তলিক যারা, তাহারা কি দেখিয়া তোমার পার্শ্বে বসিবে? তোমার উদরপূর্ত্তি যখন হইল না তখন ক্ষুধিত ও তৃষিত লোক কি দেখিয়া তোমার নিকট আসিবে? ধর্ম্মসাধন পরের জন্য নয়, একটা গোলোযোগ করিতে হয় বলিয়া করা নয়, তাহাতে তোমার আত্মার জীবন মৃত্যু নিহিত ইহা যতদিন হৃদয়ে অনুভব না করিবে ততদিন তুমি ধর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত নও, এবং সকল প্রকার ধর্ম্ম বালকের ক্রীড়া মাত্র।

গৃহধর্ম্ম। (২)

সন্তান পালন।

প্রেমের প্রথম জগত বিবাহ, দ্বিতীয় জগত সন্তানের মুখ দর্শন। নিতান্ত স্বার্থপর যে ব্যক্তি এই উপায়ে জগদীশ্বর তাহাকেও নিঃস্বার্থ করেন।

শিশুরা আমাদিগকে বেতন দেয় না অথচ ভৃত্যের ন্যায় খাটিয়া মরি; আমাদের সহস্র অসুবিধার দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই, কিন্তু তাহাদের একটু অসুবিধা সহিবে না। কি চমৎকার দাসত্ব! কেনই বা এ দাসত্ব করি?

তাহারা যখন আমাদের ঘরে খেলিয়া বেড়ায় বোধ হয় আমরা এবং আমাদের যাহা কিছু আছে, যে সমুদায় তাহাদেরই জন্য। অগ্রে তাহাদের সুখ ও সুবিধার স্থান রাখিয়া তৎপরে আমাদের সুখ ও সুবিধার রেখা পাত করিতে হয়।

যে ঘরে ক্রোধশীল পিতা মাতা সে ঘরে শিশুর মন ক্রীড়া করিতে পায় না; মৎস্য না খেলিলে যেমন বাড়ে না বালকের মন ও তেমনি না খেলিলে বাড়ে না।

সুবোধ ও বাধ্য সন্তানের সমাজ মধ্যে বড় প্রশংসা; কিন্তু তাহাকে সুবোধ ও বাধ্য করিতে গিয়া যে অনেক সময় কঠোর শাসন দ্বারা তাহার ভাবী মনুষ্যত্বলাভের পক্ষে ব্যাঘাত করিয়া রাখা হয় তাহা অনেকে ভুলিয়া যান।

সন্তান খেলিতেছে ডাকিলাম আসিল না, একটী দ্রব্য আনিতে বলিলাম আনিল না, ইহা তত দুঃখের বিষয় নয়; কিন্তু অপর একজন ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া তার দুঃখ হইল না; একটী কাজ করিয়া সে সত্য বলিতে সাহসী হইল না; একটী অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া বা নিজে করিয়া দুঃখিত হইল না, ইহা সত্য শোচনীয় বিষয়।

মিষ্ট কথা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, সর্ব্বোপরি পিতামাতার সাধুতা শিশুদিগের শাসন ও শিক্ষার সর্ব্ব প্রধান উপায়।

একজন পিতা বালককে মিথ্যা কথার জন্য প্রহার করিলেন তৎপরদিন তাহারই সমক্ষে একজন চাকরকে একটী মিথ্যা বলিতে শিখাইয়া দিতেছেন। তাঁহার প্রহারের ফল কোথায় রহিল! অনেক মূর্খ পিতা মাতা নিজেরা যে দোষে দোষী, সন্তান দিগকে সেই দোষের জন্য শাস্তি দিয়া থাকেন; ইহা অপেক্ষা অধিক মূর্খতা কল্পনা করা যায় না। নিজে অগ্রে সংশোধন করিয়া পরে সংশোধন করিতে বলিতে হয়।

শাসনের ভিত্তি শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার ভিত্তি চরিত্র, যে জনক জননীর চরিত্রের উপর সন্তানের শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদিগকে বড় অধিক কাল সন্তানদিগকে শাসন করিতে হয় না।

পরিবারের কোন লোক একটী পরের দ্রব্য অন্যায় পূর্ব্বক আনিয়াছে দেখিয়া একজন গৃহস্থ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, মনের ক্লেশে স্নান আহারে সুখী হইলেন না, এবং যতক্ষণ সেই দ্রব্যটী তাহাকে দিয়া আসা না হইল ততক্ষণ তাঁহার ক্লেশ গেল না; এরূপ একটী দৃষ্টান্ত সহস্র মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গৃহিণী দাস দাসীর প্রতি অতি অভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং সন্তানেরা দেখিল যে তিনি গোপনে স্নীর হইয়া তাহাদিগের নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছেন ও মিষ্টভাষায় সান্ত্বনা করিতেছেন, ইহাতে যে সৌজন্য শিক্ষা দেওয়া হইল মৌখিক উপাদেশে তাহা সম্ভব নয়। গোবৎসটীকে আবশ্যক মত মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া পিতা আসিয়া নিতান্ত ক্লেশ পাইলেন, বিরক্তির সীমা পরিসীমা রহিল না, তাহাকে খুলিয়া মাতৃদুগ্ধ পান করাইয়া তবে ছাড়িলেন, ইহাতে পশুদিগের প্রতি যেরূপ দয়া শিক্ষা দেওয়া হইল মৌখিক উপদেশে হইত না। এই জন্যই বুদ্ধি-

মান লোকে বলিয়া থাকেন, শিশুর উপদেশ পিতামাতার জীবনে।

ক্রোধ পরায়ণ হইলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয় অতএব শিশুকে শাসন করিতে ক্রোধ পরবশ হইবে না, যতক্ষণ ক্রোধ থাকিবে ততক্ষণ শাসন করিবে না। সন্তানকে প্রহার না করিয়া তাহার প্রিয় বস্তু হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিলে অধিক শাসন হয়। "তুমি যদি এমন কর্ম্ম কর তোমার পুতুল-গুলি কিম্বা ভাল কাপড়খানি দুইদিন কাড়িয়া রাখিব।" বালকের পক্ষে এবড় শাস্তি।

সন্তানের বিবেককে পদদলিত করিয়া অনেক পিতা মাতা জন্মের মত তাহার শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হন। যে কার্য্য সন্তান সৎবলিয়া জানে বলপূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত, কিম্বা যাহা অসৎ মনে করে বলপূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত করা কর্ত্তব্য নয়।

যে গৃহে সদ্ভাব ও ভালবাসার গুণে শিশুগণ পিতা মাতার বশীভূত; চরিত্রের মহত্ব দেখিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানগণ অনুগত, সেই গৃহই সচ্চরিত্রের প্রধান শিক্ষাস্থল।

পিতা মাতা সন্তানের সমক্ষে পরস্পরের সহিত কোন প্রকার ব্রীড়াজনক আমোদ প্রমোদ করিবেন না; কারণ জনক জননীর বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাবই শিশুদের দেখা উচিত।

জনক জননীর অন্তরে যদি প্রকৃত সাধুতা থাকে, সন্তানদিগের বয়স হইলেই প্রায় সেই সাধুতা তাহাদিগের হৃদয় মনের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করে; তবে কুসঙ্গ হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখা উচিত।

চরিত্র সম্বন্ধে যেমন ঈশ্বর পরায়ণতা সম্বন্ধেও সেইরূপ। যার চরিত্রের মূলে ঈশ্বরপ্রেম নাই সে "ঈশ্বর ঈশ্বর" করিলে বালক বালিকা ঈশ্বর বিদ্বেষী হইয়া বর্দ্ধিত হয়; যিনি প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক তাহার প্রাত্যহিক দিনের ভজন সাধন দেখিয়া সন্তানেরা আপনা আপনি ঈশ্বরকে প্রীতি ভক্তি করিতে শিক্ষা করে। সন্তানেরা যেন গৃহের মধ্যে নিষ্ঠা ভক্তি ও ঈশ্বর-প্রেম দেখিতে পায়।

সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার সময় কেবল মাত্র অর্থকরী বা সুখে জীবন যাপনের উপযোগী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবে না। যদি আমার পুত্র উপার্জ্জনশীল হয়, কিন্তু পত্নীর প্রতি অনুরাগ বিহীন, সন্তানদিগের প্রতি সমুচিত স্নেহ বিহীন, দাসদাসীর প্রতি কর্কশ, নিজের হৃদয় মনের উন্নতির প্রতি উদাসীন, আত্মার সদ্গতির প্রতি অন্ধ, ও স্বার্থের জন্য পরের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিহীন হয়, তবে যে শিক্ষা দ্বারা সে এ প্রকার হইয়াছে তাহাকে নিতান্ত শোচনীয় মনে করিব। যদ্দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ হয়, এবং জীবনের সমুদায় কর্ত্তব্যকে প্রিয়জ্ঞান হয় এইরূপ শিক্ষাই প্রার্থনীয়।

পিতা মাতার প্রার্থনা।

বিশ্বের জনক জননী! তুমি যে ভালবাসার বস্তু গুলি দিয়া আমাদের ক্রোড় পূর্ণ করিয়া দিয়াছ, এবং যাহাদিগের রক্ষা, পালন ও শিক্ষার ভার আমাদের হস্তে নিহিত করিয়াছ, তাহাদিগকে লইয়া আমরা চিন্তিত হইয়াছি। যত দিন ইহারা জন্মগ্রহণ করে নাই, আমরা দুই জনে পরস্পরের সুখই অন্বেষণ করিতাম, এত চিন্তার কারণ ছিল না। এখন তোমার প্রেরিত প্রহরী স্বরূপ সন্তানগুলি চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করাতে আমরা ভাবিত হইয়াছি। আমাদের চরিত্রের যে অসাধুতা আছে, হৃদয় মনে যে অপবিত্রতা আছে, তাহাত আর আমাদের চরিত্রে বদ্ধ থাকিবে না; আমরা অসাধু বা অপবিত্রভাবে একটী দৃষ্টিপাত করিলে যে সে দৃষ্টি ইহাদিগকে নরকের পথে অগ্রসর করিবে। প্রভো! ইহাদিগকে শিক্ষা দিব কি আপনাদিগকে লইয়াই আমরা সশঙ্কিত হইয়াছি। আমরা দুর্ব্বল, আমরা শাসন করিতে গিয়া ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারি না। ভয় হয় পাছে আমাদিগের দ্বারা এই সকল অবোধ বালক বালিকার আত্মার অবনতি হয়। হে সিদ্ধিদাতা! এই সময় আমাদের সহায় হও, যে কর্ত্তব্যভার আমাদিগের মস্তকে দিয়াছ আমাদিগকে তাহার উপযুক্ত কর; আমাদিগকে ধৈর্য্য দেও, সাধুতা দেও, যে আমরা ইহাদিগের পালন ও শিক্ষা কার্য্যে সমর্থ হই। জগদীশ! আমাদের প্রাণে যে সকল কণ্টক ফুটিয়াছে, তাহা যেন ইহাদের প্রাণে ফোটে না; আমাদের অনুতাপ ও অশ্রু পাতের যে সকল কারণ ঘটিয়াছে তাহা যেন ইহাদের ঘটে না। জগদীশ! যৌবন কালের প্রলোভন ও দুর্ব্বলতা সকল স্মরণ হইলে হৃদয় কম্পিত হয়, কৃপা কর যেন আমাদের হৃদয়ের প্রিয়ধন গুলি সে বিপদ হইতে রক্ষা পায়। তোমার কৃপাতে ইহারা সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষিত হউক, তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া ইহারা মনুষ্যত্ব লাভ করুক, এবং ইহাদের জীবনে তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

সংবাদসার।

আমেরিকার সংবাদপত্রে একটী অদ্ভুত আরোগ্য সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বফেলো নামক নগরে কুমারী ক্যারী জড্ নামে এক রমণী আছেন। তিন বৎসর গত হইল ঐ রমণী পতিত হইয়া নিজ মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হন। ঐ আঘাত এরূপ গুরুতর হইয়াছিল, যে তন্নিবন্ধন তাঁহার সমুদায় পৃষ্ঠদেশ, জানু পর্য্যন্ত অসাড় হইয়া গিয়াছিল। এমন কি তিনি দুই বৎসর কাল ধরিয়া শয্যাতেই পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না; গায়ে কাপড়ের ভার সহিত না এবং চক্ষে সূর্য্যের আলোক সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার পিতা তাঁহার চিকিৎসার জন্য দুই বৎসর ধরিয়া অনেক সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে এক দিন সংবাদ পাইলেন মিস্ক নামে এক জন বিবী কেবল মাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া অনেক কঠিন রোগে আরোগ্য বিধান করিয়াছেন। তখন তিনি শেষ উপায় স্বরূপ উক্ত বিবীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি আসিয়া দুই এক দিন তাঁহার কন্যার সহিত আলাপ করাতে, কন্যার মনেও বিশ্বাস জন্মিল। তিনি সকল প্রকার ঔষধ বন্ধ করিলেন এবং নির্ভর সহকারে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন, গৃহের অপর সকলেও প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। অবশেষে যে দিন সকলে সমবেত হইয়া প্রার্থনা করা স্থির হইয়াছিল, সে দিন

হঠাৎ কন্যাটী শয্যা হইতে একাকিনী উঠিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দুই বৎসর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই সে কিঞ্চিৎ আয়াসেই উঠিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিল ও নিকটস্থ এক খানি চেয়ারে গিয়া বসিল। দুই চারি দিনের মধ্যে সমুদায় ঘরে বেড়াইতে আরম্ভ করিল; আরও কয়েক দিনে সিঁড়ী দিয়া নীচে নামিল। এখন উক্ত রমণী সহজ লোকের ন্যায় বহুদূর ভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

কলিকাতাতে "প্রোটেষ্টাণ্ট হোম" নামে একটী বাড়ী আছে। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী বারনারীদিগকে তাহাদের গর্হিত পথ হইতে বিরত করিয়া পুনরায় সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই বাড়ীটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে প্রায় ২৩। ২৪ টী স্ত্রীলোক এইরূপে রক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া আসিতেছে। যে সকল রমণী অনুতপ্ত হয় ও নিজ জঘন্য জীবন হইতে উদ্ধার পাইতে চায় তাহাদিগকে এখানে আনা হয়। এখানে তাহারা নানাপ্রকার কার্য্য শিক্ষা করে; পরে কেহ কেহ বিবাহিত হইয়া সমাজ মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট হয়, কেহবা শিক্ষয়িত্রী হইয়া যায়, কেহবা ভদ্র উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই আশ্রমের তত্ত্বাবধায়িকা যিনি, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে তিনি অদ্যাবধি উক্ত ভবনের জন্য সাধারণের নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই; কোন সংবাদপত্রে বা প্রকাশ্য রিপোর্টে নিজের অভাব বিদিত করেন নাই। তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হইয়াছে, পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন! সচরাচর তাহার বন্ধুরাই তাঁহার অভাব জানিয়া আপনা হইতে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি কাহারও নিকট প্রার্থনা করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ৫৫০০০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে, তদ্ভিন্ন মাসে প্রায় ৪০০ শত টাকা ব্যয় হয় এ সমুদায় অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহাকে এক দিনও এক কপর্দ্দক ঋণী হইতে হয় নাই। তাঁহার পরলোক হইলে কে ইহাদিগকে আশ্রয় দিবে জিজ্ঞাসা করাতে, বলিলেন "একাজ যাঁহার কাজ তিনিই রক্ষার উপায় করিবেন।" দুর্ব্বল বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ সাহস করিয়া ঈশ্বরের উপর এতদূর নির্ভর করিতে পারে না। অবিশ্বাসীর যে পথে পদার্পণ করিতে প্রাণ কাঁপে বিশ্বাসী ব্যক্তি সেখানে বালকের ন্যায় হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়।

স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবর্গ নগরে একজন ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের ভবনে এক দিন শনিবার রাত্রে নাচ গান হইতেছিল। তাঁহারা যে গির্জ্জার লোক সেই গির্জ্জার আচার্য্য সেই মধ্য রাত্রে তাঁহার গির্জ্জার এক জন দরিদ্র ও পীড়িত উপাসককে দেখিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সেই সম্ভ্রান্ত ধনীর ভবনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। গৃহের গবাক্ষ দ্বারা আলোক মালা পরিদৃষ্ট হইতেছে, সঙ্গীত, বাদ্য আমোদ কোলাহলের ধ্বনিতে নিশীথ কালের অন্ধকার প্রতিধ্বনি হইতেছে, নৃত্যপরায়ণ যুবক যুবতীর শরীরের ছায়া গৃহের ভিত্তিতে দৃষ্ট হইতেছে। ইহা দেখিয়া উক্ত আচার্য্য সেই গৃহের দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন, ভৃত্যগণ দ্বার খুলিয়া দিল। তিনি একেবারে সেই গৃহের মধ্যে উঠিয়া গেলেন। মুখে একটী শব্দ নাই, কেবল মাত্র গিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই আমোদ তরঙ্গের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। কাহাকেও কোন প্রশ্ন করা নাই, কাহারও প্রতি কোন সৌজন্য প্রকাশ নাই, কেবল মৌনী হইয়া দণ্ডায়মান থাকিলেন। অমনি বাদ্যধ্বনি বিরত হইল, সঙ্গীতের স্বর বিলীন হইল, নৃত্যকর নর্ত্তকীরা স্ব স্ব স্থানে অধোবদনে বসিল, সকলেই অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। আচার্য্য যেমন মৌনীভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তেমনি মৌনীভাবে বাহির হইয়া গেলেন। শুনিতে পাওয়া যায় সেই গির্জ্জার লোকদিগের মনে তদবধি একটী বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়া নূতন ধর্ম্মভাবের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে।" এইরূপ নির্ব্বাক উপদেশই শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

হাবড়া জেলার অন্তঃপাতী আমড়াগড়ী হইতে এক জন লিখিয়াছেন যে, সেখানে "বন্ধু সম্মিলনী" নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়া দুই বৎসর কাল কার্য্য চলিতেছে। অনেক যুবাপুরুষ ইহাতে যোগ দিয়া পানদোষ প্রভৃতি ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইতিমধ্যে এই সভার সাম্বৎসরিক উৎসব হয় তাহাতে মহা উৎসাহের সহিত নগরকীর্ত্তন প্রভৃতি হইয়াছিল। দেশের মধ্যে যে কিছু সদনুষ্ঠান হয় সকলের সহিত আমাদের হৃদয়ের যোগ আছে। যুবকগণের উৎসাহ স্থায়ী হউক।

বিক্রমপুর সম্মিলনী সভা নামে কলিকাতাতে একটী সভা আছে। ঐ সভা বিক্রমপুর মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম ইহাদের যত্নে বিক্রমপুরে কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অন্তঃপুরবাসিনী কুলকন্যাদিগের শিক্ষার জন্য পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দেশ, পরীক্ষা গ্রহণ, পারিতোষিক বিতরণ প্রভৃতি হইয়া থাকে। কিছু দিন হইল ইহারা মহা সমারোহে আপনাদের সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন করিয়াছেন। "ব্রাহ্মপবলিক ওপিনিয়নের" সম্পাদক বাবু ভুবনমোহন দাস, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজ।

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনে অর্থাৎ আমাদের আপীষ বাটীতে ছয় সাত মাস হইল, একটী "রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন উৎসাহী যুবক সভ্য এই বিদ্যালয়ে উপদেশাদি দিয়া থাকেন। এখানে নানা বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকেরা সমাগত হয়। কখনও কখনও আমাদের আচার্য্যগণও উপদেশাদি দিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বিদ্যালয়টীর কার্য্য অবাধে চলিতেছে এবং উদ্যোগ কর্ত্তা-

দিগের ইহার উন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ আছে। "সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়।" এ সকল কার্য্য ঈশ্বরেরই কার্য্য বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে তাঁহার উপর নির্ভর করিলে তাঁহার কার্য্য তিনি সুন্দররূপে চালাইবেন।

এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেনঃ—"ভবানীপুর দক্ষিণ উপনগরীয় ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রায় ২ বৎসর কাল উক্ত সমাজের উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসুর বিশেষ যত্নে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উক্ত সমাজটীর প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন। তৎপরে মান্যবর বাবু কেদারনাথ রায় প্রায় প্রত্যেক সমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনাকার্য্য করিতেন, তাঁহার উৎসাহপূর্ণ উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া ভবানীপুরস্থ অনেক ছাত্র ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন; কিন্তু কেদার বাবু শারীরিক অসুস্থতার জন্য যদবধি উক্ত সমাজে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়াছেন, তদবধি সমাজটী নির্জীবভাব ধারণ করিতেছে।

উপাসনাশীল মানবের জীবনে তিনটী ভাব প্রবল দেখা যায় (১) সত্যনিষ্ঠা (২) ধর্ম্মতৃষ্ণা (৩) ঈশ্বরের উপর ঐকান্তিক নির্ভরের ভাব। উপনগরীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণের জীবনে দ্বিতীয় ভাবটির অভাব দেখা যায়। বলিতে লজ্জা হয় যাঁহারা এই সমাজের নায়ক বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তাঁহারা অনেকে রবিবার প্রাতে সমাজে আসিয়া ১ ঘণ্টা অথবা তদধিককাল "বাজারে চাউলের ভাব কত" ইত্যাদি কথায় অতিবাহিত করেন, সুতরাং বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা "বাজার দর" শুনা অপেক্ষা গৃহে গিয়া অধ্যয়ন করা ভাল বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতেছেন। আবার ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিয়াছে, এরূপ ভাবে থাকিলে সমাজটি যে উঠিয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ।

তাঁহাদের মধ্যে উপাসনার ভাব বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। অতএব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক মহোদয়গণ যদি মধ্যে মধ্যে উক্ত সমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন তবে উক্ত সমাজটি স্থায়ী হইবে আশা করা যায়।"

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এখনও আসাম প্রদেশে বাস করিতেছেন। তিনি এখন শিবসাগরে আছেন। তাঁহার প্রযত্নে শিবসাগরে একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় যে উৎসাহে ও যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছেন, প্রচারের এই প্রণালীই অবলম্বনীয়। সচরাচর আমাদের প্রচারকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া নানা স্থানে গিয়া থাকেন। যেখান হইতে নিমন্ত্রণ আসিবে, কেবল সেই স্থানেই যাওয়া হইবে ধর্ম্ম প্রচারের এরূপ প্রণালীই নয়। প্রচারক নিজে প্রচারক্ষেত্র আবিষ্কার করিয়া দরিদ্রের গৃহে, ভিখারির পর্ণকুটীরে ঈশ্বরের নাম বলিয়া বেড়াইবেন। কিন্তু আমাদের প্রচারক সংখ্যা এখনও বড় অল্প। এত স্থান হইতে নিমন্ত্রণ আসে যে সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করাই দুষ্কর। সুতরাং ইচ্ছামত প্রচারকার্য্য বিস্তৃত করা যাইতেছে না। জগদীশ্বর আমাদের প্রচারক সংখ্যা বর্দ্ধিত করুন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মতিহারী ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পাদনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থিতিকালে সেখানকার আর্য্যসমাজের হিন্দুস্থানী সভ্যগণের সহিত তাঁহার অভ্রান্ত ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্র লইয়া ঘোরতর তর্ক হয়। উক্ত সমাজের এক জন অগ্রগণ্য হিন্দুস্থানী সভ্য আসিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করেন "আপনারা বেদ মানেন কি না" উত্তর।—আমরা বেদ মানি, বাইবেল মানি, কোরাণও মানি অথচ মানি না; অর্থাৎ তাহার মধ্যে সত্য যাহা কিছু আছে, মানবের আত্মার কল্যাণের উপযোগী যাহা কিছু আছে, সমুদায় আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করি, এবং যাহা কিছু অসত্য বলিয়া প্রতীতি হয় তাহা বর্জ্জন করি। প্রশ্ন।—মানবের বুদ্ধি ভ্রান্তিশীল, শ্বেতকে কখনও পীত বলে, পীতকে কখনও শ্বেত বলে এই বুদ্ধির উপর নির্ভর করি কিরূপে? একখানি ঈশ্বর দত্ত গ্রন্থ যদি পাওয়া যায় তবে তাহার উপর নির্ভর করা যায়। উত্তর।—আপনারা একখানি ঈশ্বর দত্ত গ্রন্থ মানিয়াও ফলে নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছেন। কারণ সেই গ্রন্থের শব্দ গুলি যেন ঈশ্বরের শব্দ মানিলাম, কিন্তু সেই শব্দগুলির যে নানা প্রকার অর্থ ঘটিতে পারে, তাহার কোন অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রেত অর্থ বলিতে হইবে? যদি বলেন বিবেক ও বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা অর্থের বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলেত সেই বুদ্ধির বিচারের উপর দণ্ডায়মান হইতে হইল। তবে শাস্ত্র দিবার ফল কি? সেদিন বিচার অধিক চলিল না বিচারের জন্য একটা দিন স্থির হইল। দ্বিতীয় দিন বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম সকল সম্প্রদায়ের প্রায় ৬০।৭০ জন লোক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের ভবনে বিচারার্থ সমাগত হইলেন। ওদিকে সহরে জনরব হইয়া গিয়াছে, কলিকাতা হইতে এক জন পণ্ডিত আসিয়াছে, সে বেদ মানেনা তাহার সহিত বিচার হইবে। এদিকে বিচার আরম্ভ হইয়াছে, ওদিকে এক দল সন্ন্যাসী নেপাল হইতে তীর্থ যাত্রা করিয়া কাশীধামে যাইতেছিলেন, সহরে পৌঁছিয়া এই জনরব শুনিবামাত্র, তাহারা বিচার স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন বুদ্ধিমান ও তর্কশাস্ত্রে পটু। তাঁহার সহিত যথারীতি বিচার আরম্ভ হইল। এদিনও বিচার শেষ হইল না, আর এক দিন স্থির হইল: তৃতীয় দিন সেখানকার স্কুলের মাঠে অনাবৃত স্থানে আসর করিয়া চন্দ্রালোকে বিচার আরম্ভ হইল। এদিন প্রায় ২০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। আবার চারি সম্প্রদায়ের সভা হইল। এদিনও সেই সন্ন্যাসীর সহিত বিচার। প্রায় চারি ঘণ্টা কাল হিন্দী ভাষাতে বিচার হইয়াছিল। অদ্য প্রতিপক্ষ দল বলিলেন, যে শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায় অনুসারে বেদের অর্থ করিতে হইবে। উত্তর;—শাস্ত্রকারদিগের মধ্যে যখন মতভেদ দেখিতেছি, তখন কোন অর্থ অবলম্বনীয় ভাবিব? তাহা হইলেওত আমার বুদ্ধির দ্বারা বিচার আবশ্যক হইতেছে। শেষে বলিলেন লোক ব্যবহার দেখিতে হইবে। উত্তর।—দুই সহস্র লোক এক পথে চলিতেছে, অপর দুই সহস্র আর এক পথে চলিতেছে, কোন্ পথ গন্তব্য তাহা কে স্থির করিবে? তাহা

হইলেও বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া কার্য্য নির্ণয় আবশ্যক হইতেছে। প্রতিপক্ষেরা বলিলেন, বুদ্ধির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে বুদ্ধি শাস্ত্রানুসারিণী হইবে। উত্তর ;—বিচারপূর্ব্বক একটীকে বর্জ্জন ও অপরটীকে গ্রহণ করিবার ভার যাহার হস্তে তাহাকে কি অনুসারিণী বলে? না তাহাকে বিচার-পতির আসন দেওয়া হইল। অতএব আপনারা যে জন্য অভ্রান্ত শাস্ত্র মানিয়া ছিলেন সে উদ্দেশ্য রক্ষা হইল না। অবশেষে সেই ভ্রান্তি শীল বুদ্ধির বিচারের উপর নির্ভর করিতে হইল। তবে, যদি দেখিতাম যে ঈশ্বর এক খানি অভ্রান্ত শাস্ত্র দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এক একটী অভ্রান্ত টীকাকার ও পাঠাইতেছেন, তাহা হইলে অভ্রান্ত শাস্ত্র মানার ফল বুঝিতে পারিতাম। বিচার যখন এই স্থলে উপস্থিত হইল তখন আর্য্য সমাজের কোন কোন সভ্য ক্রোধে অধীর হইয়া চীৎকার ও অঙ্গ চালনাদি আরম্ভ করিলেন। তৎপরে অপর এক বিষয়ের কিঞ্চিৎ কাল বিচার হইয়া বিচার বিফল বোধে সকলে উঠিতে চাহিলেন; "হিন্দুস্থানীরা আর্য্যসমাজ কী জয় স্বামিজী কি জয়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল ; দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন সভ্য তাহাতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিলেন। সে দিন কার সভা এই ভাবে ভঙ্গ হইল। এদিকে শিবনাথ বাবু ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে তিন দিন তিনটী বক্তৃতা করিলেন। শেষ দিন জাতি-ভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল, তখন হিন্দুস্থানীরা বলিতে লাগিল, আমাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলা আর গলে ছুরি দেওয়া সমান। আজ তলয়ার চলিবে, না হয় লাঠি চলিবে, না হয় আদালত চলিবে। কিন্তু বক্তৃতার সময় কোন গোলোযোগ হয় নাই ; তাঁহারা কেহ উপস্থিত হন নাই। শুনিতে পাওয়া যায় হিন্দুস্থানীগণ পশ্চিম দেশ হইতে চতুর্ভুজ শাস্ত্রী নামে এক জন পণ্ডিতকে আনাইয়া বেদোক্ত প্রমাণাদি দ্বারা পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদাদির স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের সংবাদ-দাতা বলেন, মতিহারিতে আর্য্য সমাজটী স্থাপিত হইয়া উপকার হইয়াছে, এতদ্দ্বারা উক্ত সহরে ধর্ম্ম চর্চ্চা প্রবল হইয়াছে, চর্চ্চা থাকিলেই সত্য নির্ণয়ের সুবিধা। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজটীর নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থা। পাঠকগণ আর্য্যসমাজের নাম শুনিয়া দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের আর্য্য-সমাজ ভাবিবেন না। সরস্বতী মহাশয় পৌত্তলিকতার ঘোরতর শত্রু। কিন্তু ইহাঁরা দেশের রীতি নীতি কুসংস্কার যেথানে যেটী যেমন আছে, সেটী তেমনি রাখিতে চান, কোন প্রকার সংস্কার করা ইহাঁদের উদ্দেশ্য নয় ; অন্ততঃ এরূপ অভিপ্রায় অদ্যাবধি জানা যায় নাই।

পত্র প্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীভগবতীচরণ দে—আপনার পত্রের মর্ম্মের একখানি পত্র মুদ্রিত হইল, সুতরাং আপনার পত্র মুদ্রিত করা অনাবশ্যক।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আপনি কোন পত্রের উল্লেখ করিয়া বার বার বিরাগ প্রকাশ করিতেছেন, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। আপনার দ্বিতীয় পত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই, বিশেষ পত্র দিলেই যে তাহা মুদ্রিত হইবে, এরূপ আশা করিবেন না ; কারণ আপনি একমাত্র পত্র প্রেরক নহেন।

শ্রীকালীচাঁদ উকীল—আপনি বিধবাদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এই কয়েক বারে তাহার যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে সুতরাং আর এবিষয়ে পত্র গ্রহণ করা উচিত বোধ হইল না।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—আপনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে লোকের ভাব কিরূপ, তাহা জানাইয়া প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। কেবল ইহা করিলেই হইবে না ; যে যে দোষ উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে যেগুলিকে নিজে সত্য বলিয়া মনে করেন, তাহা দূর করিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন এবং নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারাও সুপথ প্রদর্শন করুন। আপনার পত্র বিচারাধীন রহিল।

শ্রীভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—স্থান হইলে আপনার পত্র মুদ্রিত করা যাইত, স্থানাভাবে সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া গেল।

অপর তিন জন পত্র প্রেরকের পত্রের মর্ম্ম সংবাদ ও ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে গ্রহণ করা গেল।

প্রেরিত।

মহাশয়! আপনার গত বারের পত্রিকার "গণ্ডিতে বাঁধা" শীর্ষক প্রস্তাব বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি ; আশা করি এই পত্র খানিকে পত্রিকা পার্শ্বে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

সম্প্রদায়িকতা কি? সাম্প্রদায়িকতার দুই অর্থ হইতে পারে (১) সম্প্রদায় অর্থাৎ দলবদ্ধ হওয়া, (২) অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়া। আমার বিবেচনায় প্রথমটী অপরিহার্য্য ও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, দ্বিতীয়টী কুশিক্ষা ও কুনীতির ফল, সুতরাং সর্ব্ব প্রযত্নে পরিত্যাজ্য। প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িকতার প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া আমি সংক্ষেপে এই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব ; এই প্রশ্নগুলি আপনার প্রস্তাব পাঠ করিলে স্বভাবতঃই উত্থিত হয়ঃ—(১) সাম্প্রদায়িকতা কিরূপে উৎপন্ন হয়? (২) ব্রাহ্মধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম কি না? (৩) ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের যে ভাব ছিল তাহার যে ব্যত্যয় ঘটিয়াছে ইহা দুঃখের বিষয় কি না? (৪) সাম্প্রদায়িকতা কখনো চলিয়া যাইবে কি না।

(১) জগতে কোন নূতন সত্যের প্রকাশ বিষয়ে প্রাকৃতিক নিয়ম এই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথমতঃ অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মনে ইহা প্রকাশিত হয়, প্রথমতঃ অল্প সংখ্যক ব্যক্তির জীবন ইহা দ্বারা পুনর্গঠিত হয়, পরে তাঁহাদিগের যত্নে ইহা ক্রমশঃ জগতে প্রচারিত হইতে থাকে। ইহা বুঝা

কিছুমাত্র কঠিন নহে যে একটী সত্যের পূর্ণ বিকাশ, ইহা দ্বারা জীবনের পুনর্গঠন এবং জগতে ইহার প্রচার করিতে হইলে সেই সত্যাবলম্বীদিগের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক; এরূপ সমবেত চেষ্টাতে গৌরব ভিন্ন অগৌরবের বিষয় কিছুই নাই। এই সমবেত চেষ্টারই অপর নাম সাম্প্রদায়িকতা বা দলবদ্ধ হওয়া। এরূপ সাম্প্রদায়িকতাতে দূষনীয় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, সত্য নিষ্ঠা ও স্বাধীন চিন্তাতে ইহার উৎপত্তি, সুতরাং "চতুর্দ্দিকস্থ সমাজের বিদ্বেষ এবং সম্প্রদায় সকলের নিজ গৌরব বোধ" প্রভৃতি আপনি যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক বোধ হইতেছে; দেখিতেছি সম্প্রদায় সৃষ্টির আরও শ্রেষ্ঠ ও অপরিহার্য্য কারণ রহিয়াছে।

(২) অন্যান্য ধর্ম্মের বিকাশ, রক্ষা ও প্রচারের জন্য যেমন সেই সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সমবেত চেষ্টা অর্থাৎ দলবদ্ধ হওয়া আবশ্যক, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ; তবে আর ইহা অসাম্প্রদায়িক কিরূপে? "ইহার যাজনের পক্ষে দেশ কাল বা জাতিবর্ণের গণনা নাই" তাহাতেই কি ইহা অসাম্প্রদায়িক? হিন্দু ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম যাজনের পক্ষেইতো দেশ কাল প্রভৃতির গণনা নাই, তবে ঐ সকল ধর্ম্মকে অসাম্প্রদায়িক বলেন না কেন? আপনি বলিয়াছেন "ইহা কি হিন্দু কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান সকলের ধর্ম্মের সারভাগ সুতরাং সকলেরই আদরের বস্তু।" ইহা কি ঠিক কথা? সকল ধর্ম্মের সারভাগ বলি কাহাকে? না যাহা সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সাধারণ ভাবে বর্ত্তমান আছে; ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মূল মত এই—কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রন্থ পরিত্রাণের একমাত্র উপায় নহে; এই মতটী ছাড়িয়া দিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মই থাকে না। জিজ্ঞাসা করি এই মতটী কি সকল ধর্ম্মেই আছে? মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্ম উচ্চৈঃস্বরে ইহার প্রতিবাদ করিতেছে।

যদি বলেন "ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ যে ঈশ্বরও পরলোকে বিশ্বাস তাহা সকল ধর্ম্মেই রহিয়াছে, সুতরাং ইহা সকল ধর্ম্মের সার ভাগ;" ইহার প্রথম উত্তর এই বীজ আর বৃক্ষ এক নহে; দ্বিতীয় উত্তর এই ঈশ্বর ও পরলোকে বিশ্বাস কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নহে, ইহা হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেরই বীজ সুতরাং এই বিষয়েও ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বাস্তবিক কথা এই "ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার" এই কথার কোন অর্থ নাই; ইহা সকল ধর্ম্মের সার হইলে কেহই ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিত না; অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা ইহা উচ্চ, উদার ও সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া অন্য সকল ধর্ম্মের সারভাগ হইল কিরূপে? অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ইহাও একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, ইহার বিকাশ, রক্ষা, ও প্রচারের জন্য একটী স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়ের প্রয়োজন. সুতরাং ইহাকে কোন প্রকারেই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিতে পারি না।

(৩) ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের যে ভাব ছিল তাঁহার যে ব্যত্যয় ঘটিয়াছে ইহা দুঃখের বিষয় কি না দেখা যাউক। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন একটী উদার উপাসনা প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সমবেত উপাসনা তাহার উদ্দেশ্য ছিল। আমরা এখন যাহাকে ব্রাহ্মসমাজ বলি তাহার উদ্দেশ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম নামক একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মের বিকাশ, রক্ষা ও প্রচার, কিন্তু ইহা ও বলা উচিত যে আমাদের উপাসনা প্রণালী পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে প্রতিকূল নহে। এখন কথা এই যদি পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইত তবে বলিতাম ব্যত্যয় ঘটিয়া ভাল হয় নাই। কিন্তু যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আমাদের উদ্দেশ্য হইয়াছে তখন বলিতে হইতেছে ব্যত্যয় ঘটিয়া ভালই হইয়াছে, ইহাতে দুঃখের বিষয় কিছুই নাই।

(৪) পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন গুলির মীমাংসার পর আর এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই। সুশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে পৃথিবী ক্রমশঃ ধর্ম্ম বিষয়ক একতার দিকে অগ্রসর হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু যত দিন পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্ম মত থাকবে তত দিন না সমস্ত মানব জাতি এক বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিবে ততদিন সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ ধর্ম্ম বিষয়ে পৃথক পৃথক দলবদ্ধ হওয়াও থাকিবে; ইহা স্বাধীন চিন্তা ও সত্য নিষ্ঠার অপরিহার্য্য ফল; অতএব সাম্প্রদায়িকতা আসিল সাম্প্রদায়িকতা আসিল বলিয়া উদ্বিগ্ন হইবার কোন প্রয়োজন নাই, ইহাতে দুঃখ বা অগৌরবের বিষয় কিছুই নাই।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু; ইহা দুর্নীতির ফল, সুতরাং সর্ব্ব প্রযত্নে পরিত্যাজ্য। জগতে কোন সময়েই ইহার প্রয়োজন ছিল না, এখনও প্রয়োজন নাই। অসত্যের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ থাকা স্বাভাবিক ও কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, সত্য গ্রহণে প্রস্তুত থাকিয়াও কুশিক্ষা বা দাম্ভিকতাবশতঃ যে অসত্যকে সত্য মনে করিতেছে এরূপ [illegible] তাহার ভ্রান্ত মতের জন্য ধর্ম্মতঃ দায়ী নহে সুতরাং সে ঘৃণার নিকট ও বিদ্বেষের পাত্র নহে। সুনীতি ও উদারতার প্রভাবে এরূপ সাম্প্রদায়িকতা দ্রুতবেগে পৃথিবী হইতে পলায়ন করিতেছে ইহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই সুখের বিষয়; যাহাতে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ইহা স্থান না পায় এরূপ চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই কর্ত্তব্য।

বশম্বদ

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, July. 1880

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১লা ভাদ্র, সোমবার, ১৮০২ শক, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ॥৹
মফস্বল ঐ ২
প্রতিখণ্ড নগদ ৵৹

পঙ্গপাল সকল যখন দলবদ্ধ হইয়া আকাশ মার্গে গমন করে, তখন তাহারা পরস্পরেই অতি দ্রুত ধাবিত হয় অথচ কেহ কাহারও উপর পড়ে না। এত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রাণি একত্র চলে, অথচ পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের গতি রোধ প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ সাধু ব্যক্তি যিনি তাহার কর্ত্তব্য ক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ হইলেও তিনি একটী কর্ত্তব্যের অনুরোধে অপরটীর অবহেলা করেন না।

এখন এক শ্রেণীর পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, যে ঈশ্বরের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং ঈশ্বর বিষয়ে কোন প্রকার কথা বলাই আমাদের অনুচিত। ইহাদের মতের মূলে নিম্ন লিখিত যুক্তি দৃষ্ট হয়। আমাদের নিজের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় কিরূপে? না, সংজ্ঞাশক্তি, বা প্রতিবোধ শক্তি দ্বারা অর্থাৎ আমাদের মনের নিজের দিকে দৃষ্টি করিবার যে শক্তি আছে তদ্দ্বারা। অপর মানবের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে কিরূপে? না অনুমান দ্বারা। অপর ব্যক্তির মনে কি রহিয়াছে তাহা ত আর আমরা দেখিতে পাই না, তবে তাহার কার্য্যাদির দ্বারা আন্তরিক ভাব বা প্রকৃতির অনুমান করিতে হয়। আমরা ভাবিয়া থাকি, আমরা মানব, ইনিও মানব, আমরা ক্রুদ্ধ হইলে এইরূপ আচরণ করিয়া থাকি; ইনি এই প্রকার আচরণ করিতেছেন; অতএব ইনিও ক্রোধ পরবশ হইয়াছেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে অপর ব্যক্তির স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা যে অনুমান করি তাহাও একটী মূল সংস্কারের উপর স্থাপিত। সে সংস্কারটী এই আমিও মানব, তিনিও মানব অর্থাৎ আমাদের প্রকৃতি সমজাতীয় ও সমধর্ম্মী। ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে এরূপ অনুমান চলে না, কারণ তাঁহার প্রকৃতি যে আমাদের সমজাতীয় তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে প্রোফেসর নিউম্যান বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে যে একেবারে জানি না তাহা কেমন করিয়া বলিব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি পাপ পুণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির তাৎপর্য্য এই যিনি তাঁহার সৃষ্ট জীবের অন্তরে পাপের প্রতি ঘৃণা ও পুণ্যের প্রতি আস্থা দিয়াছেন তিনি স্বয়ং মানবের পাপ পুণ্যের প্রতি উদাসীন অথবা তাঁহার পাপের প্রতি আস্থা ও পুণ্যের প্রতি ঘৃণা আছে, একথা যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে জগতে কোন কথা অযুক্ত আছে জানি না। যিনি পুণ্যকে এত স্পৃহনীয় বস্তু করিয়াছেন তিনি স্বয়ং পুণ্যময় এবং পুণ্য তাঁহার ও নিকট স্পৃহনীয়, যিনি পাপকে তাহার জীবের চক্ষে এত নিন্দিত করিয়াছেন, পাপ তাঁহার ও নিকট ঘৃণিত এই কারণে পণ্ডিতেরা এই সৃষ্টিকেই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রকৃতির ছবি স্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন।

নদীর জলত দিনরাত্রি প্রবাহিত। এত জলরাশি যে অবিশ্রান্ত গতিতে দিনরাত্রি চলিয়াছে তাহার কোন প্রকার শব্দ নাই। যদি তীরে দণ্ডায়মান হইয়া দেখা যায়, সে স্রোতের বল কত তাহা অনুমানও করিতে পারা যায় না। আপাততঃ মনে হয় যেন সে স্রোতের কোন প্রকার বল বা বিক্রম নাই, কিন্তু একখণ্ড বৃহদাকার প্রস্তর লইয়া সেই স্রোতের কোন স্থানে নিক্ষেপ কর, দেখিবে তৎক্ষণাৎ সেই নীরব জলরাশি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিবে এবং সেই উপলখণ্ডকে উল্লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিবে। জননীর বাৎসল্যও এই প্রকার। মাতা যখন শিশুগণে পরিবৃত হইয়া বাস করেন, তখন দেখিলে তাঁহার স্নেহের বল বিক্রম কত তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কখনও দেখি সন্তান ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে, জননী গৃহ-কার্য্যে ব্যস্ত সেদিকে দৃষ্টি নাই; কখনও দেখি সন্তান অপরের নিকট আঘাত প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, মাতার তাহার অশ্রুর দিকে দৃষ্টি নাই; কখনও দেখি অনেক অনুরোধ উপরোধ করিয়াও সন্তান একটী প্রার্থনীয় দ্রব্য পাইতেছে না। এ সকল দেখিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে মাতার অন্তরে যে স্রোত প্রবাহিত তাহার বল নাই; পণ্ডিতেরা এবং কবিরা যে মাতৃ স্নেহের এত বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কবিত্ব মাত্র। কিন্তু অপেক্ষা কর, একদিন সেই শিশুকে কোন কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হইতে দেও, অমনি সেই মাতৃ স্নেহের বিক্রম বুঝিতে পারিবে। তখন দেখিবে সে স্নেহের গভীরতা ও বিক্রম এত যে তাহাতে মাতাকে নিজের জীবন মৃত্যুর প্রতি উদাসীন করিতে পারে।

আমাদের একদিকে পৌত্তলিকতা, অপরদিকে নাস্তিকতা, সন্ধিস্থলে ঈশ্বরোপাসক দণ্ডায়মান। আমরা কোন্ অস্ত্রে

ইহঁাদের সহিত সংগ্রাম করিবে? একদিক হইতে পৌত্তলিক-গণ বলিতেছেন, নিরাকারের আবার আরাধনা পূজা কি? পৌত্তলিকতাতে যেমন ভক্তির সাহায্য করে এরূপ নিরাকারের পূজাতে কখনই হইতে পারে না; অপর দিক হইতে সংশয়ী ও নাস্তিকগণ বলিতেছেন, ঈশ্বর, পরকাল ও আত্মার ভদ্রাভদ্র প্রভৃতি বিষয়ে তোমরা যাহা বলিতেছ, তাহা কল্পনা মাত্র, আকাশের ন্যায় অবস্তু। এরূপ অবস্তুর প্রতি অনুরাগ বা প্রীতির গাঢ়তা সম্ভব নয়। এক এই মাত্র উত্তরকেই নিরস্ত করা যায়। যদি এই উভয় শ্রেণীর লোকেই দেখিতে পান যে তাঁহারা যে ঈশ্বরকে নিরাকার ও ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া অবস্তু ও নির্গুণ কল্পনামাত্র ভাবিয়াছেন, ভক্তেরা যে কেবল তাঁহাকে মুখে বস্তু বলিতেছেন তাহা নয়, কিন্তু এরূপ সার বলিয়া প্রতীতি করিতেছেন, এরূপ হৃদয়ের গাঢ় প্রীতির সহিত ভাল বাসিতেছেন, যে সেই বিশ্বাসে একেবারে ডুবিয়া ও মজিয়া যাইতেছেন; তাহা হইলে তাঁহাদের চক্ষুস্থির হয়। তাঁহারা বলেন, কি আশ্চর্য্য যাঁহার বিষয়ে আমাদের সংশয়ের ছেদন অদ্যাপি হয় না, সেই ঈশ্বরকে এমন প্রাণদিয়া লোকে বিশ্বাস করিতে পারে!!! স্থির হও, অনুসন্ধান করি তবে নিশ্চয় কিছু আছে। এই কারণে বলি বিশ্বাস ভিন্ন অবিশ্বাসকে চূর্ণ করিবার অন্য মন্ত্র আর নাই। একজন তর্ক-শাস্ত্রে পটু, নিরাকার ঈশ্বরকে কিরূপে প্রীতি করা সম্ভব, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে সমর্থ, কিন্তু তাঁহার আচরণে বিপক্ষেরা স্পষ্টই দেখিতে পায় যে তিনি ঈশ্বর অপেক্ষা অন্য অনেক বস্তুকে বস্তু মনে করেন; সংকটে পড়িলেই অন্যান্য বস্তুর উপর নির্ভর করেন; ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ কার্য্য যাহাকে বলিয়া থাকেন তাহা করিতে বাধে না; যদি এরূপ হয় তাহা হইলে আর তাঁহার মৌখিক যুক্তি শুনিবার জন্য কে অপেক্ষা করিবে! বিলক্ষণ বুঝিয়াছি বিশ্বাস ভিন্ন বিশ্বাস প্রচার হয় না। যদি প্রাণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষোভের কথা কিছু থাকে, সেটী এই যে, আধ্যাত্মিকভাবে যখনই যাহা প্রার্থনা করিলাম, ঈশ্বর অপূর্ণ রাখিলেন না, তথাপি সেই বিশ্বাস জন্মিল না। এরূপ লোকদিগের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার কি সম্ভব! ঈশ্বর আমাদিগকে আশ্রয় দিন।

পূর্ব্বোক্ত কারণে নানক চৈতন্য খ্রীষ্ট মহম্মদ, থিওডোর পার্কার প্রভৃতি সাধুমহাজনদিগের বিষয় যখনই স্মরণ করি, তখনই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-উচ্ছলিত হয়। ইহাঁরা ঈশ্বরপ্রীতির ও বিশ্বাসের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া নাস্তিক সংশয়ী ও বিষয়ী ব্যক্তিগণ বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই কথাই চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইতেছে। একজন বিষয়ী লোক যে, একটী সামান্য রিপুর পদতলে লুণ্ঠিত, একটী সামান্য স্ত্রীলোকের চরণে পশুর ন্যায় পতিত, কিম্বা তুচ্ছ অর্থের লোভে এতদূর আকৃষ্ট যে শরীরের অস্থি খুলিয়া দিতে পারে কিন্তু অর্থ ছাড়িতে পারে না, সেই ব্যক্তি দেখে অপর একজনের নিকট ইন্দ্রিয়সেবা ও সেই অর্থ মানবের ঘৃণিত অপকৃষ্ট দ্রব্যাদির ন্যায় অসার এবং সে যদি অনুসন্ধানে জানিতে পারে যে ঈশ্বরই ঐ সাধুর আরাম স্থল, ঈশ্বরই তাহার বিহার কানন, ঈশ্বরই তাহার একমাত্র ধন, তাহা হইলেই তাহার চক্ষু খুলিতে পারে। পৃথিবীর ঈশ্বরপরায়ণ ধর্ম্মাত্মাগণ বিষয়ী, সংশয়ী ও নাস্তিকদিগের চক্ষু এইরূপে চিরকাল খুলিয়া দিয়াছেন, ইহাঁ-দের ন্যায় জগতের বন্ধু আর কে?

পিচকারির মধ্যে জল ও বায়ুর ঘোরতর সংগ্রাম। বায়ু যতক্ষণ তাহার মধ্যে থাকে ততক্ষণ জল তাহাতে প্রবেশ করিতে পায় না। আবার জল যতক্ষণ থাকে, বায়ু ততক্ষণ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। মানবের আত্মা পিচকারির ন্যায়, তাহাতেও অহমিকা এবং ভক্তি এই উভয়ের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। যে হৃদয়ে অহমিকা আছে, সেখানে ভক্তি স্থান প্রাপ্ত হইবে না। খুলিয়া বলা আবশ্যক হইতেছে। যদি কেহ নিজের মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পান, যে তাঁহার মনে বিলক্ষণ সাহস আছে, যে তিনি একজন গুণবান পুরুষ ও তিনি নিজেরগুণে ও নিজের চেষ্টাতে মুক্তি-লাভ করিবেন; যদি তিনি অপর সকলের সহিত তুলনায় আপনাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেখিতে পান, অথবা কাহাকেও আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিতে না পান; যদি অন্বেষণ করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্র দেখিতে না পান, যদি কোন প্রকার সদনুষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করিলে মনে এই ভাবের উদয় হয়, ভয় কি আমার ন্যায় কৃতী পুরুষ কয়জন আছে, আমি একাই অনায়াসে সিদ্ধ করিব। যদি মনের অবস্থা এরূপ দেখিতে পান তাহা হইলে নিশ্চয়,—নিশ্চয়—নিশ্চয় জানিবেন যে এরূপ পাত্রে ভক্তি স্থান প্রাপ্ত হইবে না। ঠিক ইহার বিপরীত ভাবই ভক্তির অনুকূল। যে ব্যক্তি নিজ অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বার বার আপনার নিকৃষ্টতা অনুভব করেন, যিনি শ্রদ্ধাভরে প্রত্যেক সাধু পুরুষ ও রমণীর নিকট অবনত, যিনি কোন মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করেন, যিনি আপনার পরিত্রাণ আপনার গুণ বা শক্তির সাধ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন না। তিনিই অকপট ঈশ্বর প্রীতির উপযুক্ত পাত্র। দেবার্চ্চনার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়া কখন কখনও সেই পুষ্পের দলে যেমন ঘৃণিত কীটকে শয়ান দেখা যায়, সেইরূপ আমরা যে প্রতিদিন ধর্ম্মসাধন করি এবং সদনুষ্ঠান করি সেই ধর্ম্মসাধন ও সদনুষ্ঠানের মধ্যে ও অনেক সময় অতি ঘৃণিতভাব সকল প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত থাকে; এইজন্য বিশেষ প্রার্থনা সহকারে সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মবন্ধু দেখ দেখি তোমার অন্তরে এই ব্যাধি প্রবিষ্ট কি না।

সাধন চাঞ্চল্য।

ধর্ম্ম সাধনেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সাধন বিষয়ে যদি চঞ্চলতা থাকে তাহা হইলে সে সাধন দ্বারা কোন প্রকার সুফল ফলিতে পারে না। ইংরা-জেরা একটী প্রবাদ বাক্যে বলিয়া থাকেন, "যে প্রস্তর গড়ে

সর্ব্বদা গড়াইয়া বেড়ায় তাহাতে শৈবাল জন্মিতে পারে না।" সেইরূপ যে আত্মা নিত্য নিত্য নব নব ভাবে পরিভ্রমণ করে, এক প্রকার ভাব অন্তরে বদ্ধমূল না হইতে হইতে ভাবান্তরের দিকে নীত হয়, এক প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ না হইতে অপর প্রকার অভীষ্টের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তাহাতে কোন প্রকার ভাবই স্থায়ী বা বদ্ধমূল হইতে পারে না। কেবল মাত্র ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে কেন? অব্যবস্থিত চিত্ত ব্যক্তি সংসারের বিষয় বাণিজ্যেও কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এক প্রকার বাণিজ্যের সূত্রপাত করিয়া তাহার ফলাফলের অপেক্ষা করিবার সহিষ্ণুতা নাই, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সে পথ পরিত্যাগ করিল, আর এক প্রকার ব্যবসায় আরব্ধ হইল, তাহাও অচিরাৎ পরিত্যক্ত হইল, এইরূপে লক্ষ্য ও সহিষ্ণুতা বিহীন হইয়া যাহারা কার্য্য করে তাহাদের কোন কার্য্যেই সুফল লাভ হয় না। ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে এরূপ চঞ্চলতা যে কি অনর্থের উৎপাদন করে তাহা বর্ণনাতীত। এই কারণে পাছে সাধন বিষয়ে আমাদের চঞ্চলতা হয়, সেই জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য।

বিশেষ ব্রাহ্মদিগের পক্ষে এইরূপ সাধন চাঞ্চল্যের আশঙ্কা অধিক। আমরা যেন নানা প্রকার গন্তব্য পথের সন্ধির স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এখন কোন্ পথে চলি। যদি মূর্খ পথিকের ন্যায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণ এক পথে চলিলাম, আবার ফিরিয়া আর এক পথ অবলম্বন করিলাম এইরূপ করিতে থাকি তাহা হইলে আমরা অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িব অথচ গন্তব্য স্থানের দিকে অধিক অগ্রসর হইতেও পারিব না। এই জন্য বুদ্ধিমান পথিক মাত্রেই যাহা করিয়া থাকে আমাদিগের ও তাহাই কর্ত্তব্য। প্রথমে আমাদের গম্য স্থান কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক, তৎপরে এই সমুদায় পথের মধ্যে কোন্ পথে সেই স্থানে যাওয়া যায় তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য; তৎপরে প্রতিজ্ঞা ও সাহস সহকারে সেই পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

অলঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক দেখা যাউক। আমরা পরব্রহ্মের উপাসক, ধর্ম্মপথের যাত্রী। আমরা দেখিতেছি আমাদের সম্মুখে যোগের এক পথ, বৈরাগ্যের এক পথ, ভক্তির এক পথ, এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য মধুর প্রভৃতি নানাভাব সাধনের ভিন্ন ভিন্ন পথ, নানা পথ প্রসারিত রহিয়াছে। আমরা এখন কিরূপে ও কোন পথ অবলম্বন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইব? আমরা কি এক দিন বৈরাগ্য দুই দিন যোগ, দিনত্রয় ভক্তি, দশঘণ্টা মধুর ভাব, সাত ঘণ্টা বাৎসল্য এইরূপে সাধন করিব? যদি এরূপ করি আমাদের সাধনের শ্রম যথেষ্ট হইবে অথচ কোন ভাবই অন্তরে বদ্ধমূল বা স্থায়ী হইবে না।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বুদ্ধিমান পথিকের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য আমাদের পক্ষেও সেই কর্ত্তব্য। আমাদিগকে প্রথমে স্থির করিতে হইবে আমরা নিজ নিজ হৃদয় মন ও আত্মাতে এবং বাহিরের চরিত্রে কোন্ প্রকার ফল উৎপন্ন করিতে চাই? আমাদের লক্ষ্য কি? পূর্ব্বে লক্ষ্য স্থির না করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া নির্ব্বোধের কাজ। লক্ষ্যের প্রকৃতি অনুসারে সাধনের প্রকৃতিও নিরূপিত হইবে। যেমন মনে কর, যদি আমাদের এই লক্ষ্য হয়, যে আমরা নিজ নিজ চরিত্রে চৈতন্যের ন্যায় আবেশ ও উন্মাদ উৎপন্ন করিব, তাহা হইলে জ্ঞান চর্চ্চা ও কার্য্যের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রতিদিন খোল করতাল লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে হয়, এবং যতক্ষণ না মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি বা যতক্ষণ না ভক্তির উত্তেজনায় অধীর হইয়া পড়ি ততক্ষণ ছাড়িব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিতে হয়। আবার মনে কর যদি যোগীদিগের ন্যায় ধ্যানের ভাব বিকশিত করাই একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ভক্তির উত্তেজনার পথ পরিত্যাগ করিয়া ও সংসার হইতে অবসৃত হইয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতে হয়।

এখন প্রশ্ন এই, আমাদের লক্ষ্য কি? প্রত্যেক ব্রাহ্মকে আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, পূর্ব্বোক্ত ভাব গুলির সমুদায়ই আমাদের প্রার্থনীয়; কোনটাই আমাদের বর্জ্জনীয় নয়। অর্থাৎ আমরা জ্ঞানও চাই, ভক্তিও চাই, ধ্যানও চাই, কার্য্যও চাই। ইহা যেন বুঝিলাম কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে। ইহার সকল গুলিই কি সমানভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় প্রার্থনীয় অথবা ইহাদের কোন একটা বিশেষ ভাবে প্রার্থনীয়? একজন চৈতন্যের ন্যায় ভক্তিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন; যোগীর ন্যায় দিবারাত্রি ধ্যানস্থ হইয়া রহিয়াছেন, এবং ঈশ্বর সেবকের ন্যায় দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, এই কি চাও? অথবা কিঞ্চিৎ ধ্যান, কিঞ্চিৎ ভক্তি, কিঞ্চিৎ কার্য্য এইরূপ মিশ্রিত করিয়া একটী চরিত্র গঠিত করিতে চাও? যদি সকল গুলি মিশ্রিত করিতে চাও তাহা হইলে কোন্ ভাবটী কি পরিমাণে তাহার মধ্যে থাকা আবশ্যক মনে কর?

আমাদের দৃঢ় সংস্কার যে একটী পরিষ্কার লক্ষ্য না থাকাতে গত কয়েক বৎসর ব্রাহ্মদিগের সাধন বিষয়ে নিতান্ত চঞ্চলতা লক্ষিত হইয়াছে। কিয়ৎদিবস বাইবেলের আদর্শে কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও অনুষ্ঠানের দিকে দৃষ্টি পড়িল; উপবীত পরিত্যাগ কর, ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে অনুষ্ঠান কর, ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থাপন কর, জ্ঞানের চর্চ্চা বিস্তৃত কর, এই উপদেশ চতুর্দ্দিকে শ্রুত হইতে লাগিল। ঈশ্বর সেবকের বিশেষ সম্বল প্রার্থনা, সুতরাং প্রার্থনা এই সময়ের বিশেষ ভাবরূপে প্রস্ফুটিত হইল। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়কদিগের বৈষ্ণব দলের সহিত সাক্ষাৎ হইল; দুই একজন ভক্তের মুখে মধুর সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন, অমনি স্রোত ফিরিয়া গেল; খোল করতাল সমাজ মধ্যে দেখা দিল, ব্রাহ্মগণ সংকীর্ত্তনের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া ভক্তি জলে প্লাবিত হইতে লাগিলেন। ভক্তির প্রধান লক্ষণ নিজের অসারতা ও অপবিত্রতা বোধ, সুতরাং এই সময়ে অনুতাপ ও ঈশ্বরের পতিতপাবন ভাবের প্রতি বিশেষ আস্থা দৃষ্ট হইতে লাগিল। ক্রমে তাহাতে আর ব্রাহ্মদিগের চিত্তের তুষ্টি হয় না; ক্রমে ঈশ্বর কখনও আনন্দময়ী মা, হইতেছেন, কখনও "প্রাণবধূঁয়া" হইয়া "হৃদয় নিকুঞ্জ বনে গাঢ় আলিঙ্গন"

গ্রহণ করিতেছেন; সাধকগণ, তিন দিন চৈতন্য দুই দিন নানক, ও আড়াই দিন খ্রীষ্ট এইরূপ নানা সাধুর সঙ্গ করিয়া বেড়াইতেছেন। এরূপ সাধন চাঞ্চল্য থাকিতে কোন প্রকার স্থায়ী সুফলের আশা করা যায় না। তবে এস্থলে বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই একটী বিষয়ের প্রমাণ পাইতেছেন। ইহাতে আর কিছুর পরিচয় প্রাপ্ত না হওয়া যাউক, একটী বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মেরা যে অদ্যাবধি প্রকৃত ধর্ম্মতৃষ্ণা দ্বারা চালিত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা যখনই আপনাদের যে অভাব অনুভব করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, এবং ব্যাকুলভাবে সেই পথ আশ্রয় করিয়াছেন। এই ব্যাকুলতা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া লোকে যদি কোন ভ্রমে পতিত হয় তাহা যে মার্জ্জনীয় তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু এরূপ ধর্ম্ম পিপাসু লোক সকল বিপথে নীত না হন, ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়, সুতরাং প্রকৃত সাধন পথ কি তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

এই স্থানে ব্রাহ্ম পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন এই সাধন চাঞ্চল্য নিবারণের উপায় কি? সর্ব্ব প্রথমে লক্ষ্য স্থির করা কর্ত্তব্য। আমরা কি জন্য ধর্ম্মসাধন করিব? কিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য? এই বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা দেখিতে পাই, যে আমরা ধর্ম্মসাধন দ্বারা দুই প্রকার ফল উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা করি। একটী আন্তরিক অপরটী বাহ্যিক। আন্তরিক ফল নিগূঢ় ঈশ্বর প্রীতি উৎপাদন করা, বাহ্যিক ফল একান্তমনে ঈশ্বরের সেবার ভাব বিকশিত করা। জনসমাজ ও মানবের প্রতিদিনের কর্ত্তব্যসকলকে এই উভয় ভাব সাধনের প্রতিকূল বোধে পরিত্যাগ না করিয়া বরং এই ভাবদ্বয় সাধনের অনুকূল ও উপযুক্ত ক্ষেত্র বোধ করা উচিত; আমরা চিরকাল এই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি। সুতরাং জন সমাজে, দৈনিক কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে, ও মানব জীবনের সকল প্রকার অনুষ্ঠানের মধ্যে এই ভাবদ্বয় সাধনের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যদি নিরবচ্ছিন্ন উন্মাদিকা ভক্তি সাধনে এই উভয় ভাব সাধনের কোন ব্যাঘাত উপস্থিত করে তবে তাহা প্রকৃত সাধন পথ নহে, কিম্বা যদি নিরবচ্ছিন্ন যোগে এই সাধনের ব্যাঘাত করে, তবে তাহাও প্রধান সাধন রূপে অবলম্বনীয় নয়। অথচ একথা বলা আবশ্যক যে, ভক্তি ও যোগ এ উভয়েরই বিশেষ কার্য্য আছে। উন্মাদিকা ভক্তি, উদাসীন, অবসন্ন ও জড়প্রায় আত্মাকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করে, পাপীকে তাহার জঘন্যতা দেখাইয়া দেয় এবং অলসের তৃষ্ণাকে বর্দ্ধিত করিয়া দেয়; অন্যদিকে যোগ ও মানবাত্মার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে, অদৃশ্য জগতের সত্য সকলের সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি করিয়া দেয় এবং আত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধকে পরিস্ফুট করিয়া দেয়। এজন্য এ উভয় সাধনকে প্রকৃত সাধনের সহায়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। কেহ যদি এ উভয়কে একেবারে পরিত্যাগ করেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক অকল্যাণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু যে সাধনের উপর আমাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে; তাহা প্রীতি ও সেবার সাধন। এই আদর্শ সর্ব্বদা চক্ষের সমক্ষে রাখিতে হইবে। পরমেশ্বরের প্রতি অন্তরের প্রগাঢ় প্রীতি, ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে রুচি ও আনন্দ এই দুইটীই ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তির চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। ঈশ্বরের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রগাঢ় হয়। এস্থলে একটী কথা বক্তব্য আছে, সপ্তাহান্তে একবার প্রকাশ্য উপাসনা স্থানে গিয়া উপাসনা করাতেই অনেক ব্রাহ্মের সাধন পর্য্যবসিত হয়। অনেকে নিত্য উপাসনা পর্য্যন্ত করেন না। এরূপ শিথিলভাবে সাধন করিলে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি জন্মিবে কেন? ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও ধ্রুববিশ্বাস যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে সে জন্য বিশেষ প্রয়াস আবশ্যক। নিয়ম পূর্ব্বক উপাসনা, নিয়ম পূর্ব্বক ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ, ও সাধুসঙ্গ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নিদ্রিত আত্মাকে জাগ্রত করিবার জন্য এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিবার জন্য ভক্তি এবং যোগ উভয়কেই সময়ে সময়ে সহায়রূপে আশ্রয় করিতে হইবে।

কর্ত্তব্য জ্ঞানের মূল কোথায়?

আমরা ইতিপূর্ব্বে একটী প্রস্তাবে অনুগ্রহ এবং কর্ত্তব্যের যে প্রভেদ করিয়াছিলাম, তাহা অনেকের রুচিকর হয় নাই। ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এসম্বন্ধে আর কোন পত্র গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু একজন শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক উক্ত প্রশ্নটীর নূতন ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। এদিক দিয়া কেহ অদ্যাপি বিচার করেন নাই। সুতরাং তাঁহার পত্র খানি এই স্থানে গৃহীত হইল। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে পত্র প্রেরক যেভাবে কর্ত্তব্য ও অনুগ্রহের প্রভেদ করিয়াছেন সেরূপ প্রভেদ করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। লোকে সচরাচর যে সকল কার্য্যকে অনুগ্রহ শ্রেণী গণ্য করে এবং যে সকল কার্য্যকে কর্ত্তব্য শ্রেণী গণ্যক এই উভয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রভেদ আছে ইহা বলাই আমাদের লক্ষ্য ছিল।

"মহাশয়! আপনার পত্রিকায় অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্য লইয়া তর্ক চলিতেছে। হিন্দুসমাজ হইতে সমাগত বিধবাগণকে ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় দান বিষয়ে বিচার হইতেই উক্ত তর্কটি উঠিয়াছে। আমি প্রধানতঃ অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্য বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে বলিতে ইচ্ছা করি। অতএব প্রথমেই তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া পরিশেষে বিধবাদিগের বিষয়েও একটি কথা বলিব।

অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্য বিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্যের স্বরূপ আলোচনা করা আবশ্যক। কর্ত্তব্য কতদূর? যতদূর দায়িত্ব। দায়িত্ব কতদূর? যতদূর ক্ষমতা। অর্থাৎ যতদূর আমার কর্ত্তব্য, আমার দায়িত্ব ততদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; আর যতদূর আমার দায়িত্ব ততদূর করিতে অবশ্য আমার ক্ষমতা আছে। সেইরূপ যতদূর আমার ক্ষমতা ততদূর করিতে আমি দায়ী; আর যতদূর করিতে আমি দায়ী, ততদূর আমার কর্ত্তব্য। আবার বিপরীত দিকে, যেখানে

আমার ক্ষমতা নাই; সেখানে আমার দায়িত্ব নাই; আর যেখানে আমার দায়িত্ব নাই; সেখানে আমার কর্ত্তব্য নাই। যে কাজ করিতে আমার ক্ষমতা নাই, তাহা করিতে আমি কখন দায়ী হইতে পারি না। সেইরূপ যে কাজ করিতে আমি দায়ী নহি, তাহা কখন আমার কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। ক্ষমতা ব্যতীত দায়িত্ব হয় না, দায়িত্ব ব্যতীত কর্ত্তব্য হয় না।

উপরের যুক্তিতে যদি কোন ভুল না থাকে, তাহা হইলে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধর্ম্মরাজ্যে অনুগ্রহ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। মনুষ্য ক্ষমতার অতীত কিছুই করিতে পারে না; আর যতদূর ক্ষমতা ততদূর করিতে সে বাধ্য ও দায়ী; তবে আর অনুগ্রহের স্থান কোথায়? মনুষ্যের ধর্ম্মজীবনে কর্ত্তব্য, দায়িত্ব ও ক্ষমতা এই তিন সমান্তরাল রেখা সমভাবে সমদূরে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে।

তবে আমার নির্ব্বাচনের ক্ষমতা আছে। সংসারে অগণ্য অসংখ্য সৎকার্য্য রহিয়াছে। আমি পরিমিত ক্ষুদ্র জীব, আমা দ্বারা সকল গুলিই সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব আমার রুচি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা, অবস্থা ও ক্ষমতা অনুসারে আমার অনুষ্ঠেয় কার্য্য আমি স্থির করিয়া লইতে পারি। আমার একটি টাকা আয়রলণ্ডের দুর্ভিক্ষে না দিয়া, বালিকা বিদ্যালয়ে দিতে পারি। দুই জন দরিদ্র বালকের ভরণপোষণ করি, এমন আমার ক্ষমতা নাই সুতরাং দুই জনের মধ্যে এক জনের ভার গ্রহণ করিতে পারি। যাহার ভার গ্রহণ করিলাম সে অবশ্য মনে করিতে পারে যে, আমি তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিলাম; কিন্তু আমি নিজে সেরূপ মনে করিতে পারি না; কেন না সে কার্য্যে আমার দায়িত্ব আছে।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে দুই প্রকার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম যাহা করিলে পুণ্য নাই কিন্তু না করিলে পাপ, যেমন বাঙ্গালী বিধবার একাদশীর উপবাস, দ্বিতীয় যাহা করিলে পুণ্য, কিন্তু না করিলে প্রত্যবায় নাই, যেমন ব্রতাদি। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই উভয় প্রকার কার্য্যের মধ্যে কোন প্রকার কার্য্য সম্ভব কি না। আমি বলি না। এস্থলে দ্বিতীয় প্রকার কার্য্য লইয়াই বিচার চলিতেছে। এমন কোন কার্য্য আছে কি না, যাহা করিলে পুণ্য, না করিলে প্রত্যবায় নাই, আমি বলি নাই। আপনি বলেন আছে। আপনি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, "যাহার অকরণে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয় না তাহা অনুগ্রহ বা দয়া শ্রেণী গণ্য।" এ প্রকার শ্রেণী বিভাগ কয়া যে অযুক্ত উপরে তাহার একটি যুক্তি দিয়াছি। আর একটি বলিব।

"এ কর্ম্ম করা ভাল, একর্ম্ম করা মন্দ" বিবেক কখন এ প্রকার ভাবে কথা বলে না। 'কর' কিম্বা 'করিও না' বিবেক এইরূপে আদেশ করে। বিবেক মনুষ্যকে সর্ব্বদাই শাসন করিতেছে। অন্যান্য মনোবৃত্তি যার পর নাই প্রবল হইয়া কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কাহারও শাসন-শক্তি (Authority) নাই। শাসনের ভার কেবল একমাত্র বিবেকেরই আছে। বিবেক আমাদিগকে বাধ্য করে, হুকুম করে। অদ্বিতীয় মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ইমানুয়েল ক্যাণ্ট ইহাকেই বিবেকের (categorical imperative) বলিয়াছেন, এবং ইহা হইতেই অতি সুন্দররূপে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় কেশব বাবু ব্রাহ্মদিগকে এই সত্যটি শিক্ষা দিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছেন। "বিবেক indicative mood এ কথা কয় না, imperative mood এ কথা কয়" অনেকেই তাঁহাকে ইহা পুনঃ পুনঃ বলিতে শুনিয়াছি। সে যাহা হউক ইহা একটী সুগভীর সত্য।

এই কথাগুলির সঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ করুন। শিশু থিওডোর পার্কারকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া তাঁহার মাতা কি বলিয়াছিলেন, "লোকে ইহাকে বিবেক বলে, আমি বলি উহা মানবের অন্তরে ঈশ্বরের বাণী।"

তাই আবার বলি অনুগ্রহের স্থান কোথায় রহিল? বিবেক যাহা আদেশ করিবে তাহাই করিব যাহা নিষেধ করিবে তাহা করিতে পারিব না। করিতে যেমন বাধ্য না করিতে তেমনি বাধ্য। তবে আর অনুগ্রহ কোথায়? যদি অনুগ্রহ বলিয়া কিছু থাকে; যাহা আমি করিতে পারি, না করিতেও পারি, আমি বলিব উহা ধর্ম্মরাজ্যের অন্তর্গত নহে; কেন না উহার সহিত বিবেকের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ কিছু নাই। কেন না যতদূর আমাদের ক্ষমতা, ততদূর আমাদের দায়িত্ব।

আমরা সকলে একপ্রভুর ভৃত্য। আমাদের অনন্তকালের চাকরি। প্রভু যাহা করিতে বলেন, তাহাই করিব। আমাদের আবার অনুগ্রহ কি?

আপনার এই অনুগ্রহের মত যদি ব্রাহ্মসাধারণের মনে, দেশবাসীগণের মনে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ। উপাসনা করা পরিবার প্রতিপালন করা, ঋণ পরিশোধ করা প্রভৃতি কয়েকটি কার্য্য ভিন্ন সংসারের যত প্রকার সাধুকার্য্য সকলই অনুগ্রহের মধ্যে পড়িয়া যায়। দেশের হিতের জন্য যিনি যাহা করিবেন, তাহা তাঁহার অনুগ্রহ মাত্র। জিজ্ঞাসা করি, যিনি বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচার ব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি কি আমাদের প্রতি কেবল অনুগ্রহ করিতেছেন!

অনুগ্রহ মানি না। তবে কর্ত্তব্যের মধ্যে গুরু লঘু স্বীকার করি। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কার্য্যকালে ঐ প্রকার গুরু লঘু থাকে না; অর্থাৎ বিভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাদের ঐ প্রকার সম্বন্ধ থাকে না। মনে করুন, আমার পূজনীয়া মাতার কঠিন পীড়া হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইবে। সেবা করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; স্বাস্থ্যরক্ষা একটি কর্ত্তব্য। আমি কি করিব? অবশ্য লঘু কর্ত্তব্য স্বাস্থ্যরক্ষা অবহেলা করিয়া গুরু কর্ত্তব্য মাতৃ সেবায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু বিরোধের অবস্থায় গুরু লঘু এই সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া যায়। নতুবা লঘু কর্ত্তব্য উল্লঙ্ঘনে অবশ্য লঘু পাপ

হইত, কিন্তু কে বলিবে যে কথিত স্থলে স্বাস্থ্যভঙ্গ জন্য আমাদের অপরাধ হয়। কেবল লঘু গুরু সম্বন্ধ নষ্ট হয় এরূপ নহে, একটি কর্ত্তব্য আর একটী অকর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

এখন অনাথা বিধবাকে আশ্রয় দিবার বিষয়ে সংক্ষেপে একটি কথা বলি। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের উপকার করিতে, তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে বাধ্য। উহা অনুগ্রহের কার্য্য নহে, দায়িত্বের কার্য্য। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। আমি আমার পরিবার প্রতিপালনের উপযুক্ত অন্ন সংগ্রহ করিয়াছি। তাহার অধিক আর নাই। এমন সময় তিন দিন উপবাসী এক দরিদ্র আসিয়া আমার শরণাপন্ন হইল। আমি কি তাহাকে তাড়াইয়া দিব? কখনই না। বলিব "এস ভাই, আমাদের প্রত্যেকের অংশ হইতে এক এক মুষ্টি দিয়া তোমার প্রাণ বাঁচাইব।" সেইরূপ কোন অনাথা বিধবা আশ্রয় লইতে আসিলে কি ব্রাহ্মগণ বলিবেন, "তুমি চলিয়া যাও, তোমাকে সাহায্য করিতে আমরা দায়ী নহি।" জগদীশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে এপ্রকার স্বার্থপরতা হইতে রক্ষা করুন।"

ব্যাখ্যান।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা,
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানাঃ।

অর্থ সেই পরমেশ্বর চক্ষু দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হন না; তপস্যা বা সদনুষ্ঠান দ্বারা ও তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। জ্ঞান প্রসাদ দ্বারা যাঁহার সত্ত্ব বিশুদ্ধ হইয়াছে তিনি ধ্যান পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে দর্শন করেন।

বহিরেন্দ্রিয় সকল যেমন ঈশ্বরকে দেখিবার বা পাইবার পক্ষে উপায় স্বরূপ নয়, সেইরূপ তপস্যা ও সদনুষ্ঠান প্রভৃতিও সকল সময় ঈশ্বর লাভের পক্ষে সহায় হয় না। তবে পরমেশ্বরকে লাভ করিবার একটী প্রধান উপায় আছে। তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব হওয়া। আত্মার যে শক্তি থাকাতে মনুষ্য আধ্যাত্মিক জগতের সত্য সকলকে প্রতীতি করিতে সমর্থ হয়; প্রীতি ও পবিত্রতার আস্বাদন করিতে পারে এবং ভক্তিরসে অবগাহন করিয়া তৃপ্ত হয়, সেই আধ্যাত্মিক শক্তির নাম সত্ত্বগুণ। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা, বিষয়াসক্তি প্রভৃতি দ্বারা এই সত্ত্বগুণ সচরাচর কলুষিত ও জড় ভাবাপন্ন হইয়া যায়। এই অবস্থাতে উপনীত হইলে আত্মার অতি শোচনীয় দশা হয়। অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য, অসারকে সার এবং সারকে অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে থাকে। তখন আধ্যাত্মিক জগতের সমুদায় সত্যের তাৎপর্য্য গ্রহণের এবং গভীরতা অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। ওদিকে সত্ত্বগুণ যদি উজ্জ্বল থাকে তাহা হইলে মনুষ্যের মনে, সর্ব্বদাই এই সত্যটী জাগরূক থাকে, যে চক্ষে যাহা দেখি, কর্ণে যাহা শুনি এবং জনসমাজে যে সকল ঘটনা রাশির মধ্যে পরিভ্রমণ করি, ইহার অতিরিক্ত মানবের আত্মার স্থায়ী কল্যাণের উপায় স্বরূপ অনেক স্পৃহনীয় বস্তু আছে। সেই সকল স্পৃহনীয় বস্তুর আস্বাদন যে পায়, সে কি আর কখনও সংসার আবর্ত্ত মধ্যে ঘূর্ণিত হয়? সে প্রতিদিনের সুখ, দুঃখ, হর্ষ বিষাদপূর্ণ চঞ্চল জগতে বিচরণ করে বটে কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা যেন আর এক জগতে বিহার করিতে থাকে। ব্রহ্মকে দর্শন করিতে হইলে এই আধ্যাত্মিক জগতে প্রবিষ্ট হইয়া ধ্যানযোগে দেখিতে হয়। পক্ষী যতক্ষণ কুজ্ঝটিকা পূর্ণ পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়িয়া থাকে ততক্ষণ সে নবোদিত সূর্য্যের সুন্দর শোভা দেখিতে পায় না, কিন্তু যদি ধরাপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া গগণ মার্গে উড্ডীন হয় তাহা হইলেই সেই শোভা দর্শনে সমর্থ হয়; সেইরূপ সাধক যত দিন স্থূল দৃষ্টি ও তামসিক প্রকৃতি লইয়া নিম্ন জগতে পরিভ্রমণ করেন ততদিন ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দর্শনে সমর্থ হন না; নিম্ন জগত হইতে আধ্যাত্মিক জগতে উঠিলেই সেই সৌন্দর্য্য স্বতঃই তাঁহার নেত্রে পতিত হয়।

এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, ঈশ্বর দর্শনের জন্য সত্ত্ব শুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। সত্ত্ব শুদ্ধির উপায় "কি? না জ্ঞান প্রসাদ।" জ্ঞান শব্দ এখানে আত্মা, পরমাত্মা ও ভৌতিক জগতের গভীর তত্ত্ব সকলের আলোচনা বুঝিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাই এরূপ আলোচনায় চিত্ত যখন নিমগ্ন হয়, তখন যেন আমরা বিষয়ের উপরিস্থ তরঙ্গ সকল ভেদ করিয়া নিম্নে অবতরণ করি অথবা চঞ্চল বায়ু স্তর ভেদ করিয়া স্থিরতর ও পবিত্রতর স্তরে উত্থিত হই। এইরূপ আলোচনাতে রত থাকিতে থাকিতে বুদ্ধির জড়তা ও মালিন্য ঘুচিয়া যায় এবং বুদ্ধি শানিত অস্ত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ও উজ্জ্বল হয়। আত্মা এই অবস্থায় উপনীত হইলে, যদি ধ্যানযোগে পরমেশ্বরকে দর্শন করিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলেই তাঁহার শোভা অতি সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে দর্শন করিতে পারা যায়।

(Continued from p. 56.)

গৃহধর্ম্ম।(৩)

ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ।

যেদেশে পুরুষ বংশধর ও রমণী ঘৃণার পাত্রী সেদেশে ভ্রাতা ভগিনীর সৌহৃদ্য স্থাপন হইতে অনেক বিলম্ব আছে।

পুত্র উপার্জ্জক, কন্যা পরগৃহে যায়, এই জন্য যে যত্নের প্রভেদ তাহার মূলে স্বার্থপরতা তাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে।

এদেশে ভ্রাতা ভগিনী যতদিন শিশু ততদিন অকপটপ্রণয়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভগিনীরা ভ্রাতাদিগের অবজ্ঞার পাত্রী হইয়া অনেক দূরে গিয়া পড়ে।

কিন্তু আমাদের এই মানবজীবনের ও মানব সমাজের প্রধান সুখ কি? ভালবাসা দিয়া সুখ এবং ভালবাসা পাইয়া সুখ।

ভগিনী পরের গৃহে যাউন না কেন, ভ্রাতার গৃহ ও ভ্রাতার হৃদয় সর্ব্বদা তাঁহার জন্য পাতা থাকিবে। যখনই

আসুন সে স্থল তাঁহার আরামের স্থান, যে কয়দিন ভ্রাতৃগৃহে বাস, সে কয়দিন পরম আনন্দে দিন যায়।

ভ্রাতা সায়ং কালে কর্ম্মস্থান হইতে আসিয়া দেখিলেন ভগিনী সপরিবারে গৃহে উপস্থিত, অমনি আর সুখের সীমা নাই। তাহাদিগকে কোথায় রাখেন, কি দেন, কি খাওয়ান যেন সেই জন্যই ব্যস্ত। এইরূপ গৃহেই ভগিনীর আসিয়া সুখ হয়।

ভগিনীর গৃহও এমন হইবে যে গিয়া ভ্রাতার প্রাণ যুড়াইবে।

যে ভগিনীর সহিত শৈশবে এক জননীর হস্ত হইতে আহারের দ্রব্য কাড়াকাড়ি করিয়াছি, মাতার দুই জানুতে দুইজনে বসিয়া বিবাদ করিয়াছি, যৌবন ও শিক্ষার কি এই ফল হইবে যে সে আমার হৃদয় হইতে দশ যোজন দূরে গিয়া পড়িবে?

ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে একগৃহে বাস সুতরাং দূরত্বের অধিক সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যেখানে নীচতা যেখানে স্বার্থপরতা সেই খানেই বিরোধ।

কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরোপাসক ভালবাসার ঋণের দিকে দেখিবেন। যে আমাকে একবার ভালবাসিয়াছে এবং আমি যাহাকে একবার ভালবাসিয়াছি, তাহার নিকট এমন ঋণে বদ্ধ হইয়াছি, যাহার জন্য চিরদিন দায়ী থাকিব। অর্থাৎ এক ব্যক্তি ঋণের জন্য আদালতে অভিযোগ করিয়া ক্লেশ দিলেও যেমন ভদ্রলোকের ঋণদায় যায় না, সেইরূপ ভ্রাতা যদি অদ্য বিরূপ হন তাঁহার ঋণ দায় কোথায় যাইবে।

একদিন একজন যুবা পুরুষ বলিলেন, "অতি শৈশবে আমাদের পিতার পরলোক হয়, পিতাকে আমরা দেখিনাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতার কার্য্য করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এক বিধবা পত্নী আছেন, যদি আমরা থাকিতে তাঁহার কোন প্রকার ক্লেশ হয়, আমরা অপরাধী হইব; তিনি বিরূপ হইলেও তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য।" প্রকৃত ভাব এই; ভালবাসার ঋণ মরিলে ও যায় না।

আর এক সময় আর একজন মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "ভ্রাতারা স্বার্থপরতার উত্তেজনায় ও অন্যের পরামর্শে আমাকে শত্রুর ন্যায় নির্য্যাতন করিতেছেন, আমি কি প্রতি-হিংসা করিতে পারি! যদিও তাহাদের প্রতি বিরক্ত হই; আমার ভ্রাতৃবধূ,ভ্রাতুষ্পুত্রীগুলির ক্লেশ দেখিতে কি পারি।" প্রকৃত মনস্বী লোকের এই ভাব। জল যেমন বস্ত্রে পড়িলে সূত্র ধরিয়া অনেক দূর যায়, ভালবাসা তেমনি একবার যাহার উপর পড়ে তাহার সম্পর্ক যতদূর ততদূর গিয়া থাকে।

এক ভ্রাতা উপার্জ্জন করিবেন দশজন অলস হইয়া আহার করিবেন, ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। স্বাধীনভাবে পরিশ্রম করা মানবের শ্রেষ্ঠ সুখ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। কিন্তু সুসম্পন্ন ভ্রাতা যদি দুঃস্থ ভ্রাতার সাহায্যার্থ অগ্রসর না হন তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

সকল গুলি ভাই ভগিনী যে সর্ব্বদা একত্র থাকিতে পাইবেন তাহা নহে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সকল গুলি সপরিবারে এক গৃহে মিলিবার উপায় করা কর্ত্তব্য। এই জন্যই বোধ হয় ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এক পিতা মাতার রক্ত যতদূর আছে সকল গুলি একত্র মিলিতেও কত সুখ! সে ছবি কল্পনার চক্ষে দেখিতেও সুখ।

মতভেদ নিবন্ধন ভ্রাতাতে ভ্রাতাতে যদি বিরোধ হয় হউক, তাহাতে ভাল বাসার ঋণ ত মুছিয়া যাইতেছে না।

যদি কোন ভাই বা ভগিনী দুশ্চরিত্র হয়, অপরে হয়ত ঘৃণা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু আমি তাঁহার পাপ দেখাইতে ও তিরস্কার করিতে ছাড়িব না অথচ কিন্তু বাজ যেমন অপর পক্ষীর পশ্চাতে ধাবিত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পরিভ্রমন করে তথাপি তাহাকে না ধরিয়া ফেরে না, আমিও সেইরূপ তাঁহাকে না ফিরাইয়া ফিরিব না। একজন যদি প্রার্থনা সহকারে কাহারও উদ্ধার সাধনের প্রতিজ্ঞা করিয়া পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সাধ্য কি তাহার যে হস্ত ছাড়াইয়া যায়। আমরাই সৎসংকল্প সাধনে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি। ঈশ্বর পরিশ্রান্ত হন না। এইখানেই দেবভাব ও মানব ভাবে প্রভেদ।

ভাই ভগিনীর সমবেত প্রার্থনা।

সকল পরিবারের পিতা মাতা পরমেশ্বর! আমরা সমুদায় ভাই ভগিনী একত্র হইয়া আজ করযোড়ে তোমার পবিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছি। মঙ্গলময়! তুমি তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে অতি পবিত্র ও মধুর সম্পর্কে বদ্ধ করিয়াছ। জগদীশ্বর! জনক জননী তোমারই মঙ্গল ভাবের প্রতিকৃতি স্বরূপ হইয়া বাল্যকালে আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে এক ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছি, একপাত্র হইতে অন্ন, পান গ্রহন করিয়াছি; এক শয্যাতে শয়ন করিয়াছি, আমাদের জীবনের স্রোত সকল সম্পূর্ণরূপে যেন মিশিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। জগদীশ্বর! কার্য্যবশতঃ ও অবস্থার বিভিন্নতাবশতঃ যদিও তৎপরে আমাদের জীবন স্রোত ভিন্ন ভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছে, তথাপি আমরা সেই পিতা মাতার সন্তান, সেই এক রক্ত আমাদের শিরাতে শিরাতে প্রবাহিত। অনন্ত প্রেমের আধার! তুমি যে অনুরাগ ও স্নেহ সূত্রে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছ তাহা যে আর ছিন্ন হইবার নয়; যে ভালবাসার ঋণে আমরা পরস্পরের নিকট ঋণী হইয়াছি, সে ঋণ যে সম্পূর্ণরূপে শোধ হইবার নয়। মরিলেও সে ঋণ শোধ হইবে না। তবে জগদীশ! আজ আমাদের ভাই ভগিনীর গলবস্ত্রে তোমার নিকট এই নিবেদন, তুমি এই কৃপা কর যেন আমরা আমাদের সম্পর্কের মধুরতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই; আমাদের পরস্পরের গৃহ যেন পরস্পরের পক্ষে সুখের স্থান হয়; পরস্পরের সুখ দুঃখে যেন পরস্পরের সুখ দুঃখ হয়। আমাদের সকল পরিবার যেন এক পরিবারের অঙ্গ হইয়া থাকে।

সঙ্কেত।

(১)

ঈশ্বরের আরাধনার সময় চিত্ত যদি সামান্য বিষয় চিন্তার দিকে ধাবিত হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের অপমান করা হয়। এক ব্যক্তি রাজ-সকাশে কোন প্রার্থনা জানাইতে গিয়া প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে যদি তাহা ফেলিয়া একটী মক্ষিকা ধরিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা হইলে কি সেই রাজার অপমান করা হয় না? ——স্পার্জ্জিয়ান সাহেব। ১

চিত্তের প্রসন্নতা যেন বাষ্পীয় যানের চক্রসকলের বসার ন্যায়। চক্রসকলে যখন বসা না থাকে, চক্রগুলি উষ্ণ হইয়া উঠে, এবং গতির রোধ করিতে থাকে। চিত্তে প্রসন্নতা না থাকিলে, কার্য্য করিতে গেলেই লোকে উষ্ণ হইয়া উঠে ও কার্য্য করিতে পারে না।——ঐ, 2

যেমন এক বিন্দু শিশির জলে অসীম আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ একবিন্দু পুণ্য বা প্রীতির মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরকে যেন প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। 3.

বালকেরা আম্র আহার করিবার সময় যেই আম্রটী চাপিয়া ধরিল অমনি তাহার বীজটী বেগে বাহির হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, কেবল ত্বকখানি হস্তে রহিল। সেইরূপ বিপদ যখন সাধুর শরীরকে চাপিয়া ধরে, তাঁহার আত্মাটী বেগে ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায়। 4.

মানবের মন বারুদ ও বিষয়াসক্তি জল। বিষয়াসক্তি না শুখাইলে সে মনে ধর্ম্মাগ্নি লাগে না।——অজ্ঞাত লেখক। 5

এরূপ প্রবাদ, শৃগাল পথ প্রদর্শক হইয়া সিংহকে শিকারে লইয়া যায়। পাপ রূপ শত্রুর ও দুইটী শৃগাল আছে, আলস্য এবং সুখ স্পৃহা। 6

পলাণ্ডুটী যতদিন কাঁচা ও সরস থাকে ততদিন তাহার স্তরীভূত আবরণগুলিকে সহজে অন্তরিত করা যায় না; কিন্তু শুষ্ক পলাণ্ডুর আবরণ অন্তরিত করিতে প্রয়াস পাইতে হয় না, আপনিই ছাড়িয়া আসে। সেইরূপ কোন ধর্ম্মসমাজের মধ্যে যতক্ষণ ভক্তিরস থাকে ততক্ষণ সে সমাজের একটী লোককে অপর গুলি হইতে অন্তরিত করাই দুষ্কর কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে ভক্তিরস না থাকে তাহারা আপনা আপনি সরিয়া পড়ে।——সাধু জনের উক্তি। 7

ঊর্ণনাভির জালের মধ্য স্থলে যদি একটী পতঙ্গ পতিত হয়, অমনি চারিদিকের সূত্র গুলি আসিয়া তাহাকে একেবারে বদ্ধ করিয়া ফেলে, এবং যাহা বাকি থাকে ঊর্ণনাভি স্বয়ং আসিয়া করিয়া দেয়। ঈশ্বর মানবাত্মাকে ধরিবার জন্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য রূপ যে ফাঁদ পাতিয়াছেন যে ব্যক্তি দিগ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া একবার তাহার মধ্যস্থলে আসিয়া পড়ে, সে তৎক্ষণাৎ শত সূত্রে আবদ্ধ হইয়া যায় এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাকে কৃপা সূত্রে আরও জড়িত করেন, তাহার আর সংসারে ফিরিবার উপায় থাকে না। 8

সংবাদসার।

আমেরিকাতে কোন কোন স্থানে এখনও এরূপ আছে, যে সেখানে রোমান কাথলিক ভিন্ন অন্য কোন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনাদি হইতে পারে না। কিন্তু কালের ও সভ্যতার কি মহিমা, সে সকল দেশের সংকীর্ণতা ও ক্রমে দূর হইতেছে। সম্প্রতি বেজিল নামক দেশে মন্ত্রী সভা পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যান্য সুফলের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দেশ মধ্যে যে অল্প সংখ্যক প্রোটেষ্টাণ্ট ছিল, তাহারা স্বেচ্ছামত উপাসনার্থ কোন প্রকাশ্য উপাসনা স্থানে সমবেত হইতে পারিত না। নূতন মন্ত্রিসভা সে রাজবিধি রহিত করিয়াছেন।

কিউবা নামক দ্বীপে, নয় বৎসর পূর্ব্বে ঐরূপ কঠোর বিধি ছিল। প্রোটেষ্টাণ্টগণ নগর মধ্যে উপাসনার স্থান প্রাপ্ত না হইয়া একখানি জাহাজে প্রতিরবিবার উপাসনার্থ মিলিত। কিউবা দ্বীপের সে কঠোর রাজ বিধিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী সুতরাং পৃথিবীর যেদেশে এবিষয়ের উন্নতি দেখা যায়, তাহাতেই আমাদের আনন্দ হয়।

ইংলণ্ডের লোক প্রসিদ্ধ ব্রাড্‌লা নামক নাস্তিককে নির্য্যাতন করিবার চেষ্টা করিয়া এই করিয়াছেন, যে তাহার মান সম্ভ্রম ও পদ বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। "ন্যাশনাল রিফারমার" নামে ব্রাড্‌লা সাহেবের যে এক সংবাদপত্র আছে, তাহার গ্রাহক সংখ্যা ২০০০০ সহস্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এখন দলে দলে লোক তাহার বক্তৃতা শুনিতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে একটী শিক্ষা পাওয়া যায় যাহারা বলপূর্ব্বক কোন মত বা বিশ্বাসকে দমন করিতে চায় তাহাদের ন্যায় ভ্রান্ত আর জগতে নাই; তাহাতে ঠিক বিপরীত ফল উৎপন্ন করে।

কিছু দিন হইল আমেরিকা দেশে একখানি জাহাজে আগুন লাগিয়াছিল। উক্ত জাহাজে অপরাপর আরোহীর মধ্যে একজন সপ্ততি বর্ষাধিক বয়স্ক বৃদ্ধ ও তাঁহার কন্যা ছিলেন। আরোহীরা সকলে স্ব স্ব প্রাণ রক্ষার উপায় বিধানে ব্যগ্র হইল। কন্যাটী বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া বিপন্ন হইলেন। বৃদ্ধ বিপদে পড়িয়া একেবারে হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া গেলেন। কন্যাটী পিতার শরীরে সন্তরণোপযোগী বস্ত্র বাঁধিয়া দিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন "বাবা একটু বল প্রকাশ করিয়া, লাফাইয়া পড়," বৃদ্ধের হস্ত পদ যেন অচল। কন্যাটী ব্যাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকের লোকদিগকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, এবং নিজের সাধ্যে যতদূর হয় বল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন: কিন্তু কে বা শুনে কেবা সাহায্য করে। এদিকে প্রজ্বলিত অনলের শিখা সকল আসিয়া কন্যাটীকে আক্রমণ করিয়াছে, তখন কন্যাটী নিরাশ

হইয়া পিতার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন; তাঁহার বলি সংযুক্ত কপোলদেশে বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন, এবং জন্মের মত বিদায় লইয়া নিজে জলে ঝম্প দিয়া পড়িলেন, বৃদ্ধ তখনও অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ক্রমে প্রজ্বলিত জ্বালারাশির মধ্যে অদর্শন হইয়া গেলেন। কন্যাটীর প্রাণ রক্ষিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে জাতিভেদের ন্যায় ধর্ম্ম প্রচারের ও সকল প্রকার উন্নতির শত্রু আর নাই। ইংরাজেরা শত বর্ষের অধিক কাল ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছেন এবং এদেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকগণ বিবিধমতে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; তথাপি এদেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হয়। চীন দেশ স্বাধীন সেখানে খৃষ্টীয় প্রচারকগণ এত স্বাধীনতার সহিত ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন না, তথাপি সেখানে খৃষ্ট ধর্ম্মের যেরূপ বহুল প্রচার হইতেছে স্মরণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে এখন বর্ষে বর্ষে যেরূপ খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহাতে আর ৩০ বৎসরের মধ্যে খৃষ্টানের সংখ্যা ১২৬০০০০০০ বার কোটী ষাট লক্ষ হইবে। চীন সাম্রাজ্য বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান আশ্রয় স্থান ছিল, বুঝি বা খ্রীষ্টের জয় পতাকা সেখানে অচিরাৎ উড্ডীন হয়। চীনদিগের মধ্যে জাতিভেদ না থাকাই ইহার প্রধান কারণ। ভক্তদীশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে কতদিনে এরূপ বলবান করিবেন যে তাঁহারা দেশ বিদেশে এইরূপ প্রচারক প্রেরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

একটী সুখের সংবাদ এই, যে সুরাপানের অনিষ্ট কারিতার দিকে ক্রমেই ইংলণ্ডের লোকের দৃষ্টি পতিত হইতেছে। কিছু দিন হইল সার উইলফ্রিড লাসন নামক একজন পার্লেমেণ্ট সভার সদাশয় সভ্যের যত্নে "লোকাল অপশন" নামে একটী বিল বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উক্ত রাজবিধির মর্ম্ম এই, যে কোন স্থানে শৌণ্ডিকালয় খুলিবার অনুমতি দিবার পূর্ব্বে তৎস্থানের অধিবাসিদিগের মত জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যদি অধিকাংশ লোকে বিরোধী হয়, গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিতে পারিবেন না। এতদ্ভিন্ন আর একটী বিল উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে রবিবার কোন দোকানে সুরা বিক্রীত হইতে পারিবে না। এবিষয়ে যত কঠোর বিধি হয় ততই আনন্দের বিষয় কারণ এই পাপের ন্যায় ইংলণ্ডের শত্রু আর নাই।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কলিকাতাতে কয়েক দিন বাস করিয়া পুনরায় ঢাকায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার কলিকাতা বাস কালে কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীতে একটী উপদেশে ধর্ম্ম পথের সাধকের পক্ষে দুইটী লক্ষণকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রথম, ভক্তি ও প্রীতির জন্য ব্যাকুলতা, দ্বিতীয় ধর্ম্ম বুদ্ধিকে পথ প্রদর্শক আলোকের ন্যায় অবলম্বন করিয়া অবিচলিত চিত্তে তাহার অনুগমন করা। গোস্বামী মহাশয় নিজের জীবনের দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া উক্ত উভয় সত্যকে আরও দৃঢ়রূপে লোকের মনে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ব্রাহ্ম পাঠক! এই দুইটীই ধর্ম্ম সাধকের প্রধান লক্ষণ, এ দুইটীর একটী যদি হীন হয়, আধ্যাত্মিক অধোগতি অনিবার্য্য।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী গত গ্রীষ্মাবকাশের সময় অমৃত সহরে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করেন, সেখানকার ভজন সভাতে উপাসনা এবং প্রকাশ্য বক্তৃতাদিতে কয়েক দিন অতিবাহিত হয়। একদিন তিনি গুরু দরবারের নিকটে অনাবৃত স্থানে একটী উপদেশ দিয়াছিলেন, সে উপদেশটীতে অনেকের চিত্তকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছে। পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী তৎপরে মুলতানে গমন করেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন অবশেষে আসাম প্রদেশ পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহার আসামের প্রচার কার্য্য এক প্রকার সমাধা হইয়াছে। তিনি যখন শিবসাগর পরিত্যাগ করেন, তখন সেখানকার ছাত্রগণ একটী প্রকাশ্য সভা করিয়া তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দিয়াছে। ঐ অভিনন্দন পত্রে তাহারা তাঁহাকে আসামের পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। রামকুমার বাবু ঐ অভিনন্দনের উত্তরে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে ছাত্রেরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছে। তিনি একণে কাছাড়, শ্রীহট্ট প্রভৃতির অভিমুখে যাইবার সংকল্প করিতেছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মাত্রেই শুনিয়া সুখী হইবেন, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহের ট্রষ্টডীড রেজিষ্টরী হইয়া গিয়াছে। আমাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্য সুসিদ্ধ হইল।

১ লা আগষ্ট রবিবার বঙ্গ মহিলা সমাজের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ সভা হইয়াছিল। উক্ত দিবস রমণীরা সভা স্থল অতি পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। প্রায় ৩০ জন মহিলা ও ২০ টী বালক বালিকা উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮০ সালের এপ্রেল, মে ও জুনমাসের সংক্ষিপ্ত আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়।

প্রচার বিভাগ।

মাসিক দান	২৯১৷৷০
বার্ষিক দান	১৮৮০
এককালীন	৬৩
পাথেয়	১৭৮৫
	৩৯১৫

সাধারণ বিভাগ।

মাসিক দান	১৫.।০	
বার্ষিক দান	৪১৭৶০	
		৫৬৮।৶০

পুস্তক বিক্রয়।

সমাজের	৬৮৻৫	
অপরের	২৯।/০	
		৯৭॥/৫
তত্ত্ব-কৌমুদী		১৮৪/৫
ঋণ গ্রহণ		২০
গচ্ছিত		৪৯৮৶৫
		১৩১১
পূর্ব্বস্থিত		৯২॥/৫
মোট		১৪০৩॥/৫

ব্যয়।

প্রচার কার্য্যের ব্যয়	৪২৫ /৫	
সাধারণ কার্য্যের ব্যয়	১২৪॥৶০	
পুস্তক হিসাবে	৩৩৬।০	
তত্ত্ব কৌমুদী	১৯৯৸৶০	
ঋণ শোধ	১৮৩৸৶০	
গচ্ছিত প্রত্যর্পণ	১০৬/১০	
ঋণদান গঃ পুস্তক	২৸০	
মোট ব্যয়		১২৮৩।১৫
স্থিত		১২০।১০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৮৮০ সালের এপ্রেল মে ও জুনমাসের দান-আদায়ের বিবরণ।

প্রচার ফণ্ড।

মাসিক দান।

বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	।০
,, দুর্গামোহন দাস	১২০
,, কেদারনাথ রায়	৩
,, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	১২
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	১॥০
,, ভুবনমোহন দাস	২৪
,, ভুবনেশ্বর গুপ্ত	১২
,, কালীনাথ দে	১০॥০
,, আনন্দমোহন বসু	৬৯
,, কালীশঙ্কর সুকুল	২
,, গুরুচরণ মহালানবিশ	৪
,, আনন্দচন্দ্র রায়	১২
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ	৯
,, শিবচন্দ্র দেব	২
,, উমেশচন্দ্র গুহ	৪
	২৯১॥০

বার্ষিক দান।

জলপাইগুড়ি ব্রাহ্মসমাজ	৬৸০
বাবু রজনীনাথ রায়	৫
,, মহেন্দ্রনাথ দাঁ	১
,, নীলমণি ধর	৪
,, হরকান্ত সেন	২
	১৮৸০

এককালীন দান।

বাবু শিবচন্দ্র দেব	৫০
শ্রীমতী অম্বিকা দেব	১০
বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
	৬৩
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	২৮৫
পূর্ণীয়া ব্রাহ্মসমাজ	১৫
	১৭৮৫
সমষ্টি	৩৯১।৫

সাধারণ ফণ্ড।

মাসিক দান।

বাবু হরকুমার রায়চৌধুরী	১
,, ভগবানচন্দ্র বসু	১৫
,, কেদারনাথ রায়	৩
,, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১১০
,, গিরিশচন্দ্র রায়	৩
,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ	১৪
,, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	॥০
,, আনন্দমোহন বসু	৬
,, রাখালচন্দ্র সেন	৩
,, মোহিনীমোহন বসু	৬
,, গুরুচরণ মহালানবিস	২
,, শিবকৃষ্ণ দত্ত	২
,, শিবচন্দ্র দেব	৬
,, দুর্গামোহন দাস	১২
,, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত	॥০
,, ভুবনমোহন দাস	৬
,, শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়	১॥০
,, ডাক্তর প্রসন্নকুমার রায়	২৪
,, কৃষ্ণদয়াল রায়	৬
,, কালীনাথ দে	৭
শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়	১॥০
	১৫১।০

বার্ষিক দান।

বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি	৩৸০
,, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	১
,, গৌরীশঙ্কর দে	১॥০

নাম	টাকা
বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী	১
,, জগচ্চন্দ্র ভাদুড়ি	২
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়	॥০
,, তারাকিশোর চৌধুরী	১
,, কৈলাসচন্দ্র সেন	১
,, ভুবনমোহন ঘোষ	৬
শ্রীমতি জগৎলক্ষ্মী ঘোষ	২
বাবু কেদারনাথ মিত্র	১
বাবু উপেন্দ্রনাথ পাল	॥০
,, রাধাকান্ত ঘোষ	৩
শ্রীমতী নবলক্ষ্মী ঘোষ	১
বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
,, কালীপ্রসন্ন রায়	১।০
,, ভুবনেশ্বর গুপ্ত	৩
সরদার দয়াল সিংহ	১৫০
বাবু গুরুদয়াল সিংহ	৩
,, দ্বারকানাথ বিশ্বাস	১
,, কানাইলাল পাইন	২
,, উদয় রাম দাস	২
,, মহেন্দ্রলাল মল্লিক	১
,, রজনীনাথ রায়	৫
শ্রীমতী বিধুমুখী রায়	১০
বাবু নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী	২
,, শশিভূষণ বিশ্বাস	২
,, কৃষ্ণচন্দ্র নাথ	১
,, নীলাম্বর হুই	১
,, রাধাবিনোদ রায়	৩
,, রজনীকান্ত মিত্র	১
,, রাজকৃষ্ণ বিদ্যান্ত	১
,, রামলাল শাহা	৩
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ	১
,, গোবিন্দচন্দ্র বসু	১
,, ভোলানাথ শেট	১॥০
,, হরনাথ বসু	॥০
,, নবীনচন্দ্র রায়	৬
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	২
,, কুমুদবিহারী সামন্ত	২
,, অধরলাল সেন	২
,, লক্ষ্মীনারায়ণ সেন	॥০
,, শিবচন্দ্র দাস	॥০
,, মুকুন্দনাথ সেন	৮
,, ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১
,, অবিনাশচন্দ্র দাস	১
,, আদিত্যচরণ মল্লিক	৫
,, কুড়নচন্দ্র মল্লিক	১
,, জগদীশচন্দ্র বসু	৩॥০
বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী	১
,, নবদ্বীপচন্দ্র দাস	২
,, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
,, কেদারনাথ চৌধুরী	৩
,, হারাণচন্দ্র বসু	৩
,, চাঁদমোহন মৈত্র	২
,, কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১
,, হেমচন্দ্র সুর	১
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১
,, উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	॥০
,, প্রসাদদাস মল্লিক	॥০
,, হরকান্ত সেন	৩
,, নন্দলাল নিয়োগী	১
,, কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	।০
,, নবকুমার সমাদ্দার	।০
,, বৈকুণ্ঠনারায়ণ দাস	১।০
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	।০
,, রজনীকান্ত নিয়োগী	১
,, প্যারীমোহন গুপ্ত	১
,, অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী	।০
,, ভগবতীচরণ মিত্র	১
,, ত্রৈলোক্যনাথ দেব	১
,, দুর্গাদাস বসু	১
,, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	১
,, কালীকুমার ঘোষ	৬
শ্রীমতী ক্ষেমদা মিত্র	২
বাবু নীলমণি ধর	১
,, বীরেশ্বর সান্যাল	।০
,, প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	১
,, জয়শঙ্কর দে	১
,, প্রমদাচরণ সেন	।০
,, অক্ষয়কুমার সেন	॥০
,, মহেশ্বর চক্রবর্ত্তী	।০
,, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	১
,, বাণীকান্ত রায় চৌধুরী	।০
,, নন্দগোপাল ভাদুড়ি	১
,, বৈষ্ণবচরণ মল্লিক	৩
,, শ্রীনাথচন্দ্র মিত্র	১
,, কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
,, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী	৩
,, রজনীকান্ত গুপ্ত	৩৸৵০
,, গোপালচন্দ্র মজুমদার	১
,, লালনচন্দ্র মজুমদার	১
,, কৈলাসচন্দ্র মজুমদার	১
,, প্যারীলাল অধিকারী	১
,, ঈশ্বরচন্দ্র অধিকারী	১

বাবু	তারিণীচরণ সান্যাল	১
,,	হরিপদ বসু	১
,,	রাধাবিনোদ দাস	॥০
"	প্রবোধচন্দ্র দে	॥০
,,	শারদাপ্রসন্ন সেন	॥০
,,	রমানাথ চট্টোপাধ্যায়	৫
,,	হরিনাথ মজুমদার	১
,,	কৃষ্ণপ্রসন্ন মিত্র	১
,,	উমেশচন্দ্র ঘোষ	।০
শ্রীমতী	কাদম্বিনী বসু	১
বাবু	আশুতোষ মিত্র	৬
,,	আনন্দচন্দ্র রায়	৩
,,	গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী	৩
,,	রজনীশেখর বন্দোপাধ্যায়	১
,,	আনন্দমোহন বৰ্দ্ধন	১।০
,,	জয়কৃষ্ণ ঘোষ	১
,,	মহেন্দ্রনাথ সরকার	২
শ্রীমতী	কাদম্বিনী নন্দী	১
বাবু	গোপালচন্দ্র সরকার	॥০
,,	কালীকান্ত সেন	॥০
,,	কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩
,,	শরচ্চন্দ্র ঘোষ	১
,,	কে, জি, গুপ্ত	১৫
,,	সুন্দরীমোহন দাস	১
,,	মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	।০
,,	উপেন্দ্রনাথ মিত্র	৬
,,	কৈলাসচন্দ্র বাগ্চী	৩
,,	গোপাল নারায়ণ মজুমদার	।০
,,	চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী	৩
,,	মোহিনীমোহন মজুমদার	॥০
,,	নীলমণি ব্রহ্মচারী	১
,,	নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	॥০
,,	শ্রীনিবাস দাস	॥০
,,	দ্বারকানাথ মিত্র	২
,,	কানাইলাল পাঁড়ে	২
,,	প্যারীমোহন ঘোষ	২
,,	রাজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	২
,,	উমেশচন্দ্র রায়	১৫
,,	অবিনাশচন্দ্র চাম্পাতী	১
শ্রীমতী	মনোমোহিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
	মোট বার্ষিক দান	৪১৭৶০

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার ৩ ঘটিকার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। সভা মনোনয়ন।

২। অধ্যক্ষ সভাদ্বারা মনোনীত একজন সভ্যের অনুমোদন।

৩। অধ্যক্ষ সভার দুইজন সভ্য নিয়োগ।

৪। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু।
১৮৮০। ১লা আগষ্ট। } সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য /০ আনা মাত্র।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমিতির উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা	৵১০
জাতি ভেদ	/১০

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৩১ শ্রাবণ। } সহঃ সম্পাদক।

আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম সংখ্যা গণনার্থ ফরম মুদ্রিত হইয়াছে। যাঁহাদের প্রয়োজন হইবে, পূর্ব্বাহ্নে অবগত করিয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বান্ধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৪, ডাকমাশুল ।৶০

কার্য্যাধ্যক্ষ

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, July. 1880

[পাক্ষিক পত্রিকা।]

৩য় ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | ১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! তুমি ধর্ম্ম প্রচারের সহায় হও, আমরা যে কিছু লিখিব বা বলিব যেন তোমার সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া করিতে পারি। এই পত্রে যাহা কিছু লিখিত হইবে আশীর্ব্বাদ কর যেন তাহা সুফল প্রসব করে, যেন তদ্দ্বারা তোমার দিকে নর নারীর চিত্ত আকৃষ্ট হয়, যেন তোমার ভক্ত ও অনুগত হইবার বাসনা লোকের মনে উদ্দিক্ত হয়; যেন ব্রাহ্মগণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবতী হয়, সাধু সংকল্প সকল জাগরূক হয়, এবং সাধুতালাভের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হয়। আমাদের লিখিত শব্দ সকলকে তোমার তেজ ও ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত কর, যেন তদ্দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে সাহায্য করে। আমরা তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতেছি। তুমি আমাদের অন্তরে থাক।

যে চরিত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদান গুলি দৃষ্ট হয় (১ম) প্রার্থনা জীবনের প্রধান সহায় ও অবলম্বন (২য়) সাধুতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস (৩য়) কর্ত্তব্য সাধনে অকুণ্ঠিত সাহস (৪র্থ) কর্ত্তব্যের পথে অপরের বৈরভাব দেখিয়াও বৈর ভাবের অভাব (৫ম) সকল প্রকার হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য ব্যগ্রতা। সেই প্রকার চরিত্রই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে, আমরা অনেকে ঈশ্বরের উপাসনা করি কিন্তু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইব, প্রার্থনাকে সকল অবস্থার সহায় অতি অল্প লোকেই করিয়াছেন। প্রতি দিনের কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে আমাদের অতি কঠিন কঠিন প্রশ্ন উপস্থিত হয় এবং আমরা যথাবুদ্ধি যথাজ্ঞান মীমাংসা করিয়া থাকি, কিন্তু অল্পস্থলেই আমাদের চক্ষু ঈশ্বরের দিকে উত্থিত হয়। আমরা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করি কিন্তু সেই বুদ্ধিকে সুপথ প্রদর্শনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি না। আমরা যত প্রকার দেশ হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি তাহার অধিকাংশ স্থলে ঈশ্বরের নাম স্মরণ হয় না, ইহাত প্রার্থনা পরায়ণ লোকের লক্ষণ নয়।

একজন বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত বলিয়াছেন। লোকে সচরাচর সতর্ক হয়, পাছে অপরে তাহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করে, কিন্তু প্রকৃত সাধুতা যখন জন্মিবে তখন লোকে সতর্ক হইবে পাছে তাঁহারা নিজে অপরের প্রতি অন্যায়াচরণ করে। উক্ত পণ্ডিত মানব চরিত্র গঠনের একটী মূল সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। প্রকৃত সাধু লোকের একটী প্রধান লক্ষণ এই যে সেরূপ ব্যক্তি সর্ব্বদা সশঙ্কিত, পাছে তাঁহার কোন কথা বা কার্য্য সত্য, ন্যায়, প্রীতি বা পবিত্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করে। এই কারণে এরূপ লোক সর্ব্বদা বিবেচনা ও প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়া থাকেন কোনও পথকে বিবেকের চক্ষে সম্পূর্ণরূপে অবলম্বনীয় মনে না হইলে তাঁহারা কোন ক্রমেই সে পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। পাছে অধর্ম্ম হয় এই ভয়ে যেন হস্ত পদ কুঞ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ লোককে ধর্ম্মভীরু বলে। অভ্যাস দোষে শিক্ষার দোষে ও প্রকৃত সাধনের অভাবে আমাদের অনেকের চরিত্রে এই ধর্ম্ম ভীরুতা বিকশিত দেখা যায় না। আমরা কত সময় এমন কার্য্য করি যদ্দ্বারা অপরের বিশেষ হানি হয়, কত সময় বিনা কারণে এরূপ কথা প্রচারের পক্ষে সাহায্য করি যদ্দ্বারা অপরের সুনামের বিশেষ ক্ষতি হয়। এইরূপ আচরণ করিয়া অনেক সময় পরে অনুতাপিত হইতে হইয়াছে। জগদীশ্বর আমাদিগকে ধর্ম্ম ভীরু করুন।

চরিত্র বিষয়ে যেরূপ সতর্কতার উল্লেখ করা গেল, আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধেও সেইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন। এক ব্যক্তি নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বহুদিন বেড়াইতেছেন, সকল প্রকার ব্রাহ্মঅনুষ্ঠান করিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজে নানাপ্রকার কার্য্য করিতেছেন, ইহাতেই যে তিনি নিরাপদ হইয়াছেন, এরূপ মনে করিবেন না। মানবের দুরভিসন্ধি এবং দুষ্প্রবৃত্তি সকল অতি অলক্ষিত ভাবে চিন্তা ও কল্পনাদির সহিত মিশিয়া থাকে। ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি যেমন পাছে ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করি এই ভয়েই সর্ব্বদা ব্যস্ত, প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রার্থী ব্যক্তিও সেইরূপ সর্ব্বদা, পাছে হৃদয়ের কোন স্থানে কোন দুরভিসন্ধি থাকিয়া যায় এই ভয়ে সশঙ্কিত। তিনি প্রার্থনা সহকারে সর্ব্বদা নিজের ভাব সকলকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছেন। মনে কর তাঁহার বাসনা হইল এবং তিনি ঈশ্বরের অভীষ্ট বলিয়া অনুভব করিলেন যে তিনি প্রচার কার্য্যকে জীবনের কার্য্য বলিয়া অবলম্বন করিবেন। এই বাসনার উদয় দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া

অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, তিনি আপনাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন, আমি যে প্রচারব্রত গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছি ইহার মধ্যে কোন স্বার্থ আছে কি না? নিজের ভরণপোষণের ভার অপরের মস্তকে দিয়া স্বাধীনভাবে বেড়াইব, এরূপ ইচ্ছা আংশিকরূপেও আছে কি না? লোকে প্রচারককে আদর সম্ভ্রম করে তাহার প্রতি লোভ আছে কি না? ইত্যাদি। এক দিকে যেমন এই সকল প্রশ্ন করিতে থাকেন অপর দিকে ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতে থাকেন। ব্রাহ্মবন্ধু! দেখ দেখি তোমার আধ্যাত্মিক ভাব সকলকে এরূপে পরীক্ষা কর কি না? পাছে ধর্মভাব বলিয়া যেভাব হৃদয়ে পোষণ কর তাহার মধ্যে কোন প্রকার দূষিত অভিসন্ধি বা ইচ্ছা থাকিয়া যায় এই ভয়ে তুমি সর্ব্বদা সতর্ক কি না? পরমেশ্বর আমাদিগকে এইরূপ সজাগ করুন।

এক জন হতভাগা গৃহস্থের শিশু সন্তান জলে ডুবিয়াছে। বহু সংখ্যক লোক সেই পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইয়া কোলাহল করিতেছে। সকলেই অপরকে প্ররোচনা করিতেছে, কেহই স্বয়ং জলে অবতরণ করিতেছে না; এমন সময় এক জন হৃদয়বান্ লোক উপস্থিত। সে ব্যক্তি বলিল "কি আশ্চর্য্য? তোমরা নাম না নাম না করিতে করিতে শিশুটী যায়" এই বলিয়া সে ব্যক্তি জলে ঝম্প দিল। অমনি অপর দশ জন, যাহারা তীরে দণ্ডায়মান হইয়া উৎসাহ করিতেছিল, সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হউক, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রে বিস্তৃত হউক যাঁহারা এই ইচ্ছা করিতেছেন, তাঁহাদিগের তীরে দাঁড়াইয়া অপরকে প্ররোচনা করিলে চলিবে না। আপনারা ঝম্প দিন, দেখুন অপরে দেয় কি না? এইরূপ দশটী লোক যদি সত্য ও ঈশ্বরকে সহায় করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারেন, তাহা হইলে অচির কালের মধ্যে সমগ্র সমাজকে নূতন জীবন দিতে পারেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহী সভ্যদিগের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরে এই প্রশ্ন করুন তিনি সেই দশ জনের এক জন হইবেন কি না?

আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই এবং দেখিয়া দুঃখিত হই, যে ব্রাহ্মস্বামী স্বীয় সহধর্ম্মিণীর আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। যে ধর্ম্মকে সত্যধর্ম্ম বলিয়া নিজে অনুভব করিয়াছেন, তাহা স্বীয় পত্নীকে জানাইবার চেষ্টা নাই। ইহাতে প্রকাশ পায় যে তাঁহারা নিজে উক্ত ধর্ম্মকে এখনও আত্মার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভব করেন নাই। তাঁহারা যে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দেন তাহা কেবল সাময়িক কোন ভাব বা সংস্কারের উত্তেজনা বশতঃ, নতুবা এই প্রকাশ পায় যে স্বীয় পত্নীর সদ্গতি বা অধোগতি দুই তাঁহার নিকট সমান। এই ঔদাসীন্য এক দিকে যেমন অতি নিন্দনীয় অপরদিকে ইহাতে অনেক অনিষ্ট ফল প্রসব করে। পত্নী যদি কুসংস্কারাপন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে পরিবার মধ্যে এবং পুত্র কন্যাদিগের অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ভাব ও পবিত্র নীতি বদ্ধমূল হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প থাকে। ব্রাহ্ম বুঝিলেন এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন অন্য কোন উপাসনা কর্ত্তব্য নয়, তথাপি তাঁহাকে পত্নীর অনুরোধে পুত্র কন্যাদির বিবাহের সময় পৌত্তলিকতাচরণ করিতে হইল; তিনি জানেন জাতি ভেদ কিছু নয় কিন্তু তাঁহার পত্নী সন্তানদিগকে জাতিভেদের শিক্ষা দিলেন; তিনি জানেন অল্প বয়সে পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া অকর্ত্তব্য, পত্নীর অনুরোধে তাহাও দিতে হইল, তবে আর তিনি ব্রাহ্ম হইয়া কি করিলেন? কি আশ্চর্য্য! স্ত্রী ব্রাহ্মস্বামীর নিকট নিজ বিশ্বাস ও সংস্কার ব্যক্ত করিতে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত বা সংকুচিত হন না, কিন্তু ব্রাহ্মস্বামী তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বাস স্ত্রীর নিকট ভয়ে ভয়ে গোপন করিয়া বেড়ান।

তবে কি ব্রাহ্ম হইয়া তিনি ভুল করিয়াছেন? ঈশ্বর তাঁহার কন্যাদিগের মঙ্গলের উপায় করুন।

সাত্ত্বিক ব্রাহ্ম।

সাংখ্যেরা ত্রিবিধ গুণের কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ঐ ত্রিবিধ গুণের সংযোগের তারতম্য অনুসারেই এই প্রপঞ্চবিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। গুণ ত্রিবিধ নাম, সত্ত্ব, রজ, তম। এই তিন প্রকার গুণের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ আছে। উক্ত লক্ষণানুসারে মানব প্রকৃতিকেও তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যথা সাত্ত্বিক প্রকৃতি, রাজসিক প্রকৃতি ও তামসিক প্রকৃতি। এই প্রত্যেক প্রকৃতির লক্ষণ কি কি তাহা স্বতন্ত্র ভাবে বর্ণন করা আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু এই ত্রিবিধ গুণের অনুসারে ব্রাহ্মদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া কতকগুলি লক্ষণ প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রথম তামসিক ব্রাহ্ম। ইঁহাদের চিন্তা শীলতা নিতান্ত অল্প। স্বাধীনভাবে সত্য সকলের পর্য্যালোচনা করিবার শক্তি নাই; নিজের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের দোষ গুণ বিচারের অভ্যাস নাই; কোন্ কার্য্যের কিরূপ ফল কোন ভাবের কিরূপ গতি তাহা নিরূপণ করিবার সামর্থ্য নাই। তাঁহারা হয়ত কোন লোকের দিকে আকৃষ্ট হইয়া, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; এক সম্প্রদায় লোক ছাড়িয়া আর এক সম্প্রদায়কে ধরিতেছেন; স্বাধীন ভাবে ধর্ম্ম সাধন করিতে অক্ষম; নিতান্ত বাহিরের অনুষ্ঠান ও বাহিরের কথাকে সার ভাবিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই জন্য ঘোরতর বিবাদ কলহ করিয়া থাকেন; দলাদলি করিতে ইহাঁরা অগ্রগণ্য। সমুদায় ধর্ম্ম সমাজকে যদি একটী বাড়ী মনে করা যায়, বাড়ীর দ্বারেই ইহারা সর্ব্বদা দণ্ডায়মান, বাহির বাড়ীর কথা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত; ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাহাও প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে ও নিতান্ত ভাসাভাসা রূপ। এই তামসিক প্রকৃতির লক্ষণ।

রাজসিক যাঁহারা তাঁহাদের ভাব অন্য প্রকার। তাঁহারা

চিন্তাশীল ও স্বাধীন চেতা কিন্তু তাঁহাদের চিন্তা অধ্যাত্মতত্ত্বের দিকে বড় অগ্রসর হয় না। যাহাতে উৎসাহ, ছুটাছুটি, ডাকাডাকি আছে সেই সকল কার্য্যে ইহাঁদের অধিক আদর। প্রকৃতির মধ্যে আত্ম-ম্ভরিতা ও স্বমতপ্রিয়তার অংশ কিঞ্চিৎ অধিক আছে; স্বভাব কিঞ্চিৎ উগ্র, মন কিঞ্চিৎ ওজস্বী, অহংবুদ্ধির বিলক্ষণ যোগ থাকাতে আপনাদিগকে সকল কার্য্যে দক্ষ মনে করেন; সর্ব্বদাই লোকের প্রশংসা অন্বেষণ করেন; সকল কার্য্যেই পৌরুষ দেখাইবার ইচ্ছার উদয় হয়; আত্মাদরের উপর কিঞ্চিৎ আঘাত পড়িলেই অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। যাহা সৎ বা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় তৎক্ষণাৎ সাধন করিতে ইচ্ছা হয়; লোকের অনুরোধে ইচ্ছা বিরুদ্ধ কার্য্য করেন না; অন্যায়াচারীর প্রতি সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের উপাসনা করেন, কিন্তু চিত্ত সমাধানের শক্তি নাই। উপাসনার সময় চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হয়, সে চঞ্চলতা নিবারিত না হইতে হইতে আর বসিয়া থাকিতে পারেন না, নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন এবং চিত্ত সমাধানের চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে ইহাঁদের বিশেষ উৎসাহ, সে গুলিকে আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষা প্রার্থনীয় মনে করেন এবং সেইরূপ কার্য্যে সর্ব্বদা বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন। ইহাঁরা কৌতুকপ্রিয় সুরসিক ও অত্যন্ত সামাজিক।

সাত্ত্বিক ব্রাহ্মের প্রকৃতি অন্য প্রকার। শান্তভাব এবং ভাব ও চিন্তার গভীরতা ইহাঁদের স্বভাবসিদ্ধ। ইহাঁদের প্রকৃতিতে উৎসাহ ও মৃদুতা, নিষ্ঠা ও শ্রমশীলতা আশ্চর্য্যভাবে মিশ্রিত। ইহাঁরা ধীরতার সহিত সকল কার্য্য করেন, বাহির অপেক্ষা অন্তরের দিকে অধিক দৃষ্টি। ইহাঁরা সত্যের সূক্ষ্ম বিচারে অত্যন্ত নিপুণ; সহসা উত্তেজিত বা সহসা অভিভূত হন না; আধ্যাত্মিক গভীরতার প্রতি চিত্তের বিশেষ আকর্ষণ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ধর্ম্মসাধন চরিত্রে স্থায়ীভাবে পরিণত। ইহাঁরা জনতার মধ্যে থাকেন অথচ নির্জ্জনের সুখ আস্বাদন করিতে পারেন; দলাদলির চক্রে পড়েন অথচ তাহার অপকৃষ্ট দোষে লিপ্ত হন না; নানাপ্রকার প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে পতিত হন, অথচ ধৈর্য্যের চ্যুতি হয় না। উপাসনাকালে ইহাঁরা অতি সহজে চিত্তের সমাধান করেন, আত্মাকে একাগ্র করিয়া ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিতে জানেন। ইহাঁদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির উজ্জ্বলতা অত্যন্ত অধিক সুতরাং ইহাঁরা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অনেক সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন। ইহাঁরা সমাজ সংস্কারকে পৌরুষের কার্য্য মনে করেন না, কিন্তু কর্ত্তব্য বুদ্ধির অনুরোধে সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে রত। ইহাঁদের প্রকৃতিতে অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতার ভাগ অতি অল্প। প্রশংসা শ্রবণে স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত হন এবং নিঃশব্দে কার্য্য করিতে অধিক ভাল বাসেন। ইহাঁরা কৌতুকপ্রিয় নন, কিন্তু ইহাঁদের মুখে এক প্রকার পবিত্র ও স্বর্গীয় প্রসন্নতা দেখা যায় যদ্দ্বারা ইহাঁরা সকলের মন আকৃষ্ট করেন। মানবের সাধুতার উপর ইহাঁদের অধিক বিশ্বাস; ইহাঁরা অনেক সহ্য করেন, অনেক ক্ষমা করেন, দোষ ভাগ অপেক্ষা গুণ ভাগ অধিক দর্শন করেন। এই সকল সাত্ত্বিক ব্রাহ্মের লক্ষণ। এখন ব্রাহ্ম পাঠক চিন্তা করুন তিনি ইহার কোন্ শ্রেণী নিবিষ্ট।

অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমি কি করি?

একজন জীবন পিপাসু ব্যক্তি মহাত্মা খৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কি করিব?" অনন্ত জীবন পাইব একথার অর্থ কি? দয়াময় ঈশ্বরতো আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়া এসংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে অমর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যকে আর মৃত্যুর ভয় করিতে হয় না। তবে আবার অনন্তজীবন লাভ এই কথার অর্থ কি? যে মনুষ্য ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া আত্মাকে পাপের স্রোতে ভাসাইয়া দেয়, দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া হৃদয় বিগলিত হয় না, স্বার্থপরতার অধীন হইয়া যে ব্যক্তি কেবল স্বীয় উদর পূর্ত্তি লইয়া অহোরাত্রি ব্যস্ত; সে হতভাগ্য জীবিত থাকিয়াও মৃত। ধর্ম্মজগতে এই সকল ব্যক্তি জীবন বিহীন বলিয়া পরিচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ঈশ্বর সহবাস অনুভবে সুখী হইতেছেন, প্রতিমুহূর্ত্ত যিনি ঈশ্বরের প্রেমসুধা পান করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ করিতেছেন, যিনি ঈশ্বরকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করেন, নরনারীকে আপন ভ্রাতা ও ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসেন, পরের দুঃখ দেখিয়া যিনি অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারেন না; যাঁহার হস্ত স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মানবজাতির হিতসাধনে নিযুক্ত হয়, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া যিনি অন্যের সেবা করিয়া থাকেন, এই সংসারে প্রকৃত পক্ষে তিনিই জীবিত। যে ব্যক্তি চিরজীবন এরূপ ভাবে অতি বাহিত করিতে পারেন তিনিই অনন্তজীবন লাভ করিয়াছেন। দুরন্ত পাপপ্রলোভন, অসৎ সংসর্গ, কিছুতেই তাঁহার এই জীবনী শক্তির অবসান করিতে পারিবে না। অনন্ত জীবন লাভকেই মুক্তি বলে। যখন মানুষ ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়, যখন ঘোর অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে, যখন সে ঈশ্বরের নাম গান, তাহার নিকট প্রার্থনা ও তাঁহার চিন্তা ব্যতীত আর কিছুতেই শান্তি পায় না; তখন তাহার মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হয়, "আমার কি গতি হইবে?" যখন সে আত্মপরীক্ষা করে, আর ভগ্ন-হৃদয়ে দেখে যে ভয়ানক জঘন্য জঘন্য পাপে তাহার আত্মা কলুষিত হইয়াছে, হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে সেখানে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা কি ভক্তি নাই, হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন ও শুষ্ক; যখন দেখে যে তাহার সামান্য ক্ষমতা দ্বারা আর সে ভাল হইতে পারে না, তখন তাহার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় "হে ঈশ্বর আমার মুক্তির কিউপায় হইবে?—অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমি কি করিব? 'আমি দেখিলাম অনেক করে কিছুতেই পাপ যায় নারে' অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ও ভাঙ্গিয়াছি কিছুই হইল না, মুক্তির পথে অনন্তজীবনের পথে অগ্রসর

হইতে পারি না তবে হে, ঈশ্বর আমাকে বল আমি কি করিব? কি করিলে আমার অনন্তজীবন লাভ হইবে।” অনুতাপানল দগ্ধ ব্যক্তি এইরূপে ঈশ্বরকে ও আপনার আত্মাকে এই প্রশ্ন করিয়া থাকে।

যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন তাঁহার হৃদয় হইতে যদি এ প্রশ্ন উত্থিত না হয়, ধর্ম্মসাধন এখনো তাঁহার আরম্ভ হয় নাই। তিনি এখনো ধর্ম্ম জগতের সীমার বহির্দ্দেশে রহিয়াছেন। ধর্ম্ম-সাধনের কি উদ্দেশ্য? ব্রাহ্ম যে প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে মুদ্রিত নয়নে বসিয়া উপাসনায় রত থাকেন, সপ্তাহে সপ্তাহে বহুসংখ্যক লোকের সহিত একত্রিত হইয়া অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজায় নিমগ্ন হন, তাঁহার নাম গান করিয়া প্রেম প্লাবনে ভাসিতে থাকেন, তিনি যে তাঁহার ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের জন্য বিবিধ প্রকারে যন্ত্রণাগ্রস্ত হন, সুখের সংসার, স্নেহের পিতা মাতার কোমল ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হন, ভ্রাতা ভগিনীর স্নেহ মমতার সুখ হইতে বঞ্চিত হন, এত প্রকারে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাঁহার লক্ষ্য কি? একটু সাময়িক আনন্দ ভোগ করা কিম্বা লোকের নিকটে সচ্চরিত্র ও সাধু বলিয়া পরিচিত হওয়াই কি ইহার লক্ষ্য? কখনই নহে। যে ব্যক্তি একপ উদ্দেশ্য লইয়া ধর্ম্ম সাধনে রত হয়েন তিনি ধার্ম্মিক নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তবে প্রকৃত লক্ষ্য কি?— মুক্তি—অনন্ত জীবন।' যে সাধু এই লক্ষ্য ভেদ করিবার জন্য ধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত হয়েন তিনিই প্রকৃত সাধক, তিনি পূর্ণ মনোরথ অবশ্যই হইবেন। সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে একপ বহুসংখ্যক লোক দেখিতে পাই যাঁহারা অনেক প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন বটে, কিন্তু প্রকৃত কোন সৎ লক্ষ্যের অভাব বশতঃ তাহাদিগের কার্য্য বিশেষ কোন সুফল প্রসব করে না। মানুষ যখন লক্ষ্য বিবর্জ্জিত হইয়া সংসার সমুদ্রে প্রবেশ করে তখন সে বাত্যা প্রপীড়িত তৃণ খণ্ডের ন্যায় আশ্রয় বিহীন হইয়া তরঙ্গের আঘাতে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের যুবকদিগের এত দুর্দ্দশা কেন? ইহারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সংসারে প্রবেশ করেন না এবং এই জন্যই তাঁহারা সময় স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন এবং এই স্রোতে তাঁহাদিগকে এতদূর নীচগামী করে যে আর তাঁহারা উঠিতে পারেন না, কুশ্চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশের অসংখ্য অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম জগতেও তদ্রূপ;—যখন কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল অন্যের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া চলিয়া থাকেন, তিনি যাহাই করুন না কেন তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন হইবে না, কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় তিনিও যে কোথায় যাইবেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। সম্মুখে যদি নানা প্রকার কঠিন প্রলোভন আসিয়া উপনীত হয়, তাহা হইলে সেই সকল প্রলোভনকে পদতলে দলিত করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইবে। সামান্য বিপৎপাতে তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়া যাইবে। হা হতোস্মি বলিয়া চীৎকার করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অনন্ত জীবন লাভরূপ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করিয়াছেন সংসারের প্রলোভনে তাঁহার কি করিবে? বিপদকে তিনি তৃণ জ্ঞান করেন। ইহার কারণ এই যে অনন্ত জীবন লাভরূপ লক্ষ্য তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে। এইরূপ লক্ষ্য সম্মুখে থাকিলে মানুষ যেরূপ সহজে আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারে আর কিছুতেই তদ্রূপ হয় না। মানুষ যদি প্রতি মুহূর্ত্তে মুক্তি—অনন্তজীবনের জন্য লালায়িত হয় তাহা হইলে তাহার পতনের আশঙ্কা অতি অল্প। যে ব্যক্তি মুক্তির ভিখারী না হইয়া কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করে ধর্ম্ম তাহার নিকট এক প্রকার পরিচ্ছদ হইয়া উঠে। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তুমি খৃষ্টীয়ান্ হইয়াছ কেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল Because it has been a fashion to become Christian (কারণ খৃষ্টীয়ান্ হওয়া এক প্রকার ফেশান হইয়াছে)। ব্রাহ্মগণ! এখন হইতে আমাদিগকে সাবধানে থাকিতে হইবে। আমাদিগের প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্ম্ম যেন পোষাকি ধর্ম্ম না হইয়া উঠে। ব্রাহ্ম সমাজ শূন্য হইয়া যাক্ তাহাও স্বীকার, তথাপি যেন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এরূপ দুর্দ্দশা না হয়। মুক্তির ভিখারী হইয়া ঈশ্বরের নিকট কাঁদিব। প্রতি নিয়ত হৃদয়ে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে আমি অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য কি করিব? এই প্রশ্ন লইয়া যতই অধিক আন্দোলন করিব ততই আমাদের উন্নতি হইবে। প্রতিদিন এই প্রশ্ন লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইব। মুক্তি অনন্ত জীবনের জন্য—ধর্ম্ম সাধনের প্রধান লক্ষ্য ভেদ করিবার জন্য প্রতিনিয়ত আমরা ব্যাকুল হইব। লক্ষ্যের কতদূর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি প্রতিদিন চিন্তা করিয়া দেখিব আর "আমার মুক্তির জন্য আমি কি করিব" এই কথা বলিয়া দয়াময়ের নিকট রোদন করিব। তাহা না করিলে দুর্দ্দশা আসিবে, লোকে লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল কতগুলি উপলক্ষ্য লইয়া ব্যস্ত থাকিবে। ব্রাহ্ম সমাজের সর্ব্বনাশ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যে জগতের পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছেন সে মহান্ কার্য্যও সাধিত হইবে না। আর কত কাল আমরা এইভাবে কাটাইব আমরা কি আমাদিগের উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিব না, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে নর নারীর— পাপী—পতিত নর নারীর পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছেন তাহা কি জগৎবাসীদিগকে দেখাইব না? তাহা হইলে আমাদিগকে মুক্তির জন্য অনন্ত জীবন লাভের জন্য লালায়িত হইয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। প্রতিদিন পতিতপাবনের চরণতলে বসিয়া "হে প্রভো আমার কি গতি হইবে।—অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য আমি কি করিব?" ইহা বলিয়া হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া রোদন করিতে হইবে।

ব্রাহ্ম কে?

এই পুরাতন প্রশ্নটী বহুদিনের পর উত্থিত করা যাইতেছে। প্রশ্নটী যদিও নিতান্ত পুরাতন, যে পঞ্চাশৎ বৎসর ব্রাহ্মসমাজ জীবিত আছে, এই দীর্ঘকালের মধ্যে যদিও বার বার এই প্রশ্নটীর আলোচনা হইয়াছে, তথাপি মধ্যে মধ্যে

ইহা পুনরুত্থাপন করা আবশ্যক কারণ, আদর্শটীর বিষয় মধ্যে মধ্যে সমালোচনা করিলে আমাদের উন্নতি বা অবনতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপার সুতরাং ব্রাহ্মকে যে সকল লক্ষণের দ্বারা বিচার করিতে হইবে তাহাও আধ্যাত্মিক। সুতরাং আমরা সেইরূপ কয়েকটী লক্ষণের উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি, তিনি ব্রহ্মাশ্রিত অর্থাৎ ব্রহ্মকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, ব্রহ্মকে আশ্রয় করার অর্থ কি? ইহার অর্থ অতি গভীর। আপাততঃ সন্দর্শন করিলে ব্রহ্মোপাসক মাত্রকেই ব্রহ্মাশ্রিত বলা যাইতে পারে, কারণ তাঁহারা সকলেই পরমেশ্বরকে আশ্রয়দাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ঈশ্বরের আশ্রয় লাভের জন্য প্রার্থনাও করেন। কিন্তু উপনিষদে "অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যে ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, অতি অল্প লোকেই সেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ঈশ্বরের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় নিষ্ঠা, ঐকান্তিক আস্থা এবং অচল বিশ্বাস সমুৎপন্ন হইলে জীব তাঁহাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সেইরূপ নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ভাব যাঁহার জন্মে নাই তিনি ব্রহ্মাশ্রিত শব্দে উক্ত হইতে পারেন না, অতএব প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি তিনি সর্ব্বদা নিজ অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিবেন, জীবন্ত ঈশ্বরে তাঁহার অটল প্রতিষ্ঠা লাভ হইয়াছে কি না?

ব্রহ্মাশ্রিত ব্যক্তির প্রথম লক্ষণ যেরূপ বিশ্বাসের অটলতা, দ্বিতীয় লক্ষণ ঈশ্বরে পরিতৃপ্ত হওয়া। জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনারূপ সুধাময় পাইয়াও যাহার চিত্তের পরিতৃপ্তি হয় নাই, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে উপভোগের সামগ্রী বলিয়া অনুভব করে না, যে পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনে আনন্দ ও শান্তি লাভ করে না সে কখনই বহুকাল ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবে না। যিনি ঈশ্বরকে এরূপে আশ্রয় করিয়াছেন যে চিত্ত তাঁহার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে গভীর তৃপ্তি অনুভব করে, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনকে পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া প্রতীতি করে, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মাশ্রিত লোক, তিনিই ব্রাহ্ম।

প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি তিনি যে কেবল ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন তাহা নহে, ঈশ্বরও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ঈশ্বর জীবকে আশ্রয় করেন, একথা শুনিতে আপাততঃ অতিশয় নিষিদ্ধ বোধ হয়। সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বশক্তিমান, ও পূর্ণ পবিত্রতার আধার যিনি, তিনি আবার জীবকে আশ্রয় করিবেন কেন? তাঁহার কি কিছুর অভাব আছে, যে মনুষ্যের সাহায্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে? এ আশ্রয় সাহায্য গ্রহণের ভাবে নয়, কিন্তু সাহায্য বিধানের ভাবে, অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি তাঁহার আত্মাতে এমন কোন স্বার্থ বা অভিসন্ধি নাই যদ্দ্বারা ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে, পরমেশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছা সতত আমাদের অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান, তবে যে আমরা সর্ব্বদা সেই ইচ্ছা দ্বারা মুক্তির দিকে চালিত হই না তাহার কারণ এই, যে হয় আমাদের স্বার্থপরতা, না হয় আমাদের বিষয়াসক্তি, না হয় আমাদের অন্য কোন প্রকার বাসনা তাহার পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম জীবনের পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে যতই এই সকল প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইতে থাকে, ততই মানবাত্মাতে ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছার কার্য্য পরিদৃষ্ট হয়। এই কারণেই বোধ হয় পূর্ব্ব কালের ঋষিগণ বলিয়া থাকিবেন "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং।" পরমেশ্বর যাহাকে বরণ করেন সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমেশ্বর যে জীবকে বরণ করেন তাহার অর্থ এই যে আত্মাতে পরমেশ্বরের শুভ ইচ্ছা ব্যাঘাত প্রাপ্ত না হয়, সেই আত্মাই তাঁহার বিহার কানন হয়। পরমেশ্বর রক্ষক ও নেতা হইয়া আশ্চর্য্যভাবে তাহাকে মুক্তির দিকে অগ্রসর করেন। অতএব প্রকৃত ব্রাহ্মের আর একটী লক্ষণ এই যে পরমেশ্বরের ইচ্ছা তাঁহার আত্মাকে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে থাকে।

ঈশ্বরের সহিত যে সম্বন্ধ সে বিষয়ে যেরূপ, জগতের সহিত সম্বন্ধ বিষয়েও সেইরূপ। সংসারের লোকে যে সকল বিষয়ে আবদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে চ্যুত হয়, ব্রাহ্ম সে সকলের মধ্যে বাস করেন অথচ সে সকলে আবদ্ধ হন না। অর্থাৎ বিষয়ী লোকের যত প্রকার লক্ষ্য থাকে তাহার কিছুই তাঁহার লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হয় না। তিনি যদিও ঐ সকল পদার্থ ও ঘটনার মধ্যে বাস করেন, তথাপি তাঁহার লক্ষ্য অন্য প্রকার থাকে। তিনি ঈশ্বরের অনুগত হইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনকে নিজ জীবনের লক্ষ্য বলিয়া জানেন, সুতরাং অন্য কোন প্রকার আসক্তি তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। বরঞ্চ যেমন জলীয় বস্তু, জলে থাকে অথচ জলের তলে না থাকিয়া উপরে ভাসিতে থাকে, সেইরূপ প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক ব্যক্তির আত্মা জগতের বস্তু এবং জগতে থাকে, অথচ বিশ্বাসের গুণে যেন জগতের উপরে থাকে। জগতের মধ্যে যে সকল দোষ আছে, তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

সামাজিক ব্যবহারেও ব্রাহ্মের এই অটল বিশ্বাসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে কার্য্যকে কর্ত্তব্য মনে করেন, লোকভয়ে কখনই সে কার্য্যের আচরণে ভীত হন না। তিনি অম্লানবদনে সকল প্রকার সামাজিক কুরীতি ও কুনীতির মূলোচ্ছেদ করেন, কারণ লোকের বন্ধুতা বা শত্রুতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই; তিনি ঈশ্বরের অভীষ্ট কার্য্য করিতে ক্ষতি লাভ গণনা করেন না। তাঁহার অটল বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় জীবনের সকল বিভাগেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(Continued from p. 67.)

(৪)

গৃহধর্ম্ম।

প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ।

আমি তোমার সেবা করিব তুমি আমাকে বেতন দিবে, ভৃত্য যদিও এইরূপ ভাবে প্রভুর নিকট আগমন করে, তথাপি মানব হৃদয় ইহার মধ্যেই সুখী হইবার এবং সুখী করিবার অনেক স্থল প্রাপ্ত হয়।

অনুরাগ এবং ভয় এই উভয়েই ভৃত্যকে চালাইতে পারে, কিন্তু এই উভয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ।

অনুরাগে যদি কেহ এক গাছি তৃণ দেয়, তাহা মহামূল্য বস্তু; ভয়ে যদি মনি মানিক্য দেয়, তাহা মূল্য বিহীন নিকৃষ্ট বস্তু।

অনুরাগ সেবার অবসর অন্বেষণ করে, ভয় নিষ্কৃতি পাইবার সুযোগ চায়।

সংসার চালাইতে বা দাস দাসীর শাসন করিতে কর্কশ ভাষা বা নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।, কোন প্রকার ক্রটী প্রভুর দৃষ্টি অতিক্রম করে না এবং ক্রটীর প্রতি উপেক্ষা নাই এই মাত্র জানিলেই যথেষ্ট।

প্রভুর যদি সেই চরিত্রের তেজ থাকে যাহা, অন্যায় বা দুর্নীতিকে ঘৃণা করে, তাহা হইলেই যথেষ্ট ইহা থাকিলে অধিক তিরস্কারের প্রয়োজন থাকে না।

গৃহস্বামীর মুখে মিষ্ট কথা ভিন্ন শুনি না, কিন্তু চরিত্রের কি এক প্রকার উত্তাপ আছে যে জন্য সে পরিবার মধ্যে অন্যায়াচরণ করিতে কাহারও সাহস হয় না, ইহাকেই বলে শাসন। পরিজনগণ নিদ্রিত থাকিলেও এই শাসন জাগ্রত থাকে।

মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি এই যে, অনুরাগ পাইলেই অনুরাগ দিয়া থাকে; ভৃত্যকে সাধুতা দ্বারা পরাজিত করিয়া স্নেহ সূত্র দ্বারা বদ্ধ করিতে পারা প্রভুর প্রকৃত গৌরব।

ভৃত্যকে পরিবারের অঙ্গস্বরূপ গন্য করিয়া তদ্রূপ ব্যবহার করিলে সে নিশ্চিত প্রভুর প্রতি আসক্ত হয়।

যতক্ষণ সে কার্য্যক্ষম, ততক্ষণ সে আত্মীয়। তাহার সহিত কেবল কার্য্যের সম্বন্ধ, এই ভাবে ভৃত্যকে দেখিলে, সে সম্বন্ধকে নীচ করা হয় তাহা ধার্ম্মিকের অনুপযুক্ত।

ভৃত্যকে সহসা অবিশ্বাস করিতে নাই; অবিশ্বাস জন্মিলে সহসা তাহা প্রকাশ করিতে নাই; অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে আর তাহাকে রাখিতে নাই। কারণ সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের মধ্যে প্রতিদিন বাস করা প্রভু এবং ভৃত্য উভয়ের অধোগতির কারণ।

ভৃত্যকে আদেশ ও তিরস্কারের সীমা আছে; যেন অযথা আদেশ এবং অযথা তিরস্কার দ্বারা তাহার বিরক্তিকে প্রভু ভক্তির সীমা লঙ্ঘন করিতে বাধ্য না করা হয়।

আমার প্রভু আমার সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন নন, জ্ঞাতসারে অন্যায়াচরণ করেন না, ভৃত্যের যদি এ বিশ্বাস থাকে প্রভুর অনেক অন্যায়াচরণও সে সহ্য করিয়া থাকে।

অনেক প্রভু ভৃত্যকে নিজ অধর্ম্মাচরণের সহায় করিয়া তাহাদের চরিত্রকে অধোগতি প্রাপ্ত করেন, নিজের সম্ভ্রমের ও পথ রোধ করেন। অতএব ভৃত্যকে কখনও কোন ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণে সহায়তা করিতে বলিবে না। "যদি অমুক আসে বলিস আমার পীড়া হইয়াছে" প্রভুর এই এক মিথ্যা আদেশে তাহার যে ক্ষতি হইল দুই শত মুদ্রা দিলে সে ক্ষতি পূরণ হয় না।

যাঁহার পবিত্রতাতে রুচি, অধর্ম্মে বিদ্বেষ, সত্যাচরণে অকুণ্ঠিত সাহস, এবং মিথ্যার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, ন্যায়ের প্রতি গাঢ় নিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতি বিরক্তি এরূপ লোকের গৃহে দুই বৎসর দাসত্ব করিয়া যে লাভ হয়, একটা বিদ্যালয়ে দশ বৎসর পাঠ করিলে সে ধর্ম্মনীতির উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভৃত্যের সমক্ষে স্ত্রী বা অপর কোন আত্মীয়ের সহিত লজ্জাজনক আলাপ বা পরিহাস কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু পরিবার মধ্যে যে সকল উৎসব বা অনুষ্ঠান হয়, পরিবারের একজনের ন্যায় তাহাকেও তাহার অংশী হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তির সঙ্গে ভৃত্যের প্রভু সম্বন্ধ এরূপ কাহাকেও তাহার সমক্ষে অপমানিত করা কর্ত্তব্য নয়। তদ্দ্বারা সে ভৃত্যের সহিত আর তাহাদের প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ থাকে না। সেইরূপ কোন ভৃত্যকে শাস্তি দিতে হইলে তাহাকে যাহারা সম্ভ্রম করিয়া চলে এমন কাহারও নিকট শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। কারণ আত্মাদর একবার ভাঙ্গিলে চরিত্রের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া যায়।

প্রার্থনা।

গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমেশ্বর! তোমার যে সকল দরিদ্র সন্তান, হীনাবস্থা নিবন্ধন আমাদের গৃহে দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে তুমি এই সুমতি দেও তাহাদের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। আমরা পরস্পরের দ্বারা উপকৃত হইব, পরস্পরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইব বলিয়া তুমি আমাদিগকে একত্র করিয়াছ। দেখ যেন আমাদের ব্যবহার ও চরিত্র দ্বারা তাহারা উপকৃত হয়, আমরা যেন তাহাদিগকে অন্তরের প্রীতি দ্বারা সুখী করিতে পারি, যেন তাহাদিগকে পরিবারের অঙ্গস্বরূপ গণ্য করিয়া সকল প্রকার পারিবারিক সুখ ও আনন্দের অংশী করি। ইহারা তোমার উপাসক পরিবারে থাকিবে অথচ ধর্ম্মের মহত্ত্ব জানিবে না, অথচ সত্য ন্যায় প্রীতি পবিত্রতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া উন্নত হইবে না, তাহা হইলে ধর্ম্মের গৌরব থাকিবে কেন। ধর্ম্মের রক্ষা কর্ত্তা তুমি আমাদিগকে এই গুরুতর কার্য্যের উপযুক্ত কর। ধর্ম্মের প্রতি আমাদের আস্থা দৃঢ় কর, সত্যের প্রতি অনুরাগ গাঢ় কর; ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠা প্রবল কর। সেই ধর্ম্ম-তেজ দ্বারাই যেন পরিবার পরিজন দাস দাসী সকলের মধ্যে ধর্ম্মের আদর রক্ষিত হয়।

পরিবারই সাধনের ক্ষেত্র।

সৈদপুরে পারিবারিক উপাসনাতে প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

প্রাচীন কালের ব্রহ্মজ্ঞানিগণ এ জগতকে মায়া এবং স্ত্রীপুত্র, পরিবার প্রভৃতিকে দারুণ বন্ধন বলিয়া মনে করিতেন; এবং মুক্তিপ্রার্থী ব্যক্তির পক্ষে এ সমুদায়কে পরিত্যাজ্য বলিয়া উপদেশ দিতেন। আমরা সে সংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছি। আমরা ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করি বটে, কিন্তু এ সকলকে ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করি না। অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করা দূরে থাকুক, আমরা মানবের

স্বীয় পরিবারকেই তাহার ধর্ম্মালয় ও সাধনের প্রধান ক্ষেত্র মনে করি। আমাদের একরূপ বিবেচনা করিবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। যদি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা যায়, এই যে সকল মধুর সম্বন্ধে পতি পত্নী, পিতা পুত্র, মাতা কন্যা, ভাই ভগিনী প্রভৃতি পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ হইয়া আছেন, এই সকল সম্বন্ধের মধ্যে পরমেশ্বরের গূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত হইয়া আছে। তিনি আমাদিগকে এই সকল সূত্রে বাঁধিলেন কেন? তিনি আমাদিগকে পরস্পরের নিকটে আনিলেন কেন? পুরুষকে একাকী দেখিয়া তাহার প্রণয়িনীকে আনিয়া দিলেন কেন? পিতা মাতার ঘর শূন্য দেখিয়া তাঁহাদের ক্রোড় পূর্ণ করিয়া অঞ্চলের ধনগুলিকে দিলেন কেন? ইহার মধ্যে কি তাঁহার কোন প্রকার শুভ অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় না? আমাদের দেশের লোকে পৌত্তলিকতাকে ঈশ্বর লাভের সোপান মনে করে, আমি পরিবারকে সেই সোপান ভাবিয়া থাকি। এই পরিবার মধ্যেই মনুষ্য প্রথমে নিঃস্বার্থতা শিক্ষা করে, এখানেই প্রথমে তাহার প্রীতিকে ব্যাপ্ত করিতে আরম্ভ করে, নিজের সুখ অপেক্ষা পরের সুখ অন্বেষণ করায় যে স্বর্গীয় ভাব তাহা এখানে প্রথম উপার্জ্জন করে। ইহা কি কল্পিত কথা। ঐ দেখ এক জন যুবাপুরুষ একাকী জীবনপথে চলিতেছিল। একক অবস্থায় সে নিজের সুখ দুঃখেরই চিন্তা করিত, নিজের সুবিধা অসুবিধা ব্যতীত অন্যের চিন্তা অধিক করিতে জানিত না। ঈশ্বর যেন বলিলেন "বিলম্ব কর আমি তোমাকে শিক্ষা দিতেছি। এই বলিয়া তাহার একটী কন্যাকে আনিলেন; এবং তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান করিয়া বলিলেন, "স্বার্থপর সন্তান দেখ দেখি, ইহার পবিত্র ও প্রীতি বিকশিত মুখের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া দেখ দেখি, ইহাকে হৃদয়ের প্রীতি দিতে ইচ্ছা করে কি না? সে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, এবং অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের প্রীতি দান করিয়া বসিল; দেবতারা স্বর্গে আনন্দ করিলেন, এক জন স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয় পরাজয় স্বীকার করিল। ঈশ্বর বলিলেন এখনও হয় নাই। আমার এখনও শিক্ষা দিবার আছে; এই বলিয়া তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর গুলিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "তোরা যা, যা শীঘ্র এই ব্যক্তির গৃহে যা, গিয়া চারি দিকে ঘেরিয়া ফেল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পাতিয়া, আমাকে দেও, আমাকে দেও বলিয়া ইহার ভালবাসা কাড়াকাড়ি করিয়া গ্রহণ কর্।" ঈশ্বরের চর সকল জননীর ক্রোড়ে অবতীর্ণ হইতে লাগিল; মনুষ্য বুঝিল না। তাহারা হাসিয়া কাঁদিয়া, আধ আধ কথা কহিয়া বিবিধ প্রকারে সেই স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয় কাড়িতে আরম্ভ করিল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যে শয্যার একটু ত্রুটী হইলে নিদ্রা যাইতে পারিত না, সে অম্লানবদনে সন্তানের পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে, যে সামান্য অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করিতে পারিত না তাহার আর সে দিকে দৃষ্টি নাই। সে কি সামান্য শিক্ষা যদ্দ্বারা মনুষ্যকে এতদূর পরিবর্ত্তিত করে? বল দেখি এ জগতে ইহা অপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য কি আছে? নিজের সুখ বিস্মৃত হইয়া পরের সুখ অন্বেষণ করে এটত দেবভাব। এইরূপে ঈশ্বর যখন দেখিলেন যে পরিবার পরিজন দ্বারা তাহার কঠোর হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিয়াছে, তাহার স্বার্থপর প্রকৃতি কোমল হইয়া আসিয়াছে, তখন জগতবাসিদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তোরা এই বেলা আয়! এই লোক পূর্ব্বে তোদের মুখের দিকে চায় নাই; তোদের কষ্ট দুঃখ গণনা করে নাই; এখন আমি ইহাকে অনেক ভাঙ্গিয়া আনিয়াছি, তোরা এই বেলা যা, এবং ইহার প্রীতির অংশ গ্রহণ কর্। ক্রমে জগতবাসিগণ সেই হৃদয়ের প্রীতি হরণ করিতে লাগিল। একদিন স্বয়ং পরমেশ্বর তাহার হৃদয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বলিলেন সন্তান এই বার আমার পালা। তুমি যে বড় স্বার্থপর ছিলে! তুমি যে বড় আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিতে! এখন তোমার স্বার্থপরতা কোথায় গেল! আমি আমার কন্যাকে তোমার নিকট আনিয়া ছিলাম, আমি আমার চরগুলি, পাঠাইয়াছিলাম, আমি জগতবাসিদিগকে ডাকিয়া দিয়াছিলাম, আজ আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। আজ তোমার প্রীতি আমাকে দেও। সাধকের চক্ষে তখন জল পড়িতে আরম্ভ হইল তিনি বলিলেন, পিতা এতদিনে বুঝিলাম, যে পরিবারকে তুমি প্রকৃত শিক্ষার স্থান করিয়া ছিলে, এতদিনে বুঝিলাম তুমিই অন্তরালে থাকিয়া ঐ সমুদায় পথে আমাকে লইতেছিলে। আজ হইতে পরিবার আমার সাধনক্ষেত্র হইল; আজ অবধি পরিবার পরিজনের মুখে স্বর্গের ছবি পড়িল। ব্রাহ্ম ভাই! ব্রাহ্মিকা ভগিনি! যে সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত বদ্ধ হইয়াছ, ঈশ্বরের সম্মুখে সেই সম্বন্ধের গুরুত্ব এবং পবিত্রতা স্মরণ কর। এ সকল সম্বন্ধের দিকে সামান্য সাংসারিক চক্ষে দেখিলে ব্রাহ্মের পক্ষে অপরাধ হয়। এমন অপরাধে অপরাধী হইও না। পরস্পরের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করিবে তখন এই মহৎভাবে করিও। পরমেশ্বর এই গূঢ় অভিপ্রায় মনে রাখিয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর এবং এই পবিত্র ভাব যাহাতে রক্ষিত হয় সে জন্য ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা কর।

ব্যাখ্যান।

প্রাণোহ্যেষঃ সর্ব্বভূতৈ বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ।।

এই যে পরমেশ্বর প্রাণরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিত রহিয়াছেন, যে জ্ঞানী ব্যক্তি ইঁহাকে জানেন, তিনি আর ইঁহাকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা বলেন না; তিনি পরমাত্মাতে ক্রীড়া করেন, পরমাত্মাতে রমণ করেন, এবং সদনুষ্ঠানশালী হয়েন।

প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ লোক যিনি তাঁহার অন্তর বাহিরের কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা সেই ঈশ্বর পরায়ণতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত বচনে সেইগুলি যেরূপ বিশদ ও গভীররূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। প্রথমতঃ যাঁহার অন্তরে প্রকৃত ঈশ্বর প্রীতি আছে,

তিনি ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া কথা বলেন না। ঈশ্বরকে অতিক্রম করিয়া কোন কথা বলেন না ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ কি এই যে তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সমুদায় সময় ঈশ্বর প্রসঙ্গে যাপন করেন, তাহা নহে। তিনি সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, পাছে তাঁহার কোন কথা বা আচরণ ঈশ্বরকে অতিক্রম করে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও পবিত্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া যায়। তিনি অধর্ম্মের ভয়ে স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত। কোন কার্য্য করিয়া বা কোন কথা বলিয়াই হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হন এবং সে কার্য্য বা সে কথা দ্বারা ধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিলেন কি না, তাহা গভীররূপে অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই জাগ্রত।

দ্বিতীয়তঃ এরূপ ব্যক্তি সদনুষ্ঠানশালী হইয়া থাকেন। তাহার যে সদনুষ্ঠান তাহা বহু চেষ্টা বা আয়াসের ফল নয়; তাঁহার স্বভাব প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায়। মানবের শরীরস্থিত রুধির যেমন স্বভাবতঃ চক্ষু, মুখ, নাসিকা, হস্ত, পদাদিতে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, সেইরূপ তাঁহার অন্তরে যে সাধুতা ও পবিত্রতা থাকে তাহাই সদনুষ্ঠানের আকারে আপনা আপনি পরিণত হয়।

তৃতীয়তঃ—এরূপ আত্মা পরমেশ্বরে ক্রীড়া করিয়া থাকে। সে আত্মা পরমেশ্বরকে আবাসগৃহ বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। শিশুরা যেমন নিজ আবাসগৃহে আনন্দে বিহার করে; অসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে আনন্দ করিয়া বেড়ায়; সেইরূপ ঈশ্বর প্রেমিকের আত্মাও পরমেশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। তাঁহার প্রসঙ্গে যে অপার তৃপ্তি লাভ করে, এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া প্রতীতি করে। যে খানে প্রীতি সেখানে ভয়ের অভাব সুতরাং পরমেশ্বরের সহবাসে আর তাঁহার ভয় থাকে না।

চতুর্থতঃ—প্রেমিক ভক্তের রুচি পরমেশ্বরেই অর্পিত হয়। মানবের রুচির স্বভাব এই যে তাহা উৎকৃষ্ট দ্রব্য লাভ করিলে আর নিকৃষ্ট বস্তুর প্রতি ধাবিত হয় না। ঈশ্বর প্রেমিক যিনি তিনি পরমেশ্বরকে উপভোগের বস্তু বলিয়া প্রতীতি করেন সুতরাং তাঁহার রুচি ঈশ্বরের চরণে দৃঢ়রূপে আসক্ত হয়। যে পরিমাণে তাঁহার রুচি এই মহান লক্ষ্যকে অবলম্বন করে, সেই পরিমাণে তাঁহার হৃদয় অপর সমুদায় নীচ লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করে। প্রাচীন কালের ঋষিগণ বলিয়াছেন যাহার জীবনে পূর্ব্বোক্ত চারিটী লক্ষণ স্ফূর্ত্তি পায়। তিনিই ব্রহ্মপরায়ণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

(Continued from p. 68)

(২)

সঙ্কেত।

কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি যেরূপ স্বাভাবিক ও প্রবল মনুষ্যের অসাধুতা ধরিবার শক্তিও সেইরূপ স্বাভাবিক। অতএব ঈশ্বরের রাজ্যে কাহারও প্রবঞ্চনা করিবার আশা নাই। অন্তরে অসাধুতার নরক রাখিয়া বাহিরে সাধুতার দ্বারা জগতকে দীর্ঘ কাল প্রবঞ্চিত করা দুরাশা মাত্র। 9.

লোকে নিন্দা করিয়াছে বলিয়া এত বিরক্ত কেন? যে দোষের জন্য নিন্দিত হইয়াছ তাহার সংশোধনের চেষ্টা কর না কেন? 10

ধ্রুব বলিয়াছিলেন, "বটে! আমার পিতা আমাকে ক্রোড়ে করিলেন না, আচ্ছা! আমি তপস্যা বলে এমন স্থান প্রাপ্ত হইব, যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।" প্রকৃত ঈশ্বর পরায়ণ লোকের এই ভাব। জগত যখন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তখন তাঁহারা বলেন, আমি যখন দোষী তখন ঘৃণাটি স্বাভাবিক কিন্তু অপেক্ষা কর ঐ ব্যাধি দূর করিবার জন্য আমি তপস্যা আরম্ভ করিতেছি, দেখি অশ্রদ্ধা গিয়া ভক্তির উদয় হয় কি না?" 11

নির্ব্বোধ বালক খেলানার বাহিরে চিত্র বিচিত্র করিয়া পাড়ায় বিক্রয় করিতে গেল। বালকের স্বভাব, বর্ণ দেখিলে ভোলে, পাড়ার বালকেরা খেলানা গুলি কিনিয়া লইল; কিন্তু দুই চারিবার পৃথিবীর সংঘর্ষণ না লাগিতে লাগিতে সমুদায় চিত্র বিচিত্র উঠিয়া গেল। মনুষ্য সেইরূপ চরিত্রের বাহিরে সাধুতার বর্ণ মাখাইয়া দুই দিন মন হরণ করিতে পারে কিন্তু সংসারের পরীক্ষায় সে উপরের সাধুতা অধিক দিন থাকে না। 12

সেই ব্যক্তি আমাদের মধ্যে প্রকৃত মনস্বী যিনি নিজ নিন্দা শ্রবণ করিয়া প্রশান্ত চিত্তে বলিতে পারেন, "লোকে ঠিক বলিতেছে, আমি এই নিন্দার পাত্র"। 13

বাহিরের সাধুতার দিকে যাহার দৃষ্টি তাহার ন্যায় অবিশ্বাসী কে? কারণ সে ঈশ্বর ঈশ্বর করে, অথচ অন্তরে অন্তরে অসাধুতা ও বাহিরে সাধুতা রাখিয়া ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করে।

হে ব্রাহ্ম যুবক বাহির তত দেখিও না, নিজের ভিতর দেখ। ভিতরে সাধু হও বাহিরের জন্য ভাবিও না। 14

জলে দুটী পদ্ম ভাসিতেছে। একটীর মৃণাল উৎপাটিত অপরটীর উৎপাটিত নয়। উপর দিক দিয়া দেখিতে দুইটাই সমান কিন্তু হঠাৎ বাত্যা উপস্থিত হইয়া জল আন্দোলিত হইল, তখন তাহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারা গেল। যেটার মৃণাল উৎপাটিত ছিল, সেটী ভাসিয়া গেল, অপরটী একবার এদিকে একবার ওদিকে সঞ্চালিত হইল বটে কিন্তু বাত্যা থামিলে যেখানকার পদ্ম সেই খানে আসিয়া স্থির হইল। ধর্ম্ম সমাজে যতজন ভাসিতেছেন, তাঁহাদের সকলের মূল দৃঢ় ভূমিতে নাই। এক একবার আন্দোলনের বাত্যা উপস্থিত হয় আর এরূপ অনেকগুলি ভাসিয়া যায়। 15

নদ নদীর পুলিনে সময়ে সময়ে দেখা যায় যে জলস্রোত বহিয়া বহিয়া পলি পড়িয়াছে। পলিগুলি দেখিতে সুন্দর কিন্তু একটু খনন করিলেই, ভগ্ন অস্থি, দগ্ধ কাষ্ঠ, জীর্ণ শাখা প্রভৃতি রাশি রাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে সেইরূপ অনেক লোক আছে। উপাসনার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া তাঁহাদের চরিত্রের উপরে এক প্রকার পলি পড়িয়াছে, আপাততঃ দেখিলে ভক্ত ও যোগী মনে হয়; কিন্তু চরিত্র একটু খনন করিলেই গবাস্থি ও দগ্ধদারু প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে। অনেক ভক্ত এবং যোগী দেখা যায় যাঁহাদের ভিতরে সাধুতার অংশ বড় অধিক নয়। 16.

আমরা প্রতিদিন পথে ঘাটে কত গুল্ম লতা দেখিতে পাই তাহার অনেকগুলি নানা প্রকার পীড়ার ঔষধার্থ লাগে। দিন দিন দেখিয়াও আমরা সে গুলিকে গ্রাহ্য করি না। কিন্তু যেদিন পরিজনগণের কাহারও পীড়া হয় এবং তাহাদের একটীর প্রয়োজন হয়, তখন সেই সামান্য একটী গুল্ম বা লতার মূল্য সহস্র মুদ্রারও অধিক হয়। সেইরূপ অনেক সত্য আমরা প্রতিদিন অগ্রাহ্য করি কিন্তু যেদিন কোন প্রকার গুরুতর অন্তরের ব্যাধি দূর করা প্রয়োজন হয় তখন সেই এক একটী সত্যের মূল্য সহস্র মুদ্রার অধিক বোধ হয়।

সংবাদসার।

সৌভ্রাত্র দেখিলেই আমাদের হৃদয়ে আনন্দ হয়। কিছু দিন হইল ইংলণ্ডের এক জন ধনশালী লোকের পরলোক হয়। উক্ত ধনী প্রথমে যে উইল করেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে আর তাহা পরিবর্ত্তিত করিবার সময় পান নাই। তাঁহার পূর্ব্ব উইলের দ্বারা তিনি তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার প্রথমতঃ একমাত্র কন্যাকে প্রদান করেন, তখন আর তাঁহার পুত্র বা কন্যা জন্মিবার আশা ছিল না। কিন্তু উক্ত উইল বিধিবদ্ধ হওয়ার পর তাঁহার আর একটী কন্যা জন্মে, তিনি এই দ্বিতীয় কন্যাটীর জন্য কোন ব্যবস্থা করিবার সময় পান নাই। ধনীর মৃত্যুর পর এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রথম কন্যার পানি গ্রহণার্থী হইয়া উপস্থিত, কন্যাটী বিবাহ করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন, কিন্তু যতদিন না তিনি আইনানুসারে বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং তাহার ছোট ভগিনীকে তাঁহার ধনের এক তৃতীয়াংশ দিতে পারেন, তত দিন পরিণীতা হইবেন না বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজদিগের আইনানুসারে বিবাহিত হইলে স্ত্রীর সমুদায় সম্পত্তি স্বামীর হইয়া যায়। পাছে ভগিনীর অর্থের হানি হয়, সেই জন্য বুদ্ধিমতী বালিকা পরিণীতা হইতে অস্বীকৃতা হইয়াছেন। এরূপ সহৃদয়তা গুণেই মনুষ্য সমাজ সুখের স্থান হয়।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে প্রায় সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার হ্রাস দৃষ্ট হইতেছে। স্পেন যে এমন দেশ, যেখানে প্রোটেষ্টাণ্টদিগের প্রবেশের অধিকার দূরে থাক, এক খানি বাইবেল বিক্রয় করিবার অধিকার ছিল না, যেখানে ১৫ বৎসর পূর্ব্বে কয়েক জন লোক প্রোটেষ্টাণ্ট বাইবেল পড়িবার জন্য একটী সভা করিয়াছিল, সেই অপরাধে তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। সেই স্পেনে এখন ধর্ম্মমত বিষয়ে স্বাধীনতার দিন উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি স্পেনের রাজধানী মেড্রিড নগরে ৬টী প্রোটেষ্টাণ্ট ভজনালয় স্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্মজগত হইতে, পৌরহিত্য, কুসংস্কার, এবং সংকীর্ণতা যতই অন্তরিত হয় ততই আনন্দের বিষয়।

ফ্রান্স দেশে বিবাহের প্রতি নরনারীর ক্রমেই বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি হইতেছে। যুবক যুবতীগণ আর পরিণয় পাশে বদ্ধ হইতে সহজে সম্মত হন না। আবার অপরদিকে বিবাহিত দম্পতীগণও বিবাহ বন্ধনকে কঠোর বলিয়া মনে করিতেছেন। ১৮৭৮ সালে ফ্রান্স দেশে ২৮০২ জন রমণী এবং ৪৭৫ জন পুরুষ স্বীয় পতি ও পত্নী হইতে স্বতন্ত্র থাকিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। সভ্যতার যদি এই ফল হয়, পবিত্র দাম্পত্য সম্বন্ধ ও আর নরনারীর পক্ষে স্পৃহনীয় থাকিবে না, তাহা হইলে সে সভ্যতাকে শোচনীয় বলিতে হইবে। বাল্যবিবাহ এক শোচনীয়, দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকাও অপর দিকে শোচনীয়। নরনারী দাম্পত্য প্রণয়ে পরস্পরের সহিত বদ্ধ হন, ইহার মধ্যে এক প্রকার পবিত্রতা আছে।

বহু দিন হইল এক জন ইংরাজ যুবক জাহাজের কর্ম্ম লইয়া যখন আপনার মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে, তখন তাহার এক জন হিতৈষিণী রমণী তাহাকে এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ ও একটী মোহর দিয়া এই অনুরোধ করেন, "লোকের বিদ্রূপের ভয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা বা মিতব্যয় ইহার কোনটী করিতে লজ্জিত হইও না।" সেই যুবা পুরুষ কখনও এই পরামর্শ বিস্মৃত হয় নাই, তাহার ফল এই হইয়াছে যে সে ব্যক্তি এখন রণতরি বিভাগে এক জন প্রধান ও সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী হইয়াছে। অনেক দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে লোকের উৎপীড়ন অপেক্ষা লোকের উপহাসের ভয় অধিক। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেও এরূপ দুর্ব্বলচেতা লোক অনেক দেখা গিয়াছে। এক জন পঠদ্দশায় বড় অনুরাগী ব্রাহ্ম ছিলেন, শেষে মানুষের মত হইয়া যেই বড়দলে মিশিতে আরম্ভ করিলেন, লোকে ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম বলিয়া বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু অমনি আপনাকে ব্রাহ্মদিগের বিরোধী বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। আমরা এরূপ দুর্ব্বল প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদিগকে অপদার্থ কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করি।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় শিলঙের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম আমাদের শ্রদ্ধের বন্ধু পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী উৎসাহের সহিত পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে রত আছেন। তিনি মাসে একবার করিয়া অমৃত সহরে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি একাকী ও অসহায়, যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন, দেখিলে হৃদয়ে আনন্দ হয়, জগদীশ্বর তাঁহাকে বিশেষরূপে সাহায্য করুন, তাঁহার শুভ সংকল্পের সহায় হউন।

সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব গত সপ্তাহে সম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি মঙ্গলবার সেখানে উপস্থিত হন। সেই দিন নেটিব ইম্প্রুভমেণ্ট সোসাইটীর সভাগৃহে একটী বাঙ্গালা বক্তৃতা হয়, বুধবার উৎসব। অদ্য প্রাতে ও রাত্রে সামাজিক উপাসনা। পরদিন প্রাতে সামাজিক উপাসনা; এবং রাত্রে উক্ত সভাগৃহে একটী ইংরাজী বক্তৃতা। শুক্রবার একজন ব্রাহ্মবন্ধুর গৃহে পারিবারিক

উপাসনা হয়। উক্ত উপাসনাকালে প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

ছাত্রদিগের রবিবাসরীয় উপাসনা সমাজের প্রতি ছাত্রগণের দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেছি। তাঁহার মুখাপেক্ষা করিয়া মনুষ্য কোন প্রকার কার্য্যে হস্তার্পণ করিলে তিনি সেই শুভ সংকল্পের সহায় হইয়া থাকেন। আমরা প্রার্থনা সহকারে তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছি। প্রথমে ৪০ কি ৫০টী ছাত্র এই সভাতে যোগ দিয়াছিলেন, ইহার নিয়মিত সভ্য সংখ্যা এক্ষণে ১৩১ জন হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক দর্শক প্রতিবারে উপস্থিত থাকেন। এই সভার উপাসনাও বক্তৃতাদির ভার আপাততঃ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উপর আছে। তিনি এখানে যে সকল বক্তৃতা করিতেছেন তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আপীসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। পাঠকগণ স্থানান্তরে তাহার বিজ্ঞাপন দেখিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। নানা কারণে এরূপ একটী তালিকা সংগ্রহ করা আবশ্যক হইয়াছে। প্রথমতঃ—যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রকার কার্য্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা জাতিভেদকে গর্হিত জ্ঞানে তাহার প্রশ্রয় দেন না, সুতরাং দেশীয় সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া সকল প্রকার ক্লেশ বহন করিতেছেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত বল, সুতরাং আমাদের বল কত তাহা জানা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ ব্রাহ্ম পরিবারের তালিকা থাকিলে পুত্র কন্যার বিবাহ ও শিক্ষাদি সম্বন্ধে অনেক উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। এতদর্থ কার্য্য নির্ব্বাহক সভা একখানি ফারম মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা সমুদায় মফস্বল সমাজে প্রেরিত হইতেছে। আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর তালিকা পূর্ণ করিবার দিন, মফস্বলের ব্রাহ্ম বন্ধুগণের প্রতি বিশেষ অনুরোধ তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া ফারম খানি পূর্ণ করিয়া যথা সময়ে প্রেরণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কনকচন্দ্র শর্ম্মা নামে একজন আসামীয় যুবক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইবার উদ্দেশে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী যুবকের এইরূপ সংকল্প আছে। মিশন কমিটীর ইহাঁদের শিক্ষার জন্য শীঘ্র উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগের নিয়মাবলীর অনুসারে প্রচার কার্য্যার্থীদিগকে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল শিক্ষা দিতে হইবে, তৎপরে কিয়ৎকাল পরীক্ষাধীন রাখা হইবে, তৎপরে প্রচার কমিটীর প্রতিষ্ঠা পত্র প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা প্রচারকরূপে মনোনীত হইবেন। এরূপ কঠোর নিয়মের একটী গুণ এই হইবে, সাবধান লোকই নির্ব্বাচিত হইবেন। জগদীশ্বর তাঁহার কার্য্যকে নিজে রক্ষা করিবেন, আমরা যদি সরল, বিশ্বাসী ও প্রার্থনা পরায়ণ হই তিনি আমাদের কোন অভাব রাখিবেন না। ইহা নিশ্চিত জানি।

গত কয়েক মাস হইতে আমাদের আপীসবাড়ীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী যুবক সভ্য একত্র হইয়া "ব্রহ্মোপাসক সম্মিলনী" নামে একটী উপাসনা সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অল্পবয়স্ক যুবকদিগের মধ্যে উপাসনার ভাব বিকশিত করা ইহার উদ্দেশ্য। প্রতি বুধবার বৈকালে ইহার অধিবেশন হয়। সভাটী নয়মাস কাল অবধি চলিয়া আসিতেছে, আমাদের আচার্য্যগণ মধ্যে মধ্যে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর করুন এই চেষ্টা ফলবতী হউক; এই সকল কার্য্যের উপর তাঁহার কৃপা অবতীর্ণ হউক।

কাঁথি হইতে আমাদের এক জন সভ্য তাঁহার উপবীত পরিত্যাগের সংবাদ দিয়াছেন, কলিকাতেও সম্প্রতি কয়েকজন সাধারণব্রাহ্মসমাজের সভ্য উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই সংবাদে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি; জগদীশ্বর যে আবার ব্রাহ্ম যুবকদিগকে জাগ্রত করিতেছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে এ সকল কথা এক প্রকার উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এ দিকে যে ব্রাহ্মসমাজের কতগুলি গুরুতর কর্ত্তব্য আছে তাহা অনেকে একপ্রকার বিস্মৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এদেশে দুরন্ত জাতিভেদ প্রথার প্রকোপ এমনি যে এক সময় যাঁহারা বীরের ন্যায় ইহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যেন অবশেষে ক্লান্ত হইয়া আসিতেছিলেন। এরূপ সময়ে আমাদের যুবকগণ এই উৎসাহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া মহৎ কল্যাণ সাধনের কারণ হইলেন। আমরা অধিক কি বলিব প্রার্থনা করি জগদীশ্বর এই অগ্নি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করুন। এই জাতিভেদ প্রথার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে রক্ষা পায় নাই, এই প্রথার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার বন্ধ প্রায় হইয়াছে; যদি ব্রাহ্মগণ বিশেষরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হন, তাঁহারা এই প্রথার পদতলে লুণ্ঠিত হইবেন. তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে না।

২১এ আগষ্ট শনিবার কলিকাতা নগরে ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে একটী অসবর্ণ ব্রাহ্মবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম কুড়নচন্দ্র মল্লিক, বয়ঃক্রম অনুমান ৩২ বৎসর, পাত্রীর নাম শ্রীমতী হরিদাসী, বিধবা, বয়ঃক্রম অনুমান ২৫ বৎসর, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

প্রেরিত।

মহাশয়! শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে সম্প্রতি একটী গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে; এই বিষয়ে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিলাম; অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার সুবিখ্যাত পত্রিকাতে স্থান দান করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের বয়ক্রম প্রায় ঊনবিংশতি বৎসর। এত কাল হইতে শ্রীহট্টে একটী ব্রাহ্মসমাজ জীবিত রহিয়াছে, কিন্তু এ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম লোকের নিকট আদরিত ও দেশের লোকের বিশেষ ধর্ম্ম ও নীতি ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। এত কাল হইতে

ব্রাহ্মগণ সমাজের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেরই জীবন ও বিশ্বাসের মধ্যে ঘোর বিবাদ রহিয়াছে। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজে এক পদ ও শরীরের অবশিষ্টাংশ হিন্দুসমাজে দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া আছেন। পৌত্তলিকতার সহিত সমূহ যোগ রহিয়াছে, অথচ কেহ আচার্য্য কেহ সম্পাদকের কার্য্য করিতেছেন। ধর্ম্ম ও কার্য্যকে এক করিতে হইবে, এ চিন্তা কখন তাঁহাদিগের মনে উদিত হয় কি না সন্দেহ। এক দিবস এক জন জাতিচ্যুত ব্রাহ্ম সমাজের বেদীর কার্য্য করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া একজন বৃদ্ধহিন্দু বলিয়াছিলেন "ইনি কেন আমাদের ব্রাহ্মসমাজে," ইহার মনে বিশ্বাস যে ব্রাহ্ম হইলে লোকে জাতিচ্যুত হইবে কেন? সম্পাদক মহাশয়! এই কথা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ কি একটী অদ্ভুত পদার্থ! শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজকে এরূপ জঘন্য ভাবে চিত্রিত করিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। কিয়ৎকাল হইল কতিপয় ব্রাহ্ম সংকল্প করিলেন যে, শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজকে উন্নত ভিত্তিতে স্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। একটী বিশেষ ঘটনা দ্বারা তাঁহারা এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের অনুরোধ অনুসারে গত ২০এ জুন শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের একটী সভা আহুত হয় উপস্থিত সভ্য সংখ্যার অল্পতা হেতু সেদিবস কার্য্য স্থগিত থাকে। ২৭এ জুন একটী সভা আহুত হইল। এই সভায় এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইল যে "সচ্চরিত্র, ধর্ম্মপরায়ণ ও কার্য্যক্ষম আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম উপস্থিত থাকিলে অন্য কেহ শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা সম্পাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না!" কয়েকজন সভ্য তর্ক শাস্ত্রের গভীর তম প্রদেশে যাইয়া নানা প্রকার অকাট্য (?) যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। দুই একটী যুক্তি উল্লেখ করা উচিত মনে করি। প্রথমতঃ একজন প্রধান সভ্য উঠিয়া বলিলেন যে "আনুষ্ঠানিক" কথার প্রকৃত অর্থ হইতে পারে না সুতরাং এরূপ নিয়ম করা উচিত নয়!!! শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে এরূপ নিয়ম গৃহীত হইলে উক্ত ব্রাহ্মসমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (কিসে ক্ষতি হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না তবে এই মাত্র ক্ষতি হইতে পারে যে শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মগণ এতদিন দুইদিকই সন্তুষ্ট করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন যদি জাতিচ্যুত ব্রাহ্মদিগকে ব্রাহ্মসমাজে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক হিন্দু ব্রাহ্মসমাজের প্রতিবিরক্ত হইবেন।) বক্তা মহাশয় আরও বলিলেন যে এরূপ নিয়ম কোন ব্রাহ্মসমাজে থাকা উচিত নয়!!! ইহা ব্যতীত তিনি ইহাও বলিলেন যে কেহ কেহ (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবকারীগণ) শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজকে কোন দলের দিকে (অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে) লইয়া যাইতে চেষ্টা পাইতেছেন। এইরূপে তিনি যুক্তি শাস্ত্রের মস্তকলেহন করিলেন। সংস্কার পক্ষীয় একব্যক্তি উঠিয়া পূর্ব্ববক্তার যুক্তি খণ্ডন করিলেন। তিনি বলিলেন যে "আনুষ্ঠানিক" কথার অর্থ কি? এবিষয়ে যে প্রশ্ন উত্থিত হইবে তাহা চিন্তার অগোচর। এবং আনুষ্ঠানিক কথার অর্থ হইতে পারে না একথাও সম্পূর্ণ নূতন। বাঙ্গালোর হইতে রাউল পিণ্ডি পর্য্যন্ত, করাচি হইতে আসামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যত ব্রাহ্ম সমাজ আছে, সকল স্থানেই এই "আনুষ্ঠানিক" কথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীহট্টের ব্রাহ্মগণ যে, এই কথার অর্থোদ্ধার করিতে পারেন না বড়ই আশ্চর্য্য। এইরূপ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তর্কের পর প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হইল। বিপক্ষীয়দিগের সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক হওয়াতে প্রস্তাব গৃহীত হইল না। সেদিবসের সভায় পূর্ব্ব সম্পাদক ও আচার্য্য স্বস্বকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। ১১ই জুলাই সম্পাদক ও আচার্য্য প্রভৃতি নিয়োগ করিবার জন্য একটী সভা হয়। একজন সভ্য দুইজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের নাম করিয়া বলিলেন, ইহাদের একজন আচার্য্য ও অন্য একজন সহকারী আচার্য্যের কার্য্যে নিযুক্ত হউন। অন্যএকসভ্য, সেই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে দুই দলের (অর্থাৎ পৌত্তলিক ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম) লোকই থাকা উচিত। অবশেষে একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম আচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং দুইজন পৌত্তলিক ব্রাহ্ম সম্পাদক ও সহকারী আচার্য্যের পদে নিযুক্ত হইলেন। সেই অবধি কেহ কেহ মন্দিরে যাইতে ক্ষান্ত হইয়াছেন।

১৩ই আগষ্ট ১৮৮০। শ্রীহট্ট } নিবেদক শ্রীঃ

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

২৬এ জুন হইতে জুলাই পর্য্যন্ত।

সম্পাদক মেদিনীপুর সমাজ	৩
বাবু হেমচন্দ্র সুর পূর্ণীয়া	৩
„ শ্রীমতী চিত্তরঞ্জিনী দেবী	৩
„ তারিণীচরণ মল্লিক ঝিনিদহ	৩
নোয়াখালি সমাজ	৩
„ প্রাণনাথ মল্লিক শান্তিপুর	১
কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে বালেশ্বর	৬
„ শিবনাথ দত্ত পটুয়াটুলী	৩
„ নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর	৬
„ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর	৩
„ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সায়েদপুর	৬
„ মধুসূদন সরকার লাহোর	৩
„ রাধানাথ দাস জামুর্কী	১
„ কালীপ্রসন্ন দে জামালপুর	১॥০
„ কুঞ্জমোহন দাস ঢাকা	৩
আঁটপুর সাধারণ পুস্তকালয়	১
„ কালীপদ মুখোপাধ্যায় আড়াশি	৩
„ শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঝানসী	৩
„ উপেন্দ্রচন্দ্র বসু কলিকাতা	৪॥০
„ উমাচরণ মল্লিক কলিকাতা	১
গৌহাটী সমাজ	৩
„ যদুমণি ঘোষ কটক	৩
„ কেদারনাথ রায় কলিকাতা	১।/০
„ রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মুরশিদাবাদ	৩
„ ভগবতীচরণ দে জামুনিয়া	৩

বাবু বিপিনকৃষ্ণ বসু নাগপুর	৩
„ অশ্বিনীকুমার গুহ কলিকাতা	১
„ অন্নদাচরণ কাস্তগিরি কাশিপুর	৩
„ লক্ষ্মীকান্ত দাস	৩
„ শ্যামলাল দাস	১

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার ৩ ঘটিকার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য বিষয়।

১। সভা মনোনয়ন।

২। অধ্যক্ষ সভাদ্বারা মনোনীত একজন সভ্যের অনুমোদন।

৩। অধ্যক্ষ সভার দুইজন সভ্য নিয়োগ।

৪। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ১৮৮০। ১লা আগষ্ট। } শ্রীমোহিনীমোহন বসু। সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য /০ আনা মাত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাসুল।
Channing's Complete works	১॥০	৶০
Practical Sermons	৸০	০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	/৻
Perfect Life	১৸০	৶০
Morning & Evening meditations	১৸০	৶১০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১	/১০
সঙ্গীত-হার (বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	।০	৴১০
সুকুটীর কুটীর	॥০	৴১০
শিশুর সদাচার	৴১০	৴১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/০	৴১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	৴১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৴১০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	৴১০
Almanac 1880	4 ans	
Second Annual Report 1879	6 ans	
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১	৴১০
Brahmo-Year Book 1879 (Miss Collet's)	১	৴১০
ব্রহ্মসঙ্গীত … … …	১	/০
ঐ ২ ভাগ	৶	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী…	/০	৴১০
ঐ ইংরাজী … …	৶০	৴১০
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা …	৶০	৴১০
কৃতজ্ঞতা … …	৴১০	
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন … …	।০	৴১০
শিশু পালন … …	॥০	৴১০
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ … …	।৶০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা …	।০	৴১০
ধর্ম্মালোচন … …	/১	৴১০

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা	৴১০
জাতি ভেদ	/১০
পরকাল	/০

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ৩১ শ্রাবণ। } শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। সহঃ সম্পাদক।

আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম সংখ্যা গণনার্থ ফরম মুদ্রিত হইয়াছে। যাঁহাদের প্রয়োজন হইবে, পূর্ব্বাহ্নে অবগত করিয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৪, ডাকমাশুল ।৶০

কার্য্যাধ্যক্ষ

১৬ই ভাদ্রের তত্ত্ব-কৌমুদী ১৯এ ভাদ্র শুক্রবার প্রকাশিত হইল।

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ৮ম সংখ্যা। ১লা আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩
প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! আমরা যাহা কিছু লিখিব যেন অন্তরের অন্তরতম স্থানের বিশ্বাস হইতে লিখিতে পারি। লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যে কথা লিখিত হয় বা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। অসরলভাব বা অসরল ভাষা হইতে আমাদিগকে দূরে রক্ষা কর। প্রভু অনেক অপরাধ ত করিয়াছি, দুর্ব্বলতা বশতঃ অনেক সময় অনেক কার্য্য করিয়া অনুতাপিত হইয়াছি, আবার লোক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তোমার নামকে পণ্যদ্রব্যের করিয়া অপরাধী হইব? আমাদের এই প্রার্থনা, যেন নিজের জয় পরাজয়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল তোমারই জয় অন্বেষণ করি; যেন ভক্তনাম লোলুপ হইয়া ভক্তির আড়ম্বরের দিকে নীত না হই, যেন এক গুণ করিয়া, দশ গুণ না বলি। সত্যের উপর, সাধুতার উপর এবং তোমার উপর যাহাতে অচল নিষ্ঠা উপস্থিত হয় এমন কর। আমাদের উক্তি ও কার্য্য দ্বারা যাহাতে ধর্ম্মের প্রতি, সাধুতার প্রতি এবং তোমার প্রতি লোকের আস্থা বৃদ্ধি হয় এরূপ কৃপা কর। আমাদের উক্তি সকলকে তোমার পবিত্র তেজের দ্বারা অনুপ্রাণিত কর যে তাহারা সুফল প্রসব করে।

এক ব্যক্তি লোক মুখে কোন বিদেশের বিষয় শুনিয়া আসিতেছেন, জনশ্রুতিতে শুনিয়া সেই দেশের জল বায়ু, সেখানকার নদ নদী, সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা, সেখানকার আচার ব্যবহার, প্রভৃতির প্রশংসা করিতে শিখিয়াছেন, অপর এক ব্যক্তি স্বয়ং সেই দেশে গিয়া তন্মধ্যে বাস করিয়া আসিয়াছেন। সেই দেশ সম্বন্ধে এই উভয় ব্যক্তির ভাবের কত প্রভেদ!! প্রথম ব্যক্তির অনুরাগ কতক জনশ্রুতি কতক কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুরাগ জীবন্ত। ধর্ম্মরাজ্য সম্বন্ধেও এইরূপ। ধর্ম্মজগতে বিচরণ করিলেই, অনেক আধ্যাত্মিক কথা শ্রুত হওয়া যায়। পরমেশ্বর পাপীর পরিত্রাতা; জীব একপদ অগ্রসর হইলে তিনি শতপদ অগ্রসর হইয়া আশ্রয় দেন; ভগ্ন ও অনুতাপিত হৃদয়কে তিনি পরিত্যাগ করেন না; তিনি ভক্ত হৃদয়কে আনন্দে প্লাবিত করেন; দুর্ব্বলকে বল প্রদান করেন, ইত্যাদি অনেক সত্য দিন দিন প্রচারিত হইতেছে। যাঁহারা কেবল সাধুমুখে এইগুলি শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, তাঁহারা অভয়-পদ প্রাপ্ত হন নাই; কিন্তু যাঁহারা নিজ জীবনে এবং নিজ অন্তরে এই সকলের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস অটল ভূমিতে স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম পাঠক! তুমি যে ধর্ম্মরাজ্যে থাকিতে ইচ্ছা কর তাহার কি কারণ? কেবল কি লোকমুখে শুনিয়া অথবা নিজে পরিচয় পাইয়া অনুরক্ত হইয়াছ? ঈশ্বর কি তোমার অন্তরে নিজের সাক্ষ্য দিয়া তোমার অবিশ্বাসকে চূর্ণ করিয়াছেন? যদি সে সাক্ষ্য না দিয়া থাক, তবে সুস্থির হইও না প্রার্থনাসহকারে তাঁহার শরণাপন্ন হও।

রামায়ণের উপসংহারের দৃশ্যটী স্মরণ করুন। সীতা অপমানে ধরাগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইতেছেন এবং অপর দিকে রামচন্দ্র তাঁহার কেশ পাশ ধারণ পূর্ব্বক তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এ ছবিটী কিরূপ? ঈশ্বর সাধন পথের পথিক তুমি কি কখনও এই ছবির অনুরূপ ছবি নিজ অন্তরে দর্শন কর নাই। তুমি যেন পাপের মধ্যে নিমগ্ন হইতে যাইতেছ এবং ঊর্দ্ধ হইতে যেন কোন আশ্চর্য্য শক্তি তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া তুলিতেছে। এই শক্তি যাহাঁরা অদ্যাপি নিজ অন্তরে অনুভব করেন নাই, তাঁহারা মুক্তির তত্ত্ব অদ্যাপি অবগত নন।

ব্রাহ্মের পক্ষে উপবীত ধারণ কর্ত্তব্য কিনা এই প্রশ্ন আবার উত্থিত হইয়াছে! এ বিষয়ে আমাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, এই প্রথাটী যে দুইটী প্রথার চিহ্ন স্বরূপ, সে দুইটীর ন্যায় এ দেশের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক কল্যানের শত্রু আর নাই। প্রথমতঃ জাতিভেদ, এমন জঘন্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রথা আর নাই, যখন ইহার দোষ গুণের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন ইহার ন্যায় এদেশের উন্নতির শত্রু আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ পৌত্তলিকতা, ইহার ন্যায় শত্রুই বা কে আছে? যে পৌত্তলিকতা ভারতবাসী ও ভারতবাসিনীদিগকে বহুকাল জীবন্ত ঈশ্বরের পবিত্র, পরিত্রাণপ্রদ পূজা হইতে বিরত রাখিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আর নূতন করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই? এই উভয়ের

উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পৌত্তলিকতার বিনাশ করিয়া নরনারীকে জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা করিতে শিক্ষা দিবেন এবং জাতিভেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবেন। অতএব উপবীত যদি উক্ত উভয় প্রথার চিহ্ন এবং পোষক হয়, যদি তাহার রক্ষা উক্ত উভয়ের উচ্ছেদ সাধনের পথে ব্যাঘাত হয়, কিম্বা উহার পরিত্যাগ যদি উক্ত উভয় প্রথার উচ্ছেদ সাধনের পথে সহায় হয়, তবে তাহা যে ব্রাহ্মের পক্ষে কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার পরিত্যাগ যদি ঈশ্বরেচ্ছা সঙ্গত হয় এবং তথাপি ব্রাহ্ম যদি লোক ভয়ে ভীত হন, তাহাতে প্রকাশ পায় পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস নাই।

আমাদের চারি দিকে যে লক্ষ লক্ষ লোক আশ্চর্য্য নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত পৌত্তলিকতাচরণ করিয়া মৃত হইতেছেন, তাঁহাদের মুক্তি হইবে কি না? এই প্রশ্ন কেহ কেহ করিয়া থাকেন? মুক্তি কাহাকে বলে? ঈশ্বরের পবিত্রতার শক্তি দ্বারা মানবাত্মা যখন অবিকৃত হয় তাহার নাম মুক্তি। যে আত্মাতে ঐশী শক্তি দ্বারা পাপ প্রবৃত্তি পরাজিত হয় সেই আত্মা মুক্ত। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা ও তাঁহার সহিত অধ্যাত্মযোগ ভিন্ন মুক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্বোক্ত লক্ষ লক্ষ লোকের সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা বিশ্বাসাধীন হইয়া যে বালকবৎ আচরণ করিয়াছেন সে জন্য পরকালে শাস্তি পাইবেন না, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের চরণে তাঁহাদিগকে আসিতেই হইবে। জীবন্ত ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি। এক ব্যক্তি চুরি করে না, মিথ্যা কথা বলে না, পরের অনিষ্ট চিন্তা করে না, বিবাদ কলহে থাকে না, নিরীহ, নির্দ্দোষ, ইহাতেই যে তিনি মুক্তির অধিকারী তাহা নহে। মুক্তি যে অবস্থার নাম, তাহার ভাব অন্য প্রকার। তাহাতে জাগ্রত পবিত্রতার দুর্জ্জয় বল; সাধুতার স্বাভাবিক বিকাশ; পুণ্য জনিত আনন্দের অবিচলিত উপভোগ। এ সকল কি পবিত্রতা ও প্রীতির উৎসস্বরূপ জীবন্ত পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ যোগ ব্যতীত ঘটিতে পারে? উপনিষদে উক্ত হইয়াছে;—

"যশ্চায় মস্মিন্নাকাশে তেজোময়ো মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ যশ্চায় মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়ো মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতিনান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"

অর্থ এই, যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তেজোময় এবং অমৃতময় হইয়া সমুদায় আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তেজোময় এবং অমৃতময় হইয়া আত্মমধ্যে নিহিত আছেন, ইহাঁকে জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে, যাইবার অন্য পথ নাই।"

"যাইবার অন্য পথ নাই" এ শব্দগুলি শুনিলে হৃদয় কম্পিত হয়, যদি এই তেজোময় পুরুষের আশ্রয় ভিন্ন যাইবার অন্য পথ নাই, তবে মানব তুমি কি করিতেছ?

যদি জিজ্ঞাসা কর, সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে জীবন যাপন করিব বলিয়া আত্মীয় স্বজনকে এত ক্লেশ দিলাম কেন? এত অশ্রুপাতের কারণ হইলাম কেন? তবে শ্রবণ কর। লোকে লোককে যেরূপ ক্লেশ দেয়, অর্থাৎ অত্যাচার উৎপীড়নাদি দ্বারা, আমরা সেরূপে কাহাকেও ক্লেশ দিই নাই। কাহারও প্রতি অত্যাচার করি নাই, কাহারও ধন মানের ক্ষতি করি নাই। কেবল আমাদের বিশ্বাসানুরূপ আচরণ করাতে সে আচরণ যাঁহাদের বিশ্বাস বিরুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা আপনাদের কুশিক্ষা ও কুসংস্কার নিবন্ধন ক্লেশ পাইয়াছেন। অপর দিকে কি দেখিতেছ? আমরা যখন জীবন পথে যাত্রা করিয়াছিলাম, তখন পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, প্রভৃতির ভার স্কন্ধে করিয়া যাত্রা করি, কিন্তু আমাদের পুত্র কন্যাদিগকে সে সকল ভার হইতে মুক্ত রাখিয়া গেলাম, ইহা কি তাহাদের পক্ষে ও জগতের পক্ষে লাভ নয়। দ্বিতীয়তঃ আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিলাম তাহাতে হয়ত আরও দশদিকে দশটী আত্মা বল প্রাপ্ত হইল, ইহা কি আনন্দের বিষয় নয়। অতএব বলি, চন্দনকে যত ঘর্ষণ করি ততই যেমন তাহার সৌরভ বর্দ্ধিত হয়, এলাচ, দারুচিনি প্রভৃতিকে চূর্ণ করিলেই যেমন তাহাদের সুগন্ধ ভার ব্রহ্মগন্ধী তে পারা যায়; সেইরূপ ঈশ্বর প্রেমিকের আত্মা যখন "জয় জগদীশ্বর! তোমার ইচ্ছায় জয় হউক" বলিয়া সংসার শিলায় চূর্ণ হইতে থাকে তখনই, তাহার বিশ্বাস ও প্রীতির সুগন্ধ চারিদিকে বিস্তৃত হয়। হে সাধো! লোক ভয়ে বিশ্বাসের পথ পরিত্যাগ করিও না!

ইন্দ্রিয় সকল অশ্বের ন্যায় এবং মন বল্গার ন্যায়। এই ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত ও নিয়মিত করিতে মনের অনেক বল ও কৌশলের প্রয়োজন হয়। অশ্বের সহিত তুলনা করিবার যুক্তি এই, অশ্ব অতি তেজস্বী, নিয়মিত করা বড় কঠিন। সেইরূপ ইন্দ্রিয় সকলও অতি তেজস্বী এবং সহজে নিয়মিত হয় না। অশ্ব যেমন বশীভূত হইবার পূর্ব্বে অনেক বিদ্রোহাচরণ করে, ব্যাধ হস্তে পতিত পক্ষী যেমন পরাধীনতা স্বীকারের পূর্ব্বে আপনার দুর্ব্বল চঞ্চু পুটে অনেকবার আঘাত করে, মানবের আত্মাও সেইরূপ যখন ঈশ্বরের শক্তিদ্বারা কবলিত হয়, তখন সেই শক্তির সহিত প্রথমে তাহার প্রকৃতির বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সে বিদ্রোহ অধিক দিন থাকে না, সে যদি মন প্রাণের সহিত প্রার্থনাকে আশ্রয় করে, তবে তাঁহার অন্তরে ক্রমে ঈশ্বরের জয় স্থাপিত হয়। আর বিরোধ থাকে না।

এই দৃষ্টান্তটী আর এক দিকে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যে দেশে রাজনীতি সম্বন্ধে রাজার ক্রীতদাস হওয়া, সমাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তার অনুগত থাকা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে গুরু ও মহাপুরুষের পদচিহ্নের অনুসরণ করার অভ্যাস, সে দেশে যখন নিয়ম তন্ত্র প্রণালী প্রচলিত হয় তখন

প্রথমে লোকের ক্ষমতাপ্রিয়তা, আত্মম্ভরিতা, প্রভৃতির সহিত সেই প্রণালীর বিরোধ উপস্থিত হইবে। লোকে কিছুদিন পরস্পর বিবাদ করিতে থাকে কিন্তু বিবাদ করিতে করিতে পরস্পরের সংঘর্ষণে যতই তাঁহাদের স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছা প্রভৃতি বিদূরিত হইতে থাকে ততই উক্ত প্রণালীর সুফল সকল আমরা দৃষ্টিগোচর করি। রাজনীতি সম্বন্ধে ফ্রান্স দেশ সম্প্রতি ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা যখন সাধারণ তন্ত্র প্রণালী স্থাপন করেন তখন প্রথম ২ তাঁহাদের বিবাদ বিসম্বাদ দেখিয়া অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, সে প্রণালী অধিক দিন স্থায়ী হইবে না। দশ বৎসর গত হইল এখন সাধারণ তন্ত্রের শত্রুরাও বলিতেছেন যে এই প্রণালী স্থাপিত হওয়াতে ফ্রান্সের সুশাসন ও সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বাড়িতেছে। ধর্ম্ম সমাজ গঠন সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ তন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে যেমন নরনারীর সমান অধিকার, তেমনি ব্রাহ্ম সমাজ সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যে সাধারণ ব্রাহ্ম মণ্ডলীর নরনারীর সমান অধিকার, এই সত্যের উপর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই সত্যটী সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের পরস্পরের অন্তরে যে একতন্ত্রতার বিষ আছে তাহা বাহির হইতে কিছুদিন লাগিবে। পরস্পরের অনেক সংঘর্ষণের প্রয়োজন, অতএব সভ্যদিগের বিশেষ সহিষ্ণুতা ও বিশেষ প্রার্থনাশীলতার প্রয়োজন। তাহাদিগের হস্তে জগদীশ্বর অতি গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়াছেন ইহা যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হন।

অবিশ্বাসী কে?

অনেকের সংস্কার আছে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সত্তা ও স্বরূপাদি বিষয়ে সংশয়ান্বিত সেই ব্যক্তিই অবিশ্বাসী। যে বলে, ঈশ্বর যে আছেন তাহার প্রমাণ কি? তিনি যদি দয়াময় তবে তাঁহার সন্তানদিগকে নিরপরাধে ক্লেশ পাইতে দেন কেন? তিনি যদি সর্ব্বশক্তিমান তবে দুষ্টকে নিপাত করিয়া সহস্র নিরপরাধ লোককে রক্ষা করেন না কেন? তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞ তবে জানিয়া শুনিয়া পাপকে জগতে স্থান দিলেন কেন? এই সকল কূট ও জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া যে ব্যক্তির মন সন্দেহে আকুল থাকে, আমরা তাহাকেই অবিশ্বাসী শব্দে উক্ত করিয়া থাকি, এবং তাহাকে মানবকুলে হতভাগ্য ও ঘৃণার পাত্র মনে করি। কিন্তু জগতে আরও অনেক অবিশ্বাসী দৃষ্ট হয় যাহাদিগের তুলনায় এ ব্যক্তির সংশয় মার্জ্জনীয় বোধ হয়।

দ্বিতীয় অবিশ্বাসী সেই ব্যক্তি, যে লক্ষ বার শুনিয়াছে, যে জীবের আরাধ্য ও পরমগতি এক জন পুরুষ আছেন; তিনি পাপের শাস্তিদাতা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা; অথচ সে চিন্তা তাহার মনে এক বারও উদিত হয় না। সে প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যেরূপ জীবন যাপন করে, তাহা দেখিলে বোধ হয় না যে ঈশ্বরের চিন্তা একবারও তাহার মনে উদিত হয়। তাহার সকল কার্য্যই প্রমাণ করিয়া দেয় যে, ঈশ্বর ও ধর্ম্ম অসার, এবং সংসার ও ইন্দ্রিয় সেবাই সার। সে সত্য অপেক্ষা ধনকে প্রিয় মনে করে, পবিত্রতার সুখ অপেক্ষা পশ্বাচারকে সার জ্ঞান করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করি ইহা অপেক্ষা ঈশ্বরাবমাননা আর কি আছে? যদি কোন গৃহস্থের সন্তানেরা পিতা গৃহে জীবিত আছেন, এবং সে সব তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ ইহা জানিয়াও, যাহার যাহা ইচ্ছা করে, যখন ইচ্ছা গৃহে আসে, যখন ইচ্ছা বাহিরে যায়, গৃহে বসিয়াই কুৎসিত আমোদ প্রমোদে রত হয়, তবে সে গৃহস্থের অপমানের আর বাকি কি থাকে?

তৃতীয় অবিশ্বাসী সে, যে মনে করে যে তাহার নিজের পৌরুষে ও নিজের গুণে তাহার পরিত্রাণ হইবে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অনাবশ্যক। যে ঈশ্বর বিহীন হইয়া সদনুষ্ঠান করে, প্রার্থনা বিহীন হইয়া কর্ত্তব্য পালন করে, এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মম্ভরি হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। ঈশ্বরের কৃপা মানবের পরিত্রাণের উপায়, এবং পরমেশ্বর সমুদায় শুভসংকল্পের সহায় ইহা সে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর এক জন আছেন, তাঁহার উপাসনা আরাধনাদি করিলে ভাল না করিলে ক্ষতি নাই; জগতের কল্যাণ যাহাতে হয় তাহাই কর, ঈশ্বরের সহিত যোগের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। এই তাহার উপদেশ। এই অবিশ্বাস প্রথম দুইটী অপেক্ষা শোচনীয়।

চতুর্থ অবিশ্বাসী সে, যে মুখে ঈশ্বরের নাম করে, ভক্তের বেশ পরিধান করে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়া থাকে, অথচ গোপনে ধর্ম্মবিরুদ্ধ পাপে রত থাকে। ইহার ন্যায় অবিশ্বাসী আর নাই। সে মুখে বলে ঈশ্বর পবিত্রতার আধার এবং তাঁহার আরাধনাই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, কিন্তু হৃদয়ে বলে ও সকলকথা মিথ্যা, কারণ তাহার কার্য্যই, এই অবিশ্বাসের প্রমাণ। এই অবিশ্বাসের গভীরতা কত তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহাতে পরমেশ্বরকে যে কিরূপ বিদ্রূপ ও অবমাননা করা হয়, তাহা অনুভব করিবার চেষ্টা করিলে, এইরূপ শ্রেণীর লোকের প্রতি ভয়ানক অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। দুর্ব্বল মানব সন্তানের পক্ষে হঠাৎ বিপথে নীত হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। প্রকৃত সাধু যিনি তিনিও সর্ব্বপ্রকার শত্রুর হস্ত অতিক্রম করেন নাই। ঈশ্বরের পবিত্র সংস্পর্শ এক বার যাহার প্রাণে লাগিয়াছে, তিনি যখন দুর্ব্বলতাবশতঃ পতিত হন, তখন যাতনার সীমা পরিসীমা থাকে না, তাঁহার আত্মার শোকধ্বনিতে ঈশ্বরের গৃহ পরিপূর্ণ হয়; তাঁহার শোকাশ্রুতে ঈশ্বরের চরণ ভাসিয়া যায়। তিনি এক দিন পতিত হইলে দশ দিন বা দশ মাস হাহাকার করিতে থাকেন। কিন্তু সেই ঈশ্বরাবমাননাকারীর বিষয় কি বলিব, যে ঈশ্বরের গৃহে নিত্য গতায়াত করে, উপাসক বলিয়া পরিচয় দেয়, ঈশ্বরের ধর্ম্ম অপরের নিকট প্রচার করে, ধর্ম্মকে সার বলিয়া উপদেশ দেয়, কিন্তু গোপনে জ্ঞাতসারে, ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপে লিপ্ত থাকে, এবং সে জন্য অনুতাপিত হয় না। এই ঘোরতর অবিশ্বাসের ন্যায় অবিশ্বাস আর নাই।

ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ শক্তি।

এক বার রন্ধন কার্য্যের বিষয় স্মরণ করুন। সেখানে আমরা প্রতিদিন কি ব্যাপার দেখিতে পাই। মনুষ্য স্থালীর মধ্যে জল, লবণ, হরিদ্রা প্রভৃতি অনুপান, এবং নানা প্রকার উপকরণ দ্রব্য দিয়াছে। কিন্তু কেহই কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। জল তরল তাহার স্নিগ্ধতা গুণ আছে, তাই লবণ হরিদ্রা প্রভৃতি বলিল আমরা জলের সঙ্গে মিশিব। তাহারা কয় জনে মিশিল, কিন্তু তন্মধ্যে কঠিন দ্রব্য যাহারা ছিল, তাহারা যেন গর্ব্বভরে কেহ ডুবিয়া কেহ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। পরস্পরের ত কথাই নাই, জল যে এমন স্নিগ্ধ বস্তু সে মিশিতে আসিল তাহাকেও ভিতরে প্রবেশ করিতে দিল না। এইরূপে মনুষ্যের স্থালীর মধ্যে কেহ কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। অবশেষে মনুষ্য অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, অগ্নি! তোমাকে প্রাচীনকালের আর্য্যেরা অনেক স্তুতি করিয়াছেন, তোমার অশেষ শক্তি ও অশেষ গুণ, তুমিই এই কার্য্যের উপযুক্ত। তুমি এই সকল কঠিন বস্তুকে মিশাইয়া দেও। অগ্নি তথাস্তু বলিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল অগ্নি যখন তাহাদের উপর নিজের শক্তি প্রকাশ করিল, তখন স্থালীর মধ্যে ভয়ানক কলরব ও বিবাদ আরম্ভ হইল। যাহারা কোন প্রকারে মিশিব না বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়াছিল, তাহারা দেখিল এইবার শক্ত লোকের হস্তে পড়িয়াছি। তখন ঘোরতর কলহ উপস্থিত করিল। জল সকলের সঙ্গে মিশিতে চায় সুতরাং সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; কিন্তু কঠিন দ্রব্যগুলি একবার উপরে একবার নিম্নে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। কোন ক্রমেই মিশিবে না। অগ্নির সহিত ঘোরতর বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল। অগ্নির সে দিকে দৃষ্টি নাই সে নিজ কার্য্য সমাধা করিবেই করিবে। অবশেষে কঠিন যে ছিল, তাহাকে আর্দ্র হইতে হইল। তখন স্থালীর মধ্যে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল, কে যে কাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল, কে যে কাহাকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিল, কে যে কাহার সঙ্গে এক হইয়া গেল তাহার স্থিরতা নাই। দশটী মিশিয়া একটী হইল। দশ স্বাদ গিয়া এক স্বাদ হইল।

প্রতিদিন রন্ধন কার্য্যে আমরা যে ব্যাপার সন্দর্শন করি মানবাত্মার আধ্যাত্মিক জীবন লাভ সম্বন্ধেও সেই ব্যাপার দেখিতে পাই। মনুষ্য জীবন্ত ঈশ্বরের সন্ধান যত দিন না পায়, জীবন্ত ঈশ্বরের পবিত্রতার শক্তির দ্বারা যত দিন অধিকৃত না হয় তত দিন তাহার অন্তরের মধ্যে কেহ যেন কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। সাধুতার সহিত ইচ্ছার মিলন হয় না, রুচির সহিত পবিত্রতার মিলন হয় না, প্রীতির সহিত ঈশ্বরের মিলন হয় না। এইরূপ শোচনীয় বিসম্বাদের অবস্থাতে ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ শক্তি যখন অবতীর্ণ হয় এবং নিজ কার্য্য করিতে থাকে, তখন প্রথমে মানবের হৃদয়ে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহার হৃদয়ের ভাব সকল যেন ঈশ্বরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। হৃদয় স্থালীতে ভাব ও প্রবৃত্তি সকল যেন ফুটিতে থাকে। কিন্তু এ সংগ্রাম অধিক দিন থাকে না। ব্রহ্ম কৃপা ও ব্রহ্মের শক্তির বলে ক্রমে সেখানে শান্তি স্থাপিত হয়; প্রাচীন বিরোধ ঘুচিয়া যায়। কর্ত্তব্যের সহিত ইচ্ছার মিলন হয়, রুচির সহিত পবিত্রতার মিলন হয়। ইহাকেই নবজীবন লাভ বলে। তখন অন্তরের দশ খানি ধাতু মিশিয়া একখানি হয় এবং দশ প্রকার স্বাদ গিয়া যেন এক প্রকার স্বাদ হয়।

মানবাত্মার মধ্যে ঐশী শক্তির যে প্রকার কার্য্য দৃষ্ট হয়, মানব সমাজেও সেই প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যতদিন কোন ধর্ম্ম সমাজে ঈশ্বরের পবিত্র শক্তির আবির্ভাব দ্বারা অধিকৃত না হয় ততদিন তাহার মধ্যে কেহ কাহারও সহিত মিশিতে চায় না। পরস্পরে বিচ্ছিন্ন থাকে, পরস্পরের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হয় না; পরস্পরের ক্লেশে পরস্পরের প্রাণ কাঁদে না, পরস্পরের অন্তরে পরস্পরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। একত্র করিতে যাই, প্রস্তরে প্রস্তরে সংঘর্ষণে অগ্নির স্ফুলিঙ্গই দেখা দেয়। এরূপ অবস্থাতে সেই পরিত্রাতার শক্তি ভিন্ন কে তাহাদিগকে একত্র করিতে পারে? মানবের আন্তরিক ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার সূত্র অবলম্বন করিয়া, তাঁহার শক্তি যখন সেই সমাজ মধ্যে আবির্ভূত হয় তখন সেখানে পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। সেই উত্তাপে কঠিন যে সে কঠিনতা পরিত্যাগ করে, স্বার্থপর যে তাহার স্বার্থ দূরে যায়, অসহিষ্ণু যে তাহার অসহিষ্ণুতা নিবারিত হয়। পরস্পরের প্রতি যে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ছিল তাহা চলিয়া যায়। সদ্ভাব, শ্রদ্ধা, ও প্রীতির সূত্রে পরস্পরে পরস্পরের সহিত বদ্ধ হইতে থাকেন। অবশেষে দশটী স্বর মিলিয়া যেন একটী স্বর উত্থিত হইতে থাকে। ইহা অতি নিশ্চিত কথা ব্রহ্ম কৃপার এই আবির্ভাব ব্যতীত কোন ধর্ম্ম সমাজ রক্ষিত হইতে পারে না, বা কোন প্রকার স্থায়ী কার্য্য চলিতে পারে না। যাহারা একত্র থাকিয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই সত্যটী সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

অলস সাধন।

কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে এবং কোন কার্য্যের ফলাফল নির্ণয় করিতে যে পরিশ্রম হয়, তাহা স্বীকার করিতে অতি অল্প লোকেই প্রস্তুত। আমাদের সুখ বা সৌকর্য্যের জন্য যে সকল বিষয়ের প্রয়োজন, তাহা যদি অন্যে আমাদের হইয়া ভাবিয়া দেয় আমরা বাঁচিয়া যাই। প্রায় অধিকাংশ লোকেরই মনের এই ভাব। এই কারণে অনেকে বলিয়া থাকেন, কে দশজন চিন্তা করিবে এবং শতজন অনুসরণ করিবে এই উন্নতির নিয়ম। দশজন চিন্তা করিবে আর শতজন অলসভাবে তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিবে ইহা আমরা প্রার্থনীয় মনে করি না কিন্তু মানব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে এইরূপ ব্যাপার প্রায় সকল বিভাগে দৃষ্ট হইতেছে। আমরা অদ্য কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ অলঙ্কার বেশ ভূষার বিষয় স্মরণ করা যাউক। আমরা স্বীয় স্বীয় সমাজ মধ্যে বা পরিবার মধ্যে সময়ে সময়ে এক এক প্রকার বেশ ভূষার আবির্ভাব দর্শন করিয়া থাকি। যত ব্যক্তি ঐ সকল বেশ ভূষা অবলম্বন করেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই কি চিন্তা পূর্ব্বক ও বিচার পূর্ব্বক অবলম্বন করেন, তাহা নহে? হয়ত প্রথমে এক ব্যক্তি চিন্তা করিয়া এক প্রকার নূতন পরিচ্ছদ বা নূতন অলঙ্কার সৃষ্টি করিলেন; তিনি তাহা পরিধান করিয়া সমাজ মধ্যে গতায়াত আরম্ভ করিলেন। যিনি ঐ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছেন তাঁহার প্রতি ভক্তি বা ভালবাসা থাকাতে কেহ হয়ত তদনুরূপ পরিচ্ছদ ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, কাহারও বা রুচি সম্মত হওয়াতে তিনি তাহা অবলম্বন করিলেন; কেহ বা দশজনে করিল বলিয়া করিলেন। এইরূপ সংক্রামক রোগের ন্যায় ঐ পরিচ্ছদ ধারণ প্রথা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রথমে একজন কি দশজন চিন্তাপূর্ব্বক যাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা শতজনে চিন্তাবিহীনভাবে গ্রহণ করিল।

বেশ ভূষাদি সম্বন্ধে যেরূপ সামাজিক আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমরা জাতি ও সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আচার দেখিয়া থাকি। কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইলে হিন্দুর সন্তান পাদুকা উন্মোচন করিয়া প্রণত হইবে, ইংরাজ মস্তকের উষ্ণীষ উন্মোচন করিবেন, এবং মহম্মদের শিষ্য অর্দ্ধাবনত হইয়া সেলাম করিবেন। এইরূপ স্থল বিশেষে বিশেষ বিশেষ কার্য্য করিবার রীতি আছে। এসকল রীতির সৃষ্টি হইল কিরূপে? ঐ সকল লোক কি দলবদ্ধ হইয়া বহু তর্ক বিচারের পর ঐ সকল প্রথাকে উচিত বোধে অবলম্বন করিয়াছে? তাহা করে নাই, প্রথমে একজন বা দশজন চিন্তা করিয়া উক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন তৎপরে উহা সংক্রামক রোগের ন্যায় বহুসংখ্যক লোক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

এইরূপ সকল প্রকার সামাজিক এবং গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান ও সংক্রামক। সেখানেও জন সাধারণের চিন্তাবিহীনতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হয়ত প্রথমে এক পরিবারের লোক কোন বিশেষ ইষ্ট সাধন বা অনিষ্ট নিবারণের জন্য শাস্ত্রান্বেষণ বা চিন্তা করিয়া কোন বিশেষ অনুষ্ঠান অবলম্বন করিল। তখন তাহা সেই পরিবার মধ্যেই বদ্ধ থাকিল। যে সকল প্রতিবেশি পরিবার তাহা দেখিলেন, তাঁহাদের গৃহে আবার যখন সেই সকল ইষ্টানিষ্ট উপস্থিত হইল তখন তাঁহারা আর বিশেষ চিন্তা না করিয়া সেই সকল অনুষ্ঠান অবলম্বন করিলেন। এইরূপ ধর্ম্ম আপনা আপনি প্রচারিত হয়। ভারতবর্ষের অসভ্য জাতি সকল এইরূপ সংস্পর্শের গুণেই হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে।

কয়েকটী সামাজিক বিষয় উল্লেখ করিয়া সে সত্য প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে, মানবের সভ্যতা ও জ্ঞানের উন্নতির ক্রমের বিষয় চিন্তা করিলেই তাহার সারবত্তা প্রতীত হয়? আমরা যে সকলেই এখন স্বীকার করি যে পৃথিবী গোলাকার গতিশীল এবং ইহার উত্তর দক্ষিণপ্রান্ত কিঞ্চিৎ চাপা, ইহা কয়জনে চিন্তা ও প্রমাণানুসন্ধান পুরঃসর গ্রহণ করিয়াছি? আমরা যে সকলেই বলি যে এই পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুর কেন্দ্রানুগামীন গতি আছে, তাহা কয়জনে অঙ্ক কষিয়া স্থির করিয়াছি? আমাদের অধিকাংশের পক্ষে কি এই কথা সত্য নয় যে একা গালিলিও বা নিউটন যাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন তাহা আমরা শত শত ব্যক্তি অবিচারিত চিত্তে অবলম্বন করিয়াছি।

এই সকল বিষয়ে মনুষ্য অপরাপর সমুদয় বিষয়ে চিন্তা করিতে বিরত থাকে এবং অপরের চিন্তালব্ধ বিষয় অবলম্বন করে, ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধেও সেই রূপ চিন্তাবিহীনতা ও আলস্য দৃষ্টি করা যায়? মনুষ্য যখন ধর্ম্মতৃষ্ণা নিবন্ধন ব্যাকুল হয় তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অপরের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া বসে। নিজে আপনার অভাব কি এবং তদুপযোগী সাধন প্রণালী কি তাহা স্থির করা, নিজে প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের দ্বারে উপস্থিত হওয়া, নিজে সংশয় নিরাশা, বিশ্বাস ও আশার মধ্যে আন্দোলিত হওয়া এসকল ক্লেশ অনেকে সহ্য করিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে পরের পদবী অনুসরণ করা অতি সহজ কার্য্য। বিশেষতঃ ধর্ম্ম জগতে বিশেষ বিশেষ ভাব সাধনের বিশেষ বিশেষ পথ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল লোক সচরাচর তাহার একটী না একটী পথ অবলম্বন করিয়া বসে। মনে কর, আমাদের বোধ হইতেছে যে আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য ভক্তির প্রয়োজন। ভক্তির নাম উচ্চারণ মাত্র চৈতন্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ হয়। কিন্তু উক্ত সম্প্রদায় যে প্রণালীতে ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কিছু বর্জ্জনীয় আছে কি না? সে প্রণালী আত্মার সকল অবস্থার পক্ষে উপযোগী কি না? তাহা একমাত্র সাধনরূপে অবলম্বনীয় কি না? এ সকল চিন্তা আবার কে করে। অমনি তাহা অবলম্বিত হইল। আবার যখন যোগের আবশ্যকতা বোধ হইল, তখন আর এক সম্প্রদায়ের প্রণালীর দিকে মন ধাবিত হইল। এইরূপে চিন্তাবিহীন ও অলস ভাবে সাধনে যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদিগকে এক সম্প্রদায় হইতে অপর সম্প্রদায়ের ক্রোড়ে, সে সম্প্রদায় হইতে তৃতীয় সম্প্রদায়ের ক্রোড়ে পতিত হইতে হয়।

ব্রাহ্ম ভ্রমরের ন্যায়, তিনি দেশ কাল বিচার না করিয়া সর্ব্বস্থান হইতে নিজ আত্মার কল্যাণের উপযোগী বিষয় সকল সংগ্রহ করিবেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে চিন্তার নিতান্ত প্রয়োজন। তিনি কতটুকু বর্জ্জন করিবেন কতটুকু গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক। চৈতন্যের অবলম্বিত প্রণালীর মধ্যে আমাদের আত্মার কল্যাণের উপযোগী কিছু যদি থাকে কেন গ্রহণ করিব না, আবার খ্রীষ্টীয়দিগের অবলম্বিত রীতির মধ্যে যদি কিছু থাকে তাহাই বা কেন সাদরে অবলম্বন করিব না! তবে কোনটী আমাদের পক্ষে কতদূর সংলগ্ন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য চিন্তা ও প্রার্থনার বিশেষ প্রয়োজন। আমরা যে ভাব সাধনের ইচ্ছা করি, কোনটার দ্বারা তাহার বিশেষ সাহায্য হইবে তাহা নিরূপণ করা একান্ত প্রয়োজন।

চৈতন্য প্রদর্শিত ভক্তি পথাবলম্বীদিগের সহিত আমাদের একটী গুরুতর বিষয়ে মতভেদ আছে। সেটী এই, আমারা চিত্তের ধর্মোন্মাদের অবস্থাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করি না, এবং সকল সময়ের প্রার্থনীয় অবস্থা মনে করি না।। এই উন্মাদের পথে একটী বিপদ আছে তাহা বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। উপরে প্রবল বায়ু সংঘর্ষণে তরঙ্গের উচ্ছাস হইলে যেমন নদীর উপরের জল আলোড়িত হয়, এবং অনেক সময় নিম্নের জলে আলোড়ন দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ উন্মাদিকা ভক্তির যে উচ্ছাস তাহা অনেক সময় চরিত্রের অধস্তম তলকে স্পর্শ করে না। একদিকে লোকে সংকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া হস্ত তুলিয়া নৃত্য করে অপর দিকে চরিত্রের মূলে অপবিত্রতা ও অসাধুতা থাকিয়া যায়। এদেশের যোগ পথাবলম্বীদিগেরও সহিত আমাদের এক গুরুতর বিষয়ে প্রভেদ আছে। তাঁহারা সংসারকে মায়া মনে করেন, ও সন্ন্যাসকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করেন। আমরা তদ্বিপরীত মতাবলম্বী, আমরা এই সংসারকেই শিক্ষার স্থান এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত ভৃত্য হইয়া কার্য্য করিবার ক্ষেত্র মনে করি। তবে আমরা দুইটী চাই, আমরা জীবন্ত পবিত্র ঈশ্বরকে সেই ভাবে পূজা করিতে চাই, যদ্দ্বারা আমাদের চরিত্রের মূলদেশ পর্য্যন্ত পবিত্রতার তেজ প্রবিষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত দাস হইয়া তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে চাই। আমরা এই দুইটী লক্ষ্যের দ্বারা সমুদায় সাধন প্রণালী বিচার করিয়া লইব। অলস সাধনে বড় কুফল ফলিয়া থাকে। জগদীশ্বর আমাদিগকে সাধনালস্য হইতে রক্ষা করুন।

জগদীশ্বর আমি কবে তোমাকে সার বলিয়া বুঝিব?

ঈশ্বরের আরাধনা ত বহুদিন করিতেছি কিন্তু ঈশ্বরকে কি সার বলিয়া প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছি? ঈশ্বরের আরাধনা ত অনেকে করে, কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহাকে পায়। ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে এবং সাররূপে অনুভব করিয়া অতি অল্প লোকে উপাসনা করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের আরাধনা জীবের মুক্তির উপায়, ইহা হয় ত কেহ শুনিয়া রাখিয়াছেন; যেহেতু তাঁহার আরাধনা মুক্তির উপায় অতএব তাঁহার পূজা করি, এইরূপ কর্ত্তব্য বোধে যে আরাধনা তাহাতে আত্মার নবজীবন লাভ হয় না। সাধনের প্রথমাবস্থাতে এই ভাবে মানবের ধর্ম্ম সাধন আরম্ভ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে দীর্ঘকাল হৃদয় তৃপ্ত হয় না। প্রাণে ঈশ্বরের পবিত্র সংস্পর্শ লাভ করা চাই, তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম সাধন নীরস হইয়া পড়ে। অন্তরে সার বস্তু লাভ করা চাই তবে চিত্ত তদুপরি স্থির হইতে পারে।

মানুষ যখন জগতের লোকের সহিত নানা কার্য্য সূত্রে মিলিত হয়, তখন তাহার গৃহের সুখ দুঃখের কথা তাহার মুখে লিখিত থাকে। তাহার অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ আছে কি না? তাহার গৃহে বিবাদ বিসম্বাদ আছে কি না? তাহার পরিবার মধ্যে প্রণয় সদ্ভাবের রাজত্ব আছে কি না এ সমুদায় তাহার মুখ দর্শনে জ্ঞাত হওয়া যায়। তেমনি ব্রহ্মোপাসক কিরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহার পরিচয় তাঁহার মুখ দেখিয়া জানিতে পারা যায়। যদি তিনি জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক হন তাহাঁর মুখের ভাব, তাহাঁর আচার ব্যবহার, তাহাঁর কথা বার্ত্তার রীতি দেখিলেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহাঁকে দেখিলেই বোধ হইবে যে তিনি কিছু সারধন লাভ করিয়াছেন। যে নির্ধন অবস্থা হইতে ধনের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, দারিদ্র্য ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, তাহার মুখ এবং রীতি নীতি দেখিলেই তাহার প্রমাণ লাভ করা যায়; দারিদ্র্যের অবস্থাতে যে সকল চিন্তা ও দুর্ভাবনার রেখা তাহার কপালদেশে পড়িয়াছিল, তাহা আর দৃষ্ট হয় না; চক্ষের দৃষ্টিতে যে এক প্রকার বিষাদের আভা ছিল তাহা আর প্রত্যক্ষ করা যায় না। প্রত্যুত তাহার মুখে প্রসন্নতার জ্যোতি এবং মনে উদ্যম ও সাহসের সঞ্চার দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মকে পাইয়া আমি কি এ প্রকারে আপনাকে ধনী মনে করিতেছি? একটা অতি সারবান পদার্থ লাভ করিয়াছি বলিয়া কি অনুভব করিতেছি। আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে এই প্রশ্নটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ যে আরাধনাতে আত্মা আপনাকে লাভবান মনে করে না, যাহাতে প্রাণের মধ্যে নূতন পবিত্রতার নূতন শক্তি ও নবজীবনের আবির্ভাব হয় না, সে আরাধনা পণ্ডশ্রম মাত্র বলিতে হইবে।

ঈশ্বরকে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় কিরূপে? জগতের ইতিবৃত্তে যখন দেখিতে পাই, পৃথিবীর বহু সংখ্যক সাধু ও সাধ্বী পুরুষ এবং রমণী এই পরমেশ্বরকে এরূপ সার বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, এই পরমেশ্বরের উপর তাঁহাদের হৃদয়ের এত গাঢ় প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, পরমেশ্বরের জন্য তাঁহারা কোন প্রকার স্বার্থ বা সুখ উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; তখন নিজের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণার উদয় হয়। আত্মোৎসর্গ যদি প্রীতির পরিচায়ক হয় তবেত আমার প্রীতির অবস্থা অতি হীন। আমিত আজিও পরমারাধ্য দেবতার জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত নই। আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করা দূরে থাকুক, অতি সামান্য সামান্য আসক্তি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নই। এরূপ হৃদয়ের আরাধনায় সুফল ফলিবে কেন? সেই জন্যই বুঝি আমার এত প্রার্থনা শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে? আমি তবে কি করি? জীবন্ত ঈশ্বরকে সাররূপে প্রতীতি করি কিরূপে?

মনুষ্য যখন এইটী বিলক্ষণরূপ বুঝিতে পারে, যে ঈশ্বর ভিন্ন আমার চলিবে না; তাঁহার অভাবে আমার দুর্দশা ও যে যাতনা হইতেছে, তাহা নিবারণের জন্য যদি আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে হয় তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়; যখন প্রাণ এত দূর কাঁদে তখনই সে ঈশ্বরকে সার বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে; এবং যে পরিমাণে আপনাকে ঈশ্বরের চরণে বলিদান করিতে প্রস্তুত হয় সেই পরিমাণে ঈশ্বরের

মুক্তিপ্রদ শক্তি তাহার হৃদয়কে অধিকার করিতে থাকে। ঈশ্বর মানবের আত্মাকে কি কার্য্য করেন, তাহার প্রমাণ সে নিজ অন্তরেই প্রাপ্ত হয়। তখন যদি তাহাকে হত্যাও করা যায় তথাপি সে আর ঈশ্বরকে অসার বলিতে পারে না। প্রাচীন কালের পণ্ডিতেরা এই অবস্থাকে "অভয় প্রতিষ্ঠা" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই অভয় প্রতিষ্ঠা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস, লোকের উপরে, বা মতের উপরে স্থাপিত নয়। তাহাদের বিশ্বাস সাক্ষাৎ পরিচয়ের বিশ্বাস প্রাণে প্রাণে লাভ করিবার বিশ্বাস।

ফলতঃ জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা ভিন্ন পবিত্রতা লাভের উপায় নাই। পরমেশ্বর যে দিন হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রীতিকে অধিকার করিয়া বসিবেন তবেই বুঝিব যে ঈশ্বরের উপাসক হইয়াছি। কিন্তু সেই সার বলিয়া কে অনুভব করাইয়া দিবে। ব্রহ্মের কৃপার উপরে নির্ভর করি।

(Continued from p. 48)

গৃহধর্ম্ম।

(৫)

গৃহপালিত পশু পক্ষীর সহিত সম্বন্ধ।

নির্ব্বাক জীব, তাহাকে যদি সুখে রাখা যায়, তাহাতে প্রাণে কত সুখ হয়।

গাভীটী সন্ধ্যার সময় মাঠ হইতে আসিয়া গৃহের প্রাঙ্গণে যখন দণ্ডায়মান হয়, এবং তাহার বৎস আনন্দে নৃত্য করিয়া যখন স্তন পানের জন্য ধাবিত হয়, তখন সে দৃশ্যের মধ্যে এক প্রকার স্বর্গীয় ভাব দেখা যায় যে জন্য গৃহস্থের গৃহ এত সুন্দর হয়।

পশুগণ কৃতজ্ঞতা এবং প্রভুভক্তির চিহ্ন সকল যখন প্রদর্শন করে, তখন দেখিলে হৃদয় উন্নত হয়।

পশুপক্ষীদিগের রক্ষার ভার কেবলমাত্র দাসদাসীর হস্তে দিলে নির্দ্দয়তা হয়, কারণ যাঁহাদের সেবার ত্রুটী হইলে অভিযোগ করিতে পারে না, তাহাদিগকে পরের হস্তে রাখিলে অপরাধ হয়।

ইহাদের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তা বা গৃহিণীর প্রতিদিনের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে একটী কর্ম্ম হওয়া উচিত।

বালক বালিকাদিগের ক্রীড়ার্থ গৃহে কুকুর বিড়াল প্রভৃতি রাখা কর্ত্তব্য। নির্জীব পুত্তলিকার সেবা অপেক্ষা সজীব পদার্থের সেবাতে তাহাদের অধিক আনন্দ হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহাদিগকে ভাল বাসিয়া তাহাদের হৃদয়ের বিকাশ হইতে থাকে। তৃতীয়তঃ অবস্থা বিশেষে পশুদের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও ভাব দেখিয়া জ্ঞান লাভ করে।

আহারার্থ বা আমোদ প্রমোদার্থ পশু পক্ষীর হত্যা নিষিদ্ধ; কারণ যে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, তাহাকে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিলে হৃদয় মনের অধোগতি হয়।

গৃহপালিত পশুর হত্যা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। যাহার প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছে, সুখ বা স্বার্থের অনুরোধে সে ভালবাসাকে পদে দলিত করা আসুরিক ভাব। যে গৃহে এই ব্যাপার হইয়া থাকে, সে গৃহের বালক বালিকা স্বার্থপরতার উপদেশ প্রাপ্ত হয়।

মানব অন্তরের প্রীতি কি পদার্থ। এতদ্দ্বারা বনের পশু পর্য্যন্ত মানবের বশ হয়। পশু পক্ষীরা ভালবাসা চিনিতে পারে। যাকে ভালবাসে তাকে দেখিয়াও কত সুখী হয়। ইহা দেখিলেও সুখ।

এক দিন একটী ছবিতে দেখা গেল, একটী দুই বৎসরের শিশু একটী বৃহৎ কুকুরের সহিত খেলিতে খেলিতে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক, তাহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কুকুরটীর যেন একভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে ক্লেশ হইতেছে, তথাপি নড়িতেছে না পাছে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। এ সখ্যভাব দেখিলে কি হৃদয় উন্নত হয় না? এ পশুর প্রতি যাহার স্নেহ জন্মে না, তাহাকে হৃদয় বিহীন ভিন্ন কি বলা যাইবে।

পশুরা যখন দৌরাত্ম্য করে তখন ধৈর্য্যচ্যুতির বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু একবার ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে অন্যায় শাস্তি দিবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত যেন ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়।

প্রার্থনা।

কৃপার আধার পরমেশ্বর! তুমি সকল জীবের সাধারণ পিতা তোমার স্নেহ দৃষ্টি আমাদের প্রতি যেরূপ, আর এই আমাদের আশ্রিত জীব গুলির প্রতিও সেইরূপ। জগদীশ্বর তুমি এই নির্ব্বাক নিরীহ, ও অসহায় জীবগণের রক্ষা ও প্রতিপালনের ভার আমাদের উপর অর্পণ করিয়াছ। ইহারা ইহাদের সদ্ভাব ও কৃতজ্ঞতার দ্বারা কত সময় আমাদের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে, ইহাদের সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা কত সময় আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করে, বিপদের সময় কত সাহায্য করে; ইহাদের প্রতি যদি আমাদের তদনুরূপ স্নেহও দয়া না থাকে, তাহা হইলে আমরা তোমার চক্ষে নিন্দিত হইব। হে প্রভো! আমরা যেন সর্ব্বদা ইহাদের প্রতি সদয় ও সস্নেহ ব্যবহার করি; যেন ইহাদিগকে আপনাদের বালক বালিকার ন্যায় জ্ঞান করি; যেন ইহাদিগকে সুস্থ ও সুখী রাখিবার জন্য চেষ্টা করি; আমাদিগের হৃদয়ে দয়া দেও, যেন ইহাদের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার বা নৃশংসতা আচরণ না করি, আমরা ইহাদের রক্ষক হইব, ইহাদিগকে প্রতিপালন করিব, ইহাদিগের দুঃখ নিবারণ করিব এবং ইহাদের সহিত সপরিবারে সুখে বাস করিব, জগদীশ! সেই ঘৃণিত স্বার্থপরতা যাহা ভালবাসা ও বিশ্বাসের মুখাপেক্ষা না করিয়া ইহাদিগকে যন্ত্রণাগ্রস্ত করে, সে স্বার্থপরতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। যাহারা তোমার সৃষ্টির শোভা সম্পাদনার্থ জন্মিয়াছে, মনুষ্যের হস্তে যাহাতে তাহাদের প্রাণ না যায়, মনুষ্যকে এইরূপ শুভ বুদ্ধি দেও।

---

(১) প্রার্থনা স্তবক।

প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

জগতের জনক জননি! রাত্রিকালে আমি তোমার কোলে নিদ্রিত ছিলাম; তোমার কৃপা অন্তরালে থাকিয়া অজ্ঞাতঃ ভাবে আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে; তোমার শুভ ইচ্ছা আমাকে সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক সুখ বিধান করিতেছে এবং গূঢ়ভাবে ধর্ম্ম পথের সহায় হইয়া আমাকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিতেছে। জননি! তুমি আবার তোমার চিরসুন্দর জগতের মুখ দর্শন করিবার জন্য আমাকে তুলিলে? প্রভো! যেখানে তোমার হস্ত সেখানে ম্লানতা নাই; তোমার সূর্য্য যুগে যুগে উঠিতেছে তথাপি তাহার সৌন্দর্য্য বা নবীনতা গেল না; প্রকৃতি বহু যুগ আছে অথচ তাহার তরুণতা এবং পুষ্প ফলের প্রস্ফুটিত নবীন শোভা গেল না। নিত্য উঠিয়া দেখি, তুমি শ্যামল দূর্ব্বাদলকে শিশির সিক্ত করিয়া সন্তানের চরণের জন্য কোমল করিয়া রাখিয়াছ, প্রতিদিন জাগ্রত হইয়া দেখি পক্ষী সকলকে নূতন উৎসাহ ও মধুর সুস্বর দিয়া সন্তানের কর্ণকে তৃপ্ত করিবার জন্য পাঠাইয়াছ; প্রতিদিন দেখি পূর্ব্বাকাশে সিন্দুর ঢালিয়া জগতের পদার্থ সকলকে সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিতেছ। তুমি যেখানে সেখানে চির প্রাচীনের মধ্যে চির নূতন ভাব। তবে আমার প্রাণ কেন প্রতিদিন প্রাতঃকালে নব আনন্দে চক্ষু মেলিবে না। পিতা তুমি প্রকৃতির মধ্যে আছ আমার প্রাণে কি থাক না? গৃহের মধ্যে নিত্য শিশুদিগের আনন্দ দেখিয়া যে আমার মনে ক্লেশ হয়, আমার যে সুখ লাভ করিতে ইচ্ছা হয়। জগদীশ শিশু যদি সুস্থ থাকে, সে অকাতরে নিশ্চিন্ত মনে জননীর ক্রোড় নীড়ে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। প্রাতে যখন সে চক্ষু উন্মীলন করে তখন যদি দেখিতে পায়, যে মাতা পূর্ব্বেই উঠিয়া স্নেহভরে অবনত হইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন, তখন যে তাহার সুখ মনে ধরে না। আমি কেন সকল দিন নেত্র উন্মীলিত করিয়া তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া সহাস্য বদনে উঠিতে পারি না? কেন আমাকে বিরস মুখে উঠিতে হয়। অবিশ্বাসীর এযন্ত্রণা কতদিনে যাইবে। কতদিনে আমি বাস্তবিক তোমার সন্তান হইব? তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া চক্ষু খুলিব? আমার প্রাতঃকাল সুখে আরম্ভ হইবে? দীনবন্ধু! তোমার দাসকে আবার আর এক দিনের সেবার বড় হইবার জন্য তুলিলে। কিন্তু দাস যে বড় দুর্ব্বল, সে যে প্রতিদিন পদে পদে তোমার কার্য্য করিতে স্খলিত হয়। এমন দিন যে অল্প যায় যেদিন এদাস, শয়নের সময় ইহা বলিয়া শয়ন করিতে পারে, দয়াময় প্রভু! অদ্যকার কর্ত্তব্য সকল সুসম্পন্ন হইল। অন্তর্যামি আমার অনুতাপের জলধারা ত তুমি দর্শন কর; আমি তোমার প্রিয় কার্য্য জানিয়াও অবহেলা করি বলিয়া কতবার কাঁদিয়াছি; কতবার আত্ম-গ্লানিতে ম্লান হইয়া গিয়াছি। তুমি আমার যন্ত্রণা দেখিয়া দুর্ব্বলকে অনেক বল দিয়াছ, অনেক কৃপা করিয়াছ, সেইজন্য তোমার অনেক আদেশ পালনে সমর্থ হইয়াছি। অদ্যকার প্রাতে আবার তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি; সন্তানকে একবার প্রসন্ন বদনে বল সে কার্য্যে যাউক। সমস্ত দিন আমি তোমার কার্য্য করিতে পারিব এই আশা দেও, আমি আশা পাইয়া যাই। আমি যে বড় দুর্ব্বল, আমার স্বার্থপরতা, সুখাসক্তি, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা প্রভৃতি যে এখনও প্রবল। পাছে তোমার আদিষ্ট পথ হইতে ভ্রষ্ট হই, এই শঙ্কায় প্রাণ আকুল হয়। আমার পক্ষে যে তোমার কৃপার বিশেষ প্রয়োজন। আমার বিবেক বড় শিথিল, আমি যেভাবে কর্ত্তব্য পালন করি তাহা তোমার উপাসকের অনুপযুক্ত, আমি কত দিনে এ কলঙ্ক হইতে রক্ষা পাইব? আমার কর্ত্তব্য জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া দেও, তোমার পবিত্রতার তেজ দ্বারা আমার আত্মাকে অনুপ্রাণিত করিয়া দেও, আমি উৎসাহিত মনে তোমার আদেশ পালনার্থ ব্যগ্র হৃদয় ও শ্রমশীল হস্তপদ লইয়া কার্য্যে অবতরণ করি। কর্ত্তব্যের পথে যেন তোমার ইচ্ছাকেই সার বলিয়া জানি, মিত্রতা, শত্রুতা, সুখ, অসুখ, স্তুতি, নিন্দা প্রভৃতির জন্য যেন নিজ কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ না হই। তুমি বল এবং পবিত্রতা হইয়া আমার অন্তরে থাক। এই প্রার্থনা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মধ্যাহ্ন কালের প্রার্থনা।

কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে প্রাণ আমার তোমার জন্য ব্যাকুল হইতেছে; একবার পতিতপাবন! আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ কর। একবার তোমাকে দেখিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া লই। জগদীশ যদি কোন অবস্থায় তোমাকে হারাইবার ভয় থাকে তাহা এই অবস্থা। ব্যস্ততা, পরিশ্রম, উত্তেজনা, বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে তোমাকে ভুলিবার বিশেষ সম্ভাবনা। আমি যদি তোমাকে ছাড়িয়া কার্য্যক্ষেত্রে যাই, দেখিতে পাই অমৃত আনিতে গিয়া গরল উৎপন্ন করি, বন্ধুতা করিতে গিয়া শত্রুতা বাড়াইয়া আসি। আবার ইহাও দেখিয়াছি, প্রীতি প্রস্রবণ! তুমি যখন আমার প্রাণ পূর্ণ করিয়া থাক, কে যেন আমার মুখে সদ্ভাব ঢালিয়া দেয়। আমি যাহার সহিত মিলিত হই সেই স্নেহ করে, শত্রুর নিকট গেলে মিত্রতা স্থাপিত হয়, হাটে বাজারে যাই শান্তি ও সুখের সীমা থাকে না। তাই একবার ডাকিয়া লইব বলিয়া এত ব্যস্ততার মধ্যেও ঐ চরণে উপস্থিত হইলাম। একবার গাঢ়রূপে আমার হৃদয়কে অধিকার কর; আমার প্রাণে তোমার পবিত্রতা ও প্রেম ঢালিয়া দেও আমি একবার জগতে বিতরণ করিয়া আসি। দেখ প্রভু! আমি নাকি অবিশ্বাসী তাই নিজ কর্ত্তব্য সাধনে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি, তুমি একবার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা আমার আত্মাকে উৎসাহিত কর আমার শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হইয়া যাউক, আমি উল্লাস অন্তরে আবার তোমার কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। লোকে যখন আমার শ্রম ও উৎসাহের প্রশংসা করিবে, তখন যেন বলিতে পারি, তোমার আদেশে পরিশ্রম করার অপেক্ষা সুখ আর নাই। আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, তোমার কার্য্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা এবং তোমার প্রতি প্রীতি স্থাপন

করা ভিন্ন এ জীবনের উদ্দেশ্য আর দেখিতে পাই না। তাই আলস্যকে মহাপাপ জ্ঞান হইয়াছে। এই পাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর। যে দিন তোমার কাজ কিছু করিব না সে দিন যেন তোমার অন্ন জলে অধিকার নাই এরূপ মনে হয়। সত্য সত্যই প্রভু তোমার সেবা করা আমার পক্ষে অন্নপান স্বরূপ। তুমি ধন্য! যে তুমি এমন অধিকার আমাকে দিয়াছ! এ সত্য যেন কখনও বিস্মৃত না হই? আমাকে এই বর দেও, আমি যখন কার্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে থাকিব তখন সত্যের সীমা, ন্যায়ের সীমা, প্রীতির সীমা বা পবিত্রতার সীমাকে অতিক্রম না করি। যে কার্য্যে অস ত্যের লেশ আছে তাহা যেন অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ত্যাগ করিতে পারি, যাহাতে ন্যায়ের ব্যাঘাত অথবা প্রীতি কিম্বা পবিত্রতার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে হয়, তাহা হইতে হস্তপদ যেন সহজে কুঞ্চিত হয়। কার্য্যের উত্তেজনার মধ্যেও যেন এগুলি বিস্মৃত না হই। যে প্রাণ থাকিতে জ্ঞাতসারে অধর্ম্ম করে না তুমি তাহার সহায়। আমাকে বিশ্বাসীর ন্যায় অটল ভাব দেও। যে ধনের জন্য পরিশ্রম করিতেছি সেই ধনের সহস্র মুদ্রা এক দিকে আর একটী সামান্য সত্য অপর দিকে এরূপ স্থলেও যেন সমুদায় ধনকে নরের ঘৃণিত অপকৃষ্ট পদার্থের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই। তোমার উপাসক জগতে কিরূপে ধর্ম্ম রক্ষা করে, তাহা আমাকে প্রদর্শন কর। যে বাণিজ্যে বিবেক বিরুদ্ধ আচরণ করিতে হয়, তাহা যেন পরিত্যাগ করিতে পারি; যে ব্যবসায়ে ন্যায় বা পবিত্রতার ব্যাঘাত হয়, যদ্দ্বারা জগতে কুনীতির সাহায্য করে, পাপকে প্রশ্রয় দেয়, বা লোকের অনিষ্ট সাধন করে তাহা ব্রাহ্মের অনুপযুক্ত বলিয়া যেন পরিহার করিতে পারি; যে লাভ পরের ক্ষতি করিয়া করিতে হয় তাহা যেন বিষের ন্যায় জ্ঞান করি। ঈশ্বর তোমার পবিত্রতার রাজ্য আমার জীবনের সকল বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হউক। এই তোমার নিকট প্রার্থনা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রাত্রি কালের প্রার্থনা।

এই ত আবার বিশ্বমাতা! তোমার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইবার জন্য আসিলাম। এখন দাসের হিসাব দিবার সময়! এইবার ত আমার কঠিন পরীক্ষা! অদ্য যে ভাবে যত দূর যে কর্ত্তব্য পালন করা উচিত ছিল তাহা কি পারিয়াছি? কই জগদীশ! সে কথা ত সাহস করিয়া বলিতে পারিলাম না। আমি যে বড় দুর্ব্বল, আমি অদ্য যে অপরাধ করিয়াছি, অন্তর্যামি মুখে আর তাহা কি নিবেদন করিব। তোমার কৃপায় যে দিন নিষ্কণ্টক মনে শয়ন করিতে পারি, সে দিন যে পরমসুখে নিদ্রা যাই। কিন্তু এ সুখ যে আমার সকল দিন হয় না; আমাকে যে অনেক দিন অশ্রুজল লইয়া শয্যাতে যাইতে হয়। আমার এ অবস্থা কত দিনে যাইবে। দেখ নাথ! আমি শয্যাতে যাইবার পূর্ব্বে করযোড়ে তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, আমি অদ্যকার দিন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে কিছু অপরাধ করিয়াছি তুমি মার্জ্জনা কর। "যে কার্য্য আমার করা উচিত ছিল না অথচ করিয়াছি, যে কথা বলা উচিত ছিল না অথচ বলিয়াছি, যে ভাব আমার হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত ছিল না অথচ স্থান দিয়াছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর, আমি অনুতাপ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি। যে কার্য্য আমার করা উচিত ছিল অথচ করি নাই, যে কথা আমার বলা উচিত ছিল অথচ বলি নাই, যে ভাব আমার হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত ছিল অথচ স্থান দিই নাই, সে সমস্ত ক্ষমা কর। আমি অনুতাপ সহকারে প্রার্থনা করিতেছি।" দেখ পিতা! তোমার জীব সকল বিশ্রাম নিদ্রায় শয়ন করিল; আমি তোমার নিকট সাশ্রুনয়নে উপস্থিত হইতেছি। আমার পরিশ্রান্ত মস্তক তোমার ক্রোড়ে গ্রহণ কর, আমার অনুতাপ অশ্রুসিক্ত চক্ষুকে তোমার প্রসন্ন মুখ দেখাইয়া তৃপ্ত কর। আমি তোমাকে হৃদয়ে লইয়া শয়ন করি। দীনবন্ধু! কবে আমার প্রীতি এত গাঢ় হইবে যে, তোমার হস্তে আমার সমুদায় সমর্পণ করিতে সমর্থ হইব। এই যে আমার দেহ মন, এই যে আমার বিষয় বিভব এই যে আমার আত্মীয় স্বজন এ সমুদায় তোমার, কবে প্রকৃত প্রেমিকের ন্যায় এই কথা তোমাকে বলিতে সমর্থ হইব। তবে অদ্যকার রজনীর মত এ দাস বিশ্রাম করিতে যায়। যদি আবার জগতে চক্ষু উন্মীলিত করি, যেন তোমাকে দেখিয়া শয্যা ত্যাগ করিতে পারি। আর যদি এই রাত্রি আমার এ পৃথিবীর শেষ রাত্রি হয় যেন পরলোকে চক্ষু খুলিয়া তোমার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি। রাত্রি কালের বিপদ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিও। স্বপ্নে যে সকল পাপের ছবি দেখিয়া সময়ে সময়ে ক্লেশ পাই, এমন করিয়া এই সময়ে আমার হৃদয়কে অধিকার কর যেন সে সকল ছবি দেখিয়া লজ্জিত হইতে না হয়। আমার স্বপ্ন সকল ও তোমার ভাব দ্বারা নিয়মিত হউক এই আমার প্রাণগত ইচ্ছা। আমি জাগিয়া পুণ্যের জন্য লালায়িত হইব এবং নিদ্রাবস্থায় পাপের ছবি সন্দর্শন করিব, এরূপ যন্ত্রণায় আমাকে রাখিও না। যখন আমি দেখিব যে আমার স্বপ্ন পর্য্যন্ত কেবল স্বর্গের ছবি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বুঝিব যে আমার প্রকৃতির অন্তস্তল পর্য্যন্ত সাধুতা দ্বারা সিক্ত হইতেছে; পুণ্য আমার প্রকৃতি হইতেছে। আমাকে এই বাঞ্ছিত অবস্থা প্রদান করিয়া কৃতার্থ কর। তোমার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সংবাদসার।

রাজতন্ত্র দেশে শত শত প্রজার শ্রমের উপার্জ্জিত অর্থ রাজা ভোগ করে; পৌরহিত্য পীড়িত দেশে শত শত ব্যক্তির অর্থ গুরু ও পুরোহিত ভোগ করিয়া থাকে! রোমান কাথলিকদিগের গুরু পোপের আয় বোধ হয় কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া থাকিবে, কারণ রোম নগরে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে; পোপের ধর্ম্ম সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেক রোমান কাথলিকের নিকট হইতে দৈনিক এক পয়সা আদায় করা ঐ সভার উদ্দেশ্য। সকল দেশের রোমান কাথলিকদিগের

নিকট হইতে যদি ঐ অর্থ সংগৃহীত হয় অর্থ বড় অল্প হইবে না।

পিটার্স পেন্স নামে রোমান কাথলিক ধর্ম্ম যাজকদিগের এক প্রকার ট্যাক্স আছে। উক্ত ট্যাক্স দ্বারা সংগৃহীত অর্থ, পোপকে দেওয়া হইয়া থাকে। আয়রলণ্ড দেশে রোমান কাথলিক যাজকদিগের এতদূর প্রতাপ যে এক ডবলিন নগর হইতেই ২০০০০ বিশ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

এরূপ শুনা যায় জর্ম্মনিতে দিন দিন নাস্তিকতা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারের এতদূর বৃদ্ধি হইতেছে যে এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে। একরূপ জনরব যে বর্ত্তমান সময়ে প্রজাদিগের "সিবিল ম্যারেজের" অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান শূন্য প্রণালীতে বিবাহ করিবার যে অধিকার আছে, তাহা আর দেওয়া হইবে না। পূর্ব্বোক্ত অনিষ্ট নিবারণের একরূপ উপায় অবলম্বন দ্বারা কত সুফল ফলিবে তাহা বলিতে পারা যায় না। আমাদের বোধ হয় এ অনিষ্ট নিবারণের ভার গবর্ণমেণ্ট না লইয়া দেশের মধ্যে পণ্ডিত ও বিজ্ঞ লোকদিগের হস্তে দিলে ভাল হইত। বুদ্ধির ও চিন্তার ভ্রম নিবন্ধন যে সকল অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে তাহা বুদ্ধি এবং চিন্তা দ্বারাই দূর করিবার চেষ্টা ভাল।

ইংলণ্ডে এবং এদেশে বলপূর্ব্বক গোবীজে টীকা দিবার প্রথা আছে। কিন্তু ইংলণ্ডের অনেক পণ্ডিত ও মহাশয় লোক ইহার বিরোধী, একজন্য ইংলণ্ডে একটী সভা আছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রোফেসর নিউম্যান তাহার একজন সভ্য। ক্রমে ইংলণ্ডে এবিষয়ে অনেকের মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। গত বৎসর ইংলণ্ডে ৩০২৯ জন লোক নিজ পুত্র কন্যাকে টীকা দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে জরিমানা হইয়াছে এবং ২৮ জন লোকের কারাদণ্ড হইয়াছে।

ইংলণ্ডে রবিবার পবিত্র বাররূপে গণ্য। এদিন লোকে বিষয় কর্ম্ম করে না, কিন্তু এদিন ছুটী পাওয়াতে নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সুরাপানাদি নিবন্ধন অনেক নীতি বিরুদ্ধ আচরণ হইয়া থাকে। গত বৎসর ১৫৩১৭ জন লোক রবিবারে মাতলামি করাতে দণ্ডিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজ।

গত ২৮ এ ভাদ্র রবিবার বরাহনগর বনহুগলি সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা সংগ্রহের নিমিত্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিস হইতে যে কাগজ খানি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা অনেকে পূর্ণ করিয়া পাঠাইতেছেন। যে সকল সমাজ এখনও প্রেরণ করেন নাই তাঁহারা একটু উদ্যোগী হইয়া শীঘ্র প্রেরণ করিবেন; এতালিকাটী অনেক প্রকার কাজে লাগিবে।

সিমলা শৈলবাসী কোন বন্ধুর পত্রে জানা গেল, সেখানকার ব্রাহ্মগণ কিয়দ্দিবস হইল দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন। কতিপয় সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের দিকে গিয়াছেন এবং অবশিষ্ট সভ্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন।

সৈদপুরের একজন বন্ধু সেখানকার উৎসবের নিম্নলিখিত কার্য্য বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

"উৎসব ৯ই ভাদ্র মঙ্গলবার উৎসব আরম্ভ হয় এবং ১৫ই ভাদ্র রবিবার শেষ হয়, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, হলদিবাড়ি নিবাসী বাবু শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ি নিবাসী বাবু কালীপ্রসন্ন বসু, রঙ্গপুর নিবাসী বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ উৎসবে যোগ দিয়া আনন্দ পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন।

৯ ই ভাদ্রমঙ্গলবার প্রাতে ৬॥ ঘটা হইতে ৭॥ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৬॥ হইতে ৭॥ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করিয়া ৮ টা হইতে প্রায় ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত অত্রস্থ ক্লব গৃহে 'নূতন শিক্ষার নূতন ভাব' এই সম্বন্ধে একটী মৌখিক বক্তৃতা করিলেন।

১০ ই ভাদ্র বুধবার প্রাতে ৬॥ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৭॥ হইতে ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকলের হৃদয়ে ধর্ম্মোৎসাহে উত্তেজিত করেন, তাঁহার আগমনে ও উপাসনাদিতে যোগ দিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

১১ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার প্রাতে ৬॥ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৬॥ হইতে ৭॥ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উপাসনা। তৎপরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ক্লব গৃহে "Higher life of the soul" এই সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য এত ভদ্র লোকের (ইংরাজ এবং বাঙ্গালি) সমাগম হইয়াছিল যে স্থানাভাবে চতুর্দ্দিকে অনেককে দণ্ডায়মান থাকিতে হইল। যাহা হউক যেরূপ পবিত্র গম্ভীর ঘটনা উপলক্ষে সকলে সমবেত হইয়াছিলেন দৃশ্যটী তাহার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল।

১২ই ভাদ্র শুক্রবার প্রাতে ৬॥ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসুর ভবনে পারিবারিক উপাসনা হয়, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিলেন, অপরাহ্নে ৭॥ হইতে ৯ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উক্ত ভবনেই পারিবারিক উপাসনা হয় শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসু আচার্য্যের কার্য্য করিলেন।

১৩ই ভাদ্র শনিবার প্রাতে ৬॥ হইতে ৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সমাজ গৃহে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্নে কৈলাসচন্দ্র সেন ৬॥ হইতে ৭॥ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উপাসনা করিয়াছিলেন। তদুপরে ক্লব গৃহে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু "Duties of the educated natives" এই সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন।

১৪ই রবিবার প্রাতে ৬॥ হইতে ৯॥ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল অপরাহ্নে ৩॥ হইতে ৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত।

প্রথমে একটী সঙ্গীত হইল পরে কৈলাসচন্দ্র সেন একটী প্রার্থনা করিলেন শেষে আবার একটী সঙ্গীত হইল; তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় সাম্বৎসরিক আয় ব্যয় বিবরণ পাঠ করিলে পর আলোচনা ও কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় কিছু পাঠ করিলেন; সায়ংকালে ৭॥ হইতে ৯॥ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উপাসনা হইয়াছিল এই দিবস প্রাতে এবং অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এদিনটীও পরমানন্দে যাপন করা হইয়াছিল।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

'সাধন চাঞ্চল্য' বিষয়ে ১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি কয়েকটী কথা লিখিতে চাহিতেছি সাধন আরম্ভের পূর্ব্বেই লক্ষ্য স্থিরী-কৃত হইয়া থাকে : বিনা লক্ষ্যে কেহ কি কখন সাধন আরম্ভ করে? কিসের সাধন? কাহার জন্য সাধন? বাস্তবিক প্রত্যেক সাধকের সম্মুখে আগে লক্ষ্য উপস্থিত হয়, পরে তাহার সাধনে রুচি ও উদ্যম জন্মে।" এমন পাগল কে আছে বলুন, যে লক্ষ্যের দিকে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে নিজের গতিরোধ করিয়া বসে? যাহারা লক্ষ্য শূন্য, তাহারা কখন সাধন করে না। যখন যে পথ সম্মুখে পায়, যাহারা বিনা লক্ষ্যে তখন সেই পথে চলিতে আরম্ভ করে, তাহাদিগকে সাধক বলিতে পারি না। সাধন চাঞ্চল্যের দোষ বলিয়া আপনি যে সকল দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, এই শ্রেণীর লোক-দিগের মধ্যেই প্রায় তৎসমুদয় দেখা গিয়া থাকে।

লক্ষ্যের অভাবে, সাধনের অভাবে ব্রাহ্মদিগের বাস্তব উন্নতি সুদূর পরাহত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলেই সাধন বন্ধ হয়; পূর্ণাহুতি না দিতে দিতেই ব্রাহ্মদিগের যজ্ঞ নষ্ট হইয়া পড়ে। আপনি লিখিয়াছেন "আমরা পরব্রহ্মের উপাসক, ধর্ম্ম পথের যাত্রী"—ভাল; আমরা তবে ধর্ম্মপথের পথিক। "আমাদের সম্মুখে যোগের এক পথ, বৈরাগ্যের এক পথ"—এরূপ বলিলে ঈশ্বর লাভের এই সকল বিভিন্ন পন্থা বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ উপমা করিলে কি ভাল হয় না? যে এক ধর্ম্ম পথেই যোগ, ভক্তি, বিনয়, বৈরাগ্য প্রভৃতি কুসুমতরু কুসুম লাবণ্য বিস্তার করিয়া পথের শোভা সাধন করিতেছে; সাধককে ~~এই সকল তরু হইতে~~ পুষ্প চয়ন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। সমস্ত সদ্বৃত্তির পূর্ণ-বিকাশ হইতে না থাকিলে ব্রাহ্মের উপাসনা সার্থক হয় না। (১)

পরিষ্কার লক্ষ্য না থাকিলে সাধনচ্যুতি ঘটে সত্য; কিন্তু আপনি যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা আমার বড় মনে লাগিল না। বলুন দেখি, যখন ব্রাহ্মগণ প্রথমে কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও অনুষ্ঠানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, যখন অনুষ্ঠান-ক্রিয়া ও ব্রহ্মবিদ্যালয়াদির আন্দোলন করিয়াছিলেন, যখন প্রার্থনাকে সম্বল করিয়া সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহারা শূন্যহস্তে, শূন্যহৃদয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন? তাঁহারা কি সাধনের ফল লাভ না করিয়াই বিভিন্ন বিষয়ের সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন? তাহাত কখন স্বীকার করা যায় না। ব্রাহ্মগণ অবশেষে যখন ভক্তিসাধনের দিকে অগ্রসর হন, নাম সংকীর্ত্তনে রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা ত প্রার্থনাদিও পরিত্যাগ করেন নাই। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, যখন যে বিষয়ের সাধন প্রথম আরম্ভ করা যায় তখন সে বিষয়ের প্রতি একটু অধিক অভি-নিবেশ প্রদান করিতে হয়। ব্রাহ্মগণ তাহাই করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের দোষ কি হইয়াছিল? ব্রাহ্মসমাজের ইতি-হাসের কয়েক বৎসরের সাধকদিগের উপরে আপনি যে চাঞ্চল্য দোষারোপ করিয়াছেন, আমার ত তাহা সঙ্গত মনে হয় না। (২)

অবশেষে আমি আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। ঈশ্বর কি আমাদের "আনন্দময়ী মা" নহেন? ভক্তির উচ্ছ্বাসে যখন হৃদয় ঈশ্বরের কোলে গিয়া পড়ে, তখন কি সে তাঁহাকে "আনন্দময়ী মা" বলিতে চায় না? "ক্রমে ঈশ্বর কখনও "আনন্দময়ী মা" হইতেছেন,—বলিয়া আপনি তবে ভক্তিসাধকদিগকে একটু বিদ্রূপ করিয়াছেন কেন? (৩)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখন যে সাধন প্রথম আরম্ভ করা যায়, তখন তাহাকে অধিকতর যত্ন প্রয়োগ করিতে হয়। সাধনে কেন? সকল বিষয়েরই এই নিয়ম। সকল

---

(১) এ দেশে এরূপ দেখা যায়, এক একটী সম্প্রদায় এক একটী ভাবকে বিশেষরূপে ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠভাবে সাধন করিয়াছেন, এবং সেই পরিমাণে অপর ভাব গুলির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীগণ ভক্তির বিরোধী, বৈষ্ণবগণ জ্ঞানের বিরোধী। যে ভাবটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল রূপে সাধন করিবার জন্য একটী প্রণালী অবলম্বিত হয়, সে প্রণালীকে সেই ভাবের পথ বলা অসঙ্গত নয়। ব্রাহ্ম যে ভাবটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপে সাধন করিবেন সেইটী তাঁহার পথ অপর সমুদায় ভাব তাহার সহায় হইবে। অপর সম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্মের এই প্রভেদ তাঁহার কোন পথের প্রতি বিদ্বেষ নাই। তিনি সকলের উৎকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করিবেন।

(২) সময়ে সময়ে যে সকল সাধনপন্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাঁহার যে কোনফল ফলে নাই তাহা নহে, কিন্তু এই সকল বিভিন্ন সাধন পন্থার স্থায়ী উদ্দেশ্য কি তাহা যে স্থির ছিল এরূপ বোধহয় না। যখন যেটী চিত্তকে হরণ করিয়াছে তখনই সেটীকে স্থায়ী ভাব রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে।

(৩) ঈশ্বরকে আনন্দময়ী মা বলাতে আপত্তি করা হয় নাই, কিন্তু দুই দিন আনন্দময়ী মা, তিন দিন "প্রাণ বধুঁয়া", এক দিন বাল গোপাল, চারিদিন খ্রীষ্টের সহবাস, দুই দিন শাক্য মুনির সংসর্গ ইত্যাদি প্রকার সাধন চঞ্চলতার প্রতি আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে।

প্রকার সাধন সময়েই "জনসমাজ ও প্রতিদিনের কর্ত্তব্য সকল," আপনি সমান রাখিতে বলিয়াছেন ; কিন্তু তাহা কি সম্ভব ? সাধনসিদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মনে করুন, আমি প্রথম যোগময় অভ্যাস করিব। এ সময় আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক নির্জ্জনতার আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক ; যে সকল কার্য্য মনের ব্যস্ততা বৃদ্ধি করে, তৎসমুদয় হইতে বিরতি প্রয়োজন। সুতরাং সাধন বিশেষে দৈনিক কার্য্যের যে প্রকার ও পরিমাণ ভেদ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। (১)

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।
বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজ।

(১) বিশেষ বিশেষ সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় যাপন করা যুক্তিযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সময়ে সাধনের স্থায়ী ভাবটী বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। আমি যে কিছু উপায় অবলম্বন করিব সেই স্থায়ীভাবের পোষকতার জন্য এই মাত্র প্রভেদ।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি দং আগষ্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ দত্ত, বরাহনগর	১০
„ জানকীনাথ দত্ত, কুরীগ্রাম	২৲
পচম্বাসমাজ	৩৲
„ দুর্গাপ্রসন্ন, রাণীবাজার	২॥০
„ গোপালচন্দ্র রায়, সুড়ী	৩৲
„ কৈলাসচন্দ্র সেন, সৈয়দপুর	৩৲
„ উপেন্দ্রনাথ রায়, কাইতা	১॥০
„ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, দারজিলিং	১॥০
শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী, ভাগলপুর	৩৲
„ কালীপ্রসন্ন ঘোষ,	৬৲
„ বিহারীলাল রায়, বরিশাল	৬৲
শ্রীমতী স্বর্ণময়ী, ময়মনসিং	৬৲
„ শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	৩৲
„ কেদারনাথ রায়, কলিকাতা	১৶০
„ অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়,	৩৲
„ মহিমচন্দ্র দে, দেবীগঞ্জ	৩।৶০
„ বসন্তকুমার বসু, ফরিদপুর	৩৲
„ ভুবনমোহন বসু, কলিকাতা	১৲
মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজ,	১॥০
„ গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	১০
সম্পাদক, দারজিলিং সমাজ	৩৲
„ অধরলাল মিত্র, এলাহাবাদ	৩৲
„ হরিনাথ নিয়োগী, পিগ্না	৩৲
„ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, হাজারিবাগ	৩৲
„ শারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, হাজারা	৬।০
„ যদুনাথ রায়, রামপুরহাট	৩৲
শ্রীমতী কালীসুন্দরী দেবী, শ্রীহট্ট	৩৲
শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ শাহা, কুমারখালী	২।৶০
„ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা	॥০
„ শরচ্চন্দ্র রায়, ময়মনসিং	৬৲
„ জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিং	৩৲
„ প্যারীমোহন ঠাকুরতা ঐ,	৩৲
„ শ্রীনাথ গুহ, ফরিদপুর	৩৲
„ অম্বিকাচরণ সরকার, বর্দ্ধমান	৩৲
„ গুরুপ্রসাদ সেন, বাঁকিপুর	৫।০
„ রাজেশ্বর গুপ্ত, চট্টগ্রাম	৬৲
„ অনাথবন্ধু গুহ, ময়মনসিং	৩৲
শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবী, পাবনা	৩

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, September, 1880

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | ১৬ই আশ্বিন শুক্রবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০ মফস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

আরাধনা বা প্রার্থনার সময় আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি, যাহার গুরুত্ব আমরা তখন অনুভব করি না। অভ্যাস বশতঃ ঐ সকল শব্দ আমাদের মুখ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে কি সেই সকল আরাধনা ও প্রার্থনা করার পরও আমাদের জীবনে এত দুর্ব্বলতা থাকে। আমি "পাতকী তুমি পরিত্রাতা," "আমি আমার তোমার কাছেই যাব," আমি তোমার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিলাম," আমি তোমাকে এই পাপজীবন উৎসর্গ করিলাম" এসকল শব্দের গুরুত্ব ও মূল্য কত তাহা কি আমরা সব সময়ে অনুভব করি। এই সকল শব্দে হৃদয় মনের যে অবস্থা প্রকাশ করে সে অবস্থাতে যিনি উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি যে প্রকৃত সাধু। কিন্তু এরূপ প্রকৃত সাধু কয়জন আছেন, অথচ এরূপ ভাষা অনেকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। শব্দ গুলি বলিতে বলিতে এরূপ অভ্যাস হইয়া যায় যে অবশেষে আর তদনুরূপ ভাবের উদয় হয় না। ভাবহীন হইয়া পরমেশ্বরের নাম লইলে নামাপরাধ হয়। অতএব প্রত্যেক উপাসকেরই এদিকে দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। আরাধনা বা প্রার্থনার সময় শব্দগুলি যাহাতে প্রাণের ভিতর হইতে উদিত হয় সেজন্য সতর্ক থাকা উচিত।

দলাদলিতে মানব হৃদয়ের অনেক অপকৃষ্ট ভাবকে প্রবল করিয়া তুলে; এবং এই সকল ভাবের উত্তেজনা যদি অধিক কাল হৃদয়ে থাকে তাহা হইলে হৃদয় মনের বিশেষ অধোগতি হয়। সে হৃদয়ে আর ঈশ্বর প্রীতি বা ধর্ম্মভাব শীঘ্র বর্দ্ধিত হইতে পারে না। দলাদলিতে যে সকল অপকার করে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। (১ম) জিগীষা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া সত্য ও ন্যায়ের প্রতি দৃষ্টির হ্রাস করে, মনুষ্য লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়া অন্যায় মনে করে না। (২য়) ঘৃণা বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। (৩য়) আপনার দলের গৌরব বৃদ্ধির জন্য অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে, এবং একগুণ কার্য্যকে দশগুণ করিয়া বলিতে সংকোচ হয় না। (৪র্থ) বিপক্ষ দলের কুৎসাকে পরম উপাদেয় বস্তু বলিয়া মনে হয়; তাহা প্রচার করিতে মহা উৎসাহ ও আনন্দ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম প্রচারে তত আনন্দ দৃষ্ট হয় না। (৫ম) যে ক্রোধ বা ঈর্ষা অন্যত্র প্রকাশ করিলে ধর্ম্মভীরু লোক মাত্রেই অনুতাপিত ও লজ্জিত হইয়া থাকেন, সে ক্রোধ ও ঈর্ষা প্রকাশ করিয়া লোকে কর্ত্তব্য কার্য্য করিলাম বলিয়া আত্ম-প্রতারিত হয়। এই দলাদলি ধর্ম্ম সমাজের পক্ষে বিষস্বরূপ। এবিষ অন্তরে প্রবিষ্ট হইলে আর রক্ষা নাই। যাঁহারা একান্ত প্রার্থনা পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা আত্মানুসন্ধান না করেন; তাঁহারা একবার এই দলাদলির চক্রে পড়িলে যে কোথায় গিয়া উপস্থিত হন তাহার স্থিরতা নাই। হে ব্রাহ্ম বন্ধু, ক্রমাগত ঈশ্বরের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা কর, আপনার অন্তরকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর, তুমি যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের নাম দিয়া অপরের দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছ, সে কর্ত্তব্য জ্ঞানের মূলে জিগীষা প্রতিহিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভাব আছে কি না?

সিয়ার আলি যখন লর্ড মেয়কে হত্যা করে, সেই হত্যার সংবাদ ইংলণ্ডে তারযোগে প্রেরিত হইলে, লর্ড মেয়র সন্তানগণের নিকট হইতে তারযোগে এই উত্তর আসিল "Shere Ali may God forgive you" "সিয়ার আলি ঈশ্বর তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" সেইরূপ কেহ কোন পরুষ কথা বলিলে বা কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করিলে আমরা যেন বলিতে পারি "জগদীশ্বর তুমি ইহাদিগকে সুমতি বিধান কর,। উন্নত ধর্ম্মভাব থাকিলে এরূপ ভাব সহজে হৃদয়ে উদিত হয়" আমাদের সে প্রকার ধর্ম্মভাব নাই বলিয়াই আমাদের এত দুরবস্থা; আমরা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অনিষ্টকারীর অনিষ্ট সাধনে অগ্রসর হই।

জগতে যত প্রকার বিড়ম্বনা আছে তাহার মধ্যে একটী প্রধান বিড়ম্বনা এই, অনেকে মনে করে, যে নিজে কোন সত্যে হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস না করিয়াও মুখের কথায় অপরের বিশ্বাস উৎপাদন করা যায়। একজন নিজে কার্য্যের সময় নীতির অধিকাংশ নিয়ম লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হন না, তিনি জনজনের নিকট মুখে নীতির শ্রেষ্ঠতা ও আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া আসিতেছেন; একজন নিজে ঈশ্বরের আরাধনা বা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন না, তিনি অপরের

নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত; একজনের বিশ্বাসের অবস্থা নিতান্ত দুর্ব্বল তিনি বিশ্বাস সম্বন্ধে অতি উচ্চ কথা বলিয়া আসিতেছেন; মনে ভাবিতেছেন তদ্দ্বারা জগতের উপকার হইবে। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত সংস্কার আর কি হইতে পারে? সভ্য সমাজের ইহা একটী রোগের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্বদর্শী লোক ইহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। আমরা ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য এত চেষ্টা করিতেছি অথচ সে পরিমাণে প্রচার হইতেছে না, ইহার প্রধান কারণ এই যাহারা ধর্ম্ম প্রচারে রত আছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-পরায়ণ লোকের সংখ্যা অল্প। হে বন্ধু! যদি অপরকে ধর্ম্ম দিতে চাও, অগ্রে দেখ তোমার ধর্ম্ম আছে কি না? যদি অপরকে ধার্ম্মিক দেখিতে চাও, দেখ দেখি নিজে ধার্ম্মিক কি না? তোমার নিজের যাহা নাই শত চেষ্টাতেও তাহা অপরকে দিতে পারিবে না, সে চেষ্টাতে কেবল লোকের ঘৃণা ও উপহাসের আস্পদ হইবে। নিজে অবিশ্বাসী অভক্ত, থাকিব অথচ অপরকে ভক্তি শিক্ষা দিব, ইহা অব্রাহ্ম ইচ্ছা।

কর্ত্তব্য পরায়ণ হওয়া বড় সহজ কথা নয়। বিশেষ বিশ্বাসের কর্ম্ম। একদিকে একটী পথকে কর্ত্তব্য পথ বলিয়া মনে করিয়াছি অপর দিকে হয়ত ধনের ক্ষতি, বন্ধুত্বের ক্ষতি, সামাজিক সুখ ও সুবিধার ক্ষতি। এই সমুদায় চক্ষের উপর দেখিব অথচ অম্লানবদনে উপেক্ষা করিব। সেই সত্য পথের প্রতি কতদূর আন্তরিক বিশ্বাস থাকিলে তবে এরূপ ব্যবহার সম্ভব হয়? এবং ধর্ম্মের প্রতি সেরূপ বিশ্বাস না থাকাতেই লোকে কর্ত্তব্যের পথে স্থির থাকিতে পারে না। আমাদের দৃঢ় সংস্কার পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত না হইলে চরিত্রে কখনই এই কর্ত্তব্য পরায়ণতা বিকশিত হইতে পারে না। জগতের ভাষায় যাহাকে কর্ত্তব্য বলা যায়, বিশ্বাসী ও প্রেমিক লোকে তাহাকে পরমেশ্বরের ইচ্ছারূপে অনুভব করেন। সুতরাং সে ইচ্ছা পালনে তাঁহার দৃঢ় আসক্তি উপস্থিত হয় এবং সেজন্য কোন ক্লেশকে তাঁহারা ক্লেশ বলিয়া বিবেচনা করেন না। ভারতবর্ষের লোক যতদিন জীবন্ত ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া প্রতীতি না করিতেছে ততদিন তাহাদের চরিত্রে কর্ত্তব্য পরায়ণতা জন্মিতেছে না।

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য আমরা যখন আত্মোৎসর্গ করিতে আরম্ভ করি, তখন হইতে আত্মার মধ্যে এক নূতন জীবনের আরম্ভ দেখিতে পাই। বাস্তবিক মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করার ন্যায় সুখ আর নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত হইয়া একটী সামান্য কার্য্যও করিলে প্রভূত আধ্যাত্মিক উন্নতি সংসাধিত হয়। এই ভাবে যিনি আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন তাঁহারই হৃদয়ে ঈশ্বরের শক্তি ও পবিত্রতা বিশেষভাবে কার্য্য করিবার অবসর পায়। আমরা স্বার্থপর হইয়া ঈশ্বরের শক্তি ও পবিত্রতার পথে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছি। ব্রহ্মের জন্য যে আপনার স্বার্থপরতাকে চূর্ণ করিতে প্রস্তুত নয়, ঈশ্বর তাহার হৃদয়কে অধিকার করেন না। সে আপনার অন্ধকারেই আপনি বাস করে। ঈশ্বরের জন্য স্বার্থপরতাকে বলি স্বরূপ যে অর্পণ করিয়াছে সেই ঈশ্বরের পবিত্রতার শক্তি কত তাহা জানিয়াছে এবং ধর্ম্মজীবন লাভ করার সুখ কত তাহাও অনুভব করিয়াছে।

যে ব্যক্তির মুখে ভক্তির ভাষার আড়ম্বরযুক্ত ডাক নাই, কিন্তু প্রাণের মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা জীবন্ত ঈশ্বরের সংস্পর্শে পবিত্রতার শক্তি যাঁহার চরিত্রের মূলদেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে; অপবিত্রতার প্রতি যাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা; অন্যায়ের প্রতি যাঁহার আন্তরিক বিরক্তি; সাধুতার প্রতি অকৃত্রিম আস্থা; এরূপ ব্যক্তি যেখানে বাস করেন সেখানে অজ্ঞাতসারে যেন এক প্রকার বিশুদ্ধ বাতাস প্রস্তুত হয়। সে বাতাসে যে থাকে তাহারই চরিত্র উন্নত হয়। এরূপ ব্যক্তির গৃহের পরিজনগণ চরিত্রের নীরব শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। হয়ত সেই সাধু মুখে উপদেশ দেন না, কাহাকেও ডাকিয়া নীতি মার্গ প্রদর্শনের চেষ্টা করেন না, কিন্তু তাঁহার চরিত্র নিস্তব্ধভাবে সকলের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। তিনি উগ্র নন, তথাপি তাঁহার ভয়ে লোকের পাপ প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইতে পারে না; তিনি কঠোর নন, তথাপি অন্যায়কারী, তাঁহাকে দেখিয়া ম্লান হইয়া যায়; তিনি দূরে থাকেন তথাপি তাঁহার জীবন্ত চরিত্র নির্জ্জনে অন্ধকারে পরিবারের প্রত্যেকের প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। তাঁহার গৃহে সন্তানগণকে অথবা পরিবার পরিজনকে ইচ্ছানুগত করিবার জন্য ক্লেশ পাইতে হয় না। তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের প্রভা সেই ইচ্ছার উপর পড়াতে সকলেই সেই ইচ্ছার সহিত যোগ দিতে ভাল বাসে, তিনি কাহাকেও শাসন করিবার সংকল্প করেন না; শাসিত হইতেছে কি না হয়ত অনেক সময় তাহাও দেখেন না, অথচ তাঁহার ধর্ম্ম জীবন নিঃশব্দে সকলকে শাসনাধীন করিয়া আনে। প্রকৃত চরিত্রবান লোকের এত তেজ, প্রকৃত ধর্ম্ম জীবনের এত শক্তি। এই জন্যই আমরা বলি, ধর্ম্ম জীবনই ধর্ম্ম প্রচারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ব্রাহ্ম বাহিরের দশ জনকে আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যস্ত কিন্তু গৃহের পরিজন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয় না। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের সেরূপ তেজ নাই, যাহা পরিবার পরিজনকে শাসন ও শিক্ষা বিধান করে। সন্তানগণের শিক্ষার জন্য যে পিতা মাতা চিন্তিত তাঁহারা যেন এই কথা গুলি সর্ব্বদা মনে রাখেন যে নিজ চরিত্রের দ্বারা যে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

সাধন শৈথিল্য।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মকে প্রার্থনীয় বস্তু মনে করেন কিন্তু ধর্ম্ম যে সাধনের দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হইবে তাহা বিস্মৃত হন। প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা করেন এরূপ লোকের সংখ্যাই বড় অধিক নয়। আবার যাঁহারা প্রত্যহ

ব্রহ্ম পূজা করিয়া থাকেন তাঁহাদেরও ইহার অতিরিক্ত কোন প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা দেখা যায় না। দিনের মধ্যে একবার বা দুই বার উপাসনা করিবার নিয়ম আছে, সেইরূপ উপাসনা দ্বারা কোন প্রকার আধ্যাত্মিক উপকার হউক না হউক নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন। একবার বসিতে হয় বলিয়া উপাসনার্থ বসিয়া থাকেন। সেই উপাসনার সঙ্গে যে আত্মার জীবন মৃত্যুর সম্বন্ধ তাহা অতি অল্প লোকেই অনুভব করিয়া থাকেন। অনেকের পক্ষে সপ্তাহান্তে একবার উপাসনা স্থানে গমন করাই একমাত্র সাধন।

এরূপ সাধন-শিথিলতা নিবন্ধন বিশ্বাস ও প্রীতির যদি অবনতি হয় তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। পরমেশ্বরের নামের শব্দে এমন কিছু গুণ নাই যে তাহা সপ্তাহের মধ্যে একবার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই তদ্দ্বারা মানবের পরিত্রাণের সাহায্য করিবে। হৃদয়ে অনুরাগ বা তৃষ্ণা না থাকিলে সে নাম অর্থ বিহীন শব্দ মাত্র। কিন্তু হৃদয়ের এই তৃষ্ণাকে উদ্দীপ্ত করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। সে উপায় কি প্রকার? আমাদের দেশে অনেক প্রকার সাধন প্রণালী প্রচলিত আছে? সপাক আহার, নিরামিষ ভোজন, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান, প্রতিনিয়ত স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি অনেক কার্য্য সাধন নামে উক্ত হইয়াছে। বিশেষ রূপ চিন্তাশীল না হইলে আমাদিগেরও এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। একথা যেন কেহ বিস্মৃত না হন, যে এই কার্য্য গুলি করিলেই ধর্ম্ম সাধন হয় না। যদি এ গুলি দ্বারা অন্তরের বিশ্বাস ভক্তি ও ঈশ্বর প্রীতিকে দৃঢ় করে তাহা হইলেই এ সকল উপায় অবলম্বন করা সার্থক। কিন্তু তাহা সকল সময়ে হয় না; বরং অনেক সময় লোকে এইরূপ কতকগুলি বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়া আত্ম প্রতারিত হয়, বাহ্য কার্য্য গুলির অনুষ্ঠান করিয়া মনে করে যে অনেক ধর্ম্ম সঞ্চয় করিলাম, প্রকৃত ধার্ম্মিক নামের উপযুক্ত হইলাম।

আমরা যে উপায় অবলম্বন করিব তাহাতে বাহির অপেক্ষা অন্তরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যাহাতে ধর্ম্ম তৃষ্ণা প্রবল হয়, বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়, নিজের দীনতা অনুভূত হয়, প্রতিজ্ঞার বল দৃঢ় হয় এবং প্রার্থনা সরল হয় এরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার ত্রিবিধ উপায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিত্য ব্রহ্মপূজা ও পরমেশ্বরে চিত্তসমাধান করিবার অভ্যাস করা সর্ব্বপ্রধান উপায়; কিন্তু চিত্তকে সেই দুষ্কর কার্য্যে সমর্থ করিবার জন্য অপর দুইটী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রথমতঃ প্রতিদিন অথবা অন্ততঃ সপ্তাহের মধ্যে কয়েক দিন নিয়মপূর্ব্বক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য। এই উপায়ে ধর্ম্মভাবকে যে কত সজাগ রাখে, বিশ্বাসের চক্ষু যে কত উজ্জ্বল করিয়া দেয় এবং নিষ্ঠা প্রভৃতিকে কত দৃঢ় করে তাহা অনেকে জানেন না। ধর্ম্মভাব পূর্ণ গ্রন্থ সকল যখন আমরা পাঠ করি, তখন তাঁহাদের বিশ্বাস, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতি অজ্ঞাতসারে আমাদের অন্তরে সংক্রান্ত হয়। আমরা ভক্ত লোকের সহিত বাস করিতে করিতে ভক্তির ভাব উপার্জ্জন করি, বিশ্বাসী লোকের সহবাসে বিশ্বাসের অগ্নি লাভ করি, এবং ধর্ম্মতৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির ভাব দেখিয়া ধর্ম্মতৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া উঠি। ইহা হয়ত অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে প্রাচীন হিন্দুসমাজের মধ্যে যাঁহারা নিয়ত পুরাণ, তন্ত্র, শাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিয়া বা শুনিয়া থাকেন তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠাবান্; এইরূপ খ্রীষ্টীয়-দিগের মধ্যেও যাহাঁরা প্রত্যহ তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারাই ভক্ত খ্রীষ্টান; বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি পাঠ করা যাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম তাঁহারাই প্রকৃত ভক্তলোক? এই জন্যই ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠকে ভক্তি প্রভৃতির বৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ আমরা সমস্ত দিন যে প্রকার বিষয় চর্চ্চা করি, মন সমস্ত দিন স্বার্থ ও সুখের যে প্রকার অন্বেষণে ভ্রমণ করে, তদ্দ্বারা হৃদয়ের বিষয়াসক্তিই প্রবল হইবার কথা। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, এই আসক্তিকে হ্রাস করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়।

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের ন্যায় ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যের অনুষ্ঠান ও একটী প্রধান সাধন। পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যখন কোন প্রকার সদনুষ্ঠানে রত হওয়া যায়, ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা জানিয়া তাঁহাকে বলবুদ্ধির নিয়োগ করা যায়, তখন সেই কার্য্য দ্বার স্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের পবিত্রতাকে আত্মার মধ্যে আনয়ন করে। হৃদয় উন্নত ও পবিত্র হয়, ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা দৃঢ় হয়। প্রার্থনাশীলতা আপনা আপনি প্রকাশ পায়।

সাধনের সর্ব্বপ্রধান উপায় ব্রহ্মের আরাধনা, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আরও কিছু বক্তব্য আছে। আরাধনা যেন কি শব্দ মাত্র নহে, একটী আধ্যাত্মিক অবস্থা, সেই অবস্থার মধ্যে ত্রিবিধভাবের সন্নিবেশ থাকা উচিত। (১ম) জ্ঞান, (২য়) প্রীতি, (৩য়) প্রার্থনা। অর্থাৎ আমরা প্রতি দিনের সাধনের জন্য যে প্রণালী অবলম্বন করিব তন্মধ্যে এই ত্রিবিধভাবের বিকাশের উপায় করিব। সংসারের বাস্ততা ও কার্য্যের আড়ম্বরের মধ্যে সর্ব্বদা বাস করাতে, অপরাপর অপকারের মধ্যে একটী প্রধান অপকার এই হইবার সম্ভাবনা, যে আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির গভীরতা নষ্ট হয়: যে চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হয় না সেই একাগ্রতা লাভ করাই দুষ্কর হইয়া উঠে: চিত্ত সর্ব্বদা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত হওয়াতে, তাহাতে কোন প্রকার গভীরভাব জন্মিতে পারে না; এবং ঈশ্বরের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইবার পক্ষে সুমহৎ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। এই বিঘ্ন পরিহার করিবার জন্য, আমাদের সাধন-প্রণালীর মধ্যে ধ্যান বা যোগের জন্য সময় রাখা কর্ত্তব্য। প্রতি দিন কিয়ৎকাল নির্জ্জনে বাস করিবার রীতি অবলম্বন করা উচিত। সেই সময়ে বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া ব্রহ্মে অর্পণ করিতে হইবে; ঈশ্বরের সহিত জীবের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা উজ্জ্বলরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, প্রীতির সাধনের জন্য উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ যাহাতে হৃদয় প্রেমে বিগলিত হয়, হৃদয়ের অনুরাগ প্রবল হইয়া ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়, তাহার প্রতি

দৃষ্টি রাখিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বোপরি নির্ভর ও প্রার্থনার ভাবকে সাধন করিতে হইবে। ব্রহ্ম কৃপাকেই সার জানিয়া যাহাতে তদুপরি মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারা যায় সে জন্য আত্মাকে প্রস্তুত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই ত্রিবিধভাব যে সাধন দ্বারা বিকশিত হইবে, সেই সাধনপ্রণালী উৎকৃষ্ট প্রণালী।

দুঃখের বিষয় এই অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের সাধনের প্রতি যেমন প্রগাঢ় আস্থা দেখা যায়, আমাদের তাহার দশাংশের একাংশ নাই। এ বিষয়ে আমাদের অতিশয় আলস্য ও শৈথিল্য। এ শৈথিল্য না ঘুচিলে আমাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হইবে না।

জড় শক্তি ও চেতন শক্তি।

আমাদের দেশে এক শ্রেণির দর্শনকার আছেন যাঁহারা স্থাবর জঙ্গমময় এই প্রপঞ্চ বিশ্বকে দুই প্রকার শক্তির সংযোগে উৎপন্ন মনে করেন। জড়শক্তি এবং চেতন শক্তি। এই উভয় শক্তির অতিরিক্ত আর কোন প্রকার শক্তি তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে এই উভয় শক্তির মধ্যে যেন বিবাদ চলিতেছে। কোন স্থানে বা জড়শক্তি প্রবল হইয়া চেতন শক্তিকে পরাভূত করিয়াছে, কোন স্থানে চেতন শক্তি জয়লাভ করিয়া নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। যখন জড় শক্তি বিজয়ী হয় তখন যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাতে আমরা জড়ভাব দর্শন করি, যথা মৃৎ পাষাণ প্রভৃতি। এই সকল পদার্থে চৈতন্য শক্তি জড়শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া আছে। সেখানে যে চেতন শক্তি নাই তাহা নহে, কিন্তু সে শক্তি এত পরাভূত যে লক্ষ্য করা যায় না। মৃৎ পাষাণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যখন উদ্ভিদ জগতে প্রবেশ করা যায়, তখন চৈতন্য শক্তির কার্য্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। সেখানে অল্পে অল্পে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এ অবস্থাতেও চৈতন্য শক্তি বহুল পরিমাণে জড় শক্তি দ্বারা অভিভূত থাকে। উদ্ভিদ জগত হইতে প্রাণি জগতে প্রবিষ্ট হইলে আরও চৈতন্য শক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পশু পক্ষীদিগের মধ্যে জড় শক্তিকে অনেক পরিমাণে চৈতন্য শক্তি দ্বারা পরাজিত দৃষ্ট হয়। এইরূপে সর্ব্বত্রই যেন জড় ও চৈতন্যের সহিত বিবাদ চলিতেছে।

অবশেষে মানব জগতের প্রতি যখন দৃষ্টিপাত করি তখন চেতন শক্তির আশ্চর্য্য বিকাশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। সেখানে দেখি চেতন শক্তি যে কেবল মানব শরীরের মধ্যেই নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে তাহা নহে, কিন্তু সেই শক্তি মানব হৃদয় হইতে বহির্গত হইয়া জগতে অন্যান্য জড় পদার্থের উপর কর্তৃত্ব লাভের প্রয়াস পাইতেছে। চেতন শক্তির এই বিচিত্র কার্য্যের জন্যই মনুষ্য সৃষ্টির ভূষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মানবের আত্মাকে যদি শরীর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া বিচার করা যায় তাহা হইলেও তাহার মধ্যে যেন দুই শক্তির কার্য্য দেখিতে পাই। মানবের পশু প্রকৃতিকে জড়শক্তি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, এবং ঈশ্বর প্রণোদিত ভাব সকলকে চেতন শক্তি বলা যায়। এই উভয় শক্তির কার্য্যের প্রভেদ অনুসারে জগতে তিন শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ, আমরা এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই, যাহারা সম্পূর্ণরূপে পশু প্রকৃতি দ্বারা চালিত। বিবেক তাহাদের অন্তরে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করিবার অবসর না পাইয়া মৃতপ্রায়; তাহারা পশু প্রকৃতির অতিরিক্ত আর কিছুই জানে না, তদতিরিক্ত জীবনের অন্য কোন প্রকার উচ্চ লক্ষ্য নাই। ইহাদের প্রকৃতি তামসিক।

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের অবস্থা সংগ্রামের অবস্থা। ইহাঁদের আত্মার মধ্যে জড় শক্তি ও চেতন শক্তির বিরোধ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়, কখনও ইহাঁদের প্রকৃতি জড় শক্তি দ্বারা অভিভূত হয় তখন ইহাঁরা পশু প্রবৃত্তির অধীন হইয়া তামসিক কার্য্যের অনুষ্ঠানে রত হন; কখনও বা ঈশ্বরের শক্তি প্রবল হইয়া ইহাঁদিগকে ধর্ম্মের দিকে আকর্ষণ করে, তখন বিবেকের উজ্জ্বলতা ও অনুতাপের তীব্রতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের জীবনে একবার ঘোরান্ধকার আবার বিবেকের আলোক, একবার ধর্ম্মজীবনের স্ফূর্ত্তি আবার পাপের মুমূর্ষ ভাব; একবার আনন্দের উচ্ছ্বাস আবার শোক ও অনুতাপের হাহাকার।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক তাঁহারা, যাঁহাদের অন্তরে চেতন শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তি বিজয় স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে। অর্থাৎ যেখানে প্রীতি পবিত্রতা প্রভৃতির কার্য্য স্বাভাবিক ও অব্যাহত ভাবে হইয়া থাকে। ঈশ্বর এই অবস্থা প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণ হইয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মে সঞ্জীবিত হইয়াছেন। ব্রহ্ম-সঞ্জীবিত শব্দটীর অর্থ অতি গুরুতর। ঈশ্বর তাঁহাদের প্রাণ, ঈশ্বরের বিচ্ছেদে যাঁহার আত্মার বলবীর্য্য প্রভৃতি কিছুই থাকে না। ঈশ্বর যতক্ষণ প্রাণের প্রাণরূপে হৃদয় পূর্ণ করিয়া থাকেন ততক্ষণই তাঁহাদের আনন্দ, ততক্ষণই তাহাদের উৎসাহ, ততক্ষণই তাহাদের কার্য্য করিবার শক্তি। ঈশ্বরের অভাবে হৃদয়গৃহ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন তাঁহারা মস্তকের কেশজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রোদন করিতে থাকেন। কে যেন তাঁহাদের উৎসাহ, উদ্যম, আনন্দ প্রভৃতি অপহরণ করিয়া লয়। সেই দণ্ডেই এই সুন্দর জগত তাঁহাদের চক্ষে সৌন্দর্য্য বিহীন হইয়া যায়। তাঁহারা অন্তরে শূন্যতা এবং বাহিরে শূন্যতা দেখিয়া শোকে তাপে মুহ্যমান হন। ঈশ্বর বিরহে যাঁহাদের এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়; তাঁহাদিগকেই ঈশ্বরগত-প্রাণ বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহাদের প্রাণে বাসা পাইয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ হইয়াছেন।

এই ভাবে পরমেশ্বর যখন প্রাণের প্রাণ হন তখন প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হয়। এই ধর্ম্ম জীবনের আস্বাদ যাঁহারা না পাইয়াছেন, তাঁহারা বহুকাল ধর্ম্ম জগতে সুস্থির থাকিতে পারিবেন না। এভাবে ঈশ্বরের সহবাস যিনি লাভ না করেন, তিনি ঈশ্বরের আরাধনা বহুকাল করিতে পারিবেন না।

ইহা ত অতি সত্য কথা, যিনি বলেন ঈশ্বর ভিন্ন আমার চলে না, ঈশ্বরের আরাধনা তাঁহারই নিকট প্রিয় বস্তু, কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন আমার চলে না একথা কি লোকে সহজে বলিতে পারে। একথাটী প্রাণের ভিতর হইতে উঠিবার পূর্ব্বে প্রীতির কতদূর গভীরতার প্রয়োজন তাহা সকলে একবার চিন্তা করুন; পরমেশ্বরকে প্রাণের প্রাণরূপে কতদূর অনুভব করা আবশ্যক তাহা একবার চিন্তা করুন। জীবন্ত ঈশ্বর যতদিন আমাদের জীবনের জীবন না হইতেছেন ততদিন তাঁহার উপাসনা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে না।

ধর্ম্মভাব চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইবার উপায় কি ?

ধর্ম্মসমাজ মধ্যে আমরা অনেকে আছি। ধর্ম্মচর্চ্চা এক প্রকার চলিতেছে, কেহ কেহ ধর্ম্মের আলোচনা লইয়া অনেক সময় যাপন করেন, কিন্তু ধর্ম্মভাব চরিত্রের মূল দেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়াছে, এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প। এক জন হয়ত প্রত্যহ ৫ ঘণ্টা উপাসনা করেন, অথচ প্রয়োজন মত সত্যের অপলাপ করিতে বাঁধে না, বিপক্ষদিগের প্রতি অভদ্রোচিত কটূক্তি করিতে সংকুচিত হন না; আপনাকে ভক্ত বলিয়া বিলক্ষণ অভিমান আছে, এবং বিপক্ষদিগের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি এই সকল দেখা গেল, তবে তাঁহার ৫ ঘণ্টা উপাসনায় কি ফল ফলিল? যে বিশ্বাস ও যে প্রার্থনা চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয় না, যাহাতে মানবপ্রকৃতিকে বাস্তবিক উন্নত করে না; অসাধুভাবকে লজ্জা দিয়া হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেয় না; সে বিশ্বাস ও প্রার্থনার কোন মূল্য যদি কেহ দিতে চান দিন আমরা তাহাতে তিন কড়ার মূল্য দিই না। এরূপ ব্যক্তি মুখে যাহাই বলুন, তিনি জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না; বলিতে কি তিনি ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া সেই বিশ্বাস দ্বারা হৃদয়ের যদি সংশোধন না হয় তবে সে বিশ্বাসের ফল কি? আমরা গ্রন্থিচ্ছেদক নই, জাল করি না, চুরি করি না, এই কি ধার্ম্মিকের সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ হইল? কিন্তু বিপক্ষ দলকে লোকচক্ষে হীন করিবার জন্য, অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচার করি, এক গুণ কার্য্যকে দশ গুণ করিয়া বলি, বিপক্ষদিগের প্রতি অতি অভদ্র ভাষা অনায়াসে প্রয়োগ করি; জলন্ত ক্রোধ ও বিদ্বেষ হৃদয়ে পোষণ করি, এ সকল কি ধর্ম্মের চক্ষে নিন্দনীয় নয়?

এখন প্রশ্ন এই, যাঁহারা আপনাদিগকে প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন। রীতিমত ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের চরিত্রে এ সকল অসাধুতা প্রকাশ হয় কেন? ইহার এক মাত্র উত্তর জীবন্ত ঈশ্বরে তাঁহাদের প্রকৃত বিশ্বাস নাই। ঈশ্বরে যখন লোকের প্রকৃত বিশ্বাস উপস্থিত হয়, তখন তিনি মনের প্রত্যেক চিন্তা ও হৃদয়ের প্রত্যেক ভাবকে ঈশ্বর সন্নিধানে আনিয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যক্তি সর্ব্বদাই প্রার্থনা সহকারে নিজ অন্তরকে বার বার পরীক্ষা করিয়া থাকেন। আমি যে এই কার্য্যটী করিতে যাইতেছি ইহার মধ্যে আমার কোন প্রকার দুরভিসন্ধি বা অসাধুভাব আছে কি না? এইরূপ চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা উদিত হয়। তিনি যে চিন্তাকে অসৎ বা যে ভাবকে অসাধু বলিয়া মনে করেন তৎক্ষণাৎ তাহার জন্য অনুতাপিত হন এবং ঈশ্বরের নিকট বল ও পবিত্রতা প্রার্থনা করেন। যখন লোকের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সত্য পথে স্থির থাকিবার জন্য বার বার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন, বিপক্ষদিগের সাধুতা যেন বিস্মৃত না হন এজন্য চিন্তিত হন, এবং অভিমান, বিরাগ প্রভৃতি পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া যাহাতে কর্ত্তব্য বুদ্ধির অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন, সেই জন্য প্রার্থনা পরায়ণ হন।

আমরা এক জন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকের কথা এক বার শুনিয়াছিলাম, তিনি এক বার নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের জন্য একটী অনাথ নিবাস নির্ম্মাণ করিবার সংকল্প করেন, এমন মহৎ কার্য্য, তথাপি তিনি দুই তিন দিন ধরিয়া প্রার্থনা ও আত্মানুসন্ধান করিতে লাগিলেন, হৃদয়ের মধ্যে যশের প্রত্যাশা পৌরুষের ইচ্ছা আছে কি না? এই ব্যক্তি প্রকৃত বিশ্বাসী ও ধর্ম্মভীরু লোক। আমাদের অতি সাধু সংকল্প সকলকেও পরীক্ষা করা প্রয়োজন এবং সে সম্বন্ধে পরস্পরের নিকট বল ও সাহায্য প্রার্থনা করা প্রয়োজন।

যে জীবনে এইরূপ আত্ম পরীক্ষা ও প্রার্থনা নাই, ঈশ্বরের পবিত্রতা সে জীবনের মূল দেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছি, আবার তাহার উল্লেখ করিতেছি। নদীর স্রোত বহিয়া বহিয়া অনেক সময় যেমন পুলিন নির্ম্মিত হয়, পুলিনের উপরে কেমন পরিষ্কার বালুকারাশি কিন্তু অর্দ্ধ হস্ত খনন না করিতে করিতে দগ্ধ দারু, গবাস্থি, ভগ্নঘট প্রভৃতি বাহির হইয়া পড়ে, সেইরূপ ধর্ম্মসমাজ মধ্যে অনেক লোক দৃষ্ট হয়, যাহাদের চরিত্রের উপরে এক প্রকার ভক্তির পলি পড়ে কিন্তু অর্দ্ধ হস্ত খনন করিলেই দগ্ধ দারু ও গবাস্থি প্রভৃতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। এরূপ ধর্ম্মসাধন অতি অসার ও মূল্য বিহীন; তাহা মানসিক ধর্ম্মভাবের উত্তেজনার ফল মাত্র। এরূপ ধর্ম্ম সাধনের জন্যই ভারতবর্ষের অনেক সম্প্রদায় জগতে ঘৃণিত হইয়াছে, ব্রাহ্মদিগের পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি আপনাকে ভক্ত ও প্রেমিক বলিয়া আপনার পরিচয় দিবে, অথচ নিজ হৃদয় মনকে শাসন করিবে না, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবিশ্বাসী ও অভক্ত বলিয়া গণ্য করিব।

(Continued from P. 91.)

গৃহধর্ম্ম।

(৩)

অতিথি অভ্যাগতের প্রতি কর্ত্তব্য।

গৃহস্থের গৃহে অল্পকাল যিনি থাকেন তিনিই অতিথি।

অতিথি সেবা গৃহস্থের একটী পরম ধর্ম্ম।

কিন্তু অতিথিকে সুখে রাখিবার সর্ব্বপ্রধান আয়োজন সহৃদয়তা। অনেকে অতিথির প্রতি অশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করেন, অন্ন পান শয়ন প্রভৃতির কোন ক্রটী হয় না, কিন্তু সে গৃহে হয়ত এক দিনের অধিক দুই দিন থাকিতে ইচ্ছা হয় না। অপর এক ব্যক্তির, লৌকিকতা বড় অল্প, অতিরিক্ত সৌজন্য বা আত্যন্তিক ব্যগ্রতা নাই; কিন্তু কি যে এক প্রকার আত্মীয় ভাব যে জন্য প্রাণ মুগ্ধ হয়।

পাছে অভ্যাগত ব্যক্তির কোন ক্লেশ বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কা যাঁহার মনে স্বাভাবিক; পাছে তাঁহাকে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয় এই ভাবিয়া সেই সঙ্কুচিত ভাব দূর করিবার জন্য যিনি ব্যস্ত; তিনিই প্রকৃত হৃদয়বান লোক। দেখাইবার ইচ্ছা সেখানে কিছুমাত্র নাই, যে কিছু সৌজন্য বাহিরে দেখা যায় তাহা আন্তরিক সদ্ভাবের প্রকাশ মাত্র।

নবাগত ব্যক্তিকে চিরপরিচিত মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা স্বাভাবিক নয়, কিন্তু যাঁহাকে গৃহে স্থান দেওয়া যায় তাঁহাকে নিতান্ত বাহিরে ও দূরে রাখা কর্ত্তব্য নয়। অর্থাৎ সন্তানটী তাঁহার কোলে দিব, গৃহের সুখের বিষয় যাহা কিছু তাঁহার অংশী করিব। আনন্দের সামগ্রী যাহা কিছু আছে দেখাইব।

মনু সস্ত্রীক হইয়া অতিথি সেবা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। অতিথি যিনি তাঁহারও ত মাতা ভগিনী প্রভৃতি আছেন, যখন গৃহস্থের পত্নী ও কন্যা প্রভৃতি তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন, তখন বোধ হয় যেন নিজ গৃহেই রহিয়াছেন। ইহাতে মনে এক প্রকার সাধু ভাবের উদয় হয়।

নিজেরা অতিথির সেবা করিয়া সন্তানদিগকে অতিথি সেবার শিক্ষা দিতে হয়।

গৃহস্থের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি করা যেমন অতিথির কর্ত্তব্য, অতিথির সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া চলাও গৃহস্থের উচিত। অতিথি অভুক্ত থাকিতে গৃহস্থের আহার করিবার প্রথা এদেশে নাই।

অতিথিকে তাঁহার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির অনুসারে থাকিতে দেওয়া উচিত। সকলের অভ্যাস সমান নয়। অতিথির জন্য নিজেদের অভ্যাসের যদি কিঞ্চিৎ ক্রটী হয় তাহাও আনন্দিত চিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

গৃহে অবস্থানকালে অতিথির কোন আচরণ যদি নিন্দনীয় বোধ হয়, তাহা হইলে তখন মৌনী থাকা কর্ত্তব্য; কিন্তু সে জন্য যত্নের ক্রটী হওয়া উচিত নয়। উক্ত পরিচয় যদি কখন আত্মীয়তাতে পরিণত হয় তাহা হইলে তখন ঐ দোষ সংশোধনের প্রয়াস পাওয়া কর্ত্তব্য।

গৃহের রমণীরা অতিথির সেবা করিবেন, অসংকোচে অন্ন পানাদি দিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন, কিন্তু বিশেষ পরিচয়ের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত চিরপরিচিত বন্ধুর ন্যায় মিশিবেন না।

আপনাদের যেরূপ অবস্থা তদতিরিক্ত অতিথিকে দেখাইবার চেষ্টা করা ভাল নয়। ইহাতে চিত্তের যে সংকোচ ও ব্যয় বাহুল্য উপস্থিত হয় তাহাতে অচিরাৎ অতিথির উপর বিরক্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

অতিথিকে গৃহে স্থান দিয়া অনেক সময় গৃহস্থের আত্মার অধোগতি হয়। অন্তর যখন বলিতেছে সে ব্যক্তি গৃহ হইতে গেলে বাঁচি, মুখে হয়ত সেই সময়ে তাহাকে রাখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করা হইতেছে। বাহির বাড়ীতে তাঁহার প্রতি যত্ন ও আদর দেখান হইতেছে, অন্তঃপুরে গৃহিণীর নিকট গিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা হইতেছে। কখন এরূপও হয়, অগ্রে দধি দুগ্ধ প্রভৃতি দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়া অবশেষে হয়ত সামান্য অন্ন জল দিতে হয়, অতিথি পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে ক্ষুণ্ণ হন। নিজেদের শক্তি সামর্থ্য না বুঝিয়া কার্য্য করিলে এই প্রকার হয়।

গৃহস্থের অবস্থা বুঝিয়া আতিথ্য স্বীকার করা অতিথির কর্ত্তব্য এবং নিজ অবস্থার পরিমাণাতিরিক্ত পরিচর্য্যা করাও গৃহস্থের উচিত নয়। হিন্দু গৃহস্থগণ অতিথি সেবার জন্য চির প্রসিদ্ধ, বাস্তবিক এই সদ্গুণটী না থাকিলে জনসমাজের আকর্ষণ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

প্রান্তরের মধ্যে প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত ও দগ্ধ প্রায় হইয়া যদি একটী ছায়াযুক্ত বৃক্ষ পাওয়া যায়, তাহাতে যেমন সুখ, একাকী বিদেশে বা অপরিচিত লোকদিগের মধ্যে পড়িয়া যদি এমন একটী পরিবার পাওয়া যায়, যেখানে গিয়া দুইটী ক্ষুধার অন্ন এবং একটী শ্রান্তি দূর করিবার শয্যা পাওয়া যায়, তাহা হইলে কত লাভ মনে হয়; ইহার উপরে যদি গৃহস্থের অকৃত্রিম সদ্ভাব, রমণীগণের স্নেহপূর্ণ পরিচর্য্যা, বালক বালিকাগণের সরল ও প্রসন্নতাপূর্ণ ক্রীড়া সম্ভোগ করা যায়, তাহা হইলে সুখের পরিসীমা থাকে না।

একজন নীচ জাতীয় চাষা লোক একবার একজন মধ্যান্ত ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হয়। দিবা দ্বি প্রহরে ঐ দরিদ্র ব্যক্তি যখন পরিশ্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইল তখন ঐ গৃহের কর্ত্রী ভোজনে বসিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি সমাগত দেখিবামাত্র তিনি বধূদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন অন্ন ব্যঞ্জন আছে কি না? তাঁহারা বলিলেন, না। তখন কর্ত্রী ঠাকুরাণী আহার শেষ করিয়া উঠিয়া স্বহস্তে সেই দরিদ্রের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিলেন, এবং কত মিষ্ট বচনে তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি আহারান্তে গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—"মা এমন বামনের মেয়ে আমি কখনও দেখি নাই।"

একবার আমাদের দেশের একজন সুবিখ্যাত লোকের পল্লীস্থ বাড়ীতে প্রায় দ্বি প্রহরের সময় অন্য গ্রামের কতকগুলি বরযাত্র লোক উপস্থিত হইল। তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী দয়াশীলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি তখন নিদ্রিতা ছিলেন। বরযাত্রগণ কর্ত্রীর নিদ্রা ভঙ্গের ভয়ে চুপে চুপে বাহির বাড়ীতে শয়নের বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন সময়ে মাতার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া গবাক্ষ দিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরা কে? পরিচয় লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহাদের আহার হইয়াছে কি না?" যখন শুনিলেন তাহা-

দের আহার হয় নাই, তখন সেই ষষ্টিপর বয়স্কা জননী নামিয়া আসিলেন; এবং নিজ জগদ্বিখ্যাত পুত্রকে সহায় করিয়া সেই রাত্রে ২০।৩০ জনের সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আহার করাইলেন।

একজন ইংরাজ পণ্ডিত আফ্রিকা দেশের অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে অনেক দিন ভ্রমণ করেন। একদা তিনি শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং পীড়িত হইয়া কোন অসভ্য গ্রামে আশ্রয় ভিক্ষা করেন, উক্ত গ্রামের অসভ্য ও বর্ব্বর পুরুষগণ তাঁহাকে কুক্কুর বলিয়া অপমান পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিল। তিনি গ্রামের বাহিরে আসিয়া একটী বৃক্ষের তলে মুমূর্ষুপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময় কতকগুলি স্ত্রীলোক সেখান দিয়া যায়। তাঁহারা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া আপনাদের গৃহে লইয়া গেল। পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার শ্রান্তি দূর করিল এবং তাঁহার জন্য একটী নূতন গান বাঁধিয়া গাইতে লাগিল সে গানটীর মর্ম্ম এই, এবিদেশে এই পথিকের মা নাই, ভগিনী নাই, আয় বোন্ আমরা ইহার মা ভগিনীর কাজ করি" এগল্পটী শুনিলেও হৃদয়ে সুখ হয়।

ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহের দ্বার যেন অতিথির অভ্যর্থনার নিমিত্ত সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকে।

প্রার্থনা।

লোক সমাজের সেতু স্বরূপ পরমেশ্বর! আমরা তোমারই ইচ্ছাক্রমে, তোমারই অব্যক্ত শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া সমাজবদ্ধ হইয়াছি। ইহার মধ্যে তোমার গূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে, আমাদিগকে যে কিছু সুখ বা ধন ধান্য দিয়াছ, তাহা কেবল স্বার্থপর হইয়া ভোগ করিবার জন্য নয়। তোমার আদেশ এই যে আমাদের পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের যত সাহায্য বা সুখ বৃদ্ধি হয় তাহা হইবে। জগদীশ্বর! এই কৃপা কর এগৃহে অতিথি অভ্যাগত যিনি আসিবেন তিনি যেন সদ্ভাব, শান্তি ও পবিত্রতা দেখিয়া আপ্যায়িত হন। আমাদের গৃহটী যেন তাঁহার পক্ষে শান্তি ও সুখের আলয় হয়। এখানে আসিয়া যেন তাঁহাদের পরভাব দূরে যায়। যেন তাঁহারা এখানে সকলকে ভাই ভগ্নীর মত দেখিতে পান। এ পরিবারে যিনি একবার প্রবেশ করিবেন তিনি যেন পবিত্রতার ছবি লইয়া যাইতে পারেন। আমাদিগের স্বার্থপরতা ও নীচতা দূর কর, হৃদয়কে উদার কর। আমরা অসংকোচে হৃদয়ের সদ্ভাব সকলকে দিব, স্নেহের দ্বারা সকলকে বশীভূত করিব, সরল ব্যবহারের দ্বারা নবাগত ব্যক্তিকে সুখী করিব। যেমন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে, তেমনি আমাদের পারিবারিক জীবনে তোমার পবিত্র নাম মহিমান্বিত হইবে তুমি এই বাসনা পূর্ণ কর।

প্রার্থনাস্তবক।

শুষ্কতার সময়ের প্রার্থনা।

ভক্ত বৎসল! আমার হৃদয় মনের অবস্থা এমন শোচনীয় হইল কেন? আমি কোন্ গূঢ় অপরাধে তোমার প্রসাদে বঞ্চিত হইলাম। কোথায় তোমার নাম করিলে ভক্তির উৎস উৎসারিত হইবে, কোথায় তোমার পবিত্র সহবাসে আসিবামাত্র পাষাণ হৃদয় আর্দ্র হইবে, কোথায় তোমার পবিত্র আরাধনাতে নিযুক্ত হইবামাত্র মন প্রাণ প্রীতি সলিলে সিক্ত হইবে, তাহা না হইয়া আমার হৃদয়ক্ষেত্র যেন মরুভূমির ন্যায় হইয়া আছে। তোমার নাম করি প্রাণ তাহাতে নিমগ্ন হয় না; তোমার কৃপার কথা স্মরণ করি পাষাণ প্রাণ তথাপি বিগলিত হয় না। আমি তোমারই কার্য্য করিতে যাই, অন্তরে তোমার কৃপা ও তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি অনুভব করি না। আমার পক্ষে এ অবস্থা যে সহস্র বিপদ অপেক্ষা শোচনীয়। তুমি যদি কখনও এই অধম সন্তানকে তোমার সহবাসের সুখ না দিতে, যদি কখনও ভক্তিজলে না ভাসাইতে তাহা হইলে বোধ হয় এ দুর্দ্দশা সহ্য করিতে পারিতাম; কিন্তু প্রভু তুমি যে স্বয়ং আমাকে স্বর্গের সুখের আস্বাদন দিয়া এক সময় সুখী করিয়াছ, এখন এ যাতনা যে আর সহ্য হয় না। তুমিত জান, আমি তোমাকে প্রাণের ভিতর লইয়া লোকের কাছে গিয়া কত সুখী হই। তুমি সুধাময় হইয়া যখন আমার প্রাণ পূর্ণ করিয়া থাক, তখন যে কোন ক্লেশে আমার ক্লেশ বোধ হয় না, যখন অবিশ্রান্ত তোমার কার্য্যে পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্তি হয় না; আমি তখন যে দিকে যাই, যাহা করি সমুদয় স্থানেই সুধা উৎপন্ন হয়। আজ আমি কি লইয়া যাইব; আমি এই ভক্তিবিহীন, নীরস ও শুষ্ক হৃদয় লইয়া কিরূপে থাকিব! এ হৃদয় লইয়া সুধার মধ্যেও যে আমি গরল উৎপন্ন করিব। হে অনাথের নাথ! হে অধম তারণ! কোন্ অপরাধে অধম সন্তানকে এই শাস্তি দিতেছ। আমি বুঝি অহঙ্কৃত হইয়া তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতে ভুলিয়াছি, আমি বুঝি অবিশ্বাসী হইয়া তোমার হস্ত বিস্মৃত হইয়াছি; আমি বুঝি অসাধুতাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া তোমার অপমান করিয়াছি; নতুবা আমার এমন দুর্গতি হইবে কেন? প্রভু দর্পহারি! অহঙ্কৃত এবং অবিশ্বাসী হৃদয়ের অহঙ্কার কতদিনে চূর্ণ হইবে। কবে আমি প্রকৃত বিশ্বাসীর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করিব। কবে আমি তোমার প্রেম সাগরে নিমগ্ন হইব, তোমার কৃপাতে অবগাহন করিব, তোমার পবিত্রতা লাভে পবিত্র হইব, তোমাকে প্রাণের প্রিয়তম বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিব এবং তোমাকে পাইয়া আপনাকে পরম ধনী করিব। আমার প্রাণের শুষ্কতা ঘুচিয়া যাইবে, আমি প্রীতি সলিলে অবগাহন করিয়া প্রাণ মন জুড়াইব।

এই উন্মত্ততা অস্থিরতা কবে দূর হইবে? দীনবন্ধু, কবে হৃদয় শান্ত সুস্থির হইয়া চিরদিনের জন্য তোমার চরণতলে বসিবে? সংসারে এত কষ্ট পাই, তবুও কেন তোমাকে ছাড়িয়া অশান্তির আগুণে পুড়িতে যাই। তোমাকে অমৃতের আধার জানিয়াও কেন ভুলিয়া যাই, তোমাকে পরম সৌন্দর্য্যের আকর জানিয়াও কেন সংসারের কুৎসিত দৃশ্যে ভুলিয়া থাকি। দীনবন্ধু, তোমার স্বর্গের শোভা একবার আমাকে

ভাল করিয়া দেখাও, হৃদয়কে চিরদিনের জন্য ঐ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া রাখ; হৃদয়কে একবার ভাল করিয়া তোমার প্রেমের আস্বাদন দিয়া চিরদিনের জন্য তোমাতে আসক্ত করিয়া রাখ।

দীনবন্ধু, তোমার চরণ প্রান্তে আমাকে একটু স্থান দাও, তোমার চরণতলে চিরদিনের জন্য বসিয়া আমি তোমার রাজ্যের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে চাই: তোমার প্রেমালোকে মনুষ্যের জীবন কেমন অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করে, আমি তাহা দেখিতে চাই; দীনবন্ধু, এই শুষ্ক কঠোর কুৎসিৎ দৃশ্য হইতে আমার চক্ষু চিরদিনের জন্য বিদায় লউক, আমার চক্ষুর উপরে চিরদিনের জন্য একখানি পরদা ফেলিয়া দাও, তোমার প্রেম রাজ্যের সৌন্দর্য্যে হৃদয় মনকে চির দিনের জন্য মুগ্ধ করিয়া রাখ।

যখন তোমাকে চাই তখনই তোমাকে পাই, কি আশ্চর্য্য দীনবন্ধু, তুমি এক মুহূর্ত্তও ব্যাকুল ভক্তের হৃদয়ে আসিতে বিলম্ব কর না; কিন্তু হায়, আমি সকল সময় তোমাকে চাই না, তাই আমার জীবন শুষ্ক, নীরস, সৌন্দর্য্যহীন; দীনবন্ধু, আমার হৃদয়ে তোমার জন্য প্রবল পিপাসা জন্মাইয়া দাও। প্রবল আকর্ষণে হৃদয়কে তোমার দিকে আকর্ষণ কর। দীনবন্ধু, তোমার সাহায্য ভিন্ন আমি কিছুই করিতে সাহস করি না, কিছুই করিতে ভরসা হয় না। তোমাকে যে হৃদয়ের সহিত চাহিব আমার এরূপ বলও নাই, আমাকে তোমায় চাওয়াইতেও হইবে, তোমার জন্য এই দুর্ব্বল হৃদয়কে ব্যাকুল করিতে হইবে, তোমার সাহায্য ভিন্ন আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না।

প্রভু, আমি তোমার দত্ত উচ্চ অধিকার অবহেলা করিয়া দেখ কেমন নীচভাবে জীবন কাটাইতেছি; আমি তোমার দত্ত দেব বেশ ছাড়িয়া পৃথিবীর মলিনতায় কলঙ্কিত হইতেছি, স্বর্গীয় আলোক ছাড়িয়া পৃথিবীর অন্ধকারে পড়িয়া আছি; তোমার পবিত্র মহৎ সাধু সন্তানদিগের সহবাস ছাড়িয়া অতি নীচ সহবাসে থাকিয়া আপনাকে নীচ করিতেছি, তোমার রাজ্যের অপরূপ সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া হায় পৃথিবীর অপবিত্র কুৎসিৎ দৃশ্যে ভুলিয়া আছি। দীনবন্ধু, এই আমাকে লও, আমাকে আপন গৃহে লইয়া যাও, তোমার প্রদত্ত দানের মহত্ত্ব ও গৌরব আমাকে বুঝিতে দাও; আমার নীচাসক্তি দূর করিয়া চিরদিন তোমার পবিত্র সন্তানদিগের সহবাসে তোমার প্রেম রাজ্যে থাকিতে দাও।

সেণ্ট্ ইনেশিয়াসের আধ্যাত্মিক আলোচনা।

মানব জীবনের লক্ষ্য।

তাহার প্রভু ঈশ্বরকে প্রশংসা করা, ভক্তি করা ও তাঁহার সেবা করা এবং এই উপায়ে অনন্ত সুখ সম্পদের অধিকারী হইবার জন্য মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে।

এই চিন্তার মধ্যে তিনটী সত্য সমুদায় আধ্যাত্মিক আলোচনার মূল ভিত্তি স্বরূপ নিহিত রহিয়াছে।

১ম। আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছি।

২য়। ঈশ্বর আমার প্রভু।

৩য়। ঈশ্বর আমার চরম লক্ষ্য।

১ম আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিয়াছি।

১। শত বর্ষ পূর্ব্বে আমি কোথায় ছিলাম? তখন আমার অস্তিত্ব ছিল না। শত বর্ষ পূর্ব্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমি এই পৃথিবীকে দেখিতে পাই। নানা দেশ নানা জাতি দেখিতে পাই। আজ যে সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিতেছে, সেই সূর্য্যকে দেখিতে পাই। আমি যে ভূমিতে জাত হইয়াছি ও যথায় বাস করিতেছি, যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যে নামের দ্বারা আমি অভিহিত হইতেছি এই সমুদায় দেখিতে পাই। কিন্তু আমি? আমি কি ছিলাম এবং কোথায় ছিলাম? আমার সত্তা ছিল না। এবং অসৎ পদার্থের মধ্যে আমি তখন ছিলাম। হায়! কত যুগ যুগান্তর পৃথিবীর মস্তকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, যখন কেহ আমার বিষয় কোন চিন্তা করে নাই। কারণ অসৎ কি করিয়া চিন্তার বিষয়ী ভূত হইবে? কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গিয়াছে যখন একটী নিকৃষ্টতম কীটাণু আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, কারণ অন্ততঃ তখন তাহাদের অস্তিত্ব ছিল।

২। কিন্তু এখন আমি আছি। আমার বুদ্ধি বৃত্তি জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম রহিয়াছে, আমার হৃদয় ভাল বাসিতে সক্ষম আছে, এবং অশেষ আশ্চর্য্য ইন্দ্রিয় যুক্ত শরীর আছে। এই সত্তা আমাকে কে প্রদান করিল? অন্ধ ঘটনা? ইহা নির্ব্বোধের কথা। আমার মাতা পিতা? তাঁহারাও ত বলেন "না আমি তোমাকে মন ও আত্মা দিই নাই। বিশ্ব রচয়িতা তোমাকে আত্মা ও বুদ্ধি বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।" তবে আমি কি নিজেই আমার নিজের জনয়িতা?—তাহা নহে; কারণ অসৎ কখনও সৎ উৎপাদন করিতে সমর্থ নহে। অতএব ঈশ্বরেতেই আমার সত্তা আরোপ করিতে হইবে। "তোমার হস্ত হে প্রভো। আমাকে সৃজন ও নির্ম্মাণ করিয়াছে।" তুমি আমাকে অসৎ হইতে সত্যেতে আনিয়াছ।

৩। হে আত্মন! তোমার সৃষ্টির আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখ।

(ক) ঈশ্বর কেবল তাঁহার অনন্ত প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাকে সৃজন করিয়াছেন। আমার সত্তাতে কি তাঁহার কোনও প্রয়োজন ছিল? অথবা আমি কি তাঁহার সুখের জন্য প্রয়োজনীয় ছিলাম? তাহা নহে। তিনি কেবল প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমাকে সৃজন করিয়াছেন।

(খ) ঈশ্বর আমাকে সৃজন করিয়াছেন। এবং আমি অনন্তকাল থাকিব এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন। অনাদি কাল হইতে আমি তাঁহার চিন্তার বিষয়ীভূত ছিলাম। যখন আমি অসৎ ছিলাম তখনও ঈশ্বরের চিন্তাতে আমার স্থান

ছিল। আমি তাঁহার মনের ও হৃদয়ের মধ্যে ছিলাম। তিনি আমাকে অনন্তকাল হইতে অনন্ত প্রেমে প্লাবিত করিয়াছেন।

(গ) ঈশ্বর আমাকে সৃজন করিয়াছেন; এবং সৃজন করিয়া অসংখ্য সৃষ্ট বস্তু অপেক্ষা আমাকে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে তিনি ইহাদের প্রত্যেককে আমা অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট করিয়া সৃজন করিতে পারিতেন। হে ঈশ্বর! আমি কি করিয়াছি যে এই উচ্চপদ ও তোমার এত ভালবাসা লাভের যোগ্য হইব? তুমি কেবল, হে প্রেমময়! তোমার অনন্ত প্রেমের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই উচ্চস্থান আমাকে প্রদান করিয়াছ।

(ঘ) ঈশ্বর আমাকে সৃজন করিয়াছেন; এবং সৃজন করিয়া জগতের সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ জীবরূপে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমার আত্মা তাঁহার প্রতিরূপে গঠিত হইয়াছে। আমার সত্তার সত্তাতে তাঁহার মোহর অঙ্কিত রহিয়াছে।

(চ) ঈশ্বর আমাকে সৃজন করিয়াছেন; এবং সৃজন করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে আমার সত্তা রক্ষা করিতেছেন। আমার জীবনের প্রত্যেক দণ্ড এবং প্রত্যেক পল তিনি আমাকে এক একটী নূতন জীবন প্রদান করিতেছেন। তিনি প্রাণের প্রাণ হইয়া আমার অভ্যন্তরে রহিয়াছেন। এবং তাঁহাতেই আমি জীবিত আছি। হে ঈশ্বর! তুমি মনুষ্যকে কত না ভাল বাস!

ভাব।

বিনয়। আমাদিগের অসারতা দেখিয়া। "তোমার সমক্ষে হে ঈশ্বর! আমি ক্ষুদ্র হইতেও আরো ক্ষুদ্র, নীচ হইতেও আরো নীচ।"

ভক্তি ও প্রীতি।—ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও প্রেম দেখিয়া। "মানুষ কে? হে ঈশ্বর! যে তুমি তাহাকে এত বড় করিবে? অথবা তাহাকে এত ভাল বাসিবে?"

কৃতজ্ঞতা।—ঈশ্বর আমাদিগের জন্য যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া। "হে আত্মন্ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান কর এবং তোমার অভ্যন্তরে যাহা কিছু আছে সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করুক! হে আত্মন্ ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন কর, এবং তোমার জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা ভুলিও না।"

হায় হায় কি হবে আমার!

(১)

আমি কি পাষণ্ড ঘোর, প্রাণ মোর কি কঠোর,
জান ওহে হৃদয় বিহারী!
পাষাণে নির্ঝর ঝরে, কিন্তু প্রভু এ অন্তরে,
নাহি পাই বিন্দুমাত্র বারি!
শুখায়েছে ভক্তি নদী উড়ে ধূলি নিরবধি
হৃদিক্ষেত্র হইল শ্মশান!
সুশ্যামল, সুকোমল, ছিল যথা দূর্ব্বাদল
আজ তথা মরুর সমান!
নিবেছে প্রাণের বাতি অন্তরে ঘেরেছে রাতি
মুখ ভাতি না দেখে তোমার!
না জানি কি পাপ করি আমি এ বিচ্ছেদে মরি
হায় হায় কি হবে আমার।

(২)

কাঁদি একা এসংসারে দুঃখী বলে কে আমারে
দয়া করি দেখাবে সে পথ!
যে পথে সহজে যাব, প্রাণেশের দেখা পাব,
পুরাইব উচ্চ মনোরথ!
দেখি প্রেম সরোবরে ডুবিব জনম তরে
পাশরিব এঘোর যাতনা;
সুধা রসে করি স্নান জুড়াব তাপিত প্রাণ,
পাপ তাপে পাইব সান্ত্বনা।
শূন্য প্রাণ লয়ে আমি, ওহে প্রভু অন্তর্যামি,
পারিনা যে থাকিতে হে আর;
তোমা বিনা প্রভু মোর, দেখহে দুর্দ্দশা ঘোর,
হায় হায় কি হবে আমার।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম যে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা সংগ্রহ করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিস হইতে যে মুদ্রিত ফারম স্থানে স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহা অনেক স্থল হইতে পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। যাঁহারা এখনও প্রেরণ করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আর বিলম্ব করিবেন না। এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের যে প্রভেদ করিয়াছেন তাহা অনেকের রুচিকর হয় নাই। তাঁহারা বলেন ইহাতে আনুষ্ঠানিকদিগের অহঙ্কার বৃদ্ধি করিবে। আনুষ্ঠানিকদিগের যদি এরূপ অহঙ্কার হয় তাহা নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে। মানুষের যাহা করা উচিত, এবং না করিলে পাপ, তাহা করিয়া আবার অহঙ্কার কি! আমি পিতা মাতার সেবা করি এই বলিয়া যদি কেহ অহঙ্কৃত হয় তাহাতে যেরূপ বাতুলতা প্রকাশ পায়, ব্রাহ্মধর্ম্মমতে অনুষ্ঠান করিয়া যদি কেহ অহঙ্কৃত হন তাঁহার ও সেই প্রকার ভ্রম।

আসাম হইতে কনকচন্দ্র শর্ম্মা নামে এক জন উৎসাহী যুবক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক রূপে শিক্ষিত হইবার জন্য কলিকাতাতে আসিয়াছেন। এসংবাদ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, ইতিমধ্যে আর এক জন উৎসাহী, ধর্ম্মানুরাগী যুবক প্রচার ব্রত গ্রহণার্থী হইয়া শিক্ষিত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহার নাম শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু। আরও এক জন প্রার্থী ছিলেন, কিন্তু প্রচার কমিটী, তাঁহাকে আপাততঃ কিছু কাল অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন। ইহা-

দের শিক্ষার্থ শীঘ্রই উপায় বিধান করা হইবে। আপাততঃ প্রতিদিন প্রাতে একত্র উপাসনা করিবার নিয়ম করা হইয়াছে। জগদীশ্বর আমাদিগকে লোক আনিয়া দিবেন। তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্র বিস্তৃত; তিনি সেই ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিবার জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মকে আহ্বান করিতেছেন, ব্রাহ্মেরা কি সে আহ্বান শ্রবণ করিবেন না? তাহা হইলে যে অপরাধ হইবে। যাঁহার যে দিকে সাহায্য করিবার সুবিধা আছে তাঁহার সেই দিকেই কার্য্য করা উচিত।

বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর রবিবার রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজের সভ্যগণ তাঁহাদের সভার ত্রৈমাসিক অধিবেশন উপলক্ষে দলবদ্ধ হইয়া শিবপুর স্থিত গবর্ণমেন্টের উদ্যানে গমন করেন। রবিবার প্রাতে প্রায় ৬০ জন যুবা পুরুষ নৌকাযোগে উক্ত উদ্যানে গমন করেন। সেখানে একটী ছায়াযুক্ত সুস্নিগ্ধ নিকুঞ্জের মধ্যে সকলে মিলিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বক্তৃতা দ্বারা ছাত্রসভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। উপাসনা ও বক্তৃতা অন্তে যখন সকলে হৃদয় খুলিয়া সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনে রত হইলেন, তখন সেই নির্জ্জন উদ্যানের নিকুঞ্জ মধ্যে হৃদয়ে এক প্রকার অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। উপাসনাদির পর, সভ্যগণ, এক এক দলে বদ্ধ হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। সর্ব্বশেষে সকলে আনন্দের সহিত প্রীতিভোজনে যোগ দিলেন। প্রত্যেকের স্বেচ্ছাক্রমে প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে ঐ ভোজের আয়োজন করা হয়। ইহাকে আমাদের পল্লীগ্রামবাসী লোকেরা বন ভোজন বলিয়া থাকেন। জগদীশ্বর ছাত্রসমাজের উপর তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন আসামের নানাস্থান ভ্রমণের পর শ্রীহট্ট হইয়া অবশেষে কাছাড়ে গমন করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যবিবরণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

আমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত এত দিন আমার কার্য্যবিবরণ আপনাদের নিকট প্রেরণ করিতে পারি নাই তাহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। বিগত ২৭ এ আষাঢ় শনিবার শিবসাগরে উপস্থিত হই এবং ১৬ ই শ্রাবণ শুক্রবার শিবসাগর পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথে আসি শিবসাগরে তিন সপ্তাহ বাস করি এই তিন সপ্তাহের মধ্যে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা, ছাত্রসভায় ছাত্রদের জন্য দুইটী বক্তৃতা, ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন ও উক্ত সমাজে চারিটী উপদেশ ও উপাসনাদি এবং ছাত্রদিগের সঙ্গে বিশেষ আলোচনা, ব্রাহ্মবন্ধুদিগের বাসায় পারিবারিক উপাসনাদি করি। বিশ্বনাথে মাত্র ছয় দিন থাকি ইহার মধ্যে লক্ষ্মী বাবুর বাসায় পারিবারিক উপাসনা এবং বিক্রমপুর চা-বাগানে গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত উপাসনা ও আলোচনাদি করি। তৎপরে আসিবার সময় তেজপুর ও গৌহাটিতে আট দিন বাস করি। এই আট দিনের মধ্যে উপাসনা ও আলোচনাদি ভিন্ন আর বিশেষ কিছু করি নাই। ৭ ই ভাদ্র গৌহাটি পরিত্যাগ করি এবং ১০ ই ভাদ্র শিলঙ্গে পঁহুছি, তথায় ১২ দিন বাস করি এই বার দিনের মধ্যে চারি দিন সমাজ গৃহে উপাসনা ও উপদেশ, এক দিন প্রকাশ্য বক্তৃতা, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ এবং অক্ষয় বাবুর বাটীতে দৈনিক উপাসনা ও অপরাপর বন্ধুদিগের সহিত আলোচনা করি। ২২ এ ভাদ্র শিলঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ২৫ এ ভাদ্র শ্রীহট্টে আসি, এখানে দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা, দুই দিন সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ এবং বন্ধুদিগের সহিত আলোচনা ও উপাসনাদি করি।

পঞ্জাব প্রদেশে পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী গত তিন মাসে যেরূপ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁহাকে আরও সহায়তা করুন। গত জুলাই মাসে গ্রীষ্মাবকাশের সময় তিনি লাহোর পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে অমৃতসর নগরে গমন করেন। সেখানে ভজন সভাতে দুই দিন উপাসনা; টাউনহলে, এক দিন "ধর্ম্ম কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা, শিকদিগের দরবার সাহেবের নিকট অনাবৃত স্থানে মৌখিক উপদেশ; তৎপর দিবস টাউনহলে; "স্বাভাবিক প্রত্যাদেশ" বিষয়ে একটী বক্তৃতা, ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিধিমত চেষ্টা করিয়াছেন। অমৃতসর হইতে তিনি মুলতানে গমন করেন, সেখানে এগার দিন, ধর্ম্মালাপ, সামাজিক উপাসনা; স্ত্রীলোকদিগের প্রতি উপদেশ, ও প্রকাশ্য বক্তৃতাদিতে যাপন করেন। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী আরও অনেক কার্য্যের ভার হস্তে লইয়াছেন। কেশব বাবুর দলভুক্ত ব্রাহ্মদিগের সহিত মতভেদ হওয়াতে তিনি এবং অপর কতিপয় বন্ধু পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অল্প দিন হইল সেই সমাজের জন্য একটী নূতন বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। সেখানে প্রায় ১৮।১৯ জন লোক রীতিমত উপাসনাতে যোগ দিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ভ্রাতৃসম্মিলনী সভা নামে একটী সঙ্গত সভা স্থাপিত হইয়াছে; সেখানে গত কয়েক মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সকল অবলম্বন করিয়া আলোচনা হইয়াছে। (১) প্রত্যাদেশ (২) মুক্তি (৩) ধর্ম্মবিজ্ঞান (৪) পাপ (৫) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (৬) আত্মার পুনর্জ্জন্ম (৭) ঈশ্বর ও তাঁহার স্বরূপ (৮) জীব ও তাঁহার স্বরূপ (৯) জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ ইত্যাদি। সমদর্শী সভা নামে আর একটী সভা আছে, পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী তাহার সভাপতি। তাহাতে সভ্যগণ নানা প্রকার হিতকর বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত, বেরাদরি হিন্দ নামে উর্দ্দু ভাষাতে পণ্ডিত অগ্নিহোত্রীর এক মাসিক পত্রিকা আছে, তাহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং সামাজিক প্রশ্ন সকলের আলোচনা করা হয়। তিনি সম্প্রতি "ভারতবর্ষের রমণ গণের বর্ত্তমান অবস্থা" এই বিষয়ে উর্দ্দু ভাষাতে এক খানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। জগদীশ্বর তুমি তোমার পরিশ্রমী ভৃত্যদের সহায় হও।

সংবাদসার।

কিছুদিন হইল গ্লাডষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন "রোমান কাথলিক ধর্ম্মের প্রকৃত শক্তির বিলোপ হইয়াছে সত্য বটে প্রতি বৎসরই কেহ কেহ রোমান কাথলিক হইতেছে; কয়েক জন উচ্চ পদবিস্থ লোকও রোমান কাথলিক হইয়াছেন। কিন্তু ম্যানিং এবং নিউম্যানের পর প্রকৃত মনস্বী ও প্রতিভাসম্পন্ন একটি লোককেও রোমান কাথলিক হইতে দেখা যায় নাই।" সংশয়বাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডে সংশয়বাদীদিগের বিষয় কিছু ঠিক বলা যায় না। ইহা নিসংশয় যে অনেক সংশয়বাদী এদেশে আছে। কিন্তু সংশয়বাদকে আমি মহামারী মনে করি, একটা স্থায়ী পীড়া বলিয়া বিশ্বাস হয় না।" হার্বার্ট স্পেনসারের বিষয়ে বলিয়াছেন "স্পেনসার একজন প্রতিভাসম্পন্ন লেখক, আমি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তিনি ঈশ্বরের সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়ত্বের বিষয়ে যাহা বলেন আমি তাহাকে মনোবিজ্ঞানের চাতুর্য্য ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। ইহা সত্য যে আমাদের সমুদয় জ্ঞানই আংশিক। যদি আমরা বিংশতি বৎসরও একত্র বাস করি তবুও পরস্পরকে কেবল আংশিক ভাবে চিনিতে সমর্থ হই। তথাপি প্রাত্যহিক কার্য্যের পক্ষে এই আংশিক জ্ঞানই যথেষ্ট। সসীম মনুষ্য অবশ্য ঈশ্বরকে অল্প পরিমাণে জানিতে পারে। তবুও এই সীমাবদ্ধ ঈশ্বর-জ্ঞানই মনুষ্যের আরাধনা, প্রেম ও ভক্তি উদ্দীপনের পক্ষে যথেষ্ট। হক্স্‌লি ও টিনডালের দ্বারা যে সংশয়বাদ প্রচারিত হইতেছে সেজন্য আমার কোন ভয় নাই। অবশেষে এই সংশয়বাদ আপনাকেই আপনি প্রক্ষিপ্ত করিবে।

শিক্ষিত সমাজে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রবেশ পথ বহুদিন হইল অবরুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পার্ব্বত্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। ১৮৭৮ সালে দাক্ষিণাত্যের টিনেভেলী ও তৈলঙ্গ প্রদেশে বাট হাজার লোক খৃষ্টান হয়। বিগত অক্টোবর মাস হইতে তৈলঙ্গ দেশে আরো সহস্রাধিক লোক খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। কিছুদিন হইল দিনাজপুর জেলার কোন গ্রামে ৭২ জন অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক খৃষ্টান হইয়াছে। সাঁওতাল ও আসামের আদিম অধিবাসীগণের মধ্যে প্রতি বৎসর কত খৃষ্টান হইতেছে এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় কত লক্ষ লক্ষ লোক খৃষ্টান হয় তাহার সংখ্যা করাই দুষ্কর। উদ্যোগ যত্ন ও অর্থবলে দিন দিন ভারতবর্ষে খৃষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭১ সালে সমস্ত ভারতবর্ষে ১৩৮৭৩১ জন দেশীয় প্রোটেষ্টান্ট খৃষ্টান ছিল; এখন তাহাদের সংখ্যা ৫০০০০০। এতদ্ভিন্ন রোমান কাথলিক মতাবলম্বী দশ লক্ষ, এবং অন্যান্য খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছয় লক্ষ, মোট একুশ লক্ষ লোক খৃষ্টান হইয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মের বাহিক চাকচিক্য বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু খৃষ্টীয় প্রচারকদিগের অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মার্থে প্রচুর দান যতদিন থাকিবে, ততকাল খ্রীষ্টীয় স্রোত কে নিবারণ করে? এখনও ভারতে মিশনরিদিগের স্থাপিত ২৫০০ বিদ্যালয় আছে এবং তাহাতে ১৪০,০০০ বালক বালিকা ও যুবক যুবতী শিক্ষা পাইয়া থাকে।

চীন দেশের ফুচু সহরে প্রায় ১১ লক্ষ লোকের বাস। ত্রিশ বৎসর হইল এই স্থানে খৃষ্টান মিশন সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম এগার বৎসর এই জনাকীর্ণ বিস্তৃত সহরে একটি লোকও খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে নাই। কত প্রচারক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, একটি লোকেরও মন ফিরিল না। অবশেষে নিরাশ হইয়া মিশন উঠাইয়া দিতে সকলেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জর্জ্জ স্মিথ নামক একজন মিসনরী কিছুতেই এস্থান পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন না। ধর্ম্ম প্রচার করিয়া এই নিরাশাপূর্ণ স্থানেই জীবনের অবসান করিবেন এই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। কিছুদিন পরেই তিনি এক জনকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এপৃথিবী হইতে প্রস্থান করেন। এখন ঐ ফুচু সহরে তিন হাজারেরও অধিক খৃষ্টান আছে।

ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি নাম্নী জনৈক রুষীয় রমণী, যিনি বোম্বাই সহরে "থিওজফিষ্ট" নামক মনুষ্য বুদ্ধির অতীত এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি সিংহল দ্বীপে গমন করিয়াছেন। বৌদ্ধ রমণীগণ তাঁহাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করিতেছেন। মাডাম পূজা গ্রহণে অনিচ্ছুক কিন্তু তাঁহারা শুনিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, এই বিবী মেঘ হইতে পতিতা স্বর্গীয়া দেবী। হা! ভারতবর্ষ আর কত কাল এই সব ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে।

লর্ড রিপণ বড় ভদ্র লোক। এক দিন শিমলার প্রধান রাস্তা দিয়া গমন করিবার সময় শুনিলেন যে, মিউনিসিপালিটি কুলিদিগকে অপরাহ্ণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাস্তায় চলিতে বারণ করিয়াছেন। ইহাতে লর্ড রিপণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "মহারাণীর রাজপথে লক্ষপতির যেমন অধিকার, ভিক্ষুকেরও তেমন অধিকার।" ধর্ম্ম ছাড়া রাজ্য তিষ্ঠিতে পারে না। ইংরেজদিগের মধ্যে আজও লর্ড রিপণের মত ধার্ম্মিক লোক আছে বলিয়াই ইংরেজ রাজ্য অক্ষুণ্ণ আছে।

বেহারে এক জন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি লোহার তীক্ষ্ণ শলাকা পূর্ণ শয্যায় শয়ন ও উপবেশন করেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গেও লৌহ শলাকা বিদ্ধ আছে। শুনা যায় সন্ন্যাসী ১২ বৎসরের জন্য এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। ব্রতের চারি বৎসর গত হইয়াছে। কুসংস্কার পূর্ণ ধর্ম্মে ভারতবাসী কোটি কোটি নরনারীকে কি দুশ্ছেদ্য নিগড়ে আবদ্ধ করিয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এলমেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই

প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ হইতে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং যে সকল সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে অনুগৃহীত করিবেন। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত (ডাক ঠিকানা সহিত)
২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।
৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।
৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।
৫। আচার্য্যের নাম।
৬। সম্পাদকের নাম।
৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা।
৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।
৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্ব্বে কোনরূপে আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

আগামী ৩রা অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার তৃতীয় অধিবেশন হইবে।

বিবেচ্য।

১—কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক বিবরণ।
২—সভ্য মনোনয়ন।
৩—পুস্তক প্রচার সবকমিটীর রিপোর্ট।
৪—বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়, ১৫ই সেপ্টেম্বর—১৮৮০। } শ্রীমোহিনীমোহন বসু, সম্পাদক।

দীপ্ত শিখার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য /০ আনা মাত্র।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা	৴১০
জাতি ভেদ	৴১০
পরকাল	/০
ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায়	/০

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ৩১ শ্রাবণ। } শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। সহঃ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সহকারী সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিকমাস হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২৷০ এবং মফস্বলের জন্য ২৷৵, ষাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয় ৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৩৲ ডাকমাশুল ।৵০। কার্য্যাধ্যক্ষ।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, October 1880.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।
১০ ম সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক শনিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ৩৲
প্রতি খণ্ড নগদ ০৵০

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ তোমার প্রিয় কার্য্য-ক্ষেত্র ইহা জানিয়া আমরা যথাসাধ্য সেই সমাজের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু এপথে একটী বিপদ আছে, সেইটী স্মরণ করিয়া তোমার কৃপার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, তুমি সেটী হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। অনেক সময় দেখিতে পাই, যে তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনের ইচ্ছার সহিত সমাজ মধ্যে সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভের ইচ্ছা মিশ্রিত হইয়া অতি বিশুদ্ধ ভাবকেও কলুষিত করিয়া দেয়। আমি সম্ভ্রম বিষয়ে সর্ব্বাগগণ্য হইব, আমিই সমাজকে গঠন করিব, আমিই সকল প্রকার নূতন বিষয় প্রবর্ত্তিত করিব, এই সকল আকাঙ্ক্ষা গূঢ়ভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার প্রিয় কার্য্যকেও নিজ প্রতিপত্তি লাভের উপায় স্বরূপ করিয়া ফেলে। তুমি এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরা যে অবিশ্রান্ত তোমার কার্য্যে খাটিব, প্রতিপত্তি লাভের বাসনা যেন তাহার ত্রিসীমার মধ্যে না আসে। তোমার কার্য্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা আমাদের সর্ব্বোচ্চ অধিকার এবং প্রধান কর্ত্তব্য, ইহা জানিয়াই যেন পরিশ্রম করিতে পারি। সদনুষ্ঠান আমাদিগের দ্বারাই হউক বা অপরের দ্বারাই হউক তাহাতেই যেন আনন্দিত হই। তোমার কার্য্যে যখন রত হইব. তখন স্বার্থপরতা, সুখেচ্ছা বা প্রতিপত্তি লাভ স্পৃহা যেন আমাদের পথে না থাকে, এই কৃপা কর।

ধ্যান, প্রীতি, এবং প্রার্থনা ঈশ্বরোপাসনার এই তিনটী অঙ্গ তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের জ্ঞান পথাবলম্বী অদ্বৈতবাদীগণ ধ্যানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনরূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন; চৈতন্যের শিষ্যগণ প্রীতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব জ্ঞানে তাহার বিকাশের বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং খ্রীষ্টের শিষ্যগণ তাঁহারই উপদেশানুসারে প্রার্থনাকে জীবনের প্রধান সম্বল বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। ধ্যানে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করে এবং আধ্যাত্মিক জগতের সারবত্তাকে প্রতিপন্ন করে; প্রীতিতে হৃদয়কে ব্যাকুল ও বিগলিত করে এবং প্রার্থনা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে। ইহার সকল গুলিতেই আমাদের প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক ব্রাহ্মকে এগুলি সাধন বিষয়ে শিথিল প্রযত্ন দেখা যায়। হয়, আধ্যাত্মিক জগতের কথা বলিও না; ঈশ্বরোপাসনা মানবের কর্ত্তব্য, ইহা প্রচার করিও না; আর যদি বলিতে বা প্রচার করিতে হয়, তবে নিজে অগ্রে সেই আধ্যাত্মিক জগত দর্শন করিবার অভ্যাস কর। ধ্যান পরায়ণ হও। ধ্যান ধারণা উপাসনার জন্য এমন সময় রাখ যখন নিরুদ্বেগে ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিতে পারিবে। প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক উপাসনাতে আসীন হও। মন বসিতেছে না বলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়া যাইও না। ক্রমাগত মনকে বসাইবার চেষ্টা কর; এইটীকে একটী সর্ব্ব প্রধান কার্য্য ভাবিয়া কিয়ৎকাল এবিষয়ে যাপন করাকে সময়ের অপব্যয় ভাবিও না। কাল বিলম্ব গ্রাহ্য করিও না। কয়েক দিন এইরূপ করিলেই চিত্ত শাসিত হইয়া আসিবে এবং ঈশ্বর সহবাস মিষ্ট লাগিতে আরম্ভ হইবে। দেখিবে ইহার মধ্যে কত তত্ত্ব নিহিত আছে।

মহম্মদ বলিয়াছিলেন, " যে আমার ধর্ম্ম মতের বিরোধী সে ঈশ্বর বিরোধী তাহার উচ্ছেদ সাধন কর।" চৈতন্য বলিয়াছিলেন "মাধাই রে মেরেছিস কলসির কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না" এদুই ভাবে কত অন্তর!! যাঁহারা মনে করেন ঈশ্বর বিরোধীর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রকাশ ধার্ম্মিকের পক্ষে অসঙ্গত কার্য্য নয়, তাঁহারা নিগূঢ় ঈশ্বর প্রীতির তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। মহম্মদকে আমরা এই ভ্রমের জন্য নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকি। তিনি নিজের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে ঈশ্বরের আদেশ জ্ঞানে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন এবং জগতে একটী মহৎ অনিষ্টকর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এসম্বন্ধে অতি উন্নত ও উদার ভাব শিক্ষা দিয়াছেন। সে উপদেশটী এই, বিশুদ্ধ প্রীতিই পাপী ও দুরাচারকে পরাজয় করিবার একমাত্র উপায়। আমরা যে, কার্য্যে সকল সময় শত্রুকে সদ্ভাব দ্বারা পরাজিত করিবার চেষ্টা করি, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু একথা বলা উচিত, যে যখন আমরা ক্রোধ বা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হই; তৎপরেই ব্রাহ্মের অনুচিত কার্য্য হইল বলিয়া অনুতাপ করি ও ঈশ্বরের নিকট অশ্রুপাত করি। বলিতে কি, সহস্র প্রতিকূলতাচরণেও যে সাধুর হৃদয়ের প্রীতি প্রতিহত হয় না, তিনিই ত প্রকৃত সাধু ও প্রকৃত দেবপ্রকৃতি বিশিষ্ট লোক। পরমেশ্বরের কোন্ ভাব দেখিয়া আমরা বিশেষ মুগ্ধ হই? দেখি, মনুষ্য

কখনও হাসিতেছে, কখনও কাঁদিতেছে, কখনও তাঁহাকে ভক্তি উপহার দিতেছে, কখনও তাঁহার নিন্দা দ্বারা রসনাকে কলঙ্কিত করিতেছে, কিন্তু ঈশ্বরের চঞ্চলতা নাই। তাঁহার শুভ সংকল্প অচঞ্চল ও স্থির থাকিয়া, সেই জীবেরই কল্যাণ-সাধনে রত রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে যিনি এই প্রকার সাইষ্ণু ও অটল শুভ সংকল্পের পরিচয় দেন, তিনিই আমাদের মধ্যে দেবতুল্য ব্যক্তি। এরূপ অটল শুভ সংকল্প সাধন করিতে অনেক সংগ্রামের প্রয়োজন, কিন্তু তদ্ভিন্ন মানবের মহত্ব প্রকাশিত হয় না। এই জন্যই আমরা বলি।

"নরের নরত্ব পশুত্ব দেবত্ব,
এসংগ্রাম বিনা নর দেহ কিনা
কে আর প্রকাশে? রক্ত স্রোতে যার
বক্ষঃস্থল ভাসে, কিন্তু তবু প্রাণ
কভু ম্লান নয়, শুভ ইচ্ছা ময়;
যার খরতর শরে জর জর,
তাহারি কল্যাণ অন্তরের ধ্যান
নরত্ব দেবত্ব এক স্থানে তার।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদিগের প্রতি এখনও ব্রাহ্মগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির নিমিত্ত কিছু করা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করি নাই। সহরে যে সকল ব্রাহ্ম গৃহস্থ বাস করেন, তাঁহারা বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে প্রেরণ করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করা হইল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হন। যাঁহারা মফস্বলে বাস করেন তাঁহাদের এসুখও সকল সময়ে ঘটে না। শিশুদিগের হৃদয় মন ধর্মনীতি ও ধর্ম্মভাব প্রভৃতির উন্নতি হয়, এজন্য আমরা অদ্যাপি কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করি নাই। পুরুষদিগের জন্য উপাসনা মন্দির আছে; সঙ্গত প্রভৃতি আছে, পত্রিকা পুস্তকাদি আছে। রমণীগণের জন্য ব্রাহ্মিকা সমাজ, নারীসভা মাসিক পত্রিকা প্রভৃতি হইয়াছে, কিন্তু শিশুরা যে জগতে বাস করে এসকল উপায় সে জগতকে স্পর্শ করে না। তবে তাহাদের শিক্ষার উপায় কি? ইতিমধ্যেই পুত্র কন্যার ভাবের বৈপরীত্য দেখিয়া অনেক ব্রাহ্ম পিতা মাতাকে শোক করিতে হইতেছে। এ অনিষ্ট নিবারণের উপায় করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ শিশু সন্তানগণের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার উপায় অবলম্বন করা সম্ভব নয়। অনেকের সেরূপ অর্থ সামর্থ্য বা অবসর নাই। সুতরাং এবিষয়ে কোন প্রকার সাধারণ উপায় অবলম্বিত হওয়া উচিত। Sect. 117

প্রায় দশ বৎসর হইল ফরাসি দেশে রাজতন্ত্র প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধারণ তন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রণালী [illegible] অবধি দিন দিন ফ্রান্স দেশের সকল বিষয়ে [illegible] দৃষ্ট হইতেছে। ধন বৃদ্ধি হইয়াছে, সৈন্যবল [illegible], লোকের শ্রম প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্বদেশ হিতৈষিতা [illegible] হইয়াছে, রাজবিধি প্রণয়ন রাজশাসন প্রভৃতি [illegible] শৃঙ্খলা ও উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমান ফরাসি গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন হইল এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন, যে জেস্যুইট নামক রোমান কাথলিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ আর ফ্রান্স দেশে নিজ নিজ মত প্রচারের জন্য বিদ্যালয় প্রভৃতি খুলিতে পাইবেন না। ইহাতে তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। একার্য্যটী উদার গবর্ণমেণ্টের অনুরূপ কার্য্য হয় নাই। কিন্তু ফরাসি গবর্ণমেণ্ট আত্মরক্ষার জন্য এরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন যে জেস্যুইটগণ সর্ব্বদা রাজতন্ত্র প্রণালীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। তাহাত হইবেই, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহারা একজন অভ্রান্ত গুরু মানিয়া থাকেন, রাজনীতি সম্বন্ধে একজন ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট রাজা স্বীকার করাও তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। অভ্রান্ত গুরু ঈশ্বর-নিয়োজিত, এবং রাজ অধিকার ঈশ্বরদত্ত অধিকার, এ উভয় মত একই মতের দুই বিভিন্ন দিক মাত্র। যাঁহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভ্রান্ত ঈশ্বরাদিষ্ট গুরু স্বীকার করেন, তাঁহারা সকল দিকেই স্বাধীনতার শত্রু। পরিবার মধ্যে তাঁহারা কর্ত্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণকে পাপ বলেন; সমাজ মধ্যে দলপতির চরণে স্বাধীনতা বিসর্জ্জনকে কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন; রাজনীতি বিষয়ে রাজাকে কি এক অপূর্ব্ব ঈশ্বরদত্ত পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকল দিকেই মানবের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া উঠেন।

বিলাতের স্পার্জিয়ন সাহেব মধ্যে মধ্যে এক একটী সুন্দর কথা বলিয়া থাকেন। সচরাচর উপাসনালয় সকলের বেদী হইতে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন; যে, অনেক উপদেষ্টাকে এরূপ উচ্চ উচ্চ কথার আলোচনাতে রত দেখা যায়, যে তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের উপাসক মণ্ডলীর ধারণা শক্তির অতীত। "দেখিলে বোধ হয় যেন তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন, যে জিরেফার আহার যোগানই তাঁহাদের কার্য্য, মেষ পালের আহার দিবার জন্য যে তাঁহারা নিযুক্ত সে কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।" আমাদের ব্রাহ্ম সমাজে বহুদিন হইতে এই প্রকার ভ্রমের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। অনেক ব্রাহ্ম অদ্যাপি দৈনিক উপাসনা করিতে শিখিলেন না; অনেকে অদ্যাপি অতি নিন্দনীয় কপটতা ছাড়িতে পারিলেন না! অনেকে অদ্যাপি ধর্ম্মের জন্য সামান্য স্বার্থকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; অনেকে অদ্যাপি মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সকলকে প্রিয় জ্ঞান করিতে পারিলেন না, কিন্তু উপাসনা স্থানে গেলে কিরূপ উপদেশ শ্রুত হওয়া যায়? কেন, "আমি এবং আমার স্বর্গস্থ পিতা এক" "অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা ব্রহ্ম শক্তিতে লয় হইয়া যাও" "ভক্ত যোগী ও প্রেমিক বৈরাগী হও" ইত্যাদি। প্রেমিক বৈরাগী কে হইবে? যার সামান্য ইন্দ্রিয়ের নেশা এখনও ঘুচিল না? কি পরিহাসের কথা!!! এই সকল উপদেশের একটী মহৎ অনিষ্ট ফল ঘটিয়াছে। অনেক লোক শূন্যে শূন্যে এই সকল উচ্চ কথা বলিতে শিখিয়াছে। যদি জাতিভেদের চিহ্ন স্বরূপ উপবীতটী পরি-

ত্যাগ করিতে বল, যদি চরিত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা কর, যদি মানুষ হইবার জন্য উপদেশ দেও, সেই সকল লোক বলে "ও কি? ও ত বাহিরের কথা, প্রেম ভক্তির বিষয় বল।" অর্থাৎ আমরা যে যেখানে আছি সেইখানে থাকিতে পাই অথচ শূন্যে শূন্যে ভাবুকতার মধ্যে ডুবিতে পারি এইরূপ কর। এই ভাবুকতাতে ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ধর্ম্ম যদি কেশাকর্ষণ করিয়া নরকের যাত্রীকে স্বর্গের পথে দণ্ডায়মান না করে, সংসারাসক্তিকে চূর্ণ না করে, পাপ প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটন না করে, ভীরুকে বীরের ন্যায় সাহসী না করে, পুরাতন লোককে নূতন ভাবাপন্ন না করে, তবে সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়, সে শক্তি ঈশ্বরের শক্তি নয়। আমরা জীবন বিহীন, চরিত্র বিহীন কপট ব্যক্তির ধর্ম্ম ভাবের উপর এক কপর্দ্দকেরও মূল্য স্থাপন করি না। যে প্রেম ভক্তির প্রার্থী আমরা নই, সেরূপ প্রেম ভক্তি আমাদের নাই বলিয়া যদি কেহ নিন্দা করেন সে নিন্দাকে প্রশংসা মনে করি।

ইংলণ্ডের এক খানি সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, ইংলণ্ডে কিছু কাল রোমান কাথলিকদিগের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, ক্রমে তাহা ম্লান ভাব ধারন করিতেছে। এক সময়ে অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত লোক রোমান কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে স্রোতের প্রতিরোধ হইতেছে। এরূপ হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বর্ত্তমান সময়ের নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ দর্শনে শঙ্কিত ও বিরক্ত হইয়া কতকগুলি ধার্ম্মিক লোক প্রথমে মনে করিয়াছিলেন বিশ্বাসের পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করাই অবিশ্বাস রোগ দূর করিবার প্রধান ঔষধ। স্বাধীন চিন্তার পথে গেলে যদি অবিশ্বাস ও নাস্তিকতাতে উপনীত হইতে হয়, তাহা হইলে স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করাই শ্রেয়। কিন্তু এরূপ ভ্রম কতকাল থাকিবে! কালক্রমে এ স্রোত আবার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, কুসংস্কারের মাত্রা যত বৃদ্ধি করা যায়, মতের আবর্জ্জনা যতই সংগ্রহ করা যায়, ততই বিশ্বাস ও ভক্তির পক্ষে সাহায্য হয়। এ সংস্কার ভ্রান্ত——ভ্রান্ত——ভ্রান্ত। বিশ্বাস ও ভক্তি মতের আবর্জ্জনার উপর নির্ভর করে না; মহাপুরুষ অবতার প্রভৃতির অপেক্ষা করে না। যেখানে প্রাণগত ঐকান্তিকতা আছে, আন্তরিক ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, পরিত্রাণের লালসা আছে, অনুতাপের অশ্রু আছে, ঐকান্তিক নির্ভর আছে, সেইখানেই প্রেম ও ভক্তি পুষ্পের ন্যায় বিকশিত হয়। কুসংস্কার বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্বলিত ভক্তি ও নিগূঢ় প্রেম প্রদর্শন করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। কি দুঃখের বিষয়, কি পরিতাপের বিষয়, যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে আবার সেই সকল মতের আবর্জ্জনার মধ্যে পতিত হইতেছেন, যে সকল মত চিরকাল ধর্ম্মসমাজ মধ্যে কুসংস্কার ও অপবিত্রতার সৃষ্টি করিয়াছে, মানবের স্বাধীন চিন্তার গতি রোধ করিয়াছে, এবং সকল প্রকার উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। যে সকল মতের উল্লেখ করিলে অন্তরে আতঙ্ক হয়, যে সকল মতকে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, কি শোকের বিষয় সেই সকল মত ও কোন কোন ব্রাহ্মের মনে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। কি আর বলিব, জগদীশ্বর এই বিপদ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন।

আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকা হইতে এক খানি পত্র আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্র খানি বোধ হয় মুদ্রিত হইয়া স্থানে স্থানে প্রেরিত হইয়াছে। পত্র খানি আমরা যথা স্থানে মুদ্রিত করিলাম। আশা করি প্রত্যেক ব্রাহ্ম ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন। আমাদের বলা বাহুল্য মাত্র যে বিজয় বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে যে আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। ব্রাহ্মেরা আর যাহা করুন্ যেন কখনও অণুমাত্রও পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের প্রশ্রয় না দেন। এ দুই শত্রুই চিরকাল ভারতবাসীদিগকে জীবন্ত ঈশ্বর হইতে দূরে রাখিয়াছে। এই দুই শৃঙ্খল ভারতবর্ষের গলদেশ হইতে উন্মোচন করিতে হইবে। সুতরাং আমরা কখনই এমন কোন কাজ করিব না বা কোন ব্রাহ্ম করিলে উপেক্ষা করিব না, যদ্দ্বারা এই দুই প্রথার বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বিজয় বাবু যে কয়েকটী ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়াছেন তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা আপত্তি যোগ্য তাহাতে সন্দেহ কি? প্রথমতঃ আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, যে ঢাকাতে নববিধানের যে নূতন শাখা হইয়াছে, ঐ শাখার সভ্যগণ নাকি উপাসনার সময় সমীপে ঈশ্বরের জন্য এক খানি আসন রাখিয়া থাকেন। আমাদের স্মরণ হয় কিছু দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশের মধ্যে কেশব বাবু এক বার ঐরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। সমীপে এক খানি আসন রাখিয়া মনে করিবে সেই আসনে এক জন বসিয়া আছেন তাহা হইলে তাঁহার সত্তা প্রতীতির পক্ষে সাহায্য হইবে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কি প্রতিমা স্থাপনের পক্ষ সমর্থন করা যায় না। এক বার এক ব্যক্তি শালগ্রাম শিলার স্বপক্ষে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শালগ্রাম শিলার মধ্যে ঈশ্বরের ভাব কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ শালগ্রাম শিলা চক্ষু মুখ নাসিকা প্রভৃতি বিহীন, সুতরাং কোন জীবের সহিত ইহার উপমা নাই; দ্বিতীয়তঃ এই শিলা অখণ্ড মণ্ডলাকার অর্থাৎ ইহার চারি দিকে যতই ঘুরিয়া আসা যায়, অন্ত পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহা অনন্তের প্রতিকৃতি স্বরূপ। অতএব এরূপ একটী পদার্থ যদি সম্মুখে থাকে তাহা হইলে পরমেশ্বরের চিন্তার বিষয়ে বিলক্ষণ সাহায্য হয়। যাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা বোধের সাহায্যের জন্য আসন স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভব করেন, তাঁহারা শালগ্রাম শিলার প্রতি কেন আপত্তি করেন, তাহার যুক্তি আমরা বুঝিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ যে মুসলমান ব্রাহ্মটীর উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাঁকে আমরা জানি এবং এক জন অনুরাগী ও উৎসাহী ব্রাহ্ম বলিয়া বহু দিন শ্রদ্ধা

করিয়া আসিতেছি। ইনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করাতে মুসলমান সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন, ইনি ব্রাহ্ম মতে বিবাহ করিয়াছেন এবং চিরদিন ব্রাহ্মদিগের সহিত বাস করিতেছেন। কোন ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণে যদি এরূপ ব্যক্তির নিমন্ত্রণ না হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মেরা জাতিভেদ সম্বন্ধে অদ্যাবধি যাহা কিছু বলিয়া আসিতেছেন সমুদায় বৃথা বাক্য ব্যয় মাত্র হইয়া যায়। নববিধানের যে এ প্রকার মত হইয়াছে, আমাদের ইহা সম্ভব বোধ হয় না কারণ এই মুসলমান ব্রাহ্ম ভ্রাতার সহিত আমরা পূর্ব্বে কেশব বাবুর নিজ বাড়ীতে একত্র আহার বিহার করিয়াছি, নববিধানের শিষ্যদিগের কি এ বিষয়েও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে? যাহা হউক আমরা ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। উপসংহারে এই মাত্র বক্তব্য বিজয় বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য যেরূপ ব্যগ্র সকল ব্রাহ্মের যদি এই প্রকার ব্যগ্রতা থাকিত তাহা হইলে চিন্তা থাকিত না।

ঈশ্বরকে কিরূপ নামে সম্বোধন করা উচিত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আদি সমাজ গৃহের যে ট্রষ্টডীড্ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে এক স্থানে আছে;— "এই গৃহে জগতের সৃষ্টি ও রক্ষা কর্ত্তা একমাত্র অনন্ত ও অপরিবর্ত্তনীয় পুরুষের পূজা হইবে; কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়, যে নাম বা আখ্যা দ্বারা কোন পদার্থ বা পুরুষের পূজা করিয়াছে, এমন কোন নামে তাঁহার পূজা হইবে না।" সাধারন ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায়ের এই মতটী আপনাদের ট্রষ্টডীড মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই, রামমোহন রায় এরূপ নিয়ম কেন করিয়াছিলেন? তাঁহার মনে কি আশঙ্কা ছিল? যিনি নামরূপ বিহীন, তাঁহাকে যে নাম ইচ্ছা সেই নামে সম্ভাষণ করিতে পারা যায়। তাঁহার উপাসকগণ তাঁহার নামকরণ করিয়া থাকেন। যে নামটী যখন যে উপাসকের অন্তরে মিষ্ট লাগে, সে তখন সেই নামে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া থাকে। কাহারও নিকট তিনি নায়ক, কাহারও নিকট নায়িকা; কেহ তাঁহাতে পিতৃভাব সন্দর্শন করে, কেহ বা মাতৃভাবে তাঁহাকে দেখিয়া থাকে; কাহারও নিকট তিনি শিশু হইয়া প্রেম ভিক্ষা করেন, কাহারও নিকটে বা সখা হইয়া প্রেম বিতরণ করেন। এ সকল ভাবের কথা। তিনি কিছুই নন, অথচ সকলি। পরমেশ্বরের স্বরূপ যখন এই প্রকার তখন আবার তাঁহার নাম লইয়া বিবাদ কেন? এবং রামমোহন রায় যিনি প্রখর বুদ্ধিতে নিপুণ এবং ধর্ম্মভাবে প্রবল ছিলেন তিনি এরূপ নিয়ম করিলেন কেন?

আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। ঈশ্বরের পক্ষে সকল নামই সমান, ইহা সত্য কথা কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা তাঁহাকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবলম্বিত বিভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট কোন নামে সম্বোধন করিতে পারি না। ইহার অনেকগুলি যুক্তি আছে।

প্রথমতঃ যে শব্দগুলি বহুকাল এক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, লোকের মনে সে গুলির সহিত সেই অর্থের এক প্রকার যোগ নিবদ্ধ হইয়া যায়। সে শব্দগুলি উচ্চারণ করিলে লোকে হঠাৎ সেই প্রকার অর্থ বুঝিয়া থাকে। সুতরাং সেই শব্দ দ্বারা আমরা যে নূতন সত্যটী প্রচার করিবার অভিপ্রায় করিতেছি, লোকে সহজে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। মনে কর যদি আমরা ভক্তের অনুরাগকে "রাধা" এবং ঈশ্বরের পরিত্রাণপ্রদ শক্তিকে "কৃষ্ণ" বলিয়া অঙ্গুলিতে "রাধা কৃষ্ণ" "রাধা কৃষ্ণ" জপিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে অপর এক জন দেখিয়া সর্ব্বাগ্রে মনে করে যে আমরা উক্ত নামদ্বয় দ্বারা ব্রজবিহারী নন্দনন্দন ও তাঁহার প্রণয়ের পাত্রী ঘোষ-কন্যাকে স্মরণ করিতেছি, তাহার এ ভ্রান্তি ঘুচিতে আমার অপর দশটী কার্য্য দেখিতে হয়। যদি বল পরে কি ভাবিবে ইহা ভাবিয়া ত আমরা কার্য্য করিতে পারি না। ইহাও বলা সঙ্গত বোধ হয় না। ধর্ম্মপ্রচার যখন আমাদের উদ্দেশ্য তখন সেই প্রচারের পক্ষে যাহাতে ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা এরূপ কার্য্য কখনই করা উচিত নয়। বিশেষ যদি এমন বুঝিতাম যে ঐ নাম দুইটী না করিলে আর ঈশ্বর প্রাপ্তির আশা নাই, তাহা হইলে লোকের মনের ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া উক্ত নামদ্বয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিতাম। কিন্তু তাহা যখন নয়, ঈশ্বরকে অপর কোন নামে সম্বোধন করিলেও যখন ভক্তি বা প্রীতির কোন ব্যাঘাত দেখা যায় না, তখন লোককে এরূপ সন্দেহ ও বিতর্কের মধ্যে পতিত করাতে ফল কি?

দ্বিতীয় যুক্তি এই, অপর সম্প্রদায়ের গৃহীত ও অভ্যস্ত শব্দ যখন ব্যবহার করা যায় তখন তাঁহারা ভাবেন যে, আমরা বুঝি তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছি; সুতরাং তাঁহাদের মনে অনেক আশার উদয় হয়, কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিতে পান যে আমরা শব্দগুলি লইয়াছি বটে, কিন্তু তাহার মর্ম্ম অন্য প্রকার; তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হওয়া আমাদের অভিপ্রায় নয়। তখন তাঁহাদের মনে পূর্ব্ব আশার অনুরূপ বিরক্তি উৎপন্ন হয় এবং তাঁহারা আমাদিগকে প্রবঞ্চক ও শঠ মনে করিতে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মেরা এক একবার খ্রীষ্টীয়দিগের ব্যবহৃত শব্দ সকল অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্ট বিষয়ে এক একটী বক্তৃতা করিতেছেন, অমনি খ্রীষ্টের শিষ্যগণ আশাতে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন ব্রাহ্মদিগের খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণের দিন বহুদূর নয়। আবার কিছুদিন পরে তাঁহারাই সেই ব্রাহ্মদিগকে প্রবঞ্চক ও শঠ বলিয়া উপহাস করিতেছেন। এরূপ অকারণ বিরক্তি উৎপাদন করিবার প্রয়োজন কি?

তৃতীয় যুক্তি এই, যে শব্দ গুলি চিরদিন এক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে তাহার অর্থ পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারি তাহা হইলে এক প্রকার হয়, কিন্তু যদি সে বিষয়ে আমরা অসমর্থ হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে

যাহারা আমাদের পথাবলম্বী হইবে তাহাদের পথে সুমহৎ বিঘ্ন রাখিয়া যাওয়া হয়। তাহারা সচরাচর সেই শব্দগুলিকে প্রাচীন অর্থে গ্রহণ করিয়া বসিবে এবং আমাদের প্রচারিত মতকে দূষিত করিয়া ফেলিবে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে চৈতন্য নিজে রাধাকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিতেন কিন্তু তাহা এক প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থে; যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রান্ত প্রচার প্রণালীর এই ফল দর্শিয়াছে যে তাঁহার শিষ্যেরা পৌত্তলিকতা ও পাপ হ্রদের মধ্যে নিপতিত হইয়াছে।

চতুর্থ যুক্তি এই, ঐ সকল শব্দ যখন আমরা ব্যবহার করি তখন যে সকল সম্প্রদায় সেই সকল শব্দ চিরকাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের অবলম্বিত কুসংস্কারের মধ্যে নিশ্চয় কিছু থাকিবে নতুবা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরাও সেই শব্দ ব্যবহার করিবে কেন? এবং তাহাদের মধ্যে গভীর অর্থ দেখিতে পাইবে কেন? ইহাতে তাঁহাদের কুসংস্কারকে আরও দৃঢ় করিয়া দেওয়া হয়। যদি আমরা ঈশ্বরকে "কালী" "দুর্গা" প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করি, তাহা হইলে পৌত্তলিকগণ মনে করিতে পারেন তাঁহাদের পৌত্তলিকতার মধ্যে কোন গভীর সত্য আছে, এবং সে পথ পরিত্যাজ্য নহে। ব্রাহ্ম হইয়া কি আমাদের কার্য্য এই? কোথায় আমরা অন্তরের পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলিব "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" এই নিরাকার, পূর্ণ, চিৎস্বরূপ ও পবিত্রতার আধার ঈশ্বর ভিন্ন মুক্তি লাভের জন্য উপায় নাই, না আমাদের ভাষা ও ব্যবহারে লোকের এই প্রতীতি জন্মিল যে তাহাদের চির প্রচলিত ভ্রান্ত পথ পরিত্যাজ্য নয়।

পঞ্চমতঃ আমরা যে সম্প্রদায়ের চিরাগত শব্দ সকল অবলম্বন করি, জগতের নিকট সেই সম্প্রদায়ের সহিত আপনাদিগকে আত্মীয়তা সূত্রে বদ্ধ করা হয়। তাহা হইলে জগতের অপরাপর সম্প্রদায় আর মুক্ত ভাবে আমাদের মত সকল গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা যদি ঈশ্বরকে "কালী দুর্গা" বলি মুসলমানদিগের নিকট আমাদের সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, যদি কোন প্রকার খ্রীষ্টীয় নামে সম্বোধন করি হিন্দুদিগের নিকট তাহা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন করা হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়াই আমাদের মত এই যে ব্রাহ্মের পক্ষে কোন সম্প্রদায় বিশেষের অবলম্বিত কোন শব্দে ঈশ্বরকে সম্বোধন করা কর্ত্তব্য নয়। রামমোহন রায়েরও মনে ঐ প্রকার চিন্তার উদয় হইয়া থাকিবে। আমরা যথাসাধ্য নূতন ভাষাতে নূতন মনের ভাব প্রকাশ করিব। যদি অন্যের অবলম্বিত কোন শব্দ গ্রহণ করি, নিতান্ত বাধ্য হইয়া করিব এবং পদে পদে তাহার অর্থ প্রকাশ করিয়া তাহার অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিব। আমাদের প্রতি এমন কি শপথ আছে যে অপরের গৃহীত শব্দ গ্রহণ করিতেই হইবে?

তবে হয়ত কেহ কেহ বলিবেন, ব্রাহ্ম সকলের উৎকৃষ্ট বস্তু আপনার সাধনের অন্তর্গত করিবেন। অপরের শব্দটী গ্রহণ করিলেই কি তাহার উৎকৃষ্ট বস্তুটীকে আত্মসাৎ করা হয়? শব্দটী পরিত্যাগ করিয়া কি সে সম্প্রদায়ের প্রকৃত সদ্ভাব সকল আয়ত্ত করা যায় না? "পিতেশ্বর" "পুত্রেশ্বর" এবং "কপোতেশ্বর" এই শব্দ তিনটী ব্যবহার না করিয়া কি যীশুর ন্যায় বিশ্বাস ও নির্ভর ও প্রীতি উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করা যায় না? কালী দুর্গা প্রভৃতি নাম ব্যবহার না করিয়া কি ভক্তি ও নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা লাভ করা যায় না? আপনাকে রাধা ও ঈশ্বরকে কৃষ্ণ নাম না দিয়া কি প্রেমের নিগূঢ়তা অনুভব করা যায় না? যদি তাহা না হয় তবে মহা অনর্থের মূল স্বরূপ আচরণে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ কি?

নববিধানী ও ব্রাহ্ম।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভ অবধি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সম্প্রদায় নববিধান নামে একটী শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা যাহা কিছু বলিতেছেন বা করিতেছেন সে সমুদায় এই নববিধানের নামে করা হইতেছে। এ নববিধান বস্তুটা কি? ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে হঠাৎ কি নূতন ভাবের আবির্ভাব হইল? কোন নূতন সত্য প্রকাশিত হইল? কোন নূতন পন্থা আবিষ্কৃত হইল? এরূপ কি নূতন বস্তু পাওয়া গেল, যে জন্য এই বর্ষকে নববিধানের প্রারম্ভ বলিয়া গণনা করা হইতেছে? এইরূপ চিন্তা সাধন-পরায়ণ ও সরল ব্রাহ্ম মাত্রেরই মনে উদিত হইয়া থাকিবে। আমাদেরও মনে প্রথমে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল। আমরা নববিধানের সংকীর্ত্তন, নববিধান সঙ্গীত, নববিধানের উপদেশাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে কোন প্রকার নূতন ভাব, অর্থাৎ এই বর্ষের পূর্ব্বে শুনি নাই, এমন কোন ভাব দেখিতে পাইলাম না। নববিধানের শিষ্যগণ হয়ত বলিবেন, বর্ত্তমান বর্ষের পূর্ব্বে যে কাল অতীত হইয়াছে তাহা বিধানের গর্ভবাসের ন্যায় ছিল; সুতরাং সে সময়েও এই নবজাত শিশুর ভাবাঙ্গের লক্ষণ সকল পরিদৃশ্যমান ছিল, এক্ষণে সেই অবয়ব সকল পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। তবে দেখা যাউক কোন্ ভাব বিশেষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের নববিধানের কার্য্যপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দুইটী নূতন বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় (১ম) জগতের মহাপুরুষদিগের নিকট তীর্থযাত্রা (২য়) পরমেশ্বরকে মাতৃভাবে এবং কালী দুর্গা প্রভৃতি ভাবে দর্শন করা। এই উভয়েরই মূলে বোধ হয় একই উদ্দেশ্য নিহিত আছে। সে উদ্দেশ্যটী এই, যুগে যুগে এক এক জন মহাপুরুষ এবং এক এক সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করিয়া জগতকে যে সকল বিশেষ ভাব দিয়া গিয়াছেন, সে সমুদায় ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ বিধানের অন্তর্গত করিতে হইবে. কেশব বাবু বোধ হয় এইরূপ ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া থাকিবেন। এ ইচ্ছাটী যে অতি মহৎ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্রাহ্ম যদি অসংকোচে সকলের উৎকৃষ্ট বস্তুগুলি সংগ্রহ করিতে না পারেন, তিনি যদি স্বদেশ বিদেশ গণনা না করিয়া সকল দেশের সাধু ও সাধ্বী নরনারীর চরণে ভক্তিভাবে শিষ্যের ন্যায় বসিতে না পারেন, তিনি যদি উদারতার সহিত সকল সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করিতে না পারেন, আস্থার সহিত

সকল শাস্ত্র পাঠ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারিবেন না। ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি। সুতরাং কোন দেশের কোন ঈশ্বর পরায়ণ মহাত্মার প্রতি যদি আদর প্রদর্শন করা হয় তাহাতে আমরা আপত্তি করি না। ইহাও স্বীকার করি, যে জগতের ধার্ম্মিকদিগের এক এক জনের চরিত্রে যে যে বিশেষ সদ্‌গুণ আছে, যে কিছু বিশেষ সত্য শিক্ষা দিবার আছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এইরূপ শিক্ষা করিতে হইলে কিরূপ সাধনের প্রয়োজন? এক চৈতন্যের ন্যায় ব্যাকুলতা, বা পলের ন্যায় নির্ভর, বা পার্কারের ন্যায় অটল উৎসাহ শিক্ষা করিতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ ছয় বৎসর তাঁহাদেরই গ্রন্থ পাঠ, তাঁহাদেরই চরিত্র ধ্যান, ও সেই সকল সদ্‌গুণ প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। আমরা ২০ বৎসর ঈশার বিশ্বাস ও চৈতন্যের ভক্তির কথা শুনিয়া আসিতেছি, আমাদের কয়জন সেই পরিমাণে বিশ্বাসী বা ভক্ত হইয়াছেন? এরূপ স্থলে যদি এ সপ্তাহে ঈশা, পর সপ্তাহে মহম্মদ, তৎপর চৈতন্য, এইরূপে এক এক দিন এক এক সাধুর নিকট তীর্থযাত্রা করা হয়, তাহা হইলে বালকের ক্রীড়া বলিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। সাহিত্য-দর্পণ নামক সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রকার হাস্যরসের নিম্নলিখিত উদাহরণটী দিয়াছেন:—

গুরোর্গিরঃ পঞ্চ দিনান্যধীতা,
বেদান্ত শাস্ত্রাণি দিন ত্রয়ঞ্চ।
অমী সমাঘ্রায় চ তর্ক বাদান্
সমাগতাঃ কুক্কুট মিশ্র পাদাঃ॥

কুক্কুট মিশ্র মহাশয় আসিতেছেন, ইহাঁর বিদ্যার কথা শুনুন, ইনি পাঁচ দিবস গুরুবচন পাঠ করিয়াছেন, তিনদিন বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবং তর্কশাস্ত্রের আঘ্রাণ মাত্র লইয়াছেন।

সেইরূপ যাঁহারা তিনদিন ঈশা, দুই দিন মহম্মদ, একদিন চৈতন্যের সহবাস করিয়া স্থায়ী উপকারের আশা করেন তাঁহাদিগকে কুক্কুট মিশ্রের সহিত তুলনা করা যায়।

ঈশ্বরের মাতৃভাব ও নূতন কথা নহে। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজে এরূপ মা মা ধ্বনি না উঠুক পরমেশ্বরকে জননীরূপে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনা বা সঙ্গীত অনেক হইয়াছে। "জননী সমান করেন পালন," "জগত জননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ" "জননীর কোলে বসে কেনরে অবোধ মন।" "মা যার আনন্দময়ী" ইত্যাদি বহুসংখ্যক সংগীতে মাতৃভাব বার বার প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অনেকবার তাঁহাকে বিশ্বমাতা বলিয়া বন্দনা করিয়াছি এবং এখনও করিয়া থাকি। বাস্তবিক জননীর স্তনে দুগ্ধ এবং জননীর অন্তরে নিঃস্বার্থ বাৎসল্য যিনি দিয়াছেন সেই, নিঃস্বার্থ করুণার আধারকে যদি মাতা বলিব না ত কাহাকে বলিব। সুতরাং এবিষয়ে নব বিধানের শিষ্যগণ কি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন জানি না। শক্তি, কালী প্রভৃতি শব্দে যে কেহ কেহ তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছেন, তাহাতে আমরা বিন্দুমাত্র ইষ্ট লাভ দেখি না বরং সমূহ অনিষ্টের আশঙ্কা দেখি। উক্ত শব্দ সকলের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লাভ কি? এমন কোন সম্প্রদায়ের কোনও প্রথা বা কোনও উক্তি নাই যাহার পাঁচ সাত প্রকার অর্থ আমরা ঘটাইতে পারি না। আমি মনের মত একটী অর্থ ঘটাইলাম বলিয়াই যে সেই অর্থে সেই প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং সেই অর্থটী গ্রহণ করিলেই যে তাহাদের অন্তর্গত মর্ম্ম গ্রহণ করা হইল তাহা কে বলিল? সুতরাং যাঁহারা আপনাদের মনের মত অর্থ ঘটাইয়া মনে করেন যে তাহাদের অন্তর্গত মহৎ ভাব সকল আত্মসাৎ করা হইতেছে তাঁহারা যে কিরূপ ভ্রান্ত সকলে বুঝিতে পারিবেন।

নববিধান ত ব্যাপারটা এই, এক্ষণে সরল পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে নব বিধান বলিয়া একটা ধুয়া তোলা হইল কেন? আমাদের অনুমানে বোধ হয়, যে কোন কারণে হউক আমাদের অপর পক্ষীয় বন্ধুগণ একটা নূতন কাণ্ড ও নূতন নাম করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহারা ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপন্থী নাম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যদি একটী নূতন নাম গ্রহণ করিতে বাস্তবিক ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ওরূপ নাম না লইয়া "নববিধানী" নাম লইলে ভাল হয়। ইহাতে অনেক প্রকার ইষ্ট ফল আছে। প্রথমতঃ তাহা হইলে আমাদিগের সহিত বিবাদের কারণ ঘুচিয়া যায়; কারণ তাঁহারা যতদিন ব্রাহ্মনামে আপনাদের পরিচয় দিবেন ততদিন ব্রাহ্মনামে তাঁহারা যাহা কিছু করিবেন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া সে সকল বিষয়ের দোষগুণ বিচার করিতে হইবে। কিন্তু যদি তাঁহারা ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আমাদের আর বিবাদ করিতে হইবে না। যদি বলেন তোমরা ব্রাহ্ম নাম পরিত্যাগ কর না কেন? তদুত্তরে আমরা বলি এ নামটী আমাদের নিকট অতি প্রিয়; এবং তাহা হইলে আমাদিগকে মিথ্যা অপরাধে এবং রাজা রামমোহন রায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির প্রতি অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে। আমরা তাহা পারি না। তাঁহারা নাকি ইতিপূর্ব্বেই ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগের বাসনা জানাইয়াছেন সুতরাং তাঁহাদিগেরই একার্য্য শোভা পায়।

দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করিলে তাঁহারাও অনেক ঘৃণা ও বিদ্বেষের হস্ত হইতে বাঁচিয়া যান। যতদিন তাঁহারা ব্রাহ্ম নাম রাখিবেন ততদিন তাঁহাদিগকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের "পিশাচ" "পিশাচী"দিগের (আমরা "ধর্ম্মতত্ত্বের" ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি) সহিত এক দলস্থ বলিয়া জগতের নিকট পরিচিত হইতে হইবে। আমরা, অসচ্চরিত্র, ব্যভিচারী ঈশ্বরবিরোধী, অবিশ্বাসী, অধার্ম্মিক (রবিবাসরীয় মিরার আমাদের যে সুখ্যাতি করিয়াছেন তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি) সুতরাং আমাদের সহিত এক দলস্থ হওয়া তাঁহাদের ন্যায় উদার, জিতেন্দ্রিয়, বিনীত, ভক্ত ও সাধক লোকের কর্ত্তব্য নয়। এ চিন্তা নিশ্চয় তাঁহাদের অন্তরে মধ্যে মধ্যে উঠিয়া থাকিবে। সুতরাং ব্রাহ্ম নামটী পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগকেও আর আমাদের প্রতি কটূক্তি করিতে হইবে না।

তৃতীয়তঃ তাঁহারা যদি নববিধানী নাম গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রিয় নব বিধানের নাম চিরস্মরণীয় হইবে, নতুবা ব্রাহ্মনাম থাকিলে এ বিধানের নাম কালে ব্রাহ্ম সমাজরূপ সাগরের তরঙ্গে বিলীন হইবে।

চতুর্থতঃ নববিধানী নাম গ্রহণ করিলে তাঁহাদের প্রিয় বিধানটী সর্ব্বদা শিষ্যগণের চক্ষের সমক্ষে থাকিবে। ইহার উন্নতি ও কল্যাণের জন্য তাঁহারা সকলেই সচেষ্ট হইবেন।

পঞ্চমতঃ নববিধানী নাম গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেনের কীর্ত্তি অক্ষয় থাকিবে। যতদিন তাঁহার দলস্থ লোকেরা ব্রাহ্মনাম রক্ষা করিবেন, ততদিন ইতিবৃত্তে তিনি ব্রাহ্মসমাজের অপর পাঁচজন নেতার মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইবেন। রামমোহন রায়, কিম্বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ন্যায় তিনিও একজন বলিয়া গণ্য হইবেন। ইহা ত মহাপুরুষের যোগ্য নয়। জগতের মহাপুরুষগণ সকলেই এক এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্ট কি পাঁচজন নেতার মধ্যে একজন ছিলেন। মহম্মদ কি দশজন নেতার মধ্যে একজন ছিলেন? চৈতন্য বা নানক কি পর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন? পরের পথে থাকিলে মহাপুরুষের মহত্ত্বের হানি হয়। যিনি পরের পথে থাকেন তিনি মহাপুরুষ নন। এমন কি রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, কবীর, ওয়েসলি জর্জ ফক্স প্রভৃতি ছোট ছোট মহাপুরুষগণও নূতন নূতন পথের আবিষ্কার ও নূতন নূতন নামের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। শিষ্যগণ যদি কেশব বাবুর নাম অক্ষয় ও চিরস্থায়ী করিতে চান, তাহা হইলে নব বিধানী নাম গ্রহণ করা সর্ব্বাংশে কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইতিবৃত্তে লিখিত হইবে যে "বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এক অপ্রতিম তেজস্বী পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি প্রথমে নিজ অলৌকিক ধর্ম্মোৎসাহের সহিত কিয়ৎকাল ব্রাহ্ম সমাজের সেবা করেন তৎপরে নিজে নব বিধান নামে এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া যান" আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলিতেছি তাঁহার এরূপ কীর্ত্তি থাকে তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। আমরাও তাহা হইলে নূতন নামানুসারে তাঁহাদিগকে নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিব। অর্থাৎ তাঁহাদের সম্প্রদায়কে নববিধানী সম্প্রদায়, তাঁহাদের সমাজকে নববিধানী সমাজ, তাঁহাদের প্রচারকদিগকে নববিধানী প্রচারক, তাঁহাদের সভ্যদিগকে নববিধানী শিষ্য বলিয়া বর্ণন করিব। তাঁহাদের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব প্রদর্শন করিতে ত্রুটী করিব না; তাঁহারা যাহা কিছু করিবেন অপরাপর সম্প্রদায়ের কার্য্যের ন্যায় সাদরে সমালোচনা করিব। নব বিধানের শিষ্যগণ স্থির চিত্তে আমাদের প্রস্তাবটী বিচার করুন এইমাত্র আমাদের অনুরোধ।

জীবন্ত ধর্ম্ম।

সচরাচর জ্ঞান উপার্জ্জনের দুইটী উপায় দৃষ্ট হয়। একটী, শাখা প্রশাখা অবলম্বন করিয়া মূলের জ্ঞান সংলাভ ও অপরটী মূল অবলম্বন করিয়া শাখা প্রশাখার পরিচয় প্রাপ্তি। একটী অনধিবাসিত নূতন দ্বীপে উপস্থিত হইয়া, অধিবাসিত প্রদেশের ধান্য কি গোধূম ক্ষেত্রের ন্যায় এক খানি পরিপক্ক ধান্য বা গোধূম ক্ষেত্র দর্শনে তথায় মানবাস্তিত্ব নির্ণয় করা, প্রথমোক্ত উপায় সংসিদ্ধ। কিন্তু প্রথমে মনুষ্যের সাক্ষাৎ লাভের পরে ঐ ক্ষেত্রকে মনুষ্যের হস্ত কর্ষিত বলিয়া অবধারণ, শেষোক্ত উপায়ের ফল। এখানে একটী ন্যূনাধিক সংশয় জালে সমাচ্ছন্ন ও অপরটী পূর্ণ পরিষ্কৃত পন্থা। এস্থলে প্রথম সিদ্ধান্তটী অভ্রান্ত বলিয়া নিশ্চয় গ্রহণ যোগ্য নয়, কিন্তু শেষটী অভ্রান্ত। এইরূপ স্থানে শেষ উপায় নিঃসৃত মনুষ্যের অস্তিত্ব ও কার্য্যের বিশ্বাসকে নিশ্চিত ও জীবন্ত বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমোক্ত উপায় নিঃসৃত ঐ বিশ্বাসকে এস্থলে সন্দিগ্ধ বা মৃত বিশ্বাস বলা যায়।

জীবন্ত ধর্ম্মের অর্থ জীবন্ত ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস। কথাটী অতি গুরুতর, কিন্তু গুরুতর হইলেও ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জল যখন এতদ্ভিন্ন অন্যত্র পাইবার উপায় নাই, তখন উহা কদাচ পরিত্যাজ্য নয়। মানবাত্মার অনন্ত জীবন পথের একমাত্র পাথেয় যে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম, কঠিন বা গুরুতর বলিয়া তাহার অনুসরণে নিরস্ত থাকা অপেক্ষা মূঢ়তা কি হইতে পারে?

পৃথিবীতে সাধারণ্যে, যে ধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত হইয়া আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে জীবন্ত ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না বলিতে কি এখনও ইহার আলোকময় দ্বার উদ্ঘাটিত ও উন্মুক্ত হয় নাই। আবহমান কাল প্রচলিত ধর্ম্মকে সাধারণতঃ দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পৌরহিত ধর্ম্ম ও দার্শনিক ধর্ম্ম। প্রথমটীর ভিত্তি ধর্ম্ম গ্রন্থ ও পুরহিতবর্গের উপদেশ ধর্ম্মগ্রন্থ উপলক্ষ মাত্র, তদ্ব্যাখ্যাতা পুরহিতদিগের উপদেশই মূল. এই জন্যই ইহাকে পৌরহিত ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়টীর ভিত্তি মৃত বিশ্বাস। অর্থাৎ জগৎ কার্য্যবৈচিত্র পর্য্যবেক্ষণ ও সমালোচনরূপ শাখা প্রশাখাদি অবলম্বন করিয়া, তদীয় স্রষ্টার অস্তিত্বের বিশ্বাসের উপর এই ধর্ম্মের মূল পরিবদ্ধ। এই ধর্ম্ম যতই মনুষ্যের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় দিউক না কেন, যতই প্রধান হইতে প্রধানতম মনুষ্য ইহার সেবক হউন না কেন, যতই বহু বিস্তৃত স্থানে ইহার ব্যাপ্তি হউক না কেন, মনুষ্যেরা ইহাকে যতই আদর করুন না কেন, ইহার মূলে যতই যুক্তি এবং তর্ক থাকুক না কেন, যে ধর্ম্মের আভাস মাত্রে মানুষ সমস্ত তর্ক যুক্তি এবং উপায় ভুলিয়া গিয়া কেবল সর্ব্বত্র জ্বলন্ত জীবন্ত বিশ্বাসের কথা প্রচার করে; নিশ্চিত ফল লাভের আশা নিজ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে, যে ধর্ম্মগ্রাহীর মুখমণ্ডলে আত্মস্থ পরম পবিত্র পুণ্যময়ের সুবিমল পুণ্য জ্যোতিঃ সতত দেদীপ্যমান থাকে, যে ধর্ম্ম প্রকৃত মুক্তির শ্রেষ্ঠ দ্বার, ইহাকে কখনই সেই ধর্ম্মের সমুচ্চ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে না। সেই ধর্ম্মের স্থান কেবল জীবন্ত ধর্ম্ম দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে সমধিকৃত রহিয়াছে। জীবন্ত ধর্ম্মের মূল জীবন্ত বিশ্বাস। অগ্নির দাহন ক্রিয়া দর্শনে তাহাতে তাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাসও সেই বিশ্বাস নয়! কিন্তু অগ্নির সাক্ষাৎ সংস্পর্শ

দ্বারা তাঁহার বিষয়ে যে বিশ্বাস জন্মে তাহাই প্রকৃত জীবন্ত বিশ্বাস। এখানে যুক্তি, তর্ক, ভ্রম, প্রমাদ, সন্দেহ, উপায়, অনুপায়, কিছুরই অধিকার নাই। এখানে একের মর্ম্মাবধারণে বিশ্বের সমস্ত গূঢ় মর্ম্ম নখদর্পণে প্রতিভাত হইতে থাকে। সুতরাং অতি অল্পদর্শী ব্যক্তিও এ রাজ্য নিবাসী হইলে, সংসারের ভূয়োদর্শী পণ্ডিত মণ্ডলীর উপদেষ্টা বলিয়া গণ্য হন।

যাহারা অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ের অনুসন্ধানোপযোগী শেষবৎ সাধন অবলম্বন করিয়া অনন্ত অপার অনধিগম্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই প্রবঞ্চিত হয়। কিন্তু যাহারা পূর্ব্ববৎ সাধন দ্বারা স্বীয় অন্তরেই প্রকৃতির অঙ্গে সেই বিশ্বমূলাধার সর্ব্ব কারণ পরম দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাঁহারাই ধন্য।

নির্জীব বিশ্বাসীর ঈশ্বর কাষ্ঠবৈচিত্র দ্বারা উপলব্ধ অগ্নি সংলগ্ন হওয়াতে কাষ্ঠ দগ্ধ হইল, অতএব অগ্নি মধ্যে দাহ্য বিদ্যমান আছে। তাহাদের ঈশ্বরও এই ভাবেই উপলব্ধ। ইহাদের ঈশ্বর সম্মুখে, চতুষ্পার্শ্বে কিন্তু ইহারা ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত নহে, ইহাদের প্রাণ ঈশ্বরকে আস্বাদন ও স্পর্শ করিতেছে না, অথবা আপনাকে তাঁহা দ্বারা প্রাণ বিশিষ্ট বা জীবিত মনে করে না। কেন না, ঈশ্বর যে ভদ্রাভদ্র, ক্ষুদ্র বৃহৎ বাল বৃদ্ধ অভেদে মানব অন্তরে সর্ব্বদা প্রকাশিত আছেন, তাহার তত্ত্ব তাহারা ভুলিয়া গিয়া, প্রথমে তাঁহা দ্বারা লব্ধজ্ঞান বা চক্ষুষ্মান্ না হইয়া, অন্ধ পুত্তলির ন্যায় আপনাদের শক্তি পরিমিত বল দ্বারা মহা সমুদ্র সিঞ্চন করিয়া রত্ন লাভে প্রয়াসী হয়। সুতরাং তাহাদের ঈশ্বর অদৃষ্টকল্পনার বিষয় মাত্র। নাস্তিক যখন কঠিন যুক্তি তর্ক দ্বারা বলে ঈশ্বর নাই, তখন তাহারা কম্পিত ও অধীর হয় এবং সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান হইতে থাকে। কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারে না, মূঢ়! কি বলিস্! এই যে ঈশ্বর! এই যে তোর এবং আমার প্রাণে সমভাবে প্রজ্বলিত, অগ্নিতে ডুবিয়া আছিস্ শরীর দগ্ধ হইতেছে, তথাপি বলিস্ উত্তাপ নাই! সতর্ক হ। সাবধান হ। এই বিশ্বাস এবং সাহসের কথা তাহারা বলিতে পারে না। বলিতে গেলেও বিবেক কণ্ঠরোধ করে। কেননা তাহাদের পক্ষে এ বাক্য মিথ্যা। বলপূর্ব্বক বলিলেও সে বাক্য অন্তর্বাক্যের প্রতিধ্বনি হয় বলিয়া অসার তৃণ জ্বালিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বহির্গমন মুহূর্ত্তেই নির্ব্বাপিত এবং তেজ ও জ্যোতিঃ শূন্য হইয়া অসারতা প্রচার করে। তাহারা এই সকল জীবন্ত বিশ্বাসের অভাবে দর্শনের সূত্র সকল অনুসন্ধান করে এবং বিপক্ষকে তদনুমোদিত মৃত বাক্যাবলী দ্বারা পরাজিত করিতে গিয়া সর্ব্বদাই অকৃতকার্য্য হয়। মৃতের দেহে প্রাণ দিতে পারে না। মৃতপ্রায় নাস্তিক তাহাদের নিকট হইতে প্রাণ পাইয়া ফিরে যাইতে পারে না বরং সন্দেহ ও নাস্তিকতার তরঙ্গ বর্দ্ধিত করিয়া বিষণ্ণ ও নিরাশভাবে ফিরিয়া যায়। কিন্তু জীবন্ত ধর্ম্মের অনল যাঁহাদের মনে প্রজ্বলিত, তাঁহারা এই রূপ নন্। এই বিশাল জগৎ চিহ্ন অনন্ত আকাশে পট হইতে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিলেও তাঁহাদের বিশ্বাস হীনতেজ হয় না। বরং নির্ব্বাত অন্ধকার গর্ভে যেমন অগ্নি নিষ্কম্প ও নির্ধূম হইয়া আরও উজ্জ্বলতম হয় ইহাতে তাঁহাদের বিশ্বাসও তদ্রূপ হয়। ইহাঁরা নাস্তিক ও পাষণ্ডদিগকে দমন করিতে দর্শন শাস্ত্রের গাত্রোদ্ঘাটন করেন না, কিন্তু ইহাঁদের সরল জীবন্ত বিশ্বাস পূর্ণবাক্য সহস্র বজ্র রবে তাহাদের কর্ণকুহরকে পরিপূর্ণ করে। সেই রবে মরুভূমিতে নদী প্রবাহিত হয়, অনন্ত যুগের মৃতও প্রাণ পাইয়া জীবিত হয়। হৃদয়ের চির রুদ্ধ দ্বার সকল খুলিয়া যায়, অন্তর চক্ষু বিকসিত হয়। সুতরাং ইহারাই কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। ইহাঁরাই ধন্য। ইহাঁরাই প্রকৃত ধার্ম্মিক ও ভক্ত। ইহাঁরা শাখা চর নহেন কিন্তু মূল প্রবিষ্ট, প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ এবং জ্ঞানী। ইহাঁরা আপনাদের গভীর অভ্যন্তরে অতি শৈশব কাল হইতেই যে জগৎভেদী শাসন, মঙ্গল ও সদুপদেশ পূর্ণ গম্ভীর স্বর প্রতিনিয়ত শুনিতে পান কিম্বা সর্ব্ব রক্ষিণী, সর্ব্ব উচ্চ সুবিচার ও জ্যোতির্ম্ময়ী বৃহতী শক্তি দেখিতে পান, তাহারই প্রতি তাঁহারা স্থির কর্ণে স্থির দৃষ্টিতে দৃঢ়রূপে অবস্থিতি করেন এবং অপেক্ষা করিয়া থাকেন। কালে জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধি সহকারে এক যুগান্তর ঘটিয়া উঠে। তখন তাঁহারা দেখেন আপনাদের দয়া, প্রেম, ন্যায় ও পবিত্রতা প্রভৃতির উৎস সেই শৈশবপরিচিত একমাত্র মহতী শক্তি। সেই একমাত্র দেবই জীবন্ত উপদেশরূপে তাঁহাদিগকে এই সকল শিক্ষা প্রদান করিতেছেন; আরও দেখিতে পান সেই স্বর শ্রবণ বা সেই শক্তি অনুভূতির ক্ষমতাই তাঁহাদিগকে মানব নামে পরিচিত করিতেছে। যখন অস্ফুট জ্ঞান জনিত প্রদোষ ধ্বান্ত অন্তর্হিত হইয়া নির্ম্মল জ্ঞান ও বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়কে সমুজ্জ্বল করে, তখন সেই নির্ম্মল জ্যোতি রাশির মধ্যে সেই অনন্ত শক্তির আধার, সেই গম্ভীর বক্তা, পবিত্র নির্ম্মল সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে তাঁহারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক্ ও স্তম্ভিত হন। এইরূপে তাঁহারা আত্মাভ্যন্তরে স্বপ্রকাশ পরমাত্মার সহিত পরিচিত ও তাঁহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া বহির্জ্জগতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তাঁহাদের পবিত্র দৃষ্টি আত্মার পুণ্যময়কে অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখিতে পায়। পরমাণু হইতে গ্রহ তারা সকলেরই প্রাণরূপে দেখিতে পায়। তখন তিনিই তাঁহাদের পান, আহার ও শ্রবণ মননের একমাত্র বিষয় হন। বিপদে বন্ধু তিনি, প্রলোভনে শাস্তা তিনি, পরীক্ষায় রক্ষক তিনি, তিনিই জননী এবং জনক রূপে তখন তাঁহাদের নিকট প্রতিভাত হন। তাঁহাদের প্রার্থনা বাক্য অন্তরের গভীর ব্যাকুলতারই বহিরাকৃতিমাত্র হয়। তাঁহাদের উপাসনা আরাধনাও অন্যবিধ। তাঁহাদের উপাসনা জ্বলন্ত, জীবন্ত এবং গভীর। পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎরূপে ভক্তি ও প্রেম বিমিশ্রিত গভীর আধ্যাত্মিক আলাপই সেই উপাসনা। যখন তাঁহাদের আত্মার অভ্যন্তরস্থ গভীর নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানে সেই আলাপ সংরুদ্ধ হয়, তখন জগৎ ও আত্মস্মৃতি ক্রমে বিলোপ হয়। সেই অবস্থায় সেই অনন্ত অনধিগম্য মহাপুরুষকে তাঁহারা অধ্যয়ন করিতে থাকেন। সেই গভীর

অধ্যয়নই তাঁহাদের জীবন্ত আরাধনা। সেই আরাধনা করিতে করিতে যখন সেই অনন্ত মহিমার্ণবের ভাবতরঙ্গে ভাসমান হন, তখন নিস্পন্দ ও নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল সেই অনন্ত ভগবানের পূর্ণ পবিত্র গম্ভীর অনুভূতিতে নিমগ্ন থাকেন, এবং তাঁহাতে প্রোথিত হইয়া যান। ইহাই তাঁহাদের জীবন্ত অনন্ত ধ্যান বা সমাধি। কিন্তু অনন্ত অনধিগম্য অপার মহিমাসিন্ধু পরমেশ্বরে যতই নিমগ্ন হন, যতই সমাহিত হন, ততই ক্ষুধা ও পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেই গম্ভীর ক্ষুৎপিপাসাই তাঁহাদের প্রার্থনা। নচেৎ সাড়ম্বর উপাসনা, অসার বর্ণনাময় আরাধনা ও নিষ্ফল প্রার্থনা দ্বারা মৃতবিশ্বাসী এবং মৃত ধর্ম্মে দীক্ষিত জনগণের ন্যায় তাঁহারা কখনও শুষ্ক অবিশ্বাস ও সন্দেহ প্রচার করেন না। তাঁহাদের চরিত্র সেই পরমাত্মার নির্ম্মল জ্যোতিঃ দ্বারা গঠিত হয়। তাঁহারা তাঁহারই মধ্য দিয়া তাঁহাতেই অনুপ্রাণিত ও জীবন্ত হইয়া এই জগৎকে দেখিতে থাকেন। তাঁহারই আদেশে সমস্ত কর্ত্তব্য সাধন করেন। তিনি নিত্যগুরু ও বন্ধুরূপে তাঁহাদের অন্তরে জীবন্তভাবে বিরাজিত। সুতরাং ইঁহারাই প্রকৃত সাধু নামে খ্যাত হইতে পারেন। ইঁহাদের অমায়িক, সরল, বিনীত ও নিরপেক্ষ নিঃস্বার্থ মধুময় ব্যবহার প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বর্গের সৌরভ ও স্বর্গের আভাস বিকীর্ণ করিতে থাকে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই জীবন্ত ধর্ম্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত। ধন্য সেই জীবন্ত ব্রহ্মকে। ধন্য সেই মহান্ আনন্দময় জীবন্ত জাগ্রত সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষকে। তিনি এই জীবন্ত জাগ্রত ধর্ম্মের সুধাময় স্রোতে বিশ্বভুবন প্লাবিত করুন। জগৎবাসী স্বর্গবাসী হউক।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত বিশেষ অধিবেশনে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হন। কেহ কেহ বলিতেছেন এই নিয়োগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ২৮ সংখ্যক নিয়মানুযায়ী হয় নাই। ২৪ জন ব্রাহ্ম এই বিষয় বিবেচনার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ সভা আহ্বান করিবার জন্য সম্পাদকের নিকট আবেদন করিয়াছেন। আগামী ২রা নবেম্বর মঙ্গলবার ৩টার সময় ১৩ নম্বর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে সেই সভার অধিবেশন হইবে।

ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরিতে ১০০ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই দানের জন্য ডাক্তার রায়কে ধন্যবাদ দি। উপযুক্ত অর্থাভাবে লাইব্রেরিটী আশানুরূপ গঠিত হইতেছে না। ব্রাহ্মগণ লাইব্রেরির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ইহার অভাব অনেক পরিমাণে দূর হইতে পারে।

রংপুরের অন্তর্গত কুড়িগ্রাম হইতে বাবু রজনীকান্ত মৈত্র লিখিয়াছেন, আচার্য্য বাবু হরনাথ দাস এবং সম্পাদক বাবু জানকীনাথ দত্তের অনুপস্থিতিতে ডাক ওবারশিয়ার বাবু হরিপ্রসাদ দাস আর দুইটী ভ্রাতার সহিত ব্রাহ্মসমাজ গৃহে শারদীয় উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সমাজগৃহটী সুসজ্জিত করা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় সঙ্গীত ও উপাসনা হইয়াছিল।

কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। উৎসবের কার্য্যবিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল ;—

'গত শুক্রবার রাত্রে সমাজগৃহে উদ্বোধন স্বরূপ উপাসনা হয়। শনিবার সাম্বৎসরিক উৎসব হয়। প্রাতে যে উপাসনা হয়, তাহাতে "সকল প্রকার উৎসব অপেক্ষা ব্রহ্মোৎসবের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে উপদেশ হয়। তৎপরে উৎসাহের সহিত নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। অপরাহ্নে প্রায় ৩০০ দরিদ্রকে বস্ত্র ও পয়সা বিতরণ করা হয়। রাত্রের উপাসনায় "সংসারে এমন কি আছে, যাহা ঈশ্বর প্রেম হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করিতে পারে?" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। রবিবার প্রাতে উপাসনা এবং পাপ ও তাহার দণ্ড এই বিষয়ে উপদেশ হয়।' রবিবার রাত্রে স্থানীয় ব্রাহ্মেরা উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কুমারখালী হইতে হিলিবাটে গমন করিয়া তথায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চাঁদমোহন মৈত্র মহাশয়ের বাটীতে উপাসনাদি করিয়া দুইদিন অতিবাহিত করেন। এখন তিনি সৈয়দপুর গিয়াছেন তথা হইতে শিলিগুড়ি গমন করিবেন।

কলিকাতা নগরে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের অবস্থান ও শিক্ষার জন্য একটি বাসস্থানের অভাব বহুদিন হইতে উপলব্ধি হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা এই অভাব দূর করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ৬ বৎসর হইতে ১২ বৎসরের বালক ও ১৬ বৎসরের বালিকা এই স্থানে অবস্থান করিতে পারিবে। আপাততঃ ২০ টি বালক বালিকা হইলেই বোর্ডিং স্কুল খোলা হইবে। প্রত্যেকের জন্য বিছানা কাপড় ও পুস্তক প্রভৃতি ব্যতীত মাসিক খরচ ১০ টাকার অধিক হইবে না। দুইজন ব্রাহ্ম শিক্ষয়িত্রী ও একজন ব্রাহ্ম শিক্ষক ইহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবেন। এই প্রস্তাবিত বোর্ডিং স্কুলের বিস্তারিত বিবরণ পত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিসে পত্র লিখিলে পাওয়া যাইবে। আশা করি ব্রাহ্মগণ এই সুযোগের ফল গ্রহণ করিতে অবহেলা করিবেন না।

দেশের দুঃখ ও দুর্গতির সীমা নাই। ব্রাহ্মগণ যে দিকে দৃষ্টি না করিলে গুরুতর কর্ত্তব্য লঙ্ঘনের অপরাধী হইবেন। নানা প্রকার সদনুষ্ঠানের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভা একটি স্বতন্ত্র সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্যই তাহার সভ্য হইতে পারিবেন। ব্রাহ্ম সমাজের অনেক সভ্য আছেন যাঁহারা সৎকার্য্য করিতে অত্যন্ত উৎসাহী কিন্তু সুবিধা ও শৃঙ্খলার অভাবে তাহাদিগের সদিচ্ছা হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, সভা নিয়ম করিয়াছেন ইহার প্রত্যেক

সভ্যকেই কিছু না কিছু কাজ করিতে হইবে। আশা করি এই সভা সংস্থাপনের সংবাদ শুনিয়া সকলেই সুখী হইবেন। আগামী ৭ই নবেম্বর রবিবার ৩ ঘটিকার সময় এই নব প্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রথম অধিবেশন হইবে। এই সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী সেই অধিবেশনে বিবৃত হইবে।

সংবাদসার।

রুসিয়ার নিহিলিষ্টদিগের প্রতি যে ঘোরতর অত্যাচার চলিতেছিল, তাহা আপাততঃ স্থগিত হইয়াছে। কিন্তু সেণ্ট পিটর্সবর্গের ছাত্রদিগের মধ্যে আর একটী সাংক্রামিক রোগ দেখা দিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে আত্মহত্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই আত্মহত্যার সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, যে গবর্ণমেণ্টকে সেজন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। রুসিয়ার ছাত্রদিগের মধ্যেই অনেকে নাস্তিক নিহিলিষ্ট দলভুক্ত ছিল। ইহারা যে সকল আশা করিয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা ভগ্ন হওয়াতে ইহাদের অনেকের হৃদয় বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকিবে এবং ভগ্ন হৃদয়ই অনেকের আত্মহত্যার কারণ হইবে। ইউরোপে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৬০০০০ হাজার লোক আত্মহত্যা করে। যে যে দেশে নাস্তিকতা প্রবল সেই সেই দেশে আত্মহত্যা অধিক হইয়া থাকে।

আমেরিকা এক বিচিত্র দেশ। তথায় নিত্য নূতন নূতন ব্যাপার শুনিতে পাওয়া যায়। কিছুদিন হইল এক ব্যক্তি এই কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে আগামী নবেম্বর মাসে সমুদায় পৃথিবী আবার জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইবে। তাহার এ বিশ্বাস এত প্রবল যে সে ব্যক্তি এতদর্থ নোয়ার ন্যায় একটী জাহাজ প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতে ৫০ জন লোক ৪০ দিন ৭০ রাত্রি বাস করিতে পারিবে এরূপ আয়োজন করা হইবে।

ইংলণ্ডের ধর্ম্মসমাজ রাজার অধীন। কিন্তু আমেরিকায় সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সমান অধিকার। ধর্ম্ম বিষয়ে এরূপ স্বাধীনতা ও উদারতার কিরূপ সুফল ফলিয়া থাকে তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিম্নলিখিত বিবরণটী পাঠ করুন। ফিলাডেলফিয়া সহরে ২৪৭ টী গির্জ্জা নিউইয়র্কে ৩২৬, ব্রুকলিন সহরে ২৩০ টী। তিনটী সহরে এই, সমগ্র দেশে কত। প্রত্যেক সম্প্রদায় অবাধে আপনাপন বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিবার অধিকার পাওয়াতে ধর্ম্মপ্রচারের এত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এতগুলি গির্জ্জা নির্ম্মাণ ও তাহার আচার্য্য প্রভৃতির বেতনাদিতে কত ব্যয় হইতেছে তাহাও কল্পনা কর। এই ব্যয় প্রজারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বহন করিতেছে। স্বাধীনতা সকল দিকেই মানবের উন্নতির অনুকূল।

বিলাতে একটী সভা আছে, তাহার নাম (Conditional Immortality Association) কণ্ডিশনাল ইমর্টালিটি এসোসিয়েসন। মানবের আত্মা যে অমর তাহা এই সভার সভ্যগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে যাহারা যীশুকে পরিত্রাতা রূপে অবলম্বন করে তাহারাই অনন্ত জীবন লাভ করে, অন্যে করে না! এই মতাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের যে আবার একটী সভা আছে তাহা আমরা জানিতাম না। ইঁহারা ইতিমধ্যে ৮৩ হাজার পুস্তক পত্রিকাদি প্রচার করিয়াছেন।

প্রেরিত।

ঢাকা—১৪ ই আশ্বিন। ১৮০২ শকঃ।

ব্রাহ্মবন্ধুগণ! আজি আবার আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি, আপনারা আমার বিনীত আহ্বানে উত্তর দান করুন।

ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য আপনারা দায়ী আমি সময়ে সময়ে আপনাদিগকে আহ্বান করিয়া সেই দায়িত্বের কথা কহিয়া থাকি। আপনারা একবার স্ব স্ব দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, নিরাকার নিরঞ্জন মঙ্গলময় একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের পূজা করা এবং সেই ব্রহ্ম পূজা প্রচার করা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা অথবা পূজা।

এই ভারতবর্ষে আর্য্য মহর্ষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে ব্রহ্মপূজা প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মপূজা ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ নাই, এই মত সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে আর্য্যস্বাধীনতা তিরোহিত হইল। মহর্ষিদিগের আশ্রম সকলও শূন্য হইয়া গেল। অজ্ঞানান্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। এই সময়ে জ্ঞানহীন লোকে ব্রহ্মপূজার মর্ম্ম ধারণা করিতে সক্ষম হইল না। অমনি ধর্ম্মশাস্ত্রের একস্থানে লিখিত হইল যে, "উপাসকানাং কার্য্যার্থে ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।" উপাসকদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিবে। প্রথমে কোন প্রতিমার সৃষ্টি হয় নাই। ব্রহ্মের এক একটী স্বরূপকে এক এক দেবতা কল্পনা করিয়া তাঁহার ধ্যান ও পূজা রচনা করা হইল। ক্রমে সেই ধ্যান প্রতিমায় পরিণত হইল। এখন সমস্ত আর্য্যসন্তান ব্রহ্মপূজা ত্যাগ করিয়া কেবল প্রতিমা পূজায় নিযুক্ত হইয়াছেন। শাস্ত্র সকল পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন ব্রহ্মপূজা ভিন্ন মুক্তি হয় না প্রতিমা পূজা অজ্ঞানীদের জন্য। লোকে আর শাস্ত্রের শাসন মানিতেছে না। কারণ ব্রহ্মপূজায় পরিশ্রম আছে তপস্যা আছে। প্রতিমা পূজা অতি সহজ। এইরূপে আর্য্যদিগের ব্রহ্মপূজাকে দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী রাধা কৃষ্ণ প্রভৃতি পুত্তলিকাগণ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রহ্মপূজা প্রচারের আর একটী প্রতিবন্ধক জাতিভেদ। সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে পূজা করিলে জাতিভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং জাতিভেদ থাকিলে ব্রহ্ম পূজার বিঘ্ন হইবেই হইবে।

পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ মনুষ্য জাতির অধিকার সঙ্কীর্ণ করিয়া ব্রহ্মপূজা নষ্ট করিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের ঘোর

অত্যাচারের সময় মহাত্মা শাক্যসিংহ ভারতের মানবজাতির সমতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা কৌশল করিয়া শাক্য সিংহকে একটী অবতার মধ্যে গণ্য করিল. শাক্যসিংহের শিষ্যগণ ক্রমে ব্রাহ্মণদিগের কৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন।

বৌদ্ধগণ ব্রহ্মপূজা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। এজন্য আর্য্যগণ তাহাদিগকে নাস্তিক মনে করিলেন। এই সময়ে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য স্বীয় তর্কবলে বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে পরাস্ত করিলেন। অবশিষ্ট বৌদ্ধ ও জৈনগণ হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত হইয়া গেল। যাহারা হিন্দুসমাজের সহিত ঘনিষ্টতা রক্ষা করিল না, তাহারা ভারত হইতে দূরীভূত হইয়া সিংহল চীন প্রভৃতি দেশে গমন করিল।

পঞ্জাব প্রদেশে মহাত্মা নানক, জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মপূজা প্রচার করিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত নানকের ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ছিল, কিন্তু যে অবধি গুরু গোবিন্দ শক্তি উপাসনার জন্য দুর্গা কালী নাম গ্রহণ করিলেন, অমনি শিষ্যদিগের দৃঢ়তা শিথিল হইয়া পড়িল। এখন শিখদিগের মধ্যে অধিকাংশই পৌত্তলিক এবং জাতিভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন।

মহাত্মা চৈতন্য জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া এক হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা ছিল এজন্য চৈতন্যের শিষ্যগণ এখন জাতিভেদ স্বীকার করিতেছেন।

আরও কয়েকবার ব্রহ্মপূজা প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের গ্রাসে প্রবেশ করিয়াছে। অবশেষে মহাত্মা রাম মোহন রায় মহাশয় ব্রহ্মপূজা প্রচার করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।

অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে ব্রাহ্মসমাজে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ প্রবেশ করিতেছে। এখন সাবধান না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মও যে পৌত্তলিকতায় পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি ঢাকাতে কেশব বাবুর শিষ্যগণ দুর্গা কালী প্রভৃতি পৌত্তলিক নামে নগরকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ভক্তিভাবে দুর্গা কালী বলিলে পরিত্রাণ হয়। সুতরাং এই সকল নাম ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে লোকে ব্রহ্ম পূজা ভুলিয়া পৌত্তলিক হইবে সন্দেহ নাই। দুর্গা কালী বলিলে দশভুজা দুর্গা চতুর্ভুজা কালীই বুঝাইবে। তাঁহারা উপাসনার সময় ব্রহ্মের বসিবার জন্য এক খানি আসন পাতিয়া রাখেন। (ইহা আমি শুনিয়াছি)। রঙ্গপুর সদ্যঃপুষ্করিণীস্থ এক জন কেশব বাবুর শিষ্য, এক জন সচ্চরিত্র মুসলমান ব্রাহ্মকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। কারণ তাহাতে কেশব বাবুর মত নাই। মুসলমানের সহিত আহার ব্যবহার করিলে হিন্দুরা বিরক্ত হয় এবং সাত্বিক ভাব থাকে না।

কেশব বাবু নিজেও দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতীর ব্যাখ্যা করিতেছেন। সম্প্রতি ধর্ম্মতত্ত্বে অবতারের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। কেশব বাবু এবং তাঁহার শিষ্যগণ ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যদিও কেশব বাবু নানাপ্রকার ব্যাখ্যা করেন তথাপি পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের সহিত ঘনিষ্টতা করাতে অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও ব্রহ্মপূজা, পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের গ্রাসে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা।

কেশব বাবু নূতন বিধান বলিয়া যাহা প্রচার করিতেছেন তাহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। যাহা কখনও কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রচারিত হয় নাই তাহাই নূতন। প্রাচীন মহর্ষিগণ এবং পূর্ব্বাবধি ব্রাহ্মসমাজেও জ্ঞান যোগ ভক্তিযোগ কর্ম্ম যোগ একত্র সাধন করিতেছে। কেশব বাবু সে গুলিকেই নাড়াচাড়া করিতেছেন, অথচ নূতন বিধান বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছেন।

ব্রাহ্মবন্ধুগণ! যাহাতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের, মধ্যে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদ প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য আপনারা বিশেষ সতর্ক হউন। এখন নীরব থাকিলে ইহার পর অনুতাপ করিতে হইবে।

যদি ব্রাহ্মগণ দুর্গা কালী রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম অর্চ্চনা করেন তবে পৌত্তলিকদিগের অপরাধ কি? তাঁহারাও বলেন যে, তাঁহারাও ব্রহ্মের পূজা করেন, কেবল প্রতিমাখানি সম্মুখে রাখেন।

মনুষ্য যতই বড় হউক না কেন, সে কখনই ঈশ্বরের অবতার হইতে পারে না। ঈশ্বর অনন্ত অসীম, মনুষ্য পরিমিত ক্ষুদ্র কীট। বিশেষতঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর স্বয়ং অক্ষম হইয়া মনুষ্যের আশ্রয় ও সাহায্য গ্রহণ করিবেন ইহা অতি অদ্ভুত মত। ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করা আর ঈশ্বরকে অস্বীকার করা একই কথা।

সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে কোন নির্দ্দিষ্ট আসনে স্থান দিলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্বে অস্বীকার করা হয়।

মুসলমান প্রভৃতি, হিন্দুদিগের অস্পৃশ্য জাতিকে ব্রাহ্ম করা হইবে না, ব্রাহ্ম হইলেও তাহার সঙ্গে আহার করা যাইবে না। এরূপ নিয়ম করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা হয় না। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃভাব বিনষ্ট হইয়া যায়।

সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার অসত্য দূর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীয় মহিমা বিস্তার করুক। আমরা যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথে সহায়তা করিতে পারি। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভবিষ্যতে কলঙ্কিত হইতে পারে এমন কোন কথা ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইতে দিব না। যত দিন জীবিত থাকিব ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিশুদ্ধ রাখিতে প্রাণপণে যত্ন করিব। "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতোধ্যানেন যদ্বর্ণিতং। স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাহখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া। ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতোযত্তীর্থ যাত্রাদিনা। ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎ কৃতং॥" রূপবর্জ্জিত যে তুমি তোমার ধ্যান দ্বারা আমি যে রূপ বর্ণনা করিয়াছি, আর তোমার যে অনির্ব্বচনীয়ত্ব তাহাকে স্তুতিবাদ দ্বারা নষ্ট করিয়াছি, পুনঃ তীর্থ যাত্রাদি দ্বারা যে, তোমার সর্ব্বব্যাপিত্বের

খণ্ডন করিয়াছি। হে জগদীশ! আমার অজ্ঞানতাকৃত এই তিন অপরাধ ক্ষমা কর।”

মহর্ষি বেদব্যাস নিরাকার ব্রহ্মকে সাকাররূপ বর্ণনা করিয়া অনুতাপ করিয়াছেন। ব্রাহ্মবন্ধুগণ! মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ঐ শ্লোকটী পাঠ করিয়া সাবধান হইবেন।

যাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এক মুহূর্ত্তকালও উদাসীন থাকা উচিত নহে। এখন একটী অসত্যকে প্রশ্রয় দিলে তাহাতেই তাঁহাদিগের ভাবিবংশধরদিগের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব বন্ধুগণ সাবধান হউন। ঈশ্বরের নিকট দিবানিশি প্রার্থনা করুন। যেন তিনি তাহার ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করুন।

নিবেদক,

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

৩০ সেপ্টেম্বর—১৮৮০।

বাবু শিবচন্দ্র দাস, ভবনীপুর	১৷০
,, গোবিন্দচন্দ্র বসু, কলিকাতা	৷০
,, প্যারীমোহন দাস, কালীঘাট	১৲
,, নকুড়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	৩৲
শ্রীমতী তরঙ্গিনী গুহ, ভবানীপুর	২৲
বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী, কলিকাতা	১৷০
,, তারকবন্ধু চক্রবর্ত্তী, মানিকগঞ্জ	৩৲
,, উপেন্দ্রনাথ পাল, কলিকাতা	৷৷০
,, হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জামালপুর	৩৲
,, প্রাণনাথ মল্লিক, শান্তিপুর	৫৲
,, কাশীনাথ রায়, কলিকাতা	২৷০
,, রাধাগোবিন্দ সাহা, কুমারখালি	১৷৷০
,, মধুসূদন রাও, কটক	৩৲
,, রাজচন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা	১৸/১০
,, দুর্গাদাস আচার্য্যচৌধুরী, জমীদার মুক্তাগাছা	৩৲
,, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	২৷০
,, অমৃতনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী মুক্তাগাছা	৩৲
,, গুরুদয়াল সিংহ, কুমিল্লা	২৷৷০
শ্রীমতী বসন্তকুমারী সেন, রাজনগর	৩৲
থিষ্টিক লাইব্রেরির সম্পাদক, ভবানীপুর	১৲

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২রা নবেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ১৩ নম্বর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এবং অপর ২৩ জন কর্ত্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব বিবেচিত হইবে।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদে নিয়োগ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ২৮ সংখ্যক নিয়ম বহির্ভূত হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের নিয়োগ রহিত করা হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু,

সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা	১০
জাতি ভেদ	৴১০
পরকাল	৴০
ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায়	৴০

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট
৩১ শ্রাবণ।
শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক বায়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভা, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা।
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, October 1880.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ১১ শ সংখ্যা। | ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩৲ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

যাহার অন্তরের বিশ্বাস প্রগাঢ় এবং যাহা কিছু সৎ তাহা কার্য্যে করিবার ইচ্ছা প্রবল, সেরূপ ব্যক্তি সম্ভ্রমের প্রয়াসী নয়; অথচ জগদীশ্বর সেরূপ লোককে দশজনের নিকট সম্ভ্রান্ত করিয়া থাকেন। যিনি একগুণ বলেন কিন্তু দশগুণ করেন; যাঁহার প্রবৃত্তির ত্রিসীমাতে প্রদর্শনের ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় না; নিজ প্রশংসার কথা হইলে যাঁহার মন লজ্জাবতী লতার ন্যায় স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত হইয়া যায়; এরূপ লোককে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা না দিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু আমাদের অনেকের প্রকৃতি এরূপ রাজসিক যে আমরা ঈশ্বরের কার্য্য করিতে গিয়া সুখ্যাতি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ি। বিশেষ সতর্কতা ও বিশেষ প্রার্থনাশীলতা ব্যতীত রাজসিক প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদিগের এরূপ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। বিন্দুমাত্র প্রদর্শনেচ্ছা অথবা প্রতিপত্তি লাভের বাসনা থাকিলে সে কার্য্য জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয় না। একথা যে কতদূর সত্য তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। নিজ প্রকৃতির ও নিজ কার্য্যের প্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি আছে, তাঁহারাই ইহা লক্ষ্য করিতে পারেন। আমাদের প্রকৃতি সে ধার্ম্মিকের অনুপযুক্ত, এবিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি? জগদীশ্বর কৃপা করিয়া রক্ষা কর, আমাদের সংকল্পের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত সাধুতা থাকে, আমাদিগকে এমন ধর্ম্মভাব প্রদান কর।

নববিধানী ভ্রাতারা কেন আমাদের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন? আমরা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একটী প্রার্থনা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন বিধান বিরোধীদিগের প্রতি তাঁহার আক্রোশ কত! অন্য সময় হইলে আমরা বোধ হয় কর্কশ কথা বলিতাম, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় বিরোধের উত্তেজনা অনেক প্রশান্ত হইয়াছে। মনে ভাবিতেছি, আমাদিগের দ্বারা তাঁহাদের সম্ভ্রমের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে; তাঁহাদের দলস্থ অনেক লোকের মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সুতরাং আমাদের প্রতি জাতক্রোধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহারাত বলিয়া থাকেন যে তাঁহাদেরই জয় হইতেছে, এবং আমরা ধর্ম্ম বিহীন, অভক্ত ও অবিশ্বাসী আমরা যে কিছু আয়োজন করিতেছি তাহার কিছুই থাকিবে না। যদি, তাহাই হয় তবে আমাদের প্রতি এত আক্রোশ কেন? ছি! এত রাগ কি ভাল দেখায়? এমন অভদ্র গালি কি দিতে আছে? ধর্ম্ম এত অন্যায় সহিবেন কেন? নববিধানী ভাই! ঈশ্বরের রাজ্য ত অনন্ত বিস্তীর্ণ; সকলেই নিজ নিজ সংস্কার ও বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিব; পরস্পরের ভ্রম পরস্পরে দেখাইব; ইহাতে আক্রোশ প্রকাশ করিলে অব্রাহ্মোচিত কার্য্য হয়। তোমরা বিশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছ, তোমাদের কার্য্য কলাপ সকলে দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন; আমরা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্রে নূতন লোক: ভক্তি বিশ্বাস অংশে আমরা নিতান্ত হীন, আমরা নিজেই পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট কাঁদিতেছি। আমরা লোকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারি আমাদের এরূপ গুণ অতি অল্পই আছে। একটী ভাবনা আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে এবং তাহার ভারেই সময়ে সময়ে মন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহা এই ধর্ম্ম পিপাসু আত্মাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণার বস্তু কেমনে দিব। এরূপ স্থলে যদি অধিক লোকের চিত্ত আমাদিগের দিকে আকৃষ্ট হয় নিশ্চয় জানিবে তাহা আমাদের গুণে নহে, কিন্তু আমরা সত্য পক্ষ অবলম্বন করিয়াছি সেই জন্য এবং তোমাদের কার্য্যে সকলে ত্রুটী দেখিতেছেন বলিয়া। তবে আমাদের প্রতি আক্রোশ কেন? নরাসুর নরপিশাচ প্রভৃতি কঠোর শব্দের ব্যবহার কেন? যে কথা শুনিলে ক্ষোভে চক্ষে জল আসে এমন নিদারুণ শব্দের প্রয়োগ কেন? সত্য বলিতেছি আমাদের ক্রোধ জন্মিতেছে না, প্রার্থনা করিতেই ইচ্ছা হইতেছে; অতএব প্রার্থনাই করা যাউক:—

"জগদীশ্বর! আমরা নিতান্ত হীন ও দুর্ব্বল তোমার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া আশ্রয় লইতেছি। প্রভো! যে উদার ধর্ম্মে তুমি দীক্ষিত করিয়াছ তাহার উদারতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা বড় কঠিন, তুমি এই কার্য্যে আমাদিগকে সমর্থ কর। আমরা এক দিকে যেমন কর্ত্তব্য বোধে অসত্য নিবারণ ও সত্য স্থাপনের চেষ্টা করিব অপরদিকে যেন উদার প্রীতি দ্বারা চালিত হইতে পারি। আমাদের দুর্ব্বল হৃদয়ে সহজেই প্রতি হিংসার ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। সে পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। জগদীশ! যাঁহাদিগকে চিরদিন ধর্ম্ম বন্ধু বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি এবং সত্যের ও বিশ্বাসের অনুরোধে যাঁহাদের সহিত বিরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছি তাঁহাদের কর্কশ কথা সহ্য করিবার শক্তি আমাদিগকে দাও। প্রভো! তাঁহাদিগের দ্বারা ব্রহ্মসমাজের কিছু অকল্যাণ হইবার

আশঙ্কা আছে তাহা হইতে সমাজকে রক্ষা কর। তাঁহাদিগকে ভ্রম ও কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিয়া সত্যপথে আনয়ন কর।

মিষ্টান্নের দোকানে বিষাক্ত ভৃঙ্গগুলি যখন বসিয়া থাকে; তাহাদের কত একাগ্রতা!! প্রহার করিলেও নড়ে না। তাহাদের উগ্র প্রকৃতির উগ্রতা তখন আর দৃষ্ট হয় না। প্রকৃত ঈশ্বরানুপ্রাণিত ধর্ম্মসমাজ যখন গঠিত হয়, তাহার এই ভাব। বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট নরনারীকে একত্র বাঁধিবার এই একমাত্র উপায়। দশ জন লোক যদি কোন সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাস্তবিক আস্বাদনের কোন বস্তু পায়, যদি পরমেশ্বরকে তাহারা সেখানে বাস্তবিক মধুরূপে অনুভব করে, তাহা হইলেই তাহারা আপনা আপনি একটী অপরটীর পার্শ্বে বসিয়া যায়। তখন তাড়াইলেও যাইতে চায় না। অনেকে ধর্ম্ম সমাজ বন্ধনের ও ধর্ম্ম প্রচারের এই গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করেন। কেহ ভাবেন বক্তৃতা দ্বারা লোক আকৃষ্ট হইবে, কেহ ভাবেন এক গুণ কার্য্যকে দশগুণ করিয়া বলিলে লোক আকৃষ্ট হইবে। এ সকল অল্পবিশ্বাসী লোকের চিন্তা। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যেন নিম্নলিখিত কথা গুলি প্রস্তরে লিখিয়া রাখেন——"যদি ঈশ্বরের শক্তি ও পবিত্রতা তোমাদের মধ্যে জাগ্রত রূপে বিরাজিত থাকে তবেই তোমরা লোকদিগকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিবে।"

লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে অশ্বতরী গর্ভধারণ করিলে, সে গর্ভস্থ শিশু বাঁচে না অশ্বতরীরও প্রাণ যায়। এইরূপ শৃগালও কুকুরে যদি কোন শাবক জন্মে সে শাবক আর সন্তান প্রসব করে না। বিধাতার এনিয়ম করিবার উদ্দেশ্য এই যে তাহা না হইলে জগতে বিভিন্ন জাতীয় পশু পক্ষীর সংস্রবজাত নূতন নূতন বংশে পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যায়; এবং বিধাতার সৃষ্টি প্রণালীর শৃঙ্খলা ভগ্ন হইয়া পড়ে। আধ্যাত্মিক জগতে ও বোধ হয় এইরূপ নিয়ম আছে। অবিশ্বাসী যে সে বিশ্বাস প্রচার করিতে পারে না, তাহার উপদেশে কাহারও বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয় না; অভক্ত যে সে লোকদিগকে ভক্তি দিতে পারে না। তাহা যদি হইত, জগতে আর সাধুতা ও সরলতার আদর থাকিত না, জগত ভণ্ডতাতে পরিপূর্ণ হইত। প্রচারকদিগের এই কথাগুলি স্মরণ রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। ভাই তুমি যে ভক্তি বিশ্বাসের কথা বলিতে যাইবে, অগ্রে দেখ তোমার ভক্তি বিশ্বাস কিরূপ?

ঈশ্বর প্রেমিক ও ভক্তজন মাত্রেই সময়ে সময়ে "আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ কর" বলিয়া ঈশ্বরের নিকট কাঁদিয়াছেন। এসকল ভাষা সংসারী লোকের নিকট কল্পনা বা অত্যুক্তি মাত্র। ঈশ্বরের বিরহে হৃদয় শূন্য হয় কিরূপে এবং তিনি শূন্য হৃদয়কে পূর্ণ করেন কিরূপে, ইহার কোন তত্বই তাহারা জানে না। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যে একবার তাঁহাতে প্রীতি অর্পণ করিতে শিখিয়াছে, সেই ব্যক্তিই জানে, ঈশ্বরের বিচ্ছেদের ক্লেশ প্রাণে কিরূপ লাগে। সময়ে সময়ে সাধনে ঔদাসীন্য নিবন্ধন বা কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হওয়াতে, বা কোন প্রকার বিশ্বাস বিরুদ্ধ আচরণ করাতে লোকের ভক্তি নদী শুখাইয়া যায়; তখন সমুদায় হৃদয়ক্ষেত্র শ্মশানের ন্যায় বোধ হইতে থাকে; সমুদায় বিষয় নীরস এবং শুষ্ক মনে হয়, বিশ্বাসের আলোক নিতান্ত ম্লান ভাব ধারণ করে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের ইচ্ছা যেন খর্ব্ব হইয়া যায়। এই অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ভক্তির আস্বাদন যাঁহারা একবার পাইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে নীরস অন্তরাত্মা লইয়া বাস করা দুঃসহ ক্লেশের বিষয়। এই কারণে ভক্তজন মাত্রেই এই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইলে একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং যতক্ষণ সেই মরু সমান হৃদয়ক্ষেত্র আবার প্রেমজলে প্লাবিত না হয় ততক্ষণ নিতান্ত দুঃখে কাল যাপন করিতে থাকেন। এরূপ অবস্থা হইতে উদ্ধার হইবার কয়েকটী উপায় আছে। প্রথমতঃ এই সময়ে সংসারের সহস্র কাজ থাকিলেও তাহা হইতে কিয়ৎকালের জন্য অবসৃত হইতে হইবে; নির্জ্জনে প্রথমে কোন একজন ঈশ্বর পরায়ণ সাধুর জীবন ও বচনাবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে; সেই সাধুর এক একটী ভাব ও এক একটী কথা প্রার্থনা পূর্ব্বক আলোচনা করিতে হইবে; তৎপরে হৃদয়ে যখন ধর্ম্ম ভাব জাগ্রত হইল দেখিবে, তখন ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও প্রার্থনাতে নিযুক্ত হইতে হইবে। প্রাণে যদি ভক্তির আনন্দ থাকে তাহা হইলে সংসারের অনেক ক্লেশ ও অনেক পরিশ্রমকে ক্লেশ বা পরিশ্রম বলিয়া বোধ হয় না; পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সকলকে মধুময় বোধ হয়। ঈশ্বরের উপাসক মাত্রেরই হৃদয়ের এই অবস্থার দিকে দৃষ্টি থাকা উচিত। ভক্তির আনন্দ যাহাতে চিরস্থায়ী হয় সে জন্য ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে হইবে।

ধর্ম্ম প্রচারক কিরূপ হইবেন? আমাদের দেশে ধর্ম্ম প্রচারক মাত্রেই চিরকাল বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিয়াছেন; অর্থাৎ দণ্ড কৌপীন লইয়া সংসার হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তাঁহারা যে এরূপ করিতেন তাহার কারণ আছে; তাঁহারা স্ত্রী পুত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতির সঙ্গে থাকাকে ঘোর মায়া বলিয়া অনুভব করিতেন। আমাদের এবিষয়ে অত্যন্ত মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতিকে মায়া জ্ঞান না করিয়া বরং ঈশ্বরের অভীষ্ট সাধনের সহায় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য আছে, সেই সকলকে আমরা অতিশয় পবিত্র মনে করিয়া থাকি, সে সকল কর্ত্তব্যের অবহেলা করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় এরূপ বিশ্বাসও করিয়া থাকি। সুতরাং প্রাচীনভাবে ধর্ম্ম প্রচার করা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কিঞ্চিৎ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কথা এই, স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া মানুষ অনেক সময় সংসারে আসক্ত হয়; অর্থাৎ তখন আর সেই সকল কর্ত্তব্যকে সাধনের সহায়রূপে অবলম্বন করে না কিন্তু তাহাই প্রধানতম সাধন

রূপে পরিণত হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারা কিরূপে ধর্ম্ম প্রচার হইবে! জগতে যে সকল মহাত্মা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া মানবজাতির পরিত্রাণের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা লোকালয়ে লোকালয়েই ধর্ম্মালোচনা করিয়া বেড়াইতেন। যেখানে লোক সমাগম সেইখানে তাঁহাদিগকে দেখা যাইত। দুঃখীদের পর্ণকুটীরে, অতি নিকৃষ্ট ও অসচ্চরিত্র ব্যক্তিদের ভবনে, যাত্রা মহোৎসবাদি স্থানে, তাঁহাদের পদার্পণ হইত। তাঁহারা সংসারের সকল পথে বিচরণ করিতেন; মানবজীবনের সকল বিভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন; পাপ ও পুণ্য উভয়ের সহিত মিলিত হইতেন; সকল প্রকার প্রলোভন পূর্ণ পথে গতায়াত করিতেন; অথচ কোন প্রকার আসক্তি বা পাপে লিপ্ত হইতেন না। ঈশ্বরের যে আজ্ঞা পালন করা তাঁহাদের জীবনের ব্রত বলিয়া অনুভব করিতেন সেই আজ্ঞার ভাব অন্তরে সর্ব্বদা এত জাগরূক থাকিত যে চিত্তকে আর অন্য দিকে আবদ্ধ হইতে দিত না।

প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচারক যিনি তাঁহার ভাব যেন এই প্রকার হয়। তিনি যেন ঈশ্বরগ্রস্ত হইয়াছেন। ঈশ্বর এরূপ এবং এতদূর তাঁহার হৃদয় রাজ্যকে অধিকার করিয়াছেন যে তাঁহার ইচ্ছাধীন হওয়া ব্যতীত তাহার আর গত্যন্তর নাই। ধর্ম্ম চিন্তা তাঁহার মনকে এরূপ গ্রাস করিয়াছে, যে সংসারের যে সকল বিষয় লইয়া লোকে কত নীচতা প্রকাশ করে, কত স্বার্থপরতার কার্য্য করে, কত প্রকার মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার সৃষ্টি করে, কত প্রকার কৌশল উদ্ভাবন করে, কত বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তি ব্যয় করে, সে সকল বিষয় তাঁহার বুদ্ধির মধ্যে আসেই না। এরূপ ব্যক্তি সংসারকে একদিক বই অন্য দিক হইতে দেখিতে জানেন না। তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহা তাঁহার প্রকৃতির অনুরোধে অর্থাৎ সেই প্রসঙ্গেই তাঁহার আত্মা জীবন পায় বলিয়া। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হয়, তাঁহার মনটা যেন আর কোন জগতে বিচরণ করিতেছে; এজগতের নীচতা, ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি যেন সে চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেখিবামাত্র ভক্তি ও শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয়। যে সকল কথা তিনি উচ্চারণ করেন তাহা অন্তরের গভীরতম বিশ্বাস হইতে উদিত হয়। বলিতে হয় বলিয়া কোন কথা বলেন না। ভক্তির কথা বলিয়া ভক্তনাম উপার্জ্জন করিবার বাসনা তাঁহার অন্তরে নাই। এরূপ করাকে মহা অপরাধের মধ্যে গণ্য করেন। তিনি পূর্ণ আস্থার সহিত কার্য্য করেন; পূর্ণ আস্থার সহিত লোকের সহিত আলাপ করেন। এইরূপ প্রচারকের দ্বারাই ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি এইরূপ লোকদিগের দ্বারা প্রচারিত হয় তবেই তাহা লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। বক্তৃতা দ্বারা বা মিষ্ট আলাপের দ্বারা কিম্বা বাহ্যিক সৌজন্য বা সদ্ভাবের দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করা কঠিন কার্য্য নয়; তাহা হইলেই ধর্ম্ম প্রচার হইল না কিন্তু যিনি লোকের মনের ধর্ম্ম পিপাসা বর্দ্ধিত করিয়া দিতে পারেন, মৃতপ্রায় বিশ্বাসকে উজ্জ্বল করিতে পারেন, প্রীতির উৎস খুলিয়া দিতে পারেন, সংসারের ঘোর ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, আত্মার মুখ স্বর্গের দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন তিনিই প্রকৃত প্রচারক। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের কৃপা বিশেষরূপে অবতীর্ণ হউক, আমরা এইরূপ প্রচারক প্রাপ্ত হই।

আধ্যাত্মিক অনুলিপি।

বিদ্যালয়ে সকলে যায় কিন্তু বিদ্বান সকলে হয় না; সেইরূপ ধর্ম্মসাধনে অনেকে নিযুক্ত হয় কিন্তু সাধনের ফল সকলে লাভ করে না। যদি ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে উভয় স্থলে প্রায় এক জাতীয় কারণ দৃষ্ট হইবে। বিদ্যা বিষয়ে আমরা দেখিয়াছি, যে পরিমাণে নিজের আয়াস, পরিশ্রম ও চেষ্টার উপর নির্ভর করা যায় সেই পরিমাণে শাস্ত্রে গাঢ় প্রবেশ হয়; চিত্তের অভিনিবেশ শক্তি জন্মে; এবং প্রভূত মানসিক শক্তি বিকশিত হয়। অনেক নির্ব্বোধ পিতা মাতা বালক কাল হইতেই সন্তানের পরিশ্রমের ভার অপরের স্কন্ধে দিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্তানগণের সাহায্য করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন, অনেক সময় এই সকল লোক শিশুদিগের হইয়া পরিশ্রম করে। কোন একটী প্রবন্ধ লিখিতে হইবে তাহারা লিখিয়া দিল; কোন একটী গণিত শাস্ত্রের কঠিন প্রশ্নের ফল নির্ণয় করিতে হইবে তাহারা করিয়া দিল, বালকেরা কেবল অনুলিপি করিয়া লইয়া গেল। তাহারা বিদ্যালয়ে সুখ্যাতি পাইল বটে কিন্তু তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার পথে কণ্টক পড়িতে লাগিল।

ধর্ম্ম রাজ্যেও সাধকদিগের অনেক সময় এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষেও এক নিয়ম। সে নিয়ম এই, মনুষ্য নিজের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তৃষ্ণার দ্বারা চালিত হইয়া নিজের উন্নতির চেষ্টা নিজে করিবে; নিজে স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের দ্বারে প্রার্থী হইবে; নিজের সাধন পন্থা নিজে অন্বেষণ করিবে; সম্পূর্ণরূপে কাহারও প্রদর্শিত পথের উপর নির্ভর করিবে না। যদি এ নিয়মের ব্যাঘাত হয়, যদি কেহ ব্যাকুলতা বশতঃ এক জন গুরুকে আশ্রয় করিয়া বসে এবং তাঁহারই লিপির অনুলিপি করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সেই দিন হইতে সেরূপ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির হ্রাস হইতে থাকে। অবশেষে সে ব্যক্তির আর পদার্থ বা মনুষ্যত্ব থাকে না। গুরুর অনুলিপি করার ন্যায় ধর্ম্ম রাজ্যে অধিক শোচনীয় ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। তবে কি, আমাদের ধর্ম্ম রাজ্যে শিক্ষক ও সহায় নাই? ধর্ম্ম রাজ্যে আমাদের অনেক শিক্ষক আছেন; কিন্তু তাঁহারা যদি আমাদিগকে পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদের বন্ধুর কার্য্য না করিয়া শত্রুর কার্য্য করেন বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। আমাদের স্বাধীনতার লোপ না করিয়া বরং তাহার পূর্ণতা ও বিকাশের পক্ষে সাহায্য করাই তাঁহাদের কাজ। জগদীশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকৃতি বিভিন্ন রুচি ও বিভিন্নভাব

দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এরূপ স্থলে সাধন বিষয়ে অনুলিপি করিলে আত্মার সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

দুঃভাগ্য বশতঃ যে কারণে অলস ছাত্রেরা শিক্ষকের স্কন্ধে পরিশ্রমের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হয়, সেই কারণে অলস সাধকগণও অপরের স্কন্ধে সাধনপথ আবিষ্কারের ভার দিয়া নিজেরা অনুলিপি করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন। অন্তরের ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে ব্যাকুল হইয়া পথে পথে বিচরণ করা, বিশ্বাসও সংশয় আশা ও নিরাশার মধ্যে বার বার আন্দোলিত হওয়া, পতন ও উত্থান, আনন্দ ও অনুতাপ দ্বারা বার বার লাঞ্ছিত হওয়া; অন্ধকার মধ্যে পথ প্রাপ্ত পথিকের ন্যায় পথ অন্বেষণ করা এ সকল ক্লেশ তাঁহাদের প্রাণে নিতান্ত অসহ্য হয়। সুতরাং কোন শক্তিশালী, পুরুষের আশ্রয় লওয়া সহজ পথ বলিয়া মনে হয়। যে দিন হইতে তাঁহারা এইরূপ কোন পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হন, সেই দিন হইতে পূর্ব্বের ব্যাকুলতা, পূর্ব্বের আন্দোলন, ও পূর্ব্বের আগ্রহ মন্দ-ফাব ধারণ করিতে আরম্ভ করে। আমি সাধন পথ অন্বেষণের ক্লেশ হইতে নিস্তার পাইয়াছি, এখন ইনি যাহা করিবেন তাহার অনুলিপি করিব, তাহা হইলেই পরিত্রাণ হইবে, এই সংস্কার হৃদয়ে উদিত হওয়াতে সাধন পথের এবং প্রকৃত উন্নতির চিন্তা হৃদয় হইতে অন্তরিত হইতে থাকে; সুতরাং সে ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বের উন্নত অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকে। আর এক দিকে একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটে। জগদীশ্বর আধ্যাত্মিক উন্নতির এই নিয়ম করিয়াছেন, যে মনুষ্য যতই পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত, অন্তরের প্রগাঢ় আস্থার সহিত কার্য্য করিবে ততই তাহার চরিত্রের শোভা বৃদ্ধি হইবে, আর যে পরিমাণে না বুঝিয়া, অপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত কোন কার্য্য করিবে সেই পরিমাণে তাহার আত্মার সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত হইবে। যে সত্য আমি বুঝিলাম না, অথচ অনুলিপি করিতে আরম্ভ করিলাম, তদ্দ্বারা আমার আত্মার লাভ না হইয়া ক্ষতি হইতে লাগিল। পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত নিজে সত্যটী প্রতীতি করিলে সত্যের উপভোগ নিবন্ধন যে সুখ হইত তাহা হইল না; সত্য গ্রহণ নিবন্ধন আত্মার যে শক্তি বিকশিত হইত তাহা হইল না অথচ আত্মার স্বাধীনভাবে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল।

আমরা ব্রাহ্মদিগকে সতর্ক করিতেছি, তাঁহারা আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা বশতঃ যেন আধ্যাত্মিক অনুলিপির ভ্রমে পতিত না হন। যিনি যত বড় সাধু ও প্রতিভাশালী লোক হউন না কেন, সাধন বিষয়ে কাহারও অনুলিপি করিবে না। ধর্ম্ম জগতের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যিনি তাঁহার ও কথা তত-ক্ষণ গ্রাহ্য নয়, যত ক্ষণ অন্তরের পূর্ণ বিশ্বাস ও বিবেকের দ্বারা তাহা গ্রহণ করিতে না পারি। যাজ্ঞবল্ক্য, বলিয়াছেন, অথবা মনু বলিয়াছেন, খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, অথবা নানক বলিয়াছেন, বলিয়া কোন কথা মানিয়া লইব না, কিন্তু আমার হৃদয়ের পূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা সত্য বলিয়া প্রতীতি করিতেছি বলিয়া মানিব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সাধুগণ যাহা বলিতেছেন না বুঝিলেও মানিয়া লও, তদনুরূপ আচরণ করিতে থাক কাল-ক্রমে তাহার যুক্তি পাইবে। এরূপ মতকে যে আমরা কিরূপ ভ্রান্ত মনে করি তাহা বলিতে পারি না। ব্রাহ্ম হইয়া যদি কেহ এরূপ বলেন, তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করিব, তবে ভাই শাস্ত্রীয় বিধি সকল পরিত্যাগ করিলে কেন? ঠিক এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কি বলা যায় না, পৌত্তলিকতা প্রভৃতির তাৎপর্য্য আছে, পরে বুঝিতে পারিবে। যাত্রা কালে তিথি নক্ষত্র প্রভৃতি দর্শন, তিথি বিশেষে দ্রব্য বিশেষের ভক্ষণ নিষেধ এ সকলের তাৎপর্য্য আছে, পরে বুঝিবে এখন মহাজনদিগের অনুলিপি কর; জাতিভেদের গূঢ় মর্ম্ম আছে পরে জানিতে পারিবে, এখন প্রাচীন প্রথা অনুসরণ কর। ব্রাহ্ম তুমি যদি এক স্থানে বিশেষ না বুঝিয়া অনুসরণ কর, আর এক স্থানে কেন করিবে না? আমরা উভয় স্থলে একই কথা বলি, আমরা যত ক্ষণ পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত কোন সত্য গ্রহণ করিতে না পারিব ততক্ষণ কাহারও অনুলিপি করিব না। এই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য ব্রাহ্ম মাত্রেরই সতর্ক হওয়া উচিত তদ্ভিন্ন কোন আধ্যাত্মিক সাধন স্থায়ী সুফল প্রসব করিবে না।

" নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। "

যশ্চায় মস্মিন্নাকাশে তেজোময়ো মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
যশ্চায় মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়ো মৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

এই যে তেজোময় এবং অমৃতময় ও সর্ব্বান্তর্যামি পুরুষ আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই যে তেজোময় অমৃতময় ও সর্ব্বান্তর্যামি পুরুষ এই আত্মাতে নিহিত হইয়া আছেন, ইহাকে যিনি জানেন তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, যাইবার অন্য পথ নাই।

জগদীশ্বর করুন এই সত্যটী আমরা ভাল করিয়া প্রতীতি করিতে পারি। আমরা বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ সভ্যতা, জ্ঞানের চর্চ্চা, বিষয় বাণিজ্যের উন্নতি এবং ভোগ বিলাসের মধ্যে বাস করিতেছি, তাহাতে এই সত্যটী সম্পূর্ণরূপে প্রতীতি করা বা সর্ব্বদা হৃদয়ে মুদ্রিত রাখা কঠিন। আমাদের নয়ন মন সততঃ বাহিরের উন্নতি ও বাহিরের শোভার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তদ্ভিন্ন এক শ্রেণীর লোক সততই সাহসের সহিত এই কথা প্রচার করিতেছেন, যে ঈশ্বর, পরকাল, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মুক্তি প্রভৃতি মানবের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়, মনুষ্য যে সকল বিষয়ের মধ্যে এ জগতে বাস করিতেছে, তাহার উপভোগ ও উন্নতি সাধন করাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার কার্য্য। এই সকল বিঘ্ন ও প্রতিবন্ধকের মধ্যে বাস করিয়াও ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যের যাইবার অন্য পথ নাই, এই সত্যের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখা অতীব দুষ্কর। কিন্তু এই সত্যটীকে ব্রাহ্মগণ যত দিন সমুদায় প্রাণের সহিত আলিঙ্গন না করিতেছেন, তত দিন ধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠসুখ তাহা প্রাপ্ত হইবেন না এবং তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারও হইবে না। আমরা আরও স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

যদি এক ব্যক্তি নানাপ্রকার প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া পাঁচটী সন্তান হারাইয়া অবশেষে শেষ দুইটী সন্তানের সংকট পীড়াস্থলে কোন বিশেষ প্রণালীর কৃতকার্য্যতা দেখিতে পায়, তবে সেই প্রণালীর প্রতিও সেই বিশেষ চিকিৎসকের প্রতি তাহার কিরূপ আস্থা জন্মে? সেইরূপ পাপী যখন পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া নিজ অন্তরে তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ শক্তির পরিচয় পায়, যখন সে আপনার তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয় ঘরে পুণ্যের জ্যোতি দর্শন করে, যখন অনুতাপের-অগ্নিশিখার পশ্চাতে ঈশ্বরের সুস্নিগ্ধ ও আশাপ্রদ ভাব প্রত্যক্ষ করে, তখন কি তাহার সমুদায় মন প্রাণ বলিয়া উঠে না, এত দিন পরে পথ পাইলাম ইহা ভিন্ন যাইবার অন্য পথ নাই?

আমরা যে এ দেশে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি আমরা সফলে কি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি, এ বিশ্বাস কি আমাদের অস্থিমজ্জাকে অধিকার করিয়াছে, যে এই পরমেশ্বর ভিন্ন যাইবার আর অন্য পথ নাই? সাধারণভাবে উপরে উপরে আমরা অনেকে জানি এবং স্বীকার ও করিয়া থাকি, যে নিরাকার অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের আরাধনাই মুক্তির এক মাত্র উপায়, কিন্তু এই বিশ্বাস প্রবল রূপে হৃদয় মনকে অধিকার করিয়াছে কি না? যাহাঁর চিত্ত এইরূপে অধিকৃত হইয়াছে তিনিই, ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত লোক। বিশেষতঃ এই পৌত্তলিকতা পরিপূর্ণ দেশে বার বার এই সত্যটী লোকের কর্ণে বলা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের জীবনের দ্বারা ও এই সত্য প্রচার করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের প্রতিদিনের কার্য্য দেখিয়া লোকে যেন বিলক্ষণ বুঝিতে পারে, যে আমরা মুক্তির জন্য বাস্তবিক লালায়িত এবং পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের কৃপাকেই মুক্তির একমাত্র উপায় মনে করি; নতুবা লোকে যদি দেখে এক জন ব্রাহ্ম, বৎসরের প্রত্যেক মাস, মাসের প্রত্যেক সপ্তাহ এবং সপ্তাহের প্রত্যেক দিন কেবল সুখে আহার বিহার করিয়া যাপন করেন, ইন্দ্রিয় সুখে বিলক্ষণ আসক্তি, আত্মার সদ্গতির জন্য চিন্তা বা সে অভাব মোচনের ইচ্ছার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, কোন প্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা নাই, ব্যাকুলতার চিহ্ন নাই, তাহা হইলে কি যে দেখিবে তাহার বোধ হইবে না যে পৃথিবীর অপরাপর বিষয়ী লোক যে পথে চলিতেছে এ ব্যক্তি ও সেই পথের পথিক। এ যে ঈশ্বরকে এক মাত্র গতি বলে তাহা মুখের কথা মাত্র। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি তাহারা আমাদিগকে মুক্ত পথের অনুসন্ধানে ব্যস্ত দেখে তাহা হইলে তাহাদের ও অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জন্মে।

আমরা যে পরমেশ্বরের আরাধনাকে এক মাত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া ধরিয়াছি, তাহার প্রমাণ জীবনের অপরাপর ভাবে ও প্রকাশিত হওয়া যাই। প্রথমতঃ আত্মোৎসর্গ, লোকে যদি দেখিতে পায়, যে তাহারা যে পথকে কল্পনা মনে করিতেছে আমরা সে জন্য আপনাদিগকে অক্লেশে উৎসর্গ করিতেছি, অম্লান বদনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছি, আনন্দচিত্তে অশেষ প্রকার ক্লেশ বহন করিতেছি, তাহা হইলে তাহাদের আর বুঝিতে বাকি থাকে না যে ঐ পথকে আমরা নিশ্চয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। দ্বিতীয় আনন্দ; জগতের ধর্ম্ম পিপাসু ব্যক্তিগণ যদি দেখিতে পায় যে আমরা যে পথ প্রদর্শন করিতেছি সে পথে আসিয়া আমরা নিজে পরমসুখী হইয়াছি, আমাদের আশা পূর্ণ হইতেছে, আনন্দ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা হইলেও তাহাদেরও চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের সংস্পর্শ যাহারা লাভ করিয়াছে তাহাদের জীবনে পবিত্রতার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া উচিত, যদি পবিত্রতা বিষয়ে হীন হই তাহাতে প্রমাণ হয় আমরা যে পথে আসিয়াছি তাহা প্রকৃত পথ নহে। যখন পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ সাধকের জীবনে প্রকাশিত হয়, তখন বিশ্বাসের দৃঢ়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ ব্যক্তি যদি দশজনকে ডাকিয়া বলে "ঈশ্বর ভিন্ন যাইবার অন্য পথ নাই," তাহা হইলে লোকে শ্রদ্ধার সহিত সহিত শ্রবণ করে। জগদীশ্বর করুন আমরা যেন পূর্ণ আস্থার সহিত এই সত্যটীকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হই।

রিড্‌লি ও লাটিমর।

(প্রাপ্ত)

ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরির কন্যা মেরী যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইউরোপ খণ্ডে রোমান কাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্টদিগের বিবাদ চলিতেছিল, সেই বিবাদ তরঙ্গ ইংলণ্ডেও উপস্থিত হইয়াছিল। মেরীর পূর্ব্বে এডওয়ার্ড রাজা হন, তিনি প্রোটেষ্টাণ্ট ছিলেন, কিন্তু মেরী ঘোর রোমান কাথলিক ছিল, রাক্ষসী মেরী রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই ইংলণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের সমূল উচ্ছেদ সাধনের জন্য কৃত সংকল্প হইল। এই দুরভিপ্রায় সাধন করিতে যাইয়া মেরী যে সকল পৈশাচিক কাণ্ড করিয়াছিল তাহা মনে হইলে ও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। লণ্ডন নগর প্রোটাষ্টাণ্টদিগের রক্ত দ্বারা আপ্লুত হইয়াছিল। স্মিথ ফিণ্ড নামক ক্ষেত্রে যে ভয়ানক অগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিল তাহাতে কত ধর্ম্মযাজক, ধার্ম্মিক পুরুষ জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছিলেন। এখনো মেরীর নাম স্মরণে হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। মেরীর রাজত্ব কালে ইংলণ্ডে দুই জন বিখ্যাত প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম যাজক ছিলেন ইহাদিগের এক জনের নাম রিড্‌লী অন্যের নাম লাটিমর।

রিড্‌লী ১৫০০ খৃঃ অঃ ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্দাম্বরল্যাণ্ড প্রদেশস্থ টিনেডেল গ্রামে একটী সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। রিড্‌লী প্রথমতঃ ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা লাভ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি ইয়োরোপের অনেক স্থানে প্রায় ৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ কালে তিনি অনেক ধর্ম্ম সংস্কারকের সহিত পরিচিত হন ও তাহাদিগের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করেন। এই সময় হইতে পোপ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনাস্থা জন্মে। অবশেষে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়

হইতেই তিনি পোপ ধর্ম্মের ভ্রান্তি দেখাইবার জন্য অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই সময়ে রিড্‌লী এক জন বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এতাদৃশ ক্ষমতা দেখিয়া ইংলণ্ডের রাজা তাঁহাকে রোচেষ্টারের বিশপের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। রিড্‌লী উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে লণ্ডনের বিশপের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। দরিদ্র পীড়িতদিগের দুঃখ মোচন করিবার জন্য রিড্‌লী ইংলণ্ডের রাজা এড্‌ওয়ার্ডকে চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করেন। এড্‌ওয়ার্ড তাঁহার আগ্রহাতিশয় দর্শনে তাঁহার পরামর্শানুসারে তিনটী প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করেন। দুঃখের বিষয় যে রিড্‌লীর সৎকার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। মেরী সিংহাসন অধিকার করিবামাত্রই রিড্‌লীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিল। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন। রিড্‌লীর কারাসহচর লাটিমর।

রিড্‌লীর বন্ধু লাটিমর ১৪৭২ খৃঃ অঃ লেষ্টার সায়ারের অন্তর্গত কোন গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ক্রম কালে তিনি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ডাক্তার বটস্ নামক জনৈক উচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তির সহায়তায় লাটিমর রাজকার্য্যে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে রাজার ক্ষমতা লইয়া অনেক বাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত লাটিমর এই সকল কার্য্যে আপন মস্তিষ্ক শুষ্ক করিয়া অবশেষে রাজ দত্ত সম্পত্তি গ্রহণ করতঃ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া তিনি ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ তিনি একজন প্রকৃত দৃঢ় বিশ্বাসী ক্যাথলিক ছিলেন কিন্তু অবশেষে তাঁহার ধর্ম্ম মত পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রোটেষ্ট্রাণ্ট সম্প্রদায়ের এক জন নায়ক হইয়া উঠিলেন। মেরী রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর রিড্‌লী ও লাটিমরকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে আদেশ প্রদান করা হইল। লাটিমর রোমান কাথলিক বিচারকদিগের সম্মুখীন হইলে তাঁহারা লাটিমরকে নানা প্রকারে উপহাস করিতে লাগিলেন লাটিমর প্রশান্তভাবে এই সকল সহ্য করিলেন। বিচারের পর তাঁহার প্রতি এই আদেশ হইল যে তুমি শীঘ্রই এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাও। লাটিমর তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

লাটিমর রাজাজ্ঞানুসারে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিবেন ইহা স্থির কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তাঁহার দেশ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাজাজ্ঞা পরিবর্ত্তিত হইল নূতন আজ্ঞানুসারে তিনি বন্দীকৃত হইলেন বিখ্যাত টাওয়ার কারাগারে তিনি রুদ্ধ হইলেন। রিড্‌লী ও লাটিমর কিয়ৎকাল এক স্থানেই অবরুদ্ধ ছিলেন, অবশেষে তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখা হইল। শত্রুগণ তাঁহাদিগের এই জঘন্য বন্দীদশা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইত না নানা প্রকারে তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। তাঁহারা অনায়াসে শত্রুদিগের নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করিয়া থাকিতেন। লাটিমর যে কেবল সহিষ্ণুতার সহিত সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতেন তাহা নহে তিনি সর্ব্বদাই এত দুঃখের মধ্যেও প্রফুল্ল থাকিতেন এবং ঈশ্বরের কৃপা ও ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়া প্রশান্তমনে সময় যাপন করিতেন।

এক দিবস উত্তাপাভাবে লাটিমর শীতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন যে "আমাকে যদি অগ্নি না দাও তাহা হইলে তোমরা প্রতারিত হইবে।" কারাধ্যক্ষ মনে করিল লাটিমর হয়ত কারাগার হইতে পলায়ন করিবেন। তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিলেন আমি বাস্তবিক তোমাদিগকে প্রবঞ্চনা করিব, কারণ তোমাদিগের সকলের আশা আছে যে আমাকে তোমরা দগ্ধ করিবে, কিন্তু এখন যদি শীতে মরিয়া যাই তাহা হইলে তোমরা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইবে ও প্রতারিত হইবে। এই রূপে তিনি তাঁহার মৃত্যুর বিষয় লইয়া আমোদ করিতেন।

দীর্ঘকারাবাসের পর তাঁহাদিগের বিচার আরম্ভ হইল। প্রধান প্রধান ক্যাথলিক ধর্ম্ম যাজকগণ রাজ্ঞী মেরীর আদেশানুসারে বিচার আসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমতঃ রিড্‌লী ও লাটিমরকে আপন আপন ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করতঃ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইল। নানাপ্রকার প্রলোভন দেখান হইল। বিচারকগণ কেবল আপনাদিগের কাপুরুষতা ও নীচতা প্রদর্শন করিলেন, বন্দীগণ তাঁহাদিগের এই সকল প্রলোভন ও ভয়প্রদর্শন দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। রিড্‌লী ও লাটিমর ধর্ম্ম বিদ্বেষ অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। নানাপ্রকার তর্ক ও চিন্তার পর ধর্ম্মান্ধ নিষ্ঠুর বিচারকগণ ন্যায়কে পদতলে দলন করিয়া এই আদেশ প্রদান করিলেন যে, ইহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হইবে। রিড্‌লী লাটিমর পূর্ব্বেই জানিতেন যে শীঘ্রই তাঁহাদিগকে স্মিথফিল্ডে লইয়া গিয়া নিষ্ঠুর শত্রুগণ জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে, সুতরাং বিচারের পর শান্ত মনে তাঁহারা কারাগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৫৫৫ খৃঃ অঃ অক্টোবর মাসে এই দণ্ডাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হয়।

প্রথমতঃ বিশপ রিড্‌লী কৃষ্ণবর্ণ গাউন পরিধান করতঃ মধ্য ভূমিতে প্রোথিত কাষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৎপর লাটিমর দীর্ঘ পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া, টুপী ও রুমাল মস্তকে লইয়া কাষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইলেন। চতুর্দ্দিকস্থ লোকে বিস্মিত হইয়া ধর্ম্মবীরদ্বয়ের প্রতি অনিমেষ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেছে ইহা দেখিয়া কে না বিস্মিত হয়? রিড্‌লী লাটিমরকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "তুমি আসিয়াছ?" লাটিমর বলিলেন "যত শীঘ্র পারি আসিয়াছি।" এইরূপে গল্প করিতে করিতে তাঁহারা কাষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র রিড্‌লী দুই হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। লাটিমরের প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন "ভ্রাতঃ ভয় নাই, ঈশ্বর হয় অগ্নির উত্তাপ বিনষ্ট করিবেন নতুবা উহাতে দগ্ধ হইয়া

মরিবার জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বল আনিয়া দিবেন।" উভয়ের কি আনন্দ! ধর্ম্মের অনুরোধে আজ তাঁহারা জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মগুরু যীশু যেরূপ বিশ্বাস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাও সেই গুরুর ন্যায় সেইরূপে আত্মবিসর্জ্জন দিতে যাইতেছেন! তাঁহাদিগের হৃদয়ে কি আনন্দ! জগৎবাসী দেখিবে যে ধর্ম্মের কি অদ্ভুত পরাক্রম।

কাষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া রিড্‌লী জানু অবতারণ পূর্ব্বক ঈশ্বর উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। লাটিমরও আপন কাষ্ঠের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহলোক হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে দুই জনে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হৃদয়েশ্বরের পূজায় নিযুক্ত হইলেন। উপাসনা প্রার্থনা শেষ হইলে উভয়ে মিলিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শত্রু পক্ষীয় এক জন ধর্ম্ম যাজক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই উপদেশের মধ্যে খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত সকল প্রচার করিলেন। উপদেশ শেষ হইলে রিড্‌লী ইহার উত্তর দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু নিষ্ঠুর শত্রুগণ তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিল না। তাহারা তাঁহাদিগের ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিল এবং এরূপ অভিপ্রায় ও জ্ঞাপন করিল যে তাঁহারা সেই সকল মত সাধারণের সমক্ষে পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদিগকে বধ করা হইবে না। রিড্‌লী উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন "যত ক্ষণ পর্য্যন্ত আমার শরীরে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কিছুতে আমার প্রভু যীশু ও তাঁহার প্রচারিত সত্য সকল অস্বীকার করিব না। ঈশ্বর হস্তেই সকল ভার রহিয়াছে, তিনিই নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন।" লাটিমর বলিলেন "যদি তোমরা আমাকে অনুমতি কর তাহা হইলে আমি ঐ উপদেশের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে পারি।" কিন্তু পিশাচগণ তাঁহাদিগকে কিছুতেই অনুমতি দিল না এবং তাঁহাদিগকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিল। প্রশান্ত ভাবে বীরদ্বয় এই আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। রিড্‌লী আপন গাত্র বস্ত্র উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার একটী আত্মীয়কে উপহার দিলেন। পার্শ্বস্থ অনেক ভদ্রলোককে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপহার দিলেন। এই সকল ক্ষুদ্র উপহার বাস্তবিকই অমূল্য রত্ন। জনৈক রক্ষক লাটিমরের বস্ত্র সকল উন্মোচন করিল। উন্মুক্ত গাত্রে উর্দ্ধবাহু হইয়া রিড্‌লী প্রার্থনা করিলেন "পিতঃ আমি তোমাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি যে তুমি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছ যে মৃত্যু সময় পর্য্যন্তও তোমার বিষয় প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রাণ দিয়াও তোমার নাম প্রচার করিতে পারিয়াছি, তোমার নিকট হে প্রভো এই প্রার্থনা তুমি এই দেশকে সকল শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা কর।" ঘাতকগণ আসিয়া কাষ্ঠের সহিত বীরপুরুষদিগকে লৌহশৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ করিল। যাহাতে অতি শীঘ্র মৃত্যু হয়, এই জন্য রিড্‌লীর ভ্রাতা তাঁহার গলদেশে এক খণ্ড বস্ত্রে কতকগুলি বারুদ বাঁধিয়া দিলেন। রিড্‌লী জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহা কি?" তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন "বারুদ!" রিড্‌লীর বলিলেন "ভাই লাটিমরের জন্য বারুদ আনয়ন কর নাই?" তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন "আনিয়াছি" তিনি লাটিমরের গলায়ও বারুদ বান্ধিয়া দিলেন। চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠ সজ্জিত হইল। প্রথমতঃ ঘাতকগণ রিড্‌লীর পায়ের নিকট অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। ইহা দেখিয়া লাটিমর বলিলেন "ভ্রাতঃ ভয় নাই, প্রফুল্ল হও, অদ্য আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে প্রদীপ জ্বালাইব তাহা কখনো নির্ব্বাপিত হইবে না।" রিড্‌লী যখন দেখিলেন বিকট অগ্নি ক্রমে তাঁহাকে স্পর্শ করিতেছে তিনি উচ্চৈস্বরে এই প্রার্থনা করিলেন "হে ঈশ্বর তোমারই হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ করিলাম "প্রভো আমার আত্মাকে গ্রহণ কর"। এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলেন। লাটিমরও উচ্চৈস্বরে বলিলেন "হে স্বর্গস্থ পিতা তুমি আমার আত্মাকে গ্রহণ কর"। অল্পক্ষণেই লাটিমর সহাস্যমুখে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু রিড্‌লীকে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কাষ্ঠ সাজাইবার দোষে রিড্‌লীর শরীরের কেবল নিম্নভাগ দগ্ধ হইল। যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তিনি দর্শকদিগকে বারম্বার বলিলেন আমার মস্তকের উপর কাষ্ঠ আনিয়া দাও। তাঁহার কথা কেহ শুনিতে পাইল না। তাঁহার শরীরের নিম্নভাগ ভস্মীভূত হইয়া গেল তত্রাপি তাঁহার উপরিভাগ অক্ষত রহিল। যন্ত্রণায় অধীর হইলেন। কে তাঁহার যন্ত্রণার প্রতি দৃষ্টিপাত করে। ধর্ম্মান্ধ পিশাচগণ নিষ্ঠুরতার অবতার। রিড্‌লীর যন্ত্রণায় কোন প্রকার কষ্ট বোধ না করিয়া বরঞ্চ তাহারা আনন্দিত হইল। এত যন্ত্রণার মধ্যেও রিড্‌লী "ঈশ্বর সহায় হও, সহায় হও" এই কথা বারম্বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা দেখিয়া জনৈক দর্শক তাঁহার মস্তকের উপর অগ্নি আনিয়া দিল। অগ্নি বারুদ স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার শরীর দ্বিধা হইয়া গেল, এক খণ্ড লাটিমরের পদের নিকট আসিয়া পতিত হইল। রিড্‌লীর যন্ত্রণার অবসান হইল। অশ্রুজলে দর্শকদিগের চক্ষু পূর্ণ হইল। এরূপ পাষাণ হৃদয় কে? এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া কাহার চক্ষু অশ্রুজলে সিক্ত না হয়।

যাও রিড্‌লী লাটিমর সেই অনন্ত লোকে যাও। যাও তাঁহার সন্নিধানে যাঁহার আদেশে ও সহায়তায় পৃথিবীতে এই অদ্ভুত বীরত্বের অভিনয় করিতে সমর্থ হইলে! যাও সেই শান্তি ধামে যেস্থানে অমরগণ ব্যাকুলভাবে তোমাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তোমরা এসংসার হইতে বিদায় লইলে কিন্তু জগৎবাসী তোমাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। জগৎবাসী তোমাদিগের নিকট হইতে আত্ম বিসর্জ্জন ও প্রকৃত ঈশ্বর প্রেম শিক্ষা করিতেছে। এই বিজ্ঞানালোক সুশোভিত উনবিংশ শতাব্দীতে ও লোকে তোমাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া কত উপকার লাভ করিতেছে। বাস্তবিকই তোমরা যে অপূর্ব্ব প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছ তাহা আর নির্ব্বাপিত হইল না। এখনো লোকে তোমাদিগের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া ধর্ম্মের জন্য সকল প্রকার

যন্ত্রণা ও বিপদের সম্মুখে নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হয়।

যে মহান্ ঈশ্বর তোমাদিগকে এই অদ্ভুত বল প্রদান করিয়াছিলেন তিনি ধন্য। তিনি আমাদিগকেও এরূপ বল বিধান করুন।

(Continued from Pag. 104)

প্রার্থনা স্তবক।

বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা।

পূর্ণ পবিত্রতার আধার পরমেশ্বর! আমি কবে তোমাকে জীবনের জীবন রূপে প্রত্যক্ষ করিব? কবে তোমাকে হৃদয়ের সম্পূর্ণ প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিব? আমার বিশ্বাস যে বড় দুর্ব্বল, আমি সকল সময়ে তোমাকে প্রকৃত সৎপুরুষ রূপে অনুভব করিতে পারি না; তুমি যে প্রাণ রূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সর্ব্বদা এ সত্যটী সম্যক্ রূপে প্রতীতি করিতে পারি না। এই বিশ্বাসের দুর্ব্বলতা বশতঃ আমার আত্মার কি দুর্গতি সর্ব্বসাক্ষি! তাহা জানিতেছ। আমি প্রলোভন দেখিলে কম্পিত হই; সংশয়ী লোকের নিকট কুণ্ঠিত হই, এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে অনেক সময় সাহসী হইতে পারি না। যে বিশ্বাস অনলের শিখার ন্যায় অন্তরে জ্বলিতে থাকে, যাহার আলোকে হৃদয় ঘরের সকল অন্ধকার ঘুচিয়া যায়, যাহা আত্মাকে অভয় পদ প্রদান করে, এবং আত্মার মধ্যে নব জীবন ও নূতন বলের সঞ্চার করে আমি সেই বিশ্বাসের ভিখারী, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সেই বিশ্বাস দেও। জগদীশ! দুর্ব্বল বিশ্বাস লইয়া আমি অধিক দিন ধর্ম্ম জগতে থাকিতে পারিব না; কোথায় কোন পাপের স্রোতে ভাসিয়া যাইব। যদি এ দাসকে চিরদিনের মত আশ্রয় দিবে তবে এই সংসারাসক্ত চিত্তকে একবার বিশ্বাসী কর; যদি অধমের উদ্ধার করিবে তবে এই অগ্নি ভাল করিয়া অন্তরে জ্বালিয়া দেও। অবিশ্বাসীর যে দুরবস্থা তাহার মধ্যে আমাকে রাখিও না, আমাকে সংসারে এ প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে দিও না। যে যবনিকা আমার আত্মার চক্ষের সমক্ষে আসিয়া তোমাকে উজ্জ্বলভাবে দেখিতে দিতেছে না, সে যবনিকা কৃপা করিয়া অন্তরিত কর; যে সকল আসক্তি আমার চিত্তকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার বন্ধন হইতে আমাকে উন্মুক্ত কর। আমাকে বিশ্বাসের সুখ দেও, আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তোমার উপর নির্ভর করিব, সদানন্দ চিত্তে তোমার কার্য্য করিয়া বেড়াইব; এবং তোমার পবিত্র আশ্রয়ে দিন দিন প্রীতি পবিত্রতাতে বর্দ্ধিত হইব। আমার দুর্ব্বল বিশ্বাস আমাকে সম্পূর্ণ রূপে তোমার ইচ্ছার অনুগত হইতে দেয় না। আমি ক্ষতি লাভের গণনাতেই ব্যাকুল হই, এমন অবস্থাতে আমাকে উপস্থিত কর যে অবস্থাতে তোমার অনুগত হওয়াই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ হইবে। তোমার শুভ ইচ্ছা সাধনের জন্য কোন প্রতিবন্ধককে প্রতিবন্ধক বলিয়া গণ্য করিব না। আসক্তির বিষয় গুলি অঞ্চলে বাঁধিয়া বসিয়া আছি, যদি আবশ্যক হয় তোমার ইঙ্গিতে অপরুষ্ট বস্তুর ন্যায় সে গুলিকে পথে ফেলিয়া তোমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিব।

পারিবারিক অশান্তির সময়ের প্রার্থনা।

জগতের জনক জননি! আজ একবার বিশেষভাবে আমাকে দর্শন দেও; আজ প্রাণ ব্যাকুল হইয়া তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে। কৃপাসিন্ধু! আমার ন্যায় দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সংকট ও প্রলোভন পূর্ণ সংসারে ধীরভাবে বিচরণ করা কিরূপ কঠিন তাহা ত তুমি জান। আমি কর্ত্তব্য সাধন করিতে গিয়া ধীরতা হারাইয়া ফেলি, আত্মীয় স্বজনের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া কর্কশ ব্যবহার করি, অপরের সেবা করিতে গিয়া বিরক্তি ও ক্লেশ উৎপাদন করি। জগদীশ! চিত্ত যখন উত্তেজিত হয় তখন বিবেকের আদেশ বিস্মৃত হইয়া যাই এবং অন্যায়াচরণ করি। জগদীশ! তুমি আমাকে নানা প্রকার সম্বন্ধে তোমার জগতের সহিত বদ্ধ করিয়াছ। অনেকের সুখ দুঃখের ভার আমার হস্তে দিয়াছ। আমার অণুমাত্র শিথিলতা বা ধৈর্য্যের চ্যুতি হইলে কতগুলি আত্মার সুখের ব্যাঘাত হয়। হে প্রভো! যাহাদের সহিত স্নেহের সম্বন্ধ, তাহারা যখন প্রতিকূল হয়, যাহাদের নিকট স্নেহ ও সদ্ব্যবহারের প্রত্যাশা করি তাহারা যখন নিগাতন করে, সেই সময়ে সাধুতা ও শুভ সংকল্প অবিচলিত রাখা আমার ন্যায় দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে বড় কঠিন। কিন্তু সেই ত প্রকৃত ধর্ম্মভাব। তুমি ত এই ভাবে চিরদিন সন্তানগণের কল্যাণ করিয়া আসিতেছ। আমাকে হৃদয়ের বল ও পুণ্যের আনন্দ দেও যে আমি অবিচলিত সাধুতার সহিত সংসার মধ্যে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি; আশক্তি ও যন্ত্রণার অনলের মধ্যে চিত্তের ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হই। পুণ্যময় আমার পরিবার মধ্যে তোমার পবিত্র ইচ্ছার জয় হউক। আমরা সকলে তোমার চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হই; এবং তোমার কৃপাতে এক হৃদয়ে তোমার সেবা করিয়া জীবনকে সার্থক করি।

নির্ভরের জন্য প্রার্থনা।

মঙ্গলময়! এ মহা সংগ্রামে যেন কখনও পতিত না হই, যে নিজের মুক্তি নিজের হস্তে। এ অহঙ্কার যে হতভাগ্যের অন্তরে আছে, তোমার আশীর্ব্বাদে সে বঞ্চিত হয়। জগদীশ যে আপনি আপনার পরিত্রাতা সে আর তোমার দ্বারে প্রার্থী হইবে কেন? যে নিজ পৌরুষের গর্ব্বে নিজে স্ফীত সে তোমার চরণে মস্তক অবনত করিবে কেন? দেখ নাথ! তোমার দাসের যে সে গর্ব্ব করিবার যো নাই! তোমার সন্তানদিগের মধ্যে আমার ন্যায় দুর্ব্বল ও হীন কয় জন আছে। আমি কিসের অহঙ্কার করিব, আমি কার বলে দাঁড়াইব? তুমি জান আমার সে বল নাই। এই যে অপরাধ কলঙ্কিত হৃদয় ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ক্লেশ পাই, তোমার কৃপার আবির্ভাব ও তোমার শক্তির বিশেষ কার্য্য ভিন্ন কে আমাকে তুলিতে পারে? দীনবন্ধু, তুমি যে কেশে ধরিয়া পাপীকে নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার কর,

বিশ্বাস, চক্ষু যখন পাই, তখন যে সত্য সত্যই এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি। তাহা যদি না হইবে আমি তোমার উপাসকদিগের মধ্যে এক জন হইলাম কিরূপে? কৃপাময়! যে কৃপাগুণে আশ্রয় দিয়াছ, সেই কৃপার উপর যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি; যাহাতে "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" এই মন্ত্রকে সার ভাবিয়া সর্ব্বদা জপিতে পারি, যাহাতে তোমার কৃপাকে ভরসা করিয়া ভবাৰ্ণব তরঙ্গ মধ্যে ডুবিতে পারি, যাহাতে তোমার চরণাশ্রয় করিয়া সকল অত্যাচার সহ্য করিতে পারি, এরূপ ভক্তি আমাকে দেও। সে মৌখিক ভক্তি আমি চাই না যাহা কেবল শুনিতে ভাল, সে ধর্ম্মের কথা চাই না যাহা কেবল বাহিরে বাহিরে লোককে আকৃষ্ট করে; আমি পবিত্রতা সাগরে ডুবিতে চাই, আমি পুণ্যসলিলে অবগাহন করিতে চাই, আমি তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই। মানবের ধর্ম্ম, লৌকিক ধর্ম্ম, সভ্যতার ধর্ম্ম, বড় অপকৃষ্ট বস্তু তাহা হইতে রক্ষা কর, অতি কাতরে এই প্রার্থনা করিতেছি এবং আমাকে পূর্ণ নির্ভরের ধর্ম্ম, পূর্ণ প্রীতির ধর্ম্ম দিয়া কৃতার্থ কর। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি তোমার ইচ্ছার বিশেষ সহায়তা ভিন্ন আমার পরিত্রাণ হইবে না; দাসের দুর্গতি যাবে না, তাই ব্যাকুল হইয়া শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমার আশ্রয়, তুমি আমার বল, তুমি আমার গতি মুক্তি, তুমি আমার দাঁড়াইবার স্থান। এই ভাবে আমাকে চিরদিন রক্ষা কর। তোমার কৃপার জয় হউক, তোমার কৃপার জয় হউক।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের প্রার্থনা।

(ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই আশ্বিন)

জননি! তোমার প্রতি যাহার বন্ধুতা, তোমার শত্রুর প্রতি তাঁহার শত্রুতা, যে ব্যক্তি তোমার শত্রুকে আদর করে, প্রশ্রয় দেয় সে তোমার বন্ধু নহে, সে তোমাকে ভাল বাসে না। যাহাতে তোমার রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্য যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহারা তোমার শত্রু, আমরা তোমার প্রেরিত নব বিধানের আশ্রিত হইয়া তাহাদিগকে কোন রূপে ক্ষমা করিতে পারি না। দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া উপাসনা করা উচিত নহে, যোগ ভক্তি বাতুলতা, বিধান কিছুই নহে, ঈশ্বর দর্শন ও প্রত্যাদেশ কেবল কথার কথা, এই সকল অবিশ্বাসের কথা যাহারা বলে তাহারা তোমার শত্রু, আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে প্রশ্রয় দিব না। এই সকল ভয়ঙ্কর রাক্ষস প্রকৃতি লোক কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত ভাই ভগিনীর গলায় ছুরিকায় আঘাত করিতেছে ভাবিতে হৃৎকম্প হয়। ইহারা নিষ্ঠুর ডাকাত, তোমার
জানিয়া আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব,
শরীরকে স্পর্শ করিব না, আক্কেল[illegible] কাটিব।
লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া নানা দে[illegible]
জীর মন ভুলাইয়া লইতেছে ও তাহা[illegible]

বিষ খাওয়াইতেছে। নারীজাতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, শারীরিক সুখ ব্যভিচার ও বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। এই সকল নরাসুর উপাসনা ও ধর্ম্মের নাম দিয়া তোমার পুত্র কন্যাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে ও পরে তাহাদিগের গলায় ছুরি দিতেছে, ভক্তি বিশ্বাসের পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, ঘোর সংসারী বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া তুলিতেছে, দেশময় সংশয় নাস্তিকতার বিষ ছড়াইতেছে। মা! তোমার ভক্ত মহম্মদ কাফেরদিগকে কখনও ক্ষমা করেন নাই, তিনি ঈশ্বরের শত্রু রাখিব না বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে কেমন বীর পরাক্রমে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। "মহম্মদ বাঁচিয়া থাকিতে কে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হইতে দিবে না, কোন্ দুরাত্মা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, অগ্রসর হউক" তাঁহার এই বাক্য ছিল, তাঁহার সিংহ প্রতাপে জগৎ কাঁপিয়াছিল, তিনি কাফেরকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কাফেরকে তিনি কোনরূপে প্রশ্রয় দেন নাই। মা! কাফেরেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিলে আমরা ক্ষমা করিব, কিন্তু তোমার প্রতি যখন অত্যাচার করে তখন কি তোমার সন্তান হইয়া আমরা তাহা ক্ষমা করিতে পারি? তুমি স্বয়ং অপমানিত ও অত্যাচারিত হইয়া কাহাকে কিছু বল না। আমরাও নিজের সম্বন্ধে অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিব; কিন্তু তোমার প্রতি কাফেরদিগের অত্যাচার ও অপমান আমরা প্রাণে সহ্য করিতে পারি না। তাহারা তোমার হাত কাটিতে চায়, জিহ্বা কাটিতে চায়, তোমাকে মারিয়া ফেলিতে চায়, কোনরূপে জীবন্ত রাখিতে চায় না, তাহাদের রুচি ও বুদ্ধির অনুরূপ এক মৃত দেবতা গড়িয়া
লোকের নিকট উপস্থিত করিতে চায়। তো[illegible]
দিগকে মারিতে চায় প্রাণ থাকিতে ই[illegible]
করিয়া সহ্য করিব? কাঁদিব। নরদান[illegible]
আমাদের প্রধান অস্ত্র। কাফের[illegible]
সংগ্রাম আধ্যাত্মিক, কোনরূপ[illegible]
অনেক সৎকার্য্য করিতেছে[illegible]
লোক আছে; সত্য বটে[illegible]
অনেক ভাই ভগিনী[illegible]
নাস্তিকতা দেশ[illegible]
শুনিবার প্র[illegible]
তাহাদিগকে[illegible]
করে[illegible]
উৎ[illegible]

[illegible] বিশেষ
অনেক ব্যয়ের
ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বা-
বাহুল্য। অতএব সভ্য,
[illegible]হোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ
[illegible]না।
[illegible]ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোল-
আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত
[illegible]আমরা
[illegible]প্রাণে ক্ষান্ত
অস্ততঃ এক
[illegible] হইবে।

১৫ ই জুলাই	}	শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
[illegible]জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা	}	সহকারী সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য /০ আনা মাত্র।

দুর্গতি না হয়। তোমার অপমানে স্বদেশের দুর্গতিতে যেন রক্ত গরম হইয়া উঠে। আমরা তোমাকে ভাল বাসিব ও তোমার শত্রুকেও ভাল বাসিব ইহা হইয়া উঠিবে না। তোমার শত্রু আমাদের শত্রু।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে সালেম ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মেঃ এস. পি নাইডুর যত্নে কোইম্বাটুর নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। নূতন সমাজ দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করুক এই আমাদের প্রার্থনা।

১৭ই অক্টোবর সিমলা পাহাড়ে বাবু হারাণচন্দ্র বসুর দ্বিতীয় কন্যার এবং ৮ই কার্ত্তিক শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চৌধুরির কনিষ্ঠা কন্যার নামকরণ হইয়াছে।

দুই সপ্তাহের ছুটীর পর "ছাত্র সমাজের" কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। গত রবিবার "বিবেক সম্বন্ধীয় বিবিধ মতের" বিষয় আলোচিত হইয়াছিল।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন অসাধারণ পরিশ্রম করিতে করিতে অবশেষে ভগ্ন শরীর হইয়া স্বাস্থ্য লাভের জন্য দারজিলিং গমন করিয়াছেন। হিমালয় পর্ব্বতের সুন্দর উপত্যকায় কোন বন্ধুর গৃহে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের জলন্ত উৎসাহ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলে বহুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইত।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এখন দারজিলিংএ অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি কলিকাতা প্রত্যাগমনের সময় উত্তর বঙ্গরেলওয়ের নিকটস্থ সমাজ গুলি পরিদর্শন করিয়া আসিবেন, এরূপ
যাইব। ...ছেন।
এই সংসারাসক্ত চি... ...নন্ডেডো" নামক ফরাসী দেশীয় এক খানি
উদ্ধার করিবে তবে এই পত্রিকায় "ব্রাহ্মসমাজ" সম্বন্ধে একটি
দেও। অবিশ্বাসীর যে দুর হইয়াছে প্রবন্ধ লেখক সাধারণ
রাখিও না, আমাকে সংসারে যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া-
দিও না। যে যবনিকা আমার আত্মা ...শব বাবু সমাজ নেতৃত্ব পদ
তোমাকে উজ্জ্বলভাবে দেখিতে দিতেছে ... সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
করিয়া অন্তরিত কর; যে সকল আসক্তি
বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার বন্ধন হইতে আ... মৈত্র এম, এ
কর। আমাকে বিশ্বাসের সুখ দেও, আমি পূর্ণ ... পাঠকগণ
সহিত তোমার উপর নির্ভর করিব, সদানন্দ চিত্তে ...মক কলে-
কার্য্য করিয়া বেড়াইব; এবং তোমার পবিত্র আশ্র... কিছুদিন
দিন দিন প্রীতি পবিত্রতাতে বর্দ্ধিত হইব। আমার দুর্ব্বল বিল
বিশ্বাস আমাকে সম্পূর্ণ রূপে তোমার ইচ্ছার অনুগত হইতে দেয় না। আমি ক্ষতি লাভের গণনাতেই ব্যাকুল হই, এমন অবস্থাতে আমাকে উপস্থিত কর যে অবস্থাতে তোমার অনুগত হওয়াই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ হইবে। তোমার শুভ ইচ্ছা সাধনের জন্য কোন প্রতিবন্ধককে প্রতিবন্ধক বলিয়া গণ্য করিব না। আসক্তির বিষয় গুলি অঞ্চলে বাঁধিয়া বসিয়া আছি, যদি আবশ্যক হয় তোমার ইঙ্গিতে অপকৃষ্ট

লম্বিত হইয়াছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজে আকাঙ্ক্ষানুরূপ ঈশ্বর প্রীতি দেখা যায় না, তথাপি উপাসনার এই অঙ্গটী ব্রাহ্মগণ অনেক পরিমাণে অবলম্বন করিয়াছেন এবং সামাজিক উপাসনা প্রভৃতি যে ব্রাহ্মের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই। গরিব দুঃখী অনাহারে, রোগে, ক্লেশে দিন যাপন করিতেছে, তাহাদের দুঃখ মোচন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। মদ্যপানে দেশ উৎসন্ন হইতেছে তাহার নিবারণ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। অশিক্ষায় দেশের নরনারী জীবন শূন্য হইয়া আছে তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। সামাজিক অত্যাচারে নারীজাতির অশেষ দুর্গতি হইয়াছে, তাঁহাদের উন্নতিবিধান ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। প্রজার প্রতি অত্যাচার নিবারণ, রাজনিগ্রহ হইতে দেশকে মুক্ত করা প্রভৃতি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য। উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গটীর পরিচালনার জন্য অদ্যাপি ব্রাহ্মদিগের বিশেষ আগ্রহ দৃষ্ট হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষ এজন্য চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু কোন সমবেত প্রণালী এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হয় নাই। এমন সময় আসিয়াছে যখন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যের দিকে ব্রাহ্মের মনোযোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য নতুবা উপাসনা চিরদিন একাঙ্গ থাকিবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য চির দিন অপরিণত থাকিবে। সমবেত প্রণালীতে সাধু অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা "হিতসাধিনী" নামক এক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে এই সভায় মন প্রাণের সহিত যোগ প্রদান করিয়া খাটিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেশব্যাপক দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কখনও এই মহৎ কার্য্য হইতে দূরে অবস্থিতি করিবেন না।

সংবাদসার।

১৫ই অক্টোবর বাঁকিপুর ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে এক সিবিল বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু বিপিনবিহারী দাস এম, এ বি এল। ইঁহার নিবাস শ্রীহট্ট এবং জাতি সাহা। পাত্রী বিখ্যাত রমা বাই জাতিতে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও মহারাষ্ট্রী ও বাঙ্গালীতে বিবাহ হয় নাই।

ঐ তারিখেই আহম্মদাবাদ নগরে একটি বিধবা বিবাহ হইয়াছে। পাত্র পাত্রী উভয়েই ব্রাহ্মণ। আহাম্মদাবাদ
জন নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী লোক বিবাহ সভায় বলে দাঁড়াস্থিত ছিলেন।
অপরাধ কল... প্রদেশে বিধবা বিবাহ সংঘটনের জন্য একটি সভা
পাই, তোমার ক... হইয়াছে। আমাদের বন্ধু বাবু নবীনচন্দ্র রায়,
কার্য্য ভিন্ন কে আ... ...গণ অগ্নিহোত্রী, বাবু শিবচন্দ্র সেন, মেঃ
যে বেশে ধরিয়া পাপী প্রভৃতি কতিপয় জন উৎসাহী লোক এই

সভার স্থাপয়িতা। বিধবা রমণী ও বিধবা বিবাহেচ্ছু পুরুষ তাঁহাদিগকে জানাইলে তাঁহারা বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিতে পারেন এবং নানারূপ সাহায্য করিতে পারেন। বঙ্গদেশে এক সময়ে বিধবা বিবাহের জন্য যেরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, এখন আর তাহার নাম গন্ধও নাই। নগরে নগরে ও পল্লীতে২ কত বিধবা সামাজিক অত্যাচারে দগ্ধ হইতেছে তাহা মনে হইলে অশ্রুপাত করিতে হয়।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম জয়পুরের নূতন মহারাজা তাঁহার পিতার রক্ষিত ১৫০ শত সর বনিতাকে বিদায় দিয়াছেন। দেশীয় রাজ্য সমূহে ধর্ম্মনীতি এত শিথিল যে রাজগণ প্রকাশ্য সভায় বারবনিতা লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লজ্জা বোধ করেন না, এইরূপ জঘন্য অপরাধেই দেশীয় রাজগণ হীনপ্রাণ, হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। ধর্ম্মনীতির উন্নতি না হইলে কোন দেশেরই শুভ দেখা যায় না। জাতীয় অবনতি জাতীয় অপরাধের অবশ্যম্ভাবী কথা কাহার আর সন্দেহ নাই।

অনেক সংশয়বাদী এই বলিয়া গৌরব করেন যে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা সকলেই সংশয়বাদী। এই উক্তি সম্পূর্ণ অলীক। পদার্থতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের শিরোভূষণ সার উলিয়াম টমসন ও অধ্যাপক টেইট অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক। ডাক্তার বেলফোর ষ্টুয়ার্ট সাহেব সহিত কোন অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকের কোনরূপে তুলনা সম্ভবে না, তিনিও একজন ধার্ম্মিক লোক। স্পেকট্রোস্কোপস অনুসন্ধায়ী ডাক্তার হগিন্‌স একজন ধর্ম্ম বিশ্বাসী বলিয়া বিখ্যাত। অধ্যাপক গ্রেয়স ক্রমবিকাশবাদীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, হক্স্‌লি অপেক্ষা তিনি সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠতর কিন্তু তিনিও একজন ঈশ্বরবাদী। ডাক্তার ডারুইন ঈশ্বর এবং পরকালে বিশ্বাস করেন এবং নিয়মিতরূপে ডাক্তার মার্টিনের সমাজে উপাসনা করিতেন। দুই তিনজন বৈজ্ঞানিক যাঁহারা সহজ সহজ বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া যশোলাভ করিয়াছেন কিন্তু কখন মূল তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই, তাঁহারাই সংশয়বাদী। ইউরোপ ও ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান সকল বৈজ্ঞানিকই ধর্ম্মবিশ্বাসী।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

আগামী ২রা নবেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ১৩ নম্বর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এবং অপর ২৩ জন কর্ত্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব বিবেচিত হইবে।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদে নিয়োগ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ২৮ সংখ্যক নিয়ম বহির্ভূত হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের নিয়োগ রহিত করা হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন বসু,
সম্পাদক।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা	৵১০
জাতি ভেদ	৵১০
পরকাল	১০
ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায়	১০

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট
৩১ শ্রাবণ।

শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য /০ আনা মাত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী এই পত্রিকা কার্ত্তিকমাস হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা গ্রাহক হইবার ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ লিখিবেন ও মূল্য পাঠাইবেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য কলিকাতার জন্য ২৷৹ এবং মফস্বলের জন্য ২৸৹, যাণ্মাসিক মূল্য বার্ষিক মূল্যের অর্দ্ধেক।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়
৪৪ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট
কলিকাতা ১০ই কার্ত্তিক ১২৮৬ } শ্রীআশুতোষ ঘোষ। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বান্ধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৪৲ ডাকমাশুল ।৵৹। কার্য্যাধ্যক্ষ।

আগামী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের "ব্রাহ্মপকেট এলমেনেক্" নামক পঞ্জিকাতে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার মানসে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, প্রত্যেক সমাজের সম্পাদক অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় সমাজসম্পর্কীয় নিম্নলিখিত বিবরণ আমার নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ভরসা করি যে গত বৎসর যে সকল সমাজ হইতে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এবং যে সকল সমাজের নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে সদয় হইয়া বাঞ্ছিত বিবরণ প্রেরণে অনুগৃহীত করিবেন। বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্জিকাতে যে সকল ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ সকল সমাজ সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর যে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাই কেবল জানাইবেন। যদি সংবাদ প্রাপ্তির অভাবে কোন সমাজের নাম পঞ্জিকাতে উল্লেখ করা না হয়, তাহা অতিশয় ক্ষোভের বিষয় হইবে।

বিবরণ।

১। সমাজের নাম ও তাহা কোন্ স্থানে অবস্থিত (ডাক ঠিকানা সহিত)

২। সমাজ সংস্থাপনের দিন।

৩। নিয়মিত উপাসনার সময়।

৪। বার্ষিক উৎসবের দিন।

৫। আচার্য্যের নাম।

৬। সম্পাদকের নাম।

৭। সমাজের সভ্যের সংখ্যা।

৮। কোন প্রচারক থাকিলে তাঁহার নাম।

৯। সমাজের মন্দির আছে কি না। যদি থাকে তবে তাহা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১০। সমাজের অন্তর্গত বিদ্যালয়াদি।

উল্লিখিত বিবরণ আগামী ১লা অক্টোবর বা তৎপূর্ব্বে কোন্নগরে আমার ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল।
Channing's Complete works	১৷৹	৵৹
Practical Sermons	৸৹	।৹
Memoir of Dr. Carpenter	৸৹	/৹
Perfect Life	১৸৹	৵৹
Morning & Evening meditations	১৸৹	৵১৹
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১৲	/১৹
সঙ্গীত-হার (বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	।৹	১৹
সুরুচীর কুটীর	॥৹	১৹
শিশুর সদাচার	১৹	১৹
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/৹	১৹

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, October 1880.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ১২শ সংখ্যা। | ১লা অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বলে ঐ ৩৲ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

মান সম্ভ্রম এমন পদার্থ যে তাহাতে একবার পতিত হইলে লোক বিষম শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন আর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে সাহস হয় না। আবার অপর দিকে যশঃস্পৃহা বশতঃ অনেকে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করিতে গিয়া ঈশ্বরকেই বিস্মৃত হইয়া যান। তাঁহাদিগের যশঃসৌরভ কিরূপে চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে, লোকে কিরূপে বিদ্যা বুদ্ধি বাগ্মিতা প্রভৃতির প্রশংসা করিতেছে; চরিত্রের গুণে লোকে কিরূপ মুগ্ধ হইতেছে, সেই দিকেই দৃষ্টি পড়ে। বালক যেমন গৃহের ভিত্তিতে নিজ দেহের ছায়ার দৈর্ঘ্য দেখিয়া আনন্দিত হয় সেইরূপ এই সকল অল্পবিশ্বাসী লোক আপেক্ষিক শক্তির কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন। প্রকৃত বিশ্বাসী ও প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক তিনি, যাহার অন্তরে "তোমার নাম মহিমান্বিত হউক" এই প্রার্থনা সর্ব্বদা জাগরূক আছে। মান হীন ধন ও সম্ভ্রমে অগ্রগণ্য কেন, যদি বিশ্বাস ও সত্যের অনুরোধে সকলের ঘৃণার তলে গমন করিতে হয় তাহা করিতেও প্রস্তুত। এই ভাবে যাহারা ঈশ্বরের পথ আশ্রয় করেন তাহারাই তাঁহার প্রেমের অধিকারী। আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়, আমরা ঈশ্বরের গৌরব অপেক্ষা নিজের বা নিজ দলের গৌরব অগ্রে অন্বেষণ করি। জগদীশ্বর! কবে এই বিশ্বাসীর এই দুরবস্থা হইতে আমরা মুক্তি লাভ করিব। তুমি আমাদের সহায় হও ধর্ম্মবীর পলের ন্যায় যেন আমরা বলিতে পারি যে "তোমার বিশ্বকার্য্য ও তোমার প্রেমের সহিত তুলনায় জগতের মান মর্য্যাদা, সম্ভ্রম প্রতিপত্তি মনুষ্যের উৎসর্গীকৃত অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায়।"

সত্য পথে কি যে সে ব্যক্তি চলিতে পারে? প্রগাঢ় আন্তরিক নিষ্ঠা ও অচল আস্থা ব্যতীত মনুষ্য ধর্ম্মপথে স্থির থাকিতে পারে না। সম্পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের অনেকগুলি লক্ষণ আছে; (১ম) সত্য নির্দ্ধারণের জন্য একান্ত আগ্রহ (২) সত্যকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার জন্য ঔৎসুক্য ও চেষ্টা, (৩) সত্য বিচারে বার বার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা, (৪র্থ) সত্য নির্দ্ধারিত হইলে কায়মনোবাক্যে তদনুগত হওয়া। এই চারিটী যে ব্যক্তির চরিত্রে মিলিত না হয় তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সত্যপ্রিয় বলা যায় না। যে ব্যক্তির সত্য জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা নাই, সত্যটী সম্পূর্ণরূপে জানা হইল কি না সে বিষয়ে দৃষ্টি নাই এবং সত্য জানিয়া তদনুসারে আচরণ করিবার সংকল্প নাই; জগদীশ্বর তাহাকে মানব জন্মের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখে বঞ্চিত করেন। হে বন্ধু! যদি মানুষ হইতে চাও, যদি ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁহার ইচ্ছানুগত হইতে চাও, যদি লোকের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্র হইতে চাও, এই চতুর্বিধ সদ্গুণ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা কর, অন্য আয়োজন করিতে হইবে না। বিশেষতঃ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে কখনও বিশ্বাস ও সত্য বিরুদ্ধ আচরণ করিবে না। যতক্ষণ না বুঝিবে ততক্ষণ অতি মহৎ লোক হইলেও তাঁহার মতের অনুসরণ করিবে না; ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া যতক্ষণ না বুঝিবে সত্য আদেশের নাম শুনিলেও সেপথে যাইবে না; লোকের বিদ্রূপ বা নিন্দার ভয়ে বিশ্বাস বিরুদ্ধ কথা বলিবে না বা বিশ্বাস বিরুদ্ধ আচরণ করিবে না। ইহাতে যে মানবাত্মার কি সর্ব্বনাশ হয় তাহা বলিয়া জানান যায় না। সাবধান! সাবধান! এমন সর্ব্বনাশের পথ হইতে বিরত থাকিবে। অনেক প্রকারে কপটতাচরণ এবং সত্যের অবমাননা করিয়া আমাদের আত্মার তেজস্বিতা এতদূর নষ্ট হইয়াছে, যে অনেক সময় আমরা সত্য জানিবার জন্য ব্যগ্র হই না; যদি বা জানি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ইচ্ছুক হই না এবং যদিও বা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করি তদনুসারে আচরণ করিতে যে আমরা বাধ্য তাহা বুঝিতে পারি না। জগদীশ্বর এই শোচনীয় অবস্থা হইতে আমাদিগকে মুক্ত করুন। হে প্রভো! আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সত্য-পরায়ণ কর।

ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা অনেক সময় লোকের কপটতা শিক্ষা হয়। ব্রাহ্ম পাঠক হয়ত বলিবেন একি অসম্ভব কথা! অপেক্ষা করুন একথা নিতান্ত অসম্ভব নয়। উপাসনা স্থলে আসিয়া অনেকে বাস্তবিক কপটতাচরণ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ উপাসনার ভাষা শুনিয়া শুনিয়া অনেক সময় কতকগুলি সুললিত শব্দ আমাদের মুখস্থ হইয়া যায় উপাসনাতে বসিবামাত্র সেই শব্দ গুলি অভ্যাস বশতঃ মুখ দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। তাহার এক একটী শব্দের যে গুরুতর অর্থ, যদি আমাদের হৃদয়ের ভাব ও তাহার গভীরতার অনুরূপ হয় তাহা হইলে তেমন প্রত্যেক উপাসনা দ্বারা আমাদের আত্মা বাস্তবিক স্বর্গের দিকে উন্নীত হয়, কিন্তু তাহাই কি সকল সময় ঘটে? অনেক সময় কি এরূপ দেখা যায় না যে

মুখের ভাষা স্বর্গে গেল এবং হৃদয় পৃথিবীতে রহিল। এরূপ ভাবে পরমেশ্বরকে ডাকিলে নামাপরাধ হইয়া থাকে। এই এক প্রকার কপটতা। দ্বিতীয় কপটতা ইহা অপেক্ষা শোচনীয়; অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি ভক্ত নাম পাইবার লোভে অনেক সময় ভক্তির বাহ্য লক্ষণ সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক ব্যক্তির উপাসনা কালে নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, তিনি নমস্কারের ভান করিয়া, বা স্বাভাবিক শিরঃসঞ্চালনের ভাণ করিয়া নিদ্রা গোপন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; কোন প্রকারে নিদ্রার হস্ত হইতে বাঁচিতে পারিতেছেন না অথচ পাছে লোকে অভক্ত ভাবে এই ভয়ে নেত্র উন্মীলন করিতে সাহসী হইতেছেন না; কপটতা দ্বারা নিজ দোষ গোপনের প্রয়াস পাইতেছেন। এরূপ ধর্ম্ম সাধনে অধর্ম্ম বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য ফল হয় না। বাহ্য লক্ষণের দিকে যাঁহাদের অধিক দৃষ্টি; কপটতা করিতে যাঁহাদিগের বাঁধে না তাঁহাদিগকে অধিক কাল ধর্ম্ম জগতে থাকিতে হইবে না।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের তালিকা সংগ্রহ হইতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন ব্রাহ্মের আবার আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক কি? যিনি ব্রাহ্ম, তিনি একমাত্র জীবন্ত সত্তাস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক, তিনি কি আবার কোন প্রকার অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতাচরণ করিতে পারেন? সুতরাং এরূপ প্রভেদ করা অকর্ত্তব্য। প্রকৃত বিশ্বাসের এই কথা তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে, সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য না করিলে দোষ কি, তাহাও বুঝাইয়া দিতে হয়। সুতরাং ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও বহুসংখ্যক লোক এরূপ আছেন, যাঁহারা সত্তা স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক হইয়াও কার্য্য কালে পৌত্তলিকতাচরণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মসমাজের এ দুর্ব্বলতা দূর হইবে। আপাততঃ তাঁহারাই আনুষ্ঠানিক শব্দ বাচ্য যাঁহারা কোন প্রকার সামাজিক বা গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতাচরণ করেন না বা করিবেন না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যাঁহারা নিজ আচরণে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের প্রশ্রয় দেন না তাঁহারাই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।

একজন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে গেলে কি চাই? উত্তর, প্রথম নিয়ম, জীবন্ত ঈশ্বরকে জীবনের জীবনরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। এবড় সামান্য ব্যাপার নয়। ঈশ্বর যখন অগ্নির ন্যায় তোমার প্রাণে লাগিবেন; যখন দেখিবে যে তোমার পবিত্রতার প্রতি রুচি এবং পাপের প্রতি অরুচি জন্মিতেছে, যখন দেখিবে চিন্তা ও কল্পনার স্রোত পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিতেছে; সৎপ্রসঙ্গ ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য পরম মিষ্ট বস্তু বোধ হইতেছে, তখন বুঝিবে যে ঈশ্বর জীবনের জীবন হইতেছেন। দ্বিতীয় নিয়ম জীবনে সম্পূর্ণরূপে সত্তা স্বরূপ ঈশ্বরের অনুগত হইতে হইবে। প্রতিদিন ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানের অভ্যাস করিবে, একমাত্র সত্তা স্বরূপ ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন কল্পিত দেবতার নিকট মস্তক অবনত করিবে না; কোন প্রকার পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতাচরণ করিবে না, এবং নিজে মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব বিরোধী কোন আচরণ করিবে না। ঈশ্বরকে জীবনের জীবনরূপে অনুভব করিলে, এসকল নিয়ম প্রতিপালন করা কঠিন হইবে না।

স্তুতি ও নিন্দা।

এ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে, অনেক ভ্রান্ত লোকে মনে করিয়া থাকে যে সতর্কতা দ্বারা অন্তরের অসাধুতা গোপন করিয়া জগতে সাধুতার প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, এই কারণে দেখা যায় যে লোকে বাহিরের কথা ও বাহিরের আচরণের দিকেই অধিক দৃষ্টি রাখে। "অমুককে যদি এ কথাটা না বলিতাম, অমুকের প্রতি যদি এরূপ আচরণ না করিতাম তাহা হইলে ভাল হইত" এই বলিয়া অনেককে দুঃখ করিতে দেখা যায়; কিন্তু অমুকের সম্বন্ধে এরূপ ভাব কেন অন্তরে গোপন করিলাম, এরূপ অসাধু ইচ্ছা কেন হৃদয়ে উদিত হইল, এরূপ বলিয়া অতি অল্প লোকেই দুঃখ করিয়া থাকে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শি ব্যক্তিরা দেখিতে পাইবেন যে কুকুরের যেমন ঘ্রাণ শক্তি আছে তেমনি মানবাত্মার ও ঘ্রাণ শক্তি আছে। পরিচয় মাত্রে কাহার অন্তরে সাধুতা বা অসাধুতা আছে তাহা যেন আঘ্রাণের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। এরূপ কি পাঠকগণ কখন ও দেখেন নাই, একব্যক্তির নিকট যাওয়া গেল, তিনি অভ্যর্থনা সূচক হাস্য করিলেন, মন বলিয়া দিল সে হাস্য অন্তরের বিদ্বেষ গোপনের চেষ্টা মাত্র! এক ব্যক্তি কত সদ্ভাব ও সৌজন্য দেখাইতেছে, মনস্তুষ্টির জন্য বিবিধ প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতেছে, তথাপি তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বলিলে যে ভাব বুঝায় সে ভাবের উদয় হইতেছে না। মন যেন বলিতেছে লোকটা বড় ভাল নয়। ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলেন, তিনি বলিতে কহিতে, লিখিতে পড়িতে, মিশিতে, আপ্যায়িত করিতে সুপটু, কত কত উচ্চ উচ্চ কথা প্রচার করিলেন, মুখে স্বর্গীয় ভাবের ছড়াছড়ি করিলেন, তিনি যেইপশ্চাৎ ফিরিলেন, রমণীরা বলিতে লাগিলেন যে লোকটার দৃষ্টি খারাপ, পুরুষেরা বলিতে লাগিলেন লোকটা উচ্চদরের নয় অর্থাৎ মুখে যেরূপ উচ্চদরের কথা বলিয়াছিলেন মনের অবস্থা সেরূপ নয়। কে এরূপে ভিতরের চরিত্র প্রকাশ করিয়া দিল?

অসাধুর যে স্থায়িরূপে সাধুতার প্রতিপত্তি লাভ করা সম্ভব নয় তাহার অন্য কোন যুক্তি না থাকিলেও একটী প্রধান যুক্তি এই যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে এতদূর সতর্ক হওয়া সম্ভব নয় যে সে কখনও নিজ চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিবে না। জনসমাজ, পরিবার, নিজগৃহ প্রভৃতি স্থলে যে কখনই তাহার অসাবধানতার মুহূর্ত্ত আসিবে না এরূপ সম্ভব বোধ হয় না। যখন লোকের নিজ কথা বা কার্য্যের দিকে দৃষ্টি থাকে তখনই সে ব্যক্তি সতর্ক হইতে পারে; কিন্তু আমরা অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের

চরিত্র প্রকাশ করিয়া ফেলি। এরূপ শ্রুত হওয়া যায়, কোন রাজসভাতে এক বার এক জন লোক আসিয়াছিল, সে ব্যক্তি এরূপ বেশ গোপন করিয়াছিল ও নানা ভাষাতে এরূপ কথা কহিতে পারিত যে সে কোন্ জাতীয় লোক কেহই স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে একজন চতুর লোক স্থির করিবার ভার লইল। উক্ত আগন্তুক একদিন অন্যমনস্ক হইয়া পথে যাইতেছে এমন সময় ঐ চতুর ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল; তাহাতে আগন্তুকের ক্রোধের উদয় হইল; ক্রুদ্ধ হইবামাত্র তাহার নিজের ভাষা বাহির হইয়া পড়িল। সেইরূপ অন্যমনস্ক হইলেই লোকের নিজের চরিত্র বাহির হইয়া পড়ে।

এই সকল দেখিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে জগদীশ্বরের ধর্ম্মরাজ্যে যাহারা অসাধু হইয়া সাধুতার শ্রদ্ধা চায় তাহাদের ন্যায় ভ্রান্ত আর নাই। অপরদিকে প্রকৃত সাধুতা যদি কাহারও থাকে তবে তাঁহার মান মর্য্যাদা জগদীশ্বর বাড়াইয়া থাকেন; তাঁহার রাজ্যে প্রকৃত সাধুতার ও পরাজয় হয় না।

পূর্ব্বোক্ত সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া একবার জগতের স্তুতি নিন্দার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। জন সমাজে আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের চরিত্রের প্রতি মতামত প্রকাশ করিয়া থাকি। স্তুতি বা নিন্দা তিন কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ অধিকাংশ স্থলে লোকে আমাদের সহিত মিশিয়া পরিচয় দ্বারা চরিত্রের যে সকল দোষগুণ জানিতে পারে, তদ্দ্বারাই তাহাদের সংস্কার জন্মে। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের সংস্রব থাকাতে কৃতজ্ঞতা বা বিদ্বেষ জন্মে, তন্নিবন্ধন স্তুতি বা নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ ভ্রান্তি বশতঃ বা লোক মুখে শুনিয়া অনেক সময় আমরা ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা বা নিন্দা করিয়া থাকি। এই ত্রিবিধ স্থলে আমাদের যদি সত্যের প্রতি এবং সাধুতার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে আমরা কি করি? স্তুতি বা নিন্দা শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি অন্তরের দিকে পতিত হয়; যদি দেখি যে লোকে যে নিন্দা করিতেছে বাস্তবিক সেই অসাধুতা চরিত্রে আছে, তখন ভাবি আমি নিজেই যখন এই অসাধুতা অন্তরে রাখিয়াছি তখন ত আমি এই নিন্দার উপযুক্ত; যদি দেখি যে প্রশংসা করিতেছে তদনুরূপ সদ্গুণ আমার অন্তরে নাই, তাহা হইলে ভাবি এ প্রশংসা স্থায়ী হইবে না; লোকে আমার প্রকৃত দুর্ব্বলতা একদিন জানিবেই জানিবে। যদি দেখি লোকে ভ্রান্তি বশতঃ বা লোক মুখে শুনিয়া নিন্দা করিতেছে, তখন মনে করি প্রকৃত ঘটনা না জানাতেই তাহারা ভ্রমে পড়িয়াছে প্রকৃত ঘটনা অসংকোচে জানান কর্ত্তব্য। যদি দেখি কেহ বিদ্বেষ বশতঃ নিন্দা প্রচার করিতেছে, তখন ভাবি এ অসাধুতা যখন আমাতে নাই, তখন এ নিন্দাও আমাকে দীর্ঘকাল স্পর্শ করিবে না। মনে কর, একজন অপর এক ব্যক্তিকে অহঙ্কৃত বলিয়া নিন্দা করিয়া আসিলেন, যাঁহারা সেই নিন্দা শুনিলেন প্রথমে তাঁহাদের অশ্রদ্ধা জন্মিল বটে কিন্তু তৎপরে তাঁহাদের নিন্দিত ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়া যখন জানিলেন যে সে ব্যক্তির অহঙ্কার নাই তখন তাঁহাদের কি নিন্দা প্রচারকেরই প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে না? এবং তাঁহারা দশজনে কি আবার অপর দশ জনের ভ্রান্ত সংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করেন না। ঈশ্বরের জগতে অন্যায় নিন্দা স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং" ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন।

ঈশ্বরের রাজ্যে যখন এমন সুবিচার তখন আমাদের কি শোচনীয় অবস্থা যে আমরা সত্যের উপর এবং সাধুতার উপর নির্ভর করিতে পারি না। মনে করি যেন কপটতা দ্বারা বা সত্য গোপনের দ্বারা কোন ব্যক্তির বা কোন দলের মান মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে। হে ব্রাহ্ম বন্ধু! যদি দেখ বাস্তবিক তোমার দলের কোন লোকের দ্বারা এমন কোন কার্য্য হইয়াছে যাহা নিন্দনীয়, তবে সে জন্য লোক নিন্দাকে দুঃখের কারণ কেন মনে কর? লোকে নিন্দা করে তাহা তত দুঃখের বিষয় নয়, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এরূপ নিন্দিত কার্য্য যে হইতে পারে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়। লোকে যদি জানিতে চায়, ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া আমূল সমুদায় কথা ভাঙ্গিয়া বল; শুনিয়া যদি কাহারও অশ্রদ্ধা হয়, মৌনী থাক, তোমরা সে অশ্রদ্ধার উপযুক্ত। আর যদি দেখ কেহ শত্রুতা বশতঃ অসত্য নিন্দা রটনা করিতেছেন; লোকদিগকে সরলভাবে তোমাদের গুণ দোষ সমুদায় দেখিতে দেও, দেখিবে সে নিন্দা স্থায়ী হইবে না। ঈশ্বর যদি থাকেন তিনি সাধুতার রক্ষক, ইহাতে কি আর সন্দেহ আছে। গোপনে তাঁহার মুখ যে রক্ষা করে ঈশ্বর লোকালয়ে সেই সাধুর মুখ উজ্জ্বল করিয়া থাকেন। হে ব্রাহ্ম! এই সত্যটী যদি শিখিয়া না থাক, তবে প্রকৃত বিশ্বাসের মর্ম্ম এখনও জান না।

আমাদের বিবেক এত দুর্ব্বল যে আমরা জনশ্রুতিতে শুনিবামাত্র কুৎসা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হই না। "ওহে শুনিয়াছ অমুক এমন, অমুক তেমন" এইরূপ কর্ণে কর্ণে বলার যে সুখ তাহাকে আমরা পরমসুখ জ্ঞান করি। ইহাতে সময়ে সময়ে যে কি ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ হয়, তাহা একবার অনুভব করিতে পারিলে বোধ হয় ব্রাহ্ম মাত্রেই সতর্ক হইবেন। মনে কর, আমি কোন ব্যক্তির কোন দোষের কথা শুনিলাম। শুনিবামাত্র আমার তিন জন বন্ধুকে বলিলাম, তাঁহারা তৎপর দিন আর দশ জনকে বলিলেন, এইরূপে সেই কুৎসা বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে দুই মাসের পর আমি বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া জানিলাম যে সে কথা যিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল। তখন আমার অনুতাপ উপস্থিত হইল ভাবিলাম কেন বিনা অনুসন্ধানে এক ব্যক্তিকে দোষী ভাবিয়াছিলাম; ইচ্ছা হইল যে যাহাদিগের নিকট পূর্ব্বে নিন্দা করিয়াছি তাহাদিগেরও ভ্রম দূর করি; কিন্তু কত লোকের ভ্রম দূর করিব? দেখ, যে পরিমাণে অনিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি তাহা আর সংশোধনের উপায় হইল না। এই জন্য ব্রাহ্মমাত্রেরই নিম্নলিখিত নিয়মটী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তির কুৎসা কর্ণগোচর হইলে, তাহার তথ্য নিরূপণের

চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে; যত দিন অনুসন্ধান দ্বারা নিজে নিঃসন্দেহ না হও ততদিন আর কোন প্রাণীকে সে কথা বলিবে না।' এই ব্রাহ্মোচিত ব্যবহার। লেখক যে এই নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য কখনও করেন নাই, তাহা যেন ব্রাহ্ম পাঠক মনে না করেন। এই নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া নিরপরাধ ব্যক্তির অনিষ্ট হইল দেখিয়াছি; একভাবে বলিয়াছি লোকে আর এক ভাবে লইয়া তিলকে তাল করিয়াছে দেখিয়াছি; যে অপকার্য্য করিয়া ফেলিলাম তাহা আর সংশোধন করিতে পারিলাম না বলিয়া অনুতাপের অশ্রুজল ফেলিয়াছি, এবং ঈশ্বরের নিকট উপাসনার সময় কাঁদিয়াছি, সেই জন্যই ব্রাহ্ম মাত্রকে এই পরামর্শ দিতেছি। নিন্দিত বন্ধু! তুমি ধৈর্য্যা বলম্বন কর, তুমি যাহার উপযুক্ত তাহাই পাইবে। নিন্দাকারি! তুমি একবার চিন্তা কর, যদি তোমার প্রচারিত কুৎসা পরে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তখন তুমি কি করিবে? জগদীশ্বর আমাদের অব্রাহ্ম বিবেককে অগ্রে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করুন। তবে দেশ মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নববিধানী-দিগের ব্যবহার।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রচারকগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করিতেছেন আমরা এত দিন তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। আমরা প্রথমে ভাবিয়াছিলাম সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ তাঁহাদিগের যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, কিয়ৎকাল পরে তাহা নিরস্ত হইবে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে তাঁহাদের সাময়িক উত্তেজনা ক্রমে স্থায়ী শত্রুতায় পরিণত হইতেছে। কেশব বাবুর উৎসাহ যখন যে দিকে ধাবিত হয় তিনি অন্ধের ন্যায় সেই পথ অবলম্বন করেন। তাঁহার জীবন যাঁহারা নিগূঢ় রূপে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা ইহার সহস্র প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। ১৮৬৩ সালে যখন তিনি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদের পুরাতন ও নূতন বিধান (Old Testament and New Testament) লইয়া কত উপহাস করিতেন। অপরিবর্ত্তনীয় ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিবর্ত্তন হয় না তাঁহার পুরাতন ইচ্ছা ও নূতন ইচ্ছা আসিতে পারে না, এই বলিয়া কত প্রকাশ্য বক্তৃতাতে তিনি রেভারেণ্ড ডাইসন ও লালবিহারী দে কে উপহাস করিতেন। এখন যে ব্যক্তি তাঁহার প্রচারিত নূতন বিধানে বিশ্বাস না করে তাহাকে সেই প্রকার বিদ্রূপ করিতেছেন। যখন এই মহানগরীতে মলিক নামক জনৈক খৃষ্টীয়ান হিন্দু জাতির ন্যায়পরতার অভাব বিষয়ে বক্তৃতা করেন, কেশব বাবু তাঁহার "ঈশা ইউরোপ আসিয়া" নামক বক্তৃতায় ক্ষমাগুণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া খৃষ্টীয় সম্প্রদায়কে তদ্বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সকলেরই স্মরণ আছে। তিনি ইংলণ্ডেও এই গুণের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সেণ্ট-জেম্‌সহলে বলিয়াছিলেন যে "আমি খৃষ্টের সহিত ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া উপহাসাস্পদ হওয়াও শ্রেয়ঃমনে করি; কিন্তু সাংসারিক লোকদিগের সহিত প্রতিহিংসার ধর্ম্ম প্রচার করিয়া খ্যাতি লাভ করিতে চাহি না।" কিন্তু আজ কাল তিনি কি মত প্রচার করিতেছেন তাহা দেখুন—"কাফেরেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিবে ক্ষমা করিব, কিন্তু যখন তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে তখন কি তোমার সন্তান হইয়া ক্ষমা করিতে পারি?—তোমার শত্রু আমাদের শত্রু।" যখন মিসকার্পেণ্টার তাঁহার প্রশংসা করিতেন তখন ঐ রমণীর উদারতা ও ধর্ম্ম ভাবের প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না, কিন্তু যে দণ্ডে ঐ দুর্ভাগ্য মহিলা তাঁহার কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিলেন সেই মুহূর্ত্তে মিসকার্পেণ্টার একজন ত্রিত্ববাদী অধার্ম্মিক খৃষ্টীয়ান বলিয়া বাচ্য হইলেন। কোচবিহার বিবাহের পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্রাহ্ম নরনারী কেশব বাবুর নিকট পরম শ্রদ্ধেয় ছিলেন ঐ বিবাহের পরেই তাঁহারা "নাস্তিক, দৈত্য, দানব, কাফের ব্যভিচারী, রাক্ষস, ধর্ম্মের ছদ্মবেশধারী, ঘোর সংসারী, বিলাসী ও ইন্দ্রিয় পরায়ণ" হইয়া গেলেন।

কেশব বাবু নিজে এই প্রকার কটূক্তি করাতে দুইটী অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ, তাঁহার শিষ্যদের অনেকে তাঁহার উক্তি এবং আচরণের অনুকরণ করিয়া থাকেন। তিনি ধরিয়া আনিতে বলিলে শিষ্যগণ অনেক সময় বাঁধিয়া আনেন। তিনি নিজে কটূক্তি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই শিষ্যগণের কাহারও কাহারও হস্তে আমাদের পিতৃ পুরুষদিগের পর্য্যন্ত নিস্তার ছিল না, কোথায় তিনি রশ্মি একটু সংযত করিয়া রাখিবেন, কোথায় উদারতা ও ধীরতা শিক্ষা দিবেন, না নিজেই অসদ্ব্যবহার পথ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিষ্যগণ ভাবিবেন গুরু যখন স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়াছেন, তখন আমাদের দশ গুণ উৎসাহের সহিত কাফের কুল নির্ম্মূল করিতে হইবে। এই বারে কতকগুলি চিন্তা বিহীন ও ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তির হস্তে আমাদের পিতৃপুরুষ এবং স্ত্রী পুত্র পরিবার কাহারও মান সম্ভ্রমের রক্ষা নাই! সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কুৎসা তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচারের ন্যায় প্রিয় ও পবিত্র কার্য্য হইবে। জগদীশ্বর এই বিপদ হইতে নববিধানীদিগকে রক্ষা করুন। দ্বিতীয় অনিষ্ট ইহা অপেক্ষাও গুরুতর; সেটী এই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক গুলি গণনীয় সভ্য একণে স্ত্রী জাতির শিক্ষা ও উন্নতির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছেন। রমণী সমাজ মধ্যে নিজ স্থান অধিকার করিয়া যাহাতে সমাজের কল্যাণ ও সুখ বর্দ্ধিত করিতে পারেন, সেই বিষয়ে সাহায্য করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য। তাঁহারা যে প্রণালীতে কার্য্য করেন তাহা নববিধানী বন্ধুদের প্রীতিকর না হইতে পারে; কিন্তু তাহা বলিয়া যদি ইহাদের প্রতি এই দোষারোপ করা হয়, যে ইহারা নারী জাতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে" তাহা হইলে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচরণ হয়। একে দেশের লোকের স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা বিষয়ে ঘোরতর কুসংস্কার আছে; লোকে মনে করে রমণীগণ সমাজ মধ্যে নিজ অধিকার প্রাপ্ত হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে, তাঁহারা

দেশ সংস্কারক, কোথায় তাঁহারা লোকের এই সংস্কার দূর করিবার বিষয়ে সাহায্য করিবেন না লোকের সেই কুসংস্কার যাহাতে দৃঢ় হয় সে বিষয়ে সাহায্য করিতেছেন!! কি পরিতাপের বিষয়। যদি লোকের এই কুসংস্কারের বাতাস দিয়া নিজের লোকের প্রিয় হইবার এবং আমাদিগকে অপ্রিয় করিবার বাসনাতে এরূপ আচরণ করিয়া থাকেন তবে জগদীশ্বর এ অপরাধ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করুন।

আমাদের এই সকল কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ যেন শক্রতার বিনিময়ে শক্রতাচরণ না করেন। ধৈর্য্য, উদারতা ও ক্ষমার সহিত সকল কটূক্তি সহ্য করিয়া তাঁহারা যেন সত্যের ও উদারতার জয় স্থাপন করিতে পারেন। তবে এ সময়ে আমাদের একটী গুরুতর কর্ত্তব্য আছে। আমরা যেমন ক্ষমা ও উদারতার সহিত অত্যাচার ও তিরস্কার সহ্য করিব, সেইরূপ আবার সত্যকে রক্ষা করিবার জন্যও আমরা দায়ী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামে যে সমস্ত কলঙ্ক আরোপ করা হইতেছে, তাহাকে তৎসমুহ হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা একটী প্রতিবন্ধক দেখিতেছি। যাঁহারা দুর্নাম ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা সকল কথাই সাধারণভাবে বলিতেছেন, এমন কি আমাদের সমাজের নামমাত্রও উল্লেখ করিতেছেন না। কোন ব্যক্তি বিশেষের কোন দোষ আছে কি না তাহাও বলিতেছেন না। এরূপ ভীরু নিন্দাকারীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন কার্য্য। যদি তাঁহারা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই সকল অভদ্র ও কর্কশ কথা বলিতেছেন এরূপ হয়, সেই ব্যক্তি বা ঘটনার উল্লেখ করুন; আমরা যথা জ্ঞান যথা বিশ্বাস যাহা জানি সমুদায় ভাঙ্গিয়া ব্রাহ্মদিগকে জানাইব। পাপ গোপন করিয়া যে স্থায়ী সম্ভ্রম পাওয়া যায়, কিম্বা অসংকোচে সত্য বলিলে যে কোন পক্ষের সর্ব্বনাশ হয়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা অবিশ্বাসী, অভক্ত, অপ্রেমিক কিন্তু জগদীশ্বর কৃপা পূর্ব্বক এ বিশ্বাস টুকু দিয়াছেন। সত্য ধর, সত্য বল, সত্যাচরণ কর, সমাজ যায় যাক্ থাকে থাক্, এই যাহাদের মত তাহারা কি লোকের নিন্দার ভয় করে!!! আমরা এরূপ অপদার্থ নই। ওহে ধার্ম্মিক, প্রেমিক, ভক্ত, বৈরাগী, যোগী, ব্রত-পরায়ণ, ঈশ্বর-চিহ্নিত, ঈশ্বরানুগৃহীত ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত নব-বিধানী ভাই! এ কোন্ ধার্ম্মিকের কাজ, এ কোন্ প্রেমিকের বিচার, এ কোন্ ভক্তের আচরণ, এ কোন্ যোগীর ব্যবহার, এ কোন ঈশ্বর চিহ্নিত লোকের লক্ষণ, যে তুমি কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ ঘটনা উল্লেখ করিয়া গালি দেও তাহা বলিবে না, জন শ্রুতিতে যাহা শুন তাহার সত্যাসত্য অন্বেষণ করিবে না, অথচ শক্রকুলকে অপদস্থ করিবার আশায় তাহা অবলম্বন করিয়া দলশুদ্ধ লোককে অবাচ্য কুবাচ্য বলিবে! এত বৎসর ব্রাহ্মধর্ম্মের চর্চ্চা করিয়া কি এই শিক্ষা পাইলে? ইহা দেখিলে ত তোমার প্রেম ভক্তির প্রতি আর ভক্তি থাকে না। মনে হয় অন্যতা রটনা করিতে যাহাদের বাঁধে না তাহারা ভক্তি প্রীতির উচ্চ কথা বলিলে, শুনিব কেন? আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি সরল হও, স্পষ্ট করিয়া যাহা বলিবার আছে বল যদি কোন আচরণ নিষিদ্ধ মনে করিয়া থাক এস তর্ক করি; যদি কোন গুপ্ত চরিত্র জানিয়া থাক, ভাঙ্গিয়া বল অনুসন্ধান করি; জগদীশ্বর সাক্ষী; আমরা জানিয়া কোন সত্য গোপন করি নাই এবং করিব না। তুমি অসংকোচে জিজ্ঞাসা কর আমরা অসংকোচে উত্তর দিব। নতুবা আমরা তোমাকে অন্যায়াচারী বলিব।

অভিমানী ঈশ্বর।

"বাইবেলের এক স্থানে ঈশ্বর বলিতেছেন "আমি অভিমানী ঈশ্বর! আমার সমীপে তোমরা অন্য কোন দেবতার আরাধনা করিবে তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। প্রেমের বিকৃতি অভিমান, বা ঈর্ষা। যে অতিশয় ভালবাসার পাত্র সে যদি অপরকে ভাল বাসে তবে তাহা মানবের দুর্ব্বল প্রাণে সহ্য হয় না। নরহৃদয়ের এই বিকার কি শুদ্ধ বুদ্ধ নির্ম্মল স্বরূপ পরমেশ্বরে আরোপ করা যাইতে পারে? তিনি নরসুলভ হৃদয় দৌর্ব্বল্য দ্বারা চালিত হন একথা বলিলে তাঁহার অনন্ত পবিত্রতা এবং তাঁহার মহত্ত্বের হানি করা হয়। তবে অভিমানী ঈশ্বর ইহার মধ্যে কি কোন অর্থ নাই? কিঞ্চিৎ অর্থ আছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

আমরা যদি স্থির চিত্তে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রম পর্য্যালোচনা করি তাহা হইলে আধ্যাত্মিক জগতের একটী সুস্পষ্ট নিয়ম লক্ষ্য করিতে পারা যায়। সে নিয়মটী এই; ঈশ্বরকে জীবন্ত সত্তারূপে প্রতীতি করিয়া আধ্যাত্মিক প্রীতি যোগে তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়াই মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও পবিত্রতা লাভের এক মাত্র উপায়। ঈশ্বর আছেন, আমাদের আত্মাও আছে; তিনি পবিত্র স্বরূপ আমরা পবিত্রতা অংশে হীন; সত্য, কিন্তু তাহা হইলেই কি আমাদের আত্মার অভাব মোচন হয়? তিনি অন্তর হইতে অন্তরতম অথচ তাঁহার পবিত্রতা দ্বারা আমরা সকল সময় অনু-প্রাণিত হই না কেন? তিনি পুণ্যের আধার, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি কৃপার আধার অথচ তাঁহার কৃপা আমাদের প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, আরাধনা, প্রার্থনাদির মুখাপেক্ষা না করিয়াই আমাদের পরিত্রাণ সাধন করে না কেন? আবার যদি এমনও দেখিতাম যে যে আরাধনা বা প্রার্থনা করে তাহারই আত্মা আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত হয়, তাহা হইলেও বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হইত না। কিন্তু তাহাত নহে; তাঁহার নাম করিয়া আরাধনা বা প্রার্থনা করিলেও ত সন্তুষ্ট হইতেছেন না। এই ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেই কত লোক দেখিলাম, যাঁহারা দশ বৎসর বিশ বৎসর, আরাধনা প্রার্থনাদি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের আত্মা ও চরিত্রে এমন কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না যাহা দেখিলে মনে হয়, যে তাঁহারা জীবন্ত, সাক্ষাৎ, অনন্ত পবিত্রতার আধার পরমেশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই-

য়াছেন। তবে সে আরাধনা কিরূপ আরাধনা, সে প্রার্থনা কিরূপ প্রার্থনা, যাহা হইলেই ঈশ্বরের কৃপা মানব হৃদয়ে অবতীর্ণ হইতে পারে; যদ্দ্বারা মানবের দুর্ব্বল প্রাণে বাস্তবিক বলের সঞ্চার হইতে পারে এবং পাপ কলঙ্কিত আত্মাতে বাস্তবিক জ্বলন্ত পবিত্রতার উদয় হইতে পারে?

সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কেবল প্রার্থনা করিলে হয় না; কি ভাবে প্রার্থনা করা যায় তাহার উপর প্রার্থনার ফলাফল নির্ভর করে। তাহা যেন বুঝিলাম, কিন্তু সে ভাব কি প্রকার? তাহার স্বরূপ কি? প্রার্থনার সরলতা, ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা, গাঢ়তা, আগ্রহ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সেই ভাবকে আমরা প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু সে ভাবের প্রকৃত প্রকৃতি কি? তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ ভাব সন্নিহিত আছে? ইহা আমরা সকলেই জানি যে পরিষ্কাররূপে নিজের অভাব বোধ না হইলে সরল প্রার্থনার উদয় হইতে পারে না, এবং ইহাও সত্য কথা যে আমরা অনেক সময় প্রার্থনা করিতে হয় বলিয়া মৌখিক প্রার্থনা করিয়া থাকি এবং সেই জন্যই প্রার্থনার ফল দেখা যায় না; কিন্তু কেবলমাত্র নিজের অভাব বোধ থাকিলেই সে ভাবটী জন্মে না। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর তিনটী ভাব থাকা চাই। (১ম) ঈশ্বরকে জীবন্ত সত্তারূপে বিশ্বাস, (২য়) তাঁহার কৃপাকে প্রকৃত সহায়রূপে জ্ঞান, (৩য়) ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ কিছু নিজ আত্মাতে রাখিব না; এই প্রতিজ্ঞা।

তৃতীয় বিষয়টীর বিশেষরূপে আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন। পূর্ণ প্রীতির এ নিয়মই নয়, যে আমি যাহাকে চাই তাহার বিরুদ্ধ কিছুও চাই। যে ব্যক্তি পবিত্রতাকে প্রকৃতরূপে ভাল বাসে না যে পবিত্রতা চায় আবার একটু পাপও চায়, সে পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে চায় না। যে সত্যস্বরূপ, পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে বাস্তবিক চায়, সে সত্য বা পবিত্রতার বিরোধী আর কিছু চাহিতে পারে না। ঈশ্বরকে যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিতে প্রস্তুত তাঁহারাই তাঁহার কৃপার এবং পরিত্রাণপ্রদ শক্তির অধিকারী। এই দুষ্কর সাধনের রাজ্যে আসিয়া যিনি সেখা দিয়া আপনার ক্ষেত্রকে আবদ্ধ করিলেন, যিনি বলিলেন আমি ঈশ্বরের জন্য এইটুকু করিব, অধিক পারিব না, এই অনুষ্ঠানটী করিব ওটী করিব না; এই কার্য্যটী ছাড়িব ও ব্যবসায়টী ছাড়িতে পারিব না, তিনি সেই মুহূর্ত্ত হইতে আপনার সর্ব্বনাশ করিলেন। তাঁহাকে আমরা তৎক্ষণাৎ বলিব, "নির্ব্বোধ ব্রাহ্ম তুমি কিরূপে জানিলে ঈশ্বর তোমাকে কি ছাড়াইবেন কি রাখিবেন? তুমি কোন যুক্তিতে গণ্ডী দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করিতেছ? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ জানিয়াও তুমি কোন গণ্ডীর মধ্যে থাক, তবে সেইদিন তোমার মৃত্যু। সেই দিন হইতে তোমার প্রার্থনা বিফল আয়াস মাত্র হইবে। ঈশ্বর যে তোমাকে সর্ব্বস্ব ছাড়িতে বলিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু তোমার হৃদয় যেন এই বলিয়া প্রস্তুত থাকে, তাঁহার জন্য যাহা কিছু ছাড়িবার প্রয়োজন হইবে সমুদায় ছাড়িব।

খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থে একটী আখ্যায়িকা আছে। ঈশ্বর একবার তাঁহার একজন অনুগত উপাসকের প্রীতির পরীক্ষার জন্য আদেশ করিলেন 'তোমার পুত্রকে জ্বলন্ত অগ্নিতে আহুতি দেও,' তিনি তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরের নাম করিয়া প্রিয় তনয় পুত্রকে স্বহস্তে ধরিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; তৎক্ষণাৎ স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ তাঁহার শিরে বর্ষিত হইল; ঈশ্বর তাঁহাকে সেই কঠিন ব্রত হইতে অব্যাহতি দিলেন; এবং তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। আমাদের দেশের চির প্রচলিত দাতাকর্ণের আখ্যায়িকাতেও এই উপদেশ আমরা প্রাপ্ত হই। কর্ণের ব্রাহ্মণ ভক্তি অত্যন্ত অধিক ছিল। তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নারায়ণ ব্রাহ্মণ আকারে তাঁহার গৃহে অতিথি হইলেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র বৃষকেতুকে হত্যা করিয়া তাহার শরীর দ্বারা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। যখন পিতা মাতা দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একমাত্র পুত্রের মস্তকে করাত দিয়া কাটিতেছেন, পাঠক একবার সেই ছবিটী স্মরণ করুন! কি ব্রাহ্মণ ভক্তির ঐকান্তিকতা!! নারায়ণ বৃষকেতুকে পুনরুজ্জীবিত করিলেন, কিন্তু কর্ণ যদি বলিতেন "ব্রাহ্মণ তোমার এ অনুরোধ মানিতে পারিব না" তাহা হইলে এই আখ্যায়িকাকারের মতে বিপ্র ভক্তির ঐকান্তিকতা প্রদর্শন করা হইত না। তেমনি হে ব্রাহ্ম! ঈশ্বর যে তোমাকে সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া পথের ফকির করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু যদি কোন লাভ, বা সুখ, বা সুবিধা, বা কার্য্য পরিত্যাগ করা তাঁহার ইচ্ছা সম্মত বলিয়া অনুভব কর এবং ধন লোভে, বা লোক ভয়ে, বা অন্য কোন কারণে যদি "পরিত্যাগ করিতে পারিব না" একথা বল, তাহা হইলে তোমার ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক প্রীতি নাই, তোমার প্রেম পূর্ণ নহে; তাহা হইলে সেই দিন হইতে তোমার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইল। অনেক নির্ব্বোধ ব্রাহ্ম মনে করেন, এক বিষয়ে একটু কপটতা হইল, তাহাতে কি আর দশ বিষয়ে ভাল থাকিয়া এ ক্ষতি টুকু পূরণ করিব। হায়! হায়! এরূপ ক্ষতি যদি পূরণ হইত তাহা হইলে, পাপীর আর ভাবনা কি? এ ক্ষতি পূরণ হইবার নহে, এরূপ চিন্তা মৃত্যুর পথ স্বরূপ জানিবে।

তবেত দেখিতেছি যে ঈশ্বর যে কেবল আমাদের প্রীতি চাহেন তাহা নহে, পূর্ণ প্রীতি না হইলে তাঁহার কৃপা সম্পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হয় না। তাঁহার এই ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কোন কোন প্রেমিক ভক্ত তাঁহাকে আত্মার পতিরূপে সম্বোধন করিয়াছেন। মানবাত্মা যত অসতী হয় ততই তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ পবিত্রতা হইতে বঞ্চিত হয়। তিনি আর কাহারও সহিত মানবাত্মার অনুরাগের অংশ করিয়া লইবেন না। হয় সমগ্র হৃদয় দেও, নতুবা তাঁহাকে পাইবে না। অসতী নারী যেমন পতির পবিত্র শয্যায় দুই জনকে আরোহণ করায় অথচ পতির প্রতি বাহ্যিক সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ সংসারাসক্ত অল্প বিশ্বাসী লোক, আত্মার হৃদয়াসনে ধন মান প্রভৃতিকে স্থান দিয়াও মৌখিক অনুরাগ প্রকাশ দ্বারা ঈশ্বরকেও সন্তুষ্ট রাখিতে

চায়। মানুষ প্রবঞ্চিত হয় কিন্তু স্বর্গের ঈশ্বর প্রবঞ্চিত হন না। এই কারণেই বোধ হয় কোন কোন ভক্ত মণ্ডলীতে তিনি অভিমানী ঈশ্বর নামে উক্ত হইয়া থাকিবেন।

কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সমীপে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

ধার্ম্মিক যখন এ জগতে বিচরণ করিয়া বেড়ান আমরা তখন তাঁহার বাহিরের কার্য্যই দর্শন করি। আমরা তাঁহার বাহিরের প্রসন্নতা, ও পবিত্রতা দেখিয়া মুগ্ধ হই কিন্তু কে তাঁহাকে অন্তরে থাকিয়া চালাইতেছে তাহা অনেক সময় লক্ষ্য করি না। একজন অন্তরে থাকেন, তিনিই সকল কার্য্যের সাক্ষী-রূপে বাস করেন এবং তাঁহাকে লইয়াই ধার্ম্মিক আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করেন। ইনি কে? লোকে যাহাকে বিবেক বলিয়া থাকে ইনি সে বস্তু নহেন। ইনি একটী স্বতন্ত্র বস্তু। যদি জিজ্ঞাসা কর পুরুষ কি রমণী। তাহার উত্তর এই ইহাকে রমণী বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত, কারণ নারী প্রকৃতির ন্যায় এই অন্তরবাসী বস্তুর প্রকৃতি বড় কোমল ও স্নিগ্ধ। ইহাকে প্রাণে পাইলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ এদেশে যেমন এক একজন রমণীকে লোকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া থাকে, তাঁহার পদার্পণ মাত্র চারিদিকে সুশৃঙ্খলা ও উন্নতি দৃষ্ট হয়; দাস দাসীদিগের মধ্যে আর বিবাদ বিসম্বাদ থাকে না; প্রতিবেশিদিগের সহিত বন্ধুত্ব ও প্রণয় স্থাপিত হয়; ধন ধান্যের দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে; সংসার সুখ শান্তির আলয় হয় এবং সকল দিকে সুপ্রতুল হইতে থাকে। সেইরূপ এই আধ্যাত্মিক রমণী যখন হৃদয় গৃহকে আলোকিত করেন, তখন আত্মার এবং মানব চরিত্রের সকল বিভাগেই সুশৃঙ্খলা ও উন্নতির লক্ষণ সকল সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। প্রবৃত্তিতে প্রবৃত্তিতে বিরোধ ইচ্ছা ও বিবেকে বিরোধ, ভাবে ভাবে বিরোধ এ সকল ঘুচিয়া যায়। ইনি যখন অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন তখন হৃদয়গৃহ সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। আর একটী বিষয়ে ইহাঁর রমণীর সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। ইনি নারীর ন্যায় অভিমানিনী, এবং লজ্জাবতী লতার ন্যায় লজ্জাশীলা। অপবিত্রতার লেশমাত্র দেখিলে ইনি সংকুচিতা হইয়া যান, লজ্জাতে নিজ মুখ আবরণ করেন এবং দেখিতে দেখিতে যেন ক্ষীণ হইতে থাকেন। এই অপরূপ প্রকৃতি বিশিষ্টা রমণী কে তাহা বর্ণন করিবার চেষ্টা করিতেছি।

ব্রহ্মোপাসক মাত্রেই একটী বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। যে দিন প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হয়, যে দিন তাঁহার আরাধনাতে মন প্রাণের লয় হয়, যে দিন আত্মা বাস্তবিক গূঢ় এবং গভীর আধ্যাত্মিক ভাবে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে, সে দিন উপাসনার পরেই আত্মার মধ্যে একটী নবভাবের জন্ম দেখা যায়। বিশ্বাস, পবিত্রতা ও আনন্দ এই ত্রিবিধ ভাব জড়িত হইয়া ঐ ভাবের উৎপত্তি হয়। আত্মা ও পরমাত্মাতে মিলন হইলে, মানবাত্মা যখন ব্রহ্মের প্রসাদ প্রাপ্ত হয়, তখন ঈশ্বর যেন নিজের প্রতিনিধি স্বরূপ এই ভাবটীকে মানব অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। এই কারণে ইহাকে ব্রহ্মকন্যা বলা যাইতে পারে। এই হৃদয়বাসিনী ব্রহ্মকন্যাই সাধুর প্রকৃত সহায়, এবং তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় অনুরাগের পাত্রী। জগতের নীতিশাস্ত্র কাহার জন্য! সংসারের পুস্তকে যে নীতির নিয়ম লিখিত থাকে তাহা কাহার জন্য? যাহারা ঈশ্বরের উপাসক নহে, এবং এই ব্রহ্মকন্যার সহিত যাহাদের পরিচয় হয় নাই, তাহাদের জন্য। ইহাকে যাঁহারা স্থান দিয়াছেন, তাঁহারা ইহাঁরই মুখচ্ছবির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইনি অত্যন্ত অভিমানিনী তনু বড় সুকুমার। পাপের উত্তাপ লাগিবামাত্র ইহাঁর পবিত্র মুখশ্রী পুষ্পের ন্যায় ম্লান হইয়া যায়। ইনি লেশমাত্রও স্বীয় পিতার অপমান সহ্য করিতে পারেন না। মনুষ্য যদি ইহাঁর মুখ না চাহিয়া অপবিত্রতা বা অসাধুতার আচরণে প্রবৃত্ত হয়; অমনি ইনি লজ্জাবগুণ্ঠনে নিজমুখ আবৃত করিয়া "পিতার অপমান হইল, বলিয়া রোদন করিতে বসেন এবং মানিনী হইয়া তনুত্যাগ করিবার সংকল্প করেন। এবং তেমন তেমন দেখিলে হৃদয় গৃহ ছাড়িয়া যান। ইহাঁর গুণ ও ইহাঁর মূল্য যাঁহারা জানিয়াছেন এবং ইহাঁকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতে যাঁহারা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন কিন্তু ইহাঁর মলিন মুখ দর্শন করিতে পারেন না। ইহাঁর বিচ্ছেদে তাঁহাদের প্রাণ যায়। বিচ্ছেদ বিরহ প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ের শাস্ত্রেই দেখিতে পাই। ভক্তগণ যে সে সকল শব্দ ধর্ম্মজগতে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কেবল এই অদর্শন যাতনা বর্ণন করিবার জন্য। আমাদের পৃথিবী ভক্ত জনের ক্রন্দন ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ধ্বনির প্রতিধ্বনি যেমন অনেকক্ষণ থাকে, এক একজন সাধু ঈশ্বর প্রেমিক মহাত্মার ক্রন্দন ধ্বনি যেন সেইরূপ সহস্র সহস্র বৎসর [illegible] এই জগতগৃহে [illegible] রহিয়াছে আমরা শুনিয়া কত সময় চমৎকৃত হই। ভাবি ধর্ম্ম রাজ্যের একি বিপরীত ভাব। সংসার মধ্যে পাপ ও অপবিত্রতার মধ্যে যাহারা নিমগ্ন হইয়া আছে, যাহাদের আত্মা নানা ব্যাধিগ্রস্ত, ক্রন্দন করিতে হয় তাহাদেরই করা উচিত। এবং সাধুগণ যাহারা নির্ম্মল চিত্ত লইয়া জগতকে পবিত্র করিতেছেন, তাঁহাদের আনন্দে কালযাপন করা উচিত। কিন্তু একি বিপরীত ভাব! সহস্র অভাব যায় সেই অকাতরে নিদ্রা যায়, সে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায় এবং যাহাকে দেখিয়া মনুষ্য স্বর্গের ভাব শিক্ষা করে তাঁহার আর্ত্তনাদে ঈশ্বরের গৃহ পূর্ণ হইতে থাকে। যে গভীর বেদনায় সাধুগণ সময়ে সময়ে আকুল হইয়া ক্রন্দন করেন, তাহা সামান্য ব্যক্তির বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। বিষয়ীর নিকটে তাঁহার শোকও যেমন বিস্ময়জনক তাঁহার আনন্দও তেমনি বিস্ময়জনক। বিষয়ী লোক দেখে লোকে জগতে যে সকলকে সুখের বস্তু মনে করে, যাহা উপার্জ্জনের জন্য প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম

করে, যাহার জন্য অসহ্য ক্লেশ বহন করে, প্রাণভয় গণনা না করিয়া মৃত্যুমুখে গমন করে, সে সকলের কিছুই নাই; কল্য প্রাতরাশের সংস্থান নাই; মস্তক রাখিবার স্থান নাই; অথচ প্রসন্ন মুখের বিমল কান্তি যেন কেহ হরণ করিতে পারে না। সে মুখ সর্ব্বদাই পবিত্র নিষ্কলঙ্ক হাস্যে পরিপূরিত, নেত্রদ্বয় সরলতা স্নেহ ও আনন্দে প্রফুল্ল। লোকে দেখিয়া ভাবে এব্যক্তি কেন হাসে কেন বা কাঁদে, ইঁহার কোনটী বুঝিবার যো নাই। এইত ঠিক কথা। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক সাধুর হাস্য ও ক্রন্দন উভয়ের কারণ বিষয়ী লোকের বোধের অতীত। পূর্ব্বে যে ভাবের বর্ণন করিয়াছি এই ভাবই তাহাদের হর্ষ ও বিষাদের মূল। যখন তাঁহারা হৃদয় কন্দরে এই ভাবকে বিরাজিত দেখেন তখন ত্রিভুবনের সকল সুখ তুচ্ছ মনে হয় এবং যখন এই ভাবের ম্লানতা বা অভাব লক্ষ্য করেন তখন ঘোর বিপদ উপস্থিত বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন। হে ব্রাহ্ম! তুমি যে এতদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছ তোমার অন্তরে কি এই ভাব পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে? এই অপরূপ লাবণ্যশালিনী রমণীর সহিত কি তোমার পরিচয় হইয়াছে? ইঁহার পবিত্র সুকোমল কমনীয় মুখের জ্যোতি দেখিয়া কি তুমি নিজ কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিয়া থাক? ইঁহার মুখ কান্তি ম্লান দেখিলে কি তোমার প্রাণ আকুল হয়? তুমি কি এই ভক্তি ভাবের অভাব দেখিয়া ধরাশায়ী হইয়া ক্রন্দন কর? তুমি কি এই ভাবের অভাব দেখিয়া আমার প্রাণের ঘর খালি হইল কেন বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাক? যদি এভাবের উৎপত্তি নিজ অন্তরে কখনও দর্শন না করিয়া থাক, তবে তোমার ধর্ম্ম সাধন এখনও সফল হয় নাই। তুমি এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধর্ম্ম সাধন কর। যতক্ষণ প্রাণমন্দিরে এই সুস্নিগ্ধতার রাশি দর্শন না করিবে ততক্ষণ উপাসনা বা প্রার্থনা সফল হইল মনে করিবে না কিম্বা ঈশ্বরকে ছাড়িবে না।

(Continued from p. 129)

প্রার্থনা স্তবক।

পূর্ণ প্রীতির জন্য প্রার্থনা।

প্রাণাধার! তোমাকে ভক্তজন অপরাপর মধুর সম্বোধনের মধ্যে আত্মার পতি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। এ হৃদয়ের পূর্ণ প্রীতি না দিলে তোমাকে পাইব না। তুমি অপর কাহারও সহিত আমার অনুরাগের অংশ করিয়া লইতে চাও না। কিন্তু আমি যে অল্প বিশ্বাসী! আমি যে তোমাকে সর্ব্বস্ব দিব এমন কথা প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারি না। আমি মূর্খ! আমি মনে করি ঈশ্বরকে এত দিলাম, একটু যদি না দি তাহাতে ক্ষতি কি? একটু কপটতাচরণ করিলাম, একটু অসত্য ব্যবহার করিলাম, একটু পৌত্তলিকতাচরণ করিলাম, তাহাতে দোষ কি? এত উপাসনা করিতেছি, এত প্রার্থনা করিতেছি, এত উৎসবে যোগ দিতেছি, এত সদনুষ্ঠান করিতেছি ইহাতে কি সে ক্ষতি পূরণ হইবে না। হায় হায়! কেন এমন কুতর্ক আমার স্বার্থপর অন্তরে স্থান পাইল? কেন আমি ধর্ম্মজগতে আসিয়া তোমার পবিত্র নাম লইয়া ক্রীড়া করিলাম! কেন তোমার প্রেমকে সংসারের ক্রয় বিক্রয়ের বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করিলাম! কেন নিজের হস্তে রেখা কাটিয়া তাহার ভিতরে নিজে বদ্ধ হইলাম! কেন নিজের হস্তে কূপ খনন করিয়া তাহাতে ডুবিলাম! সেই অপরাধে বুঝি ভক্তের প্রাণেশ্বর! তুমি আমার প্রতি মুখ ফিরাইলে? আমার এত উপাসনা প্রার্থনা পণ্ড হইয়া গেল। আমার সদনুষ্ঠান সকল আমার আত্মাতে তোমার পবিত্র মুখ জ্যোতি আনয়ন করিতে পারিল না। আমি এত দিন অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিলাম। আমি আর এমন কাজ করিব না। অসতী নারীর ন্যায় তোমার আসনে অপরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আর কলঙ্কিত হইব না। তুমি আমাকে পূর্ণ বিশ্বাস দেও যে আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার হই। এ হৃদয়ে তোমার রাজ্য সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। দেখ নাথ তোমারই কৃপাতে আমার প্রাণ যে তোমাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। তোমাকে পাইবার পথে যে ব্যাঘাত দেয় তার ন্যায় আমার শত্রু কে? আমার অন্তরে যদি এমন কোন আসক্তি থাকে যে জন্য আমি তোমাকে পাইতেছি না সে যে আমার পক্ষে বিষ। দেখিও যেন এই বিষে আমার সর্ব্বনাশ না হয়।

বিপক্ষ দিগের জন্য প্রার্থনা।

উদার প্রেমের প্রস্রবণ স্বরূপ পরমেশ্বর! আমি তোমার প্রেমের কথা কতবার শুনিলাম, পাপীর সহিত তোমার কি ব্যবহার তাহাও নিজ জীবনে কতবার প্রত্যক্ষ করিলাম, তথাপি আমার সংকীর্ণ হৃদয়ের অনুদারতা দূর হয় না কেন? জগদীশ্বর তোমার কৃপাতে যখনই আধ্যাত্মিক চক্ষু খুলিয়া যায় তখনই দেখিতে পাই, যে প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে পরাস্ত করা সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে পরাস্ত করাই প্রকৃত পথ। কিন্তু আমার হৃদয় মন এরূপ দুর্ব্বল যে আমি কার্য্য কালে অনেক সময় তোমার সদুপদেশ বিস্মৃত হই। যখন লোকে কর্কশ কথা বলে, যখন তাহারা কঠোর ব্যবহার করে, যখন তাহারা নির্য্যাতন করে, যখন তাহারা চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া লোক সমাজে হেয় করিবার চেষ্টা পায়, তখন যে অনেক সময় ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিনা। হৃদয় প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হয়; অনিষ্টকারীর অনিষ্ট চিন্তা অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে অসাধুতার দিকে আকৃষ্ট করে। প্রেমময়! তোমার উপাসকেরত এরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য নয়। এ ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে শত্রুকে প্রীতি করিবার আদেশ আছে। তুমি কি না বুঝিয়া আমাদের পক্ষে অসাধ্য যাহা তাহাই আদেশ করিয়াছ। কেন জগদীশ! জগতে যে তোমার অনেক ভক্ত সজ্জনের জীবনে এই মহত্বের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনেও যে এমন স্বর্গীয় ভাব সময়ে সময়ে উপলব্ধি করিয়াছি। উপাসনাতে তুমি যখন হৃদয় মনকে পুণ্যসলিলে প্লাবিত কর, তখন ইচ্ছা হয়

প্রেমের বন্যাতে সকলকে প্লাবিত করি। ইচ্ছা হয় বিপক্ষগণ নিকটে আসুন প্রাণ খুলিয়া অলিঙ্গন করি। এই ভাব আমার অন্তরে স্থায়ী কর, তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানকে ক্লেশ দিয়া যাঁহারা সুখী হইতেছেন, আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগকে তুমি রক্ষা কর, এবং সুমতি বিধান কর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমার চিত্ত বিকৃত না হয় যেন এই সংকল্প অন্তরে সর্ব্বদা জাগরুক থাকে। মহান্ প্রভু তোমার নাম মহিমান্বিত হউক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

গত ৩রা অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় মৃজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে অধ্যক্ষসভার অধিবেশন হয়।

উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব (সভাপতি)
„ „ গুরুচরণ মহলানবিস
„ „ শিবনাথ শাস্ত্রী
„ „ কালীপ্রসন্ন দত্ত
„ „ ফণীন্দ্রমোহন বসু
„ „ রজনীকান্ত নিয়োগী
„ „ নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
„ „ আনন্দমোহন বসু
„ „ সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ „ কৃষ্ণকুমার মিত্র
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু
„ „ মোহিনীমোহন বসু
„ „ উমেশচন্দ্র দত্ত
„ „ তারাকিশোর চৌধুরী
„ „ সুন্দরীমোহন দাস
„ „ ভুবনমোহন দাস
„ „ দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী
„ „ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র
„ „ কালীশঙ্কর সুকুল

প্রথমতঃ সংক্ষেপে একটী প্রার্থনা হইয়া কার্য্যারম্ভ হইল। সম্পাদক গত অধ্যক্ষসভার কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে তাহা বিধিপূর্ব্বক গৃহীত হইল।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গত ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয় বিবরণ পাঠ করিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু ভুবনমোহন দাস পোষকতা করিলেন যে পঠিত কার্য্যবিবরণ গৃহীত হয়।

বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু সমাজ মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের বিলম্ব কেন হইল এবং অদ্য পর্য্যন্ত নির্ম্মাণার্থ কত টাকা বাস্তবিক ব্যয় হইয়াছে, জানিতে চাহিলেন।

সহকারী সম্পাদক রিপোর্ট হইতে বিলম্বের কারণ পুনরায় পাঠ করিলেন এবং জানাইলেন কেবল সমাজ মন্দির নির্ম্মাণার্থ অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় ১২০০০ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে।

বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণের তালিকা যাঁহারা যথাসময়ে পূর্ণ করিয়া দেন নাই, তাঁহাদিগের নিকট হইতে এখনও তাহা গৃহীত হইতেছে কি না? তাঁহাকে অবগত করা হইল যে এখনও তালিকা গৃহীত হইতেছে এবং যাঁহারা অদ্যাপি দেন নাই, তাঁহারা এখনও দিলে গৃহীত হইবে।

বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মন্দিরের প্রাচীরের বেধ এবং ফাটা অংশ সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ারদিগের মত জানিতে চাহিলেন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ (ফণ্ড) শিরে কি কি ব্যয় হয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্য বিবরণ মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারদিগের যে অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ ছিল, তাহা পাঠ করিয়া অবগত করা হইল যে প্রাচীরের যে বেধ হইয়াছে তাহাতে আশঙ্কার বিষয় কিছুই নাই, কিন্তু ফাটা অংশটী ভাঙ্গিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলা হইল যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ ফণ্ড শিরে আফিসের ব্যয় হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন তাহার আয় হইতে প্রচার ফণ্ড, তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতিরও সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ও বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র তত্ত্বকৌমুদীর অনাদায় টাকার যে তালিকা দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এখনও কত টাকা অনাদায় আছে? প্রত্যুত্তরে বলা হইল, এখন এপ্রশ্নের উত্তর দান করা সম্ভব নহে, তিনি ইচ্ছা করিলে কার্য্যালয় হইতে জানিতে পারেন।

নির্দ্ধারিত হইল, যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা গৃহীত হয় এবং আয় ব্যয়ের হিসাব অডিটরদিগের নিকট অর্পিত হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রস্তাবে ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় স্থিরীকৃত হইল দার্জিলিঙস্থ বাবু শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী ও বাবু বীরেশ্বর সিংহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন।

যে সকল সভ্য ১৮৭৮ সালের দাতব্য অদ্যাপি প্রদান করেন নাই, সহকারী সম্পাদক তাঁহাদিগের নামের তালিকা সভার গোচর করিলেন।

নির্দ্ধারিত হইল যে ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে উক্ত সভ্যগণকে পত্র লেখা হয়।

৪ জন সভ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহাও সভার গোচর করা হইল।

বগুড়ার বাবু শ্রীনাথ দেব তত্রত্য বাবু উমেশচন্দ্র সেনের মৃত্যু ও তদীয় পরিবারদিগের সাহায্য দানের আবশ্যকতা বিষয়ে যে পত্র লেখেন তাহা পঠিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুলের প্রস্তাবে ও বাবু কালীপ্রসন্ন দত্তের পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে এই পত্র কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নিকট অর্পিত হয় এবং এ বিষয়েও ব্রাহ্মসমাজে অন্যান্য বিপদ ঘটনায় তাঁহারা সাহায্য

বিধানের যে উপায় উচিত বোধ করেন, অবলম্বন করিতে পারেন।'

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের প্রস্তাবে ও বাবু মোহিনীমোহন বসুর পোষকতায় এবং সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে বগুড়ার বাবু উমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদশ্রবণে কমিটী গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং এই নির্দ্ধারণের এক এক প্রতিলিপি তাঁহার বিধবা পত্নী ও বগুড়া ব্রাহ্মসমাজের নিকট প্রেরণ করা হয়।

বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু প্রস্তাব করেন এবং বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী তাহার পোষকতা করেন, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগের গত অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভার যে দুইজন সভ্য নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা যে নিয়ম অনুসারে অবৈধ হইয়াছে তাহাদিগকে অবগত করা হয়।

এ বিষয়ে সভাগণের মত গৃহীত হইয়া অধিকাংশের মতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

বাবু দেবী প্রসন্ন চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে সম্পাদক বাবু দ্বারকা নাথ গাঙ্গোপাধ্যায়ের লিখিত একপত্র অদ্যকার সভায় উপস্থিত করিবেন বলিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত না করাতে অদ্যকার অধিবেশন স্থগিত থাকে।

অধিকাংশের মতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

অবশেষে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভাকার্য্য শেষ হইল। ক্রমশঃ

ব্রাহ্মসমাজ।

গত রবিবারের পূর্ব্ব রবিবার হইতে কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সামাজিক উপাসনার সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন সন্ধ্যা ৬৷৷ টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়।

আগামী রবিবার সামাজিক উপাসনার পর উপাসক মণ্ডলীর অধিবেশন হইবে। উপাসক মণ্ডলীরকার্য্য প্রণালী কিছু দিন হইল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছে। যাহাতে উপাসক মণ্ডলীর সভ্যদিগের একটি নূতন তালিকা প্রস্তুত হইতে পারে, সভ্যদিগের চাঁদা মাসে মাসে আদায় হইতে পারে, সভ্যদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং ব্রাহ্মসমাজ শান্তি পরিবারে পরিণত হইতে পারে, সভ্যদিগের সে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার সময় আসিয়াছে। সামাজিক উপাসনা যাহাতে আরো অধিক লোক আকৃষ্ট করিতে পারে তাহারও বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

ছাত্র সমাজের কার্য্য কতক দিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে। আগামী জানুয়ারি মাস হইতে তাহার কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইবে। এই বৎসর ছাত্র সমাজের কার্য্য যেরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে নির্ব্বাহ হইয়াছে সে জন্য সাধু কার্য্যের সহায় পরমেশ্বরকে আমরা ধন্যবাদ করি। এই বৎসরের প্রথমে কেবল ৩০।৪০ জন সভ্য লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, ঈশ্বর প্রসাদে বর্ষশেষে ইহার সভ্য সংখ্যা প্রায় ১৫০ শত হইয়াছে; এবং প্রায় ২০০ শত ছাত্র নিয়মিতরূপে যোগ দান করিয়াছেন। এ বৎসর ছাত্র সমাজ হইতে চারিখানি উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। সভ্যগণ সদ্ভাব ও ধর্ম্মভাব বর্দ্ধনের জন্য দুইবার বোটানিকাল গার্ডেন গমন করিয়া পত্র পুষ্পে সুশোভিত কুঞ্জকুটীরে প্রকৃতির ঈশ্বরকে ভজনা করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। মানুষের শক্তিতে নয় কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিতে চিরদিন শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঈশ্বর করুন আগামী বৎসরে যেন কলিকাতার ছাত্র মণ্ডলী দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নিজ উন্নতি সাধনে রত হইতে পারেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকদিগকে জানাইয়াছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; এবং বিংশতিটী ছাত্র যুটিলেই স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইবে। ইতিমধ্যেই দুইটী বালক বালিকা কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপ স্কুলের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা শীঘ্র তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে পাঠাইলে শীঘ্রই বিদ্যালয় খোলা হইতে পারে। বিদ্যালয়ে বালক বালিকা উভয়েই থাকিতে পারিবে। দুইজন ব্রাহ্মিকা শিক্ষয়িত্রী ও একজন ব্রাহ্ম শিক্ষক বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবেন। শিক্ষয়িত্রীগণ বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের সহিত বাস করিবেন। বিদ্যালয় গৃহের কতক অংশে এক জন ব্রাহ্ম সপরিবারে বাস করিবেন, তিনি সাধারণ তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রতি শনিবার বিদ্যালয়ের ও বাহিরের ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের সম্মিলন হইবে। তাহাতে ভূগোল, প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ, সহজ সহজ বৈজ্ঞানিক ও শারীর তত্ত্ব চিত্র প্রভৃতি দ্বারা মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হইবে; এবং এখানে সঙ্গীত প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া যাইবে। মাসের মধ্যে অন্ততঃ এক দিন ছাত্রদিগকে, আর্ট গ্যালারী, মিউজিয়ম, পশুশালা, বোটানিকাল গার্ডন্ ও ইডেন গার্ডন প্রভৃতি স্থানে লইয়া গিয়া তথায় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। আহার, জলখাওয়া, শিক্ষা, বাড়ীভাড়া ও কাপড় কাচা প্রভৃতিতে মাসিক ১০ টাকা লাগিবার সম্ভাবনা। যাঁহারা আপন আপন সন্তানদিগকে এই বিদ্যালয়ে পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকট শীঘ্র চিঠি লিখিয়া জানাইবেন। যে সব কমিটী এই বিদ্যালয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহারা বালকদিগের শিক্ষার জন্য পুস্তক প্রণয়ন করিবেন। এবং মাতাদিগকে এমন শিক্ষা প্রদান করিবার উপায় উদ্ভাবন করিবেন যাহাতে তাঁহারা সন্তানদিগকে শৈশবকাল হইতে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে সমর্থ হন।

আমাদের পাঠকগণ ও হিতৈষীগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে অমৃতসরের সর্দ্দার দয়ালসিংহ (মাজিতিয়া) সাহেব মন্দির নির্ম্মাণের জন্য আর ১৮০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত তিনি নিজে এবং সংগ্রহ করিয়া মোট ২৯৪০ টাকা পাঠাইয়াছেন। মন্দিরের অর্থের জন্য সর্দ্দার সাহেব যেরূপ পরিশ্রম

করিয়াছেন এবং মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমাদের মন্দির নির্ম্মাণের জন্য বিজনির রাজা ৫০০ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। আমরা এজন্য রাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ দি। কতক দিন পূর্ব্বে কে আশা করিয়াছিল যে এত অল্প দিনে আমাদের উপাসনা গৃহের জন্য এত অর্থ সংগৃহীত হইবে? ঈশ্বর যাহার সহায় পৃথিবীতে মানবও তাহার সহায়? আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে আশাও করি নাই যে এত শীঘ্র নূতন উপাসনাগৃহে সমুদয় ভ্রাতা ভগিনী এক পরমেশ্বরের উপাসনা করিব। এখন আশা হইয়াছে, আগামী মাঘোৎসবে আমরা নূতন মন্দিরে উৎসব করিতে পারিব।

আগামী মাঘোৎসবে নূতন উপাসনা গৃহ উপাসনার জন্য যাহাতে উন্মুক্ত হয় এরূপ চেষ্টা হইতেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আমাদিগের দূরস্থ বন্ধুদিগকে সেই শুভ দিনে উপস্থিত হইবার জন্য আমরা সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত দারজিলিং হইতে আসিবার সময় শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও সৈদপুর সমাজ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি সমুদয় স্থানেই বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈদপুরের কার্য্য সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রাপ্ত হইয়াছি।

সৈদপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি সম্পাদক বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন লিখিয়াছেনঃ—

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহার আগমনে এখানকার সকলেই পরম উপকৃত হইয়াছেন।

১৯এ অক্টোবর অত্রত্য ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা অন্তে উপদেশ দিয়া সভ্যগণকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

৩০ শে, প্রাতে সমাজ গৃহে উপাসনা পরে অপরাহ্লে ৭ ঘটিকায় সময় শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসুর ভবনে পারিবারিক উপাসনা এবং অত্যুৎকৃষ্ট উপদেশ দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের গভীর সত্য সকল প্রচার করিয়াছেন, ইনি কেবল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাহা নহে তৎসঙ্গে কয়েকটী হিতকর বিষয়েও সহায়তা করিয়াছেন।

৩১ এ প্রাতে উপাসনা অন্তে ব্রাহ্ম সমাজের মাসিক সভার অধিবেশন হয়। উমেশ বাবু উক্ত সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া যেরূপ ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। ইহাঁকে দেখিলে বাস্তবিক ভক্তির উদ্রেক হয়, ব্রাহ্ম ব্যতীত অন্যান্য লোকেও ইহাঁকে যথেষ্ট আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় অত্রস্থ ক্লব গৃহে "চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন সকল উন্নতির মূল" বিষয়ে একটি উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন; এই বক্তৃতা অনেকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়াছিল এবং চরিত্রের উৎকর্ষ বিষয় উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছেন, সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার পর অতি উপাদেয় উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়ের অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদে নিয়োগ, অষ্টাবিংশ নিয়ম বিরুদ্ধ হওয়াতে তাঁহাদের নিয়োগ ২ রা নবেম্বরের বিশেষ অধিবেশনে রহিত হইয়াছে। বৎসরের মধ্যে অধ্যক্ষ সভার কোন সভ্যের পদ শূন্য হইলে, সে পদে যদি কোন সভ্যকে নিয়োগ করা আবশ্যক হয়, তবে ২৮ সংখ্যক নিয়ম অনুসারে অধ্যক্ষ সভা তাহাকে মনোনীত করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমতি গ্রহণ করিবেন। হেরম্ব বাবু ও নগেন্দ্র বাবুর নিয়োগের সময় ভ্রমক্রমে এই নিয়মটী কাহারও স্মরণ না থাকায় এই গোলযোগ হইয়াছিল।

গতবারে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের যে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে একটী ভুল হইয়াছে; সদ্য পুষ্করিণীর ব্রাহ্ম মহাশয় কেশব বাবুর আদেশ অনুসারে নয় কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর আপত্তিতে আমাদের মুসলমান ব্রাহ্মবন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। বিজয় বাবু এই ভুলটী সংশোধন করিয়া পাঠাইয়াছেন। স্ত্রীর আপত্তিতেই হউক আর যে জন্যই হউক আমরা ব্রাহ্ম মহাশয়ের আচরণে দুঃখিত হইয়াছি।

গত শনিবার ১৩ই অক্টোবর এখানে একটি অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিধবা বিবাহ হইয়াছে। পাত্রীর নাম, শ্রীমতী হেমপ্রভা রায় জাতিতে কায়স্থ, বয়স ১৬ বৎসর। ইহাঁর পিত্রালয় বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহর গ্রামে। পাত্রের নাম বাবু শশীভূষণ সরকার, বারাকপুরের নেটিব ডাক্তার, জাতিতে বৈদ্য বয়স ২৮ বৎসর। ইহাঁর নিবাস ঢাকা জেলায়। পাত্রীর পিতা হিন্দু অথচ কন্যার ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং কন্যাকে কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন। বিবাহটি ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টরী করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত ইটনা গ্রামে ৩ আইন অনুসারে আর একটি অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াছে। পাত্রের নাম বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কুচবিহার স্কুলের পণ্ডিত। জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহাঁর নিবাস ময়মনসিংহের আটিয়া উপবিভাগে। পাত্রী ইটনা গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্ম বাবু কালীকিশোর বিশ্বাসের কন্যা। ইনি জাতিতে কায়স্থ।

৩ আইন অনুসারে এখানে আর একটী অসবর্ণ ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়াছে। পাত্রের নাম বাবু বিহারীলাল সেন ময়মনসিংহের অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ স্কুলের শিক্ষক, নিবাস মানিকগঞ্জ, জাতিতে বৈদ্য। পাত্রীর নাম কুমারী কিশোরীমোহিনী চৌধুরী, পিত্রালয় বরাহনগর, জাতিতে সদ্গোপ।

১৩ই অক্টোবর হাইদ্রাবাদ (ডেকান) নগরে মেঃ ওয়ামান পাণ্ডুরাং কেলকারের দ্বিতীয় পুত্রের ও ২০ এ সেপ্টেম্বর সোলাপুরে মেঃ সদাশিব পাণ্ডুরাং কেলকারের দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাঁরা উভয়েই বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের উৎসাহী সভ্য এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে গৃহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

আমাদিগের ব্রাহ্ম বন্ধু বাবু অম্বিকাচরন সেন এম, এ কৃষ্ণনগর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত বার্ষিক ২০০ পাউণ্ড বৃত্তি পাইয়া কৃষি বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ইংলণ্ডে যাইতেছেন।

বিজ্ঞাপন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের পঞ্চম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ।৵০। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সমস্ত প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

১৮৮০। ১৫ই জুলাই
১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা	১০
জাতি ভেদ	/১০
পরকাল	/০
ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায়	/০

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
৩১ শ্রাবণ। } শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

দীপ্ত শিরার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য /০ আনা মাত্র।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল।
Channing's Complete works	১৸০	৶০
Practical Sermons	৸০	১০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	/
Perfect Life	১৸০	৵০
Morning & Evening meditations	১৸০	৶০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১৲	/১০
সঙ্গীত-হার (বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	১০	১০
সুরুচির কুটীর	॥০	১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/০	১০

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

১লা অগ্রহায়ণের তত্ত্ব-কৌমুদী ৩রা অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হইল।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, November 1880.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ১৩শ সংখ্যা। } ১৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

সাধুগণ এই পাপ প্রলোভন পূর্ণ জগতের পক্ষে লবণ স্বরূপ, তাঁহারা না থাকিলে মানব সমাজ পূতিগন্ধময় বস্তু হইত না, ধর্মশীল সাধুগণের লবণ স্বরূপ, তাঁহাদের অভাবে সংসারে রস বা স্বাদ থাকে না; সাধু মানব কার্য্যের লবণ স্বরূপ, তদ্ভিন্ন মানবের কার্য্য সুখকর হয় না; বিবেক ধর্ম্ম জগতের লবণ স্বরূপ, কারণ তদ্ভিন্ন মানবের ধর্ম্মসাধন বিস্বাদ হইয়া যায়।

হে মানব! তুমি মনে করিতেছ, আমি কি সুচতুর; জগদ্বাসী আমার কৌশল বুঝিতে পারিল না, আমি কেমন সাধুনাম উপার্জ্জন করিয়া গেলাম। আপনাকে এ প্রবোধ দিও না, তুমি যখন এ জগতে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছ, তখন তোমার অজ্ঞাতসারে জগদ্বাসীর মনে তোমার চরিত্রের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, আকৃতি, বিস্তৃতি প্রভৃতির ছবি পড়িতেছে। তুমি ঠিক যে বস্তু তাহা আত্মপরাবর সকলে জানিতে পারিতেছে। তুমি যখন সুগন্ধি মাখিয়া মনে করিতেছ, লোকে তাহার সৌরভে আনন্দিত হইতেছে, তখন হয়ত জগদ্বাসী তোমার অন্তর্নিহিত, কোন অপকৃষ্ট বস্তুর আঘ্রাণ পাইয়া, তোমার অজ্ঞাতসারে বস্ত্রাঞ্চলে নাসাচ্ছাদন করিতেছে। অতএব সাবধান! চাতুরী বা কৌশলের উপর নির্ভর করিও না।

এক জন বিজ্ঞ লোক বলিয়াছেন, চিন্তাশক্তি বিহীন কেহ যেমন পণ্ডিত হইতে পারে না; বিবেক সম্বন্ধে হীন হইলে তেমনি কেহ উচ্চ শ্রেণীর ধার্ম্মিক হইতে পারে না। সত্য গ্রহণ করিবার, সত্য বলিবার এবং সত্যাচরণ করিবার সাহস যাহার নাই, ধর্ম্ম তাহাকে আপনার প্রণয়ের উপযুক্ত পাত্র মনে করেন না। সে ব্যক্তি ঈশ্বর প্রীতির উপযুক্ত নয়। যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে সত্য গোপন করে, বা অসত্য প্রচার করে, তাহার ন্যায় গূঢ় অবিশ্বাসী কে? হে পরমেশ্বর! আমরা এইরূপে কতবার তোমার অপমান করিয়াছি। তোমাকে উপাসনার সময় যে সকল কথা বলি যদি সে সমুদায় হৃদয়ের কথা হইত, তাহা হইলে কি জ্ঞাতসারে অসত্যাচরণ করিতে পারিতাম? বিশ্বাস ও সংস্কার বিরুদ্ধ আচরণ করিয়া কি প্রকারান্তরে এই কথা বলি নাই, যে ধর্ম্ম, লোকানুরাগ অপেক্ষা প্রিয় নহে। এই অপরাধের শাস্তি কি এই দিয়াছ, যে আত্মাদের ধর্ম্মভাব সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর সম্পূর্ণ প্রাণের সহিত সত্যকে গ্রহণ করিতে পারি না? প্রভো! তুমি আমাদিগকে এখনও রক্ষা কর। ক্ষীণ দুর্ব্বল সংসারিকতা দূষিত ধর্ম্মবুদ্ধিকে উজ্জ্বল কর।

যিনি জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক তিনি কখনও অলস বা জড়ভাবাপন্ন হইতে পারেন না। ঈশ্বর তাঁহার উপর দুইটী কার্য্যের ভার দিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বিশ্বাসের জীবন্ত ভাষাতে জগতকে বলিবেন যে, এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন জীবের পরিত্রাণের দ্বিতীয় পন্থা নাই; দ্বিতীয়তঃ তিনি নিজ জীবন দ্বারা জগদ্বাসিদিগকে দেখাইবেন, যে ব্রহ্মকে যাঁহারা প্রীতি করেন, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহাদের আত্মার অন্ন পান স্বরূপ। কি বলিলাম, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনই ব্রহ্মোপাসকের আত্মার অন্ন পানস্বরূপ? তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? শাস্ত্রে বলে দেবগণ অমৃত ভোজী, এই সেই অমৃত। ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মালাপ ও ধর্ম্মাচরণ লইয়াই সাধু বিচরণ করেন। ধর্ম্ম তাঁহার আহারের অন্ন, ধর্ম্ম তাঁহার পানীয় জল, ধর্ম্ম তাঁহার আচ্ছাদনের বস্ত্র ধর্ম্ম তাঁহার সেবিবার বায়ু, ধর্ম্ম তাঁহার চক্ষের আলোক, ধর্ম্ম তাঁহার আরামের কানন, ধর্ম্ম তাঁহার নির্জ্জনের বন্ধু, ধর্ম্ম তাঁহার শয্যার সঙ্গী। হে ব্রাহ্ম! চিন্তা কর দেখি প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে কত দূরে আছ। আলস্য যাঁহাদের প্রকৃতি ঈশ্বরের স্বর্গীয় অগ্নি তাঁহাদিগকে অদ্যাপি স্পর্শ করে নাই।

আমরা কি জগতের সাধু মহাপুরুষদিগকে সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি করি না? ইহা কি কখনও সম্ভব হয়? সাধুতার প্রতি যাহাদের প্রীতি আছে, তাহারা কি কখনও সাধুদিগকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? ইংরাজি কবি পোপ বলিয়াছিলেন, পাপের মূর্ত্তি এমন জঘন্য যে তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিবার জন্য প্রয়াস পাইতে হয় না, দেখিলেই ঘৃণার উদয় হয়। আমরাও বলি প্রকৃত সাধুতা এমন পদার্থ যে দেখিলে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না। এই সহরের দুষ্ট লোকে সময়ে সময়ে সরল শিশুদিগকে ভুলাইয়া নির্জ্জনে লইয়া গিয়া যেমন তাহাদের বসন ভূষণ প্রভৃতি কাড়িয়া লয়, জগতের সাধুরাও তেমনি সরল সত্যপ্রিয় আত্মাকে

ব্রহ্মরাজ্যের নিগূঢ় পথে লইয়া গিয়া তাহার মন প্রাণ কাড়িয়া লন। আমরা অগ্রে ঈশ্বরের নিকট যাই, তৎপরে তিনিই আমাদিগকে প্রত্যেক সাধু ও সাধ্বী নরনারীকে ভক্তি করিতে শিক্ষা দেন। ঈশ্বরকে যে ভাল বাসে সে সাধুদিগকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না; আর তাঁহার প্রতি যার সমুচিত ভালবাসা নাই, সে ব্যক্তির নিকট মহাপুরুষ মহাপুরুষ করিলেই বা কি? অতএব হে ব্রাহ্ম! অগ্রে ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিতে শিক্ষা কর, জগতের সকল মহাজন তোমার আত্মীয় হইবেন; তখন সকলকে ধর্ম্মপথের পরম সহায়ও প্রাণের ভাই বলিয়া মনে হইবে। মহাজনদিগের প্রতি এভাব যদি না জন্মিয়া থাকে, জানিবে সাধুতার প্রতি সমাদর জন্মে নাই।

অনেকে জগতের মহাজনদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করিয়া থাকেন, আমাদের বোধ হয় তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি না বলিয়া মানবের প্রতিনিধি বলাই অপেক্ষাকৃত অধিক যুক্তি সঙ্গত। প্রথমতঃ তাঁহারা এ জগতে পুত্র ও ভৃত্যের ভাবই অধিক প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই দুই ভাব জগৎ পিতা পরমেশ্বরে সম্ভব নয়। তাঁহার অপেক্ষা উচ্চ বা মহৎ কেহ নাই; সুতরাং এ ভাবদ্বয়ও তাঁহার ধর্ম্ম নয়; সুতরাং এই ভাবদ্বয় সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার প্রতিনিধি হইতে পারে না। তিনি মানবেরই প্রতিনিধি হইতে পারেন। আর এক অর্থে তাঁহাকে মানবের প্রতিনিধি বলা যায়। মনুষ্য সমাজের যে কার্য্য করা উচিত ছিল, অথচ তাহারা করে না, এই সকল মহাজন সেই কার্য্যের ভার লইয়া জগতে বিচরণ করেন। মানবের পাপ ও দুর্ব্বলতার অপ্রতুল নাই, ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া ক্রন্দন করা মানবের পক্ষে উচিত। কিন্তু অধিকাংশ মানবের সে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। মহাজন গণ যেন বলেন "মানব যদি তুমি ক্রন্দন না কর আমরা তোমাদের হইয়া ক্রন্দন করিব।" তাঁহারা মানব জাতির সমষ্টিভূত হাহাকার স্বরূপ, তাঁহারা এক এক জন এক একটী জাতির সমবেত প্রার্থনা। আর এক অর্থে তাঁহারা মানবের প্রতিনিধি—মানব সমাজই তাঁহাদিগকে প্রস্তুত করে। তাঁহাদের জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট যাহা থাকে সেই সকল উপাদানে তাঁহারা নির্ম্মিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে সমাজের চিন্তা ও ভাব স্রোতের আবর্ত্ত বলা যাইতে পারে। এ স্রোত তোমার আমার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, প্রকাশ নাই, ইহাদের গভীর প্রকৃতি ও গভীর প্রতিভার সংস্পর্শে আসিয়া প্রবল আবর্ত্ত উপস্থিত করে।

আমাদের এক জন ব্রাহ্ম বন্ধু পত্র দ্বারা একটী প্রশ্ন করিয়াছেন। কিছুদিন হইল নববিধানী বন্ধুদিগের মন্দিরে কোচ বিহারের মহারাজা ও মহারাণীর যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, আমরা এত নিকটে থাকিয়াও কি তাহা দেখিতে পাইলাম না? ইহা কি একটী নূতন ব্যাপার নয়, ইহা সত্ত্বেও কি আমরা নববিধানের মধ্যে কোন নূতন ঘটনা লক্ষ্য করিতে পারিলাম না? আমরা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। মিরার বলিয়াছেন কোচবিহারের ভূতপূর্ব্ব ঘটনা "বাগ্‌দান মাত্র" (only betrothal) হইয়াছিল; এই বিবাহই প্রকৃত বিবাহ। দেখা যাউক এই কথা কতদূর সত্য। আমাদের বন্ধু অনুগ্রহ করিয়া নিম্ন লিখিত প্রশ্ন গুলির বিষয় চিন্তা করিবেন।

প্রথম, যদি ভূতপূর্ব্ব ঘটনা বাগ্‌দান মাত্র হইয়াছিল এরূপ হয়, সকল বাগ্‌দানের ন্যায় এই বাগ্‌দানের ভঙ্গ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল কি না? আমাদের দেশের বাগ্‌দানের পর কত বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যায়, এখানে সে সম্ভাবনা ছিল কি না?

দ্বিতীয়, কেশব বাবু কোচবিহারের মহারাজাকে জামাতা অথবা সম্ভাবিত জামাতা, কি ভাবিতেন? পাত্র পাত্রী আপনাদিগকে স্বামী স্ত্রী অথবা পরিণয়াকাঙ্ক্ষী, বর, কন্যা কি ভাবিতেন?

তৃতীয়, এই কালের মধ্যে মহারাজার যদি কোন প্রকার ভদ্রাভদ্র ঘটিত, তাহা হইলে কেশব বাবুর কন্যা রাজবংশ রক্ষার জন্য পোষ্য পুত্র লইতে পারিতেন কি না? এবং সেই যুক্তিই রাজার ইংলণ্ডে গমনের পূর্ব্বে বিবাহের একটী প্রধান যুক্তি ছিল কি না? ১৭৯৯ শক ১৬ই চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় যে পত্র মুদ্রিত করেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন "গবর্ণমেণ্টের নূতন প্রস্তাব এই যে মার্চ্চ মাসে রাজার ইংলণ্ডে যাইতেই হইবে; কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় তাঁহার তথায় যাওয়া নিতান্ত অনভিপ্রেত, এ জন্য ৬ মার্চ্চ দিবসে বিবাহ হইবে; কিন্তু সে বিবাহ নাম মাত্র।" গবর্ণমেণ্ট অবিবাহিত অবস্থায় রাজাকে ইংলণ্ডে যাইতে দিতে স্বীকৃত হন নাই, ইহার অর্থ কি?

চতুর্থ, ভূতপূর্ব্ব বিবাহের বৈধতা রক্ষার জন্য পাত্রকে হোম করিতে হইয়াছিল কি না? উক্ত সংখ্যক ধর্ম্মতত্ত্বের নিম্নলিখিত উক্তি দর্শন করুন "গবর্ণমেণ্টের শাসনেও আদেশে বিবাহের বৈধতা রক্ষার জন্য হোমের সময় তাঁহার কেবল উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৭৯৯।

পঞ্চম, ভূতপূর্ব্ব বিবাহকে পূর্ব্বে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল কি না? পাঠ করুন "পরে ব্রাহ্ম রীতি অনুসারে প্রতিজ্ঞা, প্রার্থনা ও বর কন্যার প্রতি আচার্য্যের উপদেশ এই কয়েকটী অনুষ্ঠান স্বতন্ত্র স্থানে কতিপয় ব্রাহ্মের সম্মুখে সম্পন্ন হইল।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৭৯৯ শক।

আর ও দুই একটী প্রশ্ন আছে যাহা লজ্জাবশতঃ করিতে পারিতেছি না। এই সকলের পরও যদি ভূতপূর্ব্ব বিবাহকে বাগ্‌দান মাত্র বলা যায়, তাহা হইলে সত্যানুগত ব্যবহার হয় কি না? আমাদের বন্ধু দেখিবেন, যে তাঁহারা নিজমুখেই ভূতপূর্ব্ব বিবাহকে বিবাহ, কেবল বিবাহ নয় বৈধ বিবাহ এবং ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়াছেন; এখন আবার সেই দম্পতীকে বিবাহ দিলে, চলিত ভাষায় "এক মুরগী দুই বাঁনে জবাই" যাহাকে বলে ঠিক তাহা হয় কি না? এইটী যদি প্রকৃত ব্রাহ্ম বিবাহ হইল তবে সেই ব্রাহ্ম বিবাহটী কি? ঠিক এই যুক্তিতে পরিণীতা স্ত্রী রাখিয়া ইংলণ্ড গত প্রত্যেক যুবকের বিবাহকে বাগ্‌দান মাত্র বলিয়া, সমাগত হইলে পুনরায়

বিবাহ দেওয়া যায় কি না? এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কেহ তাঁহার একাদশবর্ষীয়া বালিকার নাম মাত্র বিবাহ দিয়া যদি কোন যুবাপুরুষকে হস্তগত করিয়া রাখেন এবং উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আবার বিবাহ দিয়া জগতকে প্রকৃত বিবাহ হইল ইহা জ্ঞাপন করেন, আমাদের বন্ধু তাহাতে অনুমোদন করেন কি না? আমরা লোক দেখান কাজের পরম শত্রু আমাদের বন্ধু সত্যকে সাক্ষী করিয়া আমাদের প্রশ্ন গুলির উত্তর দিবেন। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, দ্বিতীয় বিবাহটী আমাদিগের চক্ষে ক্রীড়া মাত্র বোধ হইয়াছে কেন? হে জগদীশ্বর ধর্ম্মরাজ্যে আসিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানকে যেন ক্রীড়ার বস্তু না করি, তুমি আমাদের দুর্ব্বল প্রকৃতিকে রক্ষা কর, যে কার্য্য করিব, যেন গাঢ় বিশ্বাসের সহিত করিতে পারি।

আধ্যাত্মিক আলস্য।

জগতে অলস লোকের অপ্রতুল নাই। শরীর সম্বন্ধে যাহারা অলস তাহারা পরিশ্রমকে ভয় করে; বিনা শ্রমে যাহাতে কার্য্য সিদ্ধি হয় তাহারই ইচ্ছা করে। কিঞ্চিৎ শ্রম করিলে যে লাভ হয়, কি, যে ক্ষতি নিবারণের সম্ভাবনা, তাহারা শ্রমের ভয়ে সে লাভ পরিত্যাগ ও সে ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে। যদি তাহাদের অঙ্গ আচ্ছাদনের জন্য অঙ্গরক্ষার প্রয়োজন হয়; তাহারা কি করে? বাজারে যাওয়া, বস্ত্র মনোনীত করা, প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করা, কিভাবে সে বস্ত্রকে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা চিন্তা করা, তাহাকে প্রস্তুত করিবার জন্য লোক অম্বেষণ করা, এ সকল পরিশ্রম তাহাদের সহ্য হয় না। লোকে যে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া অধিক মূল্যে দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করে তাহারা তাহাই ক্রয় করে; যদি তাহা সম্পূর্ণ রূপে নিজ দেহের উপযোগী না হয়, সে অসুবিধাও ভোগ করিতে প্রস্তুত হয়।

শারীরিক আলস্যের ন্যায় এক প্রকার মানসিক আলস্যও আছে। সেই সকললোক চিন্তার ক্লেশ হইতে বাঁচিতে চায়। কে আবার এই জন্য ভাবে, কে আবার পাঁচ খানি গ্রন্থ পাঠ করে; কে আবার এই তর্ক বিতর্ক লইয়াই কাল যাপন করে; অমুকের উপর চিন্তার ভার দেওয়া যাউক। এই রূপ চিন্তা তাহাদের অন্তরে উদিত হইয়া তাহাদিগকে পরপ্রত্যাশী করে। একজনে বা দশজনে যাহা চিন্তা করিয়া রাখিয়াছে, ইহারা অবিচারিত চিত্তে তাহাই অবলম্বন করে। তাহারা যদি বণিক হয়, অপর দশজন বণিকের প্রদর্শিত পথেরই অনুসরণ করে; যদি শিক্ষক হয় দেশের দশজন চিন্তা করিয়া যে শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে, সম্পূর্ণ রূপে তাহারই অনুসরণ করিতে থাকে, যদি ছাত্রহয়, নিজ পাঠ্য বিষয়সকল বুঝিবার ভার অপরের স্কন্ধে, কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করে, যদি গ্রন্থকার হয় অনুবাদ করিতে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হয়, যদি শাসন কর্ত্তা হয় নিয়মবদ্ধ প্রণালীর রেখা মাত্র ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হয় না।

মানসিক আলস্যের ন্যায় এক প্রকার আধ্যাত্মিক আলস্য আছে। আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া সংসারান্ধকার মধ্যে প্রকৃত পথ অন্বেষণ করার যে ক্লেশ, তাহা এই সকল অলস লোকে সহ্য করিতে পারে না। একবার আলোক একবার অন্ধকার ইহার মধ্যে লাঞ্ছিত হইয়া কাঁদিতেছি; একবার আশা একবার নিরাশার মধ্যে পতিত হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছি, এইরূপে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়, অনেক অশ্রুজল ফেলিতে হয়, কিন্তু যে আত্মা এইরূপে অগ্রসর হয়, সেই অন্ধকারের মধ্যে পরমেশ্বরের পবিত্র মুখজ্যোতি দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারে। কিন্তু অলস সাধকেরা এ পথে চলিতে প্রস্তুত নয়। যে অঙ্গ রক্ষা দ্বারা তাহাদের আত্মার অঙ্গাচ্ছাদন হইবে, সে বস্ত্রের জন্য তাহারা ঈশ্বরের নিকট আসিতে যাইতে পারে না, পথের ভয়ে ভীত হইয়া সাধু মহাজনদিগের শরণাপন্ন হয়। তাঁহারা এক এক জন মানবের জন্য যেন কতকগুলি অঙ্গরক্ষণ প্রস্তুত করিয়া লইয়া বেড়াইতেছেন; নিজ আত্মার অঙ্গের পক্ষে তাহা সুসংলগ্ন হউক না হউক এই সকল অলস লোক তাহার এক একটী পরিয়া বসে এবং সাধন শ্রমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল বলিয়া আনন্দিত হয়।

অলঙ্কার বর্জ্জিত করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়। যাঁহাদের সাধন বিষয়ে স্বাবলম্বন শক্তি নাই, তাহাদিগকে অপর সাধকের গলগ্রহ হইতেই হইবে। আমরা এরূপ আধ্যাত্মিক পরাধীনতাকে শোচনীয় মনে করি। যদি এরূপ কোন যুবা পুরুষকে দেখিতে পাই, যাহার বয়স বিংশতি বৎসর অথচ তাহাকে জননীর স্বহস্তে আহার করাইয়া দিতে হয়, বস্ত্র পরাইতে হয়, রাত্রিকালে উঠিলে সঙ্গে বাহিরে যাইতে হয়, তাহা হইলে যেমন সেই বৃদ্ধ শিশুর জন্য শোক করিয়া থাকি, সেইরূপ যদি কোন জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিকে ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে গুরুর অধীন দেখিতে পাই, তাহা হইলেও নিতান্ত দুঃখের বিষয় মনে করিয়া থাকি। যদি দেখি গুরু যতক্ষণ একটী বিশেষ ভাব না দিতেছেন ততক্ষণ সে ভাবের কথা কাহারও মুখে শুনা যাইতেছে না; গুরু যে গ্রাসটী মুখে তুলিয়া দিতেছেন সেইটী মুখে উঠিতেছে, যেটী না দিতেছেন সেটী আর পাইতেছেন না; তাহা হইলে বলি, এই জননী যেমন বৃদ্ধ শিশুকে জগতে অকর্ম্মণ্য ও অপদার্থ করিয়া থাকেন, সেইরূপ গুরু ও শিষ্যদিগকে ধর্ম্ম জগতে অপদার্থ করিয়া ফেলিতেছেন। এই আধ্যাত্মিক আলস্য হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা ব্রাহ্ম মাত্রকেই সতর্ক করিতেছি। হে মানব! ঈশ্বর তোমাকে যে সকল অমূল্য আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও শক্তি দিয়াছেন, স্বাধীনভাবেও ঈশ্বরের সাহায্যে তাহার চালনা করা ভিন্ন, তোমার মনুষ্যত্ব, মহত্ব, ও প্রকৃত ধর্ম্ম লাভের উপায়ান্তর নাই। যে ভার নিজে বহন করিবে বলিয়া ঈশ্বর দিয়াছেন তাহা পরের স্কন্ধে দিও না; যে সংগ্রাম নিজে করিবে বলিয়া বিধি করিয়াছেন তাহার ভার অপরের হস্তে দিয়া অলস হইও না। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা

অবলম্বন কর। ধর্ম্মপথে অশ্রুপাত করিতে করিতে চলিতে হয়; ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকট কাঁদিতে হয় তোমার আর গত্যন্তর কি?

মনুষ্য দূষিতমত নিবন্ধন অনেক সময় নিজের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়া বসে। সেটী এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। জগদীশ্বর মানবাত্মার তেজ, শক্তি ও পবিত্রতা রক্ষার এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, যে সে যদি জ্ঞাতসারে কোন প্রকার বিশ্বাস বিরুদ্ধ বা সত্য বিরুদ্ধ আচরণ করে, যদি বিশ্বাসের দ্বারা কোন প্রতীতি না করিয়া অপরের অনুরোধে তাহার আচরণ করে, তাহা হইলে তাহার চরিত্রের দীপ্তি ও পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যায়। এইটী ধর্ম্ম পথের যাত্রী মাত্রেরই বিশেষরূপে অনুভব করা কর্ত্তব্য। আধ্যাত্মিক জড়তা বশতঃ মানব যদি সম্পূর্ণরূপে কোন গুরুর মুখ প্রত্যাশী হয়, তাহা হইলে যে কেবল সে ব্যক্তির স্বাবলম্বন শক্তি তিরোহিত হয় তাহা নহে, আর একটী সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। মানব প্রকৃতির পক্ষে ইহা কখনও সম্ভব নয় যে এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা সুন্দর বা প্রয়োজনীয় বোধ হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে অপর এক জনের গ্রহণোপযোগী হইবে। যদি গ্রহণোপযোগীই হয়, একজন উন্নত সাধক যাহা প্রতীতি করিয়াছেন তাহা যে অপরে সেইভাবে প্রতীতি করিতে সমর্থ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। অনেক সময় শিষ্যগণ গুরুর কথা অবিচারিত চিত্তে অবলম্বন করিয়া থাকেন। হৃদয়ে যে সত্য প্রতীতি করিতে পারিলাম না, যে সত্যের গভীরতা দেখিতে পাইলাম না; বিশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারিলাম না, অথচ ভাবিলাম, এরূপ একজন উচ্চ শ্রেণীর সাধক যখন এরূপ কথা বলিলেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিলেও আমার গ্রহণ করা উচিত। কারণ উনি উচ্চ শ্রেণীর সাধক। এইভাবে আত্মার স্বাধীনভাবে সত্য গ্রহণের শক্তিও অধিকারকে খর্ব্ব করিয়া, যদি একবার কাহারও পদতলে অবনত হওয়া যায়, তাহা হইলে মানব চরিত্র রক্ষার যে একমাত্র উপায় ছিল তাহারও ব্যাঘাত হয়। এইরূপ যতবার বিশ্বাসের উপর বল প্রকাশ করা যায় ততই গূঢ়রূপে আত্মার অধোগতি হইতে থাকে। কোন বহমান নদীর কিয়দংশকে উভয় দিকে সেতু দ্বারা কিছুকাল বদ্ধ করিয়া রাখিলেই যেমন তাহার জল দূষিত হইয়া পড়ে। সেইরূপ মানবাত্মার স্বাধীন প্রসার বদ্ধ করিয়া কিছুদিন রাখিলেই তাহাতে অজ্ঞাতসারে অনেক প্রকার পাপ ও অপবিত্রতা আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, তবে কি জগতের সাধুদিগের প্রদর্শিত পথে চলিব না? তাহাকে বলিব? যতক্ষণ পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত কোন কথাকে সত্য বলিয়া প্রতীতি না করিবে ততক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে এরূপ দেখাইবে না। চৈতন্য বা নানক বলিয়াছেন বলিয়া যে গ্রহণ করিতেছি তাহা নহে। কিন্তু আমার মতে তাহারা ঠিক সত্য বলিয়াছেন বলিয়া অনুভব করিতেছি তাই গ্রহণ করিতেছি। যদি এরূপ অনুভব না করিতাম গ্রহণ করিতাম না, এইভাবে সত্য গ্রহণ করিবে। আত্মার স্বাধীনতা সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়, ইহার ব্যাঘাত করিলে মানবের দুর্গতির কোথায় শেষ হইবে তাহা জানি না।

মধ্যবর্ত্তি-ত্রয়।

মনুষ্য যত দিন জগদীশ্বরকে না জানে, যত দিন তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ শক্তির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না হয়, যত দিন নিজ অন্তরে তাঁহার সাক্ষাৎ আবির্ভাব ও তাঁহার হস্তের বিচিত্র কার্য্য প্রত্যক্ষ না করে, তত দিন তাহাকে ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞানের জন্য সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। এইরূপ অবস্থাকে মধ্যবর্ত্তিত্বের অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই প্রকার অবস্থাতে মানবকে ত্রিবিধ মধ্যবর্ত্তীর উপর নির্ভর করিতে দেখা যায়। প্রথম, ক্রিয়াকাণ্ড, এইরূপ লোকে ধর্ম্মের বাহিক ক্রিয়া কাণ্ডকে পরমপদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে; বুদ্ধিপূর্ব্বক হউক আর না হউক যন্ত্রের ন্যায় সেই গুলি পালন করিতে পারিলেই পারত্রিক মঙ্গল হইবে এইরূপ আশা করিয়া থাকে। কেন মালা ঘুরাইব, কেন ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিব, কেন তপস্যা করিব, এ সকল চিন্তা তাহাদের মনে উদিত হয় না। এই গুলিকেই তাহারা মুক্তির পথ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় মধ্যবর্ত্তী শাস্ত্র। যিনি সকল শাস্ত্রের মূল তাঁহাকে যে ব্যক্তি না জানিল, তাহাকে মানবের লিখিত শাস্ত্রের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। সেই এক খানি গ্রন্থে যে কথা গুলি লিখিত আছে, তাহাই সে ব্যক্তির এক মাত্র অন্ন পান হইয়া পড়ে। সে শাস্ত্র খানিকে যে একমাত্র সার বস্তু বলিয়া বিবেচনা করে; কেশমাত্র তাহার আদেশ অতিক্রম করিতে সাহসী হয় না। বালক যেমন অন্ধকারে যাইতে ভয় পায় সে ব্যক্তিও সেইরূপ সেই শাস্ত্রের বাহিরে যাইতে ভয় পায়।

তৃতীয় মধ্যবর্ত্তী গুরু। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগ স্থাপনে যাহারা অশক্ত হয়, তাহারা আর একটী সংকটে পতিত হয়। তাহারা অনেক সময় এক জন সাধন সম্পন্ন মানবকে আশ্রয় করে। সেই ব্যক্তির উক্তিকেই আপনাদিগের মুক্তি সাধনের এক মাত্র উপায় বলিয়া মনে করে; অবিচারিত চিত্তে তাঁহার সমুদায় আদেশ প্রতিপালন করিতে থাকে, সাধীন চিন্তা যদি কখনও সে উক্তির প্রতি সন্দেহ বা বিতর্ক উপস্থিত করে, তাহা হইলে সে স্বাধীনতাকে পাপপ্রবৃত্তি জ্ঞানে তাহাকে বিনাশ করে।

এই ত্রিবিধ বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার এক মাত্র উপায় পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করা। "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাৎপরে"। সেই পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল প্রকার সংশয় দূর হয়, এবং বাহ্য কর্ম্মকাণ্ডের অসারতা প্রতীত হয়। নিজ অন্তরে পরমেশ্বরের পরিচয় না পাইলে, কাহার সাধ্য ধর্ম্মপথে সুস্থির হইয়া দণ্ডায়মান হয়। তাঁহাকে যে সাধক প্রকৃতরূপে অন্তরে

দেখিয়াছেন, ঈশ্বরই তাঁহার শাস্ত্র, ঈশ্বর তাঁহার গুরু। কোন শাস্ত্র, কোন সাধুর প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা নাই। প্রত্যুত তিনি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সকল সাধুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি কখনও অপর কাহাকেও ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করেন না; তিনি ভিন্ন আর কাহাকেও মুক্তির পথস্বরূপ জ্ঞান করেন না।

কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সমীপে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

আমরা যত ধরাপৃষ্ঠ হইতে ঊর্দ্ধে উঠি, ততই পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থিত পদার্থ সকল আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র হইতে থাকে, এবং ক্ষুদ্র বস্তু গুলি একেবারে দৃষ্টির অগোচর হইয়া যায়। কোন পর্ব্বতশৃঙ্গে বা অপর কোন উচ্চপ্রদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভূতলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, কোথায় কোন্ বস্তু রহিয়াছে, একটী অপরটী হইতে কত দূরে অবস্থিত, তাহা আর আমরা নিরূপণ করিতে পারি না। কিন্তু পক্ষীদের কি আশ্চর্য্য শক্তি, তাহারা গগণের কোন উচ্চ প্রদেশে উড়িতে উড়িতে, এই ধরাপৃষ্ঠে কোথায় তাহাদের আহারীয় বস্তুটী পড়িয়া আছে, তাহা তাহারা লক্ষ্য করিতে পারে। যে পক্ষী মৎস্য আহার করে, কোথায় একটী ক্ষুদ্র মৎস্য পড়িয়া আছে সেটী তাহার চক্ষে পতিত হয়। ক্ষুদ্র পক্ষিটী বৃক্ষের শাখায় ছিল, হঠাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইল, চাহিয়া দেখ মৃত্তিকাতে একটি অতি ক্ষুদ্র কীট লুণ্ঠিত হইতেছিল, সেইটিকে ধরিবার জন্য আসিয়াছে। এইরূপে পক্ষীদের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আমরা সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হই, তাহাদের তুলনায় আপনাদিগকে অন্ধের ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু ইহার মধ্যে বিস্ময়ের কারণ কিছু নাই। জগদীশ্বর তাহাদিগকে এ শক্তি না দিলে তাহাদের বাঁচাই দুর্ঘট হইত। তাহারা যেখাদ্য দ্বারা বাঁচিবে তাহাত তাহাদের মুখের নিকট থাকে না, তাহা অন্বেষণ সাপেক্ষ। সুতরাং এ বিষয়ে ঈশ্বর তাহাদের দৃষ্টিকে অতিশয় তীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি এরূপ তীক্ষ্ণ না হইলেও ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ ক্ষুধা আবার তাহাদের দৃষ্টিকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া দেয়। যখন ক্ষুধা তাহাদিগকে চঞ্চল করে, তখন তাহারা কেমন সতর্ক হয়, কেমন একাগ্রতার সহিত নিরীক্ষণ করিতে থাকে, কেমন আগ্রহের সহিত চারিদিক অন্বেষণ করিতে থাকে। যে দৃষ্টি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ ক্ষুধা তাহাকে আরও সুতীক্ষ্ণ করিয়া তোলে।

পক্ষিগণ ক্ষুধিত হইলে যেমন জগতের নানা প্রকার পদার্থের মধ্যে নিজ প্রাণ ধারণের উপযোগী পদার্থ অন্বেষণ করিয়া বাহির করে; প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণও সেইরূপ মানবসমাজের বিচিত্র কার্য্য ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে আপনাদের আত্মার ক্ষুধার অন্ন আবিষ্কার করিয়া থাকেন। আমরা কি পৃথিবীর ঈশ্বর প্রেমিক মহাজনদিগের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া সময়ে সময়ে বিস্মিত হই নাই? কি আশ্চর্য্য আমরা যেখানে কোন সৌন্দর্য্য বা কোন শোভা দেখিলাম না, ইহারা কিরূপে সেখানে এত সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিলেন এই বলিয়া কি চমকিত হই নাই? বাস্তবিক সাধারণ চক্ষু যেখানে স্পৃহনীয় কোন পদার্থ দেখিতে পায় না, সাধুজনের চক্ষু সেখান হইতে অনেক অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে। জনসমাজের ইন্দ্রিয়াসক্তি; স্বার্থপরতা, ধনলোভ, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতির ভিতরেও তাঁহারা অনেক মূল্যবান্ বস্তু কুড়াইয়া পান। এ জগতে প্রতিদিন পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় এবং পক্ষীরাও প্রতিদিন উড়িয়া থাকে, আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি, দেখিয়া দেখিয়া ইহারা পুরাতন হইয়া গেল, কিন্তু এই দুইটি পদার্থ হইতে এক জন ধর্ম্মাত্মা একটি উপদেশ লাভ করিলেন; তিনি পক্ষীদের নিকট বিশ্বাস, নির্ভর ও নিশ্চিন্ত প্রফুল্লতা শিক্ষা করিলেন; ঐ পক্ষীগুলি তাঁহার চক্ষে কি অপরূপ বোধ হইল; তাহাদিগকে দেখিয়া তিনি কত মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ফুলগুলি দেখিয়া কিরূপ আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। এই জন্যই সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে জন দেখিতে জানে, তাহার পক্ষে কিছুই পুরাতন নয়।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। যে পদার্থটী সাধারণ লোকে দেখিয়াও দেখিল না; পথের পার্শ্বে অবহেলা করিয়া গেল; দেখিয়াও হয়ত মূল্যবান বিবেচনা করিল না, সে পদার্থটি সাধুদিগের নিকট মূল্যবান হইল কেন? ইহার ভিতর একটু কথা আছে। যে বস্তুটিতে যার নিতান্ত প্রয়োজন, যেটি না হইলে যার চলে না, সেইটি তার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান হয়। যে পদার্থে কাহারও প্রয়োজন নাই তাহার মূল্যও নাই; পৃথিবীতে অসংখ্য তৃণগুল্ম দেখিতেছি আমাদের নিকট সে গুলির মূল্য নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে যেটি না হইলে আমার একটি পীড়িত সন্তানের প্রাণরক্ষা হয় না, সেইটি আমার পক্ষে মূল্যবান অপর গৃহস্থের পক্ষে তাহা না হইতে পারে। লক্ষমুদ্রা এক দিকে আর সেই সামান্য গুল্মটি আর এক দিকে। সেইরূপ ধর্ম্মহীন ব্যক্তির পক্ষে মূল্যবান পদার্থ নয়, ঈশ্বর তাহার নিকট মূল্যবান বস্তু নন, তাহার ধর্ম্ম না হইলেও চলে। পরমেশ্বরের সহিত যোগ ও তাঁহাকে লাভ করা ব্যতীত আমার আর গতি নাই, ইহা যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃতভাবে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন। এই যে আমরা এতগুলি পুরুষ ও রমণী এখানে উপাসনার্থ সমবেত হইয়াছি, একবার আমাদের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখি। আমরা কি সকলে ঈশ্বরকে বাস্তবিক মূল্যবান বস্তু বলিয়া অনুভব করিয়াছি! তিনি না হইলে আমার চলে না, তাঁহাকে না পাইলে আমার আত্মার জীবন থাকিবে না, এরূপ কয়জনে অনুভব করিয়া থাকেন। মৎস্য যেমন গগণবিহারী পক্ষীর আহারের বস্তু ঈশ্বর কি তেমনি আমাদের আহারীয় বস্তু হইয়াছেন? সেই ভাবে কি আমরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি? সরলভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, আমাদের কত জনকে ভাবিত হইতে হয়, নিজের আত্মা নিজের নিকট লজ্জা প্রাপ্ত হয়।

বাস্তবিক সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের পথের প্রকৃত পথিক, যিনি গভীরভাবে আত্মার অভ্যন্তরে অনুভব করিয়াছেন, যে সেই প্রাণদাতা ভিন্ন তাঁহার প্রাণ বাঁচিবে না; তাঁহাকে না পাইলে তাঁহার সকল দিকে ব্যাঘাত ঘটিয়া যায়; তাঁহার সকল দিকে সুখ নষ্ট হইয়া যায়। যে পদার্থটী পাইলে সকল দিক রক্ষা হয় সেটী কে না চায়? কিন্তু হে ব্রাহ্ম! ঈশ্বরের অভাবে তোমার কোনকাজ কি আট্‌কাইতেছে? তাঁহার অভাবে আমাদের কোন কার্য্যের কি ক্ষতি হয়? কই ধন উপার্জ্জনের ত ব্যাঘাত হয় না; বরং যাহারা তাঁহাকে বিস্মৃত, তাহারাই জগতে প্রচুর ধন সঞ্চয় করিতেছে. কই তাঁহার অভাবে ত মান সম্ভ্রমের ব্যাঘাত হয় না; জগতের নীতি বাঁচাইয়া চল, নাস্তিক হও, জগৎবাসী তোমাদিগকে ক্রোড়ে করিয়া লইবে। কই তাঁহাকে ভুলিলাম বলিয়া ত কোন দিন অন্নের গ্রাস গলে বাঁধিয়া গেল না, কিম্বা কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখের পথে কণ্টক পড়িল না। তবে কিরূপে বলি যে তিনি না হইলে আমার চলিবে না। দেখ দেখি ব্রাহ্মবন্ধু আর কোন অর্থে এ কথা ব্যবহার করিতে পার কি না? বিশেষ রূপ আপনাকে পরীক্ষা কর: পরমেশ্বরকে বার বার এই প্রশ্ন কর। "নাথ, পরম প্রভু! তুমি না হইলে কি আমার চলিবে না।" যখন দেখিবে মন প্রাণ ঈশ্বরের চরণে প্রণত হইয়াছে, নেত্রজল বহিতেছে, এবং আত্মা উৎসুক অন্তরে ঈশ্বরের পবিত্র মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছে: "হে ভক্তের প্রাণধন! মানবাত্মার মহামূল্য মণি! তোমাকে না পাইলে যে সকল দিক বহিয়া যায়! আমার জীবন ধারণ করা যে দুষ্কর হয়! আমি প্রাণের দায়ে তোমার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি। অন্যে তোমাকে ছাড়ে ছাড়ুক, আমি ত ছাড়িতে পারিব না; ছাড়িলে যে আমার চলিবে না?" তখন বুঝিবে যে প্রকৃত পথে দণ্ডায়মান হইয়াছ। হে ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে এই ভাবে অন্বেষণ কর।

(Continued from P. 141)

প্রার্থনা স্তবক। (৫)

নির্ভরের জন্য প্রার্থনা।

ভক্ত বৎসল আমি যে শিশুদিগকে দেখিয়া বড় লজ্জিত হই। তাহাদের নিষ্কলঙ্ক মুখের প্রসন্নতাতে যখন আমাদের ঘরের অন্ধকার দূর করে; তাহাদের সরল ক্রীড়াতে যখন আমাদের চিত্তকে হরণ করে; তাহাদের অট্টহাস্যে ও ক্ষুদ্র চরণের শব্দে যখন আমাদের ঘরের নিস্তব্ধতা দূর করে, তখন তাহাদিগের অসংকোচ প্রসন্নতা দেখিয়া আমি লজ্জিত হই। তুমি যদি পিতা হও, এবং আমি যদি তোমার শিশু হই, তোমার বাড়ী যে আমার বাড়ী, তোমার ঘর যে আমার খেলা ঘর। শিশু যেমন পিতার ঘরের রাজা, সে ঘরের সকল দ্রব্যই তার, প্রত্যেক পদার্থে তার অধিকার, সেইরূপ তোমার ধর্ম্ম গৃহে যা কিছু সম্পত্তি আছে, সেখানে যত সাধুকে সাজাইয়া রাখিয়াছ সব যে আমার আমি যে তোমার ঘরের রাজা। প্রভু কি সাহসের কথা বলিতেছি। সাহস কেন এই ত সত্য কথা। তবে কি আমি তোমার সন্তান নাই? তবে কি তুমি আমার জননী নও? তবে কি আমি তোমার পর? যদি পর নই তবে পরভাব আজও গেল না কেন? আমার প্রিয়পিতা! আমার স্নেহময়ী মাতা! আজও তোমার নিকট থাকা এই নীচ, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও স্বার্থপর চিত্তের পক্ষে ভার স্বরূপ, তোমাকে দেখা, তোমাকে প্রাণে আলিঙ্গন করা, তোমার প্রিয় কার্য্যে রত হওয়া এ সকল এখনও আমার পক্ষে "সাধন"। মায়ের ঘরে খেলা করার ন্যায় শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক কার্য্য আর কি? সে কাজকে কি আবার সাধন বলা যায়? কেন তেমনি তোমার ঘর আমার স্বাভাবিক ক্রীড়ার স্থান হবে না। বুঝিয়াছি প্রভু! শিশুর নির্ভরের ন্যায় তোমার এই অবিশ্বাসী সন্তানের নির্ভর নাই। তোমার প্রতি প্রীতি নাই। তোমার প্রীতির উপরেও বিশ্বাস নাই। তাইত তোমার ধ্যান ধারণাতে নিযুক্ত বা তোমার পবিত্র সহবাসে গেলে বোধ হয় যেন কোন অপরিচিত লোকের বাড়ীতে আসিয়াছি। সেখান হইতে পলাইতে পারিলে বাঁচি। তোমাকে আজ আমি এই প্রশ্ন করিতেছি, আমার এই অবিশ্বাস কবে দূর হইবে। কবে আমি তোমাকে আমার আপনার স্থান ভাবিতে পারিব, কবে তোমার প্রীতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আমি প্রসন্ন অন্তরে তোমার সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব।

আত্মোৎসর্গের জন্য প্রার্থনা।

জগদীশ্বর আমি কার? আমার এ হস্ত কার? আমার এই দেহ মন কার? প্রভু সব যে তোমারই। তোমার কার্য্যে ইহারা লাগিবে বলিয়াই আমাকে এসকল দিয়াছ। কই আমি ত তোমার কার্য্যে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই। আমি এই হস্তের দ্বারা পাপের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করিয়াছি, এই চক্ষু দ্বারা নরকের অগ্নি বৃষ্টি করিয়াছি, এই দেহ মনকে কলঙ্কিত করিয়াছি, এই শরীর মনের শক্তি সকলকে কত সময় অসত্য ও অসাধুতার পথে নিয়োগ করিয়াছি, তবে আমি কিরূপে তোমার? না প্রভু আমি অদ্যাপি প্রকৃত পক্ষে তোমার হইতে পারি নাই। আমার মনে বড় ইচ্ছা হয় যে আমি সম্পূর্ণরূপে তোমারই প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য এজগতে জীবিত থাকি, এ দেহের এ মনের সমুদায় শক্তি তোমার কার্য্যে লাগুক। এইরূপে তোমার হস্তে যে আত্ম সমর্পণ করিতে না পারে সে এ জগতে নির্ভয় হইতে পারে না। সে সংসার প্রলোভনের মধ্যে স্থির থাকিতে পারে না। তোমার হস্তে যে আপনাকে অসংকোচে সমর্পণ করে, তুমি নিজের পবিত্রতার দ্বারা তাহাকে অভিষিক্ত কর, সে নবজীবন ও নূতন বল লাভ করিয়া নির্ভয় হয়। আমি কিরূপে এই অবস্থা প্রাপ্ত হইব। প্রীতির যে প্রকার গাঢ়তা হইলে, মানব তোমার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আপনাকে সমর্পণ করিতে পারে আমার ততদূর প্রীতি নাই। আজি তোমাকে এরূপ কথা বলিতে পারি না, যে তুমি আমার হৃদয় মন সমুদায় গ্রহণ কর। কৃপাময় আমাকে কৃপা করিয়া সেই প্রীতি

দিতে হইবে। আমি তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই৷ এই আমার প্রার্থনা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তৃতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

(জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত।)

গত ২১এ জুলাই উপাসনা গৃহের টষ্টডিড রীতিমত রেজেষ্টরী হইয়া গিয়াছে। সাধারণের সুবিধার জন্য ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে, ত্বরায় প্রকাশিত হইবে।

উপাসনা গৃহ—আমরা গতবারে যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, তদনুসারে মন্দিরের লৌহস্তম্ভ সকল যথাসময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা কার্য্য হইতে পারিলে বর্ষার মধ্যে ছাদ প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে যে স্তম্ভ সম্বন্ধে একটী ভ্রম হওয়াতে কার্য্যের অত্যন্ত ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বিশেষ উৎকণ্ঠাকুল হন, প্রত্যেক নিয়মিত অধিবেশনে এবিষয় বিবেচনা স্থলে গ্রহণ করেন এবং এতদ্ভিন্ন প্রায় এক মাসের মধ্যে ৪টী বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া ইঞ্জিনিয়ারের সহিত পরামর্শ করেন। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত ও পরিত্যক্ত হয়। অবশেষে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বাবু নীলমণি মিত্র মহাশয় আরও ২।৩ জন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত পরামর্শ করিয়া যে মত প্রদান করেন, তাহাই ধার্য্য করিয়া কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। আর কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে এখনও মাঘোৎসবের পূর্ব্বে উপাসনা গৃহ প্রস্তুত হইবার আশা করা যায়। এজন্য বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। সিদ্ধিদাতা ঈশ্বর এই কার্য্যের সহায় হউন।

বিল্‌ডিং ফণ্ড কমিটী—এই কমিটী গত ৩ মাসে ১২৯৮॥ সংগ্রহ করিয়া ১০২৭ টাকা উপাসনা গৃহের কার্য্যাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। ২৭১॥০ ফণ্ডে স্থিত আছে। মন্দির নির্ম্মাণার্থ সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৩০,০০০ টাকা স্বাক্ষরিত, ১৭,০০০ টাকা সংগৃহীত এবং ২১,৫০০ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ঋণ প্রায় ৩০০০ টাকা অপরিশোধিত রহিয়াছে। ফণ্ডে নিতান্ত অর্থাভাব, অথচ সত্বর ব্যয়সাধ্য কার্য্য সকল সাধনের প্রয়োজন, অতএব আমরা স্বাক্ষরকারী ও অপর সাধারণ সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট বিনয়সহকারে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপাপূর্ব্বক এই সময় যাঁহার যাহা দেয়, দান করিয়া আমাদিগের অভাব মোচনের সহায়তা করেন। এস্থলে বিশেষ আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, গৃহ নির্ম্মাণের সাহায্যার্থ কুমারী কলেটের যত্নে ইংলণ্ড হইতে ২৩৪৸৴৪ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং মহারাণী স্বর্ণময়ী ৩০০ টাকা দান করিয়াছেন।

পুস্তকালয় সব-কমিটি—ইতিমধ্যে পুস্তকালয় সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা দ্বারা অনুমোদিত করিয়া লইয়াছেন এবং তদনুসারে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। পুস্তকালয় প্রতিদিন ১১ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে, এবং সাধারণে তথায় আসিয়া পুস্তক ও সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিয়া যান। ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী উপাসনালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে, শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রতিনিধিস্থ করিতেছেন। পুস্তকালয়ের নিয়মিত অর্থদাতা সভ্য ১২ জন, তদ্ভিন্ন ৫ জন সম্মানিত সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। এই সব কমিটির গত ত্রৈমাসিক আয় ১৬৶ ব্যয় ১০৴০ বাদে ৬৶০ স্থিত আছে।

পুস্তক প্রচার সব কমিটি—শ্রীযুক্তবাবু কামাখ্যাচরণ ঘোষের প্রদত্ত 'দীপশিখার অভিষেক' পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর মালা এবং আরও কোন কোন পুস্তক প্রস্তুত হইয়া আছে৷ আগামী মাঘোৎসবের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইবে সব কমিটি এইরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেনঃ—

১। ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর
২। প্রার্থনা সেবক।
৩। গৃহধর্ম্ম।
৪। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত, উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী।
৫। উপাসনা পদ্ধতি।
৬। Hymns Prayers (in English)
৭। Pocket Almanac

প্রচার সব কমিটী—আসাম নিবাসী বাবু কনকচন্দ্র শর্ম্মা যিনি প্রচারকরূপে প্রস্তুত হইবার বাসনায় কিছুদিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং কলিকাতা নিবাসী বাবু শশিভূষণ বসু, যিনি অনেক বিষয়ে আপনার ধর্ম্মোৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন, এই দুইজন ব্রাহ্ম প্রচার শিক্ষার্থীরূপে সব কমিটি দ্বারা গৃহীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের শিক্ষাদির ব্যবস্থা শীঘ্র নির্দ্ধারিত হইবে।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম সংখ্যা গণনা সব-কমিটি—এই সব কমিটি (Census) সংখ্যা গণনার একটি ফারম মুদ্রিত করিয়া সমুদায় ব্রাহ্মসমাজে ও পরিচিত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের নিকট পূর্ব্বাহ্ণে প্রেরণ করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর সংখ্যা গণনার দিন নির্দ্ধার্য্য ছিল। অনেক স্থান হইতে যথাসময়ে বা তৎপূর্ব্বেই ফারম পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি ও উৎসাহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত যতগুলি ফারম পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছেঃ—

ব্রাহ্ম ২৫২, ব্রাহ্মিকা ১৭২, মোট ৪২৪ এতদ্ভিন্ন বালক বালিকা আছে।

বার্ষিক রিপোর্ট সব কমিটি—এই সব কমিটি আগামী বার্ষিক রিপোর্টের স্বাক্ষরকারী গ্রাহক সংগ্রহার্থ ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করেন। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে অনেক গুলি সমাজ ও সভ্য উক্ত পুস্তক গ্রহণে অভিলাষী হইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০০ হইয়াছে। এখনও সময় আছে, আশা করা যায় আরও অনেক গ্রাহক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কোন কোন সমাজের কার্য্যের রিপোর্ট ইতিমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী—এই পত্রিকার অধ্যক্ষতার ভার শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের উপর অর্পিত হইয়াছিল, তাঁহারা সে ভার পরিত্যাগ করাতে গত ৩১া আগষ্ট হইতে বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় ইহার কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রচারকার্য্য—পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে পঞ্জাবের মফস্বল স্থান সকলে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভ্রমণ করেন। তিনি অমৃতসরের ভজন সভাগৃহে ও টাউন-হলে উপাসনা ও বক্তৃতাদি করেন এবং শিকদিগের দরবার সাহেবে উপদেশ দেন। বক্তৃতার বিষয় (১) ধর্ম্মানুগত জীবনের আবশ্যকতা (২) ধর্ম্ম কি? (৩) স্বাভাবিক প্রত্যাদেশ। তিনি অমৃতসর হইতে প্রত্যাগত হইয়া মুলতানে যান। তথায় এক সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া প্রতিদিন ধর্ম্মচর্চ্চা, উপাসনা বা বক্তৃতা কিছু না কিছু প্রচার সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। "আমাদিগের স্ত্রীজাতি" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন এবং কেবল স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া এক দিবস উপাসনা ও এক সত্য স্বরূপ ঈশ্বর বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি মধ্যপঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার বিষয় গত ত্রৈমাসিক রিপোর্টে অবগত করেন। এই সমাজে গড়ে ১৯।২০ জন সভ্য উপস্থিত হন এবং তিনি ইহার উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এতদ্ভিন্ন ভ্রাতৃসম্মিলনী সভা ও সমদর্শী সভা নামক সাপ্তাহিক সভাদ্বয়ের সহিত যোগ দিয়া নিয়মিতরূপে ধর্ম্মালোচনাদি করিয়াছেন। তিনি উর্দ্দু ভাষায় বিরাদারী হিন্দী নামক মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহাদিগের শিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে তাঁহার প্রণীত একখানি পুস্তক উক্ত ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন গত আষাঢ় মাসের শেষে মঙ্গল্দৈ হইতে শিবসাগর গমন করেন। তথায় ১ সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া, দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতা এবং ছাত্রদিগের সভায় দুইটী বক্তৃতা করেন। তিনি তথায় একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনান্তর তথায় উপাসনা ও ৪টি উপদেশ দান করেন। এবং ব্রাহ্মবন্ধুদিগের পারিবারিক উপাসনাদি করেন।

শিবসাগর হইতে বিশ্বনাথে আসিয়া ছয়দিন অবস্থিতি করেন। তথায় কোন ব্রাহ্মের বাসায় পারিবারিক উপাসনা এবং বিক্রমপুর চা-বাগিচার কুলীদিগকে লইয়া উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা করেন। তৎপরে তেজপুর ও গৌহাটিতে ৮দিন বাস করিয়া উপাসনা ও আলোচনাদি করেন। ১৩ই ভাদ্র শিলিঙে গমন করিয়া তথায় ১২ দিন অবস্থিতি করেন। ইতিমধ্যে ৪ দিন সমাজ গৃহে উপাসনা ও উপদেশ দান, এক-দিন প্রকাশ্য বক্তৃতা, এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ দান, এবং তাঁহার বাটিতে দৈনিক উপাসনা ও অন্যান্য বন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। ২৫এ ভাদ্র শ্রীহট্টে গমন করিয়া দুইটি প্রকাশ্য বক্তৃতা, দুইদিন সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ দান এবং বন্ধুগণের সহিত উপাসনা ও আলোচনাদি করেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গত আষাঢ় মাসে রঙ্গপুরে গমন করিয়া, মানবজীবন বিষয়ে একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন এবং দুই দিবস তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন। রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রায় এক পক্ষকাল অবস্থিতি করেন। কলিকাতাস্থ উপাসকমণ্ডলীতে দুই দিবস উপাসনা এবং ধর্ম্মালোচনাদি দ্বারা অত্রত্য ব্রাহ্মগণের ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের সহায়তা করেন। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ঢাকাতে অবস্থিতি করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করেন:—রবিবার পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা, মঙ্গলবার বাসায় বাসায় ব্রহ্মসংকীর্ত্তন, ও প্রার্থনা, বৃহস্পতিবার বাবু আনন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা, শুক্রবার ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের ভবনে আলোচনা, রবিবার প্রাতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা। ধর্ম্ম বল ও আর্য্য জাতির ব্রহ্মপূজা এই দুই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। এবং ১০ই ও ১১ই আশ্বিন শারদীয় ব্রহ্মোৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কয়েকমাসের অধিকাংশ কাল কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর আচার্য্যের কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। ছাত্র-দিগের উপাসনা সভার কার্য্য গ্রীষ্মাবসানের পর পুনরারম্ভ করিয়া ইহাকে অধিকতর উজ্জীবিত করিয়াছেন। এই সভায় প্রায় ২০০ শ্রোতা নিয়মিতরূপে উপস্থিত হন। তিনি তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদকীয় কার্য্যও নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইতিমধ্যে মফস্বলের কয়েক স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিয়াছেন। তিনি শ্রাবণের প্রথমে মতিহারীর সাংবৎসরিক উৎসবে আহূত হইয়া, তথাকার উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং তত্রত্য হিন্দুস্থানী অধিবাসীদিগের সহিত শাস্ত্র বিচার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা করেন। সৈয়দপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ৯ই ভাদ্র তথায় গমন করেন এবং ৩।৪ দিন তথায় অবস্থিতি করেন। তথায় উৎসব কার্য্য সম্পাদন ভিন্ন পারিবারিক উপাসনা করেন এবং আত্মার উচ্চতর জীবন বিষয়ে একটী ইংরাজী বক্তৃতা করেন। তদ্ভিন্ন সৈয়দপুর উন্নতি বিধায়িনী সভায় "নূতন শিক্ষার নূতন ভাব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি কোন্নগর, বরাহনগর, ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানেও মধ্যে মধ্যে উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াছেন।

দার্জিলিঙের বাবু ত্রৈলোকনাথ চক্রবর্ত্তী গত কমিটী-অধিবেশনে ব্রাহ্মদিগের পুত্র কন্যার জন্য রেজেষ্টরী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আফিসে রাখিবার জন্য প্রস্তাব করেন, তাহা কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় বিবেচিত হয়। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার মতে জন্ম মৃত্যু এবং বিবাহ এই তিন বিষয়ের রেজেষ্টরী রাখাই প্রার্থনীয়। এ বিষয় এখনও বিবেচনাস্থলে রহিয়াছে।

এজেণ্ট—তেজপুর হইতে শ্রীযুক্ত রামদুর্লভ মজুমদার মহাশয় স্থানান্তরিত হওয়াতে, শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তেজপুরের এজেণ্ট হইয়াছেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে বালীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী মহাশয় আফিসের হিসাবাদির

সুশৃঙ্খলা বিধানের সাহায্যার্থ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অনেক যত্ন ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন।

১৮৮০। ৩রা অক্টোবর। শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত। সহকারী সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১২ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সিন্দুরিয়াপটীস্থ মল্লিক পরিবারের পারিবারিক সমাজের সপ্তদশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও রাত্রিতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন। উপাসনান্তে বহু সংখ্যক লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মল্লিক মহাশয়গণ সকলকেই সাদর অভ্যর্থনার সহিত আহার করাইয়াছিলেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে রাণাঘাটের অন্তর্গত হবিবগঞ্জবাসী বাবু রাধারমণ সিংহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ ৫৲ পাঁচ টাকা এবং শিবসাগরের অন্তর্গত হাতিপতিবাসী বাবু উদয়রাম দাস সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে ২৲ দুই টাকা দান করিয়াছেন।

মাঘোৎসব আমাদিগের প্রধান উৎসব। এই সময় দূর দূরান্তর হইতে ব্রাহ্মগণ কলিকাতায় সম্মিলিত হইয়া পরব্রহ্মের পূজা করিয়া কৃতার্থ হন। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ের কাজ করেন, অবসর না পাওয়াতে তাঁহারা এই মহোৎসবে যোগ দিতে অসমর্থ হন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য এক খানি আবেদন পত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ আবেদন পত্রে মাঘোৎসবের সময় সাত দিনের ছুটীর জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। কলিকাতা ও মফস্বলের ব্রাহ্মগণের স্বাক্ষরের জন্য উক্ত আবেদন পত্র শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। মাঘোৎসবের আর অধিক বিলম্ব নাই। ব্রাহ্মগণ উদ্যোগী হইয়া যাহাতে শীঘ্র স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র পাঠাইতে পারেন তাহার যত্ন করিবেন।

১৮৮১ সনের ব্রাহ্ম পকেট এলমেনাক মুদ্রণার্থ প্রেসে দেওয়া হইয়াছে। এবৎসর তাহাতে অনেক নূতন কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে পূর্ব্ব প্রচারিত এলমেনাক হইতে এবারকার এলমেনাক অনেক উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

১৮৮১ সালের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রিপোর্ট শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে। যে সকল ব্রাহ্মসমাজ এপর্য্যন্ত আপনাদিগের রিপোর্ট পাঠান নাই, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাদের রিপোর্ট শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। রিপোর্ট অসময়ে উপস্থিত হইলে অনেক অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটি নিয়ম এই যে, যে সমুদয় ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অধ্যক্ষ সভায় আপন আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারেন। এপর্য্যন্ত অল্প কয়েকটি সমাজই প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন। আমরা আশা করি অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজও এবার সময়মত প্রতিনিধি নিয়োগ করিবেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভা বৎসরে চারিবার হয়। এই সভায় মফস্বলের অনেক সভ্য আছেন। দূরত্ব নিবন্ধন সভার কার্য্যাদি সম্বন্ধে তাঁহারা কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারেন না। কি উপায় অবলম্বন করিলে বিদেশস্থ সভ্যেরাও পত্র দ্বারা মতামত প্রদান করিতে পারেন, এপর্য্যন্ত তাহার কিছুই স্থির করিতে পারা যায় নাই। এসম্বন্ধে বিদেশস্থ সভ্যদিগের কি মত জানাইলে আমরা সুখী হইব।

বালক বালিকাদিগের ব্যবহারার্থ নূতন সঙ্গীত।

রাগিনী ললিত—তাল পঞ্চ সোয়ারি।

আয় আয় ভাই সবে মিলে যাই
পিতার চরণতলে আমরাও লুটাই।
বালক বালিকা বলে, থাকিবনা তাঁরে ভুলে
আমাদের ক্ষীণস্বরে ডাকিব তাঁহায়।
প্রাতঃ সূর্য্য প্রকাশিল, আনন্দে জগৎ মাতিল
বিহঙ্গকুল উড়িল গাইতে বিভুর জয়।
আমরাও পিতা বলে, ডাকি আজি কুতূহলে
সুমতি দিন সকলে কৃপাকরে কৃপাময়।

শ, প, ব।

একটি বালকের জন্মদিন উপলক্ষে রচিত।

সুর—সংজে মিলিত হই পাপীর সনে

আজ মনের সাধে প্রাণ ভরে ডাকব দয়াময়। (তোমায়)
যেন জনম দিনের ফল জীবনেতে রয়। (আমার)
যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কাণে শুনি
মন্দ বালক যথা যাবনা তথায়। (আমি)
পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন
তাঁদের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়। (আমার)
তুমি ভাল বাস বলে, ভাল বাসেন সকলে
আমি যেন শিখি ভাল বাসিতে তোমায়। (প্রভু)

শ, প, ব।

রাগিনী ভৈরব—তাল ঠুংরি।

জয় ভব কারণের সুর।

ভাই ভগিনী মিলে, যাব সারি সারি চলে
তব সিংহাসন তলে হে। (আজি)
যাব সবে হাত ধরে, গাইয়া আনন্দ ভরে
দয়াময় তব গুণগান হে।
জানিনা হে কেমনে, পূজিব ও চরণে
কৃপা করে সুমতি দাও হে।
পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন
আমাদের মঙ্গল তরে হে।

তাঁদের প্রাণে যেন, ব্যথা না দি কখন
কুপথ আশ্রয় করে হে।
যতদিন বেঁচে রব, সাধু কাছে মিশিব
তোমার চরণ তলে হে।
শ, প, ব।

প্রেরিত।

আপনার প্রেরিত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা পত্র (census form) পূরণ করিয়া ইতিপূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়াছি। এক্ষণে শুনিতে পাই, ঐ সংখ্যা পত্রে কেশব বাবুর সমাজস্থ সভ্যগণের নামও গ্রহণ করা হইবে। তদ্বিষয়ে আমাদিগের নিম্নলিখিত কয়েকটী আপত্তি আছে। ভরসা করি এই পত্র খানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ অধিবেশনে উপস্থিত করিয়া আপত্তি তর্কের মীমাংসা করাইয়া বাধিত করিবেন। ইহাও আমাদিগের বক্তব্য, যে এই আপত্তি গুলির মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত সংখ্যা পত্র যেন সাধারণে প্রকাশিত না হয়।

১। কেশব বাবু ও তাঁহার সমাজস্থ লোক কর্তৃক মনুষ্য এবং ঈশ্বরের মধ্যে মহাপুরুষদিগের আনয়ন দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মূল সত্যের রূপান্তরিত করা হইয়াছে কি না?

২। কেশব বাবু ও তাঁহার সমাজস্থ লোক কর্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মে এবং বাইবেলোক্ত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের, চৈতন্যের শিষ্যগণ কর্তৃক প্রচারিত ও আসামস্থ মহাপুরুষীয়দিগের মতে কি প্রভেদ রহিল?

৩। কোচবিহারের বিবাহ দ্বারা পৌত্তলিকতার এবং অল্প বিবাহের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে কি না?

৪। কেশব বাবুর সমাজ কর্তৃক প্রচারিত "ব্রাহ্মের নূতন মত, নববিধান, আদেশ" ইত্যাদি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী অভিনব মত থাকা সত্ত্বেও যদি কেশব বাবু ও তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রায় সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কেবল আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগকেও কেন আনুষ্ঠানিকরূপে গণ্য করা হইবে না?

৫। যদি কেশব বাবু ও তাঁহার দলস্থ লোকদিগকে ব্রাহ্ম ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়, তবে পৃথক সমাজ করার মুখ্য উদ্দেশ্য কি?

৬। যদি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা পত্র গ্রহণ দ্বারা কেবল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত বল নির্ণয় করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে, কেশব বাবুর দলস্থ লোকদিগকে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিলে সেই উদ্দেশ্য বিফল হইল কি না?

পরিশেষে নিবেদন এইপত্রের এক খণ্ড অনুলিপি অনুগ্রহ করিয়া তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করাইবেন। বোধ করি তাহা হইলে এতদ্বিষয়ে অন্যান্য ব্রাহ্মদিগের মতও পাইতে পারিবেন।

শ্রীঃ—

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

প্রশ্ন।

এখানকার ব্রাহ্মদিগের দ্বারা "কর্ত্তব্যসাধিনী সভা" নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে; সেই সভার সভ্যগণের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবের ভালরূপ মীমাংসা না হওয়াতে, সাধারণ ব্রাহ্মগণের আলোচনার জন্য আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। ভরসা করি সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী স্বস্ব মত প্রকাশ করিয়া সভাকে বাধিত করিবেন।

১। "পৌত্তলিকতার সহিত ব্রাহ্মের সংস্রব" এই শব্দের অর্থ কি?

২। বৃদ্ধা জননী ঘোর পৌত্তলিক; ব্রাহ্মপুত্র তাঁহার প্রতিমা পূজার জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পূজার সাহায্য করিলেন। এটি সংস্রব হইল কি না? যদি হয়, তবে ব্রাহ্মপুত্রের এরূপ সংস্রব রাখা উচিত কি না?

৩। প্রভু পৌত্তলিক। ব্রাহ্মভৃত্য প্রভুর পূজার জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। পূজার সাহায্য করিলেন। এটী সংস্রব হইল কি না? যদি হয়, তবে ব্রাহ্ম ভৃত্যের এরূপ সংস্রব রাখা উচিত কি না?

মেদিনীপুর
কর্ত্তব্য সাধিনী সভা
১৮ই কার্ত্তিক ব্রাং সংং৫১

শ্রীদুর্গানারায়ণ বসু
সম্পাদক।

জুলাই আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য আদায়।

প্রচার-ফণ্ড।

মাসিক।	...	
বাবু লক্ষ্মীকান্ত দাস	...	৬৲
,, কালীশঙ্কর সুকুল	...	১৲
,, শিবচন্দ্র দাস	...	৬৲
কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ	...	১২৲
বাবু আনন্দমোহন বসু	...	৬৯৲
,, ভুবনমোহন দাস	...	২০৲
,, আনন্দচন্দ্র রায়	...	২৲
,, প্রসন্নকুমার রায়	...	১৪৲
,, দুর্গামোহন দাস	...	৩০৲
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র	...	॥০
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	॥০
,, মহেন্দ্রনাথ দেব	...	॥০
,, গুরুচরণ মহালানবিশ	...	২৲
,, দ্বারকানাথ বসু	...	৩৲
		১৮০॥০
বার্ষিক	...	
জলপাইগুড়ি সমাজ	...	৬৸০
কাকিনিয়া সমাজ	...	৯৲
,, কেদারনাথ গুহ	...	৩৲
		১৮৮

এক কালীন ...
,, কাঞ্চনচন্দ্র মল্লিক ... ৫৲
পাথেয় ...
মজিলপুর ব্রাহ্মসমাজ ... ১৫৲
দফে .. ॥৫

২০॥৫

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মাসিক।

,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ৩৲
,, হরকুমার রায়চৌধুরী ... ৷৹
,, শিবচন্দ্র দেব ... ১৲
,, পণ্ডিত বসন্ত রাম ... ৩৬৲
,, গিরিশচন্দ্র রায় ... ২৲
,, রাখালচন্দ্র সেন ... ৩৲
,, আনন্দমোহন বসু ... ৬৲
,, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ৷৹
,, ভুবনমোহন দাস .. ৬৲
,, মোহিনীমোহন বসু ... ৬৲
,, শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় ... ১॥
,, শ্রীমতি অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় ... ১॥
,, ডাক্তার শ্যামাকুমার রায় ৩৲
,, কেদারনাথ রায় ... ৯৲
,, অমৃতলাল মজুমদার ১২৲
,, দুর্গামোহন দাস ৪৲
,, যদুনাথ রায় ৭৲
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ... ৪৲
,, গুরুচরণ মহলানবিশ ... ১
,, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ... ॥৹
,, ভগবানচন্দ্র বসু ... ১৫৲

১২৭৷

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ বার্ষিক।

বাবু লক্ষ্মীকান্ত দাস ... ৬৲
লালা বাণীপ্রসাদ ... ৬৲
বাবু হরিচরণ সেন ... ॥৹
,, হেমচন্দ্র মজুমদার ... ৩৲
,, রামদুর্লভ মজুমদার ... ২৲
শ্রীমতী মনোরঞ্জিনী নিয়োগী ... ১৲
বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ... ১৲
,, সীতানাথ দত্ত ... ২৲
,, অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৲
শ্রীমতী সুশীলা মজুমদার ... ১৲
বাবু দুর্গাপ্রসন্ন সেন ... ১৲
,, পঞ্চানন ঘোষ ... ১৲
,, সূর্য্যকুমার রায় ... ১৲
বাবু অধরলাল সেন ... ৩৲
,, দয়ালচন্দ্র ঘোষ ... ১৲
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু ... ২৫৲
বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ৮৲
,, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১২৲
,, গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত ... ৩৲
,, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ১৲
শ্রীমতী অম্বিকা দেব ... ৬৲
বাবু মহেশ্বর চক্রবর্ত্তী ... ॥৹
,, উমেশচন্দ্র গুপ্ত ... ২৲
,, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ১॥৹
,, চন্দ্রেশ্বর গুপ্ত ... ১৲
,, বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী ... ।৹
বাবু রাধাকান্ত ঘোষ ... ১৲
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৲
নাথুভাই দজিভাই ... ।৹
মতিলাল লালভাই ... ২৲
বাবু অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ।৹
,, প্যারীমোহন গুপ্ত ... ।৹
,, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ... ৯৲
,, বিপিনচন্দ্র পাল ... ১॥৹
,, রামপ্রসাদ সেন ... ৩৲
,, নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১২৲
,, মধুসূদন রাও ... ২৲
,, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় ... ।৹
শ্রীমতী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায় ... ॥৹
,, ভবানিচরণ ভট্টাচার্য্য ... ॥৹
,, বাণিকান্ত রায়চৌধুরী ... ॥৹
,, শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ॥৹
,, নমঃ শিবায় ... ॥৹
,, কেদারনাথ মিত্র .. ॥৹
,, মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ... ১৲
,, যোগীন্দ্রনাথ মিত্র ... ১৲
,, কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ... ১৲
,, অমৃতলাল মল্লিক ... ॥৹
,, মথুরানাথ মল্লিক ... ॥৹
,, ধরণীধর মল্লিক ... ॥৹
,, হরনাথ দাস ... ৩৲
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক ... ৩৲
,, উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ... ১
,, অভয়চরণ নাগ ... ১৲
,, রাধাবিনোদ দাস ... ॥৹
,, গিরিজানন্দ সেন ... ১৲
,, অন্নদাচরণ সেন ... ॥৹
,, বুচেয়া প্যাণ্টালু ... ১॥৹
,, পরেশনাথ সেন ... ॥৹

বাবু হরকিশোর সেন	...	॥০
,, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত	...	১৫৲
,, বিপিনবিহারী বসু	...	৪৲
,, নন্দলাল সেন	...	১৲
,, নবকুমার সমাদ্দার	...	॥০
,, রজনীকান্ত নিয়োগী	...	১॥০
,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	॥০
,, গগনচন্দ্র ঘোষ	...	৩৲
,, দুর্গাপ্রসাদ	...	৩৲
,, প্রসন্নকুমার চৌধুরী	...	॥০
,, জগৎহরি সেন	...	১৲
,, উপেন্দ্রচন্দ্র বসু	...	৬৲
,, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	...	॥০
,, সত্যপ্রিয় দেব	...	১৲
,, গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার	...	২॥
,, মহিপত রামরূপ রাম নীলকণ্ঠ	...	১৲
,, মহেন্দ্রনাথ দে	...	॥০
,, অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী	...	॥০
,, আশুতোষ বসু	...	১৲
,, নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১৲
,, গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১৲
,, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী	...	১৲
,, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১৲
,, গুণাভিরাম বড়ুয়া	...	॥০
,, কালীকুমার মিত্র	...	১৲
,, প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী	...	১৲
,, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১৲
,, শ্রীনাথচন্দ্র	ময়মনসিংহ	২৲
,, ব্রজলাল অধিকারী	...	৩৲
,, প্যারীমোহন রাহা	...	১৲
,, শ্রীনাথ গুহ	...	॥০
,, গগনচন্দ্র সেন	...	॥০
,, ভুবনমোহন সেন	...	৩৲
,, রাজকুমার মল্লিক	...	১৲
,, আশুতোষ বসু	...	৬৲
,, ঈশানচন্দ্র বসু	...	১॥০
,, কড়নচন্দ্র মল্লিক	...	২৲
		২২২॥

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

দং অক্টোবর ১৮৮০।

বাবু শশীভূষণ পালচৌধুরী জমিদার	লৌহজঙ্গ	৪৸৵
শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী সেন	গাউপাড়া	৬৲
,, অন্নদাময়ী সেন	স্বর্ণগ্রাম	৬৲
বাবু দুর্গামোহন দাস	ভবানীপুর	২।০
,, মহিমচন্দ্র বসাক	নাটোর	৩৲
,, গিরিশচন্দ্র ঘোষাল	কলমগাম	৩৲
,, আনন্দমোহন বসু	দমদম	২।০
,, মহেন্দ্রলাল ঘোষ	গয়া	৪॥০
,, ভগবতীচরণ মল্লিক	রাণাঘাট	৩৲
,, চন্দ্রমোহন বিশ্বাস	ময়মনসিংহ	৬৲
,, শ্রীনাথচন্দ্র	ঐ	৬৲
,, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা	২।০
,, উদয়রাম দাস	হাতিপতি, আসাম	২৲
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক		১৲
,, বাগআচরা ব্রাহ্মসমাজ		॥০
,, কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়	বেঙ্গুন	৪।০
,, হরিচরণ চক্রবর্ত্তী	ঢাকা	৬৲
,, নীলমণি ধর	মেদিনীপুর	৩৲

তত্ত্বকৌমুদীর সাহায্যার্থ এক কালীন দান।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী	পুটিয়া	১০৲

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, November 1880.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ১৪ শ সংখ্যা।

১লা পৌষ বুধবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৸০
মফস্বল ঐ ৩,
প্রতি খণ্ডের নগদ ৵০

মহাপুরুষদিগের বিষয় আমরা গতবারে কিছু বলিয়াছি। ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার ভক্তি জন্মে জগতের সমুদায় ঈশ্বর-প্রেমিক মহাত্মার প্রতি তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ় আস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। যে ধার্ম্মিককে ভাল বাসে না সে ধর্ম্মকে ভাল বাসে না। সুতরাং যদি কেহ বলেন আমরা পৃথিবীর ঈশ্বরপ্রেমিক মহাজনদিগকে সমুচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করি না, তাহাব বুঝিবাব নিতান্ত ভ্রম। আমরা যে অবস্থাকে শোচনীয় মনে করি তাহা এই, ধর্ম্মজগতে সময়ে সময়ে গুরুভক্তির এতদূর আতিশয্য দেখা যায় যে লোকে নিজের হিতাহিত বুদ্ধি একেবারে জলাঞ্জলি দেয়। গুরুর কার্য্য বা কথার ভাল মন্দ বিচারের শক্তি থাকে না; তাঁহার উপদেশ সত্য কি না এ চিন্তা করিবারও শক্তি থাকে না। ইহা অপেক্ষা মানবাত্মার দুর্গতি আর কি আছে? জগদীশ্বর তাঁহার নিজের কার্য্যকলাপ পর্য্যন্ত স্বাধীন ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার জন্য মানবকে চিন্তার স্বাধীনতা দিয়াছেন, সেই স্বাধীনতাতে যে বঞ্চিত করে সে ত বন্ধুর কার্য্য করে না, সে অজ্ঞাতসারে পরম শত্রুর কার্য্য করে। ব্রাহ্মের প্রতি আমাদের এই মাত্র পরামর্শ, হে ব্রাহ্ম! প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত আন্তরিক ভক্তির সহিত সাধুজনের বচন সকল পাঠ কর; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক পাঠ কর; কিন্তু আপনার বিবেক ও চিন্তাকে স্বাধীন রাখ; কাহারও চরণে বিক্রয় করিও না।

জগতের মহাজনদিগের সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে, অনেকে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। এইটী প্রাচীন কালের কুসংস্কার। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি না বলিয়া মানবের প্রতিনিধি বলিলে অধিক যুক্তিসঙ্গত হয়। বহুসংখ্যক মনুষ্য অপরিস্ফুট ভাবে যে প্রার্থনা করিতে থাকে, তাঁহারা সেই প্রার্থনাকে পরিস্ফুট করিয়া প্রকাশ করেন। অসংখ্য লোক যখন অর্দ্ধ নিদ্রিত তখন তাঁহারা তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সংসার অরণ্যে জাগ্রত হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহারা যেন মনুষ্য সমাজকে বলেন, "তোমরা যদি সকলেই ঘুমাইলে তবে আমরা জাগিয়া থাকি। এ দুর্দ্দশা ঈশ্বরের নিকট দিনরাত্রি প্রার্থনা না করিলে যাবে না, তোমরা যদি সেরূপ ব্যগ্রতার সহিত প্রার্থনা না কর আমরা তোমাদের হইয়া করিতেছি।" এই ভাবে তাহাঁদিগকে মানবের প্রতিনিধি বলা যায়।

জগতের প্রকৃত ধার্ম্মিক জনের জীবনে, আমরা দুইটী উপদেশ লাভ করি। প্রথম, তাঁহাদের ধর্ম্মতৃষ্ণা বড় প্রবল দেখা যায়। এইক্ষ আমরা কত লোক ব্রাহ্ম নাম লইয়াছি। সাধন বিষয়ে আমাদের ব্যগ্রতা কত, যদি একবার অনুসন্ধান করা যায় অতি শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাধন বিষয়ে আমাদের অনেক লোকের এত শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য যে তাহা স্মরণ করিলে লজ্জিত হইতে হয়। দিনান্তে একবার কিছু কাল ঈশ্বরের শ্রবণ মননে যাপন করা তাহাও অনেক ব্রাহ্ম করেন না; সাধু মহাজনদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ ও তদ্বিষয় চিন্তা ইহা অধিকাংশের নাই; ধর্ম্ম বিষয়ের কোন আলাপ বা চর্চ্চাও বড় অধিক লোককে করিতে দেখা যায় না। আমাদের ত ধর্ম্মের জন্য ব্যগ্রতা এই; কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমিক মহাজনদিগের জীবন এক বার স্মরণ কর। তাঁহাদের ব্যাকুলতা সময়ে সময়ে এত দূর প্রবল হইয়া উঠিত যে তাঁহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া হয় গিরিগুহা বাসী, না হয় অরণ্য বাসী, না হয় সংসারত্যাগী হইয়া যাইতেন। যে বস্তু আমাদিগকে আলস্য হইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারিতেছে না, তাহার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা, এত ব্যগ্রতা, এত অস্থিরতা!! ইহা দেখিলে কি আমাদের সংসারাসক্ত ও স্বার্থপর চিত্ত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয় না? তাঁহাদিগের জীবনে আর একটী উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা ধর্ম্মকে এমন সার বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন যে সে জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা এবং অসহ্য যাতনা সহ্য করাকেও ক্লেশ বলিয়া গণ্য করিতেন না। এই জন্যই তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হয়। আমরা ক্ষীণবিশ্বাসী লোক, আমরা ধর্ম্মকে এত সার ভাবি না যে সে জন্য আর সমুদায়কে নিকৃষ্ট ভাবিতে পারি, সেই কারণেই আমাদিগের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হয় না। ইহা অতি সত্য কথা। হে ব্রাহ্ম! এই কথাটীর গুরুত্ব হৃদয়ে অনুভব করিবার চেষ্টা কর। তুমি যতক্ষণ ধর্ম্মকে সারাৎসার না ভাবিতেছ ততক্ষণ তোমার দ্বারা ঈশ্বরের ধর্ম্মপ্রচার হইবে না।

এক বার এক জন ইংরাজ যুবক কোন কার্য্যোপলক্ষে শিবিকারোহণে ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল, যুবকের নিকট তাঁহার ভগিনীর মস্তকের কতকগুলি কেশ স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ ছিল। তিনি যত্নপূর্ব্বক একটী কাচ

নিদ্রিত পাত্রে ঐ কেশ রক্ষা করিতেন। সে দিন যাত্রা কালে ঐ পাত্রটী তাঁহার নিকট ছিল। দস্যুগণ যখন শিবিকা বেষ্টন করিল, যুবক সর্ব্বাগ্রে সেই কেশ গুলির রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহার মুদ্রা ও বস্ত্রাদির জন্য তত ব্যস্ত হইলেন না। দস্যুরা সেই বস্তুটী রক্ষা বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া মনে করিল, সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ হইবে; সুতরাং মুদ্রা ও বস্ত্রাদির দিকে দৃষ্টি না করিয়া বলপূর্ব্বক সেইটী তাঁহার হস্ত হইতে লইবার জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিল। এই বিবাদে উক্ত যুবকের একটী অঙ্গুলি ছিন্ন হইল তথাপি তিনি সেই সামান্য বস্তুটীকে ছাড়িলেন না। ইহাতে আমরা কি উপদেশ পাইতেছি? তিনি যদি সে বস্তুটীকে মূল্যবান জ্ঞান না করিতেন, দস্যুরা কখনই মূল্যবান জ্ঞান করিত না। ব্রাহ্মেরা যে, দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা কি এই ধর্ম্মকে বাস্তবিক মূল্যবান জ্ঞান করিয়াছেন? কত জন ব্রাহ্ম অনুভব করেন, যে তিনি পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসক হইয়া পরম লাভবান হইয়াছেন? কতজন ব্রাহ্মের পরিষ্কার বোধ আছে যে এই ধর্ম্ম না হইলে তাঁহার চলিবে না এবং জগতেরও সদ্গতি হইবে না? যাঁহারা পরিষ্কাররূপে ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিলে সে ধর্ম্ম প্রচার হইবে না। লোকে যদি দেখে আমরা যাহা প্রচার করি তাহার প্রতি আমাদেরই আদর নাই; ব্রাহ্ম অপরকে বলেন এক মাত্র ঈশ্বর উপাস্য অথচ নিজে জীবনে দেখান, উপাসনা করিলেও হয় না করিলেও হয়, তবে আর তাঁহার প্রচারে ফল কি? অতএব হে ব্রাহ্ম! তোমার প্রতি অনুরোধ তুমি যদি স্পষ্ট প্রতীতি করিয়া না থাক, যে পরব্রহ্মের আশ্রিত হওয়া ভিন্ন তোমার সদ্গতি নাই, তাহা হইলে তুমি কাহাকেও ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বলিও না। উপাসনাবিহীন, নিষ্ঠাবিহীন ব্রাহ্ম! তুমি ধর্ম্মপ্রচার করিয়া দেশের অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিও না। লোককে ডাকিলে কি হইবে তাহারা যদি আসিয়া দেখে যে বস্তু দিবার জন্য ডাকিয়াছ, তাহাকে নিজেরাই অকিঞ্চিৎকর মনে কর, তাহা হইলে তোমার প্রচার কে শুনিবে? হে জগদীশ্বর! ব্রাহ্মধর্ম্ম কেন প্রচার হইতেছে না তাহার মূল কারণ এত দিনে দেখিতে পাইতেছি। ব্রাহ্মেরা মুখে বলে, তুমিই তাহাদের উপাস্য কিন্তু প্রাণের সে বিশ্বাস নয়; তুমি অদ্যাপি আমাদিগের নিকট নিতান্ত প্রার্থনীয় বস্তু হও নাই। তুমি ভিন্ন আমাদের সদ্গতি হইবে না এ বিশ্বাস এখনও আমাদের প্রাণগত বিশ্বাস হয় নাই। এই ঘোর সঙ্কট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর!

আমরা বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের একটী শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি। নানা স্থান হইতে সংবাদ পাইতেছি যে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রীতির নিতান্ত অভাব হইয়াছে। একে ত এক এক স্থানে দুই চারি জন করিয়া লোক পড়িয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যেও আবার পরস্পর বিবাদ। এক পক্ষ অপর পক্ষকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেছেন, এক পক্ষ অপর পক্ষের দোষানুসন্ধান করিতেছেন। সামান্য মতভেদ, যে জন্য বন্ধুত্ব বা প্রীতির বিচ্ছেদ কোন প্রকারেই হওয়া উচিত নয়, তাহা লইয়া ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইয়া বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। এ সকল নিতান্ত অশুভ চিহ্ন। যে সময়ে আমরা সকলে কায়মন প্রাণে ধর্ম্মসাধনে ও ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইব, যে সময়ে আমরা পরস্পরের আধ্যাত্মিক অভাব মোচন বিষয়ে সাহায্য করিব, যে সময়ে ধর্ম্মের গুরুতর প্রশ্ন সকলের মীমাংসার জন্য ব্যস্ত থাকিব, যে সময়ে দেশের লোককে দৃষ্টান্ত ও সদ্ভাব দ্বারা আকৃষ্ট করিব, সেই সময়ে আমরা পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টাতে রত হইতেছি। ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় কি? দেখিয়া বোধ হইতেছে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির বিষয়ে আমরা এত দিন যে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলাম তাহা স্বপ্ন মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের এখনও কিছুই হয় নাই। না লোক বল না ধর্ম্ম বল কোন বলই বৃদ্ধি হয় নাই। শুনিতে মফস্বলে এতগুলি সমাজ আছে। কিন্তু ফলে কি? কোন সমাজে পাঁচটী লোক, হয়ত তাঁহাদের অধিকাংশের নিজ বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিবার সাহস নাই; তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে কোন সাহায্য হইতেছে না। আবার ইহার উপরে সেই পাঁচ জনের মধ্যে দলাদলি চলিতেছে। এইরূপে কি ধর্ম্মপ্রচার হইবে? ধর্ম্মপ্রচারের নূতন কোন প্রথা অবলম্বন আবশ্যক হইয়াছে। গৃহস্থের গৃহে বিপদ উপস্থিত হইলে যেমন স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি হইয়া থাকে, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিশ্বাসী যদি কেহ থাকেন, ঈশ্বরপ্রেমিক যদি কেহ থাকেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারাকাঙ্ক্ষী যদি কেহ থাকেন, তাঁহারা সংকল্প পূর্ব্বক প্রার্থনা আরম্ভ করুন। দিবারাত্র ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে থাকুন। তিনি নূতন বল, নূতন আলোক, ও নূতন ধর্ম্মভাব বিধান করিবেন, তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ নাই।

আমাদের যে উৎসব সম্মুখে উপস্থিত তাহাতে আমরা কিভাবে প্রবৃত্ত হইব। জননীরা শিশুদিগকে সুন্দর বসন পরাইয়া খেলিবার জন্য ছাড়িয়া দেন। খেলিতে খেলিতে তাহাদের কটিদেশের বসন গ্রন্থি যখন শিথিল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা আবার ছুটিয়া মাতার নিকট যায়। বলে, মা! কাপড় কষিয়া বাঁধিয়া দেও। তেমনি আমাদের পরম মাতা কৃপা করিয়া যে ধর্ম্মবসনে আমাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া দেন, প্রলোভন ও বিঘ্নপূর্ণ সংসারে খেলিতে খেলিতে সময়ে সময়ে তাহা শিথিল হইয়া পড়ে। সুতরাং সেই বসন কষিয়া পরিবার জন্য আবার এক একবার তাঁহার নিকট যাইতে হয়। উৎসবগুলি যেন সেই প্রকার। হে ব্রাহ্ম! তোমায় যে অনেকবার বসন কষিয়া পরা আবশ্যক।

জগদীশ্বর মানব প্রকৃতিকে সৃষ্টি করিবার সময় যেন সেই প্রকৃতির মধ্যে পরস্পর বিরোধী গুণ সকল সন্নিবিষ্ট করিয়া-

ছেন। তাহার একটীকে ছাড়িয়া অপরটীর অনুসরণ করি ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নয়; অথচ একটীর জন্য অপরটীকে সঙ্কুচিত করি ইহাও তাঁহার অভিপ্রায় নয়। এই পরস্পর বিরোধী গুণ কি কি? (১ম) শ্রদ্ধা ও বিচার শক্তি, (২য়) ঐক্য ও স্বাধীনতা, (৩য়) বিশ্বাস ও চিন্তা শক্তি। মনুষ্যের সদ্‌গুণ দেখিলে ভক্তি করা স্বাভাবিক অথচ বিচারে দোষ গুণ দর্শন করাও স্বাভাবিক। এ বিষয়ে দুই শ্রেণীর লোককে দুই বিপরীতদিকে যাইতে দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যাহাকে ভক্তি করি তাহার যদি কোন দোষ দেখিলাম তবে আর ভক্তি কি? যাহাকে ভক্তি করিব তাহার আর দোষ দেখিব না। আবার এক শ্রেণীর লোকের মনের ভাব এরূপ দেখা যায়, তাঁহারা একবার যাহার দোষ দর্শন করেন তাহার যেন সমুদায় দমনীয়; তাহাকে আর শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। ইহার কোন পক্ষই অবলম্বনীয় নয়। যে অন্তরে ভক্তি এবং স্বাধীন বিচার দুই সমান ভাবে প্রবল থাকে না সে অন্তরের অবস্থা প্রকৃত অবস্থা নহে। সেইরূপ কতকগুলি লোকের মনের ধারণা আছে, যে ঐক্যই পরম প্রার্থনীয় অবস্থা! সে জন্য স্বাধীনতাকে ও বিসর্জ্জন দিতে হইবে, কেহ কেহ বা বলেন, নিজের যথেচ্ছ ব্যবহার করিব ঐক্য থাকে থাকুক যায় যাক। ঈশ্বর আমাদিগকে যে প্রীতি দিয়াছেন, আমরা তদ্দ্বারা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হই অথচ নিজের বিশ্বাস প্রবৃত্তি ইচ্ছা প্রভৃতি দ্বারাও চালিত হইয়া থাকি। সমাজ মধ্যে ইহার উভয়ই রক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। তৃতীয়তঃ বিশ্বাস ও চিন্তা শক্তি। অনেক ভ্রান্ত লোকে মনে করে চিন্তা শক্তির প্রখরতা থাকিলে ধর্ম্ম বিশ্বাস দৃঢ় হইতে পারে না; সুতরাং অন্ধ থাকা বিশ্বাসের অনুকূল; বহুল পরিমাণে জ্ঞান চর্চ্চা করা প্রার্থনীয় নয়। তাহারা জ্ঞানকে হীন রাখিয়া বিশ্বাসকে প্রবল রাখিতে চান, আবার আর এক সম্প্রদায় বিশ্বাসকে হীন রাখিয়া জ্ঞানকে প্রবল করিতে চান। অথচ জগদীশ্বর আমাদিগকে উভয় গুণ দিয়াছেন। চিন্তা ও জ্ঞানকে খর্ব্ব না করিলে বিশ্বাসের গাঢ়তা হয় না যাঁহারা বলেন তাঁহারা ঈশ্বরের নিন্দা করিয়া থাকেন। যে ধর্ম্ম এইরূপ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা যে মানবের গ্রহণের উপযুক্ত নয় তাহার আর অন্য প্রমাণ আবশ্যক করে না। ব্রাহ্ম বন্ধু! তুমি তোমার জীবনে এই বিসদৃশ গুণ সকল একত্র করিয়া দেখাইবে, ঈশ্বর তোমাকে সেই জন্য আহ্বান করিতেছেন। তুমি সাধুদিগকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিবে অথচ তাঁহাদের ভ্রম গ্রহণ করিবে না, তুমি প্রীতির সহিত ঈশ্বরের ধর্ম্ম পরিবারের সহিত এক হইয়া থাকিবে অথচ নিজের স্বাধীনতা হারাইবে না; তুমি জ্ঞানের গভীর তত্ত্ব সকলের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবে, সকল প্রকার দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবে; নিজের চিন্তা শক্তিকে অবাধে সর্ব্বত্র গমন করিতে দিবে অথচ অন্তরের প্রগাঢ় নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে উজ্জ্বল রাখিবে। তুমি যেমন চিন্তাশীল তেমনি উপাসনাশীল হইল। এই তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব। এ গৌরব বিস্মৃত হইও না।

উকীল চিকিৎসক প্রভৃতি বিষয়ী লোকেরা অনেক সময় নিজের আয়ের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেন যে দরিদ্রের অবস্থাতে দেখিলে লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে, এবং পসারের ব্যাঘাত হয়। পসারের অনুরোধে ঋণ করিয়াও ভাল থাকিতে হয়; অর্থাৎ যাহা বাস্তবিক নাই তাহা দেখাইতে হয়। সেনাপতিগণ ও মধ্যে মধ্যে এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন; তাঁহারা চাতুরী পূর্ব্বক নিজের ক্ষতি গোপন ও এক গুণ লাভকে দশ গুণ করিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম সমাজ মধ্যে যখন দলাদলি উপস্থিত হয়; যখন ধর্ম্ম রক্ষার চিন্তার অপেক্ষা দল রক্ষার চিন্তা প্রবল হয়, তখন ও অনেক অল্প বিশ্বাসী লোক ঐরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, সংসার পথে লোকে যে নীচ উপায় আশ্রয় করে ধর্ম্ম জগতে ও বুঝি সেই উপায়ে ফল দর্শে। ইহার ন্যায় ভ্রম আর নাই; ধর্ম্ম জগতে আকর্ষণের এক মাত্র বস্তু ধর্ম্ম যদি ব্রাহ্ম তোমার দলে সত্য না থাকে, যদি ঈশ্বর প্রিয়তা না থাকে, যদি ভক্তি বিশ্বাস না থাকে, যদি ব্রহ্মের কৃপা ও শক্তি তোমাদিগের মধ্যে কার্য্য না করে, তোমরা সেনাপতির বা রাজমন্ত্রীর কৌশলে লোকদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাগণ তোমরা, এমন ভ্রমে কখনও পড়িও না। এক দিনের জন্যও চাতুরীর উপর নির্ভর করিও না। সরল হও, সত্য-প্রিয় হও, বিশ্বাসী হও, ভক্তিমান হও, সর্ব্বোপরি প্রার্থনা শীল হও, কে আসিল কে গেল গণনা করিও না; জয় পরাজয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিও না: দেখিবে যে পথে গেলে তোমাদের এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হয় ঈশ্বর সেই পথে তোমাদিগকে লইয়া যাইবেন।

এ জগতে মনুষ্য অনেক প্রকারে পরিশ্রম করে। চারিদিকে লোকে দিবারাত্র ছুটাছুটী করিতেছে। উৎসাহ, উদ্যম এবং ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই। আবার কখনও দেখিতে পাই, যাহারা ছুটাছুটী করিতেছিল তাহারাই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে; যে সকল মুখ উদ্যমের আভায় পূর্ণ ছিল তাহাই ম্লানভাব ধারণ করিয়াছে; তাহারা হা হতোস্মি করিতেছে, ভাগ্যের নিন্দা করিতেছে এবং সংসারপথে বসিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। যদি এই উদ্যম ও বিষাদের মূল অন্বেষণ করা যায়, দেখিতে পাওয়া যায় যে কাহারও উদ্যম ধন লোভের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধন লাভের আশাই তাহাকে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করাইতেছে; কাহারও উদ্যম যশের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যক্তি দশ জনের এক জন হইবে এই ইচ্ছাতেই শরীর মন উৎসর্গ করিয়াছে; কাহারও উদ্যম প্রণয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে ব্যক্তি হয়ত কাহারও প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাহারই অনুরোধে এবং তাহারই জন্য খাটিতেছে; কাহারও উদ্যম, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ত কোন স্নেহের পদার্থের বিপদ দর্শনে ব্যাকুল হইয়া সে ব্যক্তি ছুটিতেছে। যাহার উদ্যম যে বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত সেই বস্তুর যখনই ব্যাঘাত হইতেছে, অমনি সে ব্যক্তির মুখ ম্লান হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মের উদ্যম

কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত? তাহা প্রার্থনা ও ঈশ্বরেচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্ম যখন ছুটাছুটী করিতেছেন অনুসন্ধান করিয়া দেখি, প্রার্থনাই তাঁহার অন্তরে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে; তিনি প্রভুর ইচ্ছা পালনের জন্য ব্যাকুল ও ব্যগ্র হইয়া চলিয়াছেন। যখন ব্রাহ্মের মুখ বিষণ্ণ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, কয়েক দিন তাঁহার প্রার্থনা ভাল হয় নাই, তাঁহার আত্মার অঙ্গসন্ধি সকল যেন সেই কারণে শিথিল হইয়াছে, সকল দিকেই তাহার গোল বাঁধিয়া যাইতেছে। ইহা কি কল্পিত কথা!! আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত প্রার্থনাশীল তাঁহাদের জীবনে কি এই সত্য তাঁহারা অনুভব করেন নাই? যাঁহারা না করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আগ্রহের সহিত এই অনুরোধ তাঁহারা প্রার্থনাকে এক মাত্র সম্বলরূপে শীঘ্র অবলম্বন করুন। বিলম্ব করিবেন না; ধর্ম্মজগতের অন্য মন্ত্র আর নাই। প্রার্থনা—প্রার্থনা—প্রার্থনা! তুমিই আমাদের ধর্ম্মজীবনের এক মাত্র সহায়।

সম্পাদকের জল্পনা।

আমার পরম পূজনীয়া জননি! আমি কেন তোমার প্রাণে এত ক্লেশ দিলাম? মা! তোমার অশ্রুজলের কারণ কেন আমি হইলাম! তুমি আমাকে অসহায় শৈশবে যে অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়া লালন পালন করিলে, নিজের স্বাস্থ্য ও সুখের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যেরূপ আগ্রহের সহিত আমার সুখ অন্বেষণ করিলে, যে আশা হৃদয়ে ধরিয়া আমাকে রক্ষা করিলে আমি তোমার সে সকল আশা কেন ভঙ্গ করিলাম? মা! আমি তোমার ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া তুমি মনের ক্লেশে জীবন্মৃত প্রায় হইয়া গেলে। আমি কি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইলাম? না জননি! আমি অপরাধী নই? তুমি যে অসত্যকে আশ্রয় করিয়াছ! তুমি যে জীবন্ত প্রাণাধার পরমেশ্বরকে ভুলিয়া অসার পুত্তলিকার সেবাতে রত আছ। আমি তোমার মনস্তুষ্টির জন্য কিরূপে আমার ঈশ্বরের অবমাননা করি? যিনি ভিন্ন মুক্তির পথ আর নাই তাঁহাকে আমি কিরূপে পরিত্যাগ করি? আমি যদি কেবল ভক্তি, বা কেবল বিশ্বাসের দিকে দেখিতাম তোমাকে ক্লেশ দিতাম না। জননি! তোমার ভক্তি ও নিষ্ঠার যে তুলনা হয় না। তুমি ব্রতশীলা নারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর করুন আমি তোমার নিষ্ঠা প্রাপ্ত হই কিন্তু তোমার ভ্রম হইতে দূরে থাকি?

ভারতের পণ্ডিত চূড়ামণি শঙ্কর! আমি যে কত দিন তোমার বুদ্ধি বিদ্যার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, কত দিন তোমার নাম করিয়া এদেশকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি। তোমার প্রতি যে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। আমি যে তোমার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তবে কেন আমি তোমার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিলাম না। পণ্ডিতবর তুমি যে অদ্বৈতবাদের মত প্রচার করিয়া ধর্ম্মের পথে সুমহৎ বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছ। মানবের দুর্ব্বল আত্মার সহিত পূর্ণ পবিত্রতার আধার পরমেশ্বরকে এক বলিয়া তুমি মহৎ ভ্রমে পতিত হইয়াছ সেই জন্য তোমার বিশ্বাস তোমার সরলতা ও তোমার সূক্ষ্ম বুদ্ধি সত্ত্বেও আমি তোমার প্রদর্শিত পথ পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ঈশা মূষা, নানক চৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণ! তোমাদের প্রতি যে আমার প্রগাঢ় আস্থা চিরকাল আছে। তোমাদের ব্যাকুলতা, তোমাদের বিশ্বাসের গভীরতা দর্শন করিয়া যে আমি কত উপকৃত হইয়াছি; তোমরা যে অমূল্য সত্য সকল প্রচার করিয়া জগতকে চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছ। তোমাদের প্রতি কি আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ নাই; আমি কি তোমাদের অপেক্ষা হীন নই? তবে আমি তোমাদের প্রদর্শিত পথে গমন করিলাম না কেন? আমি তোমাদিগকে ভক্তি করি, তোমাদের বিশ্বাস ও ভক্তি পাইবার ইচ্ছা করি কিন্তু তোমাদের ভ্রম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই।

হৃদয়ের গভীর ভক্তির ভাজন পল! আমার ন্যায় তোমার ভক্ত কে আছে? আমি যে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তোমার সত্য-প্রিয়তা, তোমার বিশ্বাস, তোমার বিনয়, তোমার সরলতা আমার হউক। তোমার ধর্ম্মতৃষ্ণা আমার হউক। তোমার নাম করিলে যে আমার শরীরের প্রত্যেক রক্ত বিন্দু সজীব হয়, সাধন করিতে করিতে যদি আলস্য শয্যায় কখনও শয়ন করি তোমার নাম স্মরণ মাত্র উঠিয়া বসি! তবে আমি তোমার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিলাম না কেন? তুমি খৃষ্টের চরণাশ্রিত হইতে বলিয়াছ আমি কেন তাহা হইলাম না? আমি যে তোমাকে এবিষয়ে নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করি। তুমি পৃথিবীর যেমন উপকার করিয়াছ তেমনি একটী সুমহৎ অপকার করিয়াছ। তুমি নিজ ধর্ম্ম জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা অগণ্য লোককে প্রকৃত ধর্ম্ম জীবনের শিক্ষা দিয়াছ কিন্তু আবার অগণ্য লোককে অবতারবাদের ভিতর নিক্ষেপ করিয়াছ। আমি তোমার মতকে ঘৃণা করি কিন্তু তোমাকে গুরু স্থানে ভক্তিতে অবনত হইয়া তোমার জীবনের উপদেশ গ্রহণ করি।

নব বিধানী ভাই! আর কি তুমি আশ্চর্য্যান্বিত হও কেন তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম? তোমার সঙ্গে একত্র আহার বিহার করিয়াছি; একত্রে ধর্ম্মসাধন করিয়াছি; তোমার দ্বারা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উপকৃত হইয়াছি; তোমার ধর্ম্মভাব, তোমার বন্ধুত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ সব সত্য কথা তথাপি যখন দেখিতেছি যে তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী সত্য সমাজ মধ্যে আনয়ন করিতেছ, তুমি অল্পে অল্পে অভ্রান্ত গুরু ও অভ্রান্ত শাস্ত্রের মত প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বাধীনতার পথ সঙ্কীর্ণ করিতেছ, অসংখ্য ধর্ম্ম-লোলুপ আত্মার ধর্ম্মতৃষ্ণাকে বিপথে নীত করিবার উপায় করিতেছ, তখন কিরূপে আমি তোমার পদবীর অনুসরণ করি? যদি বল আমাদের মধ্যে ভক্তি বিশ্বাস আছে; তাহা থাকুক, আমার জননীর ও ভক্তি বিশ্বাসের ত্রুটী নাই, জগতের সাধুগণেরও ভক্তি বিশ্বাসের ত্রুটী ছিল না। আমি তাঁহাদিগকে

যখন ভ্রান্তির জন্য ছাড়িয়াছি, তখন ভক্তি বিশ্বাসের লোভে তোমার অনুসরণ করিব কেন?

ব্যাখ্যান।

"সসেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।" সেই পরমেশ্বর এই লোক স্থিতিরক্ষার্থে সেতুস্বরূপ হইয়া আছেন।

উপনিষদের এই উক্তিটীর মধ্যে কি গভীর অর্থ নিহিত আছে, একবার আলোচনা করা যাউক। পরমেশ্বরকে লোক স্থিতিরক্ষার সেতুস্বরূপ বলিবার অভিপ্রায় কি? যদি একবার কল্পনার পটে জনসমাজের আদিম অসভ্যাবস্থার চিত্র চিত্রিত করা যায়, যে সময়ে মানব বন্য জন্তুর ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিত, বন্য পশুর ন্যায় মৃগয়া দ্বারা উদর পূরণ করিত, তরু কোটরে বা লতাভান্তরে মস্তক রাখিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিত, সে সময়ের বিষয় যদি চিন্তা করা যায়, এবং তাহার সহিত বর্ত্তমান সময়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির যদি তুলনা করা যায়, তাহা হইলে কি বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইতে হয় না? এ জনসমাজ কি সেই জনসমাজ? এই চিন্তা কি হৃদয়ে উদিত হয় না? বর্ত্তমান সময়ে বাণিজ্যের কত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, লোকের সুখ ও সুবিধা কত বাড়িয়াছে, জ্ঞান চর্চ্চা কত দূর বিস্তৃত হইয়াছে; জগতের ভূত সকল কিরূপ মানবের পদানত হইয়াছে; এ সকল দৃশ্য কিরূপ বিস্ময়জনক। কিন্তু কে মনুষ্যকে সেই আদিম অবস্থা হইতে এই অবস্থাতে আনয়ন করিল? আমরা জানি স্বয়ং পরমেশ্বর শরীর ধারণ করিয়া মনুষ্যের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে এ পথে আনয়ন করেন নাই; কিম্বা মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কোন জাতীয় জীব স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যের পথ প্রদর্শক হয় নাই। তবে কে মনুষ্যকে এ পথে পদার্পণ করিতে শিখাইল? পরমেশ্বর আকার গ্রহণ করিয়া আসেন নাই বটে, কিন্তু তিনিই এ পথে মানবকে আনিয়াছেন। একটী ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষটীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যেমন নিহিত থাকে, তেমনি তিনি মানব প্রকৃতির মধ্যে এই বিচিত্র উন্নতির আয়োজন করিয়া দিয়া মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজে বর্ত্তমান থাকিয়া নিজ কৃপা ও শক্তি দ্বারা মানবকে চালিত করিয়াছেন। একাকী পুরুষ বনে বনে মৃগের অন্বেষণে বেড়াইতেছিল, নিজের কষ্ট, দুঃখ নিজেই ভোগ করিতেছিল; রমণী একাকিনী বনে বনে বিচরণ করিতেছিলেন; তাহারা দৈবাৎ একত্র হইল। পরমেশ্বর তাহাদের অন্তরে প্রণয় নামক বৃত্তি রোপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই বৃত্তিকে চালিত করিয়া বলিলেন, "তোমরা কেন একাকী থাক, দুই প্রাণ একত্র করিয়া এক হও।" যেই তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল, অমনি পরস্পর পরস্পরের মন হরণ করিল। অবিশ্বাসী ব্রাহ্ম! তুমি বলিবে তাহারা স্বাভাবিক নিয়মে মিলিল, আমি বলিব ঈশ্বর তাহাদিগকে মিলাইলেন। যাহারা দুই ছিল, ঈশ্বর তাহাদিগকে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলে এক করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তাহারা একাকী বেড়াইত, এখন দুইজনে একসঙ্গে বেড়াইতে আরম্ভ করিল, দুই জনে মৃগের অনুসরণ করে, দুই জনে তরু শাখায় আরোহণ করে, উভয়ের ক্লেশ উভয়ে ভাগ করিয়া বহন করে। ক্রমে তাহাদের ক্রোড় পূর্ণ করিয়া সুকুমার শিশু আবির্ভূত হইল। সন্তানটী ক্রোড়ে দিয়া ঈশ্বর যেন বলিলেন দেখ দেখি! তোমাদের ক্রোড়ে কি ফেলিলাম। চাহিয়া দেখিল, অমনি সেই নিষ্কলঙ্ক প্রস্ফুটিত কুসুম সমান মুখ প্রাণ হরণ করিল। ঈশ্বর আবার আর একরজ্জু দিয়া বাঁধিলেন। যাহাদের কোন ভার ছিল না, জগতের প্রভু তাঁহাদের স্কন্ধে অনেক গুলি ভার চাপাইলেন। কেন তাহারা সে বোঝা বহিয়া মরে তাহাত জানে না, পরম প্রভু কৌশলে নিজ উদ্দেশ্যের দিকে তাহাদিগকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাও বুঝিল না। অবশেষে জগদীশ্বর আর পাঁচটী ঐরূপ দম্পতীকে পাঁচ দিক হইতে আনিয়া যেন বলিলেন, "দেখ তোমরা যদি একা একা থাক, এই শিশু গুলি রক্ষা করিতে পারিবে না। যাও দশঘর একত্র হইয়া ঐ স্থানে বস।" অমনি একটী পাড়া হইল। আরও দশঘর যুটিল একটী গ্রাম হইল। গ্রামের পর জনপদ, জনপদের পর সহর; ক্রমে বাণিজ্য ব্যবসায়, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি, ঈশ্বর মানব সমাজেরই হিতার্থে মানবের দ্বারা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যে এত বিবাদ, এত যুদ্ধ বিগ্রহ, এত হিংসা বিদ্বেষ, ঘৃণা প্রভৃতি এ সকল সত্ত্বেও যে আমরা একত্র রহিয়াছি সমাজবদ্ধ আছি ইহাও কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়। এখানেও আমরা ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তি সকলের কার্য্য দেখিতেছি। ঈশ্বরের যে শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সমাজবদ্ধ হইয়াছি সেই শক্তিরই গুণে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছি। যদি পরমেশ্বরকে আমরা বিস্মৃত হই, যদি সেই সকল সাধু প্রবৃত্তির ভাব অধঃ শিথিল হয়, যদি প্রভুর ইচ্ছা আমাদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জনসমাজের উচ্ছেদ দশার আরম্ভ হয়। তিনি আমাদের লোকস্থিতির মূল কারণ;—তিনিই সেতুস্বরূপ।

কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর সমীপে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

এক খানি বাষ্পীয় যান, নিজ স্থানে অপেক্ষা করিতেছে, ত্বরায় তাহা কোন দূরদেশে যাত্রা করিবে। বহু সংখ্যক লোক সেই যানের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক আছে। কতকগুলি লোকের যাইবার অভিপ্রায় নাই, তাহারা দেখিবার জন্য আসিয়াছে। লোকের ডাকাডাকি ছুটাছুটি প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দ লাভ করিবে বলিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। আর এক শ্রেণীর লোক সেখানে আছে, যাহাদের সে দিন যাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই, গেলেও হয়, না গেলে ও হয়; সুতরাং যাইবার জন্য তাহাদের বিশেষ ব্যগ্রতা নাই। তৃতীয় আর এক শ্রেণীর লোক সেই প্রাঙ্গণে উপস্থিত আছে, যাহারা জানে যে

সেই গাড়ি ভিন্ন আর গাড়ি নাই এবং সেই গাড়িতে যাওয়া তাহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

জনতা যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল; লোকের সংঘর্ষণে হস্ত পদে যত বাধা লাগিতে আরম্ভ হইল, প্রথম শ্রেণীর লোক বলিল 'দূরকর আমরা ত আর যাইবার জন্য আসি নাই, আমরা কেন এই ভিড়ের মধ্যে পিষ্ট হইয়া মরি; চল সরিয়া দাঁড়াই।' এই বলিয়া তাহারা দূরে গিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আরও কিছু অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু অবশেষে তাহাদের ও আর সহিষ্ণুতা থাকিল না। বলিতে লাগিল 'এস হে এস আমাদের এ গাড়ীতে না গেলেই নয়, এমন ত নয়। না হয় আর এক দিন যাইব। এ জনতার ক্লেশ কেন বৃথা সহ্য করি।" এই বলিয়া তাহারাও পশ্চাতে সরিয়া পড়িল। পরিশেষে তাহারাই কেবল অবশিষ্ট রহিল যাহাদের সে দিন ও সেই গাড়ীতে যাওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর ছিল না। তাহারা জনতার ক্লেশ ও অপর সকল প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়াও গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ীতে যখন উঠিল তখনই কি তাহাদের ক্লেশের অবসান হইল? সেখানেও বিবাদ বিসম্বাদ। পাঁচ জনের স্থানে দশ জন উপস্থিত! মহা কোলাহল। কেহ কাহাকে স্থান দিতে চায়না, কেহ বসিতে গেলে অপরের গাত্রের উপরে পড়ে; কাহারও দ্রব্যে কেহ আঘাত প্রাপ্ত হইতেছে। প্রথম প্রথম তাহাদের ঘোরতর শত্রুতা চলিল; অবশেষে সকলে এই বলিয়া মীমাংসা করিল, ভাই! যখন এই গাড়ী ভিন্ন গাড়ী নাই এবং যখন সকলকেই যাইতে হইবে তখন বিবাদ কলহে আর ফল কি? ক্রমে তাহাদের বিবাদ বন্ধুতাতে পরিণত হইল; ক্রমে পরস্পর আলাপ ও কুশল বার্ত্তাদি আরম্ভ হইল এবং তাহারা সদ্ভাবে কথা বার্ত্তা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইল।

আমাদের এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি বাষ্পীয় যান মনে করা যায়, এবং আমাদিগকে তাহার যাত্রী মনে করা যায়, তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তটীর সহিত আমাদের চমৎকার সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না? আমরা সেই দূরদেশ মোক্ষধামে যাইবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের মধ্যে কি এরূপ অনেক লোক নাই, যাঁহারা কেবল দেখিবার জন্য আসিয়াছেন, অপরে মোক্ষধামে যাইবে তাঁহারা দেখিবেন এই জন্য আসিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে লোকে দেশ সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের গোলযোগ তুলিয়াছে, দশজনে ডাকাডাকি, ছুটাছুটি করিতেছে, তাহারা তাহা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিবার জন্য আসিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোক আমাদিগের মধ্যে আছেন, যাহাঁদের পক্ষে এই গাড়ীতে আরোহণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় নয়; অর্থাৎ হইলেও চলে, না হইলেও চলে। ঈশ্বরের চরণাশ্রিত না হইলে যে কোন স্থানে কোন ব্যাঘাত ঘটে তাঁহাদের এরূপ বোধ নাই; সুতরাং এই গাড়ীতে আরোহণের জন্য তাঁহাদের ব্যগ্রতা নাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেরূপ লোকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে অতি অল্প, যাঁহারা জানিয়াছেন যে ঈশ্বরের চরণাশ্রয় ভিন্ন গতি নাই, যাঁহারা জানেন এই একমাত্র পথ, এবং ইহার আশ্রয় ভিন্ন তাঁহাদিগের চলিবে না। এই তিন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ফলের ও বিভিন্নতা দৃষ্টিগোচর করা যায়। যখন পরীক্ষার অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, যখন জনতার ক্লেশ ঘটিতে থাকিবে, যখন আমাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বাঁধিবে, (আর বিবাদ বিসম্বাদ যে বাঁধিবে এরূপ আশাও করা উচিত কারণ আমরা মানব বই আর কিছু নই) যখন যন্ত্রণার অনলে আমরা নিক্ষিপ্ত হইব, যখন ধর্ম্ম সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, তখন প্রথম শ্রেণীর লোক সর্ব্বাগ্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন। তাঁহারা বলিবেন 'দূরকর আমরা ত আর যাব না কেন বৃথা ক্লেশ পাইয়া মরি।' যাঁহারা মুক্তির ইচ্ছার জন্য নহে, কিন্তু সমাজ সংস্কারাদির জন্য আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাও টিকিবেন না। তাঁহারাও বলিবেন, ধর্ম্ম এমন কি বস্তু যাহার জন্য এই ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। এগাড়ীতে না হয় অন্য গাড়ীতে যাইতে পারি। কিম্বা না যাইতেও পারি। এই বলিয়া তাহারাও সরিয়া দাঁড়াইবেন। কেবল সরিতে পারিবেন না তাঁহারা, যাঁহারা একেবারে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের চরণে পড়িয়াছেন। যাঁহারা জানেন ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন আমাদের আত্মার পরিত্রাণ নাই, যাঁহারা জানেন যে পরমেশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন তাঁহাদের চলিবে না। এই ভাবে যাঁহারা ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাই ধর্ম্মপথে চিরদিন থাকিবেন।

ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে অনুরোধ করিতেছি তাহারা চিন্তা করুন কে কিভাবে যোগ দিয়াছেন। যে ব্যক্তি পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের আশ্রয়কে প্রাণের পদার্থ ভাবে না, তাহার প্রতি বিশ্বাস নাই। কেনই বা সে, ধর্ম্ম সাধনের জন্য ব্যস্ত হইবে? সাধনের আবশ্যকতা কাহার জন্য, যে ধর্ম্মকে চায়। যাহার প্রাণ ধর্ম্ম চায় না, সে চিরদিন ধর্ম্ম সাধনের কথা কর্ণে শুনিবে; কিন্তু কখনও সে বিষয়ে তাহার মতি জন্মিবে না। এরূপ লোক লইয়া ধর্ম্ম সমাজের কোন লাভ নাই। এরূপ ব্যক্তির সংসর্গে ভক্তি মারা পড়ে। যেরূপ মরুর পার্শ্বে বৃক্ষ থাকিলে সে বৃক্ষ সতেজ হইতে পারে না, সেইরূপ যে সমাজে এতদ্রূপ অনাস্থাযুক্ত লোকের সংখ্যা অধিক, সেখানে যে ভক্তি লইয়া আসে তাহারও ভক্তি ম্লান হইয়া যায়। দুই শত কি পাঁচ শত লোক চাই না, পাঁচজন নিষ্ঠাবান ও প্রকৃত ক্ষুধার্ত্ত লোক আনিয়া দেও তাঁহাদের মুখ দেখিলে ধর্ম্ম বাড়িবে, এবং ভক্তি প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে।

(Continued from P. 150)

প্রার্থনা স্তবক। (৬)

সত্যপ্রিয়তার জন্য প্রার্থনা।

পরম সত্য পরমেশ্বর! বহুদিন সত্যের অবমাননা করিয়া আমার সত্যপ্রিয়তা, যে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে; আমার বিবেক যে দুর্ব্বল ও ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে। আমি অনেক দিন সত্য বুঝিয়াছি অথচ অনুসরণ করি নাই। তাহার শাস্তি তুমি এই দিয়াছ যে আমার সত্য বুঝিবার এবং সত্য গ্রহণ করিবার শক্তি ও হ্রাস হইয়াছে। প্রভো! তোমার আদেশে এবং তোমার উপর নির্ভর

করিয়া, সত্যের অনুসরণ করার ন্যায় সুখ আত্মার পক্ষে আর কি আছে; আমরা যখন তোমার পথে ও তোমার আলোকের মধ্যে থাকি, তখনই বাস্তবিক জীবিত থাকি এবং তোমার আলোক যখন পরিত্যাগ করি, তখন আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনি। জগদীশ্বর! সত্য-প্রিয় এবং সত্য-পরায়ণ হইতে গেলে অনেক সাহসের প্রয়োজন। আমার যে সাহস নাই। তোমার প্রতি বিশেষ প্রীতি ও নির্ভরের প্রয়োজন তাহা যে আমার নাই, তবে আমি কিরূপে সত্য পথে থাকি। দেখ ঈশ্বর আমি কত সময় কত সত্য শুনি, শুনিয়া তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা উপস্থিত হয় না; আবার কত সময় কত সত্য অসম্পূর্ণ ভাবে জানিয়া সন্তুষ্ট হই। সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্য ব্যগ্রতা হয় না। আবার অনেক সময় যাহা সম্পূর্ণরূপে জানি তাহাও কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস হয় না। পবিত্রতার আধার, যে সত্যকে তোমার দত্ত ধন বলিয়া আদর করে না, তোমার প্রতিও তাহার আদর নাই। আমাকে ক্রমে সেই অবস্থার দিকে লইয়া চল, যখন সত্যই আমার আত্মার বসন হইবে, যখন তোমার ইচ্ছাই আমার উপভোগের বস্তু হইবে এবং যখন তোমার পথে থাকিতে আমি ভীত বা কুণ্ঠিত হইব না। মুক্তিদাতা তোমার রাজ্যের নিয়ম এই, যে যত তোমার প্রেমে ডুবিয়া যায় সে তত আনন্দ ও বল লাভ করিয়া থাকে। আমার অভক্ত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হৃদয় যে এখন ও সেই প্রেমের গভীরতার উপযুক্ত হয় নাই; তোমার প্রেমে নিমগ্ন হওয়া দূরে থাকুক, তোমার পথে চলিবার বাসনা ও সকল সময়ে বলবতী থাকে না। তোমার কৃপার সাহায্য ব্যতীত এই অবিশ্বাসের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আশা দেখি না। পিতঃ আমাকে আর পর করিয়া রাখিও না, আমাকে অধিকার কর, পরাজয় কর, এবং তোমার আলোকে বিচরণ করিবার শক্তি দেও।

সরলতার জন্য প্রার্থনা।

সর্ব্বসাক্ষি পরমেশ্বর! সুন্দর শিশু যেমন নিজেরই অজ্ঞাত সৌন্দর্য্যে লোকের মন মুগ্ধ করে, সেইরূপ প্রকৃত সাধু যিনি তিনি যে নিজের অজ্ঞাত আকর্ষণে লোককে আকৃষ্ট করেন। পিতা তুমি ধর্ম্মকে এমন সুন্দর স্বর্গীয় শোভা দিয়াছ, যে তাহা হৃদয় মনকে হরণ করিবেই করিবে। আবার অপর দিকে তুমি যে প্রবঞ্চনার পথ রাখ নাই? প্রভো! পাপী যে কখনই পুণ্যের শোভা প্রদর্শন করিতে পারে না। অসাধু যে সে যে কৌশল দ্বারা মানব হৃদয়কে বশীভূত করিতে পারে না, তবে কেন আমি লোক প্রশংসার্থ ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরি, কেনবা সমুচিত নিন্দা শ্রবণে এত অধীর হই। অন্যে দোষ প্রদর্শনের পূর্ব্বে আপনার দোষ আপনি দেখা ও স্বীকার করাইত কর্ত্তব্য। কেন সে সরলতা আমার সকল সময়ে থাকে না? আমি কেন সকল সময় সম্পূর্ণরূপে সাধুতার উপরও নির্ভর করিতে পারি না? পিতা আমাকে তোমার বালকের ন্যায় কর। আমার মধ্যে যদি কিছু সুন্দর বস্তু তুমি দিয়া থাক, তাহার আদর তাহারই গুণে হইবে। আর কদর্য্য যাহা কিছু আছে, তাহার নিন্দা শুনিতে সর্ব্বদা যেন প্রস্তুত থাকি। আমি এক হইয়া আর এক প্রকার বলিব না; চাতুরী দ্বারা সম্ভ্রমলাভের চেষ্টা করিব না; অপরাধ করিয়া অস্বীকার করিব না; পরাস্ত হইলে পরাজয় গোপন করিব না; নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিয়া ও বিচার বা বিবাদ করিব না; কর্ত্তব্যকে লোকের অপ্রিয় জ্ঞানে লঙ্ঘন করিব না। আমার হৃদয় ঘরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে, যাহা দেখিলে আমি লজ্জিত হই বা অপরে লজ্জিত হয়, এমন কিছু যে দ্বারের অন্তরালে লুক্কায়িত রাখিব না। এই উচ্চ প্রার্থনা তুমি পূর্ণ কর।

(Continued from p. 103)

গৃহধর্ম্ম। (৭)

মায়াবাদী বৈদান্তিকের নিকট এ সংসার ইন্দ্রজালের খেলা মাত্র। "কা তব কান্তা কস্তে পুত্র সংসারোয় মতীব বিচিত্রঃ।" তোমার স্ত্রী বা কে তোমার পুত্র বা কে, এ সংসার অতি বিচিত্র।" কর্ম্মবাদী আস্তিকের নিকট এ সংসার কর্ম্মভোগের স্থান মাত্র। মানব জন্ম এক ঘোর বিড়ম্বনা, ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নাম মুক্তি। অনন্ত নরকবাদী খৃষ্টীয়ের নিকট এ সংসার কুপিত ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট পরীক্ষার স্থান মাত্র। ঈশ্বর দেখিতেছেন মানব তুমি তাঁর প্রদর্শিত পথে চল কি না? যদি না চল পরিণামে, অনন্ত নরক যন্ত্রণা। কিন্তু কৃপাবাদী ঈশ্বরপ্রেমিকের নিকট এ সংসার মানবজীবনের বাল্যাবস্থা ও শিক্ষার স্থান।

এতদ্দেশে ধর্ম্ম ও সংসার এই উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ দাঁড়াইয়াছে, যে সর্ব্বপ্রকার বিষয় কার্য্য বর্জ্জন না করিয়া যে ধর্ম্মলাভ করা যায় ইহা আমাদের বিশ্বাসই হয় না। এদেশে ধার্ম্মিক মাত্রেরই সন্ন্যাসের দিকে অল্প বা অধিক পরিমাণে মানসিক গতি দৃষ্ট হয়।

কিন্তু প্রকৃত কথা কি? স্ত্রী পুত্র পরিজন বেষ্টিত পরিবারের কথা দূরে থাকুক, বিষয় বাণিজ্যের কোলাহল, শিল্প সাহিত্যের উন্নতি, আমোদ প্রমোদের উচ্ছ্বাস প্রভৃতির মধ্যেও কি ঈশ্বরের কার্য্য কিছু নাই? ঈশ্বরকে যে বিশ্বের পিতা মাতা বলি, তবে তাহা কোন্ অর্থে? কই তিনি ত মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হন না। যে অন্নের গ্রাসে আমার ক্ষুধা নিবারণ করিতেছে, তাহাত কৃষক বপন করিয়াছে, শ্রমিক বহিয়াছে, বণিক আনিয়াছে, পাচক রাঁধিয়াছে; ঈশ্বর ইহার মধ্যে কোথায়? হে মানব বিশ্বাসী হইয়া দর্শন কর ঈশ্বরেরই হস্ত তাহারই পশ্চাতে কার্য্য করিতেছে। শিশুর জন্য জননীর স্তনে দুগ্ধ, ও হৃদয়ে স্নেহ দেখিয়া মুগ্ধ হও, কিন্তু এই সকল বিষয় বাণিজ্যের মধ্যেও মুগ্ধ হইবার কি কিছু নাই? মাতৃ হৃদয়ে স্নেহ না দিলে সন্তানের রক্ষা হইত না ইহা যেমন বলিতে পার, মানবহৃদয়ে লাভের আশা ও সমদুঃখসুখতা না থাকিলেও আমি অন্ন-বস্ত্র পাইতাম না, একথা কি বলিতে পার না? মাতৃস্নেহে যদি ঈশ্বরকে প্রতিবিম্বিত দেখ তাহা হইলে বণিকের স্বার্থ-পরতাতেও কি ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত নন?

বিধাতার কি বিচিত্র শৃঙ্খলা একবার বিশেষরূপে অনুভব করিয়া দেখ। তিনি মাতার ভিতর দিয়া দুগ্ধ দিতেছেন, বণিকের ভিতর দিয়া অন্নবস্ত্র দিতেছেন, শিক্ষকের ভিতর দিয়া জ্ঞান দিতেছেন, সাধুর ভিতর দিয়া ধর্ম্মের যোগাইতেছেন, এবং জনসমাজের বিবেকের ভিতর দিয়া সাধুতার পুরস্কার ও অসাধুতার তিরস্কার করিতেছেন।

জনসমাজকে যদি এই ধর্ম্মের চক্ষে দেখা গেল তাহা হইলে পরিবার আমাদের চক্ষে কত সুন্দর হইয়া পড়িল। পরিবার সমাজের ভিত্তি। নাস্তিকতা যত প্রকার অনিষ্ট ফল উৎপাদন করে তাহার মধ্যে একটী প্রধান, এই যে ইহা পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল করিবার প্রয়াস পায়। এই বন্ধনের মধ্যে বিধাতার যে গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত আছে, তাহা তাহারা দর্শন করে না। ধর্ম্মবিহীন চক্ষে দেখ পরিবার বন্ধনের রজ্জু ও নীচতার আলয়, ধর্ম্মের চক্ষে দেখ পরিবার আত্মার স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি। স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি বই কি ?

প্রাতঃকালে বৃক্ষের পত্রে যে এক বিন্দু শিশির পড়িয়া থাকে লক্ষ্য করিয়া দেখ সেই নির্ম্মল জলস্ফটিকের মধ্যে অনন্ত আকাশের নীলিমার বিচিত্র আভা ও প্রাতঃ সূর্য্যের বিমল কিরণের জ্যোতি একত্র মিলিয়া কেমন অপূর্ব্বভাব ধারণ করিয়াছে! তেমনি হে মানব, তুমি যখন প্রীতি, সদ্ভাব ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া নিজ প্রণয়িনীর পার্শ্বস্থ হও, যখন তুমি বাৎসল্যে পূর্ণ হইয়া ঘন ঘন ক্রোড় স্থিত শিশুর মুখ চুম্বন কর; যখন গৃহাগত বন্ধুর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া আতিথ্য ও সৌজন্য প্রকাশ কর, তখন শিশির বিন্দু সমান তোমার হৃদয় স্থিত সেই সকল সদ্ভাব বিন্দুর মধ্যে ধার্ম্মিক জন অনন্ত জীবনের ঘন নীলিমার আভা ও পবিত্র স্বরূপের পবিত্রতার জ্যোতি একত্র মিশ্রিত দেখিতে পান। তুমি দেখনা, শিশির বিন্দুও দেখে না।

লাভের আশা আছে বলিয়াই বণিক শীত গ্রীষ্ম, অনাহার প্রভৃতি সহিতে পারে; সেইরূপ প্রণয়, বাৎসল্য, বন্ধুত্ব প্রভৃতির সুখ পাই বলিয়াই আমরা জন সমাজের বিবাদ, বিরোধ, গ্লানি, শত্রুতা, প্রভৃতি সহ্য করিতে পারি। পূর্ব্বোক্ত সদ্ভাব গুলিই জন সমাজের মধু। এ গুলি হরণ কর, সমাজ মধু বিহীন পাত্রের ন্যায়। ধর্ম্মের বন্ধু, মানবের প্রকৃত হিতৈষী ও জগতের সুখেচ্ছু যিনি যেখানে আছেন সকলেরই এই সকল পারিবারিক সদ্ভাবের রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য কায়মনে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান সময়ে কুশিক্ষা নিবন্ধন অনেক স্থলে এই গুলির ব্যাঘাত দৃষ্ট হইতেছে। এক সম্প্রদায় নাস্তিক মনে করেন নিজস্ব সম্পত্তি ও পরিবার এ দুটী প্রাচীনকালের কুসংস্কার। অনেক লোক কেবল বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের চালনা করিয়া হৃদয় বিহীন হইয়া শিক্ষিত হয় এবং পরিবার মধ্যে স্বার্থপরতা ও নৃশংসতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে।

অনেকের আবার এরূপ সংস্কার আছে যে পরিবার ভয়ানক ভার স্বরূপ; এবং তদ্দারা স্বাধীনতার ও হানি হয়; অতএব এ বন্ধনের মধ্যে হঠাৎ না যাওয়া ভাল। স্থল বিশেষে নিয়মের ব্যতিক্রম থাকিতে পারে কিন্তু সমাজের পক্ষে নিয়ম এই এবং সত্য কথা ও এই যে পরিবার বন্ধনে বদ্ধ হইলে যে লাভ হয় তাহাতে সকল ক্ষতি পূরণ হইয়া থাকে। হে মানব! আর কিছু না হউক শ্রমান্তে পত্নীর প্রীতি-পূর্ণ মুখ দর্শনের এবং শিশুদিগের অপরিস্ফুট ভাষা শ্রবণের সুখ স্মরণ কর। বল দেখি, মানবের সুখের সমষ্টি যাহাতে বৃদ্ধি করে তাহা কি পরম লাভ নয়?

পারিবারিক সুখের চারিটী পরম শত্রু আছে। (১ম) স্বার্থপরতা, (২য়) নৃশংসতা (৩য়) ক্রোধশীলতা (৪র্থ) বিশ্বাসঘাতকতা। যিনি নিজের সুখই অধিক দেখেন, পরকে সুখী করিয়া সুখী হইতে জানেন না, বিন্দুমাত্র নিজের সুখ বা সুবিধার ব্যাঘাত হইলে বিরক্ত হন, অপরের ঘোর অসুবিধা হইয়াও নিজের সুবিধা হউক, এই ইচ্ছা করিতে যিনি কুণ্ঠিত না হন, তিনি যে পরিবারে থাকেন তাহার অসুখ বৃদ্ধির কারণ হন। স্বার্থপরতার ন্যায় নৃশংসতা একটী পরম শত্রু। পরিবারস্থ কেহ ক্লেশে আছে, তাহা প্রাণে বাজিতেছে না; নিজের সুখের যতক্ষণ ব্যাঘাত নাই ততক্ষণ অন্যের রোগ শোকের দিকে দৃষ্টি নাই। এরূপ লোককে লইয়া পরিবারে সুখ হয় না। তৃতীয় ক্রোধশীলতা, অল্পে যে ব্যক্তি বিরক্ত হয়, সর্ব্বদাই তর্জ্জন গর্জ্জন করে, উপদ্রব করে সেরূপ ব্যক্তি পরিবারের কণ্টক স্বরূপ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পারিবারিক সুখের শত্রু বিশ্বাসঘাতকতা। হে মানব, সাবধান এমন কর্ম্ম কখনও করিও না। বিশ্বাস ভিন্ন ডাকাতদিগের ডাকাতি চলে না, তোমার পরিবার কিরূপে চলিবে? পরিজনদিগকে প্রতারণা পূর্ব্বক নিজের কোন স্বার্থ সাধন করা, পত্নীকে প্রতারণা পূর্ব্বক ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, এমন বিষ নিজ গৃহে প্রবিষ্ট করিও না।

একটী পরিবার দেখিলাম তাহার গৃহস্বামী বড় মিষ্ট লোক। তাঁহার হৃদয়টী ভালবাসাতে পরিপূর্ণ; নিজের স্ত্রীপুত্রের কথা দূরে থাকুক পরের সন্তান যদি ঘরে থাকে নিজ সন্তানের ন্যায় অকৃত্রিম ভালবাসার অংশী হয়। তাঁহার মুখটী সর্ব্বদা প্রণয় ও আনন্দের শোভাতে প্রফুল্ল। পত্নীর প্রতি কত অনুরাগ, সন্তানদিগের প্রতি কেমন বাৎসল্য। দাস দাসীর প্রতি কেমন মিষ্ট ব্যবহার। ইহাঁর সহিষ্ণুতার যেন সীমা পরিসীমা নাই, নিতান্ত উত্যক্ত হইলেও মুখের প্রসন্নতা নষ্ট হয় না। এই গৃহস্থের গৃহিণীও তদনুরূপ। তাঁহার শরীরের কান্তি যেমন রমণীয়, অন্তরের প্রকৃতিও তেমনি সুন্দর। ইনি সুস্থ, সরল ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, গৃহকার্য্যে সুদক্ষ ও পতি পুত্রের সেবাকে পরম সুখের কারণ জ্ঞান করিয়া থাকেন। পতির সহিত গাঢ় প্রণয়ের যোগ। পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া সৌভাগ্যবান মনে করিতেছেন। তাঁহাদের উভয়ের হৃদয় এক হইয়া শিশুদিগের রক্ষা ও পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত আছে। তাঁহাদের উভয়ের যে প্রণয় তাহারই উপরে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। নিত্য তাঁহাদের গৃহে ঈশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। ঈশ্বরের পূজার আনন্দ আবার তাহাদের পারিবারিক সুখকে দশগুণ বর্দ্ধিত করিতেছে।

(অনুবাদিত)

তিনটী।

তিনটীর প্রতি অনুরাগ হয়,—সাহস, বিনয় ও প্রীতি।
তিনটীর প্রতি শ্রদ্ধা হয়—ধীশক্তি, চরিত্রের মহত্ত্ব ও সৌজন্য।
তিনটীর প্রতি ঘৃণা জন্মে—নৃশংসতা, দম্ভ ও অকৃতজ্ঞতা।
তিনটী দেখিলে সুখ হয়—সৌন্দর্য্য, সরলতা ও স্বাধীনতা।
তিনটী পাইতে ইচ্ছা করে—স্বাস্থ্য, বন্ধু ও সন্তোষ।
তিনটী পরিহার করিতে হয়—আলস্য, বহুভাষিতা ও নীচরহস্য।
তিনটীর চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য—সৎগ্রন্থ, সৎবন্ধু ও সৎরসিকতা।
তিনটীর রক্ষা করা কর্ত্তব্য—স্বযশঃ; স্বদেশ ও স্বীয় বন্ধু।
তিনটীর শাসন করিতে হয়—প্রবৃত্তি, রসনা ও চরিত্র।
তিনটীর চিন্তা করিতে হয়—জীবন, মৃত্যু ও পরকাল।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এক বৎসর কাল বিদেশে প্রচার কার্য্যে যাপন করিয়া অসুস্থ শরীরে কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। এখানে আসার পর তাঁহার শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে।

আগামী ৯ ই পৌষ বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। উৎসব সম্পাদনের জন্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই বোয়ালিয়া গমন করিবেন।

হিন্দু ধর্ম্মের দুর্গ স্বরূপ বারাণসী নগরে একটি "ব্রহ্মপীঠ" স্থাপিত হইতেছে। সেখানে সকলেই ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবেন। একজন আস্থাবান হিন্দু বৃদ্ধ বয়সে একেশ্বরের পূজার জন্য এই "পীঠ" স্থাপন করিতেছেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিস্তার দেখিয়া আর আমরা আশাহীন হইতে পারি না। একেশ্বর বাদের সম্মুখে পৃথিবীর সমুদয় প্রাচীন ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে ভগ্নমূল হইতেছে। ইংলণ্ডে এতদিন ভয়সী সাহেব একটি উপাসনা মন্দিরে সপ্তাহে সপ্তাহে উপাসনা পূর্ব্বক উপদেশ দিয়া আসিতেছিলেন। সামাজিক কুরীতিনীতির উচ্ছেদ করিয়া বিশ্বাসানুসারে সকল কার্য্য সম্পাদনের ভাব ইংলণ্ডে এপর্য্যন্ত বিকাশ হইয়াছিল না। সম্প্রতি ভয়সী সাহেব পৃথিবীর সমুদয় একেশ্বরবাদীদিগকে এক সমাজে বদ্ধ করিবার জন্য কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। পৃথিবীর সমুদয় একেশ্বরবাদীগণ যাহাতে সম্মিলিতবলে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে পারেন, তাহার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইবে। ঈশ্বর ভয়সী সাহেবের সাধু চেষ্টা সফল করুন।

সকলেই শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে ১০০০ হাজার টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই টাকা প্রতি বৎসরে ১০০ শত করিয়া দশ বৎসরে পরিশোধ করিবেন। প্রথম বৎসরের একশত টাকা তিনি কয়েক দিন হইল প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত টাকা হইতে মহৎ লোকের জীবন চরিত্র এবং সৎকার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি ক্রয় করা হইবে। এই অযাচিত বৃহৎ দানের জন্য আমাদের হৃদয় শশীপদ বাবুর প্রতি আপনা হইতে কৃতজ্ঞ হইতেছে। আমরা আশা করি ব্রাহ্মগণ এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

আমাদিগের আশা বিফল হয় নাই। শুভক্ষণে শশীপদ বাবু সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। পুস্তকালয়ের উন্নতির জন্য সভ্যগণ দৃঢ় কল্প করিয়াছেন। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র পুস্তকালয়ে ১০০ শত চাঁদা দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এই টাকা ১০ বৎসরে পরিশোধ হইবে। বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়ও ১০০ শত টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই টাকা তিনি আট বৎসরে প্রদান করিবেন। অল্প দিনের মধ্যেই পুস্তকালয়ে মাসিক চাঁদা দাতাদিগের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। অল্প দিন হইল একশত টাকার অনেকগুলি সুন্দর গ্রন্থ ক্রয় করা হইয়াছে। দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ক্রয়ের জন্য বিলাতে টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে। কোন অলক্ষ্য সূত্রে ঈশ্বর সাধু কার্য্য সম্পাদনের সহায়তা করেন, মানুষ তাহার কি বুঝিবে? এই সব দেখিয়া শুনিয়া অবিশ্বাসী হৃদয় বিশ্বাসী না হইয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিলে জগতে অসাধ্য কি?

বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো একটি সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম মহিলাদিগের মধ্যে যিনি "আদর্শগৃহিনী" সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে বিশ টাকা মূল্যের পুস্তক পারিতোষিক প্রদান করিবেন। প্রবন্ধ বর্ত্তমান ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বঙ্গমহিলা সমাজের সম্পাদক কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

মনিয়র উইলিয়ামস্ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে লণ্ডন নগরে একটী গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ টাইমস পত্রিকা তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন ব্রাহ্ম ঈশ্বর-ভক্তি, যে [illegible] প্রদান করিয়া থাকেন এবং কোন কোন বিখ্যাত [illegible] আপনাদিগের ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া কুসংস্কারের [illegible] ধাবিত হইতেছেন এবং কেহ কেহ যে আপনাদিগের মত [illegible] ঈশ্বরের নামে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন ও আপনাদিগকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিতেছেন, এই সকল বিষয়ের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইয়াছেন এবং এই সমাজ হইতে তিনি ভবিষ্যৎ মঙ্গল আশা করেন।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এত তর্ক বিতর্ক হইয়া গেল; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন বন্ধু মিশ কব এতদিন নির্ব্বাক ছিলেন। চারিদিক দেখিয়া ও সমালোচনা করিয়া তিনি ইতিমধ্যে তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা স্বীয় ধর্ম্মমতকে স্বার্থের নিকট বলিদান করিয়াছেন তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি আর তাঁহাদিগ হইতে আশা করেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

তাঁহার একমাত্র আশার স্থল হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে বন্ধুদিগের আশা স্থল হইবার উপযুক্ত করুন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিশোরগঞ্জ ব্রাহ্ম-সমাজের মন্দিরের ঋণ পরিশোধের জন্য ১০০ শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। স্থানে স্থানে ব্রহ্মমন্দিরের জন্য তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়! ইংরাজী ১৮৭৫ সালে মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়। তৎকালে উহাতে ৩ তিনটী মাত্র আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন, এবং সমাজের অধিবেশন দিবসে ৮। ১০ জন করিয়া দর্শক উপস্থিত হইতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কয় বৎসরের মধ্যেই ২টী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম স্থানান্তরিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে সমাজের অধিবেশন দিবসে যে পরিমাণে দর্শক উপস্থিত হইতেন, এক্ষণে তাহারও হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এমন কি উপাসনার দিবস অবশিষ্ট ১ একটী মাত্র আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ব্যতীত প্রায় অপর কেহই সমবেত হন না।

যে সময়ে সমাজ সংস্থাপিত হয়, সেই সময় হইতেই উহার ব্যয় সংকুলন জন্য ব্রাহ্ম এবং অপরাপর লোকের নিকট হইতে অদ্যাবধি চান্দা সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে মতিহারিতে একটী ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণার্থ সাধারণের নিকট হইতে আনুমানিক ৬০০ মুদ্রা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে, পূর্ব্বে আয় ও ব্যয় তত্ত্বাবধান জন্য মধ্যে মধ্যে সদস্যগণ একত্র সমবেত হইয়া যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেন, এক্ষণে তাহার অভাব হওয়ায় অবশিষ্ট এক মাত্র ব্রাহ্মই সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন।

চাঁদা দাতৃগণ সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা বিশেষরূপে অবগত না থাকায়, প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং আয় ব্যয় যথারীতি হইতেছে, বিবেচনা করিয়া এ পর্য্যন্ত চাঁদা দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্ম মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ কিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা অপর কেহই অবগত নহেন। প্রায় তিন বৎসর হইতে মন্দির নির্ম্মাণার্থে চাঁদা লওয়া হইতেছে এবং প্রতি বৎসরই কার্য্যারম্ভ হইবে শুনা যায়, অথচ অদ্যাবধি তাহার সূত্রপাতও লক্ষিত হইতেছে না?

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে কয়েকটী প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, মহাশয় অথবা মহাশয়ের সহৃদয় পাঠকবর্গ সদুত্তর দানে বাধিত করিবেন।

১। যখন একটী মাত্র ব্রাহ্ম অবশিষ্ট রহিয়াছেন, তখন মতিহারীস্থ ব্রাহ্মসমাজ, প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে কি না?

২। উক্ত ব্রাহ্ম মহাশয় সমাজের নামে সাধারণের নিকট হইতে ন্যায়তঃ সমাজের ব্যয় জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে পারেন কি না? এবং অপর সদস্যাভাবে, এই অদ্বিতীয় সদস্য মহাশয় দাতৃবর্গের নিকট সংগৃহীত অর্থের হিসাব দিতে বাধ্য কি না?

৩। যদ্যপি কার্য্য নিবন্ধন কথিত ব্রাহ্ম মহাশয়কে এক কালে স্থানান্তরিত হইতে হয় অথবা দৈব কর্তৃক (ঈশ্বর না করুন) কালগ্রাসে পতিত হইতে হয় তাহা হইলে মন্দির নির্ম্মাণার্থে সঞ্চিত ৬০০ টাকা ট্রষ্টী অভাবে কিরূপে ব্যয়িত হইবে?

৪। দ্বিতীয় সদস্যাভাবে, যদি মতিহারী ব্রাহ্মসমাজ ন্যায়তঃ সমাজ বলিয়া পরিগণিত না হয়, তাহা হইলে সমাজের নামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিনা মূল্যে যে পত্রিকা আসিয়া থাকে উক্ত ব্রাহ্ম মহাশয় তাহা গ্রহণ করিতে পারেন কি না?*

চাম্পারণ,
৮ই নবেম্বর ১৮৮০ সন।
শ্রীঃ—

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন,

গতবারের তত্ত্বকৌমুদীতে একখানি প্রেরিত পত্র পাঠ করিয়া আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। পত্রপ্রেরক, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের গণনা পত্রে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের সাক্ষর গ্রহণ নিতান্ত অবিধেয় বলিয়া বোধ করেন। তিনি তাঁহার তাদৃশ বিবেচনার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মগণকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তাঁহার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীর মীমাংসা করিতে আমি উপযুক্ত নহি। তাঁহার প্রশ্নাবলীর বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ তিনটী বিষয়ের মীমাংসা করিলেই যথেষ্ট। (১ম) কেশব বাবু ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ মনুষ্য এবং ঈশ্বরের মধ্যে মহাপুরুষদিগের আনয়ন দ্বারা মধ্যবর্ত্তীবাদ স্বীকার করেন কি না? (২য়) ব্রাহ্মের নব মত, নববিধান ও আদেশবাদ স্বীকার ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের বিরোধী কি না? (৩য়) কোচবিহার বিবাহে কেশব বাবুর সঙ্গী ব্রাহ্মগণ, ব্রাহ্মবিশ্বাস গোপন ও পৌত্তলিক বিশ্বাসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন কি না? এই তিনটী বিষয়ের বিচার দ্বারা যদি কেশব বাবু ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ দোষী বলিয়া স্থিরীকৃত হন, তাহা হইলে বরং তাঁহাদিগের সাক্ষর গ্রহণ না করিবার কথা উঠিতে পারে। বিচার করিতে হইলে অপক্ষপাতী হইয়া বিচার করা উচিত। সত্যের ন্যায় ব্রাহ্মের প্রিয় পদার্থ আর কিছুই নাই। আমি ত এই বুঝি, যে সত্য বলিব, তাহাতে লোকে স্বপক্ষই ভাবুক আর বিপক্ষই ভাবুক তাহা দেখিব না। বিচারক গণের বিচারের সুবিধা হইবে বলিয়া বিচার্য্য বিষয়

---

* আশা করি মতিহারি সমাজের সম্পাদক ইহার সদুত্তর দিবেন। ত, সং।

গুলিকে পূর্ব্বানুরূপ সাজাইয়া দিলাম। এক্ষণে বিচার করিতে হইলে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক পত্রিকাদি ও দর্শন করিতে হইবে। আমি ধর্ম্মতত্ত্ব ও মিরার প্রভৃতি হইতে কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, বিচারকেরা দেখুন দেখি, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণ মধ্যবর্ত্তীর সম্বন্ধে কি বলিতেছেন।

" নিরাকার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষদর্শন, তাঁহার কথা শ্রবণ আমাদিগের বিধানের বিশ্বাস লক্ষণ। প্রাণের ঈশ্বরকে প্রাণ হইতে দূরে রাখিয়া মনুষ্য বিশেষ, পুস্তক বিশেষ, ভাবান্তর, উপায়ান্তর বা সাধনান্তরকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া কেহ যে এ বিধানের লোক বলিয়া পরিচিত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১লা মাঘ, ১৮০১ শক।

" ঈশ্বর এবং সাধকের মধ্যে রেখা মাত্র ব্যবধান নাই।" ব্রহ্মমন্দিরে প্রতাপ বাবুর উপদেশ ৯ই ভাদ্র, ১৮০১।

" ঈশ্বর স্বয়ং বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের কর্ত্তা এবং গুরু। এই বিধানভুক্ত লোকেরা কোন মনুষ্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়া অথবা কোন মনুষ্যকে মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করা পাপ মনে করেন। ইহা সম্পূর্ণরূপে মূর্ত্তি পূজা ও মধ্যবর্ত্তীর বিরোধী। এই বিধানের প্রচারকেরা আপনাদিগের হৃদয়স্থ ঈশ্বরের আদেশানুসারে স্ব স্ব জীবনের কার্য্য সকল সম্পন্ন করেন। কেহই কোন মনুষ্যের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য দায়ী নহেন। প্রতি জনই ঈশ্বরের অধীন, সুতরাং পরস্পরের সম্পর্কে স্বাধীন। কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা ইহারা অধর্ম্ম মনে করেন।" ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা মাঘ, ১৮০১।

" অপরাপর ধর্ম্ম সম্প্রদায়গণ ঈশ্বরকে অনধিগম্য রাখিয়া ও তৎসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মহাত্মাগণকে তাঁহার স্থানে বসাইয়া অনধিগম্য ঈশ্বরকে অধিগম্য করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরকে অধিগম্য করিয়া মহাত্মাগণকে অনধিগম্য করিয়াছেন।" ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২।

" আমরা সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরকে অতি নিকটে আনয়ন করিতে চাই, কিন্তু পাপ প্রবণ মনুষ্য-হৃদয় তাঁহাকে দূরে রাখিয়া সাধুগণকে তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী করিতে যত্ন প্রকাশ করে। অবতার বাদ চিরদিন দুর্ব্বল মানবের মন আকর্ষণ করিয়াছে, এবং এ সময়ে যাঁহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদিগের কাহার কাহার মনে ঈদৃশ দুর্ব্বলতা একেবারে স্থান পায় না, একথা আমরা বলিতে পারি না। অবতার বাদে মনুষ্যের মনে আশু শান্তি হয়, আমরা বুঝি; কিন্তু শান্তি হয় বলিয়া কি অসত্য গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার আমরা কোন অর্থ বুঝি না।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই শ্রাবণ, ১৮০২।

" উপধর্ম্মবাদীগণ গুরু ও ধর্ম্ম পুস্তক হইতে জীবনের নীতি শিখিয়া থাকে, মানুষের উপদেশ শুনে। যে দিন হইতে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম, সেদিন হইতে সে পথ বন্ধ হইল। সুতরাং প্রতিবার ঈশ্বরের কাছে যাইতে হইল।" কেশব বাবুর ব্রহ্ম মন্দিরে উপদেশ, ২৩এ চৈত্র, ১৮০০ শক।

" সকলেই মহামান্য (একভাবের এক মহাজন) পরম ভক্তিভাজন, কিন্তু নহেন কেহ মধ্যবর্ত্তী স্বয়ংব্রহ্ম অবতার।" বিধান সংগীত।

We hope the calumny which has been assiduously circulated against the Brahmo Somaj of India of attempting to set up a mediator, has now been finally crushed. Theism can recognise no mediator between God and man. Its mission is to lead us directly to our father."

The Sunday Mirror. 7, Sep., 1879.

যাঁহারা এইরূপে পত্রিকায়, উপদেশে, সংগীতে মধ্যবর্ত্তীবাদকে আপনাদিগের বিশ্বাসবিরোধী বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছেন, যাঁহারা উক্তবিধ মত পোষণকে " পাপ প্রবণ " হৃদয়ের কার্য্য, " দুর্ব্বলতার " লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পত্র প্রেরক মহাশয় কিরূপে মধ্যবর্ত্তীবাদী বলেন, আমি বুঝিতে পারি না। এইরূপ অযথা অখ্যাতি প্রচারে ধর্ম্মহানি ও সমগ্র ব্রাহ্ম সমাজের ক্ষতি হয়।

ব্রাহ্মের ৩৯ মতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল সত্যের কোন বিরুদ্ধ বিশ্বাস নাই। ঐ ৩৯ মত আবার সকল ব্রাহ্মের অবশ্য বিশ্বাস্য মত নহে। উক্ত ৩৯ মত সম্বন্ধে কেহ কেহ অভিযোগ করিবার পর থিষ্টিক কোয়াটার্লি রিভিউ এর সম্পাদক মহাশয় যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা ঐ পত্রিকাতে অথবা ১৮৭৯ শালের ১২ই অক্টোবরের রবিবাসরীয় মিরার পত্রিকায় পাঠ করিলে বোধ হয় পত্রপ্রেরক মহাশয়ের যে আপত্তি আছে, তাহাও আর থাকিবে না। নব বিধানের মত অভিনব নহে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মবিধান যে নূতন বিধান, তাহা বিধাতার উপাসক ব্রাহ্ম মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কেশব বাবু আজ যাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন, পাঁচ সাত বৎসর পূর্ব্বেও তাহা বলিয়াছিলেন। নূতনত্ব জ্ঞানের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের প্রবলতা হইয়াছে। বিধানবাদ যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাসের বিরোধী, তাহা ত কেহই বলিতে পারেন না। আদেশবাদ ত সকল ব্রাহ্মেই বিশ্বাস করেন। বিবেক ও আদেশ একই পদার্থ। বিষয় ও কার্য্য প্রকার ভেদে দুইটী ভিন্ন নাম মাত্র। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত পুস্তক, পত্রিকা ও উপদেশাদি বিলক্ষণ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া আমার যেরূপ জ্ঞান হইয়াছে, আমি তাহাই লিখিলাম।

কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ পদ্ধতি যে নির্ম্মল [illegible] নাই, অধিকন্তু অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিয়া অত্যন্ত দুঃখ করিয়া থাকেন; ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণও স্বীকার করেন। তাঁহারা যে বিষয় (point) ধরিয়া ইহার পোষকতা করেন, তাহা স্বতন্ত্র। সুতরাং সেই বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে শেষ বিচার্য্য ও সিদ্ধ হইবে।

আমার বিবেচনায় তাঁহাদিগকে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম বলিয়া গণনা করা হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থাপনের যে উদ্দেশ্য কি, আশা করি, পত্রপ্রেরক মহাশয় তাহা স্বতন্ত্র ভাবে বুঝিবেন। অবশেষে সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি আমার এই বিনীত নিবেদন, পত্র খানি আগামী বারে তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিবেন। আমার এই পত্রের কোন অংশ প্রতিবাদ

যোগ্য হইলে, প্রতিবাদ করিবেন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু এ পত্র খানি প্রকাশিত না হইলে, পত্র প্রেরক মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মের মধ্যবর্ত্তী বাদা'দ স্বীকার সম্বন্ধে অপর সাধারণের যে অযথা সংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহা যে কেবল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ক্ষতিকর হইবে, এমন নহে, সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সমূহ ক্ষতি হইবে।

২২ এ অগ্রহায়ণ ১৮০২ — বিনয়াবনত, শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। মুঙ্গের।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ ই জানুয়ারি রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ১৩ নম্বর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

কার্য্যের তালিকা।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্য বিবরণ।

২। সম্পাদক ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের জন্য বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চেধুরী কর্ত্তৃক ২ টি প্রস্তাব।

৩। নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনের বিষয় বিবেচনা।

৪। সভ্য নিয়োগ।

৫। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮০ — শ্রীমোহিনীমোহন বসু সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

তত্ত্বকৌমুদীর গ্রাহকদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে এবং বার বার পত্র লিখিয়া ও বিজ্ঞাপন দিয়াও মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গেল না, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাদিগের নিকট পত্রিকা প্রেরণে ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অন্ততঃ এক বৎসরের মূল্য পাঠাইলে পত্রিকা পুনঃ প্রেরিত হইবে।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৪৲ ডাকমাশুল ।৶০। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। — শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ বিল্‌ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

দীপ্তশিরার অভিষেক।

সরল পদ্য প্রার্থনা পূর্ণ এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে অত্যন্ত আদরের বস্তু ছিল। অনেক দিন ইহা অপ্রাপ্য হওয়াতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। যাঁহাদিগের প্রয়োজন হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন। মূল্য ১০ আনা মাত্র।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা	১০
জাতি ভেদ	১১০
পরকাল	/০
ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায়	/০

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ৩১ শ্রাবণ। — শ্রীঅবিনাশ চট্টোপাধ্যায়। সহঃসম্পাদক।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল।
Channing's Complete works	১॥০	৶০
Practical Sermons	৸০	।০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	/০
Perfect Life	১৸০	৶০
Morning & Evening meditations	১৸০	৶১০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১৲	/১০
সঙ্গীত-হার (বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	।০	১০
সুরুচীর কুটীর	॥০	১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/০	১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	১০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	১০

১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদী ৩রা পৌষ প্রকাশিত হইল।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, December 1880.

[পাক্ষিক পত্রিকা]।

৩য় ভাগ। ১৭ শ সংখ্যা। | ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩, প্রতি খণ্ড নগদ ৵০

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! আমাদের যথাশক্তি যথাবুদ্ধি তোমার কার্য্য সাধনে রত থাকিয়া সম্বৎসর অতীত প্রায় হইল। আমাদের প্রিয় উৎসব সম্মুখে আগত প্রায়, এই সময়ে বিশেষ ভাবে উৎসুক অন্তরে তোমার মুখ চাহিয়া আশা করিতেছি। সাধু যাহার সংকল্প তুমি তার সহায় এই বাক্যে আমরা সমুদায় প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি। এই উৎসবে যেন তোমার প্রেমের বন্যাতে আমরা প্লাবিত হই। তোমার পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ভাই ভগিনী যিনি যেখানে পড়িয়া আছেন, তুমি সকলের হৃদয়কে এই সময়ে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ কর। আমাদের সকল ঘরে আনন্দধ্বনি উত্থিত হউক। আমরা তোমার সেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া সমুচিতরূপে কার্য্য করিতে পারি নাই। আমরা বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম সম্বন্ধে হীন। তুমি তাহা জান কিন্তু আশা এই, প্রাণগত বিশ্বাস এই, তোমার চরণাশ্রয় করিয়া যাহারা পড়িয়া থাকে, যাহারা নিজের বা নিজ দলের গৌরবের দিকে না দেখিয়া সত্যের গৌরব ও তোমার গৌরবের দিকেই দৃষ্টি করে, তুমি তাহাদিগকে অসহায় রাখ না। তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর; যেন আমরা তোমার ও সত্যের গৌরবকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং প্রার্থনীয় জ্ঞান করিতে পারি। তোমার কৃপার উপর সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর করিতে শিক্ষা করি। সত্যের অপলাপ, অসত্যের প্রচার, পরগুণের অপলাপ বা আত্মগুণের শ্লাঘা, দলাদলির বিষময় ফলস্বরূপ এই সকল অপরাধ হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। যদি প্রকৃতির দুর্ব্বলতা, শিক্ষা ও ধর্ম্মভাবের ত্রুটী নিবন্ধন অজ্ঞাতসারে কখনও এই সকল পাপে পতিত হই, আমাদের চক্ষু খুলিয়া দিও এবং এই অপরাধ হইতে মুক্ত করিও। প্রভো তোমার দাসী এই তত্ত্বকৌমুদীকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন ইহা সত্য ও প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচারে সমর্থ হয়। ইহাতে যাহা কিছু লিখিত হইবে যেন অন্তরের সরল বিশ্বাস হইতে লিখিত হয়। ইহার প্রত্যেক পংক্তি যেন তোমার কৃপার সাক্ষ্য দেয়; ইহার উক্তি সকল যেন পাঠকের অন্তরে ধর্ম্মভাব বহনে সমর্থ হয়। ইহার লেখক ও পাঠকগণ তোমার দ্বারা পরিচালিত হউন।

ব্রাহ্মসমাজকে দুই শ্রেণীর লোক দুইটী রত্ন দিয়াছেন। ব্রাহ্মদিগের ভক্তি ভাজন প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুগণ ইহাকে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ও ঈশ্বরের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন শিক্ষা দিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার বন্ধুগণ ইহাকে প্রার্থনা শীলতা ও ঈশ্বর সেবার শিক্ষা দিয়াছেন। একটীকে আমরা প্রাচীন হিন্দুভাব, এবং অপরটীকে খ্রীষ্টীয় ভাব বলিতে পারি। ব্রাহ্ম মাত্রেরই উক্ত উভয় ভাব রক্ষার নিমিত্ত সযত্ন হওয়া উচিত। দৈনিক উপাসনা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য হওয়া উচিত। উক্ত সময়ে আমরা ধ্যান পরায়ণ হইয়া, সংসারের কোলাহল হইতে অবসৃত হইবার চেষ্টা করিব; এবং যতক্ষণ না অন্তরে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হয় ততক্ষণ মুদ্রিত নয়নে, ব্রহ্ম জ্যোতির অনুসরণ করিব। চিত্ত যখন একান্ত হইবে, উত্তেজনা যখন নিবৃত্ত হইবে, প্রাণ যখন একোটিলগ্ন হইবে, আত্মা যখন ব্রহ্ম সহবাসে নিমগ্ন হইয়া আপ্যায়িত হইবে, তখন ধ্যানের ফল ফলিল বলিয়া মনে করিব। অপর দিকে, কার্য্যালয়ে, রাজপথে, পরিবার মধ্যে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের সময় প্রার্থনাশীল হইয়া সকল কার্য্য করিব। এই উভয় ভাবের প্রতি ব্রাহ্মমাত্রেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই আবশ্যকতা আমরা নিজ নিজ জীবনে গভীররূপে অনুভব করিয়াছি; সেই জন্যই এই পরামর্শ দিতেছি। জগদীশ্বর! তুমি ব্রাহ্মদিগকে সজাগ কর। ব্রাহ্মসমাজের হস্তে যে গুরুতর [illegible] ব্রাহ্মদিগের জীবন তদনুরূপ কর।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থলে সচরাচর পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই দিক হইতে বায়ু বহিয়া থাকে। সাধারণ লোকের সংস্কার, পূর্ব্ব দিকের বায়ু অস্বাস্থ্যকর এবং পশ্চিমের বায়ু স্বাস্থ্যজনক। এই জন্য বুদ্ধিমান গৃহস্থ মাত্রে বাড়ী নির্ম্মাণের সময়, পশ্চিম দিক খুলিয়া রাখে। তদ্দ্বারা গৃহের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। ব্রাহ্মবন্ধু চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার ও আত্মার দুই দিক আছে। সংসারের দিক হইতে যে বায়ু আসে, তাহা সকল সময় স্বাস্থ্যকর নয়, কিন্তু স্বর্গের দিক হইতে যে বায়ু আসে, তাহা তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অএতব স্বর্গের দিকে তোমার

আত্মার যে দ্বার ও গবাক্ষ সকল আছে তাহা অন্ততঃ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে একবার করিয়া খুলিয়া দিও। তদ্ভিন্ন তোমার আত্মার স্বাস্থ্য থাকিবে না। অলঙ্কার বিহীন ভাষাতে বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, উপাসনাই আমাদের আত্মার স্বর্গের অভিমুখীন দ্বারের ন্যায়। এই দ্বার দিয়া পরমেশ্বরের পবিত্রভাব বায়ু আমাদের আত্মাতে প্রবিষ্ট হয়। অন্ততঃ প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ব্রাহ্ম মাত্রেরই এই দ্বার খোলা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপাসনা রূপ দ্বার যদি বন্ধ হয়, বায়ুর গতায়াত বন্ধ করা হয়। নিতান্ত সবল প্রকৃতি লোক ভিন্ন কেহই এই দূষিত ও বন্ধ বায়ু ব[illegible]ভাগ করিয়া সুস্থ থাকিতে পারে না। এই পত্রিকা যাঁহার হস্তে পড়িবে তিনি যদি ব্রাহ্মধর্ম্মকে বাস্তবিক ভাল বাসেন, যদি বাস্তবিক মুক্তি-প্রার্থী হন, যদি তিনি বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রসাদের আকাঙ্ক্ষী হন, তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরোধ এই, তিনি যদি অদ্যাপি ঈশ্বরের নিয়মিত উপাসক না হইয়া থাকেন, আর বিলম্ব করিবেন না। সাধুগণ যে রাজ্যে আধ্যাত্মিক রত্ন সকল কুড়াইয়া পান, সে রাজ্য এই উপাসনার রাজ্য। ব্রহ্ম জ্যোতিতে চক্ষু জ্যোতিষ্মান না হইলে মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক সত্য দর্শনে সমর্থ হয় না।

একটী শিশু নিজের খেলার ঘর বাঁধিতেছে। যেই তাহার ক্ষুদ্র হস্তে ইষ্টক প্রস্তর কাষ্ঠ প্রভৃতি আহরণ করিয়া একটু বাঁধিয়া তুলিতেছে, অমনি কয়েক জন দুর্বৃত্ত সবলকায় বালক তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এইরূপ যতবার গড়ে ততবার ঐ সকল দুর্বৃত্ত বালক ভাঙ্গিয়া দেয়। একবার ভাঙ্গিয়া দিল শিশুটী তাহাদের প্রতি কোপদৃষ্টি করিয়া আবার স্বকার্য্য আরম্ভ করিল; আবার ভাঙ্গিয়া দিল, শিশু এবার বিশেষ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তিরস্কার আরম্ভ করিল। তৃতীয়বার ভাঙ্গিয়া দিল, শিশুটী তাহাদিগকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। চতুর্থবার ভাঙ্গিয়া দিল, তখন শিশু আপনাকে অসহায় জানিয়া মা! মা! করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যেই মায়ের নাম করা, অমনি সেই সকল দুর্বৃত্ত বালক আর সেস্থানে নাই। মাতা উপস্থিত হইয়া দেখেন সন্তানের শত্রুগণ পলায়ন করিতেছে। তেমনি ব্রাহ্ম! তুমি আমি যে চরিত্রের ঘর বাঁধিতেছি রিপুগণ তাহা বার বার ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এত সংকল্প, এত প্রতিজ্ঞা কিছুই স্থির থাকিতে দিতেছে না। একবার একটী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল, অমনি একটি রিপুর প্রতি কোপদৃষ্টি করিলাম, "কি? আমার কার্য্য তুমি ভাঙ্গিয়া দেও, দেখিব তুমি কেমন কাম, দেখিব তুমি কেমন ক্রোধ"। কিন্তু রিপুকুল আমাদের চক্ষের রক্তিমা দেখিয়া ভয় করে না। তাহারা একজনকে বড় ভয় করে। তিনি আমাদের জননী। তাঁহার নাম যতক্ষণ না করিব ততক্ষণ ইহাদের হস্তে নিস্তার নাই। একবার মা! মা! করিয়া কাঁদিয়া দেখ আর তাহাদের উদ্দেশ পাইবে না। ইহা কেবল অলঙ্কার নহে, প্রার্থনাশীল না হইয়া যাঁহারা প্রতিজ্ঞার বলে রিপু দমন করিতে যান, তাঁহাদের সে প্রয়াস অনেক সময় রেণু-নির্ম্মিত সেতুর ন্যায়। হে ব্রাহ্ম! যদি বাস্তবিক সাধু হইতে চাও ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। ইহা প্রত্যেক উপাসকের ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষিত সত্য।

সম্প্রতি মুদিয়ালী সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই সমাজটী নববিধানের অন্তর্গত। আমাদের এক জন পত্রপ্রেরক উৎসব স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কয়েকটী বিষয় দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ জগজ্জননীর অষ্টোত্তর শত নাম, বলিয়া একটী স্তোত্র রচিত হইয়াছিল, যাহাতে জগদীশ্বরকে, রক্ষাকালী, নৃত্যকালী, গৌরস্বরূপা, শীতলা, অসংখ্য মূর্ত্তিধারিণী প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পত্রপ্রেরক দেখিয়াছেন যে উপাসনান্তে নববিধানপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন যখন বাহিরে আসিলেন, তখন এক জন তদীয় শিষ্য তাঁহার চরণে অবনত হইয়া প্রণিপাত করিলেন। পত্রপ্রেরক মনে করেন যে এতদ্দ্বারা অভ্রান্ত গুরুবাদ স্বীকার করা হইয়াছে। এবং এতৎসম্বন্ধে আমাদের মত জানিতে চাহিয়াছেন। প্রথমটীর বিষয়ে আমাদের মত এই, পরমেশ্বরকে যাঁহারা পৌত্তলিক দেব দেবীদিগের নামে সম্বোধন করেন, তাঁহারা যে মনে মনে পৌত্তলিকতাকে আশ্রয় করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু এতদ্দ্বারা দেশ মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত হইবে। পৌত্তলিক ধর্ম্মে যাঁহাদের আস্থা আছে, অথবা কোন প্রকারে পৌত্তলিকতাকে রক্ষা করিবার জন্য যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহারা মনে করিবেন, পৌত্তলিকতার মধ্যে যদি কোন গূঢ় তাৎপর্য্য ও গভীর অর্থ না থাকিবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মেরা এত দিন পরে ঐ সকল নামের এত আদর করিবেন কেন? কোথায় আমাদের যত শক্তি আছে, সমুদায়ের সহিত বলিব একমাত্র নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন মুক্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই; কোথায় আমরা পৌত্তলিকদিগকে বলিব তাঁহাদের পৌত্তলিকাতে মানবের মুক্তি নাই; না, আমাদের আচরণে তাঁহারা এই বুঝিবেন যে তাঁহাদের পৌত্তলিকতার প্রতি আমাদের আপত্তি নাই। অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমাদের ত পৌত্তলিকতার প্রতি বিশেষ আপত্তি, এবং যাহাতে ইহার প্রতি লোকের বিদ্বেষ জন্মে, সেরূপ উপায় অবলম্বন উচিত মনে করি। এরূপ জনশ্রুতি চৈতন্য স্বয়ং নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু আর এক অর্থে রাধাকৃষ্ণ শব্দ ব্যবহার করিতেন। যদি তাহা সত্য হয়; তাঁহার শিষ্যগণ কি সেভাব রক্ষা করিয়াছেন? অপর দিকে মহম্মদ পাছে পরমেশ্বরে পৌত্তলিক ভাব আরোপ হয় এজন্য ঈশ্বরকে পিতা বলিয়াও সম্বোধন করিতেন না। পৌত্তলিকতার ভয়ে তাঁহার শিষ্যদিগের ভজনা মন্দিরে কোন প্রকার মূর্ত্তি বা ছবি রাখিতে কিম্বা উপাসনার মধ্যে সংগীতাদি ব্যবহার করিতে নিষেধ আছে। তাহারও ফল সকলে দর্শন করুন। মুসলমানগণ অনেক ভ্রমের কার্য্য করিয়াছেন, কিন্তু পৌত্তলিকাতে কখনও পতিত হন নাই। যদি নববিধানী বন্ধুদিগের এরূপ

প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, যে তাঁহাদের ধর্ম্ম পৌত্তলিকতাতে পরিণত হইলেও ক্ষতি নাই, তবে তাঁহারা এরূপ করিতে পারেন, আমাদের কিন্তু এরূপ আচরণের প্রতি সমূহ আপত্তি আছে।

পত্রপ্রেরকের দ্বিতীয় আপত্তিটীর বিষয়ে বক্তব্য এই, যাঁহার প্রতি ভক্তি আছে, তাঁহার চরণে প্রণত হওয়া এদেশের প্রথা। এতদ্দ্বারাই কোন ব্যক্তিকে অভ্রান্ত গুরু বলা হয় না। অপরের মনের ভাব জানি না, আমাদের মনের ভাব এই, চরণে প্রণত না হইলে যে ভক্তি প্রকাশ হয় না, কিম্বা প্রণত হইলেই যে বড় ভক্তি প্রকাশ হয়, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। একজন চরণে প্রণত না হইয়া যদি সমীপে দাঁড়াইয়া সহাস্য বদনে ও প্রফুল্ল নয়নে অভ্যর্থনা করেন, তাহা আমাদের হৃদয়ের পক্ষে অধিক মধুর বোধ হয়। মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাবে মিলন, ইহাই ঈশ্বরাভিপ্রেত। চরণে পতিত হওয়া, বা চরণধূলি লওয়া এসকল প্রথা ব্রাহ্ম-সমাজ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া উচিত নয়। নববিধানের শিষ্যদিগের অনেকে যে নববিধান পতিকে অভ্রান্ত গুরু বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহার অনেক লিখিত প্রমাণ আছে। পত্র প্রেরক সেই সকল প্রদর্শন করিতে পারিতেন। নব-বিধানের মধ্যে অনেক সরল, সত্যপ্রিয় ও ধর্ম্ম পিপাসু লোক আছেন, তাঁহারা কি এই সকল আচরণের মধ্যে নিষিদ্ধ কিছু দেখিতে পান না? ইহাতে বোধ হয়, আপ-নাদের ধর্ম্মভাবের চরিতার্থতা ব্যতীত সমাজের কল্যাণ অক-ল্যাণের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই। জগদীশ্বর তাঁহাদের অন্ধ ভক্তিকে সুপথ প্রদর্শন করুন।

কিরূপ লোক দেখিলে ভক্তি না করিয়া থাকা যায় না, তাহা জান? (১ম) যাঁহার সত্য ও সাধুতার প্রতি গাঢ় নিষ্ঠা; অর্থাৎ সত্য বা সাধুতার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে এরূপ সন্দেহ জন্মিলে, যাঁহার মন কোন ক্রমেই আর সে পথে অগ্রসর হইতে পারে না। (২য়) সদনুষ্ঠান যাঁহার আত্মার পক্ষে পরম মিষ্ট পদার্থ; তাহাতে তিনি যত সুখী হন, এরূপ আর কিছুতেই নহে; (৩য়) সদনুষ্ঠান করিতে গিয়া যিনি আপনার পৌরুষ বা যশের কথা একেবারেই ভুলিয়া যান। (৪র্থ) মহৎ সংকল্পের অনুসরণে যাঁহার পরিশ্রান্তি নাই। আমাদিগের মধ্যে এরূপ সাধুতা জন্মিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। জগদীশ্বর করুন ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক।

ব্যাধ একটী পক্ষীকে কোটর হইতে ধরিয়াছে। পক্ষিটী তাহার হস্তে ধৃত হইয়া রহিয়াছে, মুক্ত হইবার জন্য কত প্রয়াস পাইতেছে, দুর্ব্বল চঞ্চুপুটে বার বার তাহার পাষাণ-নির্ম্মিত হস্তে আঘাত করিতেছে। ব্যাধের সে দিকে দৃষ্টিই নাই। সে স্বচ্ছন্দে আর এক জন লোকের সহিত আলাপ করিতেছে। পক্ষির চঞ্চুদ্বয় পরিশ্রান্ত হইল, তথাপি ব্যাধের সে বিষয়ে মনোযোগ নাই। তাহার হস্ত কি লৌহের হস্ত!! ঈশ্বরের হস্ত এইরূপ লৌহের হস্ত। জগতে তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে, আমরা তাঁহার নিয়ম ও শাসনের মধ্যে পড়িয়া কতই আর্ত্তনাদ করিতেছি, দুর্ব্বল চঞ্চুপুটে তাঁহার হস্তে আঘাত করিতেছি। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা অবাধে কার্য্য করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছা রেখা মাত্র বিচলিত হইতেছে না। প্রকৃত বীর যিনি তিনিও এ জগতে এইভাবে কার্য্য করেন। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করেন, তাহা সাধনে কুণ্ঠিত হন না। কেহ হয়ত কাঁদে, কেহ আর্ত্ত-নাদ করে, কেহ আঘাত করে, তিনি কিন্তু ধীর থাকিয়া স্বকর্ত্তব্য পালন করেন। অবশেষে পক্ষী যেমন ক্লান্ত হইয়া নিরস্ত হয়, তেমনি প্রথমে যাহারা ধর্ম্মবীরের প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিবার চেষ্টা করে, পরে তাহারাই পরাস্ত হয়। সম্পূর্ণরূপে কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতে হইলে, অধ্যবসায় সাহস, ও নির্ভরের নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের অনেকের চরিত্রে এ গুলির বিশেষ অপ্রতুল।

ব্রাহ্মগৃহস্থের কর্ত্তব্য।

দেশ মধ্যে আমরা কি ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিব? আমরা লোকদিগকে কি কেবল এই কথা বলিব, আমরা পৌত্তলিকতা মানি না, জাতিভেদ স্বীকার করি না; কোন প্রকার কুসংস্কার পোষণ করি না; সামাজিক কুরীতির অনুসরণ করি না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেবল এভাবে লোকের নিকট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য নয়? আমরা দেখাইব যে আমাদের দৈনিক জীবন, আমাদের পারিবারিক সমুদায় কার্য্য, আমাদের সামাজিক সমুদায় রীতি নীতি এক মাত্র পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনারূপ পরমধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা পারিবারিক বা সামাজিক যে কিছু কার্য্য করিব তাহা তাঁহারই নাম করিয়া করিব। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে একটী পারি বারিক অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি অনেকেই পাঠ করিয়া সুখী হইবেন।

গত ১৪ ই পৌষ মঙ্গলবার আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটী নূতন বাটীর ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে কয়েক জন বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়া তৎ-পূর্ব্বদিবস কৃষ্ণগঞ্জে গমন করেন। নব গৃহটী উক্ত স্থানে নির্ম্মিত হইতেছে। মঙ্গলবার প্রাতে শশিপদ বাবু সপরিবারে ও সবান্ধবে ভিত্তি স্থাপন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তৎ-পূর্ব্ব দিবস পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে এই শুভানু-ষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সুতরাং প্রাতঃ সূর্য্যের উদয় না হইতে হইতে অনেক গুলি ভদ্র লোকও একে একে অনুষ্ঠান স্থলে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে স্থানটীতে বহু সংখ্যক দর্শক সমাগত হইলেন। ভিত্তি স্থাপ-নের স্থানটী খনন করা হইলে শশি বাবু সপরিবারে ভক্তি ভাবে তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। অপরাপর দর্শকগণ

চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে সংগীত আরম্ভ হইল। সংগীতান্তর উক্ত অনুষ্ঠানের আচার্য্য সমাগত গ্রাম বাসিদিগের নিকট তাঁহাদের গ্রামে গৃহ নির্ম্মাণের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর নিম্ন লিখিত মর্ম্মে প্রার্থনা করা হইল :—

"সর্ব্ব সাক্ষি পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর! অদ্য তোমার পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক এই গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে, কৃপাময় তুমি এই শুভ অনুষ্ঠানের উপর তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।" তদনন্তর ব্রাহ্মেরা সকলে সমস্বরে "বলিহারি তোমারি" এই সংগীত করিলেন।

সংগীতান্তর শশিপদ বাবু কর্ত্তৃক লইয়া এক খানি ইষ্টক গ্রথিত করিলেন, তৎপরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী তৎপার্শ্বে সেই ভাবে আর এক খানি ইষ্টক স্থাপন করিলেন। পিতা মাতার কার্য্য শেষ হইলে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র তদুপরি আর এক খানি ইষ্টক স্থাপন করিলেন। এইরূপ মধ্যম ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র দুটীও প্রত্যেকে এক এক খানি ইষ্টক স্থাপন করিলেন। সর্ব্বশেষে তিন বৎসর বয়স্কা একটী কন্যা পিতার আদেশে সেই গ্রথিত ইষ্টকোপরি পুষ্পমালা স্থাপন করিয়া কার্য্যকে সম্পূর্ণতা প্রদান করিল। অবশেষে যাঁহার প্রতি সেই অনুষ্ঠানের আচার্য্যের ভার ছিল, তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী উপদেশ প্রদান করিলেন।

অদ্য অষ্টাদশ শততম দ্বি শকাব্দে, দ্বাদশ শত সপ্তাধিক অশীতি বঙ্গাব্দে, সৌর পৌষ মাসের চতুর্দ্দশ দিবসে, মঙ্গলবাসরে পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের নামে ঐ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ব্রাহ্ম গৃহস্থের প্রতি এই আদেশ আছে "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাত্তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ। যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বিত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন, যে কোন কর্ম্ম করুন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।" তদনুসারে আমরা অদ্য আমাদের পরমারাধ্য গৃহদেবতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলাম। লোকে যেমন ফলের আশা করিয়া বৃক্ষের বীজ বপন করে, সেইরূপ এই দম্পতী এই গৃহের মধ্যে সুখে ও শান্তিতে বাস করিয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে সমর্থ হইবেন, এই আশা করিয়া এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলেন; সমাগত সকলে প্রার্থনা করুন, যে তাঁহাদের এই আশা পূর্ণ হউক। প্রাচীন কালের পিতৃপুরুষগণ পরিবার পরিজন প্রভৃতিকে মানবের ধর্ম্ম সাধনের পরম অন্তরায় স্বরূপ বিবেচনা করিতেন। যাঁহার যত ধর্ম্মের দিকে গতি হইত, তিনি তত সংসার হইতে অবসৃত হইতেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস অন্য প্রকার। আমরা পরিবারকে মানবের ধর্ম্মের একটী প্রধান ক্ষেত্র মনে করি। আর কেন মনে করিব না? যেখানে পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রীতি, যেখানে জননীর নিঃস্বার্থ বাৎসল্য, যেখানে পিতার অকপট স্নেহ, যেখানে সন্তানদিগের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি, এবং ভ্রাতা ভগিনীর অকৃত্রিম প্রণয়, সেস্থানের ন্যায় ধর্ম্মের রমণীয় স্থান কোথায় আছে? ঐ যে ক্ষুদ্র শিশুটী জননীর ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে, ঐ শিশুর মুখে নিষ্কলঙ্ক হাস্য এবং ঐ জননীর প্রাণে নিরুপম স্নেহ যিনি দিয়াছেন তিনি কি নিজ স্নেহের পরিচয় প্রদান করেন নাই? ইহার মধ্যে কি তাঁহার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই? প্রভাত কালে বৃক্ষপত্রে যদি একটী শিশির বিন্দু পতিত হয় এবং তাহার ভিতর যদি নবোদিত সূর্য্যের বিমল রশ্মি প্রতিফলিত হয়, তাহার যেরূপ শোভা, ঐ মাতার হৃদয়াধারে যে পবিত্র স্নেহ বিন্দু রহিয়াছে, তাহার ভিতর কি ব্রহ্মের মুখজ্যোতি সেইরূপে প্রতিফলিত দেখা যাইতেছে না? পরমেশ্বর কি মাতা দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন না, যে তিনি জগন্মাতা! এবং ঐ জননীর স্নেহ দৃষ্টির ন্যায় তাঁহারও স্নেহ দৃষ্টি কিআমাদের উপর পতিত নহে? নির্ব্বোধ পিতা সন্তানকে শিক্ষা দিবার সময় তাহার শিক্ষাকে অপ্রিয় করিয়া ফেলেন। বুদ্ধিমান পিতা বালককে শিক্ষা দিবার সময় তাহার শিক্ষাকে তাহার আমোদের বস্তু করিয়া দেন। আমাদের পরম পিতা কেমন সুচতুর! তিনি আমাদেরই হৃদয় মনের শিক্ষার জন্য আমাদিগকে পারিবারিক বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছেন, অথচ আমাদিগের দ্বারা তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য সকল সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। যখন পত্নী পতির পার্শ্বে বা সন্তানগণ পিতামাতার ক্রোড়ে আসিতেছেন, তখন তাঁহারা জানিতেছেন না যে তাঁহারা সেই প্রভুরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছেন। তাঁহারা অজ্ঞাতসারে পরম প্রভুর কার্য্য করিতেছেন, অথচ আপনাদিগকে পরম সুখী জ্ঞান করিতেছেন। এমন চতুর শিক্ষক আর কে? সংসার মধ্যে যাঁহার এইরূপ বিচিত্র লীলা, এই গৃহের ভিত্তি আমরা অদ্য তাঁহারই নামে স্থাপিত করিলাম। এই গৃহের পরিজনদিগকে তিনি সুখ শান্তিতে রক্ষা করুন।

শশিপদ বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর প্রতি।— অন্তরের শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু! ও প্রীতিভাজন ভগিনি! অদ্য তোমরা অনেক আশা করিয়া এই গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিলে, ঈশ্বর করুন তোমাদের সেই সকল আশা পূর্ণ হউক। তোমরা একাকী এই বন্ধু বিহীন স্থানে বাস করিবে। যদি তোমরা বাস্তবিক ঈশ্বরের অনুগত হও তোমাদের বন্ধু বান্ধবের অপ্রতুল থাকিবে না। জগদীশ্বর তোমাদিগকে যে সকল সদ্‌গুণে ভূষিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের আশা হয়, যে তোমাদের জীবনে ও তোমাদের এই গৃহে পবিত্র ধর্ম্মের গৌরব রক্ষিত হইবে। এই যে গ্রামে তোমরা নতন আসিয়া বাস করিতেছ, দেখিও তোমাদিগের দ্বারা যেন এই গ্রামের সুখ বৃদ্ধি হয়, যেন এখানে ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ হয়। ঐ যে একখানি ইষ্টকের উপর আর একখানি ইষ্টক দিয়া ভিত্তি গ্রথিত করিলে, এরূপ যাহাতে গৃহের মধ্যে পুত্র কন্যার অন্তরে পরিবার পরিজনের প্রাণে ধর্ম্মভাব স্তরে স্তরে গ্রথিত হয় সেবিষয়ে সযত্ন থাকিবে। জগদীশ্বর করুন এই স্থানে যে গৃহ নির্ম্মিত হইবে তাহা যেন সুখ শান্তির আলয় হয়।

পুত্রদিগের প্রতি। শ্রীমান্ সত্যপ্রকাশ! শ্রীমান্ স্বপ্রকাশ! শ্রীমান্ রাজকুমার! তোমরা যে কার্য্যের জন্য

পিতা মাতার সহিত এখানে আসিয়াছ, তাহা কেমন গুরুতর কার্য্য তাহা অনুভব কর। তোমরা এখানে একটী ঘর নির্ম্মাণ করিবে সেই ঘরে তোমরা সপরিবারে থাকিবে। তোমাদের পিতা মাতা এই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিবার সময় তোমাদের মুখ চাহিয়া কত আশা করিতেছেন, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ? এই পরিবারের সুখ দুঃখ কতদূর তোমাদের উপর নির্ভর করে তাহা কি অনুভব করিতেছ? তোমরা যদি সৎ হও, সাধু হও, ধার্ম্মিক হও, একদিকে পিতা মাতার প্রাণে আনন্দ ধরিবে না, অন্যদিকে এ গ্রামের সকল লোকও এই গৃহের প্রশংসা করিবে। লোকে বলিবে " দেখ ওই খানে যারা বাড়ী করিয়াছে তাহাদের ছেলেগুলি বড় সৎ " উহাদিগকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।" আর যদি তাহার বিপরীত হও, এই এই ঘর লোকের ঘৃণার বস্তু হইবে। সাবধান! অনেক আশা করিয়া যে ঘর নির্ম্মিত হইবে, তাহাকে সেন লোকের চক্ষে ঘৃণিত করিও না। এই যে তোমাদের পিতা মাতা নিকটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ইহাঁদের সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর। ইহাদের ন্যায় সচ্চরিত্র ও ঈশ্বর পরায়ণ হও। তোমরা সপরিবারে এই ঘর আলোকিত করিয়া বাস কর, আমরা শুনিয়া সুখী হই। তোমরা এখনও বালক, জগদীশ্বর তোমাদিগের জীবন পথের সঙ্গী হইয়া তোমাদিগকে চিরদিন রক্ষা করুন।

অনন্তর পুনরায় একটি প্রার্থনা হইলে, সকলে সমস্বরে একটী সংগীত গাইয়া অনুষ্ঠান সাঙ্গ করিলেন।

সর্ব্বশেষে সমাগত পল্লীস্থ বালকদিগকে মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতুষ্ট করা হইল। সমাগত ভদ্রলোকেরা এই ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিতে করিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার।

ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে সত্যরূপে প্রতীতি করা কি বড় সহজ ব্যাপার! যখন এই বিশ্বাস জাগ্রত প্রীতির আকার ধারণ করে, তখন মানবের ধর্ম্মজীবন আপনা আপনি গঠিত হইতে থাকে। মনুষ্য যত দিন সাক্ষাৎ ও অব্যবহিতভাবে প্রীতির চক্ষে পরমেশ্বরকে দেখিতে সমর্থ না হয়, তত দিন তিন প্রকার বিপদে পতিত হয়। (১ম) বিপদ শাস্ত্র, (২য়) বিপদ গুরু, (৩য়) বিপদ কর্ম্ম। কেহ যেন মনে না করেন, আমরা সকল শাস্ত্রের বা সকল সাধুর অনাদর করিতে বলিতেছি। আমাদিগের বক্তব্য এই, ধর্ম্মজগতে কতকগুলি দুর্ব্বলচিত্ত লোক দেখা যায়, তাহারা শাস্ত্র, গুরু ও কর্ম্ম এই তিনটীকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। হয়ত একখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছে, তাহা পাঠ করাকেই পরম ধর্ম্ম ও তাহার আদেশ পালনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিয়া থাকে। সে শাস্ত্র খানি কাড়িয়া লইলে তাহারা একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে, আর গতি থাকে না। কেহ কেহ কোন ব্যক্তিবিশেষকে একমাত্র পথপ্রদর্শক করিয়া বসিয়া আছে। যাহা কিছু সত্য তাঁহার দ্বারা পাইব, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া নিজের আত্মচিন্তা ও সত্যান্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া আছে। গুরুর দোষগুণ বিচারের শক্তি নাই, গুণের ন্যায় দোষ সকলও গ্রহণ করিয়া বসিতেছে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক ধর্ম্মের কতক গুলি বাহ্য অনুষ্ঠানকেই সর্ব্বস্ব বলিয়া ধরিয়াছে। সেই গুলির আচরণ করিয়াই আপনাদিগকে পরম পুণ্যবান মনে করিতেছে। যদি এই ত্রিবিধ ভ্রমের মূলে প্রবিষ্ট হওয়া যায়, দেখিতে পাওয়া যাইবে, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে না পাওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া যাহারা প্রতীতি করেন, তাঁহারা কখনই এরূপ ভ্রমে পতিত হন না। অনন্ত সত্যের খনি যিনি তাঁহার সহিত যদি একবার যোগ হয়, তাহা হইলে কে আর এক খানি ক্ষুদ্র মনুষ্য রচিত গ্রন্থের উপর পরিত্রাণের জন্য নির্ভর করিতে পারে? কেবা সামান্য মানবের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতে পারে? ঈশ্বর সহবাসের নিকট এ সকল অতি সংকীর্ণ বলিয়া মনে হয়।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় গুণ এই, যে ইহা মানব হৃদয়ে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় কার্য্য করিতে থাকে। পাপ প্রবৃত্তি সকল তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়। ব্রহ্মের প্রকৃত উপাসক যে দ্বিজত্ব লাভ করেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের এমনি শক্তি যে তাহা হৃদয় রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত করে। পুণ্য স্পৃহনীয় বস্তু হয় এবং পাপ নিতান্ত ঘৃণিত পদার্থ হইয়া পড়ে; বিশ্বাসাগ্নি প্রাণের মধ্যে সর্ব্বদা জ্বলিতে থাকে; অন্তরের সকল প্রকার আবর্জ্জনা একে একে ভস্মীভূত হইয়া যায়। দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা ও প্রভূত সাহস আপনা আপনি অন্তরে উদিত হয়; চরিত্রের তেজ ও দীপ্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং অন্যায় ও অধর্ম্ম আত্মার ত্রিসীমার মধ্যে আসিতে সাহসী হয় না।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা তাঁহার প্রতি অকপট প্রীতি জন্মিলে চিত্ত আপনা আপনি উদারতা প্রাপ্ত হয়। তিনি যেখানে যে সত্য সঞ্চিত করিয়াছেন সে সমুদায় নিজস্ব বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে। কোন সম্প্রদায় বা কোন সাধুর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ থাকে না। সকলের সদ্গুণ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়।

ঈশ্বরের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ যোগ হইবে, তিনি নিশ্চয় ব্রাহ্মধর্ম্মের এই তিনটী মহৎভাব প্রাণের মধ্যে বিশেষরূপে অবলম্বন করিবেন। (১ম) স্বাধীনতা (২য়) পবিত্রতা (৩য়) উদারতা; ইহা হইলে ধর্ম্মজীবনের আর কি অবশিষ্ট থাকে? ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে জীবনের জীবন বলিয়া অনুভব না করিলে কখনই পূর্ব্বোক্ত ভাব সকল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। ঈশ্বরকে যিনি না দেখিবেন তাঁহাকে মনুষ্যের চরণে লুণ্ঠিত হইতেই হইবে। জগদীশ্বর করুন যেন আমরা তাঁহাকে প্রাণের প্রাণরূপে দেখিতে সমর্থ হই।

ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের রক্ষক।

ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল। ব্রাহ্মগণ একবার এই পঞ্চাশৎ বৎসরের দিকে দৃষ্টিপাত করুন দেখিবেন এই বিচিত্র ইতিবৃত্তের পংক্তিতে পংক্তিতে ঈশ্বরের কৃপা ও কার্য্যের প্রমাণ লিখিত রহিয়াছে; যাহা দর্শন করিলে হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হয়, আশা ও আনন্দ দশগুণ বর্দ্ধিত হয়, এবং বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব অন্তরে ঘনীভূত হয়। যে সময়ে মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় পৌত্তলিকতার ঘনান্ধকারও প্রবল হিন্দু সমাজের ঘোরতর বিদ্বেষের মধ্যে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে এই বিস্তীর্ণ রাজধানীর একটী অজ্ঞাত গৃহে ঈশ্বরের উপাসনা স্থাপন করেন, সেই দিনের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা কর। এই উভয় চিত্রে কত প্রভেদ। ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান আর্য্য সমাজ সকল যেরূপ বেদের অভ্রান্ততা ও মানবাত্মার পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেছেন, ব্রাহ্ম সমাজ এক সময়ে ঐ সকল মতে বিশ্বাস করিতেন। ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে বৈদান্তিক ধর্ম্মের উপদেশ সকল প্রদত্ত হইত; বেদপাঠ পরম ধর্ম্ম জ্ঞানে উপযুক্ত ব্রাহ্মণেরা পাঠ করান হইত। সভ্য দিগের অনেকের জীবন ও অতি শোচনীয় ছিল। তাঁহারা সভ্যতার অঙ্গ স্বরূপ জানিয়া সমাজে উপস্থিত হইতেন, এবং কিয়ৎক্ষণ স্তুতি পাঠাদি শ্রবণ করিয়া, গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনরায় পৌত্তলিকতার অনুষ্ঠানে ও অপরাপর নিষিদ্ধ আচরণে রত হইতেন। কিন্তু যিনি মহৎ কল্যাণের বীজ স্বরূপ এই সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনি ইহাকে তদবস্থ থাকিতে দিলেন না। কোথায় একজন ধনি-সন্তান সৌভাগ্যের ক্রোড়ে পালিত হইয়া বিলাস সুখে নিদ্রিত ছিলেন, তিনি যেন তাহারই দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। বলিলেন "বিলাস শয্যা হইতে উত্থান কর। আমি তোমাকে চাই"। এই আহ্বান ধ্বনি তাঁহার প্রাণকে এতদূর অধিকার করিল যে তিনি দিক্ বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ধাবিত হইলেন। ধন, মান, ও শরীর মনের শক্তি, প্রভুর চরণে উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার গভীর ধর্ম্ম তৃষ্ণা দেখিয়া শত শত ব্যক্তির ধর্ম্ম-পিপাসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা দর্শনে অনেকের আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মুক্ত হইল। তিনি ব্রাহ্মসমাজকে নব-জীবনে পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। পাঠক হয়ত বুঝিতে পারিতেছেন যে আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল বলিতেছি। তিনি যখন আসিলেন তখন ও বেদের অভ্রান্ততা সমাজ মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু যিনি তাঁহার হস্ত ধরিয়া আনিলেন, সেই মাতা যেন বলিলেন "এই অসত্য হইতে বাহির হইয়া চল।" অমনি দেবেন্দ্র বাবু অপকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় এই বহু দিনের পোষিত মতকে পরিত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বজনীন উদারতা ও স্বাধীনতার পথে যে প্রধান কণ্টক ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী উদারতা এবং বিশ্বাস ও কার্য্যের একতা বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহা হইতে তখনও অবশিষ্ট রহিল। প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মসমাজকে অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরু রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন, কিন্তু ইহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও উদারতা দিতে প্রস্তুত হইলেন না। সুতরাং জগদীশ্বর আর এক দল যুবা পুরুষকে যেন ডাকিয়া বলিলেন "তোমাদের হস্তে এই কার্য্যের ভার দেওয়া গেল।" ইঁহারা গভীর ধর্ম্ম তৃষ্ণা, জলন্ত ধর্ম্মোৎসাহ, এবং অটল সত্য প্রিয়তা লইয়া সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই দলের অগ্রণী হইলেন। ইঁহারা তিনটী ভাব বিশেষরূপে আনয়ন করিলেন। (১ম) প্রার্থনাশীলতা, (২) বিশ্বাস ও জীবনের একতা (৩) উদারতা। ইঁহারা নানা ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া উদার গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন; দেশ বিদেশে প্রচারক প্রেরণ করিলেন; বীরোচিত সাহসের সহিত ধর্ম্ম বিগর্হিত রীতি নীতির সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; নিজেরা অধ্যবসায়ের সহিত ধর্ম্মসাধনে রত হইলেন। জগদীশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং প্রেরিত হইয়া যে ইঁহারা এই কার্য্য করিয়াছেন তাহা কে অস্বীকার করিবে। মত ভেদ নিবন্ধন বা বৈর-নিবন্ধন যদি তাহা অস্বীকার করি অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইব। ঈশ্বরের কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিয়াছেন সে জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এবং মানবের কৃতজ্ঞতা উপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যখন অজ্ঞাতসারে এরূপ সকল মত অবলম্বন করিতে লাগিলেন যদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব ও উদারতা ম্লান হইবার সম্ভাবনা, যখন সমাজমধ্যে ব্যক্তি বিশেষের গৌরবকে প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বর আবার বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভূমিষ্ঠ হইয়াই সেই পতাকা হস্তে ধারণ করিলেন। আবার যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিজ কর্ত্তব্য সাধনে ঔদাসীন্য করেন, তবে এ ভার ইহার হস্ত হইতে জগদীশ্বর কাড়িয়া লইয়া অপরের হস্তে দিবেন।

আমরা উপরে যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণন করিলাম তাহা হইতে কয়েকটী উপদেশ লাভ করা যাইতেছে। প্রথম, ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারই শক্তি ইহার মধ্যে কার্য্য করিতেছে। যখনই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে, অমনি ইহার রক্ষার জন্য নূতন উপায় অবলম্বিত হইতেছে। যাঁহারা এই চক্রে পড়িয়া ঘুরিতেছেন, তাঁহারাও বুঝিতে পারিতেছেন না, যে জগদীশ্বর তাঁহাদিগের দ্বারা কি গূঢ় উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। দ্বিতীয়, আমাদের যতক্ষণ সরল সত্যপ্রিয়তা আছে, এবং যতক্ষণ আমরা একান্ত মনে তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছি, ততক্ষণ আমাদের ভয় নাই। যদি ভ্রান্তি বশতঃ কখনও বিপথে গমন করি তিনি সুপথ প্রদান করিবেনই করিবেন। ব্রাহ্ম সমাজকে কেন তিনি চিরদিন ভ্রমে থাকিতে দিলেন না? তৃতীয়, যাহাদের সংকল্পের মধ্যে প্রকৃত সাধুতা আছে, ঈশ্বর তাহাদিগকে অসহায় রাখেন না। পুরাতন বর্ষান্তে এবং নব বর্ষের প্রারম্ভে আমরা তাঁহার এই বিচিত্র

লীলা একবার বিশেষভাবে স্মরণ করি। তিনি আমাদের বিশ্বাস ও আশা বর্দ্ধিত করুন। শিশু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহারই কৃপায় বিধানে ইহা তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সংসাধনে সমর্থ হয়।

নিমন্ত্রণ।

জাগগো ঘরের লোক ওই শুন দ্বারে
বিধাতার দুন্দুভি বাজিল!
উঠে দেখ দিনমণি, করহে আনন্দধ্বনি,
মহোৎসব ওই যে আসিল।

খুলিয়া সুন্দর ঘর, আজ পিতা রাজেশ্বর
ডাকিছেন আয় সবে ভাই!
নরনারী এক প্রাণে, এক হৃদে একতানে
আয় আর সেই নাম গাই!

জয় জয় কোলাহলে, পূর্ণ করি বঙ্গস্থলে
ব্রহ্ম নামে উড়াই নিশান?
প্রাণ মন ঢালি সবে, মাতি এই মহোৎসবে
পুণ্য স্রোতে করি সবে স্নান!

আমাদের পরিবার, কে কোথায় একবার
ডাক শুন সম্বৎসর পরে!
বিষাদ জড়তা ফেলে, প্রেম আলিঙ্গন মেলে
ছুটে এস সে পিতার ঘরে।

আয় বোন্ আয় ভাই, দেখিয়া আনন্দ পাই,
আয় অশ্রু মুছাই সবার!
হৃদে হৃদে রাখি মুখ, আয় বলি, সুখ দুখ
মিষ্ট কথা শুনি একবার!

প্রেমান্ন তুলিয়া কর মুখে দিই পরস্পরে
সে আনন্দে ভাসি রে সকলে!
নিব দিব বিলাইব, পথে পথে ছড়াইব
লয়ে যাব বাঁধিয়া অঞ্চলে।

সাজাও সাজাও ডালা, কুলবধূ কুলবালা
যেতে হবে, পিতারে ভেটিতে!
পুণ্যের বসন পরি; পুষ্প আহরণ করি
বস হৃদ থাল সাজাইতে।

যাই মোরা মহোৎসবে, আয়গো আয়গো সবে
বলে ডাক পাড়ায় পাড়ায়।
শুনাও পবিত্র নাম, পুরুক ভারত ধাম
সবে ভাসি তাঁহার কৃপায়!

গৃহের স্নেহের ধন, কর্ কর্ শিশুগণ
কোলাহল ঘর ফাটাইয়ে!
তোদের কোমল মুখে, গান কর মনোসুখে
প্রেম নদী যাক্‌রে বহিয়ে!

'যেথা পড়ে যেবা আছে, যাক্ বার্ত্তা তার কাছে
কেহ যেন আজ নাহি কাঁদে?'
সমাজ সাগরোপরি আজ যেনরে লহরী
উঠে দেখি সেই পূর্ণ চাঁদে।

ওহে ব্রাহ্ম জান নাকি, আর কি বুঝিতে বাকি
বিধাতার হস্ত কি দেখ না!
তাঁরি কৃপা সঙ্গী হয়ে, ওই দেখ যায় লয়ে
তাঁর ধ্বনি শুনে কি শুন না।?'

বিঘ্ন বাধা নাহি গনি, দেখ করি জয়ধ্বনি
সত্য রাজ্য আসিছে ধরায়।
জীবের উদ্ধার হবে, পাপী তাপী মুক্তি পাবে
এই ভবে তাঁহার কৃপায়।

Continued from p 167)

গৃহ-ধর্ম্ম।(৮)

গৃহধর্ম্মে রমণীর অধিকার।

রমণী গৃহধর্ম্মের লবণ স্বরূপ। তাঁহার অভাবে গৃহধর্ম্মের স্বাদ থাকে না।

নারী কুল-স্থিতির মূল কারণ। তাহারই কারণে কুল, বংশ, গ্রাম, জনপদ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি শিশুগণকে লইয়া অসভ্যতার প্রাণ-সংশয়অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না বলিয়া, গৃহ, পল্লী, গ্রাম প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়াছিল।

জগদীশ্বর তাঁহাকে সন্তান ধারণ ও সন্তান পালনের ভার দিয়াছেন বলিয়া তাঁহার তিনটী বিষয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। (১ম) নিরুপদ্রব স্থান, (২য়) সবলের আশ্রয় (৩য়) সন্তানগণের আহার। এই তিনটীই সকল পারিবারিক শৃঙ্খলার ভিত্তি স্বরূপ।

এই দুইটী ভার থাকাতেই রমণী দৈহিক শ্রম ও বহু সময় সাধ্য কার্য্যে কিয়ৎপরিমাণে পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়াছেন।

রমণীর জন্যই যখন গৃহের সৃষ্টি, তখন গৃহ মধ্যে সর্ব্ব প্রধান স্থান তাঁহার, তৎপরে অপরের। অর্থাৎ তাঁহার সুখ ও সচ্ছন্দ সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য। এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছে "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। নারীগণ যে গৃহে সমাদৃত হন দেবতাগণ সেই গৃহের প্রতি সন্তুষ্ট হন" রমণীর নেত্রাসারে যে গৃহের ভূমি সিক্ত হয়, সেই গৃহে কল্যাণ নাই।

পুরুষ স্ত্রীর এবং শিশুদিগের সুখ শান্তির রক্ষক স্বরূপ থাকিবেন; কিন্তু রাজ্য করিবার ভার তাঁহার নহে। যদি তিনি প্রজাপীড়ক রাজা হইয়া বসেন, সেই স্বার্থপর পুরুষ বিধাতার চক্ষে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন।

ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের ব্যাঘাত না করিয়া পরিবার মধ্যে নারীর সুখের উপায় যতদূর করিতে পারা যায়, করা ধার্ম্মিক পতির পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

ধার্ম্মিক পতি পত্নীকে ধর্ম্মের চক্ষে দর্শন করেন এবং দাম্পত্য সম্বন্ধকে স্বর্গীয় ব্যাপার বলিয়া অনুভব করেন।

রমণীর প্রসন্ন মুখের শোভাই গৃহের অন্ধকার দূর করে, অতএব গৃহের এমন কোন স্থান থাকা উচিত নয়, যেখানে রমণীর গতিবিধি থাকিবে না। অবরোধ প্রথা পারিবারিক সুখের পরম শত্রু।

সন্তানদিগের রক্ষা, পতির সুখ স্বাস্থ্যের উপায় বিধান, দাসদাসীর মঙ্গল চিন্তা, ও অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা এসকল প্রধানতঃ রমণীর উপর থাকিবে। পুরুষ এসকল বিষয়ে যত কম হস্তক্ষেপ করেন ততই ভাল? কিন্তু এই সকল কার্য্যের জন্য রমণীর শিক্ষিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন

রমণী যে অবলা ইহাই তাহার বল, গৃহমধ্যে সকলেই যে শিশুর অধীন, দুর্ব্বলতা ভিন্ন তার অন্য বল কি আছে?

বিপরীত প্রকৃতিকে মনুষ্য ভাল বাসে। নারীগণ দুর্ব্বল-চিত্ত পুরুষকে ঘৃণা করেন। উগ্র প্রকৃতি ও সবলচেতা পুরুষের নিকটে বরং অধিক সুখে থাকেন। ইহা অতি বিচিত্র কথা, কিন্তু ইহা নারী-প্রকৃতির একটী গভীর তত্ত্ব।

নারী পুরুষের পরীক্ষার প্রস্তর স্বরূপ। রমণী যেরূপ পুরুষের দোষগুণ বিচারে নিপুণ, এমন পুরুষ নহেন। সুতরাং নারী-সমাজ পুরুষ-সমাজের সংশোধনের প্রধান উপায় স্বরূপ, এই কারণেও অবরোধ প্রথা নিন্দনীয়।

যেমন সূর্য্যের মূল্য তেজ, চন্দ্রের মূল্য জ্যোৎস্না, স্বর্ণের মূল্য দীপ্তি, তেমনি রমণীর মূল্য প্রেম। ইহারই গুণে তিনি দুর্গম পর্ব্বতে নির্ঝরিণী, সংসার প্রান্তরে বটচ্ছায়া, এবং জীবন-পথের আতপত্র। ইহা যিনি অনুভব করিতেছেন, তিনি বিধাতার বিধি দেখিতেছেন।

পশু যিনি তিনি রমণীকে বলেন, "আমার ইন্দ্রিয় সেবার জন্য তোমাকে পাইয়াছি"। "মনুষ্য যিনি তিনি বলেন, আমার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী হইবার জন্য তোমাকে পাইয়াছি" দেবতা যিনি তিনি বলেন, তোমাকে নিঃস্বার্থ প্রীতি দিয়াও তোমাকে সুখী করিয়া আমি স্বর্গে যাইব বলিয়া তোমাকে পাইয়াছি।

রমণীর চিন্তা অধিকাংশ সময় নিজগৃহে বদ্ধ থাকে, সুতরাং উদার ও মহৎ বিষয়ের শিক্ষা না থাকিলে, স্বার্থপরতা নীচতা, সংকীর্ণতা প্রভৃতি জন্মিবার সম্ভাবনা; এই জন্য তাঁহার উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন।

পুরুষের প্রতি নারীর শ্রদ্ধা ও নারীর প্রতি পুরুষের শ্রদ্ধা না জন্মিলে, উভয়ের সম্বন্ধের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব রক্ষা হয় না। যে দাম্পত্য সম্বন্ধের মূলে শ্রদ্ধা নাই, তাহা লঘু-চিত্ততা ও ইন্দ্রিয় সেবাতে পরিণত হয়।

উপাসনা ক্ষেত্রে আত্মাতে আত্মাতে যে সাক্ষাৎ হয়, ঈশ্বর তাহার মধ্যে থাকেন; সুতরাং রমণীরা সর্ব্বদা পুরুষের সহিত একত্র উপাসনা করিবেন।

Continued from P. 163

প্রার্থনা স্তবক। (৭)

শোকের সময়ে প্রার্থনা।

হে পরম প্রভো, তোমার কার্য্য প্রণালীর মর্ম্ম কে বুঝিবে? আমি মূঢ়, আমি অবিশ্বাসী, আমি দুর্ব্বল, আমি সংসার চক্রে পতিত হইয়া কখন ও হাসি, কখনও কাঁদি; কখনও আনন্দ উল্লাসে পূর্ণ হইয়া তোমার স্তুতি গানে প্রবৃত্ত হই; কখনও নিজশিরে করাঘাত করিয়া হা হুতোস্ম করিতে থাকি। পিতা সেই সকল শৃঙ্খলে তুমিই আমাদিগকে বদ্ধ করিয়াছ যে শৃঙ্খল সহসা বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের নেত্রে জলধারা পতিত হয়। আমাদের এ দুর্ব্বলতা তুমি দেখিতেছ। তোমাতে যাহার প্রকৃত বিশ্বাস আছে তাহার নিকট ইহকাল পরকাল যে অধিক দূর নয়। আত্মীয় স্বজন মৃত্যুরূপ যবনিকার পরপারে গেলেইত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। ধার্ম্মিকের নিকটে পরকাল ত বিদেশ নয়। সে দেশ বিদেশ কি প্রকারে হইবে, যেখানে জনক জননী হইয়া তুমি জীবকে ক্রোড়ে স্থান দেও, যেখানে হৃদয়ের স্নেহ ও প্রণয়ের পাত্র পাত্রীরা একে একে সংগৃহীত হইয়াছেন, সেইত স্বদেশ। আমার অবিশ্বাসী হৃদয়কে সেই পরকালকে নিকট বলিয়া অনুভব করিতে দেও। আজ যাঁহার শোকে হৃদয় মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে, পিতা তোমার চরণ তলে তিনি আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেখানে মানবের যত্ন, মানবের অনুরাগ, মানবের শুশ্রূষা গমন করে না; কিন্তু তোমার স্নেহ এবং অনুরাগেরত বিরাম নাই। হে প্রভো! হৃদয়ের প্রিয়ধনকে স্নেহ ক্রোড়ে রক্ষা কর। যে উদ্দেশ্যে তুমি এ জগতে স্থান দিয়াছিলে তাহা সম্পূর্ণরূপ সংসাধিত হয় নাই। তুমি পরকালে সে অভাব দূর কর। এ জীবনে তুমি যেমন সহায় তেমনি পরকালে সঙ্গী ও সহায় হইয়া উন্নতির পর উন্নতি এবং শান্তির পর শান্তিতে লইয়া যাও। এবং আমার দুর্ব্বল প্রাণে বল দেও; যেন আমি প্রিয়জন বিয়োগের এই দারুণ শোক বহন করিতে পারি। দেখ নাথ, তোমার যে ইচ্ছা তাহা মঙ্গল ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার জয় হউক, আমার দুর্ব্বল ইচ্ছা পরাজিত হউক।

বিপক্ষদিগের জন্য প্রার্থনা।

পরম প্রভু! এ দাস অদ্য বিপক্ষদিগের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। আমাকে যাঁহারা ঘৃণা করেন, আমার অনিষ্ট সাধনে যাঁহারা সুখী হন, আমার নিন্দাবাদে যাঁহারা আনন্দিত হন, তুমি তাঁহাদিগকে কৃপা কর, তোমার প্রতি এবং সাধুতার প্রতি বিশ্বাস নাই বলিয়া, আমি তাঁহাদিগকে শত্রু জ্ঞানে অনেক সময় ঘৃণা করি এবং তাঁহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হই। যদি নাথ! তোমার কৃপায় এ দাসের একটুকুও প্রকৃত সাধুতা থাকে, তবে কাহারও অনিষ্ট চেষ্টাতে ত কোন ক্ষতি হইতে পারে না। আর যদি বাস্তবিক কোন ত্রুটী বা পাপ থাকে, সে জন্য আমি ঘৃণারই উপযুক্ত, সে ঘৃণা প্রকাশ করিলে কেন পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হই, আমি যখন তোমার নিকট আসি তখন ও আপনাকে অনেক সময় বাস্তবিক মলিন বলিয়া অনুভব করি। তবে অপরে সেই মলিনতা দেখিয়া অবজ্ঞা করিলে কেন তাঁহাদের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হই! আমাকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেও। আমি যাহার উপযুক্ত

তাহা পাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি, আমার বিপক্ষ যাহারা তাঁহারা যে অজ্ঞাতসারে অনেক সময় আমার উপকার করেন। যে সকল দোষ আমি নিজে দেখিতে পাই না অথবা দেখিয়া আত্মাদর বশতঃ সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করি তাহা তাঁহারা দেখাইয়া দেন। তাঁহারা না দেখাইলে আমি ত অন্ধকার মধ্যে থাকিতাম। এইরূপে কত সময় তাঁহারা আমার মহোপকারী বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। জগদীশ্বর! তোমার আদেশ এই, যে আমরা অনিষ্টকারীর ইষ্ট সাধন করিব, বিপক্ষকে প্রীতি করিব। আমরা এই উপদেশকে সত্য বলিয়া মানি এবং প্রচার করি, কিন্তু হৃদয় এ সত্যের অনুসারী হইবার পক্ষে কত অনুপযুক্ত তাহা জান। আমরা উন্নত ধর্ম্মভাব এখনও প্রাপ্ত হই নাই। তোমার বিশেষ কৃপা, ও সাহায্য ব্যতীত এ দাসের অন্তরের সে পরিবর্ত্তন ঘুচিবে না। একান্ত মনে প্রার্থনা করিতেছি, এ হৃদয়কে সেই উদার প্রীতির উপযোগী কর। তোমার করুণার জয় হউক।

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ফরিদপুর সমাজ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তথাকার উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন। সেখানকার উৎসব সমাধা করিয়া তাঁহার বাগ আঁচরাতে যাইবার সংকল্প আছে। তদনন্তর তিনি কলিকাতাতে আসিবেন। এখানে সকলে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবেন।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাম কুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় দুইজন বন্ধু সমভিব্যাহারে রাজশাহী সমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করিয়াছেন। তাঁহারা রাজসাহী হইতে আরও কোন কোন স্থানে গমন করিবেন।

ভক্তি ভাজন প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় নৌকাযোগে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অভিমুখে গমন করিতেছেন। সাহেবগঞ্জ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, যে তিনি একদিবস উক্ত ষ্টেশনে থাকিয়া একটী ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। উপদেশ শ্রবণে সমাগত সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

বিগত ২০এ ডিসেম্বর সোমবার কলিকাতা নগরে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ দাঁ, বয়ঃক্রম অনুমান ২৮ বৎসর জাতিতে বণিক। পাত্রীর নাম শ্রীমতী কামিনী দেবী জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়ঃক্রম অনুমান ১৯ বৎসর। এই বিবাহটী ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে রেজেষ্টরি করা হইয়াছে।

ফরাসি দেশে "রিবিউ ডে ডো মনডে" নামে এক খানি প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত মাসিক পাক্ষিক পত্রিকা আছে। তাহাতে সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার এক স্থানে ব্রাহ্মসমাজের তিনটী শাখার বিষয়ে এইরূপ লিখিত হইয়াছে;

"উপরে আমরা সাধারণ সমাজের যে বিজ্ঞাপন পত্র উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে, যে এ সমাজে জ্ঞানকে হীন করিয়া ভাব মাত্রকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। ইহাতে আশা হয় সাধারণব্রাহ্মসমাজই ব্রাহ্মধর্ম্মকে পূর্ণতা প্রদান করিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের কুসংস্কার,বিহীনতা ও উদারতা রক্ষিত হইবে। ইহাদের মধ্যে আদি সমাজের সমাজ সংস্কার সম্বন্ধীয় মতের সংকীর্ণতা, কিম্বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বপ্ন প্রলাপ সকল স্থান প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু এ স্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে আদি সমাজের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কেবল সমাজ গঠন প্রণালীতেই প্রভেদ, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত আদি সমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতগত গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। এমন কি দেখিলে এরূপ সন্দেহ হয়, যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পরিণামে ব্রাহ্মসমাজ থাকিবে না। কারণ কেশবচন্দ্র সেন, অবাধে তাঁহার কল্পনা পথে অবতরণ করিতে করিতে, যদি তাঁহার মধ্যবর্ত্তিত্বের মত আরও বিকশিত করিতে পান, তাহা হইলে হয় তিনি প্রাচীন হিন্দু অদ্বৈতবাদে প্রবিষ্ট হইবেন, কিম্বা কোন প্রকার খৃষ্টীয় মত গ্রহণ করিবেন, কিম্বা নিজে একটী সম্প্রদায় রাখিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহার ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিবে না।"

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর গৃহিণীর নাম পাঠকগণের অনেকেই শ্রুত আছেন। আমরা অন্তরের দুঃখের সহিত পাঠকগণকে সংবাদ দিতেছি, যে এই মহিলা অল্প দিন হইল, ব্যথিতপতি ও মাতৃহীন সন্তানদিগকে রাখিয়া পরকাল গত হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ইহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইনি পঞ্জাব প্রদেশে রমণীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করিবার জন্য কোন শ্রমকে শ্রম জ্ঞান করিতেন না। ঘরে ঘরে গিয়া কুলবধূদিগকে ধর্ম্মের কথা শুনাইতেন, নিমন্ত্রণ করিয়া সকলকে লইয়া উপাসনা করিতেন। এতদ্ভিন্ন সৎপরামর্শ ও উপদেশাদি দ্বারা সমবয়স্কা বা ন্যূন বয়স্কা যুবতীদিগকে সর্ব্বদা সৎপথে, ও সৎচর্চ্চায় নিযুক্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেন। ইহার বয়ঃক্রম মৃত্যুকালে ২৮ বৎসর মাত্র ছিল। ইহার মৃত্যুতে ঈশ্বরের এক জন সেবিকা এ জগত হইতে অন্তর্হিত হইলেন। জগদীশ্বর তাঁহার আত্মাকে সুখ শান্তিতে রক্ষা করুন।

আমাদের ইংলণ্ডীয় ব্রাহ্মবন্ধু ভয়সি সাহেব লণ্ডনের টাইমস নামক পত্রিকাতে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই,

"আমি সম্প্রতি কেশবচন্দ্র সেনের একটী প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অতি ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার ভাবে পরিপূর্ণ। যাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ প্রতিহিংসার পাত্র। ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন ঐ প্রার্থনার যে প্রশান্ত ভাবপূর্ণ ও উদার প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংলণ্ডের লোকের জানা কর্ত্তব্য, যে ব্রাহ্মদিগের প্রায় সকলেই কেশবচন্দ্র সেনকে পরিত্যাগ করিয়াছে।"

আগামী মাঘোৎসবের নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবেচনাধীন আছে—

৮ ই মাঘ বৃহস্পতিবার—উৎসবের উদ্বোধন।

৯ ই মাঘ শুক্রবার—বালক বালিকাদিগের উৎসব।

১০ ই মাঘ শনিবার—সঙ্কীর্ত্তন।

১১ ই মাঘ রবিবার—মন্দির প্রতিষ্ঠা ও উৎসব।

১২ ই মাঘ সোমবার—সাধারন ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।

১৩ই মাঘ মঙ্গলবার—ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব ও সামাজিক সম্মিলন।

১৪ ই মাঘ বুধবার—ছাত্রসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব।

১৫ ই মাঘ বৃহস্পতিবার—প্রচার কার্য্যের উন্নতি জন্য উপাসনা ও কথোপকথন।

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বাহ্নে এক দিবস ব্রাহ্মগণ নিজ নিজ গৃহে উৎসব ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য উপাসনা করিবেন ও এক দিবস শ্রমজীবিদিগের উৎসব হইবে।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় আনন্দমোহন বাবু এখানে গত রবিবারে স্কুলের ছাত্রদিগের পারিতোষিক দানার্থে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং একটী হৃদয়গ্রাহী উত্তেজক বক্তৃতা করিয়া শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সকলের হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার বাগ্মিতা ও সুমিষ্ট বচন সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল—কেবল বাক্যের দ্বারাই যে এখানকার নিদ্রিত শিক্ষিত দল উপকৃত হইয়াছেন এমন নহে। তাঁহার সদ্দৃষ্টান্তে সকলেই শিক্ষার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছেন। সেই সভাস্থলেই তিনি কাঁথির জমিদারদিগকে এমন ভাবে স্কুল প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যে যোগ দিতে বাধ্য করিলেন, যে সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন ও সেইখানেই যে ছাত্র প্রথম এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, তাহাকে একটী রৌপ্য মেডেল দিবেন অঙ্গীকার করিলেন। তৎপর পরদিন স্কুলের সকল ছাত্রগণকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া তাহাদের মন আরো আকৃষ্ট করিয়াছেন। এখানে ছাত্রদিগের একটী সভা আছে তাহার উদ্দেশ্য বালকগণের নীতি [illegible] ও চরিত্র গঠন। সেই সভাতে যাহাতে ফল দর্শে সেই অভিপ্রায়ে একটী লাইব্রেরী করিতে আমাদের অনেক চেষ্টা ছিল—এখন আশা করি তাঁহারই উত্তেজনায় তাহা সম্পাদিত হইতে পারিবে। তিনি সেই বিষয় লইয়া স্কুল কমিটিতে আন্দোলন করিয়া প্রায় অনেককে অনুমোদন করিতে বাধ্য করিয়াছেন ও স্বয়ং ১০, টাকা দান করিয়াছেন মহাশয় এবার আনন্দমোহন বাবু এখানে আসায় কাঁথির যে কত উপকার হইল তজ্জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা জানাইতে সকলেরই ইচ্ছা।

* ১ লা পৌষের তত্ত্ব-কৌমুদীতে মতিহারির একখানি পত্র দেখিলাম এবং তাহা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের উদ্দেশেই লেখা হইয়াছে প্রতীত হইল—মতিহারি ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল অমঙ্গল সম্বন্ধে আমার একটু বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কেননা এই সমাজ হইতে আমি প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল গ্রহণ করি। ১৮৭৬ সালে স্কুল ত্যাগ করিয়া যখন মতিহারি গমন করি, তখন আমি খৃষ্ট মিসনরি দ্বারা শিক্ষিত অর্দ্ধ খৃষ্টান ছিলাম। এমন কি প্রত্যহ যে প্রার্থনা করিতাম, তাহাও খৃষ্টের উপদেশমতে, পরে ঐখানে গিয়াই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য গ্রহণ করি। সেই জন্যই উক্ত সমাজের উপর আমার একটী অকৃত্রিম স্নেহ আছে ও তাহার মঙ্গলামঙ্গল আমার বিশেষ দর্শনীয়। পত্রপ্রেরক যে যুক্তিতে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছেন, এই প্রশ্ন ও যুক্তি আমি থাকিতেও অনেকের মুখে শুনিতাম, গত বৎসর নবেম্বর মাসে যখন আমি সেখানে ছিলাম, তখন এইরূপ মন মালিন্য দেখিয়া একটী সভা আহূত হয় এবং ঐ সভায় এই বিষয় লইয়া আলোচনা হয়। তাহাতে জানা গেল যে সমস্ত সভাগণের মধ্যে দুইটি মাত্র সভ্য বিদ্বেষ পরবশ বা "স্বধর্ম্মাভিমানী" হইয়া সভ্য শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহারাই আবার আর্য্য সমাজে কার্য্যকারী সভ্য হইলেন। পত্রপ্রেরক যিনিই হউন তাঁহার লেখার ছন্দে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছি এবং বোধ হয় এই পত্রপ্রেরকই আমাদের নিকট এই বিষয়ের উত্তর একবার শুনিয়াছেন—তাঁহার প্রথম প্রশ্ন এইভাবে মীমাংসিত হইয়াছিল যে যৎকালে দুইটি সভ্য ভিন্ন কেহই সভ্য শ্রেণি হইতে বিদায় গ্রহন করিতেছেন না, তখন ইহাকে সমাজ বলিতে পারা যায়। তবে প্রত্যেক সভ্যের জীবনের কার্য্য সকল এখনও সম্যকরূপে প্রস্ফোটিত না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাস তৎসংগামী। আশা করি প্রত্যেক সভ্যই কর্ত্তব্য পালনে যত্নশীল হইতেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি পত্র প্রেরক সাধারন সম্মুখে অবতারনা করিয়া নিজের বিদ্বেষ ভাবের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। যখন তিনি জানেন যে উক্ত ব্রাহ্ম মহাশয় সমাজের নামে যে অর্থ সংগ্রহ করেন তাহা সমাজের ব্যয়েই খরচ করেন ও তাহার রীতিমত হিসাব দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন, সমাজের ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহার যদি এত সন্দেহ হয়, তিনি কেন তাহার বিশেষ তত্ত্ব না রাখেন। মতিহারি সমাজে দাতব্য বিভাগে অধিক অর্থ ব্যয় হয়, তাহা কি তিনি জানেন না। তৃতীয় প্রশ্ন তাঁহার উত্থাপিত করাই কেমন কেমন হইয়াছে। যখন জানেন যে সাধারণ কার্য্যের জন্য যে টাকা উঠে, তাহা যতদিন ট্রষ্টি না হয় ততদিন সম্পাদকের হস্তেই থাকে, অথবা সভ্য যাহাকে

* যাঁহারা চাঁদা দিয়াছেন, তাঁহাদের অর্থের হিসাব লইবার অধিকার আছে, সুতরাং আমরা মতিহারি সমাজ সম্বন্ধীয় পত্রখানি গতবারে মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমরা জানি মতিহারি সমাজের সম্পাদক এক জন পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এবং পত্রপ্রেরক মতিহারি সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। অর্থাৎ তাহার একমাত্র সভ্য নয়। সমাজ সংক্রান্ত সমুদায় সংবাদ সম্পাদক মহাশয় নিজে দিলে ভাল হয় এই ভাবিয়াই আমরা আশা করিয়াছিলাম যে তিনি শীঘ্র সদুত্তর দিবেন। যাহা হউক উক্ত সমাজের বিশেষজ্ঞ এক ব্যক্তি যে এবিষয়ে অগ্রসর হইয়াছেন ইহা পরম পরিতোষের বিষয়। ত, সং

মনোনীত করেন তাঁহারই নিকট থাকে। কিন্তু মতিহারিতে তাহাও হয় নাই। আমি জানি উক্ত টাকা সাধারণের সম্মতিতে সেবিং ব্যাঙ্কে আছে। পত্র প্রেরক টাকার যে সংখ্যা দিয়াছেন তাহাই কি প্রকৃত। প্রকৃত সংখ্যা তিনি না জানিয়া শুনা কথায় কেন অন্যের চরিত্রে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইলেন বুঝিতে পারি না। চতুর্থ প্রশ্নের মীমাংসা প্রথমেই হইয়া গিয়াছে। সমাজের সভ্যদিগের উপস্থিত সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য কি না, আমি বলিতে পারি না, তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে কার্য্য গতিকে কোন কোন দিন সভ্যের সংখ্যা অত্যন্ত কম হয়। তাহাতে সমাজের সভা সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে একথা বলা যাইতে পারে না। মতিহারী সমাজের সম্পাদক মহাশয় যেরূপ উৎসাহ ও যত্নের সহিত কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ সকল সভ্যই যদি ধর্ম্মের বিস্তার জন্য যত্ন করেন তাহাহইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্বরায় সমস্ত দেশে প্রচারিত হয়। তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের জন্য মতিহারীর প্রত্যেক লোকই কি ব্রাহ্ম, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। সামান্য মত ভেদে যিনি এইরূপ চরিত্রবান ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষী হইতে পারেন, তাহার হৃদয় যে এখনও প্রকৃত শিক্ষা হইতে কত দূরে অবস্থিত তাহা বলা যায় না। আমার হৃদয়ের এই প্রার্থনা যে মতিহারিতে যত গুলি শিক্ষিত লোক আছেন তাঁহারা যেন সাধারণের হিতকর কার্য্যে সকলে সমবেত হইয়া কুসংস্কার পাপ ব্যভিচারের বিদ্বেষী হন, বন্ধু বন্ধুতে এরূপ ভাব অত্যন্ত শোচনীয়।

এখন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমার পত্রাংশ তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিলে চিরবাধিত হইব। ইহাতে যে ভ্রম ও দোষ ঘটিয়াছে সংশোধন করিয়া একটু নিজের উপদেশ দিতে ত্রুটি করিবেন না।

স্কুল কাঁথি শ্রী উ।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

১৮৮০। নবেম্বর।

বাবু	মহিমচন্দ্র দে	ধুবড়ী	৩৲
„	প্রসন্নকুমার বসু	আলিসাকান্দা	৬৲
„	আশুতোষ মিত্র	কলিকাতা	২।০
„	অমৃতলাল মজুমদার	আজিমগঞ্জ	৩৲
„	কৈলাসচন্দ্র রায়	ঢাকা	৩৲
„	দুর্গাদাস দত্ত	ধুবড়ী	৩৲
„	গৌহাটী ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক		৩৲
„	কেদার নাথ কুলভি	বাঁকুড়া	১৷০
„	মজুমদার কোম্পানি	কলিকাতা	২।০
„	হরচন্দ্র মিত্র	শুকনগুরি, ডিব্রুগড়	৩৲
„	হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	পঞ্চগ্রাম বহরমপুর	৩৲
শ্রীমতী	পরমারাধ্যা	স্বর্ণগ্রাম	৬।০
বাবু	ভগবানচন্দ্র বসু	কলিকাতা	২।০
বাবু	হরিশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	মতিহারি	৩৲
„	জগবন্ধু লাহা	ঢাকা	৩৲
„	রাধারমণ সিংহ	কলিকাতা	৩৲
„	প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	ঐ	২।০
„	কালীকুমার ঘোষ	ঐ	২৷০
„	উমাচরণ ঘটক	মতিহারি	৩৲

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৪শে জানুয়ারী, সোমবার, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ২১১ সংখ্যক ভবনে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি স্থিরীকৃত হইবে ঃ—

১। বার্ষিক রিপোর্ট।
২। কর্ম্মচারী নিয়োগ।
৩। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ।
৪। নিয়ম পরিবর্ত্তন।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন।

ক। ২৮ নিয়মের শেষ ভাগে এই টুকু যোগ করিতে হইবে।

যদি কোন কারণ বশতঃ অধ্যক্ষ সভার সমস্ত কিম্বা অধিকাংশ সভ্য এক সময়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন কিম্বা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশেষ অধিবেশন অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন; কিন্তু এপ্রকার নিয়োগ অন্য এক অধিবেশনে অনুমোদন না হওয়া পর্য্যন্ত অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইবে না। এই দুই অধিবেশনের মধ্যে অন্ততঃ এক মাস ব্যবধান থাকা কর্ত্তব্য।"

খ। "৩০ নিয়ম এই রূপ পরিবর্ত্তিত হইবে।

'অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণকে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সভ্যের মধ্য হইতে ১২ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম লইয়া একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন কোন কারণে প্রয়োজন হইলে উক্ত ১২ জনের মধ্যে কোন। সভ্য পরিবর্ত্তন ও শূন্য পদে নূতন সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।"

গ। "৩১ নিয়ম এইরূপ হইবে।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পর তিন সপ্তাহ মধ্যে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত লইয়া, একটী বিশেষ অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উক্ত দ্বাদশ সভ্য নিযুক্ত করিবেন। নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় যাঁহারা প্রবেশার্থী হইবেন, সম্পাদক এই তিন সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত জানিবেন এবং সেই মত অধ্যক্ষ সভার গণনায় আসিবে।"

ঘ। "৩২ নিয়মে এই টুকু যোগ হইবে।

"কিন্তু ৫০০০ শত টাকার অধিক ব্যয় করিতে হইলে

অধ্যক্ষ সভার তাহা জ্ঞাপন করিয়া উক্ত সভার মত লইতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল প্রস্তাব করিবেন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগকে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত করা হউক।

৫। নূতন সভ্য মনোনয়ন।

৬। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু
২ রা জানুয়ারি—১৮৮১ } সম্পাদক।

আগামী ৯ ই জানুয়ারি রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় ১৩ নম্বর মির্জাপুর ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে।

কার্য্যের তালিকা।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্য বিবরণ।

২। সম্পাদক ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের জন্য বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ২ টি প্রস্তাব।

৩। নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনের বিষয় বিবেচনা।

৪। সভ্য নিয়োগ।

৫। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু
৬ই ডিসেম্বর ১৮৮০ } সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বান্ধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৪৲ ডাকমাশুল ।৵০। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা। } বিল্‌ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা	৴১০
জাতি ভেদ	৴১০
পরকাল	৴০
ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায়	৴০

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট } শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
৩১ শ্রাবণ। } সহঃ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন, একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } সহকারী সম্পাদক।

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল।
Channing's Complete works	১॥০	৵০
Practical Sermons	৸০	।০
Memoir of Dr. Carpenter	৸০	।০
Perfect Life	১৸০	৵০
Morning & Evening meditations	১৸০	৵১০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১৲	৴১০
সঙ্গীত-হার (বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	।০	৴১০
সুরুচির কুটীর	॥০	৴১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	।০	৴১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	৴১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।০	৴১০
প্রবন্ধ-লতিকা	॥০	৴১০
Almanac 1880	4 ans	
Second Annual Report 1879 ; 6 ans		
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১৲	৴১০
Brahmo-Year Book 1879 (Miss Collet's)	১৲	৴১০
ব্রহ্মসঙ্গীত	১৲	।০
ঐ ২ ভাগ	৶	৴১০
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	।০	৴১০
ঐ ইংরাজী	৶০	৴১০

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93. College Street, 4 January. 1881.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ১৮শ সংখ্যা। | ১লা মাঘ বৃহস্পতিবার ১৮০২ শক। ব্রহ্ম সংবৎ ৫২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ... মফস্বল ঐ ...

প্রার্থনা !

ব্রাহ্মসমাজপতি! আমরা মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি। আমাদের অন্তরের গভীর বিশ্বাস এই যে সত্য স্বরূপ তোমার সহিত সাক্ষাৎ যোগ ভিন্ন, মানবাত্মার মুক্তির উপায়ান্তর নাই। তোমার পুণ্য জ্যোতি পাপীর অন্তরে পতিত না হইলে সে যে জীবন লাভ করিতে পারে না। জগতকে এই মুক্তির সুখ দিবার জন্যই তুমি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম স্রোতকে প্রবাহিত করিয়াছ। এই সমাজ যে পঞ্চাশৎ বর্ষকাল তোমার কৃপায় জীবিত থাকিয়া স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছে, সেজন্য আমারা অদ্য মহোৎসব করিব। তুমি এ সময়ে আমাদিগকে কৃপা করিয়া আশ্রয় দেও। মঙ্গলময়! তুমি জান, আমাদের গৌরব করিবার কিছু নাই। আমাদের প্রেম বা ভক্তির অহঙ্কার নাই। আমরা জানি যে আমরা হীন। এবং তাহা জানি বলিয়াই তোমাকে প্রাণপণে ধরিয়াছি। ইহাও জানি, আরও প্রাণপণে ধরিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তুমি যে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ ইহাতে কি আর সন্দেহ আছে? আমরা যে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। মানব সন্তান সংশয়, ভ্রম, ও অবিশ্বাসের মধ্যে পতিত হইয়া, নিজের পথ দর্শনে অশক্ত হইয়া যখন কাঁদিতে থাকে, সেই সরল প্রার্থনা তোমাকে আকৃষ্ট করে। তুমি চক্ষের জ্যোতি হইয়া তাহার পথ প্রদর্শন কর। আমরা এই বিশ্বাসেই প্রাণ বাঁধিয়াছি। এখন প্রাণের গভীরতম স্থান হইতে একটী প্রার্থনা করি। আমরা আপনাদের আত্মার কল্যাণ এবং তোমার শুভইচ্ছা পালনের জন্য ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া যেন দুঃখ, বা জয় পরাজয়ের দিকে দৃষ্টি না করি। যাহা সত্য বুঝিব, তোমার ... যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি করিব, তাহার অনুসরণ করিব, ফলাফল তোমার হস্তে। তোমার এই ব্রাহ্ম সমাজ ... কৃপাপূরণের মধ্যে যে সকল মহৎবীজ নিহিত আছে তাহা তুমি বিকশিত কর এবং আমাদের হস্তকে সেই কার্য্যে সহায় করিয়া লও। আমরা তোমার কৃপার উপর নির্ভর করি।

সকল ইতর প্রাণীর মধ্যে পক্ষিরা বড় সুন্দর। তাহাদের চটুল নয়ন, চঞ্চলগতি, ও চিরপ্রসন্ন ভাব যখনই নিরীক্ষণ করি, তখনই আনন্দ হয়। এই এখানে ওই ওখানে, এই ডাকিতেছে, ওই গাইতেছে, আর শব্দ কর্ণগোচর হইতেছে না; পক্ষিটী আবার কোন দেশে চলিয়া গেল। দেখিয়া ভাবিলাম আমাদের এই জড়তা পূর্ণ জগতের জীব হইয়াও পক্ষীর এত আনন্দ কেন? চিন্তা করিয়া দেখি পক্ষীর একটী অধিকার আছে যাহা অপর কোন জীবের নাই। পক্ষী স্বাধীনভাবে আকাশে উঠিতে পারে। যখন আমরা অন্ধকার কুজ্ঝটিকা আর্ত্তনাদ প্রভৃতির মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া নেত্র উন্মীলিত করি, পক্ষী তখন নির্ম্মল গগনে উত্থিত হইয়া নবোদীয়মান প্রাতঃসূর্য্যের বিমল জ্যোতি সন্দর্শন করে। তাই তাহার এত আনন্দ। সে যখনই জগতের জড়তার মধ্যে থাকিয়া ম্লান হয় তৎক্ষণাৎ একবার আকাশে উড়িয়া থাকে। সেই জন্যই তাহার প্রসন্নতা ও জীবন্তভাব কখনও ম্লান হয় না। মানব সংসারে প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক সাধু সজ্জনেরও ভাব এই প্রকার। তাঁহাদের আত্মা নিরবচ্ছেদে এই কলুষিত সংসারের মধ্যে থাকে না। মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের অনন্ত ও পবিত্র স্বরূপে উড়িয়া থাকে। সেই জন্য তাঁহাদের জীবন্তভাব কখনও ম্লান হয় না। যখনই জড়তা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করে তখনই তাঁহারা একবার অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া আসেন। যখন আমরা বিষাদ, জড়তা, পাপ প্রভৃতির মধ্যে পড়িয়া দুঃখ ভোগ করি, তখন তাঁহারা হয়ত সত্য স্বরূপের পুণ্য জ্যোতিঃ দর্শনের সুখ অনুভব করেন। এই জন্য এজগতে তাঁহাদের এত কান্তি। ব্রাহ্মবন্ধু তোমার সকল সময় যেন সংসারে যায় না, মধ্যে মধ্যে অনন্ত আকাশে উঠিও।

পক্ষির নিকট আর একটী উপদেশ গ্রহণ করি। পক্ষিটী যখন আমার প্রাঙ্গণের একটী বৃক্ষে বসিয়া আছে তখন তাহার দৃষ্টি সেই বৃক্ষ ও সেই প্রাঙ্গণকে কত বড় দেখিতেছে। এতদ্ভিন্ন যে আরও অগণ্য প্রাঙ্গণ এবং অগণ্য

বৃক্ষ আছে, সে তাহা দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু যখন সে অনন্ত আকাশে উড্ডীন হইল, তখন তাহার দৃষ্টি কি দর্শন করিল! আমার প্রাঙ্গণ ও বৃক্ষটী কোথায় গেল? তখন তাহা অগণ্য প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ ও একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সেই রূপ মানবাত্মা যখন কোন একখানি শাস্ত্র বা কোন একটী মহাপুরুষের মধ্যে বদ্ধ থাকে তখন সেই শাস্ত্রও সেই মহাজনকে অতি বড় মনে হয়। কিন্তু অনন্ত প্রীতি পবিত্রতার আলয় স্বরূপ পরমেশ্বরের নিকট একবার উঠিতে পারিলে তাঁহাকে একবার সাক্ষাৎ ভাবে প্রাণে প্রতীতি করিতে পারিলে সেই শাস্ত্র ও সেই গুরু কোথায় পড়িয়া থাকে!! তাহারা ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র হইয়া যায়। সেখান হইতে অগণ্য শাস্ত্র ও অগণ্য গুরুকে এক চক্ষে দর্শন করা যায়। দুঃখের বিষয় এই অনেক দুর্ব্বল চিত্ত ব্যক্তি এই সাক্ষাৎকার সুখ লাভের চেষ্টা না করিয়া শাস্ত্র ও গুরুর মধ্যে বদ্ধ হইয়াই থাকে। সমধিক দুঃখের বিষয় এই, জগতের ধর্ম্মাচার্য্যগণ অনেক সময় শিষ্যদিগকে এই স্বাধীনতা লাভের পক্ষে সাহায্য না করিয়া বরং তাহাদের পক্ষে রজ্জু দিয়া আপনাদেরই চরণে ফেলিয়া রাখেন। ব্রাহ্ম সমাজ আমাদিগকে এই স্বাধীনতা দিবে বলিয়াই আমরা ইহাকে এত প্রিয় জ্ঞান করিতেছি। এই জন্যই ইহার জন্মদিনে মহোৎসব করিতেছি।

মহোৎসবের দ্বারে আমরা উপস্থিত হইয়াছি এ সময়ে ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য কি তাহা একবার আমাদের স্মরণ করা উচিত। এই লক্ষ্য কি তাহা নিরূপণ করিতে হইলে ব্রাহ্ম সমাজের অতীত ইতিবৃত্তের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। পশ্চাৎ ফিরিয়া আমরা দেখিতেছি, যে দুই দিক দিয়া দুইটী স্রোত আসিয়া মিশ্রিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ রূপে প্রবাহিত হইতেছে। একটীর মধ্যে আমরা যোগ ধ্যান ও আনন্দের ভাব দর্শন করিতেছি, অপরটীর মধ্যে অনুতাপ, প্রার্থনা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের ভাব লক্ষ্য করিতেছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনে ও কার্য্যে প্রথম ভাবগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজকে সুশোভিত করিয়াছে; দ্বিতীয় ভাব গুলি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টা ও যত্নে ব্রাহ্ম সমাজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উভয় শ্রেণীর ভাবের একত্র সমাবেশ না হইলে আমাদের মতে ধর্ম্ম সাধন পূর্ণাঙ্গ হইবে না। ব্রাহ্মদিগকে এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই উভয় জাতীয় ভাব যাহাতে ব্রাহ্ম সমাজ বক্ষে আরও দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয় আমাদিগকে সে বিষয়ে সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিতে হইবে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য গণকে এই উৎসবের সময় স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তাঁহাদের হস্তে জগদীশ্বর ধর্ম্ম জগতের গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা সেই ভাবের চিন্তাতে মগ্ন হইয়া উৎসবে প্রবিষ্ট হউন এবং তৎ সাধন সমর্থ হইবার জন্য অন্তরের সহিত প্রার্থনাপরায়ণ হউন।

(কোন রমণী যদি বেশ ভূষার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হন, তাহাতে কি প্রকাশ পায়? তাহাতে জানা যায়, যে তাঁহার নিজের সৌন্দর্য্যের উপর বিশ্বাস নাই, তিনি যে নিজ রূপলাবণ্যে অপরকে প্রীত করিতে পারেন সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। সেইরূপ কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় যদি নিতান্ত বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় হন, তাহাতে প্রকাশ পায় যে ধর্ম্মের আকর্ষণ শক্তির উপর তাঁহাদের বিশ্বাস নাই। প্রকৃত ধর্ম্মের একপ্রকার স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আছে, সেই শক্তিতে যিনি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তিনি বাহিরের ধূম ধাম হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকির জন্য ব্যগ্র হন না।) তিনি নিজের আত্মার কল্যাণের পক্ষে এবং জগতের কল্যাণের পক্ষে যে কার্য্যকে আবশ্যক মনে করেন হৃদয়ের গাঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া যান, জগতবাসী তাঁহার অকপট সরলতা এবং আন্তরিক নিষ্ঠা দর্শনে আপনা আপনি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাহার দলবৃদ্ধির চেষ্টা থাকে না অথচ দলবৃদ্ধি হইয়া যায়, তাঁহার বরং নিজগুণ আবরণের চেষ্টা থাকে অথচ সে গুণের সৌরভ চারিদিকে ধাবিত হয়। ধর্ম্মকে সারবান বস্তু বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ইহাকে কখনই লোক দেখান সামগ্রী করিতে পারেন না। তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিদ্রূপ করা হয়। জগদীশ্বর এই গূঢ় অবিশ্বাস হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

সম্পাদকের উ[illegible]।

মহোৎসব উপস্থিত; [illegible] তত্ত্বকৌমুদীর পাঠক ও হিতৈষী বন্ধুদিগকে স্মরণ করি[illegible]। যেমন বাৎসল্য সূত্রে সন্তানের দ্বারা পিতামাতার [illegible] তেমনি এই প্রিয় তত্ত্বকৌমুদীর দ্বারা ইহার লেখক ও পাঠকদিগের সহিত সম্পাদকের যোগ। যাহাকে অনুরাগের সহিত লিখিয়াছি, তাহাকে যাঁহারা অনুরাগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাহারা ইহা দ্বারা প্রীতি গ্রহণ করুন এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। সম্পাদক প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক লোক না হইলে তত্ত্বকৌমুদী স্বকার্য্য-সাধনে সমর্থ হইবে না, অতএব বর্ষান্তে সম্পাদকের আত্মার কল্যাণের জন্য বন্ধুরা অনুগ্রহ করিয়া প্রার্থনা করুন। তদনন্তর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী, সহায় ও অনুরাগী প্রত্যেক বন্ধুকে স্মরণ করিতেছি। এই শিশু সমাজের হস্তে বিধাতা যে কি মহৎ ভার দিয়াছেন তাহা এখনও সকলে লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন না। যাঁহারা ঈশ্বরের দ্বারা চালিত হইয়া সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে ইহাকে অগ্রসর করিতেছেন, তাঁহারা অদ্য সম্পাদকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি গ্রহণ করুন। অদ্য তাঁহারা আরও ব্যাকুলতার সহিত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হউন, যেন তিনি তাঁহাদের উৎসাহকে

আরও বর্দ্ধিত করেন, যেন তাঁহাদের চক্ষের জ্যোতি হইয়া পথ প্রদর্শন করেন।

তদনন্তর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হিতৈষী বন্ধু ও যিনি যেস্থানে বিগত বর্ষে পরকাল গত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি। জগদীশ্বর তাঁহাদের পরকালগত আত্মার কল্যাণ করুন। এবং তাঁহাদের শোকে কাতর হইয়া তাঁহাদের যে সকল পিতা, পুত্র, পত্নী প্রভৃতি পড়িয়া আছেন, তাহাদের প্রতি ব্রাহ্ম সমাজের যে কর্ত্তব্য সেই কর্ত্তব্য জ্ঞানকে উজ্জ্বল করুন।

অনন্তর একমাত্র পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের পূজা যিনি যেখানে প্রচার করিতেছেন, সকলকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি। জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য আহ্বান করিতেছেন। তাঁহারা যাহাতে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে সমর্থ হন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সেই রূপ বল বুদ্ধি প্রভৃতি বিধান করুন।

তদনন্তর নববিধানী বন্ধুদিগকে স্মরণ করিতেছি। তাঁহারা আমাদিগকে ধর্ম্মবিরোধী, ঈশ্বর বিরোধী, অবিশ্বাসী, অসচ্চরিত্র প্রভৃতি যে সকল কর্কশ শব্দে সম্বৎসর কটূক্তি করিয়াছেন, সে জন্য যেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের আর মনের মালিন্য না থাকে। ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, আমরা যে সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের অনেক মতের বিরোধী হইয়াছি, জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে এইটী বুঝিবার শক্তি দিন॥ তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে যে সকল ভ্রমের দিকে লইয়া যাইতেছেন তাহা হইতে ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করুন। তাঁহারা যে সকল শুভ অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিতেছেন সে জন্য ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

তদনন্তর ধর্ম্ম বিশ্বাসের জন্য যে সকল আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতি কুটুম্বকে ক্লেশ দিয়াছি, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি, আমরা যে সত্যের জন্য তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছি সে সত্য জ্যোতিঃ তাহারা যেন দর্শন করিতে সমর্থ হন। আমাদের জীবন যেন তদনুরূপ হয়। জগদীশ্বর তাহাদের নিকট আপনকে প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের ক্লেশ নিবারণ করুন।

সর্ব্বশেষে এই দুর্ভাগা দেশের অন্যান্য নরনারীকে স্মরণ করিতেছি। জগদীশ্বর তাহাদিগকে অসত্য ও কুসংস্কার হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ চরণে আশ্রয় প্রদান করুন।

নীরব ও সরব প্রচার।

অমানিশার অন্ধকারে দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন। অনন্ত গগণব্যাপী নীরব নিস্তব্ধভাব। কোনস্থানে একটী সর্ষপ পতন হইলে, তাহার শব্দ বহু দূরে শ্রুত হইতেছে। একটী নিশ্বাস নাই, একটী শব্দ নাই। সমস্ত জগৎ স্পন্দহীন ও গম্ভীর। ঊর্দ্ধদেশে বিশাল অন্ধকার রাশির গর্ভে অসীম দূরে অগণ্য নক্ষত্রমালা অতি নিস্তব্ধভাবে জ্বলিতেছে। বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, বন, উদ্যান, হ্রদ, সরোবর, সমস্ত পার্থিব পদার্থই যেন অমল বিস্তৃত সেই নীল নভোমণ্ডলসহ নক্ষত্র শোভা দেখিবার জন্য নিবিষ্টচিত্তে, নিস্পন্দ নয়নে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেন কি মহাযজ্ঞ সমাধা হইতেছে! যেন কি মহা সাধন হইতেছে!—যাঁহার হৃদয় পরমেশ্বরের জন্য প্রকৃত ব্যাকুল তিনি নয়ন খুলিলেন, নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখিলেন, তাঁহার সুধাময় দীন বৎসল আজ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। অনন্ত ধারে সুধার স্রোতঃ আসিয়া তাঁহার চিত্ত প্লাবিত করিল। ক্ষুধা এবং পিপাসার শান্তি হইয়া গেল। আজ তাঁর চিরঅভিলষিত মহা পদার্থকে সম্মুখে চতুষ্পার্শ্বে এবং ঊর্দ্ধে অধে দেখিতে পাইলেন। হৃদয়ের দ্বারা তাঁহার দর্শনে এবং স্পর্শে পরম সুখী হইলেন। এই প্রচার ধার্ম্মিকের পক্ষে। আবার ঐ পর্ণ-কুটিরস্থ দীন হীন সরল স্বভাব শিশু কৃষক জাগিল। তৃণ শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল। তাহার নয়ন ও এই ব্যাপার দেখিল। হৃদয় সুখরসে উদ্বেলিত এবং উচ্ছসিত হইল। প্রাণে যেন সে সুখ সে আনন্দ ধরে না। কিন্তু একটীও তরঙ্গ উঠিল না। কিছু বুঝিলও না ভাবিলও না। কিন্তু এক দিন দুই দিন এইরূপ হইতে হইতে চিত্তের কতকগুলি নিগূঢ় দ্বার খুলিয়া গেল। একটী দুইটী করিয়া বহুতর হৃদয় আলোড়িত হইল। এইরূপে প্রকৃতি সেই আদিম মানব শিশুকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছে। এই প্রচারই প্রকৃতির নীরব প্রচার। এই গম্ভীর প্রচারে পাষাণও এক বার না গলিয়া পারে না। বাস্তবিক এইভাবে পাপী তাপীর বন্ধু দীন বৎসল প্রকৃতির মধ্য দিয়া শান্ত গম্ভীর সুধাময় দর্শনে জগৎকে সুখ ও আনন্দে পূর্ণ করেন। শারদ পূর্ণিমার সেই সমস্ত গগণব্যাপী উজ্জ্বল হাস্যময়ী গম্ভীরা নিশা, নিবিড় স্নিগ্ধ কানন গর্ভ, নির্জ্জন গিরি ও গিরিকন্দর, প্রশান্ত সিন্ধু বক্ষ এবং শ্যামল শস্যপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর,—ইহারা সকলে প্রকৃতির মুখ স্বরূপ হইয়া এই নীরব প্রচারে বিশ্বাসী জনকে শান্তি ও ধর্ম্মসুধা দান করিতেছে।

আবার প্রকৃতির আর এক প্রচার সরব। বিষের গর্ভে সুধা।—ভীষণত্ব ও ভয়ানকত্বের মধ্যে শান্তি এবং সুখ। প্রলয় মেঘে সমস্ত গগণ আচ্ছন্ন করিল। পৃথিবীর সমস্ত ধূলী এক সঙ্গে উঠিয়া গগন বক্ষ স্পর্শ করিল। ঘোর অন্ধকারে চরাচর সমাচ্ছন্ন। ভয়ানক ঝঞ্চাবাতে পৃথিবী কম্পিত। করকা পাত, বিদ্যুৎচমক, বজ্ররব, সিন্ধুর ভীষণ গর্জ্জন, পর্ব্বত, বৃক্ষ ও গৃহাদির পতনজনিত ভয়ানক মর মর শব্দ, উচ্ছ্বসিত সমুদ্র জলে সমুদয় ধরাপৃষ্ঠ প্লাবিত। এই সময়ে পাষাণ হৃদয় দস্যু, নাস্তিক, পাপী, সাধু, রাজা, প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, বালক যুবা বৃদ্ধ, সকলেই যোড় করে এবং অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে ঊর্দ্ধমুখে বলি প্রাণের নির্ভর, এক পদার্থ। সকলেই মুখে বলিতেছে, ধন্য পরমেশ্বর! এই সুমহৎ ব্যাপারে তোমার কি মহিমাই প্রকাশ পায়? পাষাণ গলিয়া জলে মিশে, জল উথলিয়া পাষাণকে আলিঙ্গন করে। সমস্ত মানব হৃদয় গলিয়া মিশিয়া এক স্রোতে প্রবাহিত ও এক তরঙ্গে

প্রধাবিত হইতে থাকে। নাস্তিক আস্তিক হয়, দস্যু সাধু-ভক্ত হইয়া তোমার নাম সার করে। এই যে তুমি প্রকৃতির মধ্য দিয়া—"ভীষণানাং ভীষণম্" এবং সর্ব্বদলনরূপে দেখা দেও ইহারই নাম প্রকৃতির সরব প্রচার। অগ্নি জ্বালিয়া ভূমির বক্ষ দগ্ধ না করিলে কি সে উর্ব্বরা এবং উত্তম শস্য-শালিনী হয়? তোমার এই অলঙ্ঘ্য বিধি মানব-হৃদয়েও সমভাবে কার্য্য করে। তাই দয়াময় তোমার রাজ্যে শোক তাপ, দুঃখ, যাতনা, পীড়া, দুর্ভিক্ষ মহামারী, সমর, ঝটিকা, ভূকম্পন এবং আগ্নেয় গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত।

এক একখানি মানব হৃদয় প্রকৃতির এক একখানি অনুরূপ চিত্র মাত্র। সুতরাং ইহার প্রচারও নীরব ও সরব ভেদে দ্বিবিধ হওয়া উচিত। প্রকৃতির সরব প্রচার যেমন হৃদয়কে প্রস্তুত করে এবং নীরব প্রচার—ভোগার্থ সুখ শান্তি দান করে, সেইরূপ মানবীয় প্রচার ও দুই অংশে বিভক্ত হইয়া ঐ দ্বিবিধ ফলোৎপাদনের উপযোগী হওয়া বিধেয়। মানব চরিত্র এবং মানব জীবন দ্বারা যে প্রচার সম্পন্ন হয় তাহাই তাহার সম্বন্ধে নীরব প্রচার। মৃত ও জীবিত মহাত্মাগণের জীবন সমালোচনাতে কি মহৎ শিক্ষা লাভ হয় না? আজ প্রায় দুই সহস্র বৎসর—মহাত্মা ঈশার মৃত্যু হইয়াছে, আজও তাঁহার জীবন কেমন শারদীয় নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিস্তারে—মানব হৃদয় আশা, শান্তি, উৎসাহ এবং ধর্ম্মভাবে পরিশোভিত ও পরিরঞ্জিত করিতেছে? আবার তাঁহারও অনেককাল পূর্ব্ববর্ত্তী কন্ফুচ, বুদ্ধ, মুশা এবং পরবর্ত্তী মহম্মদ, নানক, কবির, চৈতন্য, পল, পার্কার প্রভৃতি নমস্য মহাত্মা বর্গের কথা স্মরণ হইলে কি ঐ শোভার বিস্তার আরও শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া হৃদয়ের উপর আরও গুরুতর আধিপত্য প্রচারণ করে না? এই ব্যাপার জীবিত নমস্য মহাত্মাগণের উজ্জ্বল জীবন দ্বারাও অতি নীরবে অথচ মনুষ্য হৃদয়ের প্রতি তন্ত্র স্পর্শ করিয়া সম্পন্ন হইতেছে। এক-জন সাধুর সঙ্গে আমার মৌখিক বা অন্য কোনরূপ আলাপ নাই। কখনও তাঁহার বক্তৃতা বা উপদেশ শুনি নাই বা পাঠ করি নাই, হয়ত তিনি আমাকে জানেন না। কিন্তু [illegible] যেখানে দুঃখীর রোদন সেখানে তিনি নিজের পবিত্র বক্ষে চুপ করিয়া চক্ষের জল মুছিয়া দিতেছেন। পীড়িতের পার্শ্বে চুপ করিয়া রাত দিন খাটিতেছেন। কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন না। নিঃস্বার্থ-ভাবে জগতের জন্য খাটিতেছেন। আর চিত্তটী যেন প্রভাত কালীন প্রফুল্ল নির্ম্মল পুষ্পটীর ন্যায় সর্ব্বদা অশ্রু নিমজ্জিত হইয়া উপরের দিকে তাকাইয়া আছে, আর কোথা হইতে [illegible]—অতি পবিত্র, নির্ম্মল কিরণ জাল আসিয়া সেই অশ্রুবিন্দু গুলিকে এক একটী করিয়া মুছিয়া দিয়া দিব্যালোকে আলোকিত করিতেছে। তাঁহার সরল পবিত্র স্বচ্ছবি নির্ম্মল দর্পণ স্বরূপ হইয়া সকল প্রকাশ করিতেছে। আমি যদি বিকৃত না হই এবং আমার হৃদয় যদি একবারে চেতনা শূন্য না হয়, তবে কি ইহা দেখিয়া আমার হৃদয়ের গভীরতম দেশের বহু সংখ্যক দ্বার আপনা আপনি খুলিয়া যাবে না? আর আমার হৃদয় মৃত হইলে কি ক্রমের তাহাতে জীবন সঞ্চার হইতে থাকিবে না? ইহাও যদি ব্যর্থ হয় তবে আর এ জগতে সফল হইবার কি আছে? ইহাই মানবের পক্ষে নীরব প্রচার। এই-জন্য যিনিই আপনাকে এ জগতে কিছু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মভাব প্রচার করিতে দায়ী বোধ করেন, তাঁহারই নিজ চরিত্র এবং জীবনের প্রতি প্রগাঢ় দৃষ্টি রাখা উচিত। কেননা তিনি যদি এই নীরব প্রচারের ভাগ ত্যাগ করিয়া, সরব প্রচারের জন্য সুন্দর বক্তৃতা ও উত্তম উপদেশ প্রদান, অতি অপূর্ব্ব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন, তবে তাহাতে আপাততঃ কিছু ফল না ফলিবে এমন বলা যায় না; কিন্তু তিন দিন পরে তাহার চিহ্ন কোন হৃদয় হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করা কঠিন হইবে। এইজন্য জীবন ও চরিত্র তাঁহার পক্ষে প্রথমে দ্রষ্টব্য বিষয়। কারণ জীবন ও চরিত্রের সম্পাদনীয় নীরব প্রচার মানবাত্মার আহার ও পানীয়। সরব প্রচার আত্মার ক্ষুৎপিপাসা জনক ব্যায়াম ও অঙ্গ চালনের উদ্রেক কারক মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুৎপিপাসা আপনা আপনি অনেক স্থলেই হইয়া উঠা ভার। অথচ তদভাবে তোমার বিবিধ উপাদেয় খাদ্য এবং পেয় কে গ্রহণ করিবে? এই ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক জন্য সরব প্রচারও আবশ্যক। বক্তৃতা, উপদেশ, প্রবন্ধ, গ্রন্থ, সামাজিক উপাসনা, সংকীর্ত্তন, সঙ্গীত, এবং মহোৎসব ও পারিবারিক অনুষ্ঠানকলাপ প্রভৃতিই সরব প্রচারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। অতএব একদিকে যেমন নীরব প্রচারের জন্য চরিত্র ও জীবন সংশোধন আবশ্যক; অন্য দিকে এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করাও অত্যাবশ্যক। কিন্তু ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস ইহাকে নিতান্ত নিষ্কণ্টক বলিয়া প্রমাণ করে নাই। ঝটিকা যে প্রকার শুষ্কপত্রতৃণ, ও ধূলিকণা সকল উড়াইয়া অবলম্বন শূন্য আকাশে লইয়া যায়, অপক্ক অনভিজ্ঞ মানবাত্মাকেও উহা সেইরূপ নিরবলম্ব আকাশে লইয়া যাইতে পারে। ইহার প্রমাণ জন্য উদাহরণ সংগ্রহ করিতে দূরে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। আমাদের প্রাচীন সমাজের বর্ত্তমানাবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। দুর্গোৎসব এবং অন্যান্য পূজা এক দিন হয়ত ভক্তিভাব এবং আধ্যাত্মিক উপকারোদ্দেশেই প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন কি ভাব? আর অহঙ্কার এ পথের অন্য শত্রু। যাহা হউক সাবধানতার সহিত প্রস্তুত হইয়া ঐ সকলে যোগ দিলে এবং ঐ সকল চেষ্টা করিলে যে অতি মহত্তম উপকারে মানবাত্মা উপকৃত হয় তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। একটী বক্তৃতা বা উপদেশ শ্রবণে, একটী প্রবন্ধ বা একখানি গ্রন্থ অধ্যয়নে, একদিন কার সামাজিক উপাসনা, সঙ্গীত বা সংকীর্ত্তনে, একটী পারিবারিক অনুষ্ঠানে এবং একটী উৎসবে যোগ

দানে, একবার মাত্র ইহার কোন একটী সংঘটন হইলে হয়ত আত্মার গতি একবারে ফিরিয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ মহোৎসব। এই দিন ধর্ম্ম ভাবের সাগরে তুফান উপস্থিত হয়। প্রেম সিন্ধুর জোয়ারে হৃদয় প্লাবিত হয়। ভক্তির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠে। স্বয়ং প্রভু নিজের সুধাময় জ্যোতি দ্বারা সকলের হৃদয়, মন আলোকিত এবং শান্তির অমৃত বর্ষণে সকলকে সঞ্জীবিত ও নির্ম্মল সুখে সুখী করেন। আমরা ব্রাহ্ম। আমাদের মহোৎসব মাঘোৎসবের দিন সমীপে। দয়াল পরমেশ্বর! আমাদিগের মস্তকে তোমার সুধাসিক্ত আশীর্ব্বাদ পুষ্প বর্ষণ কর। আমাদের সকলকেই সঞ্জীবিত ও জাগ্রত কর। কেহই যেন নিদ্রিত থাকিয়া এই শুভদিন অতিবাহিত হইতে দি না। আমরা তোমার ধর্ম্ম রাজ্যের শিশু। এস আনন্দময়ী বিশ্বজননি! এস আমাদিগকে হাত ধরিয়া উৎসব মন্দিরে লইয়া চল এবং খুলিয়া দেখাও তোমার স্বর্গরাজ্য এবং প্রেমের রাজ্য কেমন। তুমি যে এ দিনে পুনরায় আমাদিগকে আনিলে এ জন্য অগণ্য ধন্যবাদ সহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আর কি বলিব? যে সকল বিঘ্ন বিপত্তি আত্মার পতনের সহকারী তৎসমুহ দূর কর।

ধর্ম্মের পবিত্রতা।

পরমেশ্বর বহির্জগতে মনুষ্যের শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য আহার, পানীয় এবং বায়ুর সৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকল যে পরিমাণে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হয় সেই পরিমাণে মানুষের স্বাস্থ্যকে উৎকৃষ্ট করে। এইরূপ আভ্যন্তরিক জগতে আত্মার আহার, পান এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস জন্য ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাও যত নির্ম্মল, পবিত্র ও জীবন্ত হয় ততই আত্মার অনন্ত জীবনের স্বাস্থ্য উৎকৃষ্ট হইতে থাকে। যখন অবিশুদ্ধ খাদ্য, পানীয় এবং বায়ু যেমন মনুষ্য শরীরের অস্বাস্থ্য বিধায়ক, কুসংস্কারাপন্ন অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সেইরূপ মানবাত্মার অস্বাস্থ্যজনক। সুতরাং ধর্ম্ম যত পবিত্র ও বিশুদ্ধ রাখিতে পারা যায় তজ্জন্য প্রতি ব্যক্তিরই মনোযোগী হওয়া উচিত। ইতর প্রাণীদের মধ্যে গর্দ্দভের একটী অসাধারণ প্রকৃতি দৃষ্ট হয়। গর্দ্দভ কখনও পরিষ্কার জল পান করে না। কোন নির্ম্মল জলময় পল্বলে বা সরোবরে জল পান করাইতে লইয়া গেলে অগ্রে পদ দ্বারা তাহাকে আবিল করিয়া পরে পান করে, নচেৎ বোধ হয় যেন তাহাদের তৃপ্তি হয় না। ঈশ্বর মানুষকে বিবেক ও জ্ঞান রত্নে বিভূষিত করিয়া প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পদ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে এমন উচ্চ প্রকৃতির মানুষের কার্য্য যদি সমস্ত ভূতকাল হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তবে উক্ত নীচ প্রাণীরও কদর্য্য ব্যবহারের অনুকরণ প্রিয়তা দেখিয়া নিতান্ত অবাক ও বিস্মিত হইতে হয়। মানুষের যে কি একটী রোগ অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, যে তজ্জন্য তাহারা ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল রাখিয়া সুখী হইতেছে না। এমন যে পবিত্রতার আধার অনন্ত পরমেশ্বর তাঁহাকে মানুষেরা নানা সামান্য পদার্থ, নানা দেব দেবী, নানা অবতার প্রভৃতিরূপে কল্পনা করিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেছে না। মানুষের মনের গতি আর যেন ফেরে না। পাষাণাঘাত উৎস জলের ন্যায় ভক্তি যেন মানব হৃদয়ের পিপাসা দূর করিতে সমর্থ হইতে পারিতেছে না। এত কালের এত জ্ঞান, এত বহুদর্শিতা এবং মহাত্মা সাধু পুরুষদের এত চেষ্টা যেন ভস্মে জল সেচন এবং মরুতে বীজ রোপণের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। ভক্তি চাই কিন্তু তাহার সঙ্গে কোন দূষিত কল্পনা রূপ মলামিশ্রিত থাকা চাই। মানুষের দৃষ্টি এমনই বিকৃত হইয়াছে যেন কিছু বৃথা কল্পনা, রূপক ও অসংলগ্নতা না হইলে ভক্তির আর রঙ্গ খোলে না। ভক্তি পরম ধন। ভক্তি মানবের পক্ষে সুধার সাগর। বৃক্ষের সকল অংশ অপেক্ষা যেমন ফুল সুন্দর ও উৎকৃষ্ট, মানব হৃদয়ে সকল অংশের মধ্যে ভক্তিও তেমনই পদার্থ। ভক্তি ভোগ ও পানের জন্য অমৃত স্বরূপ। যাহার ভক্তি নাই সে পাষণ্ড, তাহার মানব জীবন নিশ্চয়ই নিষ্ফল। কিন্তু এমন সুন্দর সুধা রসকে পঙ্কিল অনির্ম্মল ও কিছু দুর্গন্ধযুক্ত করার প্রয়োজন কি? মানব! কুসংস্কারবিহীন হইয়া এই পবিত্র সুধা রস পানে যদি তোমার পিপাসা নিবারণ না হয়, তবে কিছুদিন দুঃখিত অন্তরে অনুতাপ ও সাধন কর। তোমার রূপক কল্পনাদি অন্য কিছুতেই কাজ নাই। একবার প্রাণে ডুবিয়া হৃদয়ের সমস্ত দ্বার অসঙ্কুচিত ভাবে খুলিয়া দুই হাত যোড় করিয়া সেই অনন্ত নিরাকার পরমেশ্বরের জন্য দুই বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়া দেখ দেখি হৃদয় শীতল হয় কি না, পিপাসা মেটে কি না? দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া করিয়া নাসিকার শক্তি হ্রাস করার প্রয়োজন কি? পরমেশ্বর তাঁহার বিশ্বোদ্যানে অনেক গোলাপ গন্ধরাজ প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, এস আমরা সুতীক্ষ্ণ নাসা শক্তি সম্পন্ন হই, যেখানে অবিশুদ্ধতার ও অনিষ্টকারিতার লেশ মাত্র আছে চল তাহা হইতে শত সহস্র হস্ত দূরে গমন করি। যেখানে কিছু মাত্র সন্দেহ আছে তাহাও পরিত্যাগ করি; এ সকলেত কিছুই অনিষ্ট দেখি না, অতএব এস এইরূপ করি। দেখিবে স্বর্গীয় সুধাময় গন্ধে আমাদের নাসিকা সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিবে। পরমেশ্বরের যে শুভ ইচ্ছাতে আমাদের এই হৃদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও পূর্ণ হইবে। এতদিন পরে জগতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া ঈশ্বর নিজের ইচ্ছা স্পষ্টরূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে নির্ম্মল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ব্যতীত মানবাত্মার উদ্ধার নাই। অতএব পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে কৃপা করিয়া এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নির্ম্মল আলোকে আনিয়াছেন সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সাবধান হওয়া উচিত যে, যেন কোন রূপে পদস্খলন হইয়া দুর্গন্ধ যুক্ত অবিশুদ্ধ স্থানে একটুকুও সরিয়া না পড়িতে হয়। কিন্তু এই নির্ম্মল ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী হৃদয়েও মধ্যে২ কুসংস্কারের বৃথা কল্পনা জল্পনার ছায়া দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ইতিহাসের একটী

উজ্জ্বল দিন মাঘোৎসব সম্মুখে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চাদর্শ এবং পবিত্রতা রক্ষার জন্য এখন কত দূরদেশের অনেক মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি আশার সহিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখাবলোকন করিয়া আছেন। আমাদের এই কণ্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল পথে কত সাবধানে যে পদবিক্ষেপ করা উচিত তাহা বলিয়া শেষ করা বা বুঝান কঠিন। ধর্ম্মে কুসংস্কার প্রবেশের যত দ্বার, গবাক্ষ, ছিদ্র আছে তৎসমুদয়ের প্রতি সর্ব্বদা অতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপন প্রয়োজন। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, যাহা পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত কোথাও সুসম্পন্ন হয় নাই আমাদিগের সেই কার্য্য, করিতে হইবে। কুসংস্কার বিহীন নির্ম্মল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম কিরূপ তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইতে হইবে। ইহা অন্য কোন ধর্ম্মে ও সম্ভবপর হয় নাই এবং কখনও হইবে না। কিন্তু এমন যে মহোচ্চ আদর্শের বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম—ইহাতেও এই অল্পদিনের মধ্যে নানা বিঘ্ন বিপত্তি সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমাদিগকেও অত্যন্ত সাবধান ও স্থিরলক্ষ্যবান হইতে হইবে। এই গুরুতর চিন্তা প্রত্যেক সভ্যের প্রাত্যহিক প্রধান চিন্তার মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত। যে শব্দে যে অনুষ্ঠানে যে ইঙ্গিতে একটুকুও কুসংস্কারের ও অনিষ্টের গন্ধ আছে তাহা সহস্র প্রকারে প্রিয় হইলেও যত্ন সহকারে পরিহার্য্য হওয়া উচিত। এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই উৎসবের সহিত আমাদের নূতন বৎসর আগমন করিতেছে এই বৎসরে যে সকল কার্য্য ও নিয়ম প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার প্রত্যেকটীতে এতৎ সম্বন্ধীয় প্রগাঢ় দৃষ্টি থাকা উচিত।

কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সমীপে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সার মর্ম্ম।

বিশ্বাস কি সহজে জন্মে? আমরা বিশ্বাস বিশ্বাস বলি, কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকৃত বিশ্বাসী কয় জন? বিশ্বাসের তিন অবস্থা আছে, শ্রুতি, পরিচয় ও প্রীতি, আপ্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়া অথবা অনুমানাদি দ্বারা মনুষ্যের এক প্রকার জ্ঞান জন্মে। তাহাকেও লোকে সচরাচর বিশ্বাস বলিয়া থাকে। এক ব্যক্তি পঞ্জাবদেশ হইতে আসিয়া বলিলেন যে সেখানে এক প্রকার সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তাহার নাম এই, আকৃতি এই প্রকার, স্বাদ এই প্রকার, বর্ণ এই রূপ ইত্যাদি প্রকারে তাহার বর্ণন করিলেন। যিনি বর্ণন করিতেছেন তাঁহার কথা প্রমাণে আমাদেরও এক প্রকার জ্ঞান জন্মিল, আমরা জানিলাম যে পঞ্জাব প্রদেশে ঐ প্রকার পাওয়া গিয়া থাকে, আমরা বিশ্বাসও করিলাম যে ঐ নামের ফল আছে, বিশ্বাসের এই অবস্থা শ্রুতির অবস্থা। ইহা যেমন একজনের মুখে শুনিয়া আসে তেমনি অপরের মুখে শুনিয়া যাইতে পারে। অপর এক জন সমধিক বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি সেই দেশ হইতে আসিয়া তদ্বিপরীত কথা প্রচার করিলে সে সংস্কার হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে পারে। শ্রুতির বিশ্বাস এই ভাবে রহিল।

তৎপরে স্বয়ং যখন পঞ্জাব দেশে গমন করিলাম এবং স্বচক্ষে ঐ ফল দর্শন করিলাম, তখন তাহার সহিত পরিচয় হইল। ফলটী আস্বাদন করিলাম, তাহার রূপগুণ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলাম। তখন আর এক প্রকার জ্ঞান ও আর এক প্রকার বিশ্বাসের উদয় হইল। পূর্ব্ব জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে কল্পনার অনেক কার্য্য ছিল। লোক মুখে শুনিয়া ফলটীকে কল্পনাতে এক প্রকার দেখিয়াছিলাম। অন্তরে তাঁহার রূপের ও গুণের এক প্রকার ধারণা করিয়াছিলাম। এখন সে সকল কল্পনা বিদূরিত হইল। ফলটী বস্তুতঃ যেরূপ সেই সত্যরূপেই তাহাকে জানিলাম। কল্পনা একেবারে তিরোহিত হইল। কিন্তু অপরদিকে আমার বিশ্বাস অটল ভূমি প্রাপ্ত হইল। সেই নামের ফল যে আছে তাহা নিঃসংশয় হইয়া গেল। তখন আর সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়া অস্বীকার করিলেও আমার সংস্কারকে টলাইতে পারে না। তাহারা সহস্র জনে যদি বলে "নাই" "নাই" আমি সেই সহস্র জনের স্বরের উপরে নিজের স্বর তুলিয়া বলিতে পারি "না" "আছে" "আছে"।

ফলটীর সহিত যখন পরিচয় হইল, এবং তাহার সুন্দর রূপ ও সুমিষ্ট স্বাদে যখন চিত্তকে হরণ করিল তখন তাহার প্রতি প্রীতি জন্মিল। ফলটী আমার পক্ষে আদরের বস্তু হইল। বিশ্বাস যখন প্রীতির অবস্থা প্রাপ্ত হইল তখন তাহা পূর্ণ বিশ্বাস হইল।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও বিশ্বাসের এই ত্রিবিধ অবস্থা দৃষ্ট হয়। জগতের ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করি, সাধুদের উপদেশ শ্রবণ করি, সকলেই বলেন ঈশ্বর পাপীর পরিত্রাতা, সকলেই বলেন তিনি দুর্ব্বলের বল। লোক মুখে শুনিয়া আমার জ্ঞান জন্মিল। এবং কথা আলোচনা দ্বারা ও তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান এবং তাঁহার করুণার পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু এ বিশ্বাস শ্রুত বিশ্বাস, ইহার ভূমি অটল নহে। চারিটী উক্তি বা চারিটী যুক্তির দ্বারা যদি বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে আর চারিটী যুক্তি লাভ করিলে আর তাহা না থাকিতে পারে। এই জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়া চাই। অর্থাৎ তিনি যে কৃপাময়, তিনি যে পাপী জনের পরিত্রাতা, তিনি যে দুর্ব্বলের বল, তাঁহার পরিচয় এবং প্রমাণ নিজ আত্মার মধ্যে লাভ করা চাই। আমরা যখন সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ ভাবে দর্শন করি যে তাঁহার শক্তি আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক নরক হইতে উদ্ধার করিতেছে, যখন আমরা অনুভব করি যে তাঁহার প্রসন্ন মুখের জ্যোতিদ্বারা আমাদের হৃদয়ান্ধকার দূর হইতেছে, যখন আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করিতে পারিতে

তাঁহার পবিত্রতা দ্বারা আমাদের পাপপ্রবৃত্তি সকল পরাজিত হইতেছে। যখন আমরা তাঁহার সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রকাশ আত্মার অন্তরে প্রতীতি করিতে সমর্থ হই, তখন আমাদের সংশয় চিরদিনের মত চলিয়া যায়। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ"। যখন আমরা অটল বিশ্বাসের অবস্থা প্রাপ্ত হই। তখন সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়া বলিলেও আমাদের বিশ্বাসকে বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু এই বিশ্বাসের পরিপক্কতা তখন হয়, যখন বিশ্বাস প্রীতির আকার ধারন করে। তখন আমরা প্রীতির চক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করি। যেখানে প্রীতি সেখানে মুক্তি। বিশ্বাস যখন আমাদিগকে পরমেশ্বরের সাক্ষাৎলাভ করিতে সমর্থ করে, তখন আমরা সকল প্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হই। যাঁহার বিশ্বাস যে পরিমাণে প্রীতির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তিনি সেই পরিমাণে আমাদের মধ্যে মুক্ত।

ঈশ্বরের সহবাস দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহাদিগের প্রত্যেকেরই বিশ্বাসের এই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। প্রার্থনা পরায়ন ও উপাসনাশীল না হইলে পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় হয় না। ধ্যানস্থ হইয়া তাঁহাকে অন্তরে দর্শন করিতে হয়। এই ভাবে তাঁহাকে একবার দর্শন করিলে আর তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া যায় না। ঈশ্বর করুন যেন আমরা এই রূপ পরিচয়ের জন্য লালায়িত হই।

ব্রাহ্ম সমাজ।

ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষিণী কুমারী কলেটের বিগতবর্ষের ব্রাহ্ম ইয়ার বুক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা ব্রাহ্ম মাত্রকেই ইহার একখানি ক্রয় করিবার অনুরোধ করি। কুমারী কলেট ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিবার জন্য যে কিরূপ পরিশ্রম ও যত্ন করেন, তাহা দেখিলে সকলেই বিস্মিত হইবেন। কেহ কেহ বলেন, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে প্রতিভাশালী একজন লোক নাই; যাঁহার শক্তি দ্বারা সমাজ রক্ষা হইতে পারে। কুমারী কলেট ইহার উত্তরে বলিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান গৌরব যাহা, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। আসিয়া দেশের লোকের পক্ষে একজন প্রতিভাশালী নেতার পদতলে লুণ্ঠিত হওয়ার ন্যায় সহজ কিছু নাই। কিন্তু তদপেক্ষা সমারূঢ় ও সমশক্তিসম্পন্ন দশজনে স্বাধীনভাবে মিলিত হইয়া যখন কার্য্য করে তাহাতে অধিক মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় ও তদ্দ্বারা চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করে। কুমারী কলেট প্রকৃত কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। এই নিয়মতন্ত্র প্রণালীই সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটী প্রধান গৌরবের বিষয়।

আমাদের নূতন উপাসনা গৃহের দ্বার উপস্থিত মাঘোৎসব উপলক্ষে উন্মুক্ত হইবে। ১০ই মাঘ শনিবার প্রাতে নবগৃহের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উক্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। উক্ত দিন অতি প্রত্যুষে ৪৫ নং বেনিয়াটোলাস্থ উপাসক মণ্ডলীর সভ্যগণ তাঁহাদের পুরাতন উপাসনা স্থান হইতে নূতন গৃহ পর্য্যন্ত নগরকীর্ত্তন করিয়া যাইবেন। এইরূপ স্থির হইয়াছে।

এই মাঘোৎসবের সময় সকলেরই মন আনন্দে ও উল্লাসে পূর্ণ হইতেছে। এরূপ সময়ে আমাদিগকে একটী দুঃখের সংবাদ লইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ও হিতৈষীদিগের নিকট উপস্থিত হইতে হইল। সেই সংবাদটী আমাদের লাহোরস্থ বন্ধু ও প্রচারক পণ্ডিত শিব নারায়ণ অগ্নিহোত্রীর গৃহিণী লীলাবতী অগ্নিহোত্রী পরলোক গত হইয়াছেন। এই মহিলা কিরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত পঞ্জাব প্রদেশীয় রমণীগণের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করিতে নিযুক্ত ছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও দেশের সাধারণ হিতকর কার্য্যে ইহার যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগ ছিল, বর্ত্তমান সময়ে রমণীগণের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। এই শ্রদ্ধেয়া মহিলার অকাল মৃত্যু ঘটনাতে লাহোরবাসী সমুদয় ভদ্রলোক এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের হিতৈষী মাত্রেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। ২৫এ ডিসেম্বর রাত্রি ৮ টার সময় ইহাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবন শেষ হইবে। সেই সময় হইতেই তিনি অধিকাংশ সময় একাকী থাকিতে চাহিতেন। এমন কি অতি স্নেহের যে সন্তানদিগকেও অধিকক্ষণ নিকটে থাকিতে দিতেন না। কেবল মধ্যে মধ্যে স্বামীকে ডাকিয়া তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ব্রহ্ম সঙ্গীত করিতে বলিতেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন স্বামীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মের নিকট ব্রাহ্মসমাজানুমোদিত অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি আছে কি না। সেই দিন রাত্রির অধিকাংশ সময় অগ্নিহোত্রী মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া যাপন করিলেন। তৎ পর দিন বৈকালে যখন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইতে লাগিল, বাক্ শক্তি রহিত হইল, তখন সন্তানদিগকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল, তাহাতে বিশেষ দুঃখ বা ক্লেশ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেছেন, কি না জিজ্ঞাসা করাতে শিরঃসঞ্চালন দ্বারা উত্তর দিলেন। মৃত্যুর পর লাহোরস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ প্রতিদিন সায়ংকালে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের গৃহে মিলিত হইয়া প্রার্থনা করিতেন। পরে অষ্টাহ পরে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

নিম্নলিখিত পত্রখানি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম পরিবারগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

সাদর নমস্কার পূর্ব্বক আমন্ত্রণ,

ব্রাহ্মসমাজের এক পঞ্চাশৎ মাঘোৎসব উপস্থিত। আমরা এই আনন্দোৎসবের সময়ে আপনাদিগকে হৃদয়ের সদ্ভাব ও প্রীতি উপহার অর্পণ করিতেছি। আসুন বৎসরের এই বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে সকল ভাই ভগিনী দয়াময় পিতার শরণাপন্ন হই। তাঁহার অপার করুণায় যে পবিত্র সমাজের ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া কত সময় আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ ভাবিয়া থাকি, সেই সমাজের কল্যাণ কামনায় আসুন্ সকলে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করি। যে সকল মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, বৎসরান্তে তাহা একবার বিশেষরূপে স্মরণ করি। এই ব্রাহ্মসমাজ জগৎকে পৌত্তলিকতার কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শরণাপন্ন করিবে; সকল প্রকার অভ্রান্ত গুরু ও শাস্ত্রবাদ হইতে মানবাত্মাকে রক্ষা করিয়া, ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করিবে; একদিকে যোগ ও ধ্যান, অন্য দিকে ভক্তি ও সেবাকে মিলিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবন গঠন করিবে; ইহা জাতিভেদ প্রথা উন্মূলন করিয়া সকল নরনারীকে ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ করিবে; ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস ও পরাধীনতা ঘুচাইয়া বিবেকের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে; নরনারীর সম্বন্ধকে পবিত্র ও উন্নত করিবে এবং সকল প্রকার সামাজিক কুরীতির মূলচ্ছেদ করিয়া জনসমাজে সর্ব্বপ্রকার সুনীতি ও সদনুষ্ঠান সংস্থাপন করিবে। আমরা এই সমাজের মঙ্গলোদ্দেশে এক বিশেষ দিনে সমুদায় ব্রাহ্মপরিবারে এক হৃদয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিব সঙ্কল্প করিয়াছি। আগামী ৫ই মাঘ সোমবার প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবারে এইরূপ উপাসনা হয় প্রার্থনীয়। উপাসনা সময়ে নিম্নলিখিতরূপ প্রার্থনা করা হয়, এই অনুরোধ।

প্রার্থনা।

হে পবিত্র স্বরূপ মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বর! বৎসরের এই বিশেষ দিনে বিশেষ সঙ্কল্প হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমরা সপরিবারে তোমার চরণতলে উপস্থিত হইয়া তোমাকে প্রণাম করিতেছি এবং করযোড়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—পঞ্চাশৎ বৎসরের অধিক হইল যে পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ তোমার কৃপায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অশেষ বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া তোমার সত্যধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়া আসিতেছে এবং যাহার উদার ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়া আমরা সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা শিক্ষা করিয়া মুক্তি লাভের আশা করিতেছি, দয়াময়! এই সমাজ তোমার কৃপায় চিরজীবী হইয়া উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হউক, ইহাতে তোমার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হউক, এবং ইহার মহান উদ্দেশ্যসকল জগতের সর্ব্বত্র সংসাধিত হইতে থাকুক। তুমি এই সমাজকে সর্ব্বপ্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অপ্রেম, অশান্তি এবং পাপ হইতে রক্ষা কর, ইহার পথের সমুদায় বিঘ্ন পরিহার কর এবং যাহাতে ইহা তোমার পবিত্র মঙ্গল ইচ্ছা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় এমত শুভাশীর্ব্বাদ বিধান কর। তুমিই আমাদিগের একমাত্র সহায়, সম্বল, আশা ও ভরসা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়,
ব্রাহ্ম সংবৎ ৫১। ২রা মাঘ।

নিবেদন,
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।
সহকারী সম্পাদক।

একপঞ্চাশৎ মাঘোৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

৫ই	„ সোমবার (১৭ই জানুয়ারি)	ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ ব্রাহ্ম পরিবার সকলে বিশেষ উপাসনা।
৬ই	„ মঙ্গলবার (১৮ই „)	রাত্রি ৬॥০ বেণিয়াটোলা ৪২ নং ভবনে সঙ্গতের সাংবৎসরিক সভা।
৮ই	„ বৃহস্পতিবার (২০এ „)	৬॥০ ঐ—মাঘোৎসবের উদ্বোধন।
৯ই	„ শুক্রবার (২১এ „)	অপরাহ্ণ ৪॥০ টা ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের সম্মিলন।
১০ই	„ শনিবার (২২এ „)	প্রাতে ৭॥০ টা নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা। রাত্রি ৭টা নূতন মন্দিরে ছাত্রসভার উৎসব।
১১ই	„ রবিবার (২৩এ „)	ব্রহ্মোৎসব।
১২ই	„ সোমবার (২৪এ „)	অপরাহ্ণ ৪টা নূতন মন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন।
	„ „	রাত্রি ৭টা—থিষ্টিক সোসাইটির সাংবৎসরিক সভা।
১৩ই	„ মঙ্গলবার (২৫এ „)	প্রাতঃকালীন উপাসনা ও সামাজিক সম্মিলন।
১৪ই	„ বুধবার (২৬এ „)	নূতন মন্দির—ব্রাহ্মিকাদিগের সমাজ ও বালকবালিকাদিগের উৎসব।
১৫ই	„ বৃহস্পতিবার (২৭এ „)	রাত্রি ৬॥০ টা ঐ—প্রচারের জন্য বিশেষ উপাসনা ও বক্তৃতা।
১৮ই	„ রবিবার (৩০এ „)	শ্রমজীবীদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা।

মাঘোৎসবের কার্য্য বিবরণ।

রবিবার ৪ঠা। অদ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রাঙ্গণ হইতে পূজার দালানে যাইবার সিঁড়ির উপরে রানায় একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। দেখিয়া বোধ হইল রাজা যেন আনন্দের সহিত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সভার কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করা হইল। তদনন্তর রামমোহন রায়ের একটী সঙ্গীত পূর্ব্বক সভার কার্য্যারম্ভ হইল। সঙ্গীত শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাতে সভার উদ্দেশ্য প্রভৃতি বর্ণন করিলেন। তিনি বলিলেন, আমরা যাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সম্মিলিত হইয়াছি তাঁহার ভাব যেরূপ উদার ও প্রকৃতি যেরূপ মহৎ ছিল, আমাদের সভাও তদ্রূপ হইয়াছে। আমরা যে এক দিন ও পরস্পরের মত বিরোধ বিস্মৃত হইয়া একত্রে মিলিত হইবার একটী স্থল পাইয়াছি ইহাও পরম আনন্দের বিষয়। রামমোহন রায়কে লইয়া আমাদের বিবাদ নাই, তিনি আমাদের সকলের মিলনের স্থান। তাঁহাকে লইয়া সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মের যোগ।

তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি এক এক করিয়া রাজার কতকগুলি কার্য্যের উল্লেখ করিতে লাগিলেন, তখন রাজার উদারতা, তাঁহার হৃদয়ের বিশালতা, তাঁহার বুদ্ধির অসাধারণ শক্তি প্রভৃতি অনুভব করিয়া সকলেই চমকিত হইলেন। সে দিন অনেক নূতন কথা শুনা গেল যাহা পূর্ব্বে কখনও শ্রুত হওয়া যায় নাই। রাজা সতী দাহ নিবারণের জন্য এবং পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে চতুর্দ্দিকের লোকের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু যে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতাকে সকলে এত প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন, যাহার রক্ষার জন্য সকলে এত প্রয়াস পাইতেছেন যাঁহার আংশিক হানি হওয়াতে সকলে এত দুঃখ করিতেছেন, সেই মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা ও যে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। সে দিন শ্রবণ করা গেল, যে, যে আবেদন পত্র পাঠ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই মহৎ অধিকার প্রদান করেন, তাহা রামমোহন রায়ের স্বহস্ত লিখিত। তিনি যে কেবল এদেশীয়দিগের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাহা নহে। জগতের যে কোন জাতি কোন প্রকার স্বাধীনতা লাভ করিলে তিনি আন্তরিক সুখ লাভ করিতেন। এরূপ কথিত আছে, ফরাসি বিদ্রোহের সময় তিনি উৎসুক অন্তরে ইউরোপীয় মেলের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন, এবং তাঁহার প্রভু ডিগবি সাহেবকে সর্ব্বদা বলিতেন, যে তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনা যে ফরাসিগণ স্বদেশে সাধারণ তন্ত্র প্রণালী স্থাপনে সমর্থ হয়, গ্রীসদেশবাসিগণ যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রজাপীড়ক তুরস্ক পতির সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল তখন তিনি গ্রীসবাসিগণ জয় যুক্ত হউক বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। এমন কি তাঁহার সময়ে স্পেনে নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়; তিনি এই ঘটনাতে এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন, যে কলিকাতার টাউন হলে, এই জন্য একটী প্রকাশ্য ভোজ দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বোধ হয়, তিনি সকল প্রকার স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৌরহিত্য ও পৌত্তলিকতা শৃঙ্খল হইতে স্বদেশবাসিদিগকে মুক্ত করিবার জন্য যেমন একদিকে অস্ত্র ধারণ করিলেন, তেমনি রমণীর বিষম দুঃখভার হরণ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। তিনি নারী জাতির দুর্গতি বর্ণন করিয়া যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে এমন কেহ নাই যিনি অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারেন। তাঁহার পরিশ্রম এখানেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি একদিকে যখন হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান সকলের সহিত তাঁহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া, তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, সতী দাহ নিবারণ ও মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, অপরদিকে দেশীয় বালক বালিকাদিগের শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল প্রভৃতি রচনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায়, আমরা সে দিন আর ও কয়েকটী নূতন কথা শ্রবণ করিলাম। বক্তা বলিলেন, ডাক্তার ডফ যখন সর্ব্ব প্রথমে এই নগরে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি বিদ্যালয়ের জন্য একটী বাড়ী ও পাঠার্থ কয়েকটী ছাত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তখন রাজা অগ্রসর হইয়া যে বাড়ীতে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ ছিল সেই বাড়ীটী তাঁহার স্কুলের জন্য ঠিক করিয়া দিলেন এবং নিজে চেষ্টা করিয়া ৬টী ছাত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন। যে দিন ডাক্তার ডফের বিদ্যালয় প্রথম খোলা হয়, রাজা স্বয়ং আসিয়া বক্তৃতা দ্বারা বালকদিগকে উৎসাহিত করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহা নহে সমুদায় হিন্দু সমাজ যখন ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিলেন রাজা তখন ইহার উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে ইহার উৎসাহ দানে অগ্রসর করিলেন। পাঠক দেখুন যে ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আমাদের মানসিক ও সামাজিক এত প্রকার উন্নতি হইয়াছে, সেই ইংরাজী শিক্ষার ও মূলে রাজা ছিলেন। আর একটী বিষয় শুনিয়া সে দিন বিশেষ মুগ্ধ হওয়া গেল। রাজা স্বয়ং একজন জমিদার ছিলেন, এবং বঙ্গদেশের অতি প্রধান প্রধান জমিদারের সহিত নানা সূত্রে বদ্ধ ছিলেন, তথাপি ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট সভায় যখন প্রজাদিগের অবস্থা বিষয়ে তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তখন তিনি প্রজাদিগের পক্ষ ও জমিদারদিগের বিপক্ষ হইয়াই কথা কহিয়াছিলেন। তিনি সে সময়ে গবর্ণমেণ্টকে যে সকল পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বক্তৃতাটী শুনিতে শুনিতে সকলেই

হৃদয়ে উক্ত মহাত্মার অলৌকিক মহত্ত্ব প্রতিভাত হইতে লাগিল। মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, যেন তাঁহার উদারতা ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে রক্ষা করিতে পারি, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা যেন সকলের হৃদয়ে বর্দ্ধিত হয়। তিনি যদি আজ জীবিত থাকিতেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই প্রীত হইতেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা, তাঁহার ধর্ম্মোৎসাহ, তাঁহার উদারতা, তাঁহার স্বাধীনতা প্রিয়তা, তাঁহার বিশাল প্রীতি, তাঁহার সদনুষ্ঠান তৎপরতা এ সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে অলঙ্কৃত করুক এই একমাত্র প্রার্থনা। তিনি যে এত প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে ধর্ম্ম চর্চ্চাই সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি যখন ১৬ বৎসরের বালক তখন পৌত্তলিকতার দূষিত ভাবের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি পৌত্তলিকতার দোষ প্রদর্শন করিলেন; পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। তখন সেই ১৬ বৎসরের শিশু পদব্রজে হিমালয় উত্তীর্ণ হইয়া তিব্বত যাত্রা করিলেন। কেন? বৌদ্ধধর্ম্ম কি তাহা জানিবার জন্য। কি অলোকে সামান্য অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞা!! ১৬ বৎসরের সময়ে যে অগ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রথম দেখা গেল, তাহা আর জীবনের মধ্যে তাহাকে ছাড়িল না। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, ধনোপার্জ্জন জন্য বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু হৃদয়ের প্রিয় ধর্ম্মচর্চ্চাকে বিস্মৃত হইলেন না। এরূপ কথিত আছে। বিষয় কার্য্য করিয়া যে কিছু অবসর লাভ করিতেন তাহা ধর্ম্মচর্চ্চাতেই যাপন করিতেন। কোন প্রকারে কয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া নিজের ভরণপোষণোপযোগী কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ৩০ বৎসর বয়সে বিষয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিয়াই একেবারে ধর্ম্মচর্চ্চার মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। এই চর্চ্চাতে তাঁহার এত আনন্দ ও আগ্রহ ছিল, যে খৃষ্টানদিগের বাইবেলে কি আছে জানিবার জন্য হিব্রু ও গ্রীক পড়িলেন, কোরাণ দেখিবার জন্য আরবীতে ব্যুৎপন্ন হইলেন, বেদ পাঠের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করিলেন। তদনন্তর একা এক সংস্র হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সহিত ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নিষ্ঠার বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে, তিনি উপাসনার দিন মাণিকতলা হইতে যোড়াসাঁকো পর্য্যন্ত প্রায় এক ক্রোশ পথ পদব্রজে চলিয়া আসিতেন। যান বাহনাদি থাকিলেও তাহাতে আরোহণ করিতেন না; লোকে রাজদরবারে যে ভাবে বসিত সেই ভাবে উপাসনা স্থানে আসিয়া বসিতেন এবং গায়কগণ গীত আরম্ভ করিলে তাঁহার গণ্ডস্থল দর দর নেত্রধারে প্লাবিত দেখা যাইত। তিনি খ্রীষ্টীয়দিগের ভজনালয়ে গিয়া, এত লোকে তোমাকে ডাকিতেছে বলিয়া আনন্দে অশ্রুজল ফেলিতেন। জগদীশ্বর করুন এই মহাত্মার ভাব ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ হউক। সোমবার, ৫ই মাঘ। অদ্য ব্রাহ্মপরিবার সকলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য বিশেষ উপাসনা হয়। এতদর্থ পূর্ব্বে লিখিত পত্র খানি পরিবারে পরিবারে প্রেরিত হয়। সোমবার কলিকাতার অনেক স্থলে যুবকগণ স্ব স্ব বাসাবাড়ী পুষ্প ও দীপ মালায় সুশোভিত করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন স্থানে যে সকল পরিবার বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেন তাঁহারাও ঘরে ঘরে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আমাদের এতগুলি লোকের ও এত গুলি পরিবারের প্রার্থনা ধ্বনির কি ফল ফলিবে না? প্রশ্ন কেন করি, প্রশ্ন করিলে অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষীগণ আনন্দিত হউন, ব্রাহ্মসমাজের নবজীবনের দিনের সূত্রপাত হইয়াছে। দীন হীনের বন্ধু পরমেশ্বর ইহাকে সকল প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার হইতে রক্ষা করিবেন। সকলে আরও প্রার্থনা পরায়ণ হউন।

তত্ত্ব-কৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি।

ডিসেম্বর—১৮৮০।

বাবু বৈদ্যনাথ গিরি, কটক	১৲
„ শশিভূষণ সেন, কলিকাতা	১৶০
নবকিশোর দাস, শ্রীহট্ট	২॥০
দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক,	৬৲
বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশী	৩৲
,, তুকড়ি ঘোষ, কলিকাতা	২।০
,, নীলবিহারী রায়, কাঁসদেওয়া	৩৲
,, অমৃতলাল সিংহ, সিমলা	২॥০
,, নগরচন্দ্র নন্দী, ময়মনসিংহ	৸০
,, হরমোহন বসু, নোয়াখালি	১৲
„ গঙ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবাগ	১৲
,, ভুবনমোহন সেন, ফরিদপুর	১৲
,, কেদারনাথ রায়, বাঁকীপুর	৩॥৴০
শ্রীমতী মহারাণী শরৎসুন্দরী, পুটিয়া	৬৲
বাবু কুমুদবিহারী সামন্ত, জেহানাবাদ	১।০

সাধনক পঞ্চক।		
শান্তি	...	... ৵৹
বৈরাগ্য	...	... ৵৹

প্রত্যেক পুস্তকের এক এক খণ্ড একত্রে গ্রহণ করিলে ডাকমাশুল লাগিবে না।

আগামী ২৪শে জানুয়ারী, সোমবার, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটস্থ ২১১ সংখ্যক ভবনে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা গৃহে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাংবৎসরিক অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি স্থিরীকৃত হইবে :—

১। বার্ষিক রিপোর্ট।

২। কর্ম্মচারী নিয়োগ।

৩। নিয়ম পরিবর্ত্তন।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিবেন।

ক। ২৮ নিয়মের শেষ ভাগে এই টুকু যোগ করিতে হইবে।

যদি কোন কারণ বশতঃ অধ্যক্ষ সভার সমস্ত কিম্বা অধিকাংশ সভ্য এক সময়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন কিম্বা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশেষ অধিবেশন অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন; কিন্তু এপ্রকার নিয়োগ অন্য এক অধিবেশনে অনুমোদন না হওয়া পর্য্যন্ত অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইব না। এই দুই অধিবেশনের মধ্যে অন্ততঃ এক মাস ব্যবধান থাকা কর্ত্তব্য।"

খ। "২০ নিয়ম এই রূপ পরিবর্ত্তিত হইবে।

'অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণকে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সভ্যের মধ্য হইতে ১২ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম লইয়া একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন কোন কারণে প্রয়োজন হইলে উক্ত ১২ জনের মধ্যে কোন সভ্য পরিবর্ত্তন ও শূন্য পদে নূতন সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।"

গ। "৩১ নিয়ম এইরূপ হইবে।

'সাধারন ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পর তিন সপ্তাহ মধ্যে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত লইয়া, একটী বিশেষ অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উক্ত দ্বাদশ সভ্য নিযুক্ত করিবেন। নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় যাঁহারা প্রবেশার্থী হইবেন, সম্পাদক এই তিন সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত জানিবেন এবং সেই মত অধ্যক্ষ সভার গণনায় আসিবে।"

ঘ। "৩২ নিয়মে এই টুকু যোগ হইবে।

"কিন্তু ৫০০ শত টাকার অধিক ব্যয় করিতে হইলে অধ্যক্ষ সভায় তাহা জ্ঞাপন করিয়া উক্ত সভার মত লইতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর সুকুল প্রস্তাব করিবেন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগকে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত করা হউক।

৪। অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ।

৫। নূতন সভ্য মনোনয়ন।

৬। বিবিধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় } শ্রীমোহিনীমোহন বসু
২ রা জানুয়ারি—১৮৮১ } সম্পাদক।

তত্ত্বকৌমুদীর প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা বাদে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে বাঁধাই হইয়া বিক্রয়ার্থ আফিসে প্রস্তুত আছে মূল্য ৩৲ ডাকমাশুল।৵০। কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দির নির্ম্মাণ জন্য যাঁহারা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাদিগের অঙ্গীকৃত অর্থ প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন। শীঘ্র শীঘ্র অর্থ সংগ্রহ না হইলে সমাজ-মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য চলা সুকঠিন হইবে।

১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, } শ্রীগুরুচরণ মহলানবিশ
কলিকাতা। } বিল্ডিং ফণ্ডের সম্পাদক।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৩ নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা	।১০
জাতি ভেদ	৴১০

পরকাল /•

ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায় /•

১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ৩১ শ্রাবণ। } শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়। সহঃ সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী নহে, একান্ত প্রার্থন।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

১৮৮০। ১৫ ই জুলাই ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত সহকারী সম্পাদক।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র

এই যন্ত্রে ইংরেজি ও বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সুচারুরূপে, অল্প সময়ে এবং উচিত মূল্যে সম্পন্ন হয়। সংবাদপত্র, পুস্তক, চেক, দাখিলা, রসিদ, বিল, শিরোনামা, নানা প্রকার ক্ষুদ্র কার্য্য, নানা রঙের মুদ্রাঙ্কণ, স্বর্ণময় মুদ্রাঙ্কণ, ইত্যাদি।

মুদ্রিতকরা যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট কলিকাতা ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট ভবনে অনুসন্ধান করিবেন।

Memoir of Dr. Carpenter		/•
Perfect Life	১৸•	৵•
Morning & Evening meditations	১৸•	৵১•
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১,	/১•
সঙ্গীত-হার (বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	।•	৴১•
সুরুচীর কুটীর	॥•	৴১•
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য)	/•	৴১•
জাতীয় সঙ্গীত	৶•	৴১•
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	।•	৴১•
প্রবন্ধ-লতিকা	॥•	৴১•
Almanac 1880	4 ans	
Second Annual Report 1879	6 ans	
সোপান—নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ	১	৴১•
Brahmo-Year Book 1879 (Miss Collet's)	১,	৴১•
" " 1880		৴১•
ব্রহ্মসঙ্গীত	১	/•
ঐ ২ ভাগ	৶	৴১•
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী...	/•	৴১•
ঐ ইংরাজী	৵•	৴১•
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা ...	৵•	৴১•
কৃতজ্ঞতা	৴১•	
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন	।•	৴১•
শিশু পালন	॥০	৴১•
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ	।৵•	৴১•
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ...	।•	৴১০
ধর্ম্মালোচন	/১	৴১০
নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত	।•	৴১•
পুষ্পমালা ...	।৵•	
গৃহধর্ম্ম ...	।•	

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাসুল।
Channing's Complete works	১॥•	৶•
Practical Sermons	৸•	।•

নানা কারণে ১লা মাঘের তত্ত্বকৌমুদী ৭ই মাঘ প্রকাশিত হইল।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93. College Street, January. 1881.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।
১৭ ও ১৮শ সংখ্যা।

১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বল ঐ ২৷৷০
প্রতি খণ্ড নগদ ৵০।

প্রার্থনা।

অদ্য নব বর্ষের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, হে সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর! আমরা তোমাকে স্মরণ করিতেছি। আমাদের দুর্ব্বলতা ও দুর্ম্মতি স্মরণ করিয়া ভয় হইতেছে, যে আমাদের দ্বারা তোমার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার না হইয়া পাছে আমরা অনিষ্ট সাধন করি। পাছে আমরা ভ্রাতা ভগিনীদিগের পথের কণ্টক স্বরূপ হই। আমাদের মস্তকে যে গুরু ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, হে প্রভো! আমরা তাহা বহন করিবার উপযুক্ত নহি। যে প্রেম, যে উদারতা, যে পবিত্র জীবন ব্যতীত কেহ কখন তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে নাই, দয়াসিন্ধো! আমাদিগকে সেই সকল প্রদান কর। তোমার কৃপায় আমরা নব গৃহ লাভ করিলাম, আমাদিগকে নবভাব, নব উৎসাহ, নব জীবন দেও, যে সেই গৃহে আমরা তোমার পূজা করিয়া ধন্য হই, এবং ভ্রাতা ভগিনীদিগকে তথায় তোমার পূজার জন্য আহ্বান করি। কত আশা করিয়া আমরা এই পবিত্র ধর্ম্ম-পরিবারের অঙ্গীভূত হইয়াছি। সেই সকল আশা যাহাতে পূর্ণ হয়, তুমি এ প্রকার বিধান কর। তুমি সত্যের আশ্রয় ও ব্রাহ্মসমাজের রক্ষক, আমরা তোমার উপর নির্ভর করিয়া নব বর্ষের কার্য্য আরম্ভ করি। আশীর্ব্বাদ কর।

জড় জগতে মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝটিকা হইয়া সমুদায় বায়ুমণ্ডল পরিষ্কৃত করে। কত দুর্গন্ধ, মলা তাহা দ্বারা অপনীত হয়। বস্তুতঃ এই প্রকার বিধি না থাকিলে জগৎ আমাদের স্বাস্থ্যের উপযোগী হইত না। আধ্যাত্মিক জগতের পক্ষেও এইরূপ ঝটিকার অত্যন্ত প্রয়োজন। হৃদয়ের অসারতা, মালিন্য, এবং দুর্গন্ধ দূর হইবার উপায় না থাকিলে আধ্যাত্মিক জগতে জীবের স্বাস্থ্যরক্ষা হইত না। আমাদের উৎসব সকল এইরূপ ঝটিকা। তাহাদ্বারা মৃতভাব নবজীবনযুক্ত হয়, কত আত্মা নবোৎসাহ, নবানুরাগ লাভ করে, যেখানে যত দুর্গন্ধ ও মলা লুক্কায়িত থাকে, সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যায়। নরনারীর মুখের কান্তি উজ্জ্বল হয়। আমাদের বিগত উৎসব কি এই প্রকার হইয়াছে? পাঠক! এক বার নির্জ্জনে পরমেশ্বরের নিকট এই সমস্ত চিন্তা কর।

কোন আধ্যাত্মিক বিষয়কে জড়ীয় প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা প্রকাশ করিলে তাহা হইতেই ক্রমে পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হয়। পরমেশ্বর করুণাময়, এই ভাবকে যদি কেহ বাহ্যিক আকার দিয়া প্রকাশ করেন,—মনে কর এক কাঠা ধানাকে এই দয়ার প্রতিমূর্ত্তি মনে করা যায়,—তাহা বিপদজনক কি না? এই প্রকারে আমাদের দেশে ধান্যপূজা ঈশ্বরের দয়ার পূজারূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না? পরমেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, এই ভাবটী প্রকাশ করিবার জন্য যদি কতকগুলি গ্রন্থকে সম্মুখে রাখিয়া অর্চ্চনা করা হয়, তাহা পৌত্তলিকতা কি না? এইরূপে কি সরস্বতী পূজা প্রবর্ত্তিত হয় নাই? ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম, এই ভাবকে বাহ্যাকার প্রদান মানসে যদি এক খানি গ্রন্থে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মূল সত্য গুলি বিবৃত করিয়া ঐ গ্রন্থকে পুষ্পোপহার প্রদান করা হয়, তাহা পৌত্তলিকতা কি না? ক্ষোভের বিষয় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ একটী গর্হিত আচরণ আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা যে নববিধান ঘোষণা করিতেছেন, বিগত মাঘোৎসব উপলক্ষে ঐ বিধানকে একটী পতাকা ও কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ স্বরূপে প্রকাশ করিয়া সকলে তাহার সম্মুখে ধূপ, দীপ, চামর প্রভৃতি লইয়া তাহার আরতি এবং অভিবাদন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ যদি বিগ্রহ ও মূর্ত্তিবন্দনা প্রচার করেন তবে পৌত্তলিকতার সহিত তাহার যে মূলগত প্রভেদ, তাহাই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। যাঁহারা এই প্রথা প্রবর্ত্তন করিতেছেন, আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিতেছি।

৪ঠা মাঘ অবধি আমাদের প্রিয়তম মাঘোৎসব আরম্ভ হইয়া ১৮ই মাঘ তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় নিয়মিত কার্য্য ব্যতীত এ বৎসর একটী নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। উহা কত দূর সফল হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু যদি প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবার তাহাতে হৃদয়ের সহিত যোগ দেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে অতি উপাদেয় ফল লাভ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ব্রাহ্মপরিবারে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য উৎসব উপলক্ষে এক দিন প্রার্থনা করা হয়, সহকারী সম্পাদক সকলকে এই অভিপ্রায়ে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের প্রত্যেকের গৃহের ভূষণ, ব্রাহ্মসমাজ প্রত্যেক

ব্রাহ্মপরিবারের আদরের সামগ্রী; সকল পরিবার সেই সমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা অতি মনোহর ও উৎসাহকর দৃশ্য। এতদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে পারে সন্দেহ নাই। কত পরিবার বহুকাল হইতে ব্রাহ্ম পরিবার ভুক্ত হইয়াছেন, কত অবস্থা অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজের শীতল আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের জীবনের কত পরীক্ষা হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে তাঁহাদের সেই সমস্ত স্মরণ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। যে সমাজ ভিন্ন তাঁহাদের অন্য আশ্রয়ে স্থান নাই, তাহার কল্যাণ প্রার্থনা করা তাঁহাদের যখন প্রতিদিনের কার্য্য, তখন এই প্রশস্ত সময়ে সকলে তাহা করেন ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এ বৎসর ৫ই মাঘ এই কার্য্যের জন্য স্থির হইয়াছিল। যে প্রার্থনা আদর্শ স্বরূপ অনুরোধ পত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা গতবারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

এক পঞ্চাশৎ মাঘোৎসব।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশের সারাংশ।

১১ই মাঘ—প্রাতঃকাল।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুনশ্চ।"

"এক যে পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী, তাবৎ কার্য্যের অধ্যক্ষ, জ্ঞানস্বরূপ, সঙ্গরহিত এবং সৃষ্ট পদার্থের গুণ বিবর্জ্জিত।"

মুসলমানদিগের এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে এক দেশের জনৈক বাদসাহ অতিশয় নাস্তিক ছিলেন। নিজে পরমেশ্বরকে মানিতেন না এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে আপনার পূজা চাহিতেন। এক দিন কয়েকজন গণক সেই বাদসাহের নিকট গিয়া বলিল, হে রাজন্! আপনার রাজ্যে অমুক পরিবারে অমুক স্ত্রীর গর্ব্ভে একটি বালক জন্মগ্রহণ করিবে। তাহার নাম ইব্রাহিম, সে আপনার রাজ্য ছারখার করিবে। ইহা শুনিয়া বাদসাহ ভীত হইলেন এবং যাহাতে সেই মহিলার সন্তান না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম অখণ্ড্য, কালে সেই স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করিলেন। প্রসব করা মাত্র বাদসাহের ভয়ে সেই স্ত্রী তাঁহার শিশুকে নিকটবর্ত্তী কোন পর্ব্বতের গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়া আসিলেন। এবং তিনি প্রত্যহ গোপনে তথায় যাইয়া সন্তানকে স্তন্যপান করাইয়া আসিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে ইব্রাহিমের জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি পর্ব্বত গহ্বরে থাকিয়া জীবজন্তু, বৃক্ষ ও মাতাকে ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। ক্রমে যখন বয়স হইল, তখন একদা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই যে পর্ব্বতাদি, সংসার দেখিতেছি, এই যে সুবিস্তীর্ণ আকাশ, এই সমুদায় কে সৃজন করিল? সেই নারী চিরকাল দেব দেবীর পূজা করিয়া আসিয়াছেন, তাই বলিলেন চন্দ্র এই জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা। ইব্রাহিম রাত্রিতে বসিয়া বসিয়া চন্দ্র দর্শন করিলেন, দেখিতে পাইলেন যে চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি আছে। ভাবিলেন, একি জগতের স্রষ্টা? যাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে, সে কিরূপে জগৎ স্রষ্টা হইবে? আর এক দিন যখন মাতা আসিলেন, তখন তিনি বলিলেন, না মা বিশ্বস্রষ্টার উদয়াস্ত হইতে পারে না, হ্রাস বৃদ্ধি তাঁহাতে সম্ভবে না,—এ চন্দ্র স্রষ্টা নহে। তখন নারী বলিলেন, ঐ যে দূরে নক্ষত্র দেখা যায়, এই স্রষ্টা। ইব্রাহিম দেখিলেন তাহারও পরিবর্ত্তন হয়; রাত্রিতে দেখা যায়, দিনে দেখা যায় না। তখন মাতাকে বলিলেন একি! যিনি স্রষ্টা তিনি দিন রাত্রি সমানভাবে থাকিবেন, সুতরাং নক্ষত্রও স্রষ্টা নহে। তখন মাতা বলিলেন, দেখ গৃহে দেবতা আছে, তাহারা স্রষ্টা; চল দেবালয়ে গিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। ইব্রাহিম রাত্রিতে মাতার সঙ্গে গোপনে দেবালয়ে গিয়া দেখিলেন, এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দণ্ড হস্তে দাঁড়াইয়া আছে। মাতা বলিলেন, ঐ যে প্রকাণ্ড বৃহদাকার মূর্ত্তি দেখিতেছ, ইনি স্রষ্টা; আর চতুর্দ্দিকস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সমুদায় উঁহার অনুচর। তখন তিনি তাহাদের গায় হাত দিলেন, চুল ধরিয়া টানিলেন; কিন্তু তাহাদের কেহই কথা বলিল না। কথা বলার জন্য তিনি দণ্ড দ্বারা একে একে মূর্ত্তি গুলি চূর্ণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কিছুতেই কথা বলিল না। তখন তিনি আবার ধীরে ধীরে পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রত্যুষে ধূমধাম পড়িয়া গেল। কে রাত্রিতে দেবালয়ে গোপনে প্রবেশ করিয়া দেবমূর্ত্তি সমুদায় ভগ্ন করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। সকলের মনেই সন্দেহ হইল, যে মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়াছে সে কখনই লোকালয়ে নাই, অবশ্য কোন গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত আছে। এই মনে করিয়া অরণ্যে, পর্ব্বত-কন্দরে চর প্রেরিত হইল। অবশেষে ইব্রাহিম ধৃত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিত হইলেন যে "তুমি কে এবং দেবমূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়াছ কি না?" তিনি বলিলেন, আমি জানি না আমি কে; মা আমাকে ইব্রাহিম বলিয়া ডাকেন। মাতৃবাক্যে বিশ্বাস করিয়া এই মূর্ত্তি বিশ্বস্রষ্টা কিনা জানিতে গিয়া আঘাত করিয়াছিলাম, তাহাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মাতা আমাকে বলিয়াছিলেন উহা স্রষ্টা; কিন্তু আমি নানা উপায়ে দেখিলাম, মূর্ত্তি দেবতা নহে। এ কথাতে তিনি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। পরে স্রষ্টা কে জানিবার জন্য তিনি নগরে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথাও জানিতে পারিলেন না। অবশেষে ক্লান্ত ও অস্থির হইয়া বলিলেন, হে ঈশ্বর! তুমি এস, তুমি কোথায় আছ, আমাকে দেখা দেও। ঈশ্বর তাঁহার কথা শুনিলেন ও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি জগতে ওতপ্রোত ভাবে আছেন।

ইব্রাহিম সুখী হইয়া বাদসাহের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, তাঁহাকে পাইয়াছি। তাঁহার পূজা তোমরাও কর; তিনি নিরাকার, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, তাঁহাকেই পূজা কর, মূর্ত্তিপূজা ছাড়িয়া দেও। বাদসাহ বলিলেন, তোমার ঈশ্বর কোথায়? এবং তিনি যে আছেন, তাহার প্রমাণ কি? ইব্রা-

হিম বলিলেন, তুমি তোমার গৃহ সামগ্রী সকলকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা উত্তর দিবে তিনি কোথায়? বাদসাহ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা এক বাক্যে সাক্ষ্য দিল, এই আমাদের মধ্যে তিনি বিরাজমান। অন্যান্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, এই দেখ তিনি আমাদের প্রত্যেক অংশে বিরাজিত। এইরূপে একে একে গৃহস্থ সমস্ত জড়পদার্থকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলেন, সকলেই তাঁহার বিদ্রোহাচরণ করিতেছে। বাদসাহ রাগান্ধ হইয়া সমস্ত চূর্ণ করিলেন। ইব্রাহিম বলিলেন, তোমার শরীরকে জিজ্ঞাসা করত দেখি। শরীরও সাক্ষ্য দিল ঈশ্বর তাহার স্রষ্টা। তখন বাদসাহ অপদস্ত হইলেন, এবং ইব্রাহিম এইরূপে বাদসাহকে পরাজ করিয়া তাঁহার রাজ্যে একমাত্র ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এই একটী আখ্যায়িকা হইতে আমরা জানিলাম যে, জগৎ-স্রষ্টা সৃষ্ট বস্তু নহেন এবং তাঁহাকে জানিবার জন্য স্পৃহা না জন্মিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ইব্রাহিম ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাই জানিতে পারিয়াছিলেন। আমরা শুনিতেছি বটে, এজগতের এক জন স্রষ্টা আছেন; কিন্তু কয় জনের মনে এই জগতের স্রষ্টা কে এই প্রশ্ন উদয় হইয়া থাকে? আমাদের কয়জন গম্ভীর ভাবে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া থাকেন? যখন এরূপ ভাব আমাদের মনে আসে, তখনই তাঁহাকে আমরা খুঁজি। এখন বল এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের মধ্যে কে দিবেন? সৃষ্টপদার্থ স্রষ্টা নহে, অজ্ঞান বুদ্ধিহীন স্রষ্টা নয়। তবে তাঁহাকে বুঝিব কিরূপে? কেহ বলিলেন ঐ যে পুস্তক—বেদ, বাইবেল, কোরাণ, জিন্দাবস্তা—আছে, তাহাতে জানিতে পারা যায়। আমি সব পুস্তক পড়িলাম; কিন্তু কোথায়ও জানিতে পারিলাম না। গ্রন্থে ঈশ্বরের কথা আছে; কিন্তু তাঁহাকে পাব কিরূপে, লাভ করিব কি উপায়ে? গ্রন্থ পাঠে ঈশ্বরকে পাইলাম না। কেহ বলিলেন, অন্যের নিকট উপদেশ লও। উপদেষ্টা বলিলেন, তুমি প্রাণায়ামাদি কর, তাঁহাকে পাইবে। উপদেশ লইলাম, আসনশুদ্ধি করিলাম, ভূতশুদ্ধি করিলাম, প্রাণায়াম করিলাম; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে পাইলাম না। তবে কি করিব? করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় তাঁহাকে পাইতে চাই, কিরূপে পাইব? নিয়মাভ্যাসে হইবে না, নানাবিধ উপায় অবলম্বন করি কিছুতেই হয় না। কখন ভাবি সব কল্পনা, তাঁহাকে পাওয়া যায় না। যখন ব্যাকুল হইয়া তাঁহার জন্য ভাবি, তখন তিনি কোথায় বলিয়া অস্থির হই। ইব্রাহিমের ব্যাকুলতা যখন হৃদয়ে আসে, তখন বাস্তবিকই অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করি। বৃক্ষ, ফল, ফুল, নদীকে জিজ্ঞাসা করি পরমেশ্বর কোথায়? ইহারা বলিল, ঐ দেখ তিনি আমাদের অন্তরালে বিদ্যমান। কিন্তু আমার অবিশ্বাসী, প্রাণ তাহা বুঝিল না। আমি পৃথিবীর সমস্ত খুঁজিলাম; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাইলাম না। আকাশে কল্পনা বলে গেলাম, সেখানে পাইলাম না; পৃথিবীর বড় বড় লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিলাম না। ছায়াপথ অতিক্রম করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিলাম; কিন্তু কোথাও কাহারও কথা বুঝিলাম না। শরীর বলিল, হে অবিশ্বাসী! দেখ তিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু আমার অবিশ্বাসী প্রাণ তাহাও বুঝিল না। এইরূপে সব পদার্থ সাক্ষ্য দিল, আমি কিন্তু বুঝিলাম না। সভ্য জগতে গেলাম, সকলেই বলিলেন, আমরা প্রায় সকলেই ঈশ্বর মানি, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, বিজ্ঞান সকলেই বলে, তুমি কে যে বিশ্বাস করিতেছ না? যাহারা অসভ্য, তাহারাও একথা বলিল। আমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাইলাম। তবে এখন ঈশ্বর কোথায়? সকলে যাঁ[illegible] বলে, যাঁহার মহিমা ঘোষণা করে তিনি কোথায়? আমার হৃদয়েশ্বর কোথায়? এই প্রকারে যখন ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া বলি, হে ঈশ্বর! তুমি কে জানি না, বুঝিতে পারি না; তোমাকে জানিতে চাই। এস, এস হে নাথ! তোমার ভুবনমোহন স্বরূপ এক বার দেখাও। একটী বার অন্তরে প্রকাশিত হও। এরূপে যখন ডাকিলাম, তখন তিনি প্রকাশিত হইলেন। নরাধম মহাপাতকীর হৃদয়ে কে আসিলেন? কি প্রাণ-বিমোহন, নয়নরঞ্জন সুন্দর ছবি দেখিলাম! ইহা কল্পনা নয়। জানিলাম কাতর হৃদয়ে, ব্যাকুল অন্তরে ডাকিলে বাস্তবিকই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বুঝিলাম তিনি দয়ালু, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বব্যাপী। তিনি সত্য, জগৎকর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডপতি। আমরা যত কেন পাতকী হই না, প্রাণ ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আসেন। ভীত, সঙ্কুচিত হইয়া ডাকিলে তিনি বলেন, হে সন্তান, ভয় পেওনা আমি তোমাকে পরিত্রাণ করিব। তখন আমি যতই তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে চাই, তিনি ততই আমার উদ্ধারের চেষ্টা করেন। অধঃপাতে যাইতে আমি যত প্রকার চেষ্টা করি না কেন, আমার তাবৎ চেষ্টা ঈশ্বরের কৃপাগুণে বার্থ হয়।

যদি একবার ঈশ্বরের দয়া হৃদয়ে অনুভব করিতে পারি, পাপ হৃদয়ে তিনি আসিয়াছেন একবার উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই; তখন তাঁহাতে বিশ্বাস হয়, তাঁহার দয়াতে প্রত্যয় হয়। আর সকলকে বলি, শুন শুন ঈশ্বর দয়া করিলেন, অপরাধ ক্ষমা করিবেন; দেখ তিনি আমার উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার জন্য কাঁদ, তিনি অনুগ্রহ করিবেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমরা কোথায় যাইবে ভাই? তোমরা অগ্রাহ্য করিলেও করিতে পার; কিন্তু আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি না, তাঁহাকে ছাড়িতে পারি না। দেখ তিনি কত উপকার করিয়াছেন। জলে ডুবিয়াছিলাম, রোগে মরিতেছিলাম তিনি বাঁচাইয়াছেন। পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার কথা মিষ্ট বোধ হইত না, পূজা কল্পনা ভাবিতাম, ঈশ্বরোপাসনাকে বাতুলতা মনে করিতাম। কিন্তু তিনি ইহার কিছুতেই ছাড়েন নাই। একদিন কাঁদিয়াছিলাম, তাই এত অনুগ্রহ। তাই এস, সকলেই তাঁহার অন্বেষণ করি।

তিনি স্রষ্টা; তাঁহার পূজা কর, অপর কাহার পূজা করিওনা। স্রষ্টার পূজা কর; কল্পনার পূজা করিওনা। পরমেশ্বরের পূজা করিতে হইলে দুর্ব্বলতা ও কল্পনা। [illegible]

হইবে। হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর বলিয়া ডাক, তাহা হইলে তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে। পুস্তকের কথার মত তাঁহাকে বুঝিবে না, মনুষ্যের কথার উপর নির্ভর করিও না। কেবল প্রার্থনা কর, অন্তরে তাঁহার সত্তা বুঝিবে। ঈশ্বর যখন হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তখন দেখি যে তিনি কি অপূর্ব্ব রমণীয়! একবার বিদ্যুতের মত নিজের প্রকাশ মানব হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়া ঈশ্বর যে লোককে মুগ্ধ করেন, এক বার যদি এ প্রকাশ পাও, তবে ছাড়িও না। প্রাণপুষ্প দাও, বাহিরের পুষ্পাদিতে হইবেনা। নিরাকারদ্বারা নিরাকারের পূজা কর। পরমেশ্বরকে যাহারা সূক্ষ্মরূপে বুঝেনা, তাহারা তাঁহাকে স্থূল বস্তু দ্বারা পূজা করে। নিরাকার, নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের পূজা কর, তাঁহার জন্য রোদন কর: কৃতার্থ হইবে। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? তিনি যে জীবনের জীবন। তাঁহাকে যদি জানিতে চাও যাহা বুঝিতে পার নাই, তাহা কখনও বলিও না। তাহা হইলে জানিতে পারিবে না পুস্তকের কথায় ভুলিও না, তাহা হইলে নিজ প্রীতিকে অনন্ত গুণ করিয়া ঈশ্বর প্রীতি মনে করিবে। ইহা কখনই করিও না। নিজের দয়াকে ঈশ্বরের দয়া ভাবা অত্যন্ত অন্যায়। ভাই, ঈশ্বরের পূজা করিতে করিতে তাঁহার দয়া যাহাতে হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাহার চেষ্টা করিও। তুমি যেরূপ দয়া কর, তিনি সেরূপ দয়া করেন না; তাঁহার দয়া অনুপম।

আর একটী কথা। মনুষ্যকে তুমি অর্চ্চনা করিও না। ব্যাকুলতার সময় তুমি ভাবিতে পার, ইঁহাকে পূজিলে ঈশ্বর-পূজার সাহায্য হইতে পারে। তা হবে না, তাহা করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, সমস্ত হইতে প্রিয় বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিবে। এরূপে প্রাণ মন দিয়া পূজা করিলে তাঁহাকে পাইবে। সরল ভাবে সকলে ডাকিতে পারিলে, প্রাণ মন দিয়া পূজা করিতে পারিলে তাঁহার কথা প্রচার হইবে। তাঁহার সত্তাতে আজ মন্দির পরিপূর্ণ, তাঁহাকে ভাল করিয়া প্রাণের প্রাণরূপে অনুভব করি। তিনি ভিন্ন সুখ নাই, বুঝি আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট যাই আজ জীবনের আনন্দ পাই, সরল ভাবে তাঁহাকে ডাকি। মন্দিরে বর্ত্তমান জানিয়া প্রাণ ভরে তাঁহাকে পূজা করি। দীন বন্ধু পিতা সমস্ত দিন আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। তিনিই মঙ্গলময় প্রাচীন দেবতা। ঋষিরা ইঁহাকেই পূজা করিতেন। যখন ভারতের সুখ সৌভাগ্য ছিল, তখন ইঁহারই সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই প্রাচীন গৃহ দেবতার সিংহাসন আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউক। সেই দেবতা জীবনের শান্তি-উৎস। তাঁহার নাম কীর্ত্তনে আমাদের প্রেম উথলিয়া উঠুক। আমরা সকলে তাঁহার চরণে প্রার্থনা করিয়া প্রাণ কৃতার্থ করি, জীবন ধন্য করি।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর উপদেশের সারাংশ।

১১ই মাঘ—রাত্রি।

কোন পরিবারের জননী একদা প্রাতঃকালে উঠিয়া বালক বালিকাদিগকে ডাকিয়া উপাদেয় দ্রব্য কিছু কিছু প্রদান করিলেন। তাহা লইয়া তাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইল, আনন্দ-কোলাহলে গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে মা সকলকে ডাকিলেন। প্রথমে একটী অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুকে বলিলেন, দাও দেখি তোমার ঐ ফলটী। শিশু মার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, একি! যদি মা আবার চাহিয়া লইবেন, তবে দিলেন কেন? মা জিদ করিতে লাগিলেন, কি করে অগত্যা মাকে নখে কাটিয়া একটু দিল। মা বার বার চাহিতে লাগিলেন, শিশু কিছু কিছু দিতে লাগিল, আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল,মা কি স্বার্থপর! যাহারা বড় ছিল—সেয়ানা ছিল—তাহারা বলিল চল ভাই পালাই,এখানে থাকিলে মা সব কাড়িয়া লইবেন। এই বলিয়া অধিক বয়স্কেরা বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মা আবার আর একটী শিশুকে ডাকিলেন, সেও তেমনি ভাবে নখে কাটিয়া অল্প অল্প দিতে লাগিল। অবশেষে মাতা সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশুর নিকট চাহিলেন। বলা মাত্র সে তৎক্ষণাৎ মাকে সব দিল—তাহার নাকি স্বার্থপরতা পাকে নাই—তাই সে সব দিল! মা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিলেন, আহ্লাদে তাহার হাত ফলে পূরিয়া দিলেন, ক্ষুদ্র হাতে ফল ধরিল না, অঞ্চলে বাঁধিয়া দিলেন। যাহারা পালাইয়াছিল, তাহারা এসে দেখে ছোট সন্তানকে মা হাত পূরিয়া দিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়ান্বিত হইল, বলিল, মা একি তোমার অন্যায় ব্যবহার? কোথায় তুমি আমাদিগের সবকে সমান ভাল বাসিবে, না কোথায় তুমি তোমার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানকে বেশি ভাল বাসিয়া, ইহার হাত পূরিয়া ফল দিয়াছ? আর আমাদিগকে এক একটী ফল দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছ। মা বলিলেন, ওরে স্বার্থপর সন্তান! একি আমার অন্যায় ব্যবহার? পাছে তোদের হস্ত হইতে চাহিয়া লই, এই ভয়ে তোরা পরের বাড়ী চলিয়া গেলি, আবার কথা বলিতেছিস্?

ভাবিয়া দেখিলে পরম প্রভুর সহিত আমাদের যে ব্যবহার, তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন দাও, আমার প্রদত্ত প্রীতি আমায় দাও। আমাদের এত পাষণ্ডতা যে পাছে তাঁহাকে দিতে হয়, এইভাবিয়া পরের বাড়ী—সংসারে পলায়ন করি। বলি, চল এখানে থাকার প্রয়োজন নাই। ঐ "দাও" বলিয়া জগন্মাতা ডাকিতেছেন, চল পলায়ন করিই ভাল, ইঁহার এইরূপ ব্যবহারের অর্থ কি? ইনি ভালবাসা দিলেন কেন? দিলেনত আবার ফিরাইয়া চান কেন? তিনি কি পশুর মত করিয়া রাখিতে পারিতেন না?—পারিতেন বই কি; কিন্তু তিনি যে সে প্রীতি চান না, যাহা স্বাধীন ভাবে দেওয়া না হয়। তাই প্রীতি ও স্বাধীনতা দুইই দিয়াছেন।

তাঁহার যে সকল সন্তান বিষয়ের ঘরে লুকাইয়া আছে, তাহারা বলিতেছে, ভাই ওপথে যাস্‌নে, যদি প্রীতি দিতেই হবে, তবে সংসারে অনেককে দিবার আছে, উনি যদি কেড়ে নেন? যাঁহারা সংসারী তাঁহারা গর্ব্ব করিয়া বলিতেছেন, দেখ আমরা কি সুচতুর, ওপথে যাই না, যাহারা নির্ব্বোধ তাহারাই ওখানে গিয়া থাকে। তাই সংসারী বুদ্ধিমান সন্তান হইয়া জননীর কথার উত্তর দিল না, মার ডাক শুনিল না। হায়, হায়! ধন্য তিনি যিনি মাতার ক্ষুদ্র শিশুর মত যাই ঈশ্বর বলেন তোমার প্রাণটী দাও, অমনি "এই লও আমার প্রাণ মন" বলিয়া তাঁহার হস্তে সকল সমর্পণ করেন। আজ মহোৎসবের দিন বল দেখি ব্রাহ্মি ভ্রাতা ভগিনি! বল দেখি নখে কাটিয়া দিয়া জগজ্জননীকে বিদায় করিতে চাও কিনা? নখে কাটিয়া দিলে হইবে না। সমস্ত দিলে কি ক্ষতি হয়? কখনই না। এই বড় যন্ত্রণার কথা রহিল যে, আমরা এখন ও আমাদের হৃদয়নাথকে হৃদয় দিতে পারিলাম না। কেড়ে নেওয়ার ভয়ে সংসারে লুকাই; পাছে ঠকি, ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু তাঁহাকে প্রাণ মন দিলে কি ক্লেশ পাইতে হয়?—না ক্লেশ পাইতে হয় না, একগুণ দিলে দশগুণ যে পাওয়া যায়। ইহা কি দেখিতেছ না? এই যে সুন্দর ঘর পাইয়াছ কিসের গুণে? সামান্য ভাবে একবার পিতা বলিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজল ফেলিয়াছিলে, তাহারই পুরস্কার স্বরূপ দেখ, এই দেখ পিতা কি দিয়াছেন! এখনও যে তাঁহার দিবার আছে,—তাঁহার দানের কি শেষ আছে? যখন সমুদায় প্রাণ—একাংশ নয়, দশাংশ নয়—সমস্ত হৃদয় তাঁহাকে দিব, তখন তাঁহার হইব। এখনওত তাঁহার হই নাই। "তোমারি নাথ তোমারি, চিরদিন আমি হে" এই গানত আমরা এখনও গাইতে পারি না! আমরা খানিক যে মান্ সম্ভ্রমের, খানিক সংসারের, খানিকটি বন্ধু বান্ধবের স্ত্রী পুত্রের। ঈশ্বর দশ ভাগের এক ভাগী হইয়াছেন! এস ভাই, ভাই ভগ্নীগণ, প্রতিজ্ঞা করি অন্তরে পাপ মলিনতা রাখিব না। তাঁহাকে হৃদয়ের দশ ভাগের ভাগী করিয়া রাখিব না, তাহা হইলে তাঁহাকে উপহাস করা হইবে। জীবন সর্ব্বস্ব তাঁহাকে প্রদান করিব, তাঁহার চরণে চিরদিনের জন্য মন প্রাণ বিকাইব। দীনবন্ধু বিশেষ ভাবে আমাদের সহায় হউন।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর উপদেশের সারাংশ।

১১ই মাঘ—মধ্যাহ্ন।

মনুষ্য যখন, আপনার অবস্থা জানিতে পারে তখন ঈশ্বর প্রসাদ লাভের উপযুক্ত হয়। যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার সকলই বিফল হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বতন মহর্ষিরা একটী আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

একদা অসুরদিগের দৌরাত্ম্যে দেবতারা অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। অসুরেরা তাঁহাদিগকে উপাসনা, আরাধনা করিতে দিত না; তাঁহাদের যাগ যজ্ঞে সর্ব্বদা বিঘ্ন উপস্থিত করিত। অসুরগণ তাঁহাদের এরূপ প্রপীড়ক হইয়া উঠিল যে দেবগণ ধ্যান ধারণা, যাগ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের বধোপায় চিন্তনে বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বহুবিধ উপায় অবলম্বন ও কষ্ট স্বীকারের পর তাঁহারা দুর্দ্দান্ত অসুরপতিকে নিহত করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় শান্তিতে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে অহঙ্কার হইল যে, তাঁহারা আপনাদিগের প্রভূত বল ও বুদ্ধি কৌশলে অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর এই অহঙ্কার জানিতে পারিয়া দেবতাদিগের যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সত্ত্বেও তাহার ফল হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিলেন এবং ছদ্মবেশে আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগের নিকট গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কাহার শক্তিতে অসুরদিগকে পরাস্ত করিয়াছ? দেবতারা বলিলেন নিজের বলে। ছদ্মবেশধারী ভগবান তাঁহাদের এই অহঙ্কার বিনাশ করিবার জন্য একে একে তাঁহাদের প্রত্যেকের বলের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে অগ্নিকে বলিলেন, হে অগ্নি! তুমি তোমার কি শক্তিতে অসুরকে পরাস্ত করিয়াছ? তোমার কি বল আছে? তখন অগ্নি বলিলেন, আমি সমস্ত ভস্মীভূত করিতে পারি। ব্রহ্ম এক গাছি তৃণ আনিয়া দিলেন এবং তাহা দগ্ধ করিতে বলিলেন। অগ্নি আপনার সমস্ত বল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। অগ্নি নিরস্ত হইলেন। পরে বায়ু ব্রহ্ম কর্ত্তৃক ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, আমি স্বপ্রবাহে বিশ্বের সকল বস্তু স্থানান্তরিত করিতে পারি। ব্রহ্ম বায়ুর নিকট সেই তৃণ স্থাপিত করিয়া তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে বলিলেন। বায়ু হার মানিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকল দেবতারা পরাস্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ইনি কে? বায়ু বলিলেন তিনি ইঁহাকে জানেন না। অগ্নি ও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না,—তাঁহার পরিচয় পাইলেন না। তখন সকলে বিস্ময়ান্বিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গেলেন। এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি ইঁহাকে জান? ইন্দ্র কোন প্রকারেই তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না। তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। ব্রহ্ম অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেবতারা বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, বুঝিতে পারিলেন না ইনি কে? সেই সময়ে তাঁহারা আকাশে এক দেবকন্যাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন ইনি কে? ঐ দেবকন্যা বলিলেন তিনি ব্রহ্ম। তিনি তোমাদের অহঙ্কার চূর্ণ করিতে আসিয়াছিলেন। যতক্ষণ তাঁহাদের হৃদয়ে অহঙ্কার, আত্ম গৌরব-মহিমা ছিল, ততক্ষণ তাঁহাকে জানিতে পারেন নাই, বুঝিতে সক্ষম হন নাই। পরে যখন অহঙ্কার চূর্ণ হইল, হৃদয়ে ব্রহ্ম বিদ্যার আবির্ভাব হইল, তখন ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেন। নিজেদের ভ্রম স্বীকার করিলেন, এবং অন্তরে ব্রহ্ম দর্শন পাইলেন।

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা একটী সুন্দর সত্য লাভ করিতেছি। মনুষ্য যতদিন আপন শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে, যতদিন আপনার জয় গণনা করে, ততদিন অগ্রসর হইতে পারে না; ততদিন ঈশ্বর হইতে দূরে থাকে। সেই অবস্থায় যাইতে পারে না, যে অবস্থায় উপনীত হইলে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে; তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। আমরা আত্মাকে যখন সেই নিরহঙ্কার, বিনীত অবস্থায় লইয়া যাইতে পারি, তখনই সেই প্রসাদ লাভ করি; নতুবা বঞ্চিত হই। তাঁহার প্রসাদ পাইবার জন্য কত কার্য্য করি, কত চিন্তা করি; কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারি না। যত আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে চাই, ততই যেন পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়ি। বহির্ব্যাপার সকলই সুন্দর দেখি; কিন্তু অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ হীনাবস্থা, কিছুই সার দেখিতে পাই না। দেবতারা যতদিন অভিমানী ছিলেন, ততদিন ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই, তাঁহাদের ধ্যান ধারণা, যাগ যজ্ঞে কোন ফল প্রসব করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন অহঙ্কার ছাড়িয়া, আপনাদের সকল শক্তি সামর্থ্যে নিরাশ হইয়া তাঁহাকে জানিতে ব্যাকুল হইলেন, তখনই তাঁহাকে বুঝিতে পারিলেন। সেইরূপ যতদিন আমরা আপন শক্তিতে নির্ভর করি, ততদিন তাঁহাকে জানিতে পারি না; তাঁহার করুণা ও প্রসাদ লাভ করিতে পারি না। নিরহঙ্কার, বিনীত না হইলে, নিজের শক্তি এবং আমিত্ব বিনাশ করিতে না পারিলে, তাঁহার প্রসাদ লাভ করা কঠিন হয়; তাঁহার শুভ ইচ্ছার অনুগত হইতে পারি না। অহঙ্কারী, অবিনীত ব্যক্তি আপন জ্ঞান, শক্তিকে বিস্মৃত হইতে পারে না; তাঁহার শুভ উদ্দেশ্যের মধ্যে ও আপন পরাক্রম ও শক্তি আনিয়া সমস্ত সাধু কার্য্য, সাধু চেষ্টাকে বিফল করে। যতদিন না আমরা আপনাদের সব বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে পারিব, ততদিন তাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে পারিব না। বাহিরে সব শোভা দেখিতে পাইব বটে; কিন্তু অন্তরে দেখিতে পাইব না। আমাদের বাহির এবং অন্তরে কেবল আত্মনির্ভর, আত্মাভিমান—ঈশ্বর কোথাও নাই। আপনাকে সমস্ত জয় এবং সৌভাগ্যের কারণ মনে করি।

মনুষ্য সুন্দর, হৃদয়-মন-তৃপ্তিকর অট্টালিকা পাইলে, সে ভাবে তাহার নিজের জ্ঞান, বিদ্যাতে সে কেমন সুন্দর, সুপ্রশস্ত অট্টালিকা লাভ করিয়াছে! কিন্তু যদি সে আপনার শক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিত, তবে সে যে আনন্দ লাভ করিতে পারিত, সামান্য অজ্ঞানে সে তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। যদি একবার করুণাময়ের প্রসাদে সে তাহার সেই সুন্দর অট্টালিকা লাভ করিয়াছে ভাবিত—বুঝিতে পারিত, তাহাহইলে কত আনন্দ, কত শান্তি লাভ করিত। মনুষ্য মনে করে আপন জ্ঞানও পরাক্রমে সকল সম্পদ, সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতেছে; আপনি সকল দুঃখ দূর করিতেছে, পরিবার পালন করিতেছে। এই অহঙ্কারেই সে ঈশ্বর প্রসাদ লাভ করিতে পারে না, যে প্রসাদ লাভ করিলে সে চিরজীবন কৃতার্থ হইতে পারিত—বস্তুতঃই আনন্দ, শান্তি অনুভব করিতে পারিত। আমরা এই যে সুন্দর উপাসনা মন্দির লাভ করিয়াছি, ইহা কাহার বলে? আমাদের কি গুণ আছে যে এত সৌভাগ্য আমাদের হইবে? বস্তুতঃ আমাদের কিছু নাই, কেবল সেই করুণাময়ের প্রসাদেই আমাদের এই সৌভাগ্য।

যতদিন আমরা অভিমানের মধ্যে থাকি, জয়ের মূলে আপনাদিগকে রাখি, ততদিন আমাদের জীবন অসাড় থাকে। আর যখন আপনাদিগের সৌভাগ্যের মূলে সেই রাজরাজেশ্বরকে আনিতে পারি, তখনই তাঁহার করুণা ও প্রসাদ লাভ করি, যাহা পাইলে আমরা কৃতার্থ হই, আমাদের জীবন ধন্য হয়। কৃপাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সেই প্রকার আশীর্ব্বাদ করুন। তিনি আমাদিগকে সেই অবস্থায় লইয়া যাউন, যেন নিজের জয় ঘোষণা না করিয়া তাঁহার জয় ঘোষণা করি। তিনি আমাদিগকে সুমতি, সুবুদ্ধি দান করুন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপদেশের সারাংশ।

১৮ই মাঘ—রাত্রি।

কতকগুলি লোকের সংস্কার এইরূপ যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ব্যাপার। যাঁহারা এখন কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে কেহ ব্রাহ্ম ছিল না। এটী সত্য যে এই প্রণালীতে একত্র ব্রহ্ম পূজা করার প্রথা ছিল না; কিন্তু ব্রহ্মপূজা ছিল। প্রাচীন মহর্ষিদিগের গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহারা একত্র হইয়া ব্রহ্মপূজা করিতেন, এবং উপাসক মণ্ডলীকে "তত্ত্বচক্র" বলিতেন। এসম্বন্ধে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে আমি কিছু বলিতেছি। "যাঁহারা উপাসক হইবেন ব্রহ্মের সত্তায় তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইবে। আর সকল হইতে ইহাঁকে প্রিয় জানিতে হইবে। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ এবং ব্রহ্ম তৎপর হইতে হইবে, যে কোন পাপ তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে না। তাঁহারা শান্ত ও আনন্দযুক্ত হইয়া থাকিবেন। সর্ব্বদা প্রাণিহিতে রত থাকিবেন। তাঁহাদিগকে মতচাঞ্চল্য হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইতে হইবে। তাঁহাদের চিত্ত নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প হইবে। তাঁহাদিগকে দয়াশীল ও দৃঢ় ব্রত হইতে হইবে। তাঁহারা শ্রদ্ধা ও দৃঢ়তার সহিত ব্রহ্মপূজা করিবেন। সৃষ্ট বস্তুর পূজার অকর্ত্তব্যতা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিতে হইবে; সত্য সঙ্কল্প হইতে হইবে। অনর্থক চিন্তা করিতে হইবে না;—চিন্তা মাত্রেই সত্য হইবে। এরূপ লক্ষণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই ব্রাহ্ম। এরূপ লক্ষণান্বিত লোকদিগেরই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে; তাঁহারাই "তত্ত্বচক্রী"। যাঁহারা এরূপ তত্ত্বচক্র করিবেন, তাঁহাদের ঘট স্থাপনাদি করিতে হইবে না। অথবা ধূপ দীপ লইয়া পূজা করিতে হইবে না। শুধু অন্তরে ব্রহ্ম আছেন, এই ভাব দ্বারা তাঁহার সাধন করিতে হইবে। যিনি আচার্য্য কি উপাচার্য্য, তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে হইবে। তিনি চক্রেশ্বর হইবেন। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সাধকদিগের সঙ্গে চক্র করিবে। রম্য স্থানে সমাজ করিবে—সুন্দর আসনে চক্রেশ্বর বসিবেন।

সেই স্থানে একমাত্র ঈশ্বরকে পরমদেবতা জানিয়া পূজা করিবেন ” পুরাকালীয় ব্রাহ্ম সভার এই সকল লক্ষণ ছিল। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত না হইলে, তাঁহারা কাহাকেও চক্রী বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

এখন এসম্বন্ধে কথা এই যে, আমাদের ব্রাহ্মসমাজকে যদি এ লক্ষণের উপর স্থাপিত করি, তবে আমরা ব্রাহ্ম-নামের যোগ্য হইতে পারি কি না। অনেকে মনে করেন, এই মন্দির ব্রাহ্মসমাজ। আবার অনেকে মনে করেন, যেখানে ব্রাহ্মেরা তর্ক বিতর্ক করেন, সেই স্থানটীই ব্রাহ্মসমাজ। বাস্তবিক তাহা নয়। যে সকল লোক এক ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করেন, তাঁহার পূজা করেন তাঁহাদের সমষ্টিই ব্রাহ্মসমাজ। এখন প্রশ্ন এই, আমরা কেন ব্রাহ্ম হইয়াছি? আমরা পাপ তাপে কাতর, দুঃখ শোকে জর্জ্জর; তাই আমরা ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়াছি। আমি কতকগুলি ব্রাহ্মের জীবনের পবিত্রতার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিজের জীবনের চিকিৎসার্থ এখানে আসিয়াছি। দয়াময় ঈশ্বর এখানকার চিকিৎসক, যিনি এই ভাবে এখানে আসিবেন, তিনিই ঔষধ অজস্র রূপে প্রাপ্ত হইবেন। যাঁহার যেরূপ রোগ, তিনি তদুপযোগী ঔষধ পাইবেন। মুমূর্ষু দেখিলেই তিনি ঔষধ দেন। কিন্তু আমাদের কি দুর্ব্বুদ্ধি, কোথায় সেই ঔষধ সেবন করিব, না ফেলিয়া দিই। আমরা দেখিয়াছি অনেক রোগী চিকিৎসকের নিকট কত ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া ঔষধ আনিয়াও একটু সেবন করিয়া ঔষধ ফেলিয়া দেয়। আমাদেরও এই দশা। কত লোক কষ্ট দিল, আমরাই যে কত লোককে কষ্ট দিলাম! মা কাঁদিলেন, ক্রন্দন শুনিলাম না, তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া আসিলাম। পিতা ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয় স্বজনের হৃদয় ভাঙ্গিয়া আপনার হৃদয়ের ক্ষত চিকিৎসার জন্য এখানে আসিলাম; কিন্তু আমাদের কি দুর্ব্বুদ্ধি! তিনি ঔষধ ঢালিলেন, আমরা তাহা পান করিলাম না! বন্ধুগণ! জিজ্ঞাসা করি এই যে এত দিন হইল চিকিৎসা করাইতেছি ইহাতে রোগ সারিয়াছে কি না? সকলে এই প্রশ্নের উত্তর দিন। আমি ক্রোধান্ধ হইতাম, পরনিন্দা করিতাম, কত পাপ করিতাম; এ সমস্তের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম। কিন্তু কই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আমার এসকলের কিছুইত গেল না, কোন উন্নতি হইল না; কত লোককে যে কষ্ট দিয়াছি, কই আমার কি হইল? প্রতারণা করিয়া কি হইবে? যে মহাপাপী ছিলাম, তাই যদি রহিলাম তবে হইল কি? লাভের মধ্যে এই হইল যে বাহিরের লোকে বলিবে, ঐ দেখ ও লোকটাত অনেক দিন যাবৎ ঔষধ খাইতেছে, কিন্তু তাহার রোগ গেল না, তবে বোধ হয় এখানকার ঔষধে রোগ যায় না। হায়! তবে কি হইল? এ যে সর্ব্বনাশের কথা, আমাদের জীবন দ্বারা অসত্য প্রচার হইল। বন্ধুগণ, বিলম্ব করা উচিত নয়। এরূপ অনেকে আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজেতে আসিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছেন; তাঁহারা ধন্য। কিন্তু আমাদের যে কিছুই হইল না! যদি এক জন লোক পরিত্রাণ পাইয়া সমাজে থাকেন, তবে তাঁহার দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র লোক আসিবে। আমরা বলি ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে না। তা কেন হইবে? বাহিরের আড়ম্বরে কি কখনও জীবন মিলিবে? ব্রাহ্মসমাজ সার বস্তু চায়। যাহা হইবার হইয়াছে। আমাদিগের অনেকে ইহার জন্য দায়ী এবং অপরাধী।

বন্ধুগণ, এখনও সময় আছে যদি নিজের পরিত্রাণ পাইতে বলবতী ইচ্ছা থাকে, ভারতবর্ষের কল্যাণ এবং উপকারের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে আজ হইতে—এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত হইতে প্রতিজ্ঞা কর যে আর সাধুতার ভণ্ডামি করিবে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া হৃদয় প্রক্ষালিত কর, আর সকলকে বল ভাই, আমরা বড় পাপী, সকলে আশীর্ব্বাদ কর যাহাতে আমার গতি হয়। আমার গতি কি হইবে? পাপের বোঝা লইয়া মরিয়া যাইব, এই কি আমার শেষ ফল? বন্ধুগণ, এই ভাবে ঈশ্বরকে ডাক। বৃথা আড়ম্বরে ভুলিও না। আমরা যথার্থ বস্তু চাই। মিথ্যা কথা বলিব না। তাঁহাকে না দেখিয়া আমার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে বলিব না। হৃদয়ে প্রেম না থাকিলে, তাঁহার কথা বলিব না। তাহাহইলে নিজেরই সর্ব্বনাশ করিব। লোককে মিথ্যা কথা বলিব না। আমি অভক্ত হইলে, তাই বলিয়া পরিচিত হইব। প্রাণের ভাইগণ, কপটতা দূর করিয়া দাও। আমরা বলি আমরা পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছি। আমরা আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। মানিলাম তুমি বাহ্যিক পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছ, অন্তরের পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছ কৈ? তুমি পুতুল ছাড়িয়াছ। কিন্তু ক্রোধ পরিত্যাগ কর, তবে সে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা দূর হইবে। আমরা ঈশ্বর হইতে এসব হৃদয়-জাত রিপু পুতুল অধিক ভালবাসি। গড়িয়া পুতুল পূজা করি না বটে; কিন্তু অন্তরের পুতুল পূজা করিয়া থাকি। তবে আর কেন অহঙ্কার কর। তৃণ হও, মস্তক অবনত কর, বাক্য সংযত কর, অহঙ্কার চূর্ণ হউক। ব্রাহ্ম জীবন পাইলে যেরূপ জীবন হয়, আমরা যেন সেইরূপ জীবন লাভ করিতে পারি। অন্তরের ব্যাধি হইতে যেন উদ্ধার পাইতে পারি, অন্যকে আমাদের জীবনের সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যেন সমাজে আনয়ন করিতে পারি। স্বয়ং পরমেশ্বর এই চিকিৎসাগারের চিকিৎসক, তাঁহার চিকিৎসায় সকলে সুস্থ হও এবং অন্যকে এই চিকিৎসার অধীনে আনয়ন কর। সত্য পালন কর, সত্যে অবহেলা বা ঔদাস্য করিও না। প্রাণ যায় আর থাকে সত্য পালনে পরাঙ্মুখ হইও না। সংসার পরিত্যাগ করিতে হইলেও স্বীকার। ঈশ্বর আমাদের নেতা, চিকিৎসক। তাঁহার চিকিৎসায় প্রাণ যায় যাক্; তথাপি তাঁহার পবিত্র চরণ ধারণ করিয়া পবিত্রতার দিকেই যাইব। আমাদের জীবন এবং সমাজের মঙ্গল হইবে। তিনি আমাদের সহায় হউন।

উৎসবের দৈনন্দিন বিবরণ।

৬ই মাঘ অদ্য সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় সঙ্গত সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। ব্রহ্মোপাসনা সহকারে কার্য্যা-

রস্ত হইলে পর, সভার বিগত বর্ষে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পঠিত হইল। তদনন্তর উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। স্থানান্তরে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইল।

৮ই মাঘ উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপদেশ ও বক্তৃতা হইয়াছিল। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন সে দিনের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি উপাসক মণ্ডলীকে বিগত বর্ষের অর্জ্জিত পাপ, নীচ কামনা ও দুষ্প্রবৃত্তি সকল অনন্ত ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিয়া নূতন সংকল্প ও নবভাবে উৎসাহিত হইয়া উৎসবে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন।

৯ই মাঘ সায়ংকালে বালক বালিকাদিগের সম্মিলন হইয়াছিল। শতাধিক বালক বালিকা এবং তাহাদের পিতা মাতা সকলে উপস্থিত হইলে পর তাহারা কয়েকটী সংগীত করিল এবং তদনন্তর সন্ধ্যার সময় একটী কৃত্রিম বৃক্ষকে ক্রীড়ার সামগ্রীতে সুশোভিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ত্তিকার আলোকে উজ্জ্বল করিয়া সকলকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া সেই শোভা প্রদর্শন করা হইল। শিশুরা বোধ হয় ঐ দৃশ্য দর্শনে বড় আমোদিত হইয়াছিল। পরে তাহাদিগকে ক্রীড়ার সামগ্রী সকল উপহার দেওয়া হয়। কয়েকটী ইংরেজ মহিলা এই কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

১০ই মাঘ। অদ্য নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। অদ্যকার দিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মাত্রেরই বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহের দিন। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম জীবনের সঙ্গে এই দিনের একটী বিশেষ সম্বন্ধ চিরকাল স্মরণে থাকিবে। তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব উপাসনা গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া ঈশ্বরের কৃপায় অদ্য আশ্রয়গৃহ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের এই নব মন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্য সমুৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন। সমস্ত বৎসর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহারা যে মন্দির প্রস্তুত করিলেন অদ্য অনুরাগের সহিত সেই মন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহারা প্রাতঃকালে এই ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন :—

চল চল হে সবে পিতার ভবনে, শুন শ্রবণে, ডাকিছেন পিতা আজ মধুর বচনে।

ভুলিয়ে সে ধনে, এখানে এমনে, নগর বাসি। তোরা কত দিন আর রবি রে ভাই।

হলো রে জীবন অবসান, পরিত্রাণ, কেমনে পাবি রে।

ভাই বিনয় করে, বলি চরণ ধরে, এস রে ভাই, সেই পুণ্যময়ের ভবনে যাই।

এ সংসার ধামে, সে ধন বিহনে, জেনো জেনো গতি নাই।

আর বিফলে কাটাও না জীবনে।

ও ভাই ভেবনা, দুখ রবেনা, পিতার চরণে স্থান পাবিরে ভাই! (অপার কৃপা গুণে) ও ভাই মন প্রাণে (প্রাণে) কাঁদি যদি, তবে দেখা দিবেন কৃপানিধি! (দীন হীন বলে) ও ভাই বড় যে তাঁর করুণা রে।

ও ভাই চাহিলে পাপী যে পায় সে ধনে।

ও ভাই মনের দুখ সব, আজি পাশরিব, পূজি প্রাণ ভরে (এমন দিন আর হবে নারে) প্রাণেশ্বরে, আনন্দনীরে ভাসিব; হৃদয় আসনে, বসায়ে যতনে, আজি প্রাণ মন সমর্পিব। (ভাই ভগ্নী মিলে) তাই বলি হে ভাই সকলে, গাও ব্রহ্ম নাম হৃদয় খুলে, জয় ব্রহ্ম জয় বল সবে বদনে।

বড় সাধ মনে, হৃদয় রতনে,
হৃদয় মাঝারে পাই।
আমি, শ্রীপদে বিকাব, দাস হয়ে রব,
পরাণ সঁপিব তাই! (প্রভুর অভয় পদে)
আমার, বল বুদ্ধি মন, জীবন যৌবন,
নিজের কিছু যে নাই (আমি হৃদয় নাথের)
আমি, সে প্রেম সাগরে, জনমের তরে,
মগন হইতে চাই। (আমি সাঁতার ভুলে)।
পাব কেমনে সে ধন বিনা সাধনে।
চল চল ত্বরা করে, সে আনন্দ ধামে হে।
গগন কাঁপায়ে চল মধুর ব্রহ্ম নামে হে।
নর নারী সবে আজি মাতিব সে নামে হে।
হেরে সে আনন্দ ছবি যুড়াইব প্রাণে হে।
এস দেখিয়ে সবে জুড়াই নয়ন।

ব্রাহ্মগণ নূতন মন্দিরের দ্বার দেশে উপনীত হইলে পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয় দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন :—

কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর! অদ্য আমরা এই নবগৃহে প্রবেশার্থী হইয়া এই দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। এই পবিত্র সময়ে তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দেও। যে গৃহে জাতি, বর্ণ, অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল নরনারী তোমার পূজা করিয়া শান্তি ও পবিত্রতা লাভ করিবে, অদ্য আমরা সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইব, যেখানে আমাদের ন্যায় তোমার অনেক দুর্ব্বল সন্তান মস্তক রাখিয়া যুড়াইবে, সেই গৃহে অদ্য আমরা স্থান প্রাপ্ত হইব। তুমি আমাদের ধর্ম্মপথের নেতা, আমরা অপর নেতা জানি না; তুমি আমাদের সহায় হইয়া এই গৃহকে সুসম্পন্ন করিয়াছ, অদ্য আমরা তোমার পরম পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক এই গৃহে প্রবেশ করিতেছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যে সকল আশা করিয়া এই গৃহে প্রবিষ্ট হইতেছি যেন তাহা পূর্ণ হয়। যে ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের আত্মার সদ্গতি ও মানবের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইবে, সেই ধর্ম্ম দেশ মধ্যে প্রচার করিবার জন্য এই দ্বার উন্মুক্ত করিলে আমরা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভরে অবনত হইয়া এই দ্বারে অদ্য প্রবিষ্ট হইব। দীনবন্ধু! দেখিও এই গৃহে যেন তোমার পবিত্র ধর্ম্মের গৌরব দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। তোমার শুভ ইচ্ছা এখানে জাগ্রত থাকিয়া যেন আমাদের সকলের মুক্তির উপায় বিধান করে। যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়, যাহারা সরল প্রাণে

তোমার অনুগত হইবার ইচ্ছা করে, যাহারা সকল প্রকার স্বার্থ ও অভিসন্ধি বিসর্জ্জন করিয়া তোমার কৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তুমি যে তাহাদের সহায়, এই গৃহই তাহার পরিচয় দিতেছে। জগদীশ! যাহাকে অল্প দেও, সে যে অধিক আশা করিয়া থাকে। আমরা আশা করিতেছি, যে তোমার কৃপাতে যে কেবল আমরা সুন্দর ঘর পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু তোমার কৃপাতে আমরা ধর্ম্মরাজ্যেও অভয় পদ প্রাপ্ত হইব। তুমি আমাদের অন্তর বাহিরের সকল প্রকার বিঘ্নবাধা পরিহার করিবে। আশীর্ব্বাদ কর যেন এই আশা পরিপূর্ণ হয়।

প্রতিষ্ঠার সময়।

জগদীশ্বর! অদ্য আমরা তোমার নামে এই গৃহকে উৎসর্গ করিতেছি। তুমি এই শুভ কার্য্যে আমাদের সহায় হও। অদ্য হইতে তোমার পবিত্র নাম প্রচারের জন্য এই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই গৃহ এখানকার উপাসকগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের এবং দেশ মধ্যে তোমার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচারের উপায় স্বরূপ হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তদনন্তর বাঙ্গালা, ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় এই প্রতিষ্ঠা পত্র পঠিত হইল;—

অদ্য ১২৮৭ সনের ১০ই মাঘ, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারী এবং এক পঞ্চাশৎ ব্রাহ্ম সংবতে আমরা একমাত্র সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার্থ এই মন্দির উৎসর্গ করিতেছি। অদ্যাবধি এই মন্দিরের দ্বার জাতি ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মনুষ্যের জন্য উৎঘাটিত হইল। নর নারী, যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ, ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোক ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া, যিনি আমাদিগের মুক্তির একমাত্র কারন, তাঁহার পূজা করিবেন। এই মহান পবিত্র পরমেশ্বর ভিন্ন এখানে সৃষ্ট কোন জীব বা পদার্থের পূজা হইবে না। কোন নর নারীকে ঈশ্বর জ্ঞানে, ঈশ্বরের সমতুল্য জ্ঞানে, ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে, অথবা ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানে ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান প্রদান করা হইবে না। এই গৃহে চিরকাল এই সত্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহাতে মানব জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি পায় এবং ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ যোগ স্থাপিত হয়, তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এখানে যে উপদেশ, বক্তৃতা ও প্রার্থনাদি হইবে সে সকলই এই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী হইবে। ধর্ম্ম পিপাসু মনুষ্যগণ প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরকে যাহাতে জানিতে পারেন এবং সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার পূজা করিতে পারেন তাহাই ইহার লক্ষ্য ও চেষ্টা হইবে।

এখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা সুরক্ষিত হইবে। কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তি অভ্রান্ত ও মুক্তির এক মাত্র উপায় বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। অন্য পক্ষে সকল শাস্ত্র এবং সকল দেশ ও সকল কালের সাধু লোকদিগের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। এই মন্দিরে যে সকল উপদেশ বক্তৃতা ও প্রার্থনাদি হইবে তাহাতে কোন শাস্ত্র, সম্প্রদায় বা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকের প্রতি উপহাস, বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা-সূচক বাক্য প্রয়োগ হইবে না। উপযুক্ত সম্মানের সহিত অসত্য খণ্ডন এবং সত্য সমর্থন করা হইবে। এখানে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষ ঈশ্বরের মনোনীত বা প্রিয় এবং অপর মনুষ্যগণ সে অনুগ্রহে বঞ্চিত, এরূপ বিবেচিত হইবে না। যাহাতে এই উদার ভাবের ব্যাঘাত হয় তাহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না।

আমাদিগের মতের আধ্যাত্মিকতা যত্ন সহকারে রক্ষিত হইবে। পুষ্প, গন্ধ, বলি, বর্ত্তিকা এবং বাহ্যিক পূজার অন্যান্য উপকরণ ব্যবহৃত হইবে না এবং যাহাতে ধর্ম্ম বাহ্যাড়ম্বর ও জীবন শূন্য প্রণালীতে পর্য্যবসিত না হয়, যত্ন সহকারে সেই চেষ্টা করা হইবে।

যাহাতে নর নারীগণ ঈশ্বরকে ভাল বাসিতে শিক্ষা করে, ভক্তি প্রার্থী হয়, পাপকে ঘৃণা করে, ঈশ্বরানুরাগে ও আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত হয় এবং যাহাতে নর নারীর মধ্যে পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সামাজিক সর্ব্ব প্রকার কুরীতি নিরাকৃত হয়, সাধুকার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, তাহাই এখানকার সকল উপদেশ ও বক্তৃতার উদ্দেশ্য হইবে। সাক্ষাৎ ভাবেই হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক যাহা দ্বারা পৌত্তলিকতা প্রশ্রয় পায়, কুসংস্কার উৎপন্ন হয়, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা অপহৃত হয়, বিবেক হীন হয়, নীতি দূষিত হয় কোন প্রকারে তাহার প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এই মন্দির যেন শ্রান্ত পথিকদিগের আশ্রয় ও বিশ্রাম স্থান হয়। এই গৃহে পাপীরা আসিয়া যেন সান্ত্বনা ও আশা প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বল যেন বল লাভ করে, যাহারা ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত এবং তৃষ্ণাতুর তাহারা যেন আত্মার অন্নপান প্রাপ্ত হয়। এই আশা ও প্রার্থনা পূর্ব্বক আমরা অদ্বিতীয় সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিতেছি। ঈশ্বর আমাদিগের সহায় ও পথ প্রদর্শক হউন।

প্রতিষ্ঠাপত্র পঠিত হইলে পর উপাসনা ও উপদেশ হইয়া প্রতিষ্ঠা কার্য্য শেষ হইল। অদ্য সায়ংকালে ছাত্র সমাজের উৎসব হইয়াছিল। প্রথমতঃ প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর ছাত্র সমাজের সম্পাদক গত বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলেন। তদনন্তর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজীতে একটী বক্তৃতা করিলেন।

১১ই মাঘ আমাদের প্রকৃত এবং মূল উৎসবের দিন। অদ্য সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে উপাসনা, বক্তৃতা, পাঠ, সংকীর্ত্তন অবিশ্রান্ত হইয়াছিল। অদ্য যে সমস্ত উপদেশ ও বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী মহাশয় হিন্দি ভাষায় যে সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালায় প্রকাশ করা সহজ সাধ্য নয় বলিয়া প্রকাশিত হইতে পারিল না।

১২ই মাঘ প্রাতঃকালে উপাসনা ও সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভার কার্য্যবিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে। আগামী বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব—সভাপতি।
" " উমেশচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক।
" " কালীশঙ্কর সুকুল—সহকারী সম্পাদক।
" " গুরুচরণ মহালানবিশ—ধনাধ্যক্ষ।

অদ্য সন্ধ্যার পর থিইষ্টিক সোসাইটীর সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "সাধনের আবশ্যকতা ও তাহার উপায়" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন।

১৩ই মাঘ প্রাতঃকালীন উপাসনা ও সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশনের অসমাপিত কার্য্য পুনরালোচনা হয়। কিন্তু অদ্যও সকল কার্য্য শেষ না হওয়ায় ১৬ই মাঘ পুনর্ব্বার সভা আহূত হয়। এই তিন দিবসের সভার কার্য্যবিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

১৪ই মাঘ ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব হইয়াছিল। প্রাতঃকালে তাঁহারা উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর উপর উপাসনার ভার ছিল। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় বঙ্গমহিলা সমাজের অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী ও শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ যে দুইটী প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। বঙ্গমহিলা সমাজের কার্য্য শেষ হইলে পর বালক বালিকাদিগের উৎসব হইয়াছিল। বেদীর দক্ষিণ পার্শ্বে বালকেরা এবং বাম পার্শ্বে বালিকারা সারি সারি হইয়া উপবিষ্ট হইলে পর তাহাদের প্রত্যেকের গলায় পুষ্পমালা এবং প্রত্যেকের হাতে এক একটী ফুলের তোড়া দেওয়া হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সরল ভাষায় তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিয়া একটী প্রার্থনা করিলে পর তাহারা এই গীত করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

বালক। আজি সম্বৎসর পরে ভগিনি! দিব তোমারে,
হৃদয়ের প্রীতি উপহার।
বালিকা। ভ্রাতৃমুখ নিরখিয়ে, আজি হে যুড়াল হিয়ে,
প্রাণে হলো আনন্দ অপার॥
বালক। দেখ লো দেখ নয়নে, আজি ব্রহ্ম-কৃপা-গুণে,
পুণ্যালোকে উজ্জ্বল ভুবন।
বালিকা। যে জন পেয়েছে আঁখি, তার কি দেখিতে বাকি,
দেখে শোভা যুড়াল নয়ন॥
বালক। কারার বন্দিনী মত, ভগিনি! তোমরা কত,
কাঁদিয়াছ করি হাহাকার।
বালিকা। দেখে সেই নেত্র বারি, বুঝি পিতা কৃপা করি,
ঘুচালেন জীবনের ভার॥
বালক। কুসংস্কার অন্ধকারে, পড়ে নানা অত্যাচারে,
করিবে না আর লো রোদন।
বালিকা। জয় জয় জয় ধ্বনি, গেল হে দুখ রজনী,
ভার মুক্ত নারীর জীবন॥
বালক। ভগিনী উদ্ধার পায়, আনন্দ রাখি কোথায়,
আয় বোন গাই রে সকলে।
বালিকা। আয় ভাই আয় ভাই, আজি প্রাণ খুলে গাই,
জয় জয় ব্রহ্ম জয় বলে॥
সমস্বরে। জয় জয় ব্রহ্ম জয়, নারীর সৌভাগ্যোদয়,
গাও গাও হয়ে একতান!
নারী যেবা আছ যথা, শুন শুন এ বারতা,
বঙ্গনারী পাইতেছে প্রাণ॥

১৫ই মাঘ সন্ধ্যার সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। প্রচারকদিগের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক প্রথমতঃ তিনি তদ্বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন। বিনয়, নিরহঙ্কারভাব, লোকের দুঃখে দুঃখী হওয়া এই সকল সেই সদ্গুণের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছিলেন। প্রচারকদিগের ইহার বিপরীত গুণ যে অত্যন্ত দূষণীয় ও অনিষ্টকর তাহা তিনি প্রদর্শন করিলেন।

১৮ই মাঘ—বরাহ নগরস্থ শ্রমজীবীরা অদ্য দলবদ্ধ হইয়া রাজপথে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরাভিমুখে আসিতে লাগিল। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু শশি পদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বরাহ নগর হইতে তাহাদের দলপতি হইয়া ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছিলেন। কলিকাতা হইতেও অনেকে পথে তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য গিয়াছিলেন। অবশেষে মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলে পর তথায় যাঁহারা উহাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাঁহারাও উহাদিগের সহিত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এবং বেদীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে পর সময়োপযোগী বিশেষ উপদেশ ও উপাসনা হইল। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন।

উৎসব চিন্তা।

সম্বৎসরের মধ্যে ১১ই মাঘ আমাদের নিকট যেরূপ আদরের দিন এরূপ আর কোন দিন নহে। সকল উৎসবের মধ্যে মাঘোৎসব আমাদের মহোৎসব। আমরা সম্বৎসর কাল ইহার জন্য প্রতীক্ষা করি, আয়োজন করি। ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা সপরিবারে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছেন, এ উৎসবের উপকারিতা তাঁহাদের নিকট কখনই হ্রাস হইবে না। সাধারণ লোকে যেখানে কেবল লোক সমাগম ও বাহ্যিক উৎসাহ দেখিয়া থাকে, ব্রাহ্ম সেখানে আত্মার গভীর অভাব মোচনের উপায় এবং জীবনের পরমশান্তি ও জনসমাজের ভাবী কল্যাণের আয়োজন হইতে দেখেন। শত শত নরনারী এই উৎসবে আগমন করেন, সকলেই হয়ত ইহার প্রকৃতভাব উপলব্ধি নাও করিতে পারেন; কিন্তু বিধাতার অব্যর্থ ইচ্ছা যে সেই ভাবী কল্যাণ সংসাধিত করিবে তাহাতে আর সংশয়

নাই। ব্রাহ্ম ভ্রাতঃ! ব্রাহ্মিকা ভগিনি! তোমরা যে এত ব্যস্ত ও উৎসাহিত হও, সেই শুভ সংকল্প পরমেশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কি তাহা সম্ভব হইত? কালে কালে, যুগে যুগে ধর্ম্মের সংস্কার হয়; পুরাতন শিথিল, নির্জীব ভাবের পরিবর্ত্তে নূতন জীবন্ত ভাব অভ্যুদিত হয়। ব্রাহ্মসমাজে আমরা সেইরূপ এক সংস্কারবিপ্লবের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। চতুর্দ্দিকে পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব, মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিতেছেন। ইহাই ব্রহ্মের উৎসব, কেন না ইহাতে ভারতের উদ্ধার। ইহাতে ঈশ্বরের পবিত্র শুভ ইচ্ছার জয়।

কিন্তু যদি মনে কর যে এই স্বর্গীয় জয়োৎসবে তোমাদের অমুক ধর্ম্ম সংস্কারক অমুক প্রচারকের জয়, তবে এখনো এই ব্যাপারের মধ্যে প্রবেশ করিতে পার নাই। বিধাতার সেই গভীর সঙ্কল্পের মধ্যে নিয়ম প্রণালীও নাই, স্বেচ্ছাচার বিধিও নাই, প্রফেটও নাই, সামান্য লোকও নাই। তুমি তোমার সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা, বাগ্মীতা ও কৌশলের প্রশংসা করিতেছ? ইহাদের জীবন ও মূল্য উভয়ই অস্থির। তবে বিধাতার ইচ্ছা জানিয়া যদি নিয়ম প্রণালী অবলম্বন কর অথবা বীরের ন্যায় কিছু দৃকপাত না করিয়া সেই ইচ্ছা পথে ধাবমান হও, জয় আপনা আপনি আসিবে; কিন্তু সে জয় তোমার নয় ব্রহ্মেরই জয়। ইহাতেই আমাদের আনন্দ ইহাতেই আমাদের উৎসব। এখন আমরা কি ভাবে এই উৎসব সম্পন্ন করিলাম একবার চিন্তা করি। নানা স্থান হইতে ভ্রাতা ভগ্নী সকল সমাগত হইলেন; কত আশা ও উৎসাহ, অনুরাগ ও বিশ্বাস লইয়া যোগ দিলেন; কত আত্মায় আত্মায় সংঘর্ষণ হইল; এ সকল অতিশয় আনন্দের চিন্তা, অতীব মনোহর দৃশ্য! কে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল? কাহার মুখ চাহিয়া আসিলেন এবং কি করিয়া আবার ফিরিয়া গেলেন? ভ্রাতা ভগিনীগণ! একবার এই সুমিষ্ট চিন্তাতে প্রবৃত্ত হউন। ভারতে এই সুন্দর দৃশ্য অতি নবতর ও কল্যাণতর। যে দেশে পৌত্তলিকতার অন্ধকার ঘোর নিবিড় অমানিশার ন্যায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যে ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশ, আপনারা সেই আলোক দেখিয়া উল্লাসের সহিত তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। আপনারা ধন্য যে সে জ্যোতিকে বাধা না দিয়া হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারিয়াছেন, আপনারা বিশ্বাস করিতেছেন যে সেই জ্যোতি সকল হৃদয়ের মধ্যে এইরূপে প্রবেশ করিবে। এখন এই কয়েকটী আত্মার উৎসব, পরে সমস্ত ভারতের এই প্রকার উৎসব দিন সমাগত হইবে, তখন ঘরে ঘরে ব্রহ্মজ্যোতি প্রবেশ করিবে, হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁহার নাম, দেশে দেশে তাঁহার পুণ্যনাম সঙ্কীর্ত্তন হইবে।

আপনারা কেহ কি নিরাশ ও অসন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন? আশাতে হৃদয়কে দৃঢ় করুন। সত্যেতে নিরাশার কথা নাই। আজ আপনাদের মধ্যে প্রেম নাই, বন্ধন নাই, আপনাদের বল নাই, বিশ্বাস নাই, ভক্তি নাই; এই দিনই কি চিরকাল থাকিবে? যিনি বিশ্বাস ভক্তি, অনুরাগ প্রেম বিধান করিবেন তিনিতো আছেন, তিনি চিরকাল থাকিবেন; তাঁহার কার্য্যই ঐ সকল বিধান করা; তাঁহার উপর নির্ভর করুন, তাঁহার ইচ্ছার জয় হইবে। বর্ষে বর্ষে এই মহোৎসবে আনন্দ প্রকাশ করুন। সমস্ত পরিজনবর্গকে লইয়া উৎসব করুন। আমাদের ভাবী বংশীয়দিগের হৃদয়ে এখন হইতে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকুক; ব্রাহ্মসমাজকে তাহারা নিজ গৃহ বলিয়া ভাল বাসিতে শিখুক।

উৎসবান্তে যেমন পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছি সেইরূপ পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন করি। এবং আগামী বর্ষ পর্য্যন্ত যদি জীবিত থাকি অধিকতর অনুরাগের সহিত যেন উৎসবে যোগ দিতে পারি তাহার জন্য প্রার্থনা করি।

মৃত্যু ও অমরত্ব।

মৃত্যু আমাদের সকল প্রিয় বস্তু হরণ করে, সকল আশাকে বিনষ্ট করে এই সংস্কার বশতঃ মনুষ্য মৃত্যুকে ঘৃণা ও ভয় করে। প্রিয় সহবাস হইতে বঞ্চিত হইতে কেহ ইচ্ছা করে না; যে সকল সুখের আশা মনে প্রবল থাকে তাহা চরিতার্থ হইবে না এই চিন্তা মনকে বিষণ্ণ করে। এই আত্মীয় বর্গের সহিত সুখে কালহরণ করিতেছি, কত প্রকার আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি, মৃত্যুর হস্ত সংস্পর্শ মাত্র সে সমস্ত বিনাশ হইবে ইহা কি হৃদয় সহ্য করিতে পারে? মৃত্যুর স্মরণ মাত্র সেই জন্য হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, নেত্রদ্বয় দুঃখে ও ভয়ে অশ্রুপাত করিতে থাকে। সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু অত্যন্ত ভীষণ নিষ্ঠুর দানব স্বরূপ। যাহার সকল সুখ সংসারে আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার পক্ষে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করা যে কি প্রকার দুঃখের বিষয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যাহার সংস্কার এই যে মৃত্যু সর্ব্বসংহর্ত্তা, তাহার পক্ষে মৃত্যু বড়ই নিষ্ঠুর। পৃথিবীর কয়েক দিনই যাহার জীবন এবং এখানকার অস্থায়ী অপূর্ণ আনন্দই যাহার আনন্দের পরিসীমা, সে কি প্রকারে সেই সমস্ত বিসর্জ্জন করিবে? মনুষ্যের আত্মা আনন্দ চায়, যদি মৃত্যুর পরে আর সে আনন্দের আশা না থাকে তবে কি প্রকারে মনুষ্য সে অবস্থা বাঞ্ছনীয় বোধ করিবে? যাহারা ইন্দ্রিয় সুখপরায়ণ তাহাদের অবস্থা মৃত্যুর দিনে অতীব শোচনীয়। তাহাদের সকল ইন্দ্রিয় রোধ হইবে, সুখের একমাত্র উপায় সকল চলিয়া যাইবে "মৃত্যুর স্মরণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।" যাহারা এই নিতান্ত নীচ অবস্থাকে অতিক্রম করিয়াছে, এবং উন্নত মানসিক সুখ সকলের আস্বাদ লাভ করিয়াছে, কিন্তু যাহারা মনে করে মৃত্যুর পর আমাদের শরীরের যেমন চিহ্ন মাত্র থাকিবে না; সেইরূপ মানসিক প্রকৃতির অস্তিত্ব থাকিবে না, তাহারাও মৃত্যুকে অভিলাষ করে না। যদি মনের সকল বিষয় সংসারেই রহিল, তবে সে সংসারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইতে পারে? আধ্যাত্মিক বিমল আনন্দ

সকলও আমরা সংসারে থাকিয়া আস্বাদ করি, এখানে থাকিয়া আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি; এখানে থাকিয়াই তাঁহার পবিত্র সহবাস অনুভব করি; বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত তাঁহার গুণগান করিয়া কত আনন্দ সম্ভোগ করি; জগতে তাঁহার মহিমা দেখিয়া কৃতার্থ হই, অতএব এই সমস্ত আনন্দের উপায় হইতে যদি চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইতে হয় তাহা বস্তুতঃই শোকের কারণ, মৃত্যুর অধিকার যদি এরূপ বিস্তৃত হয় তাহা ভয় ও দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে মৃত্যুর অধিকার অল্পমাত্র, অস্থায়ী বিষয়েই তাহার অধিকার; অমর আত্মার অক্ষয় সম্পত্তি মৃত্যু হরণ করিতে পারে না। বিধাতার সৃষ্টিতে সত্য সুন্দর, মঙ্গল পবিত্রতা জ্ঞান প্রেম, এ সমস্ত অক্ষয় রত্ন। পৃথিবীতে থাকিয়া এই সকলের প্রতি যে অনুরাগ শিক্ষা করি, সে অনুরাগ মৃত্যু কাড়িয়া লইতে পারিবে না। এই অনুরাগের কতকগুলি বস্তুর পরিবর্ত্তন হইবে বটে, কিন্তু অনুরাগ অমর বস্তু। যাহারা মনে করে পৃথিবীতে সকল অনুরাগের বস্তু আছে, তাহারাই শোকে অধীর হয়।

কিন্তু অদ্য আমরা মৃত্যু বিধানের একটী পরম উপকারিতার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারনা করিয়াছি। এই সংসারে আমাদের চক্ষু আমাদের শক্তি ও পরিমিত। আমরা অপনাদিগের অবস্থাও বুঝিতে পারি না। সত্য কি সম্পূর্ণ জানিতে পারি না এবং যাহা জানি তদ্দ্বারা আমাদের হৃদয় প্রশস্ত হয় না। পরস্পরকে অবিশ্বাস ও পীড়ন করিয়া বড় দুঃখেই কালহরণ করি। সেই জন্য মনে হয় মৃত্যু আমাদের পরম বন্ধু। কারণ একদিন সে এই দুঃখ হইতে আমাদিগকে নিস্তার করিবে। এক দিন চক্ষুর আবরন মুক্ত করিয়া দিবে এক দিন অবিশ্বাসের অধিকার হইতে মুক্ত করিবে। মনে হয় যদি মৃত্যু না থাকিত, তবে এ সংসারের আবরণতো মুক্ত হইত না? এই শোক ও দুঃখতো যাইত না? পৃথিবীতে থাকিয়া, বর্ত্তমান অবস্থা, ভাব, আনুসঙ্গিক বস্তু ও ব্যক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহা সম্ভব হইত না। অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক, স্থান ও চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনা ও বস্তু সকলের পরিবর্ত্তন আবশ্যক। একশত বৎসরে যে সকল পদার্থ আমাদের মনের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না আর একশত বা দুইশত বৎসরে যে পারিবে তাহার সম্ভাবনা কি? সেই জন্য লোকান্তরে অবস্থান্তরে, গমন করিবার বিধি পরম উপকারিণী সন্দেহ নাই। যদি অধিক দিন আমাদিগকে সংশয় ও অজ্ঞান, অনুদারতা ও আশ্রম অবিশ্বাস ও স্বার্থপরতা, হিংসা ও অহঙ্কারের দাসত্ব করিতে হইত, তবে মানব জীবন বড় দুঃখের জীবন হইত—নিকৃষ্ট জীবের অপেক্ষাও দুঃখের জীবন হইত। এখানে এই সকল দূর হইবার আশা কোথায়? সামাজিক ব্যাপার, রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয় কোন বিভাগই ভ্রম ও কুসংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত নহে। যাহা ভ্রম বলি তাহা আপেক্ষিকরূপে ভ্রম; কেননা আমি যাহাকে ভ্রম বলি অন্যে তাহাকেই সত্য বলে। বিশ্বাসও এই প্রকার আপেক্ষিক বস্তু বলিয়া জন সমাজে পরিগণিত হয়। অব্যর্থ, অভ্রান্ত, অলঙ্ঘ্য বিশ্বাস কোথায়? সেই প্রমাণ কোথায় যাহা পাইলে আর অবিশ্বাসের সম্ভাবনা থাকে না? আমরা বলিতেছি যে আমাদের জ্ঞাত বা লব্ধ সত্য অভ্রান্ত; আমাদের নিকট তাহা বটে, কিন্তু অন্যে যখন আপত্তি করিতে পারিল, যখন কাহারও অবিশ্বাসের সম্ভাবনা রহিল তখন তাহা অব্যর্থ ও অলঙ্ঘ্য সত্য হইল না। অথবা তাহা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত শক্তি মনে সঞ্চার হয় নাই। কারণ যাহাই হউক, জগৎ চিরকাল এই বৈষম্যের মধ্যে বিচলিত হইতেছে। একথা বলিতে আর আপত্তি হইতে পারে না যে অভ্রান্ত সত্য উপলব্ধির অক্ষমতা বশতঃই হউক অথবা অন্য যে কারণেই হউক জগতের ভ্রম অপনীত হয় নাই। এখানে আরও কত উন্নতি হইবে কে বলিতে পারে। কিন্তু যিনি যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিতেছেন তাহার পক্ষে সেই সময়ের অতীত উন্নতি সম্ভব নহে। তিনি যদি আর দুই চারি শতাব্দি থাকিতেন তাহা হইলে ও বড় অধিক উন্নতাবস্থা লাভ করিতেন না। জগতের ইতিবৃত্তে শতাব্দি সকল সপ্তাহ মাত্র। অমরত্বের অধিকার না থাকিলে এবং লোকান্তরে নিবাস করিবার বিধান না থাকিলে মানব জীবনের কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য দেখা যায় না। অমর হইয়া এই মর্ত্ত্য লোকে বাস করনের ব্যবস্থা থাকিলেও বিধাতার কৌশলকে প্রশংসার বিষয় বলিতে পারিতাম না। অমরত্বের সহিত লোকান্তর বাসের ব্যবস্থা আমাদের জীবনের আশা চরিতার্থতার একমাত্র উপায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

সত্যাশ্রয় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তিন বৎসর অতিক্রম করিয়া চতুর্থ বর্ষে প্রবেশ করিতেছে। ইহার কোন মনুষ্য গুরু ও মনুষ্য নেতা নাই, কেবল ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছা ইহার জীবনকে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করিতেছে। এই অল্প কাল মধ্যে ইহার উদ্দেশ্য যে পরিমাণে সংসিদ্ধ হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আশাজনক। কেবল ঈশ্বরের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হওয়া এবং ব্রাহ্মসমাজকে সকলে আপনার সামগ্রী বলিয়া তাহার উন্নতি ও কল্যাণ সাধনে সমবেত চেষ্টা করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপকদিগের মূল উদ্দেশ্য ছিল। আমরা এই তিন বৎসরের মধ্যে দেখিতেছি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রত্যেক ব্রাহ্মের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সকলে যেরূপ উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত সংস্থাপকদিগকে সাহায্য ও উপদেশ দিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির পক্ষে অনুকূলতা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের আশা প্রবল হইতেছে। কোন গুরুতর বিষয়ে যখনই ব্রাহ্মদিগের সাহায্য ও উপদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে, তখনই তাঁহারা সাধ্যমত সাহায্য করিতে ত্রুটী করেন নাই। এখন আর কাহারও মনে এভাব নাই যে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার উপর আমাদের সকল কল্যাণ অকল্যাণ নির্ভর করিতেছে; ব্যক্তিবিশেষের প্রচারিত মতই ব্রাহ্ম সাধারণের

অবলম্বনীয়; এবং ব্যক্তিবিশেষের প্রসন্নতা বা অপ্রসন্নতা নিবন্ধন কাহার ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ অথবা বিচ্ছেদ সাধিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষের প্রচারিত সাময়িক মত নহে, কিন্তু ইহা সার্ব্বভৌমিক চিরপ্রচলিত সত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে অত্যন্ত প্রশস্ত ও উপযুক্ত সময়েই সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা সাধারণের এই সহানুভূতি দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে। তিন বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই যে উপাসনা মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতেই ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও সাধারণের আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঘটনা পরম্পরা তাহাদিগকে এ প্রকার অবস্থায় উপনীত হইতে হইয়াছিল যে তাহাদিগের পুরাতন ধর্ম্মবন্ধুদিগের সহিত একত্রে ভজন সাধন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ঈশ্বর তাহাদের সেই অভাব মোচনের উপায়ান্তর নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।

যে কঠিন ব্রত সাধন করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এই তিন বৎসরের মধ্যেই কেহ তাহা সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হইবার আশা করিতে পারেন না। কিন্তু যদি সকলের সাধু চেষ্টা ও শুভ ইচ্ছা থাকে, সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর সেই চেষ্টাও ইচ্ছাকে সফল করিবেন। স্ব স্ব স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সমাজের আধ্যাত্মিক কল্যাণ অন্বেষণ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। পূর্ব্বে আমাদের ইহার শিক্ষা হয় নাই। প্রথম চেষ্টাতে বিঘ্নবাধা উপস্থিত হইলেও আমাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এবং ঈশ্বরের শুভ সঙ্কল্পের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় বিষয়ে আমাদের সকলের এক মত, এক ভাব, এক উদ্দেশ্য থাকিবে; কিন্তু তাহার উপায় সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মত-বিভিন্নতা থাকিতে পারে, এই বিষয়টী লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। যে সমস্ত মূল সত্যের উপর ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্য সেই সকল মূল সত্য বিশ্বাস করেন, এ বিষয়ে তাঁহারা আর সভা করিয়া সাধারণের মত গ্রহণ করেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই সকল মূল সত্য ব্রাহ্মসাধারণে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের নিয়মতন্ত্র প্রণালীর অধিকার নাই। যাহারা বলেন সাধারন ব্রাহ্মসমাজ সভা করিয়া এই সকল বিষয় মীমাংসা করেন, তাঁহারা ইহার গঠন জানেন না। এই সকল মূল সত্যকে অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিবার কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, সেই বিষয়ে আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করি।

ব্রাহ্মগণ নিয়মাদি প্রণয়ন কার্য্যে এবং প্রচার বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী প্রণীত হয়, তখন সকলেই ঐকান্তিক যত্নও অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচারকগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার সত্য সকল প্রচার করিয়া দূষিত মত সকল বিনাশ করেন, ইহার জন্যও তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের প্রচারক সংখ্যা অল্প, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে প্রচার কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। আমরা এই সকল আশাপ্রদ অবস্থার মধ্যে চতুর্থ বৎসরে প্রবেশ করিতেছি। ভূতকালের আশা ভবিষ্যতের বল হউক। ব্রাহ্মগণ যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই নববর্ষে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। ঈশ্বর আমাদের সহায় থাকিয়া বিগত বর্ষত্রয় যেরূপ আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন, সেই আশীর্ব্বাদ এই নববর্ষেও আমাদের উপর বর্ষণ করুন।

বঙ্গমহিলা সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাঠ করেন।

কোন একস্থানে মহাপ্রতাপশালী এক রাজা ছিলেন। কেবল যে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে তাঁহার সুনাম দেশ বিখ্যাত হইয়াছিল তাহা নহে; বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অমায়িক বলিয়া তিনি প্রজাদিগের বিশেষ অনুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। প্রজাদিগের রাজার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল, রাজাও তাহাদিগকে সেইরূপ সন্তান নির্ব্বিশেষে স্নেহ ও আদর করিতেন। অতি দরিদ্রের প্রতিও সে রাজার অবিচার বা রাজার অন্যায় ব্যবহারবশতঃ কাহাকে বিরক্ত হইতে কেহ কখন দেখে নাই। ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকলের মুখেই ভূপতির প্রশংসা। মহারাজের এই নিয়ম ছিল যে, প্রতি মাসের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি স্বীয় অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে প্রজাদিগের ভবনে উপস্থিত হইয়া রাজ্যপালনে যদি কোন ত্রুটী হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেন এবং তন্নিমিত্ত অধীন প্রজাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না এবং এ কারণেই তিনি সাম্রাজ্যের সকলের নিকট অধিকতর সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন। অমায়িক, নিরহঙ্কার ও বিনয়ী বলিয়া তাঁহার সুনাম রাজ্যময় বিস্তৃত হইয়াছিল। যে প্রকার নিয়ম ছিল রাজা সেই অনুসারে একদা মাসের নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বীয় বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে স্বীয় রথে আরোহণ করিলেন এবং একে একে প্রজাদিগের গৃহে উপস্থিত হইয়া যে প্রকার অমায়িক ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করিতেন সেইরূপ করিয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন করিতেছেন, শকট অশ্বচতুষ্টয় বিশিষ্ট এমন সময়ে তাঁহার রথের অদূরে অপর এক ভূপতির ও কতিপয় অশ্বারোহী ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই ভূপতির যান সম্মুখবর্ত্তী হইল। পথটী সঙ্কীর্ণবশতঃ উভয় পক্ষকেই অশ্বের গতিরোধ করিতে হইল। অনেক চেষ্টা করিয়া দেখা হইল, কিছুতেই এক যানের অশ্ব খুলিয়া গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। কি হবে উভয়েই রাজা, রাজভৃত্যেরা কেহই এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। কে বড়, কে ছোট ইহা লইয়া মহা গণ্ডগোল বাঁধিল। অবশেষে প্রমাণ হইল যে, সেই নরপতি (যিনি এই কতক্ষণ হইল প্রজাদিগের নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া আসিলেন) অপর ভূপতি হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। রাজাদিগের নিয়মানুসারে তাঁহারই রথের অশ্ব খুলিতে ও তাঁহাকেই হাত করেক

পদব্রজে যাইতে হইবে, কিন্তু তিনি তাহাতে কোন মতেই সম্মত হইলেন না ও ভৃত্যদিগকে আদেশ দিলেন যে যাহাই হউক তাহারা যেন শকট হইতে অশ্ব মোচন না করে। এবং রাজা মহারুষ্ট হইয়া স্বয়ং গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, আমি রথ হইতে নামিব না, যাহার প্রয়োজন হয় সে নামিয়া পদব্রজে যাক্। অপর শকটস্থিত ভূপতি এ পর্য্যন্ত একটী কথাও বলেন নাই। তিনি রাজমুখে এ প্রকার উক্তি শুনিবেন তাহা তাঁহার মনেও হয় নাই। কারণ পূর্ব্বেই তিনি এই নরপতির বহুল প্রশংসা ও বিনয়ের কথা শ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি কিছু না বলিয়া হাস্য বদনে শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিচারকদিগকে ঘোড়া খুলিয়া গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার ভৃত্যেরা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল মহারাজ, আপনি এত বড় রাজা হইয়া কেন শকট হইতে নামিবেন, তাহা কোন মতেই হইবে না। অপর রাজা যদি গাড়ী হইতে না নামেন, আমরা বলদ্বারা তাঁহাকে নামাইব। আপনি এত অপমান সহ্য করিবেন, ইহা আমরা দেখিতে পারিব না। এই বলিয়া তাহারা স্বীয় প্রভুকে পুনরায় শকটে আরোহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া পুনর্ব্বার গম্ভীর ভাবে বলিলেন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা কর। এবং তিনি শকটারূঢ় রাজাকে অভিবাদন করিয়া পদব্রজে গমন করিলেন। এটি আখ্যায়িকা বটে; কিন্তু ভগিনিগণ, ইহা কি আমাদিগকে একটী উচ্চ বিষয় শিক্ষা দিতেছে না?

আড়ম্বর করিয়া যাঁহারা স্বীয় সদ্‌গুণ সকল প্রকাশ করিতে চাহেন, কিছুদিন তাঁহারা কৃতকার্য্য হয়েন বটে; কিন্তু অবস্থায় পড়িলে, পরীক্ষা আসিলে তাহা স্থায়ী হয় না,—গুপ্ত স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রজাদিগের স্তুতিবাদ শ্রবণের আশায়, রাজ্যে বিখ্যাত হইব, স্বীয় সুনামে দিগন্ত ব্যাপ্ত করিব মনে করিয়া যে নরপতি প্রতিমাসে দরিদ্রের কুটীরে যাইয়া ক্ষমা চাহিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, একটু মানের হানি হইবে বলিয়া পদ গৌরব রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার আজ কি উগ্রমূর্ত্তি দেখিলেত? ভগিনি! তাই বলি আমাদিগের সর্ব্বদা এ বিষয় সতর্ক থাকা উচিত। কপট ধর্ম্মের ভান করিয়া কেহ ধার্ম্মিক হইলে, গর্ব্বিত হৃদয়কে বিনয়ের ছদ্মবেশে আচ্ছাদন করিলে কতক দিন কাটে বটে; কিন্তু তাহার পরিণাম এই নীচ প্রকৃতি রাজার ন্যায়।

হে বন্ধো, হে ভগিনি, তোমাদিগকে অধিক কি বলিব কপটতা ও অহঙ্কারকে কেহ হৃদয়ে স্থান দিও না। মনুষ্য প্রকৃতিকে নীচ করিতে অমন ভীষণ শত্রু আর নাই। ভাল হইতেই ইচ্ছা থাকে, গোপনে অন্তর্যামীর নিকট বল প্রার্থনা কর, বিশুদ্ধ ভাবে আড়ম্বর শূন্য হইয়া পুণ্য কার্য্য সাধন কর। লোকের মুখ চাহিতে গেলেই সর্ব্বনাশ। উৎসব দিনে সকলে শুভ ইচ্ছায় মিলিত হইয়াছি। আগামী বৎসরের নিমিত্ত শুভ সংকল্প লইয়া যেন গৃহে যাইতে পারি, পরম পিতা এই আশীর্ব্বাদ করুন।

সঙ্গীত।

এস গো ভগ্নি সবে মিলি
ডাকি আজি সেই প্রাণেশ্বরে॥
বাজিছে শুন আনন্দ-ভেরী
ডাকিছেন পিতা আমাদেরে॥
লও প্রীতি-পুষ্প করে করি
দেও তাঁহার চরণ-তলে॥
যাঁহার অজস্র করুণা-বলে
কুসংস্কার-পাশ ছিঁড়িয়া সকলে
দেখিতেছি তাঁর রূপ-মাধুরী
মূর্ত্তিহীন হৃদয়-রঞ্জনে॥
যাঁহার প্রসাদে এ সুখ সম্ভোগে
অধিকারী মোরা হইয়াছি সবে,
দেও ঢালি হৃদি সে প্রেম-নীরে
যাইবে নিশ্চন্তে স্বর্গধামে

কি দেখিলাম আজি আবার দেখি দেখি
এমন অপরূপ দেখি নাই কখন॥
শুনি অবলার ক্রন্দনধ্বনি
প্রেমময় বুঝি দিলেন দরশন॥
চল সবে খুলি হৃদয়ের দ্বার,
বসাইয়া তাঁরে দি উপহার,
ভক্তিকুসুম প্রীতি আদি
যত হৃদয়ের সব অমূল্য রতন॥
এমন দিন হবে না গো আর,
সম্বৎসর পরে পেলেম সাক্ষাৎকার
লুটাও চরণে মস্তক সবাকার
যদি চাও তাঁর কাযে কাটাতে জীবন॥
ঐ শুন ভগ্নি শুন মধুরস্বর,
অভয় অভয় বলি ডাকেন প্রাণেশ্বর,
দিব আজি তোরা চাস্ যে সকল,
স্বাধীনতা বিদ্যা মুক্তি মহাধন॥

ললিত—আড়া।

উঠগো ভারত নারী পর ধর্ম্মের ভূষণ
ধর্ম্মহীন ভারত-ভূমি হইতেছে দিন দিন।
তোদের এই মাতৃভূমি, জ্ঞান ধর্ম্মের শিরোমণি,
কিন্তু আজি কি হয়েছে দেখগো পেয়ে চেতনা॥
যে ভারত বক্ষঃস্থলে এক দিন আনন্দেতে,
দিবানিশি প্রেমবারি হইত হে বরিষণ;
আজি সে ভারত বক্ষঃ, অনুতাপে হয়ে রুক্ষ
বিষাদের অশ্রুনীরে ভাসে অনুক্ষণ।
ধর্ম্ম বর্ম্ম গায়ে পর, জ্ঞান ধর্ম্ম হৃদে ধর,
ব্রহ্ম বলে হয়ে বলী, কর তাঁরে আত্মার্পণ॥
ব্রহ্মাণ্ডের পতি যিনি, দয়ার সাগর তিনি,
আজি তাঁরে ভগ্নীগণে করিব হে দরশন॥

সঙ্গত সভার গতবর্ষের আলোচিত বিষয়ের সার মর্ম্ম।

১। চৈতন্য ও ভক্তি—চৈতন্যের ভক্তি উন্মাদক ভাব রাশির প্রবাহ স্বরূপ। ইহা মানুষের প্রাণে প্রবল মত্ততা আনিয়া উপস্থিত করে। মত্ততার একটী স্বভাবসিদ্ধ দোষ এই যে, ইহা মানুষকে কোন একদিকে চালিত করে। সুতরাং এইরূপ ভক্তি যদিও অতি উচ্চ, তথাপি মানব জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাতকারক। আর ইহা স্থল বিশেষে মানুষকে মগ্নচিত্ততা ও গম্ভীরতা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতে পারে। এজন্য এইরূপ ভক্তি মার্গে গমন না করিয়া প্রকৃত ভক্তি পথাবলম্বন করা উচিত। প্রকৃত ভক্তি এক দিকে যেমনি মানুষকে সরল ও শিশুর ন্যায় অত্যন্ত নির্ভরশীল করে, অপর দিকে তেমনই কার্য্য তৎপর, উৎসাহী, মগ্নচিত্ত ও গম্ভীর করিয়া তুলে। প্রকৃত ভক্ত একদিকে যেমন, নাম সংকীর্ত্তন, প্রকাশ্য উপাসনা ও উৎসবাদিতে গম্ভীর ভাবে যোগ দিয়া আহ্লাদে হৃদয় প্লাবিত করেন, অপরদিকে তেমনই ধ্যান, ধারণা, সাধন, ও সৎকার্য্যাদি সম্পাদনে জলন্ত অগ্নির ন্যায় কার্য্য করেন। সর্ব্বদাই পরমেশ্বরের দত্ত বজ্র ও পুষ্প সমভাবে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করেন। অতএব এই নির্ম্মল পবিত্র ভক্তিই মানুষের প্রাণের একমাত্র অবলম্বন স্থানীয়।

২। দৈনিক জীবনে প্রতিজ্ঞার স্থিরতা সাধন—(১) প্রতিজ্ঞার বিষয় গুলির জন্য আন্তরিক ক্ষুৎপিপাসা বা ব্যগ্রতা ও অনুরাগের বৃদ্ধি সাধন প্রয়োজনীয়। (২) প্রতিজ্ঞা প্রকাশের পূর্ব্বে অন্তরে অতি সতর্কভাবে দৃষ্টি করিয়া দেখা উচিত, যে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে আপনিই উদ্ভূত হইতেছে না নিজে বল পূর্ব্বক মুখে মুখে প্রতিজ্ঞা করিতেছি। মুখের হইলে সর্ব্ব প্রযত্নে ত্যাগ করা উচিত। (৩) পরমেশ্বরের নিকট রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিয়া পরে প্রতিজ্ঞাটী করা বিধেয়। (৪) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপকারিতা ও সাধনের উপকারিতা অতি গম্ভীর রূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। প্রতিজ্ঞা দুই প্রকার (১) অসৎত্যাগ (২) সত্যের গ্রহণ। অসত্যের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইলেই সেই প্রতিজ্ঞা পালনে ও বল বৃদ্ধি পায়। এই ঘৃণার জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে অসৎসংসর্গ ত্যাগ, অসদালাপ ত্যাগ, অপরদিকে সত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি জন্য সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, ধর্ম্মালোচনা, উপাসনা ও প্রার্থনা প্রয়োজনীয়। (৫) প্রতিজ্ঞা পালনে অভ্যাস বৃদ্ধি জন্য অতি যৎসামান্য প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘন না করিয়া সতর্কতার সহিত পালন করা উচিত। উপহাস ক্রমেও অপালনীয় প্রতিজ্ঞা করা উচিত নয়।

৩। যোগ—মানুষের ধর্ম্ম জীবনকে যদি মৎস্য বলা যায়, তবে যোগকে জল বলিলেই সমুচিত ব্যাখ্যা করা হয়। যোগ ব্যতীত প্রকৃত জীবন্ত ধর্ম্ম জীবন লাভ বা রক্ষা উভয়ই অসম্ভব। এই জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে যোগ সাধন উচিত। যোগ শাস্ত্রে যোগের বিবিধ প্রকার ভেদ আছে। কিন্তু যে যোগ মানুষের ইচ্ছাকে পরমেশ্বরের মহতী ইচ্ছার ছায়া মাত্রে পরিণত করে। আর মানুষকে এমন এক স্থানে নিয়া উপনীত করে যে, সেখান হইতে তাহার নয়ন প্রথমে ঈশ্বরকে না দেখিয়া কোন ঘটনা বা পদার্থই দেখিতে পায় না। ঈশ্বরের মধ্য দিয়া সকল দেখে ও শুনে। তখন এই জগৎ তাহার আধার না হইয়া ঈশ্বর তাহার এবং জগতের আধার হন। এই জগৎ চিত্র আকাশের বক্ষঃ হইতে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলাইলেও সে তখন ঈশ্বরে সুখে বিচরণও রমণ করিতে পাকে। সে জগৎ দেখিয়া ঈশ্বরকে অনুভব করে না, ঈশ্বরে সমাহিত হইয়াই এই জগতের মর্ম্ম অবধারণ করে। এই যোগের নাম নিত্য ও প্রকৃত যোগ। ইহাই আনয়ন জন্য সাধন করা উচিত।—এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, যোগ সাধন উপযোগী উপায়াদি অবলম্বন জন্য কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিত এবং পঠিত হয়।

৪। আদেশ—এ সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা হয়; কিন্তু কোন স্থির মীমাংসা হয় নাই।

৫। সামাজিকোপাসনা—বিবিধ আলোচনা দ্বারা ইহার অনেক মহোপকারী গুণ নির্ণীত হয় এবং তজ্জন্য ইহা সর্ব্ব প্রযত্নে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে অবলম্বনীয় বলিয়া মীমাংসিত হয়।

৬। পরকাল—পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই তর্ক বিতর্কের প্রয়োজন হয় নাই। অবস্থা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার পর পরকালের জন্য প্রস্তুত হইবার সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়।

(১) অবস্থা—এই দৃশ্যমান জগৎ এক খানি যবনিকা মাত্র। মৃত্যু এই যবনিকাকে অপহরণ করে। তখন এই স্থানেই আর এক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়। এ জগতে শরীরী মানব শিশুর জন্ম, সে জগতে অশরীরী ইন্দ্রিয়াদি বিহীন আত্মময় মানব শিশুর জন্ম। পালয়িত্রী জননী স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী। সেখানেও জীবন আছে এবং তাহার ক্রমিক উন্নতি আছে। এখন আমি উন্নতি ও স্থান সম্বন্ধে যে স্থানে আছি, এই মুহূর্ত্তে যদি মৃত্যু হয়, তবে মৃত্যুর পর মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইবার সময়ে এক চুলও অগ্রসর হইব না। আত্মা এবং স্থান সম্বন্ধে যাহা ছিলাম তাহাই থাকিব। সুতরাং এখন হইতে যদি সে জগতের জন্য প্রস্তুত না হই, তবে এ ভাব লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে কিছুকাল অবশ্যই কষ্ট পাইব। এই জড় জাগতিক ভাবের গুরুত্ব লঘুত্বের সঙ্গে সেই কষ্টের গুরুত্ব লঘুত্বের সম্বন্ধ।

প্রস্তুতি—এ জগতের কার্য্যের ফলাফল পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া যে পরিমাণে তাঁহাতে নির্ভরশালী হওয়া যায় এবং তাঁহাকে নিয়াই আনন্দে ও সুখে সময় যাপন করিতে অভ্যাস পায়, আর এই পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে মানবাত্মাকে যতই প্রেম করা যায়, সেই পরিমাণে পরকালের জন্য প্রস্তুত হওয়া হয়।

প্রস্তুত হইবার সাধন সম্বন্ধেও নানা আলোচনা হয়।

৭। সামাজিক উপাসনা প্রণালী—এ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়, কিন্তু বিশেষ কিছু মীমাংসা হয় নাই।

৮। ঈশ্বর দর্শন—"প্রগাঢ় বিশ্বাস ও প্রগাঢ় অনুভূতিই ঈশ্বর দর্শন।" সমস্ত তর্ক বিতর্কের শেষ মীমাংসা এই। এ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়।

৯। পৃথক পৃথকরূপে ঈশ্বরের স্বরূপানুভব সাধন,—সাধনের অবস্থায় পরমেশ্বরের সমস্ত ভাব গুলি প্রথমেই একেবারে অনুভব করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা তাঁহার এক একটী স্বরূপে প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন ও সেই সকলকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। এক একটী স্বরূপ এইরূপ ভাবে সাধিত হওয়া চাই যে তাহা উল্লেখ মাত্র অমনি গাত্র কণ্টকিত হইবে। তৎসাধনের উপায় এই:—

(১) যে স্বরূপটী সাধন করিতে হইবে, সর্ব্বদা তৎসম্বন্ধে ধ্যান, চিন্তা ও আলোচনা প্রয়োজনীয়। (২) অন্তরকে সেই স্বরূপের ভাবে গঠন করিবার জন্য তদনুযায়ী নানারূপ কার্য্যসাধন। যেমন যখন দয়াময় স্বরূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তখন পরমেশ্বরের দয়ার চিন্তা, ধ্যান ও আলোচনাই দৈনিক চিন্তা, ধ্যান ও আলোচনার প্রধান অঙ্গ হইবে। পরোপকার, দুঃখীর অশ্রুর সহিত অশ্রুপাত, পীড়িতের শুশ্রূষা পাপীর উদ্ধার জন্য চেষ্টা, অপরাধীকে শান্তভাবে ক্ষমা পূর্ব্বক তদীয় মঙ্গলার্থ চেষ্টা ও প্রার্থনা করা। এইরূপে বিবিধ প্রকারে দয়ার অনুষ্ঠান, দয়াল নাম সংকীর্ত্তন, দয়া প্রকাশক সঙ্গীত করন, যেখানে দয়ার কার্য্য উপস্থিত সেই স্থানেই প্রাণপণে সাহায্য দান, প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে দয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক স্বরূপ সাধন করিলে, তখন সমগ্ররূপে পরমেশ্বরেতে মানুষ সমাহিত হইতে পারে।

১০। গুরুজন সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য—প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীনতার সীমা আছে। যাহাতে সেই সীমা রক্ষিত হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। একের স্বাধীনতা অন্যের স্বাধীনতাকে ধর্ষণ করিলে, সেখানে প্রথম ব্যক্তির স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন হয়। এই জন্য সেইরূপ স্থলে আপনার স্বাধীনতার দ্বারা যাহাতে অন্যের স্বাধীনতা নষ্ট না হয়, তাহা করাও কর্ত্তব্য। না করিলেই প্রকৃত কর্ত্তব্য জ্ঞানের হানি সম্ভাবনা। এইজন্য কোন গুরুজন আপন বিশ্বাসমত কাজ করিলে তাঁহা যদি আমার বিশ্বাসানুযায়ী না হয়, তজ্জন্য নানা হিতকর উপায় দ্বারা তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু স্বভাবতঃ আমার নিকট তিনি সেবা শুশ্রূষা বা ভরণপোষণাদি স্বরূপে যে সকল সাহায্য পাইতে পারেন, তৎসমুদায় না দিয়া, তাঁহাকে কষ্টে পতিত করিয়া—সুতরাং বলপূর্ব্বক—আমার বিশ্বাসের বিপরীত অথচ তাঁহার বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্যে বাধা দিতে পারি না। (এই মীমাংসায় এক জনের আপত্তি ছিল।)

১১। জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব—কোন এক ব্যক্তি যদি ঘোর বিষয়ী হয়। আর সে যদি এক অপরিচিত স্থানে গিয়া তাহার সেই ভাব গোপন করিতেও চেষ্টা করে, তথাপি কথাবার্ত্তা ভাব ভঙ্গিতে অন্যে তাহা বুঝিয়া নেয়। মানুষটীর মুখ দেখিলেই বোধ হয় যেন এ ঘোর বিষয়ী। সেইরূপ যাহার জীবনে ধর্ম্মভাব প্রবল; তাঁহার আচরণ ও ভাবভঙ্গিতে তাহা প্রকাশ পায়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

লাইব্রেরী সবকমিটী—গত ৩ মাসে ইহার আয় ২০৫॥৵৫ ব্যয় ১০২৶৫ এবং ইংলণ্ড হইতে সুলভ মূল্যে ভাল ভাল ধর্ম্মগ্রন্থ ক্রয়ার্থ ৬০ টাকা প্রেরিত হইয়াছে। ৪৩॥০ স্থিত আছে। প্রায় ১০০ টাকা মূল্যের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল ক্রয় করা হইয়াছে। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় এই পুস্তকালয়ে এককালে ১০০ টাকা প্রদান করিয়া যেরূপ পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়াছেন, সেইরূপ একটী অতি সাধুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। বরাহনগর নিবাসী বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকালয়ে ১০০০, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রত্যেকে ১০০ টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন। শশিপদ বাবু ও হেরম্ব বাবু ১০ বৎসরে এবং আদিত্য বাবু ৮ বৎসরে স্বীকৃত দান প্রদান করিবেন। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে তাঁহার প্রথম বার্ষিক দেয় ১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই সকল দানের জন্য দাতা মহাশয়দিগকে ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের কলেবর পুষ্টি হইয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠার্থীদিগের অভাব পূর্ণ হয়, ইহা দেখিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, আশা করি তাঁহারা এ সময় ইহাকে সাহায্য দানে উৎসাহিত করিবেন।

প্রচার কমিটী—আপাততঃ বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পাঠ্য পুস্তক ও পাঠনা প্রণালী স্থির করিয়া প্রচারার্থী শ্রেণী খুলিয়াছেন। ইহার নিয়মিত ছাত্রসংখ্যা আপাততঃ ২টী মাত্র। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্তের উপর অধ্যাপনার ভারাপণ করা হইয়াছে। গত দুই মাসে এইরূপ পাঠে উন্নতি হইয়াছে:—

ব্রহ্মবিদ্যালয় (অযোধ্যানাথ পাকড়াশী প্রণীত)		সম্পূর্ণ।
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	... ...	২ অধ্যায়।
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	... ...	...
Character(Smith's)	... ...	215 pages.

পুস্তক প্রচার সবকমিটী—আগামী বর্ষের ব্রাহ্মপঞ্জিকা ও ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর মুদ্রিত করিতেছেন। ধর্ম্মকুসুমেরও ২য় সংস্করণ হইতেছে। আর এই কয়েক খানি পুস্তক শীঘ্র মুদ্রিত করিতে দেওয়া হইবে।

প্রার্থনা স্তবক, গৃহধর্ম্ম, উপাসনা সঙ্গীত, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের সহিত মতভেদ।

ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা সবকমিটী—একটী বোর্ডিং স্কুলের মূলকার্য্য প্রণালী স্থির করিয়া, তৎসম্বলিত পত্র মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বালক বালিকার ২০টী হইলে এই বিদ্যালয় খোলা যাইতে পারে। স্বর-

ভাড়া, আহার, ভৃত্য ও শিক্ষাদির ব্যয় ধরিয়া প্রত্যেক বালক বালিকার ফি মাসিক ১০ টাকা ধরা হইয়াছে। মফস্বল হইতে ৩।৪টী বালক ও বালিকা কলিকাতায় উপস্থিত আছে এবং আপাততঃ কোন কোন ব্রাহ্মের বাসায় রহিয়াছে। বিদেশস্থ ব্রাহ্ম মহোদয়গণের নিকট নিবেদন, যাঁহারা এই বিদ্যালয়ে আপন আপন সন্তানগণকে রাখিবার ইচ্ছা করেন, সত্বর সংবাদ প্রেরণ করিবেন। কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্তন বা সংশোধন বিষয়ে যদি কাহারও কিছু বক্তব্য থাকে, প্রকাশ করিয়া অনুগৃহীত করিবেন। মাঘোৎসবের পর যত শীঘ্র সম্ভব এই বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হওয়া প্রার্থনীয়।

সেন্সস সবকমিটী—ইহার নিকট ইতিমধ্যে আরও কতকগুলি ফারম পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। একটি সুপ্রণালী সঙ্গত তালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তীর উপর ভারার্পণ করা হইয়াছে।

অনুসন্ধান সবকমিটী—কোন সভ্য মিশনকমিটীর অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে কয়েকটী অভিযোগ উপস্থিত করেন। এবিষয়ে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, উমেশচন্দ্র দত্ত ও শিবনাথ শাস্ত্রী সবকমিটী নিযুক্ত হন। সবকমিটী যতদূর সাধ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অভিযুক্ত ভদ্রলোকের প্রতিকূলে ও অনুকূলে বক্তব্য সকল বিষয় বিচার করিয়া যে রিপোর্ট করেন, তাহাতে প্রধানতঃ তাহার এই ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে যে, তিনি আপনার আশ্রিতের প্রতি কর্ত্তব্যের বিষয় শোচনীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম বন্ধুগণের সহিত তাঁহার যে গুরুতর সম্বন্ধ তাহা সম্যক অনুধাবন করিয়া কার্য্য করেন নাই।

মেমোরিয়াল সবকমিটী—মাঘোৎসবের ছুটীর নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পাঠাইবার জন্য এক খানি আবেদন পত্র লিপিবদ্ধ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। তাহা স্বাক্ষরিত করা হইতেছে।

হিতসাধিনী সভা—উপাসনার ন্যায় ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য নিয়মিত রূপে সাধন করিতে সকল ব্রাহ্ম অভ্যস্ত হন, এই জন্য গত অক্টোবর মাসে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধীনে এই সভাটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারেন, অন্যান্য ব্রাহ্মগণ সমবেত হইয়া তৎসম্পাদনের সহায়তা করেন ইহাও ইহার অন্যতর উদ্দেশ্য। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ ভিন্ন আর ৫ জন ব্রাহ্ম আপাততঃ ইহার সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন, অচিরাৎ ইহার সভ্য সংখ্যা সমধিক বৃদ্ধি হইবে এরূপ আশা করা যায়।

প্রচার কার্য্য—পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী গত অক্টোবর মাসে অমৃতসরে গমন করিয়া তত্রত্য ভজন সভার উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, আর্য্যসমাজের সভ্যগণের সহিত ধর্ম্ম বিচার করেন এবং দরবার সাহেবের নিকট আধ্যাত্মিক জীবনের ত্রিবিধ অবস্থা বিষয়ে একটী প্রকাশ্য ইংরেজী বক্তৃতা করেন। তিনি প্রতি শনিবার মধ্য পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং নিম্ন লিখিত বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন :—(১) আত্মার নির্ভর অবস্থা (২) স্বার্থত্যাগ (৩) ঈশ্বর সুন্দর (৪) আত্মার উচ্চ ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিবাদ (৫) অধ্যাত্মযোগ (৬) জীবন্ত ধর্ম্ম, (৭) আধ্যাত্মিক জ্যোতি (৮) আধ্যাত্মিক বল (৯) আত্মপ্রভাব ও দেবপ্রসাদ (১০) আধ্যাত্মিক আদেশ ইত্যাদি। তিনি ভ্রাতৃ সম্মিলনী সভার অন্যান্য ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রতি সপ্তাহে ধর্ম্মালোচনা করিয়াছেন। গত নবেম্বর মাসে তিনি লাহোরে একটী সাধকমণ্ডলী সংস্থাপন করিয়াছেন, যুবক ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দান ও একটী সাধকদল প্রস্তুত করা ইহার উদ্দেশ্য। প্রতি রবিবার সায়ংকালে এই সভা হয়। নীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয় আলোচনার্থ ছাত্র গণের একটী সভা আছে। তিনি ইহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। প্রতি রবিবার প্রাতে সমাজ গৃহেই এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। "তিনি বিরাদারী হিন্দ" নামক মাসিক পত্র প্রচার করিয়া আসিতেছেন। এতদ্ভিন্ন মধ্য পঞ্জাবে "ব্রাহ্ম সমাজের মত ও বিশ্বাস" বিষয়ে দুই খানি ক্ষুদ্র প্রস্তক উর্দ্দু ও ইংরেজিতে মুদ্রিত করিয়াছেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া কিছুদিন তথা হইতে অবসর লইয়া বিক্রমপুরে তাজপুর, জৈনসার ও পশ্চিম পাড়া প্রভৃতি গ্রামে গমন করেন। তাজপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বক্তৃতা, উপাসনা, উপদেশ ও সঙ্কীর্ত্তন; জৈনসার স্কুলে নীতি বিষয়ের বক্তৃতা এবং পশ্চিমপাড়ায় প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। এই তিন স্থানেই স্থানীয় ভদ্র লোকেরা বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ফরিদপুর ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া বাগ আচরায় গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গত কয়েক মাস কলিকাতাতেই অবস্থিতি করেন। তিনি অত্রত্য উপাসক মণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনা কার্য্য ও ছাত্র সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে এস্থানে ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্য লাভার্থে দার্জ্জিলিং গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় উত্তর বাঙ্গলার স্থানে স্থানে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কিছুদিন হইল তিনি বোয়ালিয়া ব্রাহ্ম সমাজের ও তত্রত্য শাখা ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কুমারখালী ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করেন এবং দার্জ্জিলিং, সিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও সৈয়দপুর গমন করিয়া উপাসনা ও বক্তৃতা করেন।

আয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ		১৪০৸০
মাসিক	৬৬৸০.	
বার্ষিক	৭২.	
এককালীন	২.	
প্রচার কার্য্যের আয়		১৮২.
মাসিক	১৫৫.	
বার্ষিক	১.	
এককালীন	২৬.	
তত্ত্বকৌমুদী হিসাবে		১৭৬৸/
পুস্তক হিসাবে		৬১৸৴২৷
সমাজের	৫৯৷/৫	
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	২।১৭৷	
গচ্ছিত হিসাবে		৪৩।৴১২॥
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য	১৩।১৴১২॥	
অন্য হিসাবে	২৮৸৶	
[illegible]		৩/০
		৬০৭৸৴১৫
গত মাসের স্থিত		২০১॥/২৷
		৮০৯।১৴১৭॥

ব্যয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ	৮৬৶১৭৷
প্রচার কার্য্যের ব্যয়	২৩৯৸৴১৫
তত্ত্বকৌমুদী হিসাবে	১৭৮॥
পুস্তকাদিতে	৭৪।৴১০
অপরের পুস্তক বিক্রয়ের	
গচ্ছিত শোধ	৭৫৸৴১০
অন্য হিসাবে	৩৯.
	৬৯৩৸৶১২॥
হস্তেস্থিত	১১৫॥৫
	৮০৯।৶১৭॥

ছাত্র সমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ।

ঈশ্বর কৃপায় ছাত্র সমাজ দ্বিতীয় বর্ষ অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। যুবকেরাই সকল দেশে ভবিষ্যতের আশাও বর্ত্তমানের উদ্যম। যে দেশের যুবকগণ উৎসাহে পূর্ণ ও ধর্ম্ম বিশ্বাসে বলীয়ান, সে দেশের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমাদের দেশে দুর্ভাগ্য ক্রমে যুবকগণ ধর্ম্ম শিক্ষায় বঞ্চিত থাকিয়া সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইয়া উঠে। শিক্ষালাভ করিয়া কোথায় জীবনের উন্নত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেশের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিবে, না তাহারাই চতুর্দ্দিকে জীবনের গরল ঢালিয়া দেশকে বিষাক্ত করিতেছে। এই শোচনীয় অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিয়া ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ মতের বিস্তার ও তাহা কার্য্যে সংসিদ্ধ করিবার জন্য ছাত্র সমাজ জন্ম গ্রহণ করেন। যে গুরুভার মস্তকে লইয়া এই সমাজের জন্ম, তাহা যে কতক পরিমাণে সম্পন্ন করিতে কৃত কার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে আমরা আজ আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। প্রথম বৎসরের অধিকাংশ সময়েই শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় এই সমাজের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। গত বৎসর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ইহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। প্রথম বৎসর ইহার সভ্য সংখ্যা ৫০। ৬০ জন ছিল,—বিগত বৎসরে সভ্য সংখ্যা প্রায় দেড় শত হইয়াছে। প্রতি রবিবার প্রাতে প্রায় দুইশত ছাত্র এই সমাজে যোগ দিয়াছেন। এই সভাতে ছাত্র জীবনের উপযোগী নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। "প্রার্থনার আবশ্যকতা ও তাহার যুক্তি যুক্ততা" "জাতিভেদ," "পরকাল," "ভারত ক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায়" "নির্জ্জন ও সজন উপাসনা," "বিবেক," "উপবীত ধারণের অযৌক্তিকতা," "পৌত্তলিকতা" প্রভৃতি নানা বিষয়ের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত চারিটি উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিক্রিত হইতেছে। এই সমাজে যে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কত যুবকের ভবিষ্যৎ জীবন সংগঠনের সহায়তা করিয়াছে, কত যুবকের নিদ্রিত প্রাণ জাগ্রত করিয়াছে, কত যুবকের ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রবল করিয়াছে। যাঁহারা এই সমাজে যোগ দিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই জানেন এক একটী উপদেশ যেন আত্মার অভ্যন্তরে বিদ্যুৎবেগে প্রবেশ করিয়াছে। এই সমাজের উপদেশের একটী বিশেষ ফল এই যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি লোকের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে! এই সমাজের কয়েকটি সভ্য হিন্দু ধর্ম্মের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দান করিয়াছেন।

সামাজিক উপাসনা ও উপদেশ ব্যতীত এই সমাজের আরও একটী গুরুতর কার্য্য আছে। সভ্যদিগের বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সদ্বিষয়ের আলোচনা এবং পরস্পরের মধ্যে যোগ সংস্থাপন, ইহার আর একটী উদ্দেশ্য। বিগত বর্ষে সভ্যদিগের অনেকের বাসায় গমন করিয়া মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম ও দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল সকলেই অনুভব করিয়াছেন।

সভ্যগণ আর একটী নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রতি তিন মাসে একবার কোন বাগানে গমন করিয়া ধর্ম্ম বিষয় লইয়া সমুদয় দিন যাপন করিবেন। বিগত বৎসর "বোটানিকাল" গার্ডেনে সভ্যগণ দুইবার গমন করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির সুন্দর ছবিতে পরিবেষ্টিত হইয়া পরব্রহ্মের পূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

আমাদিগের সুখ দুঃখের চিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিগত বর্ষ বিদায় লইল। নববর্ষের সহিত যাহাতে এই সমাজের গুরুতর উদ্দেশ্য আরো উৎকৃষ্ট রূপে কার্য্যে পরিণত

হইয়া এই কলিকাতা নগরের শত শত যুবকদিগের ধর্ম্মতৃষ্ণা উদ্রেক হইতে পারে, শুভ সঙ্কল্প পরমেশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন।

উপাসনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল। তদনন্তর বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে, পঠিত বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সভা কর্তৃক গৃহীত হয়। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন "উপযুক্তরূপে বিজ্ঞাপন সম্বাদপত্রে প্রকাশিত না হওয়াতে অদ্যকার সভা নিয়মানুসারে আহূত হয় নাই।" বাবু বাণীকান্ত রায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। কিন্তু সভা কর্তৃক এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। তদনন্তর বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন,যে "কার্য্যবিবরণে প্রকাশিত হিসাবের নীচে অডিটারদিগকে নাম স্বাক্ষর করিয়া দিতে অনুরোধ করা হয় এবং কার্য্যবিবরণে গত বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার, অধ্যক্ষসভার ও সবকমিটীর সভ্যদিগের নাম সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এবং প্রকাশিত হিসাবে মন্দির নির্ম্মাণ ফণ্ডের দুইটী হিসাবে যে আপাততঃ অসংলগ্নতা রহিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয়।" প্রস্তাব সভাধার্য্য করিলে পর বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ঋণের বিষয় জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত হইলে পর, বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন যে, "বার্ষিক কার্য্যবিবরণে প্রকাশিতগ্রন্থের গ্রন্থকর্ত্তাদের নাম ও পুস্তকালয়ের প্রধান চাঁদাদাতা মহোদয়ের নাম কার্য্য বিবরণে প্রকাশিত হয়।" প্রস্তাব ধার্য্য হইলে পর বাবু কালীশঙ্কর সুকুল প্রস্তাব করিলেন যে "পঠিত কার্য্য বিবরণের ৪র্থ পৃষ্ঠায় ডাক্তার রায়ের নামের পূর্ব্বে "অন্যান্য মহোদয়দের মধ্যে" এই কয়েকটী কথা সংযোজিত করা হউক এবং গত বর্ষ হইতে এবর্ষে অধিক টাকা ইত্যাদি পংক্তি তুলিয়া দেওয়া হউক।" প্রস্তাব ধার্য্য হইলে পর বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব উপযুক্ত পরিবর্ত্তনসহ গৃহীত হয়।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতা প্রদান করিলে পর, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু সভাপতি মহাশয়কে সভার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। বাবু ভুবনমোহন দাস এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। আনন্দ সূচক করতালী দ্বারা সভ্যেরা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে পর, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করিলেন যে, সভার কার্য্য স্থগিত হইয়া আগামী কল্য ৫॥ ঘটিকার সময় অবশিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। বাবু ভুবনমোহন দাস এই প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া এইরূপ প্রস্তাব করিলেন যে, সভার কার্য্য একমাস স্থগিত থাকে। বাবু বিষ্ণুচরণ চাটুর্য্যা এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। তদনন্তর বাবু কালীশঙ্কর সুকুল প্রস্তাব করিলেন যে "সভার কার্য্য ১ ঘন্টার জন্য স্থগিত থাকে।" বাবু কালীনাথ দত্ত এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। সর্ব্বসম্মতিতে এই সংশোধিত প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার স্থগিত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ।

আবার ৮৵ ঘটিকার সভার কার্য্য পুনরারম্ভ হইল। বাবু কালীশঙ্কর সুকুলের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিতে বাবু শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। বাবু কালীনারায়ণ রায় প্রস্তাব করিলেন ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পোষকতা করিলেন "যে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়দিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিম্নলিখিত কর্ম্মচারি পদে বরণ করা হউক।"

বাবু শিবচন্দ্র দেব সভাপতি। (সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য)।
" রজনীকান্ত নিয়োগী সহকারী সম্পাদক।
" উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদক।
" গুরুচরণ মহলানবিশ ধনাধ্যক্ষ।

সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণে রজনী বাবুর ও ধনাধ্যক্ষ পদ গ্রহণে গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের অসম্মতি বিজ্ঞাপন হইলে পর, বাবু বরদাকান্ত হালদার প্রস্তাব করিলেন এবং নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন, যে "বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা হয়।"

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র উক্ত পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলে পর, বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করিলেন যে, "অবৈতনিক সহকারী সম্পাদকের পরিবর্ত্তে এক জন বেতন ভোগী সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়।" এই প্রস্তাবের পোষকতা না হওয়ায়, বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে "কালীশঙ্কর সুকুলকে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করা হউক।"

এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইলে পর, বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীনাথ দত্ত পোষকতা করিলেন যে, বাবু উমেশচন্দ্র দত্তকে সম্পাদক পদে নিযুক্ত নিযুক্ত করা হয়। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

তদনন্তর বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন যে বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়কে ধনাধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত করা হয়। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

তদনন্তর বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন যে ২৮ সংখ্যক নিয়মের শেষভাগে এই টুকু যোগ করিতে হইবে।

যদি কোন কারণ বশতঃ অধ্যক্ষ সভার সমস্ত কিম্বা অধিকাংশ সভ্য এক সময়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, কিম্বা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন বিশেষ অধিবেশন অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ করিতে পারি-

বেন; কিন্তু এপ্রকার নিয়োগ অন্য এক অধিবেশনে অনুমোদন না হওয়া পর্য্যন্ত অধ্যক্ষ সভা সংগঠিত হইবে না। এই দুই অধিবেশনের মধ্যে অন্ততঃ এক মাস ব্যবধান থাকা কর্ত্তব্য।"

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। প্রস্তাব অধিকাংশের মতে ধার্য্য হইল।

তদনন্তর বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন যে, ৩০ সংখ্যক নিয়মে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন সন্নিবিষ্ট করা হউক।

'অধ্যক্ষ সভা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিগণকে ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সভ্যের মধ্য হইতে ১২ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম লইয়া, একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিযুক্ত করিবেন, কোন কারণে প্রয়োজন হইলে উক্ত ১২ জনের মধ্যে কোন সভ্য পরিবর্ত্তন ও শূন্য পদে নূতন সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন।"

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ নিম্নলিখিত সংশোধনের প্রস্তাব করিলেন যে, "অন্যান্য শব্দ তুলিয়া দেওয়া হউক।"

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন।

তদনন্তর বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করিলেন যে সভার কার্য্য অদ্যকার জন্য স্থগিত থাকিয়া আগামী কল্য ৫ ঘটিকার সময় পুনরারম্ভ হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। প্রস্তাব অধিকাংশের মতে ধার্য্য হইল।

স্থগিত সভার কার্য্যবিবরণ।

২৫এ জানুয়ারী ৫॥ ঘটিকার সময় একটী সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তর সভার কার্য্যারম্ভ হইল।

সম্পাদক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে প্রাপ্ত একখানি চিঠি পাঠ করিলেন। পরে সভা ধার্য্য করিলেন যে, চিঠি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হয়।

তদনন্তর বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ তাঁহার পূর্ব্বের সংশোধিত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় উক্ত প্রস্তাব পুনর্ব্বার সভার বিচারাধীন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, তর্ক বিতর্ক হইয়া স্থির হইল যে, কোন প্রস্তাবের সংশোধনও নিয়মমত ২ মাসের বিজ্ঞাপন ব্যতীত বার্ষিক সভায় অবধারিত হওয়া উচিত নহে। তৎপর বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

তদনন্তর বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দেবী বাবুর প্রস্তাব হইতে তাঁহার অনুমোদন প্রত্যাহার করাতে পোষকতাভাবে তাঁহার প্রস্তাব সভার বিচারাধীন হইতে পারিল না।

দেবী বাবু তদনন্তর প্রস্তাব করিলেন যে, ৩১ সংখ্যক নিয়মে নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন সন্নিবেশিত করা হয়।

'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের পর তিন সপ্তাহ মধ্যে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত লইয়া, একটী বিশেষ অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উক্ত দ্বাদশজন সভ্য নিযুক্ত করিবেন। নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় যাঁহারা প্রবেশার্থী হইবেন, সম্পাদক এই তিন সপ্তাহ মধ্যে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভার সমস্ত সভ্যের মত জানিবেন এবং সেই মত অধ্যক্ষ সভার গণনায় আসিবে।"

এই প্রস্তাবে আবার নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তন সন্নিবেশিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, সভা ধার্য্য করিলেন যে প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনের সংশোধন গুরুতর না হওয়ায় এই সভার বিচারাধীন হইতে পারে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। কিয়ৎকাল পর তাঁহার পোষকতা প্রত্যাহার করিলে পর বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব বলিয়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন। কিয়ৎকাল তর্ক বিতর্ক হইয়া অধিকাংশের মতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

তদনন্তর বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন যে ৩২ সংখ্যক নিয়মে নিম্নলিখিত পরিবর্দ্ধন সন্নিবেশিত করা হয়; পোষকতাভাবে প্রস্তাব সভার বিচারাধীন হইতে পারিল না।

"কিন্তু ৫০০ শত টাকার অধিক ব্যয় করিতে হইলে অধ্যক্ষ সভায় তাহা জ্ঞাপন করিয়া উক্ত সভার মত লইতে হইবে।"

তদনন্তর বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাব করিলেন যে অধ্যক্ষসভার সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া সাধারণ সভার পরবর্ত্তী স্থগিত বার্ষিক অধিবেশনের বিচারার্থে অর্পণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত সভ্য মহোদয়ের উপর ভারার্পণ করা হয়। কৃষ্ণকুমার মিত্র, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, কালীনারায়ণ রায়, বরদাকান্ত হালদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, গুরুচরণ মহলানবিশ, ছকড়ি ঘোষ, দেবী বাবু এই প্রস্তাবের নিম্নলিখিত সংশোধন প্রস্তাব করিলেন যে, এই সভা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট নাম হইতে ৪০ জন নির্ব্বাচনের জন্য উক্ত সভ্য মহোদিগের উপর ভারার্পণ করা হয়।

উমেশ বাবু এই সংশোধনে সম্মত হওয়াতে প্রস্তাব অধিকাংশের মতে ধার্য্য হইল।

তদনন্তর শুক্রবার ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য স্থগিত হওয়ার প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

২৮এ জানুয়ারী। ৫-৩০ অপরাহ্ণ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক অধিবেশনের স্থগিত সভার কার্য্যবিবরণ।

উপাসনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সম্পাদক কর্ত্তৃক মনোনয়ন কমিটীর রিপোর্ট পঠিত হইলে পর বাবু বাণীকান্ত রায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র পোষকতা করিলেন, যে অধ্যক্ষ সভায় ৩০ জন সভ্য কলিকাতা ও উপনগর হইতে এবং অপর ১০ জন সভ্য, মফস্বল হইতে নিযুক্ত করা হয়। অধিকাংশের মতে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। তৎপর বাবু কালীনাথ দত্ত প্রস্তাব করিলেন যে, মনোনয়ন কমিটীর নির্ব্বাচিত সভ্যদের মধ্যে কাহারও নামে

কোন আপত্তি থাকিলে, সেই নাম ও তৎপরিবর্ত্তে প্রস্তাবিত অন্য নাম লিখিয়া সভাপতি মহাশয়ের নিকট দিতে উপস্থিত সভ্যদিগকে অনুরোধ করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইলে পর মনোনয়ন কমিটীর নির্ব্বাচিত ব্যক্তিদিগের নাম পঠিত হইল পঠিত নামের মধ্যে নিম্নলিখিত নামে আপত্তি উত্থাপিত হইল।

বাবু ভুবনমোহন ঘোষ, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, প্রসন্নকুমার রায়চৌধুরী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপীনবিহারী রায়, শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু, ফণীন্দ্রমোহন বসু, সীতানাথ দত্ত, মহিপৎরামরূপরাম, নর্সিং আলু নাইডু, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মজুমদার।

বাবু ভুবনমোহন ঘোষ প্রস্তাব করিলেন যে ব্যালট দ্বারা মত গ্রহণের পরিবর্ত্তে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক মত গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে পর, বাবু মোহিনীমোহন মজুমদার ভিন্ন অপর সকলেই ব্যালট দ্বারা অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হইলেন। তৎপর বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী প্রস্তাব করিলেন এবং বাবু কালীনাথ দত্ত পোষকতা করিলেন, যে বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে অধ্যক্ষসভার সভ্য নির্ব্বাচিত করা হয়। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল। তদনন্তর বাবু মোহিনীমোহন মজুমদারের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত সভ্যদিগকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চানন ঘোষ এবং অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়।

তদনন্তর বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রস্তাব করিলেন, যে, যে সকল নামে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে যে সকল নাম প্রদত্ত হইয়াছে এ উভয়ে ব্যালটের তারতম্য করিয়া অধিক সংখ্যক মত প্রাপ্ত সভ্যকে অধ্যক্ষসভার সভ্য নিযুক্ত করা হয়।

বাবু কালীনাথ দত্ত এ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। অধিকাংশের মতে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

তদনন্তর ব্যালট দ্বারা মত গৃহীত হইলে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অধ্যক্ষ সভার সভ্যের পদে নিযুক্ত হইলেন।*

তৎপর বাবু কালীশঙ্কর সুকুল তাঁহার নিম্নলিখিত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগকে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য বলিয়া পরিগণিত করা হয়।

তৎপর বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীশঙ্কর শুকুল পোষকতা করিলেন, যে বাবু শরচ্চন্দ্র রায় (ময়মনসিংহ), মধুসূদন সেন (বোয়ালিয়া) ও যদুনাথ মজুমদার (যশোহর) কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নিযুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু প্রমদাচরণ সেন প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে, বাবু অন্নদাচরণ সেন (সেনহাটী) হেমেন্দ্রনাথ রায় (নবগ্রাম) এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (কলিকাতা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু প্রমদাচরণ সেন প্রস্তাব করিলেন ও বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী পোষকতা করিলেন যে বাবু প্রিয়নাথ সেনকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন ও বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী পোষকতা করিলেন যে বাবু দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল প্রস্তাব করিলেন ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে বাবু রাধারমণ সিংহকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল পোষকতা করিলেন যে, বাবু আদিত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ফরিদপুর) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন ও বাবু পঞ্চানন ঘোষ পোষকতা করিলেন যে বাবু শরচ্চন্দ্র দাসকে (টাকী)

---

* নিম্নলিখিত মহোদয়গণ আগামী অধ্যক্ষ সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বাবু তারাকিশোর চৌধুরী, সুন্দরীমোহন দাস, সীতানাথ দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কালীপ্রসন্ন দত্ত বিপিনবিহারী রায়, ভুবনমোহন ঘোষ, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, দুর্গামোহন দাস, ভুবনমোহন দাস, মোহিনীমোহন বসু, কালীনাথ দত্ত, শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু, প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, তুকড়ি ঘোষ, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

লক্ষ্মীকান্ত দাস, বিশ্বনাথ আসাম, বরদানাথ হালদার, ধুবরী, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা, গুরুদয়াল সিংহ, কুমিল্লা, নবীনচন্দ্র রায়, লাহোর, বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীহট্ট, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভাগলপুর, শিবনারায়ন অগ্নিহোত্রী লাহোর, হরনাথ দাস কুড়িগ্রাম, ভুবনমোহন সেন ফরিদপুর, মহিপৎরামরূপরাম নীলকান্ত আহামেদাবাদ, এস, পি নরসুমালু নাইডু সালেম, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় বগুড়া, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় হুগলী, গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত গয়া।

প্রতিনিধি।

বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী দিনাজপুর। উমেশচন্দ্র দত্ত রংপুর, বাণীকান্ত রায় চৌধুরী ভবানীপুর, সত্যপ্রিয়দেব কোন্নগর, আনন্দমোহন বসু কুমিল্লা, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু বরিশাল, শিবনাথ শাস্ত্রী মূলতান, রামকুমার বিদ্যারত্ন জামালপুর, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী দারজিলিং, সর্ব্বানন্দ দাস বরিশাল, নীলাম্বর হুই শিরাজগঞ্জ, যদুনাথ রায় রামপুর হাট, প্রসন্নকুমার রায় অথবা দীননাথ সেন, ঢাকা, গুণাভিরাম বড়ুয়া নওগাঁ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু গগণচন্দ্র হোম পোষকতা করিলেন যে বাবু প্রসন্নকুমার বসুকে (টাঙ্গাইল) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র প্রস্তাব করিলেন ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে, বাবু জগবন্ধু মৈত্রকে (পাবনা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করিলেন ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত পোষকতা করিলেন যে, বাবু লছমান, ও বাবু শিবদয়ালকে (দারজিলিং) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে, বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরীকে (ফরিদপুর) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত পোষকতা করিলেন যে, বাবু চন্দ্রনাথ মল্লিককে (ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু কালীশঙ্কর সুকুল প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীনাথ দত্ত পোষকতা করিলেন যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহোদয়দিগকে তাঁহাদের কলিকাতায় অবস্থানকালে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কার্য্য নির্ব্বাহক সভার এক্স অফিসিও সভ্য বলিয়া পরিগণিত করা হয়। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীনারায়ণ রায় পোষকতা করিলেন যে, ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ নারীকুল রত্ন শ্রীমতী কুমারী কলেট ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য যে প্রকার কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম স্বীকার করতঃ অনবরত যত্ন করিতেছেন ও তাঁহার প্রকাশিত গত বর্ষের ব্রাহ্ম বার্ষিকী যে প্রকার অধ্যবসায়, যত্ন ও সূক্ষ্মদর্শী বিবেচনার সহিত ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করিয়া যুনানী মণ্ডলীর জ্ঞাপনার্থ চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য এই সভা তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন ও অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। প্রস্তাব আনন্দ ঈশ্বর-করতালিসহ সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

তদনন্তর বাবু যাদবচন্দ্র রায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু বরদাকান্ত হালদার পোষকতা করিলেন যে, ইউরোপস্থ যে সকল ভদ্রলোক ও মহিলাগণ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিতে ধার্য্য হইল।

বাবু কালীনাথ দত্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে, ইঞ্জিনিয়ার বাবু নীলমণি মিত্র ও বাবু রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বাবু যদুনাথ বরাট মহাশয়দিগকে মন্দির নির্ম্মাণে সহায়তার জন্য সভায় ধন্যবাদ প্রদত্ত হয়।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে ব্রাহ্মপাবলিক অপিনিয়নের সম্পাদক মহাশয়কে তাঁহার সংবাদ পত্রের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট উপকার করার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গ্রাহ্য হইল।

বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন ও বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন, যে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রচারকেরা দিন দিন যেরূপ পবিত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হইতে বিযুক্ত হইয়া, ক্রমশঃ পৌত্তলিকতার দিকে যাইয়া পড়িতেছেন, আড়ম্বর শূন্য সাত্বিক দয়াময় ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে ধূমধাম পূর্ণ রাজসিক আড়ম্বর আনিয়া পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে সমূহ আশঙ্কার বীজ রোপণ করিতেছেন, তাহাতে এই সভা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

বাবু নগেন্দ্রনাথ মিত্র এই বলিয়া প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন যে কেশব বাবু গত মাঘোৎসবে পতাকা চুম্বন করিয়াছিলেন মাত্র। তাহার সম্মুখে যে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন তাহা পতাকার নিকট নহে। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট।

ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসিত হইল, যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন পতাকাকে চামর ব্যজন করিয়াছিলেন কি না। যদি করিয়া থাকেন তবে তাহা পতাকাকে কি ঈশ্বরকে?

এই প্রশ্নের উত্তর হাঁ, বলাতে নগেন্দ্র বাবুর আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না।

তদনন্তর কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্কের পর বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এই বিষয়ের প্রস্তাব সংশোধন করিয়া কহিলেন যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার প্রচারকদিগের পৌত্তলিকতাচরণে এই সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। পতাকার প্রতি অযথা ভক্তি প্রদর্শনে এখনও কেশব বাবুরা পৌত্তলিকতাচরণ অপরাধে অপরাধী হন নাই, অধিকাংশ সভ্যের এইরূপ মত হওয়াতে যোগেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না। তদনন্তর বিজয় বাবুর প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে গ্রাহ্য হইল।

বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় পোষকতা করিলেন যে গত বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সভাকে এ সভার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

তদনন্তর বাবু বাণীকান্ত রায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীশঙ্কর সুকুল পোষকতা করিলেন যে, গত বর্ষের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মচারিদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল। বাবু গগনচন্দ্র হোম প্রস্তাব করিলেন ও বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল পোষকতা করিলেন যে গতবর্ষের অধ্যক্ষ সভাকে এই সভা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু দেবেন্দ্রনাথ পাল পোষকতা করিলেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগকে তাঁহাদিগের গত বৎসরের প্রচার কার্য্যের জন্য

এই সভা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছেন। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

তদনন্তর বাবু মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য কতিপয় আসামস্থ ভদ্রলোকদিগের এক খানি পত্র পঠিত হইল।

বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীনাথ দত্ত পোষকতা করিলেন যে পঠিত পত্র বিবেচনার্থ অধ্যক্ষ সভায় অর্পিত করা হয়। প্রস্তাব ধার্য্য হইল।

বাবু কালীনারায়ণ রায় প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীশঙ্কর সুকুল পোষকতা করিলেন যে, বার্ষিক সভার কার্য্য বিবরণ ভয়সী, মনিয়র উইলিয়ম, ম্যাক্সমুলর, ডাক্তার নাইটন মিস্‌কলেট্‌ ও অন্যান্য ইউরোপীয় ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধুদিগের নিকট প্রেরণ করা হয়।

তদনন্তর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল॥

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়! নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই নিমন্ত্রণ পত্র বিশেষ প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার নিকট অসময়ে উপস্থিত হওয়ায় তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সম্পাদককে নিম্নলিখিত পত্র খানা লিখিয়াছিলেন।

ও পাটনা ৯ মাঘ
একমেবাদ্বিতীয়ং। ৫১ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

প্রেমাস্পদেষু।

সাদর নমস্কার নিবেদন,

আপনার পত্র খানি অযথা বিলম্বে আমার হস্তে আসিয়া পহুঁছিল। অদ্য ৯ মাঘ আগামী কল্যই আপনাদের উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠার দিন। অতএব এই অতি সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে আমি প্রস্তুত হইয়া যে আপনারদের সহিত যোগ দিতে পারি ইহা আমার এই বৃদ্ধ বয়সের সামর্থের নিতান্ত প্রতিকূল বলিয়া যথার্থ দুঃখিত হইলাম। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা ঈশ্বরের কার্য্য দিগন্ত স্পর্শ করুক এবং আপনারা সভ্রাতৃব্রাহ্মগণ ব্রহ্মপথের উচ্চতম প্রান্তে আরোহন করুন ইহাই আমার একান্ত মনে প্রার্থনা। আপনাদের উৎসাহ অনুরাগ আমার প্রতিনিধি হইয়া অক্ষুণ্ণ অন্তঃকরণে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়াছে ইহা শুনিলেই আমি সুখী হইব।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ।
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিগত উৎসব উপলক্ষে আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় যে নববর্ষ পত্রী (কার্ড) প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার একখণ্ড আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। কার্ড খানি অতি সুন্দর হইয়াছে। তাহাতে এই কবিতাটী লিখিত হইয়াছে।

"প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কাজে তাঁর,
এই রূপে দিন কাটুক তোমার।"

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন জলপাই গুড়ি ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উপাসনা উপলক্ষে আহূত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া তৎপ্রদেশে গমন করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ও সম্পাদককে সম্বোধন করিয়া এক পত্র লিখিয়াছেন। তাহাদের পত্রের তাৎপর্য্য এই যে কলিকাতার তিনটী প্রধান সমাজের মধ্যে একতা ও সদ্ভাব সম্বর্দ্ধিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক এবং তাঁহারা তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কি প্রকারে ইহা সম্ভব অনুরোধকারীরা তাহার কোন উপায় উল্লেখ করেন নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ দিন দিন যে প্রকার দূষনীয় মত ও কার্য্য অবলম্বন করিতেছেন, আমাদের বন্ধুগণ কি তাহা অবগত নহেন! কেবল ঈশ্বরাদেশ সম্বন্ধীয় দূষনীয় মতের জন্যই ঐ সমাজের সহিত একতা অসম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু আজকাল সেখানে যে সকল পৌত্তলিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে, অনুরুদ্ধারা তাহা যদি জানিতেন, তাহা হইলে, আমাদিগকে সম্মিলিত হইবার জন্য অনুরোধ করা দূরে থাকুক, আপনারাই হয়ত ঐ সমাজের সংস্রব পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সংসিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন সৈদপুর হইয়া জলপাইগুড়ি গমন করিয়াছেন। সৈদপুর উন্নতি বিধায়িনী সভাতে "হিন্দুধর্ম" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। রামকুমার বাবু জলপাইগুড়ি নগরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছেন। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, নববিধানের দূষিত মত উপলব্ধি করিয়া তথাকার কোন উৎসাহী ব্রাহ্ম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সংসৃষ্ট হইয়াছেন।

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কর্ম্মচারী ও প্রচারকগণ কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য হইয়াছেন। বাবু ভুবনমোহন দাস, আনন্দ মোহন বসু এম, এ, কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, দুর্গামোহন দাস, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, রজনীকান্ত নিয়োগী, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ, সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালী প্রসন্ন দত্ত, মোহিনীমোহন বসু, এম, ডি, দুকড়ি ঘোষ এল, এম, এস।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিতরূপে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বৃহস্পতিবার রাত্রিতে রাজা রামমোহন রায় ও

ব্রাহ্ম সমাজের অতীত ঘটনা স্মরণ করিয়া উপাসনা ও বক্তৃতা; শুক্রবার প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন, বাজারে বক্তৃতা ও রাত্রিতে উপাসনাদি হইয়াছিল। শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে উপাসনা, অপরাহ্ণ দুইটার সময় হইতে বাগানে উপাসনা, ৪টার সময় হইতে ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম্মালাপ, উপাসনা ও উপদেশ হইয়াছিল। অনেক ছাত্রের সমাগম হইয়াছিল, রবিবার সমস্ত দিন উৎসব; সোমবার দরিদ্রদিগকে দান; মঙ্গলবার প্রীতিভোজ হইয়া উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। নগর কীর্ত্তনে বাহিরের বহুলোক যোগ দিয়াছিল, সকলই সুন্দর হইয়াছিল, উৎসবের পর হইতে তথায় কয়েকজন নূতন ছাত্র বিশেষ উৎসাহ সহকারে সামাজিক উপাসনায় যোগ দিতেছে।

বিগত ১১ই মাঘ দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। প্রাতঃ ও সায়ংকালে প্রচলিত প্রণালী অনুযায়ী বাঙ্গালায় উপাসনাদি হয়। মধ্যাহ্নকালীন উপাসনা শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল হালদার কর্ত্তৃক নেপালী ভাষায় সম্পাদিত হওয়ায়, বহুসংখ্যক পাহাড়ী লোক আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাতে "ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদারতা" সম্বন্ধে উপদেশ হইয়াছিল।

নর্গাও ব্রাহ্ম সমাজে নিম্নলিখিত প্রণালী মতে মাঘোৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১০ই মাঘ শনিবার সায়াহ্নে ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা।

১১ই মাঘ রবিবার উৎসব। মধ্যাহ্নে দরিদ্রদিগকে চাউল লবণ ও পয়সা দান।

১২ই মাঘ সোমবার গুরুনাথ দত্তের বাড়ী উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন।

সায়াহ্নে গুণাভির ম বাবুর বাড়ী উপাসনা।

১৩ই মাঘ মঙ্গলবার প্রাতে মরিকলং গ্রামে রঘুনাথ বড়ার বাড়ীতে উপাসনা ও জীবনের পবিত্রতা বিষয়ে আসামীয়া ভাষায় উপদেশ, সায়াহ্নে রাম দুর্ল্লভ বাবুর বাড়ীতে উপাসনা ও ভোজন।

১৪ই মাঘ বুধবার প্রাতে আনন্দরাম গোস্বামীর বাড়ীতে উপাসনা। সায়াহ্নে মধুসূদন গুপ্তের বিপণি গৃহে উপাসনা ও ধর্ম্ম বাণিজ্য বিষয়ে উপদেশ, উপাসনান্তে প্রীতি ভোজন।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য, প্রচার ফণ্ডের দাতব্য, এবং পুস্তকের মূল্য হিসাবে যাঁহার নিকট যাহা প্রাপ্য আছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই সময় প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকৃত হওয়া যায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক ব্যয়ের প্রয়োজন, অর্থাভাবে তাহা সুন্দর ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব সভ্য, গ্রাহক ও স্থানীয় এজেণ্ট মহোদয়গণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হন একান্ত প্রার্থনা।

উপরিউক্ত দাতব্য ও মূল্য অন্য নামে পাঠাইলে গোলযোগ হয়, এই জন্য আমার নামেই প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

১৮৮০। ১৫ই জুলাই
১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট কলিকাতা

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করিয়া বিক্রীত হইতেছে। গ্রহণেচ্ছুগণ ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে আমার নামে মূল্য সহ পত্র লিখিলে, উক্ত গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা	৴১০
জাতি ভেদ	৴১০
পরকাল	৴০
ভারতক্ষেত্রে সংস্কার কার্য্য ও তৎসাধনের উপায়	৴০

বিক্রেয় পুস্তক।

নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আফিসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাকমাশুল।
আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মদিগের তালিকা …	৶০	৴১০
কৃতজ্ঞতা … …	৴১০	…
আশ্চর্য্য স্বপ্নদর্শন … …	।০	৴১০
শিশু পালন … … …	॥০	৴১০
ব্রাহ্মবচন সংগ্রহ … …	।৶০	৴১০
ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা …	।০	৴১০
ধর্ম্মালোচন … …	৴১	৴১০
নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত … …	।০	৴১০
পুষ্পমালা …	॥৶০	
মেজ বউ … …	॥৶০	
গৃহধর্ম্ম …	।০	
উদাসীন সত্যশ্রবার আসামভ্রমণ	১	
কবিরের জীবন চরিত	৶০	
চারুদত্তের গুপ্ত ধনাবিষ্কার	৴১০	
সাধনক পঞ্চক।		
শান্তি …	৶০	
বৈরাগ্য …	৶০	
হৃদয় উচ্ছাস	৴০	
Channing's Complete works	১॥০	৶০
Practical Sermons	৸০	।০
Morning & Evening meditations	৸০	৶১০
Last Days of Raja Ram Mohon Roy	১৴	৴১০
সঙ্গীত-হার (বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	।০	৴১০
ধর্ম্মকুসুম (বালক বালিকাদিগের জন্য	৴০	৴১০
জাতীয় সঙ্গীত	৶০	৴১০
অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধন	১৲	৴১০

… M Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93, College Street, 21st February 1881

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ১৯শ সংখ্যা। | ১৬ই ফাল্গুন, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০।

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! উৎসবান্তে আমরা নূতন বৎসরের কার্য্যারম্ভ করিতেছি। এই সময়ে বসন্ত সমাগমে বাহিরের প্রকৃতি যেমন শোভা সম্পন্ন হইতেছে, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের অধ্যাত্ম রাজ্যকেও সেইরূপ শোভা সম্পন্ন কর। আমাদের আশা হইতেছে যে, এ বৎসর তুমি আমাদিগকে প্রেচুর ফল দিবে। এ বৎসর আমরা নতন বল ও উদ্যমের সহিত তোমার কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হইব। তুমি এই আশা পূর্ণ কর, তোমার দাসী এই তত্ত্বকৌমুদীকে আশীর্ব্বাদ কর যেন এ দীর্ঘ জীবিনী হইয়া তোমার অনুগত সেবিকার ন্যায় কার্য্য করিতে পারে। তোমার নাম প্রচার, তোমার ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার, তোমাকে গৌরবান্বিত করিবার ইচ্ছা যেন ইহার কার্য্যের পথপ্রদর্শক হয়। আধ্যাত্মিক অহঙ্কার, লোক প্রদর্শনের ইচ্ছা ও ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর এ সকল হইতে যেন ইহা দূরে থাকিতে পারে। দলের অনুরোধে অসত্য প্রকাশ বা সত্য গোপনকে বিষতুল্য জ্ঞান করিয়া যেন সে পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকে। আমরা যে কথাগুলি কহিব যেন সরল বিশ্বাস ও গভীর নিষ্ঠা হইতেই কহিতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা।

আমাদের নববিধানী বন্ধুগণ এবারকার উৎসবের সময় এক নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহারা নববিধানের চিহ্নস্বরূপ একটী নিশানকে প্রকাশ্য উপাসনালয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করা, তাহার সমীপে প্রণাম করা, তাহাকে আরতি করা, তাহাকে চামর দ্বারা বাজন করা, প্রভৃতি নানা উপায়ে অর্চ্চনা করিয়াছেন। আমরা নববিধানী বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহা এই;—এই নিশানটী নববিধানের জয়চিহ্ন স্বরূপ। ইহাকে পূজা করা হয় নাই, কিন্তু এই নিশান যে বিধানের চিহ্ন সেই বিধানের প্রতি সমাদর দেখান হইয়াছে এই মাত্র। আমরা অনেক বার পৌত্তলিকদিগের মুখে এই প্রকার যুক্তি শ্রবণ করিয়াছি। যাঁহারা পৌত্তলিকতার সপক্ষতাচরণ করেন, তাঁহারা প্রায় বলিয়া থাকেন, যে আমরা যখন কোন দেবমূর্ত্তির সমীপে প্রণত হই, তখন সে মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করি না, কিন্তু সেই মূর্ত্তিতে যে অনন্ত ঈশ্বর সন্নিহিত আছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া করি। এ কথার উত্তর কি? এ বৃথা বাহ্যাড়ম্বরে কি বিশেষ লাভ হইল, এবং এরূপ অনুষ্ঠান কোন্ অংশে পৌত্তলিক ক্রিয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

ধর্ম্মের কথা অনেকে বলে কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার সকলের দ্বারা হয় না। যে ব্যক্তিকে দেখিলে এরূপ বোধ হয় না, যে আত্মার সদ্গতির চিন্তা ইহার মনে সতত প্রবল, এবং ধর্ম্মকেই এ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু মনে করে, তাহার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে কয়জন লোক বাস্তবিক আত্মার সদ্গতির জন্য সতত ব্যাকুল? কয়জন লোক ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু মনে করেন? ধর্ম্ম যাঁহার নিকট মূল্যবান পদার্থ উপাসনা এবং প্রার্থনা তাঁহার জীবনের আভরণ। তিনি সকল কার্য্য প্রার্থনাশীল অন্তরে করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মবন্ধু! অন্বেষণ কর, তোমার জীবনে এই ভাব কত দূর জন্মিয়াছে। তদ্ভিন্ন তোমার দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার হইবে না।

জগদীশ্বরের কৃপায় এবারে সঙ্গত সভার দিকে অনেকের বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। গত কয়েকবার আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়া অনেকে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন। কয়েকবারের সঙ্গত সভার মীমাংসিত বিষয় সকলের সার মর্ম্মের কিয়দংশ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। দশ জন ধর্ম্মপিপাসু লোক যদি একত্র হন, তাহা হইলেই জগদীশ্বরের কৃপা তাঁহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কলিকাতাস্থ সভ্যগণ এই সঙ্গত সভার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হউন। কার্য্যপ্রণালী আপাততঃ এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ ৩॥০ টাকার সময় ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটস্থ ভবনে সঙ্গতের সাধারণ অধিবেশন হইবে, তদ্ভিন্ন প্রতি মঙ্গলবারের রাত্রে ব্রাহ্মদিগের এক একটী বাসায় বিশেষ আলোচনা সভা হইবে। আমরা যেরূপ বিষয়ের উত্তেজনা ও সংসার প্রলোভনের মধ্যে বাস করি, অন্তরের ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত রাখিবার জন্য এই প্রকার সৎসঙ্গ এবং ধর্ম্মালোচনার নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি যে এই সকল চেষ্টা সুফল প্রসব করুক।

বিগত মঙ্গলবারের সঙ্গতে আধ্যাত্মিক জীবন কাহাকে বলে, তাহার লক্ষণ কি কি? এবং তাহা লাভের উপায় কি, এই সকল আলোচনা হয়। আলোচনা দ্বারা দুইটী সত্য বিশেষরূপে প্রতীতি করা গেল। প্রথমতঃ এরূপ দেখা যায় যে, অনেক ব্রাহ্ম সমস্ত দিন এত সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, যে সমস্ত দিনের মধ্যে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চিন্তা বা কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার সময় পান না। মানুষকে আট ঘণ্টার অধিক পরিশ্রম করিতে বলিলে, সে বলে যে তদ্দ্বারা তাহার শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে সুতরাং সে পারে না। জিজ্ঞাসা করি আত্মার কি স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য নাই? যে কার্য্যের দ্বারা আত্মার স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় করা যায় না তাহা কি পরিত্যাজ্য নয়? সে জন্য যদি কিঞ্চিৎ অর্থের ক্ষতি হয়, তাহা কি ব্রাহ্মের পক্ষে গণনা করা উচিত? যে অর্থের জন্য আত্মার উন্নতির ব্যাঘাত হয়, তাহা ধার্ম্মিকের নিকট মলমূত্র সমান।

দ্বিতীয় সত্য এই, কখন কখনও আমাদের ধর্ম্মতৃষ্ণা বড় ম্লান হয়। আধ্যাত্মিক বিষয়ের উপর যেন এক প্রকার অরুচি জন্মিয়া যায়; বিষয়াসক্তি নিবন্ধন আত্মার এই ভয়ানক রোগটী জন্মিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে, যে পরমেশ্বরকে পাইয়া মানবাত্মা বাঁচিবে সেই পরমেশ্বরকে পাইবার দিকেই ইচ্ছা নাই। এরূপ অবস্থায় কি করা যায়। এরূপ স্থলে ঈশ্বর প্রেমিক ও ঈশ্বরগত প্রাণ মহাত্মাদিগের জীবন চরিত পাঠ করা ও সেই বিষয়ে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা এই উপায় অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি যে এতদ্দ্বারা ধর্ম্মতৃষ্ণাকে অত্যন্ত প্রবল করে। তাঁহাদের ব্যাকুলতা, তাঁহাদের আন্তরিক নিষ্ঠা ও তাঁহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখিয়া মনে হয়, ধিক্ আমার জীবনে ধিক্, যে পদার্থ ভিন্ন আমার আত্মার প্রাণরক্ষা হইবে না তাহারই জন্য আমার এত অল্প ব্যাকুলতা! অমনি আত্মার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়; সংসারাসক্তি শিথিল হয়, এবং প্রাণে গভীর আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই জন্য আমরা ব্রাহ্ম মাত্রকে ঈশ্বর প্রেমিক ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের জীবন চরিত পাঠ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করি।

পরমেশ্বরকে পাওয়া চাই। এই লক্ষ্যের দ্বারাই আমাদের সকল কার্য্যের বিচার, যে কার্য্যে তাঁহাকে পাওয়ার ব্যাঘাত করে তাহা হইতে আমরা দূরে থাকিব এবং যদ্দ্বারা তাঁহাকে পাওয়ার সাহায্য করে, তাহাই আমরা প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিব। আমরা যখন ধর্ম্ম প্রচার করি, বা কোন প্রকার হিতকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই তখন তাঁহাকে লাভ করাই যেন আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয়। তাহা হইলে লোকের স্তুতি ও নিন্দা উভয়কে আমরা অপ্রাসঙ্গিক বোধে অগ্রাহ্য করিতে পারিব। যখন দেখিব লোকে প্রশংসা করিতেছে তখন ভাবিব উহা আমার লক্ষ্যের বাহিরের কথা সুতরাং উহার সহিত আমার বিশেষ সংস্রব নাই। এই উচ্চ ভূমির উপর যাঁহার জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তিনিই প্রকৃত সাধু।

মৃগনাভি কোন গৃহে আনিয়া আর গৃহের পরিজনদিগকে ডাকিয়া সংবাদ দিতে হয় না। আমি মৃগনাভি আনিয়াছি, আমি মৃগনাভি আনিয়াছি, বলিয়া বেড়াইতে হয় না। সে পদার্থ আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে, বরং তাহাকে গোপন করিয়া রাখা দুষ্কর। আবরণ করিলেও সে আপনার সুগন্ধ বিস্তার করে। ধর্ম্ম সেইরূপ বস্তু, ইহা প্রচারের জন্য চিন্তিত হইতে হয় না। যে অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্ম, প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম, প্রকৃত সাধুতা থাকে, তাহা আপনা আপনি প্রচারিত হয়। দেখ আমাদের কেমন ভক্তি, দেখ আমরা আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে কেমন অগ্রসর, এইরূপ বলিয়া দম্ভ করিতে হয় না। বরং এরূপ দম্ভ যেখানে আছে সেখানে প্রকৃত ধর্ম্ম বস্তু নাই এইরূপ স্থির করা কর্ত্তব্য। লজ্জাশীলা কুলকামিনী যেমন আপনার রূপ আবরণ করেন, সাধুগণ সেইরূপ স্বাভাবিক বিনয়াচরণে আপনাদের সাধুতাকে সতত আবৃত করিবার প্রয়াস পান, অথচ জগদীশ্বরের কি অপারমহিমা, তাঁহার ধর্ম্ম রাজ্যের কি আশ্চর্য্য নিয়ম, তাঁহাদের হৃদয় নিহিত সাধুতার আঘ্রাণ আপনা আপনি চারিদিকে ধাবিত হয়, এবং নরনারীর হৃদয়কে স্বর্গের দিকে আকৃষ্ট করে। অতএব ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে, আন্তরিক সাধুতার উপরেই অধিক নির্ভর কর। হাকাঁহাকিঁ ডাকাডাকিতে যদি জগতে ধর্ম্মপ্রচার হইত তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বর! আমরা কবে তোমার কৃপাতে অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইব।

যীশু দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, তিনি যখন কোন নগরে প্রবেশ করিতেন, তখন সামান্য গর্দ্দভবাহনে প্রবেশ করিতেন। যখন ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, তখন দামামা, দগড়, কাড়া পিটিয়া, সোণারূপা প্রভৃতি নানা ধাতুর নিশান উড়াইয়া, তুরী ভেরীর রবে, পৃথিবী কাঁপাইয়া প্রচার করিতেন না। কতিপয় শিষ্য সমভিব্যাহারে সাগরতীরে, গিরিপৃষ্ঠে, ক্ষেত্রের পার্শ্বে, নদীর পুলিনে বেড়াইয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য কখন কখনও জনতা হইত, কিন্তু সে জনতা আপনা আপনি আকৃষ্ট হইয়া আসিত। এমন কি তাঁহার কোন উপদেশ তাহার জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয় নাই, অথচ তিনি তিন বৎসরে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীকে দুই সহস্র বৎসর কাল আন্দোলিত করিতেছে। সক্রেটিসের বিষয়েও এইরূপ শুনা যায় যে তাহার কোন উপদেশ জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয় নাই; তিনি পাদচারণা করিতে করিতে সমাগত শিষ্যদিগকে গল্পচ্ছলে যে সকল কথা বলিতেন তাহাই পরে স্মৃতি হইতে লিখিত হইয়া তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়াছে। এই দুইটী জীবনের বিষয় চিন্তা করিতে বসিলে কি উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়? সে উপদেশটী এই, যে বলে মানব সমাজকে চালিত করা যায় তাহা কেবল চরিত্র ও বিশ্বাসের বল। যে জন্য এক জনের মুখের একটী কথা স্বর্ণ অপেক্ষা মহামূল্য হয়, তাহা কেবল জীবনের মহত্ত্ব। তাহা না থাকিলে সেরূপ শত সহস্র কথার কোন মূল্য

থাকিত না। আবার জীবনের মহত্ত্ব বিশ্বাস ও নিষ্ঠার মহত্ত্ব হইতে জন্মে। যাহার এই বিশ্বাস ও জীবনের মহত্ত্ব আছে, তাঁহার বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই ; আবার যাঁহার সে মহত্ত্ব নাই তাঁহারও বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই ; কারণ সে সমুদায় বিফল। নারদ পঞ্চরাত্রে এক স্থানে আছে,

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।"

ইহার অর্থ ; যদি এক ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক হরির আরাধনা করিতে পারে, তবে আর তাঁহার যাগযজ্ঞ তপস্যাদিতে প্রয়োজন কি ? আর যদি হরির আরাধনা না করিল তবেই বা তপস্যাদিতে প্রয়োজন কি ? ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে যেমন অনুরাগ যার আছে, তার বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, এবং অনুরাগ যার নাই তাহার বাহ্যাড়ম্বরেও কোন ফল নাই। ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধেও সেইরূপ বিশ্বাস ও জীবনের মহত্ত্বের উপরে যাহার দৃষ্টি আছে তিনি বাহ্যাড়ম্বরের পথ অবলম্বন করেন না।

হায় হায়! কি নিকৃষ্ট মানবের মন, অতি পবিত্র সঙ্কল্পের মধ্যেও অপবিত্র অভিসন্ধি মিশ্রিত করিয়া ফেলে। ঈশ্বরের কার্য্য করিতে গিয়াও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইতে পারে না। নিজের বা নিজ দলের গৌরব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত হউক এরূপ ইচ্ছার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারে না। ঈশ্বরের গৌরব যাঁহার লক্ষ্য, তিনি কেবল এই দেখেন যে তাঁহার ক্ষুদ্র চেষ্টাতে কাহারও পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মিতেছে কি না। যদি তাহার কিছু লক্ষণ দেখিতে পান, তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকে না। অভিসন্ধির এই বিশুদ্ধতা যিনি রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সাধু। এরূপ লোককে এক বার দেখিলে জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না ; এরূপ লোকের বাতাসে থাকিলে নীচ মন স্বর্গীয় ভাব শিক্ষা করে। যিনি প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের অনুগত হইবার জন্য ইচ্ছা করেন, তাহার পক্ষে অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। এজন্য সর্ব্বদাই প্রার্থনাপরায়ণ হইতে হইবে ; সর্ব্বদাই অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অভিসন্ধি সকলকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। অণুমাত্র অসদভিসন্ধির সঞ্চার দেখিলে অমনি অণুতাপিত হইয়া নেত্রজলে সে কলঙ্ক আত্মা হইতে ধৌত করিয়া ফেলিতে হইবে। যাঁহাদের আত্মদৃষ্টি এতদূর প্রবল তাঁহাদিগের দ্বারাই ঈশ্বরের নাম মহিমান্বিত হইয়া থাকে। হে দীনবন্ধু! আমাদের প্রকৃতির রাজসিকভাব দূর করা যে কত কঠিন! আমরা তোমার কার্য্য করিতে গিয়াও নিজের বা নিজ দলের গৌরবের চিন্তা একেবারে অন্তর হইতে বিদায় করিতে পারি না। আমাদের নিকৃষ্ট প্রকৃতি ক্ষুদ্র অভিসন্ধির হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সহায় হও।

বলিতে গেলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কার্য্য এই বৎসর অবধি আরম্ভ হইবে। বিগত কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিজের স্থায়িত্বের উপায় চিন্তনে ব্যস্ত ছিলেন। একটী সুন্দর নিয়মপ্রণালী গঠন এবং একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ এই উভয় ব্যতীত কোন ধর্ম্মসমাজ দণ্ডায়মান হইতে পারে না। জগদীশ্বরের কৃপায় উক্ত উভয় কার্য্য সমাধা হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, এবং প্রত্যেকের বিবেকের উজ্জ্বলতা রক্ষা করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে হয়, যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবেন। ব্রাহ্মদিগের মনে একটী মহৎ ভ্রম বহুদিন হইতে রহিয়াছে, ঈশ্বর কৃপায় তাহা ভগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে কুসংস্কারটী এই, এক জন অসাধারণ নেতা থাকিবেন, আর তাঁহার চরণে সকলে অবনত থাকিব, তদ্ভিন্ন সমাজ চলিতে পারে না। জগদীশ্বর করুন শীঘ্র এই কুসংস্কার সমূলে উৎপাটিত হউক তদ্ভিন্ন এ দেশের কল্যাণ নাই। যেখানে বিবেকের স্বাধীনতা সেইখানেই মতের সংঘর্ষণ। যেখানে এক জন চিন্তা করে, আর নয় জন নয়ন মুদ্রিত করিয়া অনুসরণ করে, সেখানে দশমুখে এক শব্দ শ্রবণ করা বিচিত্র নয়। যেখানে দশ জন স্বাধীনভাবে সম্মিলিত হয়, সেখানে দশ জনে দশ কথা বলে। কিন্তু সেই দশ জনের লক্ষ্য যদি এক হয়, এবং ঈশ্বরের দিকে দশ জনের দৃষ্টি থাকে, সেই দশ জনের চিন্তা দ্বারা অতি চমৎকার ফল উৎপন্ন হয়। এই জন্যই আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালীর এত পক্ষপাতী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত কয়েক বৎসরের কার্য্যপ্রণালীতে আমাদের সে পক্ষপাত আরও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে মতের সংঘর্ষণ যথেষ্ট আছে, অথচ এক এক বৎসর যাইতেছে এবং আমরা আপনাদের পথ অধিক পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি। ঈশ্বর করুন তাঁহার কৃপায় আরও পথ দর্শনে সমর্থ হই। নিয়মতন্ত্রপ্রণালী সম্বন্ধে এই গেল। ধর্ম্মসমাজের যে প্রকৃত কার্য্য ধর্ম্ম চর্চ্চা, এ বৎসর অবধি সেইদিকে সভ্যেরা অধিক মনোনিবেশ করিতে পারিবেন। তাহার লক্ষণ সকলও আমরা দেখিতে পাইতেছি, এরূপ আশা হইতেছে যে, বর্ত্তমান বর্ষে জগদীশ্বর আমাদিগকে বিশেষরূপে ধর্ম্মপথে সাহায্য করিবেন। তাঁহার উপর যাহারা নির্ভর করে, তাহারা কি কখনও বঞ্চিত হয় ; তিনি পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য, হিতৈষী ও অনুরাগী যিনি যেখানে আছেন, সকলকে অনুরোধ করিতেছি, নববর্ষের প্রারম্ভে প্রার্থনা দ্বারা সাহায্য করুন।

বালকেরা ছোট ছোট গাড়ী টানিয়া থাকে। সেখানে আমরা কি দেখি। আমরা দেখিতে পাই কতকগুলি ক্ষুদ্র শিশু গাড়ীতে বসিয়া ঝুমঝুমি বাজাইতেছে এবং একজন বলবান বালক গাড়ীটী টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ধর্ম্মরাজ্যে ও এইরূপ গাড়ী টানা দেখা যায়। অনেক অপদার্থ চিন্তাবিহীন ও চলিতে অশক্ত-লোক এইরূপে একখানি ক্ষুদ্র

গাড়ীতে বসিয়া এক একজন গুরুর হস্তে দড়ি দিয়া নিশ্চিত ভাবে বসিয়া আছেন। গুরু টানিয়া স্বর্গের রাজ্যেরদিকে লইয়া যাইবেন এবং তাঁহারা ঝুমঝুমি বাজাইয়া স্বর্গে যাইবেন। শিষ্যদিগকে এইরূপে অপদার্থ করিয়া ঝুমঝুমি বাজাইতে যিনি শিক্ষা দেন, সে গুরুকেও ধিক্, এবং টানা গাড়ীতে বসিয়া ঝুমঝুমি বাজাইয়া যাঁহারা স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করেন, সে শিষ্য দিগকেও ধিক্। মানুষকে যিনি মনুষ্যত্ব দিতে পারেন, চিন্তা ও বিবেককে উন্নত করিতে পারেন; চরিত্রের স্বাধীনতা ও তেজস্বিতাকে বৃদ্ধি করিতে পারেন; নিজ বলে এই দুষ্কর পথে চলিতে সমর্থ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত গুরু। ধর্ম্ম জগতে এরূপ গুরু অধিক হইলে ধর্ম্ম জগতের এত দুর্দ্দশা হইত না। জগদীশ্বর এরূপ বিপদ হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করুন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যেন কাহারও পক্ষে টানা গাড়ী না হয়।

নববিধান সম্বন্ধে সম্পাদকের জল্পনা।

নববিধানী বন্ধুদিগকে আমি কেন পরিত্যাগ করিলাম, লোকে সময়ে সময়ে এই প্রশ্ন করিয়া থাকেন, অদ্য এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব; জগদীশ্বর আমার সহায় হউন। কোন প্রকার নিকৃষ্ট অভিসন্ধি যেন আমার লেখনীকে অসত্যে লইয়া না যায়।

নববিধানী বন্ধুদিগের সহিত আমার দুই কারণে বিবাদ। প্রথমতঃ আমি বিগত ৬।৭ বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে তাঁহারা মত সম্বন্ধে পূর্ব্বকার উন্নত ভূমি হইতে অনেক পরিমাণে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ আমি ইহা বিশ্বাস করি তাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজ গঠনের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের মহা অপকার হইয়াছে, হইতেছে, এবং হইবে। উক্ত উভয় আপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু বলা আবশ্যক। আমি যে যে বিষয়ে তাঁহাদের মতকে পশ্চাদ্বর্ত্তী মনে করি তাহা এই।

প্রথমতঃ আমি যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহান্ লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি, তাহা এই, যে, এই ধর্ম্মে মানবাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় মানবাত্মাকে হয়ত একখানি গ্রন্থে না হয় কতকগুলি প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির উক্তির মধ্যে বহুকাল বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল গ্রন্থ বা উক্তির নিকট মানবের বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাকে সকলে চিরকাল বলি দিয়া আসিতেছে; লোকে অনেক কথা চিন্তা দ্বারা গ্রহণ না করিয়া ও আচরণ করিতেছে; বিবেক বিরোধী হইলে ও সে বিবেক কে লওয়াইয়া সেই পথে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মানবের বিবেকের এই দুর্গতি করাতে সহস্রদিকে সহস্র প্রকার অনিষ্ট ফল ফলিয়াছে। এই জন্যই ধর্ম্ম সম্প্রদায় সকলের মধ্যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে উন্নত লোকের সংখ্যা এত অল্প। শতের মধ্যে এক ব্যক্তি যথার্থ জীবন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অধিকাংশ লোকে কেবল মৃত অনুষ্ঠান ও সাধন প্রণালীর সেবা করিতেছে। আমাদের বিবেক, প্রীতি, পবিত্রতা প্রভৃতি ঈশ্বর দর্শনের এক একটী ইন্দ্রিয় স্বরূপ। বিবেকের ম্লানতা হইলে, ঈশ্বরকে দেখিবার ইন্দ্রিয় ম্লান হইয়া যায়। এরূপ লোকে ধর্ম্ম সাধনে রত থাকিয়া আত্ম প্রতারিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সতত প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে দূরে থাকেন। আমি গত কয়েক বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি নববিধানী বন্ধুগণ এই বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রচারিত দুইটী মত ইহার সাহায্য করিয়াছে। (১ম) মহাপুরুষের মত (২য়) আদেশের মত। ঈশ্বর প্রেমিক মহাত্মাদিগের প্রতি সমুচিত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন বিষয়ে লোককে পরামর্শ দিতে আমি ত্রুটী করি না. মানবাত্মা যে ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়, ইহাও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি; কিন্তু যে ভাবে ও যে প্রণালীতে উক্ত মতদ্বয় বিগত কয়েক বর্ষ কাল প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মদিগের স্বাধীন চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার পথে সমূহ প্রতিবন্ধক উপস্থিত করা হইয়াছে। রবিবাসরীয় মিরারের "ডিভোসনাল" নামক স্তম্ভে ইহা স্পষ্টাক্ষরে ঈশ্বরের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে ঈশ্বর নিযুক্ত আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে. এবং ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে যে তিনি কিছু উপদেশ দিবেন সে উপদেশ অভ্রান্ত ও শিরোধার্য্য। ইহাতে উপাসকগণ ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তাঁহার সকল কথা যুক্তিসিদ্ধ বোধ না হয়, তাহার উপায় কি? ঈশ্বর বলিলেন;—বিশ্বাসের সহিত মানিয়া লও, পরে যুক্তি জানিতে পারিবে।" (First believe and then to your faith I shall add knowledge.) আমি এই উপদেশকে নিতান্ত ভ্রান্ত ও রোমান কাথলিকদিগের উপযুক্ত মনে করি এবং বন্ধুগণের প্রচারিত মহাপুরুষের মত ও আদেশের মতের এই গূঢ় অভিপ্রায় হওয়াতেই, উক্ত উভয় মতের প্রতি এত আন্তরিক ঘৃণা জন্মিয়াছে। ব্রাহ্মের প্রতি উপদেশ এই, মহাপুরুষ হউন, আর মহা মহাপুরুষ হউন, হে ব্রাহ্ম! যতক্ষণ তোমার বিবেক অনুমোদন না করিবে, যতক্ষণ তুমি চিন্তা দ্বারা কোন সত্য গ্রহণ করিতে না পারিবে ততক্ষণ গ্রহণ করিতে তুমি বাধ্য নও। পাঠকগণ দেখুন নববিধানী বন্ধুদের উপদেশ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কি না?

দ্বিতীয়তঃ আমি গত কয়েক বৎসর হইতে দেখিয়া আসিতেছি তাঁহারা বিধানের মত সৃষ্টি করিয়া প্রকারান্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতার ব্যাঘাত করিতেছেন। এই বিধানের মত আমি তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া, এক সঙ্গে থাকিয়া এবং সতত আলাপ করিয়া, তাহাদের পত্রাদি পাঠ করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহা এই, ঈশ্বর মানবের মুক্তির জন্য সময়ে সময়ে এক একটী বিশেষ পথ প্রকাশ করেন, সচরাচর এরূপ দৃষ্ট হয় যে এক জন অপ্রতিম প্রতিভাশালী পুরুষ সেই বিধি লইয়া অবতীর্ণ হন, তিনি সেই বিধি প্রচারের জন্য যত প্রকার উপায় অবলম্বন করেন সেই উপায় সমুদায়ের সমষ্টিকে তৎকালের বিশেষ বিধান বলে।

ব্রাহ্মসমাজে এইরূপ একটী বিধান প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের উক্তি এবং কার্য্য কলাপের সমষ্টিই ঐ বিধান। আমার এই কথায় যাঁহাদের প্রত্যয় হইতেছে না তাঁহারা রবিবাসরীয় মিরারের নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি পাঠ করুন।

We believe that at special times, and under special circumstances, when the world does need a revival or upheaving, and men do require the the guidance of God, a special manifestation of His will takes place, and events happen which have a necessary connection with each other and may be interpreted as the working of Divine providence. We believe that India is passing through a time and is placed under circumstances when God's almighty will has begun to manifest itself, and we belive that the Brahmo Somaj is the dispensation that is to lead her to life, light and salvation.

অনুবাদ—"আমরা বিশ্বাস করি যে বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে জগতে যখন ধর্ম্ম আন্দোলনের আবশ্যকতা উপস্থিত হয়, এবং লোকদিগের ঈশ্বরের নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহার ইচ্ছার বিশেষ প্রকাশ লক্ষিত হয় এবং এরূপ সকল ঘটনা ঘটিতে থাকে যে তাহাদের একটীর সহিত অপরটীর সম্বন্ধ আছে এবং সে গুলিকে ঈশ্বরের লীলা রূপে বর্ণন করা যাইতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের এরূপ সময় ও অবস্থা হইয়াছে যখন জগদীশ্বরের সর্ব্বশক্তিমতীইচ্ছা এদেশে প্রকাশিত হইতেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ব্রাহ্মসমাজ সেই কৃপার বিধান যাহা এদেশকে, জীবন, জ্যোতি এবং মুক্তি প্রদান করিবে।"

পূর্ব্বোক্ত কথা গুলি বোধ হয় অধিকাংশ ব্রাহ্মই স্বীকার করিবেন; বিশ্বাসের পক্ষ যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহারা ইহার মস্তকে ঈশ্বরের কৃপা হস্ত দেখিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধুগণের মতের প্রকৃত অভিপ্রায় পরে প্রকাশিত হইতেছে।

The Minister is, as we believe him to be, a part, a great part, a central part of the dispensation. It is he who has given the life and tone to the entire movement, and as he is completely identified with it, his preachings and precepts we accept as the embodimant of the dispensation itself. Thus, then, we cannot do away with this man, who is the leader, the mouthpiece, the heaven-appointed missionary of what we call the Brahmo somaj.

Sunday Mirror 16th November 1878.

অনুবাদ—"আমরা বিশ্বাস করি আমাদের আচার্য্য মহাশয় উক্ত বিধানের একটী অংশ, প্রধান অংশ এমন কি মধ্যবিন্দু স্বরূপ। তিনিই ইহাকে জীবন ও বল প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার জীবন ইহার সহিত একীভূত, তাহার উপদেশ ও মত সকলকেই আমরা সেই বিধান বলিয়া গ্রহণ করি। অতএব আমরা এই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারি না, কারণ ইনি নেতা ইনি মুখ পাত্র স্বরূপ এবং ইনিই ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট প্রচারক।"

নববিধানের তাৎপর্য্য যাঁহারা গ্রহণ করিতে চান তাঁহারা এই কয় পংক্তি তিনবার পাঠ করিয়া ইহার অর্থ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করুন। টাউনহল গৃহে নববিধানের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে ইহাতে সকল বিধানের সার সংগ্রহ। একথা কি ব্রাহ্মসমাজে নূতন, আর যদি ইহাই নববিধানের ভাব হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি এ ভাব গ্রহণ করিবেন তিনিই বন্ধুদের মতে বিধানাঙ্গ। কিন্তু মনে কর এক ব্যক্তি প্রাণ মনের সহিত এই মতকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত মনে করেন, এবং হয়ত সম্পূর্ণ বিপথগামী ভাবেন, তিনিও কি বন্ধুদের মতে বিধানবাদী হইবেন? বন্ধুরা তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদককে কি বিধানের লোক মনে করেন। কখনই না? কেন? মিরারের দ্বিতীয় উক্তিই তাহার উত্তর। যাঁহারা বিধানের আশ্চর্য্য মহাশয়কে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট ও মধ্য বিন্দু স্বরূপ নেতা মনে করিবেন না তাঁহারা বিধানের লোক হইতে পারেন না। ব্রাহ্মসমাজ যে ঈশ্বরের কৃপার বিধান এবং ইহার অপরাপর সভ্যের ন্যায় কেশব বাবু ও যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহূত তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, কিন্তু আমি মিরারের একমাত্র তাহারই উক্তি উপদেশ ও কার্য্য পরম্পরাকে বিধান বা প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ মনে করি না।

ইহা হইতে আরও কতকগুলি মত নির্গত করিয়া প্রকাশ্য ভাবে না হউক অপ্রকাশ্যভাবে ভাবে প্রচার হইয়া থাকে। তাহার একটী উল্লেখ করিতেছি, ঈশ্বরের বিধি লইয়া যিনি অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহার অনুগত হওয়াই ঈশ্বরের বিধির অনুগত হওয়া; তাঁহার উপদেশের অনুগত না হইলে ঈশ্বরের বিধির অনুগত হওয়া হয় না। সুতরাং তাঁহার উপদেশের বিরোধী ব্যক্তিগণ ঈশ্বর বিরোধী। নববিধানিদিগের মধ্যে সত্য প্রিয় লোক যদি কেহ থাকেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নববিধানের অগ্রগণ্য প্রচারকগণ এই ভাবে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে ঈশ্বর বিরোধী বলিয়া সর্ব্বদা কটূক্তি করেন কি না? অন্যে পরে কা কথা। কেশব বাবু স্বয়ং তাঁহার উপদেশ বিরোধী ব্যক্তিদিগকে কাফের বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন কি না? যাঁহারা এখন নববিধানের নেতার মুখে অনান্য ধর্ম্ম বিধানের সমাধার কথা শুনিয়া উদারতা দেখিতেছেন, তাঁহারা এক এক খানি প্রস্তরে লিখিয়া রাখিবেন যে নববিধান সম্প্রদায় যদি স্থায়ী হয়, তবে মুসলমান ধর্ম্মের বীজ মন্ত্রের সহিত মহম্মদের নাম যেমন মিশ্রিত হইয়া আছে, সেইরূপ শ্রীযুক্ত বাবু

কেশবচন্দ্র সেনের নাম নববিধানের বীজ মন্ত্রের সহিত থাকিবে এবং তাঁহার মত বিরোধীগণ পতিত ও বিধর্ম্মী বলিয়া ঘোষিত হইবে। এই কি উদারতা! দশটী সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম সরাইয়া তৎস্থানে আর একটী সংকীর্ণ ধর্ম্ম দণ্ডায়মান করার ফল কি? আমার মনে এই আশঙ্কা বদ্ধমূল হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি যে আমি কোন প্রকারে এই নব বিধান মতের সহায়তা করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের শত্রুতাচরণ করা হইবে।

অপরাপর কয়েকটী বিষয়ে আমি তাঁহাদিগকে পশ্চাদ্বর্ত্তী দেখিতে পাইয়াছি, আমার দৃঢ় সংস্কার রমণীগণ যত শীঘ্র সমাজ মধ্যে তাঁহাদের প্রাপ্য অধিকার লাভ করেন ততই মঙ্গল। নারীগণ স্বাধীনভাবে সমাজ মধ্যে বিচরণ করিবেন এবং সকল প্রকার সদনুষ্ঠানে পুরুষগণের সহায় হইবেন ইহা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত। আমি দেখিতেছি তাঁহারা দিন দিন এ বিষয়ে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেছেন। তাঁহারাও সাধারণ লোকের ন্যায় স্ত্রীজাতির অধিকার লাভের শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেছেন। এমন কি তাঁহারা তাঁহাদের পত্রাদিতে স্ত্রীস্বাধীনতা পক্ষপাতীদিগকে অভদ্র কটূক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা পূর্ব্বে উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের সকল সন্তানের সাম্যের মত প্রচার করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভ্রান্ত গুরু এবং রাজনীতি সম্বন্ধে (Divine right of Kings) রাজাদিগের ঈশ্বর দত্ত অধিকারের মত প্রচার করিয়া থাকেন।

সমাজ গঠন প্রণালী সম্বন্ধে ও তাঁহাদের কার্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছে। আদি সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত যখন তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা প্রতিনিধি সভা স্থাপন, নিয়ম তন্ত্র প্রণালীর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। Struggle after Religios Independence নামক বক্তৃতাতে ধর্ম্মসমাজে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও কার্য্য করিবার অধিকার, এই মত প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে সে মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক ব্যক্তিকে সমুদায় সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা করিয়া এক তন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিতেছেন। ইহাতে যে কতদূর অনিষ্ট ঘটনা হয় তাহা এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব মধ্যে বর্ণন অসাধ্য।

বিশেষতঃ তাঁহারা যে ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত জনক মনে করি। পৌত্তলিকতা যে সকল বাহ্য অবলম্বন লইয়া আছে সে দিকে যদি আমাদের অধিক গতি হয়, পৌত্তলিকগণ বুঝিবেন আমরা এতদিনের পর বুঝিলাম, যে কেবল মাত্র নিরাকার ঈশ্বরকে লইয়া ভক্তি চরিতার্থ হয় না, কোন না কোন প্রকার আকারের অবলম্বন আবশ্যক। আমাদের ব্যবহারে সাকারবাদীদিগের যদি এই সংস্কারের উদয় হয় তাহা হইলে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা প্রচার করা দুষ্কর হইবে। আমরা আমাদের দৃষ্টান্তে এই দেখাইব, যে শুদ্ধ নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ পরমেশ্বরের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিকভাবে এরূপ ভক্তি করা যায়, যাহা কোন অংশেই সাকারবাদীদিগের ভক্তি অপেক্ষা ন্যূন নয়। ঈশ্বর অপরাধ মার্জ্জনা করুন, সাকারবাদীদিগের ভক্তিকে আদর্শ করাতে অপরাধী হইলাম। আমাদিগের দেখান চাই যে নিরাকার, ও পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরকে পাইলেই প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়, এবং সেই ভক্তিই সাকারবাদীদিগের আদর্শ স্বরূপ হইবে। ব্রাহ্মদিগের ভক্তি দেখিয়া পৌত্তলিকেরা বুঝিবে জীবন্ত ঈশ্বর ব্যতীত প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় না। কিন্তু আমরা যদি আমাদের অনুষ্ঠানে দেখাই যে আমরা পৌত্তলিকতার আংশিক গন্ধ ব্যতীত নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করিয়া উঠিতে পারিতেছি না তাহা হইলে পৌত্তলিকগণ কি আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া হাস্য করিবেন না? এই জন্য নববিধানীদিগের প্রচার প্রণালীর উপরেও আমার বিশেষ আপত্তি আছে। মনের মত কথা বলিলে লোকানুরঞ্জন হইতে পারে, কিন্তু লোকানুরঞ্জন করা আমাদের লক্ষ্য নয়, পবিত্র স্বরূপ ঈশ্বরকে ভারতবর্ষের লোকের নিকট উপস্থিত করা আমাদের উদ্দেশ্য।

এই সকল কারণে আমি নববিধানকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অপভ্রংশ মনে করি এবং ইহার অনিষ্ট ফল হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য মনে করি। ঈশ্বর এই কর্ত্তব্য প্রতিপালনের আদেশ করিয়াছিলেন, ইহা যে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপালন করিতে পারি নাই সে জন্য পরমেশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি। তিনি চিন্তাহীন ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করুন যে তাঁহারা আপনাদিগের আত্মার ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণের পথ দর্শনে সমর্থ হউন?

জীবনের আদর্শ।*

অদ্য এই মন্দিরে আমরা যতগুলি উপাসক সমবেত হইয়াছি, ইহার যাঁহাকে প্রশ্ন করিবে "তোমার জীবনের আদর্শ কি?" তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন "আমি ব্রাহ্ম অতএব ব্রহ্মই আমার জীবনের এক মাত্র আদর্শ।" সত্য, সত্য এক মাত্র ব্রহ্মই আমাদিগের জীবনের চরম আদর্শ। আমি যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্ট, যাঁহার জ্ঞান কৌশলে জীবিত, যাঁহার অনন্ত দয়াতে অনন্ত জীবনের অধিকারী, এবং যাঁহার পবিত্র আনন্দ স্বরূপে ক্ষণমাত্র অবগাহন করিলে আমার স্বর্গরাজ্য লাভ হয়, সেই শিব শুদ্ধ অদ্বৈত ও সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম ভিন্ন আমার আর কি আদর্শ হইতে পারে? আমি আর কাহার অনুসরণ করিব, আর কাহার উপরে নির্ভর করিয়া আমার চিত্ত চিরকালের জন্য অভয় প্রাপ্ত ও অক্ষয় সম্পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে? হায়! যাহারা প্রমাদ বশতঃ রক্ত মাংস ও অপূর্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট মনুষ্য বিশেষকে অথবা মনুষ্য রচিত গ্রন্থ বিশেষকে জীবনের আদর্শ বা নেতা বলিয়া প্রণিপাত করে, তাহারা কি হতভাগ্য তাহাদিগের অবস্থা কি শোচনীয়! ব্রাহ্ম কি আর তাহার স্রষ্টা সেই অনন্ত অপরাজিত ও অনির্ব্বাচ্য পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও অনুগমন করিতে পারেন?

---

* আমাদিগের ঢাকাবাসী আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে নিম্নলিখিত বক্তৃতাটী করিয়াছিলেন।

কিন্তু সামান্য মনুষ্যের পক্ষে সেই অনন্ত মহান পরমাত্মার অনুসরণ করিতে যাওয়া সহজ নহে। সহজ নহে বলিতেছি কেন? যদি ইহা স্বাভাবিক না হইত, যদি বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিবার মানসে সদ্যজাত মৃগ শিশুর প্রথম পদক্ষেপের মত, ইহা মনুষ্যের পক্ষে স্বভাব সিদ্ধ না হইত, তাহা হইলে এরূপ কথা মুখে আনিলেও গুরুতর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পাইত। কোথায় সেই দেবাদিদেব পরব্রহ্ম, আর কোথায় তুমি কীটস্য কীট মনুষ্য, তুমি কিরূপে তাঁহার পশ্চাৎগমন করিবে! কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্রবণ সকল যেমন প্রকৃতি বশতঃই মহা সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়। মানবাত্মা যখন কুশিক্ষা ও কুঅভ্যাসের বশ না থাকে, তখন সেইরূপ প্রকৃতি বশতঃই পরব্রহ্মের অনুগমন করে। মানব হৃদয়ে বিধাতার এই এক অবিনশ্বর অনুশাসন কার্য্য করিতেছে।

অনন্ত উন্নতিশীল মানবজীবন ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনন্ত আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই পথ একদিকে যেমন সহজ, আর একদিকে সেইরূপ দুরূহ। মনুষ্য প্রকৃতি নিয়ত এই পথেরই অনুযাত্রী। কিন্তু মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও দুর্ব্বলতা ইহাকে দুরূহ করিয়া তোলে। এই পথের যাত্রীদিগের অর্থাৎ ধর্ম্মার্থী অথবা ব্রাহ্মদিগের জন্য অধ্যাত্ম রাজ্যে এবং জড় জগতে কতকগুলি উপদেশও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল চিন্তাশীল সাধক এই পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল অধ্যাত্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এই সকল দৃষ্টান্তও তাঁহারাই গ্রহণ করিতে পারেন। অদ্য আপনাদিগকে ঐরূপ কয়েকটী কথাই বলি।

এই পৃথিবী অসংখ্য জীব জন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ। সেই সকল জীবের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রকৃতি ও কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে বড়ই বিচিত্রতা দেখিতে পাই। এই বিচিত্রতা একদিকে যেমন নিরতিশয় আনন্দ জনক, অপর দিকে তেমনই অমূল্য উপদেশ প্রদান করে। অধ্যাত্মভাবে চক্ষু অনুরঞ্জিত হইলে দেখিতে পাই, যেন মানবাত্মার, শিক্ষার জন্যই বিধাতা উহাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছেন।

আমরা যদি কীট ও পতঙ্গ এই উভয় জাতীয় প্রাণীর জীবনের কার্য্য প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করি, তবে স্থূল দৃষ্টিতে আমাদিগের বোধ হয়, যেন কীটেরা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা, গণনা পরতন্ত্র ও সংসারাসক্ত। উহারা ভূতলে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া অবস্থিত করে, তাহাতেই মল মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাতেই সন্তানাদি উৎপাদন করে, এবং অহোরাত্র আহারীয় সংগ্রহ করিয়া তাহা পূর্ণ করে এবং প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত রহে। উহাদিগের যেন স্ফূর্ত্তি নাই. আহারের সংগ্রহ ভিন্ন কার্য্য নাই। বাস্তবিক উহাদিগের এরূপ অবস্থা নহে। আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের সৃষ্টির মধ্যে জীব নিরানন্দে জীবন যাপন করিতেছে ইহা কি সম্ভব? ব্রহ্মের সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কি বৃহৎ প্রাণী মাত্রেরই হর্ষ বিষাদের পরিমাণ আছে। তবে আমি যাহা বলিতেছি তাহা কল্পনা মাত্র। স্থূল দৃষ্টিতে আমরা উহাদিগের এইরূপ অবস্থাই দেখিতে পাই।

আবার পতঙ্গ জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে উহারা যেন ঘোর বিলাসী অস্থির প্রতিজ্ঞ ও সর্ব্বদাই আমোদে উন্মত্ত। উহারা কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই জানে না, উহাদিগের কোন স্থিরতর আশা নাই, প্রভাতে কি মধ্যাহ্নে সকল সময়েই, গ্রীষ্ম কি বর্ষা সকল ঋতুতেই উহারা যথেচ্ছ উড়িয়া বেড়াইতেছে। কোন প্রকার গণনা নাই, জীবনের কোন দায়ীত্ব নাই। প্রাতঃসূর্য্যের মৃদু কিরণে যখন অন্তরীক্ষ রমণীয় বেশ ধারণ করে, তখন উহারা হর্ষিত হয়, আবার অস্থির প্রতিজ্ঞের মত একবার এখানে একবার ওখানে কখনও বা সুখাভিলাষী বিলাসীর মত এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণ করে। এই দেখিতে দেখিতে পতঙ্গ তোমার সম্মুখস্থ নির্ম্মল আকাশে ক্রীড়া করিতেছে, আর পর মুহূর্ত্তেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও পতঙ্গ কিছু লক্ষ্য করিয়া যায় নাই, সম্মুখে সুখদ যাহা পাইবে তাহাই আশ্রয় করিবে।

সংসারেও আবার দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। উহার কতকগুলি কীট প্রকৃতি, আর কতকগুলি পতঙ্গ বৃত্তি। কতকগুলি লোক কীটদিগের গর্ত্ত খননের মত বিবাহাদি করিয়া, সন্তানে সন্ততিতে পরিবৃত্ত হইয়া একটী সংসার রচনা করে, তন্মধ্যেই অবস্থিতি করে, তদ্ভিন্ন কিছু জানে না, এবং সর্ব্বদা তচ্চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে। সমাজ অধঃপাতে যাউক তাহাতে তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহার পুত্র কন্যা ভাল থাকিলেই হইল; প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশ হউক ক্ষতি নাই, তাহার ধনোপার্জ্জনে ত্রুটী না হইলেই হইল। কেন না সে কীট প্রকৃতি, কীটের মত সংকীর্ণমনা, কীটের মত গণনা পরতন্ত্র। অর্থই তাহার অভীষ্ট দেবতা, এবং "আমি আমার" ইহাই তাহার ইষ্ট মন্ত্র। হায়, আমাদিগের প্রতিবেশীদিগের মধ্যে কত হতভাগ্য এইরূপে দুঃখে জীবন যাপন করিতেছে, কূপবাসী ভেক যেমন বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিবার ও অনন্ত আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার কি আনন্দ তাহা স্বপ্নেও জানে না, উহাদিগেরও অবস্থা সেইরূপ।

কতকগুলি লোক আবার ঠিক পতঙ্গ বৃত্তি বিশিষ্ট। পতঙ্গের মত অস্থির, মনের দৃঢ়তা নাই, চরিত্রে বল নাই, আপনার হৃদয়কে আপনি শাসন করিতে জানে না। যাহা অভিরুচি তাহাই করে, যাহাতে তৃপ্তি জন্মিবে তাহারই অন্বেষণ করে, জীবনের দায়ীত্ব নাই, কর্ত্তব্য জ্ঞান অন্তর হইতে বিদায় দিয়া, কেবল কোথায় সুখ কোথায় সুখ বলিয়া ইহারা উহার পশ্চাদ্গমন করে। উহারা গুরুজনকে অপরিচিতবৎ অশ্রদ্ধা করে, পশুদিগের ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানদিগকে অবহেলা করে, দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে না, সামাজিক দায়ীত্বের, মর্য্যাদা কি তাহা অনুভব করিতে পারে না, দিবারাত্রি যৌবনে বার্দ্ধক্যে কেবল ইন্দ্রিয় সেবায় আত্ম সমর্পণ করিয়া, আপনাদিগকে অপদার্থ করিয়া তোলে। যাহা কিছু সুন্দর-তাহাই অভিলাষ করে, ধর্ম্মাধর্ম্ম রুচি কুরুচির বিচার করে না, যাহা কিছু সুশ্রাব্য তাহার দিকেই ধাবিত হয়, শ্লীলতা অশ্লীলতা ও

পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিতে অবসর পায় না। যাহা কিছু সুখদ বলিয়া কল্পনা করে, তাহাকেই আত্ম সমর্পণ করে, এবং এইরূপ কল্পতরু ভ্রমে বিষ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া বিপদগ্রস্ত হয়। হায় এই মুহূর্ত্তেই কত কত হতভাগ্য এই নগরে নানা প্রকারে বিড়ম্বিত হইতেছে। আমি এই শ্রেণীর লোকদিগকে পতঙ্গবৃত্তি বলি।

কীট প্রকৃতি এবং পতঙ্গবৃত্তি এই উভয়বিধ লোকেই ব্রাহ্মের নিকট নিন্দনীয়। ভাবুক ব্রাহ্ম বিহঙ্গ জীবনে অনেক সৌন্দর্য্য দেখিতে পান এই বিহঙ্গদিগকে অনুকরণ করিয়া তিনি অনেক সময়ে উন্নত ও সুখী হইতে পারেন। বিহঙ্গ জাতীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, উহারা যেমন কার্য্যশীল তেমনই নির্লিপ্ত। রজনী প্রভাত হইবামাত্র বিহঙ্গ জাগ্রত হইয়া কুলায় পরিত্যাগ করে। একবার শাখায় বসিয়া মুদ্রিত নেত্রে স্রষ্টিকর্ত্তার গুণগান করে, তৎপরে আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। উদর পূর্ণ হইলে, আবার নিবিড় পল্লব তলে বসিয়া বিশ্রাম অথবা সঙ্গীত করে। আর যখন পৃথিবীর দ্রব্য সামগ্রীতে বৃক্ষ লতা ফল ফুলে তাহার তৃপ্তি না হয়, তখন ক্ষুদ্র বিহঙ্গ অনন্ত আকাশের বক্ষে সন্তরণ করিতে থাকে, এবং অপার স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া, অদৃশ্য স্থান হইতে আনন্দধ্বনি করতঃ মানুষের কর্ণে মধুবর্ষণ করে, মানুষের হৃদয়ে আশা ও শান্তির উদ্রেক করে। যদি বিহঙ্গভাষা বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রাণের নিভৃত গৃহ হইতে গগন বিহারী বিহঙ্গ কি বলে বলিতে পারিতাম, কিন্তু ঐরূপ বিহঙ্গ রবে অনেক সময়ে অন্তরে অনন্ত পূর্ব্বস্মৃতি অনন্ত আশার উদ্রেক হইয়া চিত্তে ঘোর বিহ্বলতা জন্মিয়াছে। বিহঙ্গ তাহার ভবিষ্যতের আহার সংগ্রহ করে না বলিয়া কেহ মনে করিও না উহার কর্ত্তব্য জ্ঞান ও পরিণাম দৃষ্টি নাই। যখন ডিম্ব প্রসবের সময় নিকটবর্ত্তী হয়, তখন কে না দেখিয়াছে পাখী কত যত্নে তৃণাদি আহরণ করিয়া, কুলায় নির্ম্মাণ করে, কত যত্নে অনাহারে থাকিয়াও ডিম্বে তাপ দান করে, এবং সন্তান প্রসূত হইলেই বা কত যত্নে তাহার আহারাদি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে লালন পালন করে। বিহঙ্গ কার্য্যশীল, কিন্তু কেবল "আমি আমার" লইয়া ব্যগ্র নয়। কেবল আপনার উদর পূর্ত্তি হইলে অথবা সন্তানের লালন পালন হইলেই বিহঙ্গের কার্য্যের সমাপ্তি হয় না। পক্ষী জাতির সমাজ-বন্ধন অতি চমৎকার। পক্ষীরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং একে অন্যের সহায়তা করে। যখন কোন দুর্বিনীত বালক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কুলায় হইতে শাবক অপহরণ করিতে যায়, তখন আত্মপর বিস্মৃত হইয়া কাননবাসী সমস্ত বিহঙ্গ তাঁহাকে আক্রমণ করে। যখন কোন বিহঙ্গ বিপদগ্রস্ত বা হত হয়, তখনই তজ্জাতীয়েরা প্রতিবিধানে সচেষ্ট হয় অথবা আর্ত্তস্বরে কোলাহল করিয়া শোক প্রকাশ করে। এই সকল দেখিয়া অনেক সময় আমার চক্ষু জলাভিষিক্ত হইয়াছে এবং অনেক সময় আমি স্বার্থপর মনুষ্য সমাজকে ধিক্কার করিয়াছি।

হে ব্রাহ্ম, কীটের মত সাংসারিক হইও না, পতঙ্গের মত বিলাসী হইও না, বিহঙ্গের ন্যায় কার্য্যশীল কর্ত্তব্য পরায়ণ অথচ নির্লিপ্ত ও সুখী হও। হায়, আমরা যদি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া পরব্রহ্মের স্মরণ মনন ও গুণগান করিয়া সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতাম, আমারা যদি পিতা মাতা ও পুত্র কলত্রাদির সমুচিত শুশ্রূষা করিতে পারিতাম, এবং আমরা যদি কেবল তাহাতেই তৃপ্ত না থাকিয়া সমাজের সুখ দুঃখও অনুভব করিতে পারিতাম, আমারা যদি সমুচিত পরিশ্রম করিয়া বিশ্রাম সুখ লাভ করিতে পারিতাম, আর যখন বিষয় কার্য্য ভাল না লাগিত, পার্থিব কিছুতেই তৃপ্ত না হইত, আমরা যদি তখন অনন্ত আধ্যাত্ম রাজ্যে উড়িয়া যাইয়া অদৃশ্য হইতে পারিতাম এবং নব নব ভাবে বিমোহিত হইয়া স্ফূর্ত্তি ও নব জীবন লাভ করতঃ আনন্দধ্বনি করিতে পারিতাম এবং তাহার প্রতিধ্বনিতে জগত পবিত্র করিতে পারিতাম। হায়, আমরা কি ইহা পারিব। হে আত্মন, নিরাশ হইও না; যখন ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয় লইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই পারিবে। হে ব্রাহ্ম আশস্ত হও, আজি যদি না হইয়া থাকে একদিন তোমার জীবন ধন্য হইবে। ক্রমশঃ।

৩রা ফাল্গুন রবিবারের সঙ্গত সভার কার্য্যবিবরণ।

কি উপায়ে সকলে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনাদি দ্বারা শান্তি ও সুখে কালাতিপাত করা যাইতে পারে? কি উপায়েই বা আমাদের এই নিরুৎসাহ পূর্ণ মৃত ভাবাপন্ন জীবনে সজীবতা, ধর্ম্মোৎসাহ, ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে? প্রথমে এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু কাল আলোচনা হইল। আলোচনা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, এক দিকে যেমন নির্জ্জন উপাসনা ও সদনুষ্ঠানাদি দ্বারা জীবনে ধর্ম্মভাব অর্জ্জন করিতে হইবে, অপর দিকে সেইরূপ সকলে মিলিত হইয়া উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা ও সেই আলোচনার ফল জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা বিধেয়, এবং ইহাতেই আমরা প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে হৃদয়ে বদ্ধ হইয়া সৎপ্রসঙ্গে শান্তি ও সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব। আর ইহাতেই আমাদের এই শুষ্ক হৃদয়ে, সজীবতা, উৎসাহ, প্রেম, ভক্তি ও সদ্ভাবের প্রবল প্লাবন উপস্থিত হইয়া জীবন স্রোতকে অন্য দিকে ফিরাইতে সমর্থ হইবে। সকলে কাতর হৃদয়ে সম্মিলিত স্বরে প্রার্থনা কর, প্রার্থনার রব স্বর্গে উত্থিত হউক। এত গুলি দীন দুঃখী সন্তানের রোদনে সেই দয়াময় অবশ্যই প্রেম ও শান্তি সুধা বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে আশার ফল প্রদান করিবেন। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় এতদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

তৎপরে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ হইলে, উক্ত বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইল। প্রায় বিংশতি সংখ্যক সভ্য এই আলোচনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। প্রত্যেককেই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করা হইল। তদনুসারে নব

জন সভ্য নিজ নিজ মত প্রকাশ করিলেন। অবশিষ্টেরা উহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া আর বলিতে ইচ্ছা করিলেন না। প্রকাশিত অভিপ্রায় সমূহের সার মর্ম্ম নিম্নে ক্রমান্বয়ে লিখিত হইল।

প্রথম—আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকারিণী ইচ্ছা অতিশয় মলিনও অপবিত্র। এই দুইটী যত দিন না পবিত্র ও নির্ম্মল হইবে, ততদিন আমাদের আত্মশুদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? নির্ম্মল উৎস হইতে কখনও মলিন জলধারা নির্গত হয় না। পঙ্কিল ও অপরিষ্কৃত ঝরনার জলই, পূতিগন্ধময় অতএব আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকারিণী ইচ্ছার এই হীনভাব দেখিয়া আত্মার অশুদ্ধ ভাব স্পষ্টই অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি। আবার এই দুয়ের পরিশুদ্ধতার সহিত আত্মার পরিশুদ্ধতা নির্ভর করে। সুতরাং এতদুভয়ের পবিত্রতা সাধন প্রয়োজনীয়। সদালোচনা, সৎগ্রন্থ পাঠ, প্রার্থনা ও উপাসনা দ্বারা ধীরে ধীরে চিন্তার স্রোত পরিশুদ্ধ ভাবের দিকে ফিরিতে থাকে। অপর দিকে যত্নপূর্ব্বক ঐ সকলের বিপরীত বিষয়গুলি পরিবর্জ্জন দ্বারা কুচিন্তা হইতে মন ক্রমেই নিবৃত্তি লাভ করে। চিন্তা স্রোতঃ পবিত্র করার ইহাই সুপন্থা। চিন্তার সহিত কার্য্যকারিণী ইচ্ছার ও পরিবর্ত্তন হয় সুতরাং ঐ সকল তৎপক্ষেও অনুকূল। ইহা ছাড়া দৈনিক জীবনে কিছু কিছু কাজ এমন ভাবে করা উচিত যাহার ফল পরমেশ্বরের হাতে, যাহার সম্পাদন তাঁহারই শুভ ইচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন, কার্য্যকারক কেবল তাঁহার চালিত যন্ত্র স্বরূপ। তাহা হইলেই স্বার্থ, অকিঞ্চিৎকর সুখাভিলাষ আমাদের কার্য্যকারী ইচ্ছাকে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতে থাকে। এবং যথা সময়ে অভ্যাসের বৃদ্ধির সহিত ঐ পবিত্র কার্য্যই ভাল বোধ হইতে থাকে ও এইরূপে সমস্ত কার্য্য কারিণী ইচ্ছা পবিত্র হইয়া যায়। যখন চিন্তাও ইচ্ছা সর্ব্বদা দিগ্ দর্শন শলাকার ন্যায় স্বর্গীয় প্রভুর ইচ্ছারদিকে অবস্থিতি করে, তখনই আত্মা পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়।

দ্বিতীয় বহির্জ্জগতের শুদ্ধির সহিত অন্তর্জ্জগতের পরিশুদ্ধির অতি নিকট সম্বন্ধ। কারণ চিন্তা সচরাচর বাহ্য বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকে। চিন্তার বিষয় যত পবিত্র হয় চিন্তাও ততই পবিত্রতা লাভ করে। অতএব বহির্জ্জগতকে পরিশুদ্ধ বলিয়া বোধ থাকিলে চিন্তায় ও চিন্তার আশায় মনের পবিত্রতা বৃদ্ধি অবশ্য সম্ভাব্য। এজন্য বহির্বিষয়ের সংস্কার শুদ্ধ করণ জন্য উপায়াবলম্বন প্রয়োজনীয়। কেহ কেহ বিষয় জালের হাত হইতে মুক্ত থাকিতে নানা সঙ্কেত ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা—(১) কার্য্য স্থানের কাগজাদির মধ্যে ধর্ম্ম পুস্তক স্থাপন করা। তাহাতে কার্য্য করিতে করিতে যখনই উহার দিকে দৃষ্টিপাত হয়, সেই দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর ও ধর্ম্মকে স্মরণ হয়। ইহাতে ঘোর বিষয় জালে পতন হইতে উদ্ধারের পক্ষে সাহায্য হয়। কেহ কেহ দেওয়ালে একটী চক্ষু আঁকিয়া রাখেন। তাহাতে সর্ব্বদাই মনে থাকে যে আর কেহ এখন এখানে না থাকিলেও একটী চক্ষু আমার দিকে তাকাইয়া আছে।

তৃতীয়—সাধু সংসর্গ কর, একত্র উপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা কর—কিন্তু সতর্ক হও, যেন আড়ম্বরে সকল ব্যর্থ করিয়া না ফেলে।

আত্মচিন্তাই আত্ম দর্শনের একমাত্র চক্ষু। অতএব এই চক্ষুর উন্মেষ জন্য নির্জ্জনের আশ্রয় গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। দিনান্তে নির্জ্জনে বসিয়া একবার দৈনিক কার্য্য গুলি চিন্তা কর, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে আজ কয়পদ অগ্রসর হইলাম, তাহা ভাব এবং আগামী কল্য পবিত্র জীবন যাপন জন্য প্রার্থনা করা বিধেয়। ইহাতে আত্ম দর্শন ও আত্ম শুদ্ধির পথ ক্রমেই পরিষ্কৃত হইতে থাকে।

যদি কিছুতে যোগ দাও, শিক্ষা লাভ ভিন্ন যেন অন্য কোন মনের অভিসন্ধি না থাকে। কারণ কেহই শিখিতে ছাড়া শিখাইতে আগমন করে নাই। শিক্ষা প্রাপ্তি মানবের অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্য। যদি কেহ শিক্ষা দাতা থাকেন, তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই নন্। শিক্ষার উপকরণ এই জড় অজড় সমস্ত সৃষ্ট ব্যাপার।

আলস্যই পাপের আকর। সদা কার্য্যতৎপর ব্যক্তির আত্মার উন্নতির গতি অধিক দ্রুত না হইলেও পাপের পথে গতি বন্ধ হয়। পাপ চিন্তাকে কার্য্য চিন্তা সর্ব্বদাই পরাভূত ও পরাহত করে।

৪ র্থ—অগ্রে আত্ম জ্ঞান তৎপরে আত্মা সম্বন্ধীয় অন্য কথা। যে আপনাকে চিনে না, সে আপনার শুদ্ধতা বা অশুদ্ধতার বিষয় কিরূপে ধারণা করিবে? আত্ম চিন্তাই এই আত্ম জ্ঞানের দ্বার। কিন্তু চিন্তা যতদিন চঞ্চল থাকিবে ততদিন কি আত্মচিন্তা কি ঈশ্বর চিন্তা কিছুই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। চিন্তার চাঞ্চল্য বা চিন্তাশীলতার অভাব দূরীকরণার্থ সচ্চিন্তাশীল সাধু সংসর্গ একটী সুন্দর উপায়। চুম্বকের সহিত সামান্য লোহার সংযোগ হইলে যেমন তাহাও চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ সাধু আত্মার সহিত সংযোগে অসাধু আত্মা ও সাধুত্ব লাভ করে। এইজন্য পূর্ণ পবিত্র ঈশ্বর সহবাসে মানুষ সহসা স্বর্গের ভাব ধারণ করে। আর এইজন্যই একমাত্র সরল পবিত্র উপাসনা আত্মোন্নতির পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এইরূপে আত্ম জ্ঞান লাভ হইলে আত্ম শুদ্ধির দিকে দৃষ্টি আপনিই আকৃষ্ট হইবে। রোগী আপনার রোগ আছে বুঝিতে পারিলেই ঔষধ সেবন জন্য ব্যস্ত হয়।

পঞ্চম—অগ্রে আত্মার মূলে প্রবেশ প্রয়োজনীয়। আমাদের আত্মার মূল অতি অপবিত্র। বাহিরে দেখিয়া মানুষ আমাদিগকে সুস্থ ও সবল বলিয়া প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু ভিতরে যদি বাস্তবিক ভয়ানক রোগ থাকে, তবে ঐ প্রশংসার মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর। পাপই আমাদের ভিতরের গূঢ় ও ভয়ানক রোগ। পাপ দ্বিবিধ—(১) অভ্যস্ত পাপ (২) নৈমিত্তিক পাপ। কতকগুলি পাপ বাল্যকাল হইতে আমাদের আত্মার ভূমিতে মূলবদ্ধ করিয়াছে। ইহা উঠান এখন সুকঠিন ব্যাপার। দুইটী ধাতুপিণ্ড জোড়া লাগিলে তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে প্রখর অগ্নির উত্তাপ চাই,

আত্মা হইতে এই পাপের যোগ অন্তর্হিত করিতে হইলে, কঠোর অনুতাপ চাই। অনুতাপের পর ঈশ্বরকে ধরিয়া পড়িতে হইবে, তাঁহার নিকট হত্যা দিতে হইবে। তখন তাঁহার কৃপায় বৃষ্টি বর্ষিত হইবে।

আর কতকগুলি পাপ আকস্মিক ঘটনা হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারই নাম পরীক্ষা। পরীক্ষাকে সর্ব্বদা ভয় করা বিধেয়, গর্ব্ব করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মূঢ়তা। মানব জীবনের অবস্থা দ্বিবিধ। একটী সাধনের, অপরটী সিদ্ধ। সাধনের অবস্থায় সিদ্ধাবস্থার ফল ভোগ করিতে ব্যস্ত হইলেই মহৎ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এই জন্য অনুকূল অবস্থাকে কখনও অতিক্রম করিবে না। ঝটিকাতে যেমন বাহিরের বায়ু পরিষ্কৃত হয়, প্রার্থনাও নিভৃতের ঝটিকাতে তেমন আত্মার বায়ু পরিশুদ্ধ হয়। এই জন্য আত্মশুদ্ধির নিমিত্তভার প্রার্থনা, ব্রহ্মোপাসনা, আত্মোৎসর্গ চাই। নচেৎ এই পাপ মনের অপবিত্রতা কি সহজে দূর হইবে।

৬ষ্ঠ।—বিশ্বাসই ধর্ম্মের আরম্ভ, বিশ্বাসই ধর্ম্মের শেষ।

পাপে বিশ্বাস চাই। আমাদের পাপে বিশ্বাস নাই। পাপে বিশ্বাস থাকিলে কি এত পাপ ভাবে ভারাক্রান্ত হইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম? সামান্য রোগ আছে শুনিলে কম্পিত হই, আর এত পাপ তথাপি নির্ভয়। এ দুর্গতি কেবল পাপে অবিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একাদিকে পাপে বিশ্বাস অপরাদকে পূর্ণ পবিত্র পরমেশ্বরের বিদ্যমানতায় বিশ্বাস, এই উভয় প্রকার বিশ্বাস দ্বারা আত্মশুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়।

৭ সপ্তম—আত্ম বিস্মৃতি হেতু অনেক সময়েই পাপে লিপ্ত হই এইরূপ লক্ষ্যের অনশ্চয়তায় পাপ পথে গমনের সহায়তা করে। এইজন্য আপনারও জীবনের লক্ষ্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আত্মচিন্তা দ্বারা পাপে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

৮ অষ্টম—পরকালে জলন্ত বিশ্বাস থাকিলে মানুষ পাপে লিপ্ত হইতে সঙ্কুচিত না হইয়া পারে না। রোগ যন্ত্রণার ভয় যাহার মনে আছে, যাহার জীবনের আশা আছে, সে রোগে কুপথ্য করে না। যে এ জীবনের পরেও বাঁচিতে আশা করে এবং শান্তিও সুখ চায়, সে কি কখনও পাপ করিতে পারে? পরমেশ্বর ও পরকালে গভীর বিশ্বাসীর আত্মা আপনা হইতেই পরিশুদ্ধির অনুসরণ করে।

৯ নবম—আহার করিলেই হয় না, পরিপাক চাই। আলোচনা করিলেই হয় না, আলোচনার ফল জীবনে পরিণত করা চাই। নচেৎ শুধু আলোচনায় কোনই লাভ নাই।

অতঃপর আগামী বারের আলোচ্য বিষয়ও "আত্মশুদ্ধি" নির্দ্ধারিত হয় এবং এতৎ সম্বন্ধে বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব সাধু পুরুষদিগের মত সংগ্রহের ভার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পণ করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধিবেশন।

উপস্থিত—বাবু শিবচন্দ্র দেব—সভাপতি।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, আনন্দমোহন বসু, মোহিনীমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ভুবনমোহন দাস, ভগবানচন্দ্র বসু, প্রসন্নকুমার রায়, সত্যপ্রিয় দেব, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দুর্গাকুমার চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, তারাকিশোর চৌধুরী, কালীশঙ্কর সুকুল, দুর্গামোহন দাস, সুন্দরীমোহন দাস, গুরুচরণ মহলানবিশ, রামকুমার বিদ্যারত্ন, প্রসন্নকুমার চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, কালীনারায়ণ রায়, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু, বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু।

সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তর সভার কার্য্যারম্ভ হইলে গত সভার কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল।

বাবু আনন্দমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন ও বাবু ভুবনমোহন দাস পোষকতা করিলেন, যে পঠিত কার্য্যবিবরণ গৃহীত হয়। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

তদনন্তর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কার্য্যবিবরণ পঠিত হইলে বাবু ভুবনমোহন দাস প্রস্তাব করিলেন ও বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পোষকতা করিলেন যে, পঠিত কার্য্যবিবরণ এবং অডিটেড হিসাব গৃহীত হয়।

বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি প্রকার তত্ত্বানুসন্ধানের পর প্রচার সভা মনোনীত প্রচারার্থী নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সভা প্রস্তুত না থাকার দরুণ প্রশ্নোত্তর প্রদত্ত হইল না।

দেবী বাবু আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গত ছয় মাসের হিসাব অডিটেড হইয়াছে কি না। সম্পাদক জানাইলেন যে হইয়াছিল।

তদনন্তর বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত প্রস্তাব করিলেন ও বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী পোষকতা করিলেন যে, সাধারণ সভার সহিত হিতসাধিনী সভার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যক নহে এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে অনুরোধ করা হয় যে, তাঁহারা উক্ত সভা উঠাইয়া দেন। কিন্তু অধিকাংশের মত না হওয়াতে প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল না।

দেবী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রচারার্থীদিগের মধ্যে কাহাকেও কিছু অর্থ সাহায্য করা হয় কি না? সম্পাদক—বলিলেন কনক বাবুকে মাসিক ১০ দেওয়া হয়।

তৎপরে দেবী বাবু প্রস্তাব করিতে উদ্যত হইলেন যে প্রচারার্থীদিগের বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিতে প্রচার কমিটীকে অনুরোধ করা হউক কিন্তু সহকারী সম্পাদক মহাশয় দেবী বাবুকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভাই এই বিষয় সম্বন্ধে প্রচার কমিটীকে অনুরোধ করিয়াছেন; এই কথা শুনিয়া দেবী বাবু প্রস্তাব তুলিয়া লইলেন।

তদনন্তর দেবী বাবু সভার জ্ঞাপনার্থ বলিলেন যে, প্রস্তাবিত ব্রাহ্মশিশু বোর্ডিং স্কুল ২০ জন হইতে কম সংখ্যক বালক বালিকা লইয়া আরম্ভ করিলে ভাল হয়। এতদ্বিষয়ে দেবী বাবুকে অনুরোধ করা হইল যে, তাঁহার অভিপ্রায় তিনি ব্রাহ্ম শিশুশিক্ষা সভাকে জ্ঞাপন করেন।

বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মন্দির নির্ম্মাণের জন্য যে টাকা ধার করা হইয়াছে, তাহার সুদ এ পর্য্যন্ত কত দেওয়া হইয়াছে?

ধনাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন—১৮০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল প্রশ্নের পর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার রিপোর্ট সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

তদনন্তর দেবী বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি গত সভাতে উপস্থিত করিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াও প্রতিজ্ঞাপালন করেন নাই তজ্জন্য সভা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

বাবু তারাকিশোর চৌধুরী এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন। কিঞ্চিৎ তর্ক বিতর্কের পর তারাকিশোর বাবু তাঁহার অনুমোদন প্রত্যাহার করাতে, পোষকাভাবে দেবী বাবুর প্রস্তাব সভার বিচারাধীন হইতে পারিল না। দেবী বাবু তদনন্তর তাঁহার বিজ্ঞাপিত সব প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন।

তদনন্তর বাবু আনন্দমোহন বসু প্রস্তাব করিলেন ও বাবু কালীশঙ্কর সুকুল পোষকতা করিলেন, যে সভার কার্য্য আগামী বৃহস্পতিবার ৫ ঘটিকার সময় পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে ধার্য্য হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ ত্রৈমাসিক অধ্যক্ষসভার স্থগিত অধিবেশন।

উপস্থিত সভ্যগণের নাম।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সভাপতি, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, গুরুচরণ মহলানবিশ, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দুর্কড়ি ঘোষ, ও কালীশঙ্কর সুকুল। সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় প্রার্থনান্তর সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর, সহকারী সম্পাদক সভাকে জানাইলেন যে, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী তত্ত্বকৌমুদীতে বিজ্ঞাপিত নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব সকল আগামী বাৎসরিক সভায় উক্ত সভার বিচারার্থ উপস্থিত করিবেন। অধিকাংশের মতে স্থির হইল তিনি উক্ত প্রস্তাব সকল বার্ষিক সভায় উত্থাপন করিতে পারিবেন।

তৎপর সম্পাদক সভাকে জ্ঞাপন করিলেন যে বাবু ফণীন্দ্রমোহন বসু একটী নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব আগামী বাৎসরিক সভায় উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন ও তজ্জন্য সভার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সভার অনুমতি না হওয়াতে ফণীন্দ্র বাবুর প্রস্তাব বার্ষিক সভায় উপস্থিত করা স্থির হইল না। তৎপর সহকারী সম্পাদক সভাকে জ্ঞাপন করিলেন যে, বাবু প্রসন্নকুমার চৌধুরী একটী প্রস্তাব সভার বিচারার্থে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করেন। সভ্য প্রসন্ন বাবুর প্রস্তাব বিচারার্থ প্রস্তুত না থাকায় প্রস্তাব উপস্থিত হইতে পারিল না। বাবু কালীশঙ্কর সুকুল প্রস্তাব করিলেন যে, সম্বাদপত্রে বিজ্ঞাপিত নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব ভিন্ন আরও কতিপয় নিয়ম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পর্য্যালোচনা করিবার জন্য সভার কার্য্য অদ্যকার জন্য স্থগিত রাখিয়া আগামী বুধবার ৫ ঘটিকার সময় সভার অধিবেশন হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য অভাবে এই স্থগিত সভায় কোন কার্য্য হইতে পারে নাই।

প্রেরিত পত্র।

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়!

আমি দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি যে, যে সকল বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এখন আবার তাহারই কতকগুলি বিষয়ে অল্পে অল্পে পশ্চাৎপদ হইতেছেন। আমি অদ্য অপর কোন বিষয়ের উল্লেখ করিব না, যে একটী বিষয়ে অপর অনেকের সহিত আমি দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্ম সাধারণের মত সংগঠন ও প্রচারণ পক্ষে বিশেষ রূপে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি এবং আমার বিবেচনায় যাহার উপর ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলামঙ্গল প্রধান রূপে নির্ভর করে, কেবল মাত্র তৎসম্বন্ধেই কয়েকটী কথা বলিব।

আপনার অবিদিত নাই, যে দশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীজাতির অধিকার ও স্বাধীনতা লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। যাঁহারা স্ত্রীজাতিকে অবরোধোন্মুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত অধিকার ও স্বাধীনতা দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প ছিল এবং ব্রাহ্মসমাজে তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অধিক ছিল না। যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রতিকূল পক্ষ ছিলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাদিগের কর্ণধার ছিলেন। এমতাবস্থায় আন্দোলনকারীদিগকে যে, নানা প্রকার নিগ্রহ, ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি ক্রমে ক্রমে ন্যায় পক্ষেরই জয় হইল। কিছুদিন পরে বাবু দুর্গামোহন দাস কলিকাতায় আগমন করেন, তাঁহার সাহায্যে এই আন্দোলনের ফল কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান উপলক্ষে টাউনহলে কতিপয় কুলকন্যা গমন করাতে প্রতিপক্ষীয় ব্রাহ্মেরা ভক্তিভাজন বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিও যেরূপ কটুবাক্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য প্রকাশ্য আসন লইয়া যখন আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন অধিকার প্রাপ্ত না হইয়া আন্দোলনকারী ব্রাহ্মদিগকে যে ভাবে ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় আপনি বিস্মৃত হন নাই। অল্পকাল পরেই যে, সেই আন্দোলনের শুভ ফল ফলিয়াছিল তাহাও আপনি জানেন। কেশব বাবুর প্রবল শক্তিও এই আন্দোলনের গতি রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। বরং শেষে তাঁহাকেও অনেক বিষয়ে আত্ম মত পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কেশব বাবু প্রতিকূলতায় জয় লাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে আত্মমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত এক সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করেন। তিনি স্ত্রীজাতির উন্নতি কল্পে সভা সংস্থাপন করিলেন; অথচ যাহাতে স্ত্রীজাতি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারেন তাহার কোন রূপ উপায় রাখিলেন না; ক্রীড়ার পুত্তলার ন্যায় তাঁহাদিগকে নিজ ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার সংস্কার ছিল, তিনি এবং তাঁহার কতিপয় প্রচারক ও অনুগত ব্যক্তি ব্যতীত স্ত্রীসমাজে প্রবেশ করিবার লোক আর নাই। এই সংস্কারের অধীন হইয়া তিনি অপর ব্রাহ্মদিগের কুলকন্যাদিগকে সভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু তাহাদের আত্মীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন না। কেশব বাবু ব্রাহ্মদিগের চরিত্রকে যে এত সম্মান করিতেন, তাহাতেও ব্রাহ্ম সাধারণের গৌরব ব্যতীত অগৌরব বোধ হইত না!! ব্রাহ্মদিগের চরিত্রের প্রতি কেশব বাবুর এতদূর অনাস্থা থাকিলেও তিনি বাহিরের লোকের প্রতি অনুদার ছিলেন না;

আমাদিগের স্মরণ আছে, একবার এক জন আর্টনীর মুসলমান মক্কেল পর্য্যন্ত কেশব বাবুর স্ত্রীসমাজে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বড় লোকের পক্ষেত কোন কথাই ছিল না; কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির আশায় এক জন রাজকুমারকে কেশব বাবুর প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীবিদ্যালয় দর্শন করিবার অধিকার প্রদান করা হয় এবং তিনি ১৮ টাকা দান করেন, অথচ তিনি কোন বিখ্যাত সভায় কয়েকটী ইউরোপীয় মহিলার প্রতি এরূপ অশিষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া সভার অধিকাংশ লোক অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতি এ সম্বন্ধে কেশব বাবুর কোন কোন প্রচারক যেরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রাহ্মদিগের যদি কিঞ্চিৎ সজীবতা ও মানাপমান বোধ থাকিত, তাঁহারা কেশব বাবুর এইরূপ যথেচ্ছ অশিষ্টাচার কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না।

কেশব বাবুর কথা পরিত্যাগ করিয়া এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কথা উল্লেখ করা যাউক। কেশব বাবু যে সঙ্কীর্ণ রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় এই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও ক্রমে ক্রমে তাহাই প্রবেশাধিকার লাভ করিতেছে। স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে কেশব বাবু যেরূপ একটী সভা করিয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় প্রধান সভ্যের যত্নে সেইরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভা "বঙ্গমহিলা এবং ব্রাহ্মিকা সমাজ নামে পরিচিত।" যাঁহারা কেশব বাবুর সঙ্কীর্ণ রীতির পরিপোষক ছিলেন, যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত আন্দোলনকারীদিগকে "অবলা শত্রু" এবং তাঁহাদিগের সংসৃষ্ট কুলকন্যাদিগকে "স্বেচ্ছাচারিণী" প্রভৃতি মধুর আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যবশতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কুলকন্যাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার ভার প্রধানতঃ তাঁহাদিগের হস্তে রহিয়াছে। কেশব বাবু যেরূপ মনে করিতেন, তাঁহার প্রচারক এবং অনুগত ব্যক্তি ব্যতীত অপরেরা স্ত্রীসমাজে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত নহেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বামাহিতৈষীরাও বাক্যে না হউক কার্য্যে দেখাইতেছেন যে, তাঁহাদিগের কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত সেরূপ অধিকার পাইবার লোক আর কেহ নাই। তাঁহারা হয়ত বলিবেন, "বঙ্গমহিলা এবং ব্রাহ্মিকা সমাজের" কার্য্য তাঁহাদিগের মতামতে পরিচালিত হয় না। কিন্তু আমরা একথা মানি না, আমরা ইহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিতে পারি যে, স্ত্রীলোকের নাম করিয়া কতিপয় পুরুষই প্রধানরূপে সমুদয় কার্য্য করিতেছেন, কেশব বাবুর বামাহিতৈষিনী সভায় যাহা হইত, এখানেও প্রায় তাহাই হইতেছে। বড় লোকও অনুগত ব্যক্তির প্রতি কেশব বাবু যেরূপ ব্যবহার করিতেন, বঙ্গমহিলা সমাজের কতিপয় পুরুষ অবিকল সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন; আবশ্যক হইলে আমরা তাহার বিশেষ প্রমাণ দানে অসমর্থ হইব না। এই বিষয়ে যে, কেশব বাবুর পদচিহ্ন ধারণ করিয়া চলা হইতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই বিষয় লইয়া প্রকাশ্য পত্রে আন্দোলন করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু গোপনে অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারা গেল না। অথচ বিষয়টী এইরূপ গুরুতর যে, ইহার উপর ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ অকল্যাণ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। অধিকন্তু যে বিষয়ের আন্দোলনে জীবনের অনেক সময় গত করা হইয়াছে, যাহার নিমিত্ত এক সময়ে নিগ্রহও তিরস্কার ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা এক বার উন্নতিরদিকে অগ্রসর হইয়া পুনরায় যখন পশ্চাৎ পথানুসরণ করিতেছে, তখন নির্ব্বাক থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের অনেক অমঙ্গল হইতে পারে; বিশেষতঃ ইহার উপর ব্রাহ্মসমাজের অনেক জটিল সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা বিশেষরূপে নির্ভর করিতেছে। এই সকল কারণে অদ্য এই বিষয়ে প্রকাশ্য ভাবে কিছু বলিতে হইল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সঙ্কীর্ণ রীতি পরিবর্তন না করিলে ব্রাহ্মসমাজের পরিণামে বিশেষ অকল্যাণ হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজে উদার নীতি অবলম্বন করিয়া, স্ত্রীজাতির কল্যাণ সাধন করিবার অভিপ্রায়ে আমরা কতিপয় বন্ধু সঙ্কল্প করিয়াছি, আর একটী নূতন সভা শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত করিব। যে সকল ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকা এই সভা প্রতিষ্ঠার পক্ষে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিতে চাহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাদিগের নাম, ২৭ নং নিমুখানসামার লেনে আমার নিকট, কিম্বা বেথুন স্কুলে বাবু শশিভূষণ দত্ত এম, এ, মহাশয়ের নিকট পাঠাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। এক পক্ষের মধ্যে পরামর্শ সভা আহ্বানের আয়োজন করা যাইবে, সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা ব্যক্তিদিগের নাম শীঘ্র পাইতে পারিলে ভাল হয়।

নিবেদক

শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

দ্বারিক বাবু শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন কিছুদিন হইল বঙ্গমহিলা সমাজ নিয়ম করিয়াছেন, যে সামাজিক সম্মিলনে ব্রাহ্মিকাদিগের আত্মীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। অনেক দিন হইতে বঙ্গ মহিলা সমাজে এই বিষয়ে আন্দোলন হইতেছিল, কোন কোন ব্রাহ্মিকার বিশেষ আপত্তির জন্যই এ সুপ্রথা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ব্রাহ্মিকাগণ যে এই উদার নীতির অনুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ইহাতে আমরাও আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আমাদের বোধ হয় দ্বারিক বাবু এই প্রস্তাব অবধারণের বিষয় জানিলে কখনও এই পত্র লিখিতেন না। পত্র খানাতে ব্যক্তি বিশেষকে যে রূপে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহাতে আমরাও দুঃখিত হইয়াছি। তঃ সঃ

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

অনেকের নিকট তত্ত্বকৌমুদির দুইবৎসরেরও অধিক সময়ের মূল্য প্রাপ্য আছে। বার বার পত্র লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের এই অমনোযোগের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মাত্রের নিকট বিনীত অনুরোধ যে তাঁহারা অতি সত্বর স্ব স্ব দেয় প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্বকৌমুদীর কার্য্যাধ্যক্ষ।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93. College Street, 1 March 1881.

তত্ত্ব-কৌমুদী

[পাক্ষিক পত্রিকা].

৩য় ভাগ। ২০শ সংখ্যা। | ১লা চৈত্র রবিবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফস্বল ঐ ৩, প্রতি খণ্ড নগদ ৵০।

প্রার্থনা।

জগদীশ্বর! যতদিন তোমারে আমরা জানিতে পারি নাই, ততদিন জীবনের লক্ষ্যই স্থির করিতে পারিতাম না। যখন তোমার কৃপায় তোমাকে অল্প অল্প জানিতে সমর্থ হই লাম, তখন জীবনের লক্ষ্য ও অল্পে অল্পে পরিষ্কার হইতে লাগিল, এখন দিন দিন অধিক গভীরতার সহিত অনুভব করিতেছি, যে তোমাকে লাভ করা এবং সম্পূর্ণ রূপে তোমার ইচ্ছাধীন হওয়াই জীবনের লক্ষ্য। এখন যদি মনকে জিজ্ঞাসা করি, মন সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিষয় বিভবকে লক্ষ্য বিবেচনা কর কি না, মন বলে—না। প্রখরা বুদ্ধি, প্রগাঢ় বিদ্যাও অতুল যশঃ জীবনের লক্ষ্য কি না, মন বলে—না। সাধুতার সুযশঃ ও মহত্ত্বের খ্যাতি লক্ষ্য কি না, তাহাতেও মন বলিয়া থাকে—না। প্রভো! তোমারই কৃপাতে গন্তব্য পথ এইরূপে পরিষ্কার হইয়াছে, তোমাকে যত জানিব তত আরও এই পথ পরিস্ফুট হইবে। আমাদের যদি সেরূপ ভক্তি এবং বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে আমরা আরও উজ্জ্বলরূপে বুঝিতে পারিতাম, যে তোমার অনুগত থাকাই জীবের পক্ষে মুক্তি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ। কৃপাসিন্ধু! কৃপা করিয়া ভক্তি বিহীন প্রেমবিহীন জনকে কবে সেই ভক্তি বিশ্বাস দিবে? এ প্রাণ আর মরু সমান থাকিবে না; জীবনের পথ সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিবে না; ক্ষুদ্র বিষয়ের আকর্ষণে চিত্ত আর আকৃষ্ট হইবে না। আমরা মন প্রাণের সহিত তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাদের এই মনোবাসনা পূর্ণ কর।

গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থলে যখন উপস্থিত হওয়া যায়, তখন সে স্থানে গঙ্গা এত বিস্তৃত যেন উভয় পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া কূল দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে হয় বুঝি সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছি, কিন্তু জলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর সে ভ্রান্তি থাকে না। যতক্ষণ নদীর মধ্যে থাকি ততক্ষণ জল আবিল দৃষ্ট হয়, সাগর সীমাতে উপনীত হইলেই সুনীল ও কাক চক্ষুর ন্যায় নির্ম্মল জল নয়নগোচর হয়। জল দেখিয়াই নদী এবং সমুদ্রের প্রভেদ, বুঝিতে পারা যায়। সেই রূপ এই জগতে কোন কোন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে দেখিয়া মূঢ় বুদ্ধি লোকের কখন কখনও ঈশ্বরের অবতার বা ঈশ্বরের অংশ জাত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে; কিন্তু বুদ্ধিমান লোকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে উক্ত ব্যক্তিদিগের জীবন রূপ জলে পৃথিবীর কর্দ্দম দেখিতে পান, এবং ভ্রান্ত ও নির্ব্বোধ দিগের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। হে ব্রাহ্মবন্ধু! নদী ও সাগরের প্রভেদ করিতে শিক্ষা কর, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও শিশুর ন্যায় হইও না। ঈশ্বরের সহিত যাহাতে পরিচয় হয় সে জন্য চেষ্টা কর, তাঁহাকে জানিলেই মুক্তি।

(আবু সোফিয়ান নামক মক্কাবাসী এক ব্যক্তি মহম্মদের অত্যন্ত শত্রু ছিলেন। তাঁহারই দৌরাত্ম্যে মহম্মদকে মক্কা পরিত্যাগ করিতে হয়। তিনি মক্কা হইতে পলায়ন করিয়াও উক্ত শত্রুর হস্তে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পান নাই। আবু সোফিয়ান মহম্মদের সহিত সমর ঘোষণা করিলেন। উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। একদা আবু সোফিয়ান যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পলায়নপর হইলে, তাঁহার এক বিধবা কন্যা মহম্মদের শিষ্যদিগের হস্তে পতিতা হইল। ঐ যুবতী স্বীয় জননীর সহিত পিতৃশত্রু মহম্মদের মৃত্যু দর্শন মানসে সমর ক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। মহম্মদের প্রতি তাঁহার এমন বিজাতীয় ঘৃণা ছিল, তিনি বন্দীকৃত হইয়া কিয়দ্দিন ঘোর দুঃখে যাপন করিলেন; কিন্তু অবশেষে মহম্মদের প্রতি তাঁহার একরূপ অনুরাগ ও ভক্তির সঞ্চার হইল, যে তিনি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। কেবল তাহা নহে, কএক বৎসর পরে তাঁহার পিতা আবু সোফিয়ান পরাজিত এবং সন্ধিপ্রার্থী হইয়া স্বীয় কন্যাদ্বারা মহম্মদকে অনুরোধ জন্য মদিনাতে কন্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন। উক্ত গৃহে একখানি আসন বিস্তৃত ছিল, মহম্মদ উক্ত আসনে উপবেশন করিতেন। আবু সোফিয়ান যেমন উক্ত আসনে বসিতে যাইবেন, কন্যা অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসনখানি উঠাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, বাবা! কর কি; ঈশ্বরের প্রেরিত মহাজনের আসনে বসিও না। এই বলিয়া পিতাকে দ্বিতীয় আসন দিলেন। এই গল্পটী হইতে আমরা একটী উপদেশ লাভ করিতেছি। আবু সোফিয়ানের কন্যার যত দিন অনুরাগের সঞ্চার হয় নাই, ততদিন আপনাকে বন্দী বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন এবং জীবন ভার স্বরূপ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু অনুরাগের অভ্যুদয় মাত্র আর বন্দী থাকিলেন না, তখন পত্নী হইলেন। কেবল তাহা নহে

অবশেষে স্ত্রীর পিতাকেই আর স্বামীর আসনে বসিতে দিতে স্বীকৃত হইলেন না। ঈশ্বর সম্বন্ধে মানবের আত্মার ও ঐ রূপ দশা হয়। যতদিন তাঁহার প্রতি প্রীতির সঞ্চার না হয়, ততদিন তাঁহার অনুগত থাকা মহাভার স্বরূপ বোধ হইতে থাকে; কিন্তু তাঁহার কৃপায় একবার তাহার প্রতি আন্তরিক স্পষ্ট প্রীতি জন্মিলে আর তাহার সেবা ভার স্বরূপ বোধ হয় না। তখন আর হৃদয়-আসনে সংসারের কোন পদার্থকে বসিতে দিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমরা ঈশ্বরের দাস হইতে চাই না, তাঁহার সন্তান হইতে চাই। দাস কে? না, যে দায়ে পড়িয়া সেবা করে, যে ভয়ের এবং স্বার্থের দ্বারা চালিত হয়; সন্তান কে? না যে ভয় বা স্বার্থ কাহাকে বলে জানে না এবং প্রাণগত অনুরাগের দ্বারাই চালিত হইয়া সেবা করে। সুতরাং আমরা ঈশ্বরের সন্তান হইতে চাই। কিন্তু এ স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়াসক্ত ও বিষয়াসক্ত অন্তরে ত তত ভক্তি নাই। জগদীশ্বর, তুমি যদি কৃপা কর, তবেই আমরা তোমার সন্তান হইতে পারি। কৃপাসিন্ধু কৃপা কর, অনুরাগ বিহীন হৃদয় লইয়া যেন আর থাকিতে হয় না।

কোন স্থানে যাত্রা করিতে হইলে যদি দশ জন স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকেন তাহাতে সহায় বোধ হয় না, কিন্তু এক জন পুরুষ সঙ্গে থাকিলে সহায় বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ কি? কারণ এই, বিলক্ষণ জানি বিপদ উপস্থিত হইলে আমার মুখ যখন ম্লান হইবে, তখন সেই দশ জনের মুখ ম্লান হইবে, যে বুদ্ধি আমার যোগাইবে, তাহাই তাঁহারা অবলম্বন করিবে, তদ্ভিন্ন তাহারা কোন স্বতন্ত্র বুদ্ধি দিতে পারিবে না? আমি যতক্ষণ সাহস দিব, ততক্ষণই তাঁহারা সাহসের সহিত কাজ করিয়া বেড়াইবে। আমি যখন বিপদ দেখিয়া শঙ্কিত হইব, অমনি তাহারা ক্রন্দনের রোল তুলিবে। যে গুরুর পশ্চাতে কতগুলি চিন্তাবিহীন অপদার্থ শিষ্য যুটিয়াছে, তিনি যেন কতকগুলি স্ত্রীলোক লইয়া স্বর্গরাজ্যে যাত্রা করিয়াছেন। তাহারা তাঁহারই মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে যতক্ষণ তাঁহার সাহস, ততক্ষণ তাহাদেরও সাহস, যেখানে তাঁহার নিরাশা সেখানে তাহাদের ও ক্রন্দনের রোল। এরূপ গুরু জগতে যিনি যেখানে আছেন, তাঁহারা কৃপা পাত্র; এরূপ শিষ্য যত আছেন জগদীশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করুন। রমণীদিগের মধ্যে যাঁহারা মনস্বিনী তাঁহারা সম্পাদককে মার্জ্জনা করিবেন, এদেশীয় রমণীগণের অধিকাংশের অবস্থা স্মরণ করিয়া লিখিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের আর একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। এক একটী কুক্কুটীর পশ্চাতে পশ্চাতে যেমন বহু সংখ্যক শাবক দৃষ্ট হয়। মাতা যতক্ষণ পিঁক পিঁক করিতেছে তাহারাও ততক্ষণ পিঁক পিঁক করিতেছে; মাতা যদি মস্তক অবনত করিল অমনি তাহাদেরও মস্তক অবনত। মাতা যতক্ষণ আহার না দেখাইয়া দিবে, ততক্ষণ শাবক গুলি আহার পাইবে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকার শিষ্যদিগকে কুক্কুটের শাবক বলিলেও হয়। মানবের আত্মা, ঈশ্বরের সন্তান, ধর্ম্ম জগতে আসিয়া এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় দেখিলে কাহার না প্রাণে দুঃখ হয়? এই জন্যই আমরা অভ্রান্ত শাস্ত্র, অভ্রান্ত গুরু, ঈশ্বর-প্রেরিত মহাজন প্রভৃতি মতের এত বিরোধী। মানুষ হইয়া মানুষকে যে ধর্ম্ম বিষয়ে পরমুখ প্রত্যাশী ও স্বতন্ত্রতা বিহীন করে, সে ব্যক্তি না জানিয়া ঘোর শত্রুর কার্য্য করে, বুদ্ধিমান পিতা সন্তানকে শিক্ষা দিবার সময় যেমন এই ইচ্ছা করেন যে সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আর যেন তাঁহার উপর নির্ভর করিতে না হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম পথের প্রকৃত গুরু এবং বন্ধু যিনি, তিনি ও এইরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন। যাহাতে শিষ্যগণ তাঁহার উপর নির্ভর না করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ধর্ম্মান্ন সঞ্চয় করিতে পারে। হে জগদীশ্বর! যাঁহারা ভ্রান্তি বশতঃ মানুষ হইয়া মানুষের এরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে তুমি সুপথ প্রদর্শন কর।

এক একটী ব্রহ্মোৎসব যেন ঐন্দ্রজালিক দৃশ্য। পৃথিবীতে যে সমুদয় আধ্যাত্মিক ঘটনা অদ্ভুত ও অসম্ভব, ব্রহ্মোৎসবে তাহাই সংঘটিত হয়। কাহারও বা অনুতাপিত হৃদয় আর্ত্তনাদ করিতেছে আর চক্ষু হইতে অশ্রুপ্রবাহ নির্গত হইতেছে; কেহবা ঈশ্বর বিরহে ব্যাকুল হইয়া আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধারণ করিবার প্রয়াস পাইতেছে, কেহবা বহু সঞ্চিত পাপের জন্য ঈশ্বরের ভাব মনে না দেখিয়া মনের দুঃখে বিষন্ন হইয়া মৌন ভাবে মনের গ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে; কেহবা আর পাপের পথে যাইব না এই বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতেছে, কেহবা বহু দিনের পর প্রাণ-সখার দর্শন লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছে; কেহবা ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে মগ্ন হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছে, কেহবা চিরজীবনের জন্য আপনার প্রাণ মন ঈশ্বরকে অর্পণ করিতেছে। পাপী পাপের দুঃখে আত্মগ্লানি করিতেছে আর ধার্ম্মিক ঈশ্বরে মগ্ন হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন—উভয়ই স্বর্গীয় দৃশ্য। ব্রহ্মোৎসবে সকল আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের যেন একত্র সমাবেশ হয়। নাট্যশালায় যেমন একটী দৃশ্যের পর আর একটী চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ছায়া বাজিতে যেমন নানা অদ্ভুত বর্ণ একত্র সংশ্লিষ্ট হয়—ব্রহ্মোৎসবেও আত্মার সম্মুখ দিয়া সেইরূপ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের বিবিধ দৃশ্য চলিয়া যায়। ধন্য তিনি, যিনি এই সুসময়ে সৌন্দর্য্য-হিল্লোলে আপনার মন প্রাণ ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হন—যিনি পৃথিবীর বন্ধন সমুদায় ছিন্ন করিয়া এমন সৌন্দর্য্য সাগরে চির জীবনের মতন মগ্ন হইতে পারেন।

মাঘোৎসবের পরেই অনেক সমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা বৎসরের অধিকাংশ সময় উৎসাহ হীন ছিলেন, যাঁহারা সংসারের নিষ্পেষণে মৃত প্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা ও এ শুভক্ষণে জাগিয়া উঠেন, তাঁহাদের নিরাশ প্রাণ আশা উৎসাহে পূর্ণ হয়। বাৎসরিক ব্রাহ্মসমাজসকলের উৎসবে কেবল যে স্থানীয় ব্রাহ্মদের

নিদ্রিত প্রাণ জাগ্রত করে তাহা নহে, সেই স্থানবাসী সকলের প্রাণেই যেন মানসিক ও আধ্যাত্মিক একটী প্রবল স্রোত প্রবাহিত হয়। ধর্ম্ম ভাবের বন্যা আসিয়া যেন স্থানকে প্লাবিত করে—সকলের মুখেই ধর্ম্ম কথা, ধর্ম্মের আন্দোলন; যুবক, বৃদ্ধ, বালকে ধর্ম্মের সত্যাসত্য নির্ণয়ে ব্যস্ত হয়। যেন বৎসরের মধ্যে একবার ধর্ম্মের দ্বার খুলিয়া যায়। হায়! ধর্ম্মের এ শুভ আন্দোলন অনেক দিন তিষ্ঠে না। যাঁহারা উৎসবের আনন্দে পুলকিত হন, তাঁহাদের প্রাণেও অজ্ঞাতসারে একটী দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়,—"এমন দিন থাকিবে না"। আমরা ইতিমধ্যে অনেক স্থানের ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের বিবরণ পাইয়াছি। সকল স্থানেই ঈশ্বরের কৃপা-পবন বহিতেছে। অনেকে উৎসব সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আমরা এই সুদূর স্থানে থাকিয়া তাঁহাদের সুখে সুখী হইতেছি এবং উৎসবের দ্বারা জীবনের স্থায়ী উপকার লাভ করুন এই আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। এই পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে জর্জ্জরিত ভারতবর্ষের বহুস্থান হইতে ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইতেছে—নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনায় বহুলোক কৃতার্থ হইতেছে, ইহা ভাবিলে কত সুখ হয়। দেশ বিদেশের ব্রাহ্মগণ উৎসব সম্ভোগ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হন, মানব জীবনের গভীর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেন, তবেই উৎসবের আয়োজন উদ্যোগ সফল হইবে।

প্রেমোন্মত্ত পারস্য কবি সাদি এক খণ্ড সুসৌরভ যুক্ত মৃত্তিকা হস্তে লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মৃত্তিকা তুমিতো চিরদিন গন্ধ বিহীন, তুমি এ সুসৌরভ কোথায় পাইলে?" মৃত্তিকা উত্তর করিল, "মানুষ আমাকে কিছুদিনের জন্য গোলাপের সহবাসে রাখিয়াছিল, আমি মনের আনন্দে সে কয়েক দিন গোলাপের সুগন্ধ গ্রহণ করিয়াছি। যদিও আমি সামান্য মৃত্তিকা খণ্ড ছিলাম, তথাপি গোলাপের গন্ধে এখন আমি সুগন্ধি মৃত্তিকা হইয়াছি, এখন আমারই গন্ধে দিগন্ত আমোদিত হয়।" মানব! নিজের হীনতা দেখিয়া কি নিরাশ হইয়াছ? নিজের পাপের দুর্গন্ধতায় কি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ? এই মৃত্তিকা খণ্ডের কথা স্মরণ কর। মৃত্তিকার সহিত কত না কদর্য্য বস্তু মিশ্রিত ছিল, মানুষ তাহাকে পদতলে দলিত করিয়াছে। গোলাপের সহবাসে সেই ঘৃণিত মৃত্তিকাও মানুষের আদরের বস্তু হইয়া গেল। তুমি পাপ করিয়া লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়াছ তথাপি বিষন্ন হইও না—ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে, সাধুলোকের সহবাসে কিছুকাল জীবন যাপন কর, যে জীবনের দুর্গন্ধে চারিদিকের লোকে নাসিকায় হস্ত প্রদান করিত, সেই জীবন চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিবে। ঈশ্বরের পবিত্রতা ও সাধু সজ্জনের উজ্জ্বল সদ্ভাব দ্বারা হৃদয়কে অনুপ্রাণিত কর, তোমার জীবন শত লোকের নিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত করিবে—তোমারই জীবন চারিদিকে পবিত্রতা বিকীর্ণ করিবে।

অন্ধকারে কি না লুক্কায়িত থাকে? প্রকৃতির বদন মলিন হউক; অন্ধকার তাহা দেখিতে দিবে না; স্থানটি হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ হউক, অন্ধকার তাহা জানিতে দিবেনা। যত কদাকার, যত অপরিচ্ছন্নতা, যত হীনতা অন্ধকার আপনার বক্ষে সমুদয় ঢাকিয়া রাখে। যখন পূর্ব্বদিক আলোকিত করিয়া সূর্য্যের উদয় হয়, যখন সূর্য্যালোক সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধকার ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে পলায়ন করে, তখনই দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থান পূর্ব্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল তাহা কত দুর্গম, কত বিভীষিকাময়, কত বীভৎস পদার্থে পরিপূর্ণ। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা চিরদিন কুকর্ম্মে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছে, তাহারা যেন কুকর্ম্মকে আর কুকর্ম্ম বলিয়া মনে করে না, পাপ করিয়া যেন দুঃখ পায় না, পরের অনিষ্ট করিয়া কিছুমাত্র অনুতাপিত হন না। আর যাঁহারা হৃদয়ে পবিত্রতার আভাস পাইয়াছেন, ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি যাঁহাদের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে, একটুকু কুভাব মনে আসিলেই তাহারা সশঙ্কিত হন, পাপ করিলে অনুতাপের অশ্রুজলে বক্ষস্থল সিক্ত করেন, পরের অনিষ্ট দেখিলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন। ঈশ্বরের পবিত্রালোক যাহাদের প্রাণে প্রবেশ করে নাই, তাহারা অন্ধকারে বাস করিতেছে। পাপের কদাকার তাহারা বুঝিতে পারে না, মহা অপরাধ করিয়াও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, এমনই তাহাদের হীনাবস্থা। ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি পাপীর প্রাণের পক্ষে অন্ধকারে সূর্য্যালোক। মানব হৃদয়ে যখনই সে জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তখনই মানব আপনার অপরাধ ও পাপ, হীনাবস্থা ও মৃতপ্রায় জীবন উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

সমাজ বিপ্লব।

ব্রাহ্মসমাজের দুইটি উদ্দেশ্য—একটি মুখ্য, আর একটি গৌন। মুখ্য উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রচার, গৌন উদ্দেশ্য নূতন সমাজ গঠন। এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কতকটি নূতন সংস্কারভাব প্রবেশ করিয়াছে—বিশুদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে কতকটা বিশুদ্ধ রীতিনীতির ভাব লোকের মনে উদয় হইয়াছে। যে দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিলেন, "ঈশ্বর পিতা, নরনারী সকলে ভ্রাতাভগিনী।" সেই দিন হইতেই বহুকালের প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। প্রথমে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কার্য্যে সম্যকরূপে না হউক মুখে অন্ততঃ জাতিভেদের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া আসিয়াছেন। যে কোন সত্য হউক, একবার তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে, সে সত্য মানুষের জীবনের উপর রাজত্ব করিবেই করিবে। ব্রাহ্মগণ যাই ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করিলেন, অমনি এই সত্য তাঁহাদের জীবনে কার্য্য করিতে লাগিল। শেষে এমন সময় আসিল যখন কেবল মুখে নহে, কিন্তু কার্য্যেও এ সত্যকে পরিণত করিতে হইল। এ সত্যের প্রবল আঘাতের নিকট সমুদয় বিঘ্ন বাধা

চূর্ণ হইতে লাগিল। সংসারের প্রলোভন, আকর্ষণ ও সর্ব্ব প্রকার বন্ধন এ সত্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইল না। এ সত্য মানব জীবনকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে করতলস্থ করিল। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই জাতিভেদ প্রথার উন্মূলনের জন্য ব্রাহ্মগণ বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন,—তাঁহারা সমাজের আকর্ষণ গ্রাহ্য করিলেন না, অপর দিকে সমাজের নিদারুণ নিগ্রহকে উপেক্ষা করিলেন। পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের অশ্রুপ্রবাহ তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিল না, এবং যাঁহাদিগের একবিন্দু চক্ষের জল নিবারণ করিতে অক্লেশে প্রাণ দেওয়া যায়, তাঁহাদের প্রাণে শেল বিদ্ধ করিলেন এবং চিরজীবনের জন্য প্রাণাধিক প্রিয় জনের সহবাস হইতে বঞ্চিত হইলেন। বৃথা বাসনা চরিতার্থ করিবার-জন্য কে এমন বিপ্লব আনিতে সক্ষম হয়? সত্যের প্রবল স্রোতে মানুষ যখন ভাসিয়া যায়, মানুষ যখন আপনার প্রাণ তাহাতে নিক্ষেপ করে, তখন আর তাহার চারিদিক দেখিয়া লাভালাভ গণনার সময় থাকে না। সেই জন্য জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে যাইয়া ভারতবর্ষে এই জাতিভেদ উন্মূলন-রূপ নূতন বিপ্লব আনয়ন করা হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথার নিবারণ করা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য নহে, তথাপি জাতিভেদ রক্ষা করিয়া জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করা একেবারে অসম্ভব এবং বিবেকের সুতীক্ষবাণে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়, এ জন্যই ব্রাহ্মগণ এ প্রথাকে সমাজ হইতে বিদূরিত করিয়াছেন।

বাল্যবিবাহ রহিত করা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য নহে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কি এখন একটিও বাল্য বিবাহ সম্ভব? কে না জানে ব্রাহ্মসমাজে আর বাল্যবিবাহের স্থান নাই—বাল্যবিবাহ মহাপাপ বলিয়া এখন কে স্বীকার না করে? ব্রাহ্মধর্ম্ম মানব সমাজকে কতকগুলি উচ্চ নীতি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন;—বিবাহের পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা ও গুরুত্ব তাহার মধ্যে একটি যাহাদের মানসিক প্রবৃত্তি বিকশিত হয় নাই, যাহাদের বিবাহের উচ্চব্রত পালনের ও প্রতিজ্ঞা রক্ষার ক্ষমতা জন্মে নাই, যাহারা স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছায় আপনার প্রাণ অন্যের প্রাণের সহিত মিলিত করিবার উপযুক্ত হয় নাই—তাহারা বিবাহ করিবে ইহা অপেক্ষা কুরীতি আর কি হইতে পারে? বাল্যবিবাহে অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মস্তকে আঘাত করে, মানুষকে চির জীবন দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করিবার পথ উন্মুক্ত রাখে, সেই জন্যই ব্রাহ্মসমাজে বাল্যবিবাহ-প্রথা অনেক দিন তিষ্ঠিতে পারিলনা। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চ নীতির সহিত বাল্যবিবাহ-প্রথার সংঘর্ষণ আরম্ভ হইল এবং অল্পদিন পরেই এ কুপ্রথা সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। পৌত্তলিকতাকে দূর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে বাল্য বিবাহ সমাজে চলিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু এখন ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে হইলেও বাল্য বিবাহকে কেহ ব্রাহ্ম বিবাহ বলিবে না। ধর্ম্মের মূল সত্য না হইলেও পরিণত বয়সে বিবাহ ব্রাহ্ম সমাজের অলঙ্ঘনীয় প্রথা হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষে বিবেকের দাসত্বই চির প্রচলিত। রাজা, গুরু, দলপতি ও সমাজের নিকট বিবেককে বিক্রয় করা ভারতবাসীর স্বভাব সিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। শুভক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাধীন ধর্ম্ম ভাব প্রচার করিয়াছেন—ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতার বিকাশের সহিত মানবহৃদয়ের স্বভাব-জাত অন্যান্য প্রবৃত্তিও স্বাধীন ভাবে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মাচরণ কর, স্বাধীন ভাবে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া, নিজের বুদ্ধি, বিবেক ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি অনুসারে চলিয়া যাও ব্রাহ্মধর্ম্মই এ মহা সত্য জগতে প্রথম ঘোষণা করিয়াছেন। ধর্ম্ম ভাবের স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মনে সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি ভাবের ও স্বাধীনতা বিকশিত হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতেছি চারিদিকে চিরপ্রচলিত সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হইতেছে, কিঞ্চিন্মাত্র অত্যাচার দেখিলে ব্রাহ্মের প্রাণ তাহা নিবারণ করিতে সর্ব্ব প্রথমে অগ্রসর হইতেছে। তাই দেখিতেছি, যে নারী-জাতি বহুকাল হইতে হিন্দু সমাজে লাঞ্ছিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের গৌরব ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নারী জাতির পুরুষের সহিত সমকক্ষ ভাবে চলিবার ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার অধিকার ব্রাহ্মসমাজে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রচলিত অবরোধ প্রথা ভঙ্গ করিয়া নারী জাতিকে জ্ঞান ধর্ম্মে পুরুষের সহিত একাসন প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মগণ ইহা আর অস্বীকার করিতে পারেন না। যে দেশে নারী-জীবন কেবল পুরুষের ভোগ বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য, যে দেশে নারী-জন্ম কেবল পুরুষের দাসত্ব করিবার জন্য, যে দেশে নারী-জাতি জ্ঞান গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকর কার্য্যের জন্য, সে দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী জাতির অধিকার প্রদান সামান্য বিপ্লব নহে। এই সমুদায় সামাজিক বিপ্লবের সহিত কতকগুলি অতি গুরুতর সামাজিক প্রশ্ন আসিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করিতেছে। শীঘ্র তাহার মীমাংসা না হইলে সমাজের নানা প্রকার অকল্যাণের আশঙ্কা আছে। জাতিভেদ ভাঙ্গিয়া হিন্দুসমাজ হইতে কতলোক দূরে আসিয়াছেন, কত লোক সামাজিক সর্ব্ব প্রকার বন্ধন হইতে ছিন্ন হইয়া এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা বিশেষরূপে সেই দিকে যাওয়া উচিত, যাহাতে এক লক্ষ্য বিশিষ্ট এই বিভিন্ন স্থান বাসী লোকদিগকে লইয়া এক সমাজ গঠন করিতে পারেন। একদিকে বাল্য বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, অপর দিকে সুশিক্ষিতা কুলকন্যাদিগের পূর্ণ বয়সে বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; সুতরাং যাকে তাকে ধরিয়া এখন আর কন্যা সম্প্রদান করিবার উপায় নাই। পুরুষেরাও যেমন আপনাদের জীবনের উচ্চ লক্ষ্য অনুভব করিয়া, সেরূপ রমণীর সহিত বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন না যাহাতে লক্ষ্য হইতে চ্যুত, হইবার সম্ভাবনা আছে, রমণীগণও সে রূপ নির্গুণ পুরুষের পাণি-গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, যদ্দ্বারা সংসারের সুখ শান্তি চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরিচিত হইবার সম্ভা-

বনা না থাকিলে বিবাহ হওয়া বড় দুর্ঘট হইবে। অথচ ব্রাহ্ম সমাজে তাহার পথ পরিষ্কৃত নাই। এই সমুদয় জটিল সামাজিক প্রশ্নের দিকে ব্রাহ্মদিগের মনোযোগ প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে।

জীবনের আদর্শ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, সংসার ও অধ্যাত্ম জগত পর্য্যালোচনা করিয়া যাঁহারা দিব্য জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অতি সুন্দররূপে চিত্র করিয়াছেন। আমেরিকার বর্ত্তমান কবিকুল চূড়ামণি লংফেলো (Long fellow) তদীয় কোন কবিতার এক স্থলে বলিয়াছেন।

"Not to suffer, nor to enjoy,
Is our life's destined end or way;
But to act, act as each to-morrow
May find us wiser than to-day."

এই কবিতার অর্থ এই "আমরা কেবল দুঃখ ভোগ করিবার জন্য অথবা নিরবচ্ছিন্ন আমোদ প্রমোদে দিন যাপন করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, ইহার কোনটীই আমাদিগের নিয়তি নহে। কিন্তু আমরা কেবল কার্য্য করিব এবং খাটিয়া খাটিয়া দিন দিন অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন ও উন্নত হইতে থাকিব।"

এই কবিতাটীতে সর্ব্বাঙ্গীন রূপে না হইলেও অতি সুন্দর রূপে মনুষ্য জীবনের গতি নির্দ্দেশ করিতেছে। সত্য সত্যই আমারা কেবল দুঃখ যিন্ত্রণায় ম্রীয়মান হইয়া থাকিতে আসি নাই, পক্ষান্তরে কেবল ভোগ বিলাস ও আমোদ প্রমোদে ভাসিয়া বেড়াইব ইহাও আমাদিগের জীবনের নিয়তি নহে। রোমাণকাথলিক পুরাতন যাজকদিগেরমত রক্ত মাংসকে পীড়ন করিয়া অথবা চার্ব্বাক কিম্বা ইপিকিউরাসের শিষ্যদিগের মত পান ভোজন ও আমোদে প্রমোদে মত্ত থাকিয়া মানব জীবন স্বার্থক বা চরিতার্থ হইতে পারে না। এই উভয় পথই অস্বাভাবিক সুতরাং অমঙ্গলের নিদান। যাহারা সংসার সম্ভোগ, শরীর ও শারীরিক সুখকে শয়তানের পূজা মনে করিয়া নিয়ত আত্ম নিগ্রহে দিন যাপন করে, তাহারা কি হতভাগা! আজিও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ স্থান সমূহে এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, যাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শরীর কণ্টকিত হয়। উহারা অস্বাভাবিক সাধন অবলম্বন করিয়া অঙ্গ বিশেষকে ছেদন বা প্রিয় পাত্রকে বিসর্জ্জন করিয়া শান্তিস্বরূপ ধর্ম্মকে ঘোরতর রাক্ষসের বেশে প্রদর্শন করিতেছে। ধর্ম্ম রূপ পরম তৃপ্তিকর পদার্থকে প্রকৃতিও মনুষ্য স্বভাবের চিরশত্রু ও বিরোধী করিয়া লোকের আতঙ্ক বৃদ্ধি করিতেছে।

সেইরূপ আবার দেখ নগরে নগরে শিক্ষিত অশিক্ষিত কত লোক কেবল ভোগ সুখের জন্য লালায়িত হইয়া কত পাপাচরণ করিতেছে। কেবল, অর্থ কেবল ইন্দ্রিয় সুখ, কেবল অভিমান লইয়া দিবানিশি পামর স্বভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। এই সকল লোকের অবস্থা কি অধিকতর শোচনীয় নয়? নিদ্রোত্থিত মৃগশিশু যেমন আপনাকে ব্যাধ নিগড়ে আবদ্ধ দেখিয়া হত বুদ্ধি হয়, হায়! চৈতন্য লাভ হইলে তেমনি এক দিন উহারা আপনাদিগকে দুর্ভেদ্য পাপ পাশে আবদ্ধ দেখিয়া হা হতোস্মি বলিয়া রোদন করিবে। আমাদিগের অনেককে এক দিন এইরূপ রোদন করিতে হইয়াছিল। ঈশ্বর করুন আর যেন সেইরূপ রোদন করিতে না হয়।

কবি কহিয়াছেন কেবল কার্য্য করিব, কেবল খাটিব, ইহাই আমাদিগের জীবনের নিয়তি। কেহ মনে করিও না যে কেবল শারীরিক পরিশ্রমে সংসারের উন্নতি করে, পরিজনের প্রতিপালন করা অথবা দুঃখীকে দান ও বিপন্নকে বিপদোদ্ধারাদি করা এই কার্য্য করার একমাত্র অর্থ। মানব হৃদয়দর্শী কবি শ্রেষ্ঠ এরূপ এক দেশ দর্শীর মত কথা কহিবেন কিরূপে? কার্য্য করার অর্থ সমগ্র মানব প্রকৃতিকে পরিচালিত করা। ব্রাহ্মদিগের নিকট একথা অধিক বিশদ করিয়া বলিবার চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। এই মাত্র বলিলেই হইবে যে শরীর, মন ও হৃদয় এই তিনের যুগপৎ পরিচালনাই এ কার্য্য করার অর্থ। মহামারি সময়ে যে চিকিৎসক অনাহারে ও অনিদ্রায় নগরবাসীদিগের ঘরে ঘরে পরিভ্রমণ করিয়া ঔষধ, পথ্য বিতরণ করেন, তিনি যেমন কার্য্য করেন; সেইরূপ যে দার্শনিক নিশীথ সময়ে একাকী নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করেন এবং আপনার চিন্তালব্ধ সত্য সকল জগতে প্রচার করিয়া সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করেন, তিনিও তদ্রূপ কার্য্য করেন, আবার যে প্রেমিক সাধু সহবাস কি লোক সেবা দ্বারা অথবা ধ্যানযোগে স্বর্গীয় প্রীতির পবিত্র তরঙ্গ তুলিয়া সমাজের স্বার্থ পরতা ও অপবিত্রতা বিদূরিত করেন, এবং মানব সমাজকে মোহ কোলাহল ও ভয় ভাবনা হইতে আশ্বস্ত করেন তিনিও তদ্রূপ কার্য্য করেন। এ সকলই কার্য্য, কেন না এ সকলই মানব প্রকৃতির পরিচালনা। এ সকলই করিতে হয়, এ সকলেরই ক্ষেত্র আছে এবং জগতে এ সকলেরই মহৎ ফল প্রসূত হয়। আমাদিগকেও এই সকলই করিতে হইবে। শক্তি ও অবস্থা বিশেষে ন্যূনাতিরেক মাত্র। নচেৎ ঐ দরিদ্র কর্ম্মকার পুত্র যে কেবল অহোরাত্র অগ্নিদাহে দগ্ধ হইয়া লৌহ পীড়নই করিবে, আর তুমি ধনী সন্তান গৃহে কোমল কাব্যের ধ্যান প্রসঙ্গ জ্ঞানালোচনা অথবা হাস্যালাপই করিবে ঈশ্বরের এরূপ বিধি নহে। তোমার শরীর, মন ও হৃদয় আছে; উহারও শরীর, মন ও হৃদয় আছে। উহার মস্তিষ্ক, উহার হৃদয়ের বৃত্তি গুলি চিরনিদ্রায় অভিভূত রাখিয়া উহাকে শরীরের রক্ত জল করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইতে হইবে, আর তুমি কেবল বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে সৎপ্রসঙ্গে লিপ্ত, নিয়ত ভাব সাগরে ভাসমান থাকিবে, অপরে আসিয়া তোমার আলস্য রোগগ্রস্ত দেহ অথবা অচল হস্তপদ মর্দ্দন করিয়া দিয়া তোমার অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন করিয়া দিবে এবং তোমাকে জীবন পথে সুখী রাখিবে, ইহা ন্যায়বান

পরমেশ্বরের আজ্ঞার বিরোধী নয় কি? হে ব্রাহ্ম কার্য্য কর। শরীর মন ও হৃদয়কে খাটাইয়া তোমার সমগ্রভাবকে পরিচালিত করিয়া দিন দিন উন্নত ও সুখী হও। কবি কহিয়াছেন তাহা হইলেই প্রতিদিন অধিকতর জ্ঞান সম্পন্ন হইবে। কেবল জ্ঞান সম্পন্ন নয়, সুস্থ, সুখী জ্ঞানী ও প্রেমিক হইয়া তুমি ধন্য হইবে, পৃথিবীকে ধন্য করিবে। ব্রহ্ম সঙ্গীত পুস্তকে একটী গীত আছে, তাহাতে মনুষ্য জীবনের আদর্শ অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। ঐ গীতটী আমি বড় ভাল বাসি। কেননা উহাতে অনুচিত আধ্যাত্মিকতা নাই, অথবা অনর্থক শব্দের পর শব্দ যোজনা করিয়া অধিকাংশ গানের মত রচিত হয় নাই। সেই গীতটী এই,—

রাগিণী খাম্বাজ,—তাল একতালা।

তার কি দুঃখ বল সংসারে,
যে জন সত্যকে আশ্রয় করে;
করে কাল যাপন, হয়ে হৃষ্ট মন,
দেখে ব্রহ্মরূপ অন্তরে বাহিরে।
নিত্য উপাসনা ইন্দ্রিয় দমন,
পর উপকার বৈরাগ্য সাধন;
হইয়াছে যার, জীবনের সার,
সে যায় অনায়াসে ভব পারে।
ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকি সর্ব্বক্ষণ,
প্রাণ পণে করে কর্ত্তব্য পালন;
অটল প্রভু ভক্তি, সরল শান্ত মতি,
প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দেখে সর্ব্বনরে।

এই গীতে ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য অতি পরিষ্কার রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ফলতঃ সত্যই যে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় করে, ভ্রম কুসংস্কার কল্পিত দেবতার উপাসক না হয়, মনুষ্যের ভাবুকতা রচিত মনুষ্য স্বভাব বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্রোধন স্বভাব অথবা প্রতিযোগীতা উদ্বেলিত দেবতাকে আত্মোৎসর্গ না করে, পুস্তক বর্ণিত অথবা লোক মুখে শ্রুত কোন মৃত দেবতার শিষ্য হইয়া আপনাকে জড় পদার্থ না করে, যে ব্যক্তি আপনার আত্মাতে প্রকাশিত সত্য স্বরূপ অবিনশ্বর পরমেশ্বরকে পূজা করে, তদ্ভিন্ন ভয় বা ভাবুকতা বশতঃ অথবা লোকের বা সম্প্রদায়ের মুখ চাহিয়া অনুচিত অনুষ্ঠানে লিপ্ত না হয়, সেই ধন্য, সংসারে তাহার দুঃখ নাই। পৃথিবীতে বিবিধ প্রকারে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়াও সে ব্যক্তি যথার্থ আত্ম প্রসাদ সম্ভোগ করিয়া নিয়ত স্ফূর্ত্তি যুক্ত ও আপনার আনন্দে আনন্দিত।

যিনি ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকেন, তিনিই কেবল কর্ত্তব্য পালন জনিত সুখ ও উন্নতি-লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মের দ্বারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে অনুপ্রাণিত না হইলে কেবল বিধি ব্যবস্থা করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করে কাহার সাধ্য? যখন প্রিয় বন্ধু ঘোরতর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়েন, তখন ভ্রাতৃ ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলে তাহার সহায় হইয়া কে তাহার শুশ্রূষা করিতে পারে? যখন দস্যু হস্তে পতিত সতী অথবা নির্দ্দোষী শিশুকে রক্ষা করিতে হয়, তখন ঈশ্বরের প্রেমে অনুপ্রাণিত না হইলে ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক না হইলে অপবিত্রতাকে দলন করিয়া পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রাণ দানে উদ্যত হইতে কে পারে? যখন সপ্তম পুরুষের উপার্জ্জিত প্রচুর সম্পত্তি হইতে একটী সত্য কথার অনুরোধে বিচ্যুত হইবার উপক্রম হয়, তখন কোন্ ব্যক্তি ঈশ্বরের ভাবে ভাবুক না হইলে, সত্য ও ন্যায়ের পূজা করিতে না শিখিলে সেই অবস্থায় মিথ্যা কথা না কহিয়া পারে? কেহ পারে না। বাস্তবিক উপরিস্থ কর্ম্মচারীর অনুজ্ঞাপত্র হারাইলে সামান্য পদাতি যেমন হতাশ্বাস হইয়া পড়ে, ঈশ্বরানুগ্রহ ভিন্ন ক্ষুদ্র মনুষ্যের ও সেই দশা ঘটে। হে ধর্ম্ম কর্ম্ম হীন শিক্ষাভিমানি বন্ধু! তুমি আত্ম বলে সমাজে সুচরিত্র ও প্রতিষ্ঠা ভাজন থাকিয়া যাইতে পার মনে করিও না। যখন প্রলোভনের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিবে, তখন তোমার কল্পিত বালুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। ঈশ্বর করুন তোমাকে সেই অতর্কিত অবস্থায় পড়িতে না হয়। কিন্তু তুমি এখন হইতে সাবধান হও। চরিত্রকে অক্ষয় ভিত্তির উপরে সংস্থাপন করিতে যত্ন কর। বাস্তব যাহারা অভিমান ও দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ও সরল হইয়া ঈশ্বরকে প্রভু মনে করিয়া অটল ভক্তি ভাবে কার্য্য করিতে পারে, তাহারাই এই ভব সংসারে মানুষের মত জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারে।

সঙ্গীত বলিতেছে, নিত্য উপাসনা করিয়া ইন্দ্রিয় দমন করিতে হয়। বাস্তব নিত্য উপাসনা ভিন্ন জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না। যাঁহারা সাধন পথে চলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সংসারে ভোগ বিলাসের বস্তু এত অধিক এবং নিত্য নূতন নূতন ভাবে এত অধিক আসিয়া মানুষের চক্ষের উপস্থিত হয় এবং দুর্ব্বল মনুষ্যকে এত অসাবধান অবস্থায় সময়ে সময়ে অবস্থিতি করিতে হয়, যে ইন্দ্রিয় গণের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে মনুষ্যকে লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত হইবার পদে পদে সম্ভাবনা। আমরা ব্রাহ্ম আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, যে আমরা দেখিয়াছি, যে সময়ে জীবনে উপাসনার শিথিলতা ঘটিয়াছে, তখনই চরিত্রে গোলযোগ ঘটিয়া উঠিয়াছে। কার্য্যতঃ কেহ কিছু অন্যায় না করিলেই যে সুচরিত্র রহিলাম তাহা নহে, চরিত্রের বিকার অন্তরে ঘটে, অবস্থা ও সুযোগ উপস্থিত হইলেই উহা কার্য্যে পরিণত হয়। কুষ্মাণ্ডের অভ্যন্তর ভাগ অদৃশ্য রূপেই পচিয়া যায়, ভূতলে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেলেই লোকে তাহা দেখিতে পায়। সংক্রামক রোগ গ্রস্ত স্থানে অবস্থিতি করিয়া সুস্থ থাকিতে হইলে যেমন প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিবারক ঔষধ (preventive) খাইতে হয়, সেইরূপ দুর্নীতি ও পাপ প্রলোভন পূর্ণ জন সমাজে অবস্থিতি করিয়া চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে প্রতিদিন ভাব চিন্তা ও ধ্যান দ্বারা অন্তর পরিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ করিয়া লইতে হয়।

কেবল ইহাই নহে। কর্ষিত ভূমি ধান্য সুশস্য জন্মিয়া মূল দ্বারা মৃত্তিকা সমাচ্ছন্ন হইলে যেমন আর তাহাতে সহজে জঙ্গল জন্মিতে পারে না, প্রতিদিন ঈশ্বর প্রসঙ্গ ও ধ্যান দ্বারা

অন্তর ক্ষেত্রকে সৎ ও সাধুভাব দ্বারা পূর্ণ করিতে পারিলে, সাধুভাব ক্রমে অন্তরে বদ্ধমূল ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলে, ক্রমে ইন্দ্রিয়দিগেরও আত্মা আক্রমণ রূপ অত্যাচার তিরোহিত হইয়া যায়। সাধকেরা বলিয়াছেন "সাধুভাব দ্বারা অসাধুভাবকে পরাজিত কর।" এ কথার তাৎপর্য্য এ স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যের অসাধু ভাব বা কার্য্যকে যেমন সাধুভাব ও সৎকার্য্য দ্বারা পরাস্ত করা যায়, আপনার অন্তরেও সাধুভাব পোষণ করিয়া অসাধুভাব পরাজিত করিতে হয়। এই পথ ভিন্ন শুদ্ধ চরিত্র হইবার আর উপায় নাই। ঔষধ ভক্ষণ, অঙ্গচ্ছেদন অথবা অন্য কোন শারীরিক নিগ্রহে ইহা হইবার নহে।

সঙ্গীত আরও বলিতেছে ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে পরোপকারে আত্ম সমর্পণ করা চাই, এই পরোপকার সাধনই বৈরাগ্য সাধন। নচেৎ স্বপাকে ভক্ষণ, সংসার ত্যাগ অথবা নির্লজ্জ নগ্নতা ইত্যাদি বৈরাগ্য সাধন নহে। বাস্তব অনুরাগেই বৈরাগ্যের উৎপত্তি। যখন সাধক ঈশ্বর প্রেমে ও ভ্রাতৃভাবে উন্মত্ত হয়েন, যখন নরনারীর সেবা করিতে তাঁহার অনুরাগ জন্মে, তখনই ভোগ বিলাস ও অসার আমোদ প্রমোদে তাঁহার উপেক্ষা ও বিরাগ জন্মে। যেন তাঁহার হৃদয় সমাজের জন্য কাতর হয়, কিসে সমাজে ধর্ম্ম ও পুণ্য জয় লাভ করিবে তজ্জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা হয়। তখন আর তিনি ভাবের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে, ইতর আমোদ প্রমোদে মত্ত হইতে অথবা "আমি আমার" এই নীচ ভাব লইয়া সংসারে কীটের মত বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন না। ইহারই নাম বৈরাগ্য, বৈরাগ্য আর কিছুই নহে। অনুরাগ সাধন হইলেই বৈরাগ্যসাধন হয়। তাহাতেই সাধক বলিয়াছেন :—

"পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোহপি লভেৎ
তস্য তুচ্ছম্ সকলম্।"

বাস্তবিকও কথা এই; শত শত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি একবার স্বর্গীয় প্রেম অর্থাৎ ঈশ্বর প্রীতি ও নরনারীর প্রতি ভ্রাতৃভাব লাভ করা যায়, তাহা হইলেই ভূতলে আর সামান্য বিষয় সকলের উপেক্ষা জন্মে। তুমি আমি সংসারে যেরূপ মধ্যে মধ্যে সময়ের স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই, গৃহ সুখ লালসায় লালায়িত হই। শত শত লোক প্রতিনিয়ত যেরূপ ইতর আমোদ ও নীচ সুখের জন্য ধাবিত, অনুরাগী সাধক সেরূপ নহেন। যে কোন উন্নতি বা আনন্দে তিনি স্বয়ং উন্নত ও সুখী হইবেন, যাহাতে সমাজের সুখ বর্দ্ধিত হইবে, পাপ কুরুচি, অশান্তি ও অজ্ঞানতা হইতে সমাজ উদ্ধার পাইবে, তাহার দিকেই তাঁহার চিত্ত স্বতঃ ধাবিত হয়। চুম্বক দ্বারা মার্জ্জিত হইয়া লোহ যেমন চুম্বকের ধর্ম্মাক্রান্ত হয়, ঈশ্বর প্রেমে অনুরঞ্জিত হইয়া তাহারও সেই দশাই হয়। তাঁহার চিত্তদেব ভাবাপন্ন হইয়াছে তিনি পশু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনিই উন্নত লোকে অবস্থিতি করিয়া পৃথিবীতে ভূমানন্দ লাভ করিতেছেন।

অদ্যকার প্রসঙ্গ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অতএব ভ্রাতৃগণ আমরা এই স্থলেই সমাপ্তি করিতেছি। আমাদিগের জীবন যেন আদর্শ বিহীন হইয়া অপদার্থ হইয়া না যায়।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

আগ্রা।

মাঘোৎসব উপলক্ষে অত্র নগরে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। আগ্রার সহিত ভারতের ইতিহাস ও ভারতের উত্থান পতনের কাহিনী বহুল পরিমাণে সংসৃষ্ট এই জন্য বহুদিন দুঃখ করিয়াছি, এমন স্থানে ব্রাহ্মসমাজ তিষ্ঠে না। আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি যে, আগ্রা নগরে নিম্নলিখিত রূপে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতঃকালে ৭টার সময় উপাসনা। মধ্যাহ্নে ২০০ শত দীন দুঃখীকে আহার্য্য দান। প্রীতি ভোজন। হিন্দিতে ভজন। অপরাহ্নে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিষয়ে বক্তৃতা। এবং সায়ংকালে উপাসনা।

অনেক বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মুসলমান, ও খৃষ্টান উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

শিলি গুড়ি।

শিলি গুড়ি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু আনন্দচন্দ্র রায় তথাকার সাম্বৎসরিক উৎসবের নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন।

২৯এ মাঘ, বুধবার সন্ধ্যার সময় নিয়মিত উপাসনা হইয়াছিল।

৩০ শে মাঘ, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়, উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন, আত্ম জ্ঞান ও ঈশ্বর-উপাসনা এই বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট রূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। উপদেশ সকলের হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল।

১লা ফাল্গুন শুক্রবার সকালে দার্জ্জিলিং সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সময় হইতেই সমুদয়দিনের জন্য সকলের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হয়। বেলা ২ ঘটিকার সময় হইতে পুনরায় সঙ্গীত, প্রার্থনা এবং আলোচনা ক্রমান্বয়ে ৫টা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। জলপাইগুড়ি সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু আলোচনাতে বলিয়াছিলেন, যে আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিয়াছিলাম না, যে ভারতবর্ষীয় কি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ প্রদান করি, অনেক চিন্তা এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার পর এখন স্থির করিয়াছি, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ প্রদান করা কর্ত্তব্য, এবং সকল বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিতেছি, যে সকলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য প্রত্যেক দিন দয়াময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। এবং প্রত্যেক বন্ধু এই সমাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।

২রা ফাল্গুন শনিবার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন

মহাশয়, রেলওয়ে ষ্টেশনের নূতন ঘরে "একতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি।

উত্তর বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষ উক্ত সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন :—

এখানকার উৎসব ৫ই ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হইয়া ৭ই তারিখ শেষ হইয়াছে। ৫ই তারিখ অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় সম্পাদকের গৃহে ঈশ্বরোপাসনা হয় এবং সমাজের আচার্য্য বাবু কালীপ্রসন্ন বসু উপাসনা করেন।

৬ই তারিখ রবিবার প্রকৃত উৎসবের দিন। সৈদপুর এবং শিলিগুড়ি হইতে সমাগত ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ উৎসবে যোগ দান করেন। প্রাতে ৭টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। "মানব জীবনে ঈশ্বরের কৃপা" এই সম্বন্ধে উপদেশ করেন। ১॥ হইতে ২টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। স্থানীয় সমাজের আচার্য্য এই কার্য্য সম্পন্ন করেন। ২ হইতে ৩টা পর্য্যন্ত রামকুমার বাবু ধর্ম্মের জন্য নিহত লোকদিগের জীবনী পাঠ করেন। ৩টা হইতে ৪টা ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ে কথোপকথন। ৪টা হইতে ৫॥টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন। ৬॥টার সময় বহুলোক সমাগত হইলে সায়ংকালিক উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনার ভার রামকুমার বাবুর উপরে ছিল। তিনি "অনন্ত ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যের শান্তি নাই" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। উপাসনাও উপদেশ এত হৃদয় স্পর্শী হইয়াছিল যে সকলেই অত্যন্ত উপকৃত হইয়া গৃহে গমন করেন।

৭ই তারিখ সন্ধ্যা ৭টার সময় রামকুমার বাবু সংক্ষেপ প্রার্থনার পর বাগ্মীতা পূর্ণ ও হৃদয় উত্তেজক একটি বক্তৃতা করেন। "ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বর পূজা" এই বক্তৃতার বিষয় ছিল। এই দিন আমাদের উৎসব শেষ হয়।

উৎসবের পর প্রচারক মহাশয় দুই দিন এখানে ছিলেন এবং আচার্য্য ও সম্পাদকের গৃহে উপাসনা কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

সৈদপুর।

সৈদপুর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতেঃ ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। বাবু আশুতোষ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর ৩ ঘণ্টা কাল নগর কীর্ত্তন হয়। বাবু জানকীনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই দিন "ধর্ম্ম জীবনের মূল" এই বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা শ্রবণে বহুলোকে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছেন। সায়ংকালীন উপাসনা বাবু গোপীমোহন বন্দোপাধ্যায় সম্পন্ন করেন।

চটা মহেশ তলা।

চটামহেশতলা ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক উৎসব ১১ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী উপাসনার কার্য্য করেন। "অদৃশ্য ঈশ্বর মুক্তির উপায়" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

বরাহ নগর।

২৩শে ও ২৪শে ফাল্গুন বরাহনগর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে অনেক ব্রাহ্মিকাও ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত হইয়া শনিবার অপরাহ্ণে ও কেহ কেহ রবিবার প্রাতে বরাহ নগর গমন করেন। বালক বালিকার প্রফুল্ল মুখেও তাহাদের আমোদ কোলাহলে স্থানটি আনন্দ রবে পূর্ণ হইয়াছিল। শনিবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনা করেন। রাত্রিতে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে অনেকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

রবিবার প্রাতঃকালে উৎসব স্থানটি ব্রাহ্ম বালক বালিকা, যুবক যুবতী ও বৃদ্ধে পূর্ণ হইলে প্রায় ৮ ঘটিকার সময়ে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী সুসজ্জিত বেদীতে আরোহণ করিয়া উপাসনা আরম্ভ করেন। প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। যদু বাবু একটী সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে সকলের প্রীতি ভোজন হয়। বাবু শশীপদ বন্দোপাধ্যায় স্ত্রীপুত্র লইয়া সকলের আহারের তত্ত্বাবধান করেন এবং কলিকাতা হইতে আগত অনেক ব্রাহ্মিকা স্বীয় হস্তে আহার্য্য সামগ্রী রন্ধন করেন।

প্রায় ১॥ টার সময় বালক বালিকাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা ও সরল উপদেশ হয়। বালক বালিকাগণ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উৎসাহের সহিত সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করে। তৎপরে তাহারা একটী ক্ষুদ্র দল করিয়া নিশান হস্তে পল্লীর রাস্তায় গান করিতে করিতে বাহির হয়। পাড়ার মেয়েরা গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহাদের গান শ্রবণ করিতে আসিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রমজীবীদিগের সভা হয়। প্রায় ৫০। ৬০ জন সভ্য ঈশ্বরোপাসনা করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। বাবু শশীপদ বন্দোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। তৎপর বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র ও কালীশঙ্কর সুকুল তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ প্রদান করেন। অবশেষে শশীপদ বাবু তাহাদিগকে একটি সুন্দর সরস ও হৃদয় গ্রাহী উপদেশ দিয়া কার্য্য শেষ করেন। উপাসনার সময় সভ্যগণ উৎসাহে পূর্ণ হইয়া অতি সুন্দর গান করিয়াছিলেন। যে চেষ্টা ও অধ্যবসায় দ্বারা এ সভার সভ্যগণ এত উন্নত হইয়াছেন, সে চেষ্টা ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র প্রয়োগ হইলেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে।

রাত্রি ৭॥ টার সময় পুনরায় উপাসনা আরম্ভ হয়। বাবু কেদারনাথ রায় উপাসনা করেন। উপাসনা ও উপদেশ অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল। উপাসনান্তে পুনরায় প্রীতি ভোজন হয়। শ্রমজীবীসভার সভ্যগণকে সুন্দররূপে আহার করান হইয়াছিল।

কুড়িগ্রাম।

কোন মাননীয় মহিলা কুড়িগ্রাম উৎসবের নিম্নলিখিত পত্র খানি পাঠাইয়াছেন।

অত্র কুড়িগ্রামে গত তিন বৎসর যাবৎ করুণাময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে মাঘোৎসব অত্যাশ্চর্য্য রূপে সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। এবারও আমরা জগদীশ্বরের কৃপায় মাঘোৎসবে বিশেষ ভাবে আনন্দ লাভ করিয়াছি। এবার এখানে উৎসব এক দিন হইয়াছিল। উৎসবের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস মহাশয়ের বাসান্তে তাঁহার অন্তর্ব্বাটীর এক খানি গৃহ পুষ্পমালাও নানাবিধ ছবি এবং লাল বস্ত্রে অতি সুন্দররূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। ঐরূপ বহির্ব্বাটীতেও বাসা হইতে বাহির হওয়ার পথকে দুই ধারে কলার গাছ পুতিয়া তদুপরে চারিটী নিশান দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে "একমেবাদ্বিতীয়ং" "সত্যমেব জয়তে" "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম" "ওঁ তৎ সৎ" অঙ্কিত ছিল। উপাসনার কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ দাস মহাশয় করিয়াছিলেন।

১১ই মাঘ রবিবার ৬টার সময় ব্যগ্রতা সহকারে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে উৎসাহের সহিত সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ হইল। পরে—বেলা ৮টার সময় দুইটী ব্রাহ্মভ্রাতা নিয়া তিনি সপরিবারে উপাসনার গৃহে উপস্থিত হইয়া নিতান্ত দীনভাবে কার্য্যারম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ দুইটী সঙ্গীত হয়; তৎপর গভীরভাবে উদ্বোধন ও আরাধনার কার্য্যারম্ভ করিলেন। দয়াময় পিতা তাঁহার এক বৎসরের তৃষিত সন্ততিদিগকে প্রেমবারি বিতরণ করিয়া কৃতার্থ করিলেন, তাঁহারা আরাধনার সময় স্নেহময়ী জননীর রূপ রাশি দর্শন করিয়া আরাধনা শেষ করিলেন। তৎপর জননী ভিন্ন শিশুর সুখ শান্তি কোথায়, এই বলিয়া উপাচার্য্য মহাশয় সকলকে আহ্বান করিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন। ধ্যান ও সাধারণ প্রার্থনার পরে ব্যাকুলতা সহকারে আর একটী প্রার্থনা হয়; তদন্তর এই ভাবে একটী সার গর্ভ উপদেশ প্রদান করেন যে শুন ভাই, ভগ্নিগণ স্নেহময়ী জননী এবার আমাদিগকে স্বর্গীয় বেশ, ভূষা, দ্বারা অর্থাৎ প্রেম, ভক্তি, বিনয় ইত্যাদি দ্বারা সাজাইয়া সংসারে ছাড়িয়া দিবার জন্য ডাকিতেছেন। উপদেশ শ্রবণে সকলেই আনন্দিত হইয়া ছিলেন। আর একটী প্রার্থনা ও সুমধুর তানে কএকটী সংগীত হইয়া তখনকার কার্য্য শেষ হইল। আহারান্তে পুনরায় বেলা ২টার সময় আচার্য্য মহাশয় কেবল পরিবার সহ উপাসনার গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ তত্ত্ব-কৌমুদী হইতে একটী উপদেশ পাঠ করেন, তৎপর একটী সংগীত হইয়া ধ্যান এবং ব্যক্তিগত প্রার্থনা হইল। অপরাহ্নে ৬টার সময় সবান্ধবে মিলিত হইয়া ২।৩টী সঙ্কীর্ত্তন হইলে, ঐ সময়ে কয়েক জন হিন্দু ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে আনন্দিত হইয়াছিলেন। তার পরে উদ্বোধন আরম্ভ হয়। বাস্তব দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার পাপী, তাপী, ঘোর বিষয় জালে জড়িত সন্তানগণ এই বন্ধু বান্ধব-শূন্য স্থানে একাকী অবস্থিতি করে, সেই জন্য তাঁহার তিনি তাঁহার পুত্র, কন্যাদিগকে সন্তা সাগরে ডুবাইয়া আপনি ঐ পাপীদের পর্ণ কুটীর অধিকার করিয়া অত্যাশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। এইরূপে উদ্বোধন ও আরাধনা শেষ হইল। ঐ সময়ে ধ্যানে তাঁহার ক্ষুদ্র উপাসক মণ্ডলী শান্তি সুধাপান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অনন্তর আচার্য্য মহাশয় অদম্য উৎসাহের সহিত প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইয়া একটী সুললিত প্রার্থনা করিলেন।

গত ২ বৎসর যাবৎ স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণ দরিদ্রদিগকে দানার্থে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন; এবৎসর প্রায় ৩০ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত নাথাকার দরুণ যথা সময়ে দান হইতে পারে নাই। ১৮ মাঘ দানের দিন ঠিক হয়। এ বৎসর গত বৎসরের ন্যায় দরিদ্র লোক উপস্থিত হয় নাই বলিয়া; চাউল, পয়সা, বস্ত্র ইত্যাদি অর্দ্ধেকের ও অধিক রহিয়া গিয়াছে। দয়াময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি তাঁহার ঐ দান শীল সন্তানদিগকে কুশলে রাখেন। এবার যদিও আমাদিগের উৎসব এক দিন হয়, তথাপি আমরা এক বৎসরের বল এক দিনেই পাইয়াছি। বাস্তব তিনি এবার আমাদিগকে বড়ই সুখী করিয়াছেন। আমরা দেখিলাম যে তিনি তাঁহার দীন দুঃখী সন্তান গুলিকে পরিত্রাণ দিবার জন্য কত কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন। দয়াল পিতা তুমি তোমার এ দুঃখী, তাপী, দীন, হীন, সন্তানদিকে এই ভাবে চিরদিন রক্ষা করিও।

মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর হইতে এই পত্র খানি পাওয়া গিয়াছে।

বোধ হয় আপনার পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুত। এই সমাজকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় স্থাপন করেন। তিনি এ স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইলে, আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ইহার উন্নতি সাধনে কৃত সংকল্প হয়েন। তিনি মেদিনীপুরের মঙ্গল সাধনে তাঁহার জীবনের সমগ্র ভাগ অতিবাহিত করিয়াছেন। এমন কি মেদিনীপুরের জন্য তিনি সাংসারিক উন্নতির আশা একেবারে নষ্ট করিয়াছেন। মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার জীবনের প্রধান সামগ্রী। তিনি যখন এখানে ছিলেন তখন মেদিনীপুর বড় মধুময় স্থান ছিল। তাঁহার এই স্থান পরিত্যাগের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চরণ বসু মহাশয় এই সমাজের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হয়েন। এবং তিনিই এক্ষণে এই সমাজের সম্পাদক। তিনি ব্রাহ্মসমাজের একটী রত্ন স্বরূপ। তাঁহার অমায়িকতা, সরলতা গাম্ভীর্য্যে সকলেই সন্তুষ্ট।

এ বৎসর এই ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টত্রিংশত উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ মহোদয় এই উৎসব ক্রিয়া সম্পাদনার্থ এখানে আহূত হয়েন। তিনি ২৩এ মাঘ শুক্রবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় এখানে

উপস্থিত হয়েন। শনিবার বেলা ৩টার সময় অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে "চরিত্র গঠন" বিষয়ে তিনি একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তথায় কলেজস্থ সমুদায় ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কথা তাহাদিগের হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি এই প্রস্তাবের ভিতরে মৃত মহাত্মা থিওডর পার্কারের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া কি প্রকারে সংসারে চরিত্র গঠন ও চরিত্রকে কি প্রকারে ধর্ম্মধনে বিভূষিত করিতে হয় তাহা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই দিবস রাত্রে স্থানীয় সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অভয়চরণ বসু মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা করেন। ইনি এখানে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। তাঁহার পরিবার বর্গের মধ্যে যে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজ নিহিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পরম শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যহ এই পরিবার মধ্যে উপাসনা করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের উপাসনা এই পরিবার মধ্যে ধর্ম্মের প্রকৃত ছবি অঙ্কিত করিয়াছে।

২৫এ মাঘ। রবিবার এখানকার উৎসবের দিন। উৎসব প্রথমে প্রাতঃকাল ৭॥ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া ১০॥ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। "পাপ থাকিতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না" এই বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয় একটী সারগর্ভ সুমধুর উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে কি ব্রাহ্ম, কি হিন্দু সকলে আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরে ১॥ টার পর কর্ত্তব্য সাধিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল ঘোষ স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা বিষয়ে একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সভার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বসু মহাশয় ইহার পোষকতা করেন। শাস্ত্রী মহাশয় গুটীকতক আদর্শ সতীর জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া এটী উত্তম রূপে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত প্রায় ২২০ দরিদ্রকে সম্পাদক ও সভাগণ অর্থ বিতরণ করেন। ঈশ্বর যেন এই কর্ম্মটী সমুদয় ব্রাহ্ম সমাজের অনুকরণীয় করেন। এখানে এই দরিদ্রদিগকে দান ব্রাহ্মসমাজের প্রধান অঙ্গ। পুনরায় সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনা স্থানে অপর সাধারণ সকলে সমাগত হইয়াছিলেন। স্থানাভাবে অনেকে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বহির্দ্দেশে সন্তোষ মনে ছিলেন। রাত্রের উপদেশ এতদূর হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল, যে (আমি কি) অনেকে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। "ঈশ্বর মানবকে মুক্তি দিবেনই দিবেন" এই বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। একজন খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ প্রচারক উপাসনা স্থানে উপস্থিত ছিলেন।

২৬এ মাঘ সোমবার বৈকালে বহুসংখ্যক ছাত্র এবং বিদ্যালয়ের কয়েক জন শিক্ষক ও অন্যান্য অনেকগুলি সুশিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সকলেই শাস্ত্রী মহাশয়ের "চরিত্রের বল" এই বক্তৃতাটী শুনিয়া অত্যন্ত বিমোহিত হইয়াছিলেন। তিনি বক্তৃতাটীর একস্থানে একদিকে যখন সূত্রধরের পুত্র যীশুখ্রীষ্ট ও অপরদিকে সম্রাট কুলতিলক মহাবীর পরাক্রান্ত নেপোলিয়ন বোনাপার্টীর জীবন তুলনা করিয়া সকলকে জানাইলেন, যে ধর্ম্ম জীবন এ জগতে কতদূর আদরণীয়। তখন সকলে একেবারে স্তম্ভিত প্রায় হইয়াছিলেন। রাত্রি ৭ঘটিকার সময় অত্রত্য সমাজের জনৈক উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বসু মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক উপাসনা হয়। ইনি একজন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। উপাসনান্তে প্রীতি ভোজন হয়।

২৭এ মাঘ মঙ্গলবার। অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট কলেজের প্রধান শিক্ষক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য মহাশয়ের বাস ভবনে পারিবারিক উপাসনা হয়, গঙ্গাধর বাবু সাধু ও ধার্ম্মিক পুরুষ। তিনি অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। রাত্রিকালে এখানকার সাধারণ পুস্তকালয়ে শাস্ত্রী মহাশয় ইংরাজিতে "Our times and duties" বিষয়ে একটী সুন্দর জলন্ত উৎসাহ পূর্ণ মধুময় বক্তৃতা করেন। ইহাতে তাঁহার বাগ্মীতা ও সারবত্তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ে অনেক বিদ্বান ও পদস্থ লোক উপস্থিত ছিলেন।

২৮এ মাঘ বুধবার বৈকালে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনান্তে ব্রহ্ম মন্দির হইতে নগর সংকীর্ত্তন বহির্গত হয়। নগর সংকীর্ত্তন অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম সৃষ্টি। ইহাতে দেশবাসী কি ব্রাহ্ম, কি পৌত্তলিক সকলে উৎসাহের সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কেল্লার মাঠে প্রায় ৬০০।৭০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার হৃদয় ভেদী উৎসাহ পূর্ণ অগ্নিময় বক্তৃতা দ্বারা সকলের হৃদয় মন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তৎপরে সমাজে উপাসনা হয়। বুধবার এখানকার সমাজের দিন। শাস্ত্রী মহাশয় সেই দিবস কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকেরা তাঁহাকে আর ২।৩ দিন অধিক থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। তাঁহার প্রতি লোকে এতদূর আসক্ত হইয়াছিল, যে কেহ তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন নাই। তিনি সম্পাদক অভয় বাবুর বাটীতে বরাবর অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানকার লোকে তাঁহাকে এতদূর সমাদর করিয়াছিল ও তাঁহার মধুময় কথায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে সর্ব্বদাই সম্পাদক মহাশয়ের বাটী দুর্গোৎসব হইলে গৃহ যে প্রকার কোলাহলে পূর্ণ হইত তদ্রূপ কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছিল। এখানকার বড় বড় বিদ্বান, ও পদস্থ লোক পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন।

২৯ বৃহস্পতিবার সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে বৈকালে শাস্ত্রী মহাশয় ছাত্রদিগের সহিত কথোপকথন করেন।

২রা ফাল্গুন শনিবার রাত্রে এখানকার জজ আদালতের গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু বিপিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের বালকদিগকে ও অন্যান্য অনেকগুলি ভদ্রলোককে শিবনাথ শাস্ত্রীর সহিত কথোপকথনের জন্য স্কুল গৃহে আহ্বান করেন।

এই উপলক্ষে বিপিন বাবু নিজ ব্যয়ে প্রীতি ভোজন করাইয়াছিলেন। বিপিন বাবু শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বাবুর একজন প্রিয় ছাত্র। গুরুর অনেক গুণ ইঁহাতে আছে। ইঁহার হস্ত ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলার্থে সর্ব্বদা উন্মুক্ত।

৩রা ফাল্গুন রবিবার। গোপোৎসব আমাদিগের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই উৎসবের স্থাপয়িতা। প্রতি বৎসর সুস্নিগ্ধ বসন্তকালে এই উৎসব হইয়া থাকে। এখানকার প্রায় সমস্ত ভদ্রলোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসব ক্ষেত্রে প্রায় ৪০।৫০ জন ভদ্রলোক সমাগত ছিলেন। সেখানে আহারাদি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয়। সমাজের অনেক উপাচার্য্য শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের যত্নে প্রতি বৎসর সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এ বৎসর তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। দুর্গাচরণ বাবু ও তাঁহার জামাতা সেই কার্য্যভার স্বহস্তে লইয়া সমাধা করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় গোপগিরির উপর "ঈশ্বর চিরনূতন" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। বাস্তবিক উপদেশটী পরম সুন্দর হইয়াছিল। তিনি উপাসনার পূর্ব্বে ২।৩ মিনিটের মধ্যে একটী সুমিষ্ট গীত (গোপগিরিকে লক্ষ্য করিয়া) রচনা করেন। সংগীতটীতে শাস্ত্রী মহাশয় আত্মার প্রকৃত ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর উকীল বাবু রঘুনাথ দাস ও বাবু নীলমণি ধর মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের আগমনে যে সমূহ মঙ্গল হইয়াছে ও ধর্ম্মের ছবিতে মানবের হৃদয়ের প্রতিভা হইতেছে তজ্জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলেন। এবং অবকাশমতে যাহাতে তিনি এখানে সময় সময় আইসেন সেই অনুরোধ করিলেন।

সর্ব্ব সমক্ষে ব্রাহ্ম মণ্ডলীর হইয়া স্থানীয় সম্পাদক অভয় বাবু তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাইলেন এবং যাহাতে তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া ধর্ম্মের জ্যোতি বিকীর্ণ করেন তজ্জন্য অনুরোধ করিলেন।

ছাত্র সমাজ।

গত ২৫এ মাঘ হইতে ছাত্র সমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রথম সমাজে "জীবনের প্রকৃত ভিত্তি ভূমি" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক ভৌতিক সামাজিক অথবা রাজনৈতিক যে কোন কার্য্য করি, যদি তদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি না হয় তবে সকলই বৃথা। প্রবল স্রোতের মধ্যে যদি দৃঢ় রূপে পদ স্থাপন না করা যায়, তাহা হইলে যেমন মানুষকে ভাসিয়া যাইতে হয়, সেইরূপ যাহাদের জীবনের ভিত্তিভূমি ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নয়, তাহাদিগের চিরজীবন ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। কোন কার্য্য বিবেক ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া করিয়াছি কিনা তাহার একমাত্র পরীক্ষা এই যে, সে কার্য্য আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে কিনা? আমাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ও চেষ্টা এই হওয়া উচিত, যদ্দ্বারা ঈশ্বরের প্রেমে স্থাপিত হইতে, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মিলিত হইতে পারি, যাহা আমাদিগকে এই সম্বন্ধ হইতে চ্যুত করে, পাপ জানিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইলে সমুদয় সামাজিক জটিল প্রশ্ন সহজ হইয়া যায়। আমি তাহা করিতে পারি না, যাহাতে আমাকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। আমি সামাজিক কুনীতি দূরীকরণে এই জন্য অগ্রসর হই যে, তদ্দ্বারা আমার ঈশ্বর প্রেম বর্দ্ধিত হয় এবং ঈশ্বরের সহিত নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারি। নির্ম্মল অন্তঃকরণ ও নির্ম্মল বিবেক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতর সহায় আর কিছুই নাই। এ বৎসর মুক্তি, নীতি, সমাজ, নারীজাতি, অন্তঃপুর ও স্বদেশ এই বিষয়ে ক্রমান্বয়ে ছয়টি উপদেশ প্রদান করিবেন এই বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

৩রা ফাল্গুন ছাত্র সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুপস্থিতির জন্য পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বক্তৃতা হইতে পারে নাই। ঐ দিন পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী "ধর্ম্ম ও সমাজ" এই সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন।

১০ই ফাল্গুন ছাত্র সমাজের অধিবেশনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "মুক্তি" বিষয়ে উপদেশ দেন। তিনি বলেন "অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা জীবনের দুঃখ হইতে রক্ষা পাইলেই আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে যখন দুঃখ হইতে জীবরক্ষা পায় তখন মুক্তির প্রথম সোপানে পদবিক্ষেপ করে। মুক্তি কোন অভাব পদার্থ নয়। দুঃখ না থাকিলেই যে মুক্তি হইল তাহা নহে; কিন্তু মুক্তি প্রাপ্তির একটী প্রধান উপায় লাভ হইল। যখন আত্মা ঈশ্বরে বাস করে, তাঁহাতে বিচরণ করে ও তাঁহাতে আনন্দিত হয়, তখনই তাহার মুক্তি হয়। ঈশ্বরকে জানা, ভালবাসা, ও প্রাপ্ত হওয়া জীবনের লক্ষ্য এবং এই অবস্থা লাভ করাই মুক্তি।

১৭ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু মহাশয় ছাত্র সমাজের কার্য্য করেন এবং একটী সুন্দর কবিত্ব পূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। এই সমাজে দুইটী ব্রাহ্মিকা কুমারী উপস্থিত ছিলেন। আমরা আশা করি ব্রাহ্ম ছাত্রীগণ ও ছাত্র সমাজে যোগ দিলে উপকার লাভ করিবেন। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের উন্নতির জন্য অনেক উপায় আছে এবং তাহারা তাহা অবলম্বনও করিয়া থাকেন; কিন্তু ব্রাহ্ম কন্যাদিগের উন্নতির উপায় সুবিধা জনক নহে, অথচ যাহা আছে তাহাতে যোগ দিয়া ও উপকৃত হইতে পারিতেছেন না। ছাত্র সমাজে যে সমুদয় সরল উপদেশ হয় ব্রাহ্ম কুমারীদিগের সে উপদেশে অনেক শিক্ষা হইতে পারে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রায় ৬ মাস কাল কলিকাতা হইতে অনুপস্থিত থাকিবেন। এই কাল শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন বসু মহাশয় ছাত্র সমাজের কার্য্য চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ছাত্র জীবনের উপর আনন্দমোহন বাবুর যে প্রকার ক্ষমতা আছে, আমা-

দিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছাত্র সমাজ এবার তাঁহার উপদেশে অত্যন্ত উপকৃত হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বেহার প্রদেশের চম্পারণের ট্রিকোলা নীল কুঠীতে কয়েক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কর্ত্তৃক একটি উপাসনা সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। মতিহারী সমাজের আচার্য্য বাবু উমাচরণ ঘটক মহাশয় মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর বন্ধুদিগের সহায় হইয়া তাঁহাদিগের সদিচ্ছা পূর্ণ করুন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় পশ্চিম বঙ্গ, বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ যাত্রা করিবেন অনেক দিন হয় এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার পুত্রের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তিনি ঢাকা গমন করিয়াছেন। তথা হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াই তিনি প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন।

বিজয় বাবু ঢাকা নগরীতে কয়েক দিন হইল "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও কেশব বাবুর নববিধানে প্রভেদ কি?" এই বিষয়ে দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপী এক বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রায় ৪।৫ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। কেশব বাবু যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বহুদূরে গমন করিয়া ভারতের সহস্র উপধর্ম্মের মধ্যে আর একটি উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা শ্রোতাদিগকে বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মাঘোৎসবের অব্যবহিত পরেই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া জলপাইগুড়ি গমন করেন। তথা হইতে শিলিগুড়ি, সৈদপুর, রংপুর প্রভৃতি স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সিরাজগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন রংপুর গমন করিয়া তথায় বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয়ের পুত্রের নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতা হইতে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিবার জন্য গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় মান্দ্রাজ প্রদেশে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশে তিনি ছয় মাস কাল অবস্থিতি করিবেন, এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল পণ্ডিত শাস্ত্রী নিরাপদে সমুদ্র পথে মান্দ্রাজে উপনীত হইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার ভৃত্যকে কুশলে রাখুন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কুমিল্লা শাখা ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিনের পর অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে পুনরাবতরণ করিয়াছেন। আশা করি এবার হইতে সেই ব্যবস্থা হইবে, যাহাতে আর সমাজটি মৃতাবস্থায় পতিত না হয়।

অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে প্রায় ১৪ বৎসরের পর শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শান্তিপুর হইতে যে পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা আগামীতে মুদ্রিত হইবে। শান্তিপুরে আমরা দেখিয়াছি কয়েক জন অত্যন্ত উৎসাহী ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহারা যদি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে থাকেন, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শীঘ্রই শান্তিপুরে ধর্ম্মের আন্দোলন উত্থিত হইবে।

শান্তিপুরে দুইটি ব্রাহ্ম বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা, কৃষ্ণনগর ও বাঁশ আচড়া হইতে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। বাবু প্রাণনাথ মল্লিক তাঁহাদের যাতায়াতের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মগণ প্রাণনাথ বাবুর ভদ্রতাও আতিথ্যে পরম আপ্যায়িত হইয়াছেন। এই শুভ কার্য্যে প্রাণনাথ বাবু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কৃষ্ণনগর ব্রাহ্ম সমাজ ও শান্তিপুর ব্রাহ্ম সমাজে কিছু কিছু দান করিয়াছেন।

অল্পদিন হইল বিলাতের একটী সাহেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সাহায্যার্থে কিছু অর্থ আমাদের কোন বন্ধুর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে এইরূপ অযাচিত দানকে আমরা বহু মূল্যবান জ্ঞান করি। যাঁহারা সাত সমুদ্রের পারে তাঁহারা আমাদের দেশে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দান করেন, ইহা দেখিয়া আমাদের প্রাণে দিন দিন এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে এমন দিন শীঘ্র আসিতেছে যে দিনে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পৃথিবীতে কেবল সত্যেরই আদর করিতে লোকে শিক্ষা করিবে।

আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন;—"অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি অনিশ্চিত ভাবে ছিলাম; কিন্তু এখন একবারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আশ্রিত হইয়াছি * * * যে চাঁদা দিতাম তাহাও বন্ধ করিয়াছি; কেননা আমার এই সঙ্কল্প হইয়াছে যে আমার ক্ষুদ্র অর্থ সাহায্যের দ্বারা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজেরই সাহায্য করিব এবং ঐ সমুদয় চাঁদা বন্ধ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মিসন ফণ্ডে চাঁদা বৃদ্ধি করিয়া দিব এবং * * * তেও ক্ষুদ্র একটী মিসন ফণ্ড করিয়া তাহাতে চাঁদা দিব।" ঈশ্বর করুন ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মগণ যেন এইরূপ উৎসাহের সহিত জীবনে ও কার্য্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হন। বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের যেরূপ প্রবল বিঘ্ন সমুদয় আসিতেছে, তাহাতে প্রাণ না দিলে আর প্রাণ আকর্ষণ করা যাইবে না।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

অনেকের নিকট তত্ত্ব কৌমুদির দুই বৎসরের ও অধিক সময়ের মূল্য প্রাপ্য আছে। বার বার পত্র লিখিয়াও অনেকের নিকট হইতে উত্তর পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের এই অমনোযোগের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অত্যন্ত ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী মাত্রের নিকট বিনীত অনুরোধ যে তাঁহারা অতি সত্বর স্ব স্ব দেয় প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

তত্ত্বকৌমুদী কার্য্যাধ্যক্ষ।

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ২১শ সংখ্যা। | ১৬ই চৈত্র সোমবার, ১৮০২ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২। ০ মফস্বল ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০।

আজ বসন্তের পূর্ণচন্দ্র গগণে উদয় হইয়াছে। চন্দ্রমার বিমল কিরণে অনন্ত অনন্ত, অনন্ত আকাশ ভাসিয়া যাইতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল কিরণের বন্যায় সকল প্লাবিত হইতেছে। ধবল সৌধ ছবি রজত কিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে, মেদিনী আজ বিবাহ সজ্জায় ভুষিত হইয়াছেন। সুশ্যাম বৃক্ষের পত্রে পত্রে আজ ঘুমন্ত জ্যোৎস্না বিরাজ করিতেছে। ফুটন্ত কুসুমের সুসৌরভে দিগঙ্গনা আজ আপনা হারা হইয়াছে। অগণ্য তারকা রাজি, অনন্ত গগণ, জীবকুল ভারবাহী মেদিনী স্ফীত বক্ষ মহাসাগর আজ মহোৎসবে নৃত্য করিতেছে। প্রকৃতির আনন্দ বিপ্লব দর্শন করিয়া চন্দ্রমা আপনার লাবণ্যে আপনি মোহিত হইতেছেন। এমন আনন্দের দিনেও হায় বিষাদের কালিমা ঘুচিল না আজও কত স্থান অন্ধকারে আপনার বদন লুকায়িত রাখিয়াছে। পৃথিবী জ্যোৎস্নার তরঙ্গে ডুবিয়া গেল, নগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গলীর অন্ধকার আজ ঘুচিল না, অর্গল বদ্ধ গৃহের মধ্যে চন্দ্রমার বিমল রশ্মি প্রবেশ করিল না। রজত কিরণ প্রতিরোধ-কারী বৃক্ষ গুলির নিম্ন দেশে ঘন তামস তেমনি অপ্রতিহত রহিল।

যখন ব্রহ্মের কৃপা পবন বহিতে থাকে প্রেম-সাগরে তরঙ্গমালা নৃত্য করিতে থাকে, নরনারী আপনা ভুলিয়া সে সাগরে ডুবিয়া যায় যাহারা একবার ডুবিয়া যায়, ধন্য তাহারা এ সংসারে আর তাহাদের ফিরিতে হয় না। যখন ব্রহ্মের ইচ্ছাহয় ধর্ম্মের প্রবল আন্দোলনে দেশ টলমল করিতে থাকে, একটি তুমুল তুফান দেশের উপর দিয়া চলিয়া যায়। যাহারা প্রাণের অর্গল বদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে ব্রহ্মের শক্তি তাহাদের প্রাণে প্রবেশ করিতে পারে না। যাহারা আন্দোলনের তরঙ্গ হইতে দূরে পরিভ্রমণ করে, এমন পরিত্রাণের শুভ সময়েও তাহারা ব্রহ্ম-কৃপা হইতে বঞ্চিত থাকে।

পৃথিবীতে সচরাচর দেখিতে পাওয়াযায় কত লোকে দৃঢ় ভিত্তির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করে, যেন ঝড় তুফানে গৃহের হানি না হয়। কিন্তু যখন প্রবল ঝড় বহিতে থাকে, তখন কত সুদৃঢ় গৃহ ভূমিসাৎ হইয়া যায়। তুফানের সময় পাছে ঝড় গৃহে প্রবেশ করে, এজন্য কত লোকে গৃহদ্বার দৃঢ় অর্গলে আবদ্ধ করে। কিন্তু তুফানের প্রবল পরাক্রমে কত গৃহের কত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, গৃহস্থের বহু কালের সুরক্ষিত বিবিধ সজ্জায় ভূষিত গৃহ সামগ্রী কোথায় উড়িয়া যায়। যখন ব্রহ্মের শক্তি পৃথিবীতে পরিচালিত হয়, তখন যাহারা মনে করিয়াছিল পৃথিবীর সুখ, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব আর পরিত্যাগ করিবেন না তাহারাও সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, পাছে ধর্ম্মভাব প্রাণে প্রবেশ করিয়া উদাসীন করিয়া ফেলে, সংসারের সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করে, এই ভাবিয়া যাহারা ধর্ম্মের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিত না, তাহারা ও ঈশ্বরকে পাইবার জন্য দিবানিশি অনুতাপের অশ্রুজলে সিক্ত হয়; যাহারা চিরদিন পাপে তাপে মুমূর্ষ প্রায় হইয়া জীবন কাটাইতেছিল, ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে পরনিন্দায়, পরহিংসায় পৃথিবী কলঙ্কিত করিতেছিল, তাহারাও ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন করে; যাহারা অবিশ্বাসে পড়িয়া সংশয়ী হইয়াছিল, তাহারাও ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হয়।

যদি কেহ প্রশ্ন করে পৃথিবীতে সুন্দর কি? এক কথায় উত্তর হয় প্রস্ফুটিত পুষ্প ও শিশুর সরলতা মাখা মুখ মণ্ডল। এমন হতভাগ্য কে ফুল দেখিয়া যাহার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া না উঠে! এমন বিষাদ পুরিত কাহার জীবন, যাহার অন্তর শিশুর সুন্দরমুখখানি দেখিয়া স্নেহরসে আপ্লুত না হয়? হিন্দুরা ফুল দিয়া দেবতাকে অঞ্জলি প্রদান করে, ফুল পায়ে ঠেকিলে ললাটে স্পর্শ করিয়া পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করে। শিশু মধুর হাসি হাসিলে দস্যুর হস্তোত্থিত তরবারি পড়িয়া যায়। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্যের ও পবিত্রতার আধার পুষ্প, শান্তিও সরলতার আধার শিশুর নিষ্কলঙ্ক মুখ মণ্ডল। ঈশ্বরপ্রেমিক প্রস্ফুটিতপুষ্পটীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্রষ্টার রচনা কৌশল চিন্তা করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠেন "সুন্দরম্" হে আবার শিশুর চিন্তালেশ শূন্য, প্রীতিপূর্ণ পূর্ণ প্রার্থনার গুণে মুখ মণ্ডলের শোভা দেখিয়া দীর্ঘ স্থি থাকেন, "সে ব্যক্তি দিন কি মধুর! কি মধুর! সুখের কেন্দ্র কি পরিতাপের বিষয় কিছু আর কি তাহা ফিরিয়া পাই হইতেই অহঙ্কার অতর্কিত ভাবে করেন ফুল এবং শিশু এরিতে থাকে। আমি প্রকৃত ধর্ম্ম নিঃস্বার্থ ভাবে, পরের সুখেদিগের মধ্যে আমাদের সমান কে?

সুন্দর। আর শত্রু মিত্র না ভাবিয়া শিশু হাসে এজন্য শিশু সুন্দর। সুন্দর বলিলে যেমন শিশু ও পুষ্প মনে পড়ে, আর তেমন পৃথিবীতে কিছু নাই? কে ইহার উত্তর দিবে?

ভারত মরুতে প্রাণ জুড়াইবার কোন্ দৃশ্য আছে? ভারত শ্মশানে শান্তির চিত্র কি আছে? বিধাতার সৃষ্টিতে দেখিবার অনেক আছে কিন্তু কে দেখায়? উৎসাহ পূর্ণ যুবক এতদিন বাক্য সুধা দ্বারা তৃপ্ত করিতেছিল, সময়ে সে ফাঁকি দিয়া পলাইল; যুবকের উদ্যম পরিপূর্ণ বদন মণ্ডল দেখিয়া আশার দীপ জ্বলিতে ছিল, সে সময়ে তাহা ফুৎকারে নিভাইয়া দিল! তাই বলি নির্জীব ভারতে সুন্দর চিত্র কে দেখাইবে? কিন্তু একটি সুন্দর চিত্র দেখিয়াছি। তাহার বর্ণনা কি করিব? অন্তিম শয্যায় শায়িতা, নিস্পন্দ-দেহা, একটী দরিদ্রের কন্যা, আলুলায়িত কেশা, ভূলুণ্ঠিতা, শোকমগ্না জননী, রুগ্ন-শয্যা পার্শ্বে দীন নেত্রা, যুক্তকরে প্রার্থনা পরায়ণা অশ্রুসিক্তা একটী রমণী। স্তিমিত ভাবে প্রদীপ জ্বলিতেছে; ডাক্তার শেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন; মুখে কাহারও বাক্য নাই। রমণী ধীরে ধীরে উঠিয়া রুগ্নার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রুগ্না চক্ষু মেলিয়া চাহিল। রমণী কিছু আশা পাইলেন। পুনর্ব্বার ঔষধ দিলেন, ডুবন্ত নাড়ী জাগিয়া উঠিল। ডাক্তার আসিলেন ভরসা হইল। দিনে দিনে মুমূর্ষ কন্যা পরোপকারিণী রমণীর প্রতি সকৃতজ্ঞ চিত্তে চাহিয়া চাহিয়া উঠিয়া বসিল। জননীর মুখে রমণীর প্রশংসা ধরে না। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন "এ রমণীটী কে যাহার সেবায় আপনার কন্যা জীবন পাইল?" মাতা সোৎসুকে কহিলেন ব্রহ্ম জ্ঞানীদের বিধবা মেয়ে" রমণী সে স্থান হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। কি মধুর চিত্র! নিঃস্বার্থ উপকারের কি সুন্দর চিত্র; ব্রাহ্মিকা ভগিনি! আপনারা কে এরূপ হইতে চাহেন? নশ্বর জগতে নিঃস্বার্থ উপকারের অবিনশ্বর কীর্ত্তি কে রাখিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন? যিনি ইচ্ছা করেন এ মধুর চিত্রটী তাঁহাকে আর একবার দেখিতে অনুরোধ করি।

উত্তপ্ত বালুকা রাশিতে পূর্ণ মরু ভূমির মধ্যে যেমন উর্ব্বরা ভূমিখণ্ড শ্রান্ত পথিকের প্রাণে আরাম দেয়, প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্যে বিশাল-শাখ-বটবৃক্ষ যেমন সূর্য্য তাপে তাপিত পথিকের ক্লান্তি অপহরণ করে, এই ধর্ম্ম বিহীন ক্রিয়া কর্ম্মে নিরত, ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানে অনুরক্ত, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারে প্লাবিত; নানা প্রকার পাপে তাপে ক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত ভারতভূমিতে দূর দূর প্রদেশ-স্থিত এক একটী ব্রাহ্ম সমাজ তদ্রূপ অধর্ম্মও অবিশ্বাসের জ্বালায় নিপীড়িত, ধর্ম্মও সামাজিক অত্যাচারে অধীর প্রাণ, প্রকৃত ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হৃদয় মানবের শান্তি আরামও সুখের স্থান। মরুভূমির মধ্যস্থ উর্ব্বরা ভূমিরতোৎপন্ন বৃক্ষ গুলিকে মরুর নীরস প্রাণাপহারী বায়ুতে কত ক্লিষ্ট করে, তাহাদের সৌন্দর্য্য হরণ করিবার জন্য কত প্রয়াস পায়; কিন্তু যতদিন বৃক্ষগুলি উর্ব্বরা ভূমির রস গ্রহণ করিতে সমর্থ থাকে, ততদিন মরুর অগ্নিসম বায়ুর সহস্র ঝটিকা তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেলেও তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিতে কখনও সমর্থ হয় না। পৃথিবীর সহস্র প্রলোভন, সহস্র যন্ত্রণা ব্রাহ্মের মস্তকে পতিত হউক, ব্রাহ্মের প্রাণ নির্ভীক ও অটল থাকিবে, যতদিন তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণ পরমেশ্বর হইতে বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া আপনাকে অনুপ্রাণিত করেন। এক একটী ব্রাহ্মসমাজ বটবৃক্ষের ন্যায় বিশালশাখা প্রসারিত করিয়া পাপী তাপীদিগকে আহ্বান করিতেছে, কত লোক ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণ দগ্ধকারী দুঃখ শোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে; বিবেকের স্বাধীনতা, ইচ্ছার সরলতা রক্ষা করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতেছে। জীবনে প্রেম শান্তিও পবিত্রতা পাইয়া কৃতার্থ হইতেছে।

নগর ছাড়িয়া বাহিরে গমন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দুই চারিটি ব্রাহ্ম নিষ্ঠা, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্ম সমাজকে রক্ষা করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে প্রলোভন, পাপের বিভীষিকা; লোকের তর্জ্জন ও উৎপীড়ন, সংসারে নীরস শুষ্ক কঠোর বায়ু তাহাদিগের প্রাণকে বিপথে আকর্ষণ করিতেছে ঐ দুই চারিটি ব্রাহ্ম ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া, মান অপমান গ্রাহ্য না করিয়া দিন রাত্রি ব্রাহ্ম সমাজের জন্য খাটিতেছেন। যাহারা বড় সহরে থাকেন তাঁহারা তাঁহাদের ক্লেশ অনুভব করিতেও সমর্থ নন। এই পৌত্তলিকতাও কুসংস্কারের সর্ব্বভুক্ গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করা সামান্য বিশ্বাসও সামান্য বল বীর্য্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। ব্রাহ্ম সাধারণের সাহায্য হইতে সুদূরে অবস্থান করিয়া, অসহায় অবস্থায় থাকিতে থাকিতে আমাদের কতভ্রাতা শুষ্কপ্রাণ, হীণ সাহস ও বিশ্বাসবিহীন হইয়া পড়েন, তাহা ভাবিলে অশ্রুজল নিবারণ করা যায় না। যে সমুদয় বিদেশবাসী ব্রাহ্ম আশাও উদ্যমে পূর্ণ হইয়া ধর্ম্মের জন্য অবিশ্রান্ত খাটিতেছেন, তাঁহাদের মুখ দেখিয়া নিরাশ প্রাণে আশার উদ্রেক হয়, মৃত-জীবন পায় ঈশ্বর ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা অগণ্য করুন। আর যাহারা সাহায্য অভাবে ধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া পড়িতেছেন; তাঁহাদের জন্য প্রাণে বড় ক্লেশ হয়। পরস্পরের সাহায্যের অভাবে ভূমণ্ডলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, একের দুঃখে অন্যে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিবেন, একের অশ্রুজল অন্যে নিবারণ করিবেন, একের সুখ দুঃখের ভাগী অন্যে হইবেন; তবেই কোন সমাজের কল্যাণের আশা করা যাইতে পারে। অন্যান্য কারণের মধ্যে বিদেশস্থ অসহায় ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগের আধ্যাত্মিক সাহায্যের জন্য স্থানে স্থানে প্রচারকদিগের গমন আমরা প্রাণের সহিত ইচ্ছা করি। উৎসাহে উৎসাহ উদ্দীপন করে। অনন্ত উৎসাহে পরিপূর্ণ, গভীর বিশ্বাসী ও আত্মত্যাগী বিশ্বাসী

লোকের দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা জগতে প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের অধিপতি ব্রাহ্মদিগকে অটল বিশ্বাসীর দল করিয়া দিন।

রাজ্যলোভে দিশাহারা হইয়া লেডী ম্যাকবেথ গৃহাগত চিরোপকারী স্কটল্যাণ্ডের রাজা ডনকানকে হত্যা করিবার জন্য স্বামীকে উত্তেজিত করিয়াছেন। ম্যাকবেথ খড়্গাঘাতে ডনক্যানের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া বুদ্ধি হারা হইয়াছেন; খড়্গ যথা স্থানে স্থাপন না করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। লেডী ম্যাকবেথ বিপদ গণিয়া নিজ হস্তে রাজরক্তেকলঙ্কিত খড়্গ দ্বারা অনুচরদিগকে রঞ্জিত করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। হত্যা করিয়া পুরুষ ম্যাকবেথের মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াছে। নারী লেডীম্যাকবেথ অটল রহিলেন। স্বামীকে সাহস দিলেন জল আনিয়া হস্তের কলঙ্ক ধৌত কর, নরহত্যার ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে। মহাপাপ করিয়া ম্যাকবেথ মনের গ্লানিতে অনুশোচনার কশাঘাতে চিরজীবন উন্মত্ত রহিলেন, উন্মত্ত অবস্থায় তাঁহার প্রাণ গেল। লেডী ম্যাকবেথও রমণী, রমণীর প্রাণ কত স্থল অনুতাপের আঘাত সহ্য করিবে। পাপের অনুশোচনায় লেডী ম্যাকবেথের মস্তক বিকৃত হইয়াছে। সুখে আর তাঁহার নিদ্রা হয় না। নিদ্রা হইতে উঠিয়া স্বপ্নাবেশে আপনার মনের বিকৃত ভাব প্রকাশ করিতেছেন। কত ইচ্ছা করিতেছেন হস্তের রক্ত-কলঙ্ক বিদূরিত হয়, পাপের দুরপণেয় চিহ্ন চলিয়া যায়, কিন্তু হায় লেডী ম্যাকবেথ স্বপ্নাবেশে চারিদিকে রক্তের গন্ধ পাইতেছেন, আর খেদ করিতেছেন, হায় হায় আরব দেশের সমুদয় সুগন্ধিতেও এ হস্ত সুগন্ধ যুক্ত হইবে না। তিনি অবশেষে ভগ্ন হৃদয় হইয়া পাপের ভার সহিতে না পারিয়া অকালে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। বড় আশা করিয়াছিলেন স্বামীর সহিত রাজ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়া দিন কাটাইবেন কিন্তু জানিতেন না, পাপের সুতীক্ষ্ণ আঘাত আপনাদিগেরই মস্তক ছিন্ন করিবে। পাপ করিয়া কে সুখে দিন কাটাইতে সমর্থ হয় একবার পাপ করিয়া সহস্র প্রক্ষালন কর সে দাগ আর উঠিবে না—স্মৃতি চিরদিন সে পাপের কথা মনে জাগ্রত করিয়া তোমাকে দগ্ধ করিবে। ম্যাকবেথ বলিয়াছেন এ রক্ত চিহ্নে সমস্ত সমুদ্রের নীল জল রক্তাক্ত হইবে। হায়! পাপের যে দাগ তাহা আর কিসে যাইবে? পাপের যে স্মৃতি কিরূপে ভুলিব? এ পাপ লইয়া যেখানে চাই, তাহাই পাপময় হইয়া যায় কুসুমিত পুষ্পে, ক্ষুদ্র শিশুর মুখে, পবিত্র রমণী মুখমণ্ডলে পাপের ছায়া দর্শন করি। হে ঈশ্বর পাপের ত্রিসীমা হইতে রক্ষা কর।

যাহাদিগের ক্রোধ প্রবল তাহারা বিবাদের সময় অমনি প্রহার করিয়া বসে। কালাকাল বিচারের আর সময় পায় না। প্রজা বিদ্রোহী হইলে রাজা অমনি তাহাদিগকে সমূলে উৎপন্ন করেন, তাহাদের অসন্তোষের কারণ অবগত হইবার অপেক্ষা করেন না, প্রজা আপনার অপরাধ বুঝিয়া পুনরায় অনুরক্ত হয় কি না রাজা তাহা দেখিবার জন্য একটুও অপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মূল করেন। কিন্তু ঈশ্বরের [illegible] নহে। কোটি কোটি লোক তাঁহার বিদ্রোহী হয় ঈশ্বরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। কাহাকেও তিনি হঠাৎ বিনাশ করেন না। বহু সহ্য করিয়া অবশেষে ঈশ্বর দণ্ডবিধান করেন। মানুষ যখন শারীরিক নিয়ম সমুদয় লঙ্ঘন করেন, ঈশ্বর অমনি সামান্য ক্লেশের মধ্য দিয়া তাহাকে সাবধান করেন। মানুষ যখন প্রথম পাপে প্রবৃত্ত হয়, ঈশ্বর অমনি বিবেকের দংশনের মধ্য দিয়া তাহাকে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার আদেশ করেন। অল্প ক্লেশেও যখন মানুষ সাবধান না হয়, তখন শরীর মন ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মানুষ তখনও সাবধান হইলে রক্ষা পায় যখন কিছুতেই মানুষ সতর্ক হয় না তখনই তাহাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা হইতে কখনও বঞ্চিত হয় না। মানুষকে সৎপথে ফিরাইয়া আনাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

সাধন কণ্টক।

অনুতাপ ও ব্যাকুলতা ধর্ম্ম সাধনের প্রারম্ভ তদ্ভিন্ন ধর্ম্ম সাধনেই লোকের মতি জন্মে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে অনেকে আন্তরিক অকপট অনুতাপও ব্যাকুলতার সহিত সাধন আরম্ভ করিয়া ও অবশেষে কতকগুলি আধ্যাত্মিক রোগে পতিত হইয়া সাধনের ফল লাভে বঞ্চিত হন। ঐ সকল আধ্যাত্মিক রোগকেই এই প্রস্তাবে সাধন কণ্টক নামে নির্দ্দেশ করা হইবে।

সাধন পথের প্রথম বিঘ্ন ও প্রথম রোগ আধ্যাত্মিক অহঙ্কার। অনেক অসাবধান ও চিন্তা বিহীন সাধক এই রোগে পতিত হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। এই জন্য খৃষ্টীয়দিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে বলে পতনের অগ্রেই অহঙ্কার। প্রথম প্রথম অন্তরের ব্যাকুলতা বশতঃ মনুষ্য শিশুর ন্যায় সরলও বিনীত হইয়া ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। তখন তাঁহার প্রার্থনা কেমন সরল ও বিনয় পূর্ণ থাকে? সে ঈশ্বরের গৃহে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জানিয়া সকলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইবার ইচ্ছা করে; যাহার নিকট যে সদুপদেশটী লাভ করে তাহা হস্ত পাতিয়া আদরের সহিত গ্রহণ করে। সুতরাং সকল ঘটনাই তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায় হয়। এই ব্যাকুলতা পূর্ণ অন্তরে সে যে গ্রন্থ উদ্ঘাটন করে তাহার প্রত্যেক কথা যেন তাহারই জন্য লিখিত বোধ হয়। একদিকে ধর্ম্ম জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক গ্রন্থ এবং প্রত্যেক ঘটনা যেমন তাহার সহায় হয়, অপরদিকে তাহার সরলও ব্যাকুলতা পূর্ণ প্রার্থনার গুণে ঈশ্বরও তাহার অভাব পূর্ণ করিতে থাকেন, সে ব্যক্তি দিন দিন উন্নত হইতে থাকে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় কিছু দিন এই রূপে [illegible] না হইতেই অহঙ্কার অতর্কিত ভাবে অন্তরকে [illegible] করিতে থাকে। আমি প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন লাভ [illegible] দিগের মধ্যে আমাদের সমান কে?

আর সকলেই আমাদিগের অপেক্ষা হীন; অন্যেরা পাষণ্ড আমরাই বিশ্বাসী এবং ভক্ত। তখন এই সকল ভাব অন্তরে উদিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতার হ্রাস হইতে থাকে। আর মন শিশুর ন্যায় সরল ও বিনীত ভাবে সকলের পদানত হইতে চায় না; আর ভক্তি বিশ্বাস বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে হীন বলিয়া মনে হয় না, আর ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া সেরূপ উপকার হয় না। এই রূপ শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইলে, প্রার্থনা তৃষ্ণা বিহীন মৌখিক ব্যাপার মাত্র হইয়া পড়ে, এবং ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়।

সাধন পথের দ্বিতীয় রোগ আড়ম্বর প্রিয়তা। যাহাদের সূক্ষ্ম দর্শনের শক্তি নাই, তাহারা বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই আত্ম প্রতারিত হয়। সাধনের কতকগুলি বাহিরের ব্যাপার অবলম্বন করিয়া মনে করে, আমরা বাস্তবিক ধর্ম্মজগতে বড় অগ্রসর হইয়েছি। আমরা স্বপাকে আহার করিয়াছি, গৈরিক বসন পরিয়াছি, মৃগচর্ম্মে বসিয়াছি, নামমালা কণ্ঠে পরিয়াছি, আমরা যদি ভক্ত নই তবে ভক্ত কে? তাঁহারা এই গুলিকেই ধর্ম্ম মনে করেন, ধর্ম্ম যে অন্তরের বস্তু, চরিত্র ও জীবনের ব্যাপার তাহা বিস্মৃত হইয়া যান। এক ব্যক্তি যদি ৫ ঘণ্টা মৃগচর্ম্মে নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে, অথচ পরের কুৎসা করিয়া, মিথ্যা বলিতে সংকুচিত না হয়, যদি গৈরিক বসন পরিয়া ভিক্ষুক সাজে, অথচ পরস্ত্রীর প্রতি অপবিত্র দৃষ্টিপাত করিতে কুণ্ঠিত না হয়; যদি স্বপাকে যাবজ্জীবন আহার করে, অথচ সামান্য ঈর্ষ্যাকে অন্তর হইতে বিদায় করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে, যে, সে প্রকৃত ধর্ম্ম হইতে বহুদূরে আছে এসত্য আর তখন মনে থাকে না। ব্রাহ্মের পক্ষে আবার ধর্ম্ম কি? ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁহাকে লাভ করাই ধর্ম্ম। তাঁহাকে ছাড়িয়া যাহারা বাহিরের আড়ম্বর অবলম্বন করে, তাহারা সত্য সত্যই সার শস্য ছাড়িয়া তুষ আহার করিয়া থাকে। এই কারণেই বলি ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর প্রিয়তা একটী মহা রোগের মধ্যে।

সাধন পথের তৃতীয় বিঘ্ন ও তৃতীয় রোগ মহাপুরুষের আশ্রয়। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক চিন্তাবিহীন এবং দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক সাধনের ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া এক এক জন মহাপুরুষকে গুরু করিয়া বসে। স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম সাধন করিতে গেলে, অনেক অন্বেষণ করিতে হয়, অনেক চিন্তা করিতে হয়, অনেক সংশয়ের মীমাংসার চেষ্টা করিতে হয়। অনেকের অনেক কথার মর্ম্ম অবগত হইবার প্রয়াস পাইতে হয়। এত ক্লেশ তাহাদের প্রাণে সহ্য হয় না। তাঁহারা মনে করে চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া কোন একজন মহাজনের পশ্চাতে লগ্ন হইলে সহজে স্বর্গে যাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতে যে কি সর্ব্বনাশ হয়, আত্মবুদ্ধি ও চিন্তার অভাব বশতঃ তাহারা তাহা লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না। ইহাতে যে কি সর্ব্বনাশ হয় তাহা বাক্যে বর্ণন করা যায় না। মানব দুঃখের স্থান, এইরূপে একজন ব্যক্তির পদানত হয়, সেই গুলিকে বিবেকের দুর্গতি হইতে থাকে; আর স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবার শক্তি থাকে না; আর স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম্ম পথ অন্বেষণের আবশ্যকতা বা প্রবৃত্তি থাকে না; আর ধর্ম্ম জীবনের কোন কূট প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ব্যাকুলতা থাকে না; আর সংশয়াচ্ছন্ন ধর্ম্মপ্রাণে আলোক লাভের জন্য ব্যাকুলতা থাকে না। অলস লোকে যেমন কল্পতরুর প্রার্থনা করে, সেই সকল দুর্ব্বল লোকও তেমনি একজন গুরু বা কর্ত্তাকে কল্প তরু করিয়া তাঁহার মূলে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকে, ফলটী পড়িবে এবং কুড়াইয়া মুখে দিব। এই কারণে আমরা মহাপুরুষাশ্রয়কে সাধন পথের একটী প্রধান বিঘ্ন মনে করি। এবং যতই চিন্তা করিতেছি ততই এইরূপ মহাপুরুষাশ্রয়ের উপরে ঘৃণার উদয় হইতেছে।

উপরে সাধন পথের যে সকল বিঘ্ন উল্লিখিত হইল ব্রাহ্ম মাত্রেরই ঐগুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। একে ধর্ম্ম সাধন দুষ্কর কার্য্য, তাহাতে আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করা আরও দুষ্কর। এপথে অণুমাত্র অলস বা অসতর্ক হইলে পদ স্খলিত হইতে হয়। আমরা প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই স্বাধীন ও চিন্তাশীল হইতে অনুরোধ করি; জগতে সাধুরও অপ্রতুল নাই, সদগ্রন্থেরও অপ্রতুল নাই। যার চিন্তা আছে এবং ব্যাকুলতা আছে, সেই ব্যক্তিই সদুপদেশ গ্রহণে সমর্থ হয়, কেবল মহাজনের পশ্চাৎলগ্ন হইলে কি হইবে, নিজের দ্বারা সকলকে গ্রহণ করিতে হয়।

একটী সৎপরামর্শ।

ব্রাহ্ম সমাজে ধনীর সংখ্যা অতি অল্প; দিন আনে দিন খায়, এরূপ লোকের দ্বারাই ব্রাহ্ম সমাজ পরিপুষ্ট। সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া স্ত্রী পুত্রের ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিবেন, এরূপসাধ্য অনেকেরই নাই। পুত্র কন্যাকে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা দিবেন, উপযুক্ত রূপে লালন পালন করিবেন, অনেকে দরিদ্রতা বশতঃ এরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মও করিয়া উঠিতে পারেন না। সুতরাং যদি কোন ব্রাহ্ম কালগ্রাসে পতিত হন, তবে যে তাঁহার পরিবার অপার দুঃখ সাগরে পতিত হইয়া চারি দিক অন্ধকার দেখিবেন তাহা বিচিত্র নয়। ব্রাহ্মপরিবারের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে, ব্রাহ্ম সমাজের লোকবল ক্রমশঃই অধিক হইতেছে। সুতরাং এরূপ অবস্থা অনেক পরিবারের হওয়া সম্ভব যাহাদিগের একের অভাবে অশেষ দুর্গতিতে পড়িতে হইবে। ব্রাহ্ম সমাজ নিতান্ত দরিদ্র। এই সমুদয় দরিদ্র লোকে যে অপর দশ জনের ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। এমন অবস্থায় নিরাশ্রয় ও অসহায় ব্রাহ্ম পরিবারের গতি কি হইবে?

এই গুরুতর বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য আমরা কয়েকটী পরামর্শ প্রদান করিতেছি। সমাজের এই দারুণ দুঃখিতার ফল, যে পুরুষ যিনি তিনি দিবা রাত্রি পরি-

মর্থ হইয়া পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবেন. আর স্ত্রী যিনি তিনি সামান্য গৃহ কার্য্য করিয়া স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ ধ্বংস করিবেন। ঈশ্বর স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই খাটিয়া খাইবার জন্য হাত পা প্রদান করিয়াছেন, তবে পুরুষ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে আর স্ত্রী তাহা ব্যয় করিবেন ইহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। স্ত্রী স্বামীর জীবিত কালে তাহার গলগ্রহ হইয়া থাকিবেন আর মৃত্যু হইলে হাত পা খাটাইয়া পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইলেও সংসার শূন্য দেখিয়া কাঙ্গালিনী হইবেন, ইহা অপেক্ষা স্ত্রী জাতির কলঙ্কের বিষয় কি আছে? সত্য বটে আমাদের দেশে পুরুষদিগের প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিবার যেরূপ নানা প্রকার সুবিধা আছে, স্ত্রী জাতীর তাহার সহস্রাংশের একাংশও নাই। তথাপি আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, এই হীন দেশেও স্ত্রী জাতি আপনার উদর পূর্ত্তির জন্য যথেষ্ট অর্থ নানা উপায়ে উপার্জ্জন করিতে পারেন। কি কি উপায়ে গৃহে বসিয়া আমাদের অঙ্গনাগণ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব; আশা করি ব্রাহ্মও ব্রাহ্মিকা এই গুরুতর বিষয়টী কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন।

আমাদিগের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ রমণীদিগের দিনের কতক সময় গৃহ কার্য্যে প্রদান করিতে হয়, অবশিষ্টাংশ নিদ্রাতে বা বৃথা গল্পে কাটিয়া যায়। আমরা বোধ করি অন্ততঃ দিনের পাঁচ ঘণ্টা এইরূপ বৃথা কাজে ব্যয় হয়। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে যদি অন্ততঃ প্রতিদিন তিন ঘণ্টা কেহ সূচী কার্য্যে অর্থাৎ জামা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্য্য শিক্ষায় অথবা কাষ্ঠ খোদাই বা চিত্র কার্য্য শিক্ষায় ব্যয় করেন, তাহা হইলে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসারের অনেক ক্লেশ দূর করিতে পারেন, এবং এইরূপ সদ্বিষয়ে সময় যাপন করিয়া জীবনকে উন্নত করিতে পারেন।

অনেক রমণী বলিতে পারেন, আমাদের এ সব কাজ শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে কিন্তু শিখি কোথায়? যদি দশটী রমণীর এই সদিচ্ছা হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকে প্রায় দেড় টাকা ব্যয় করিয়া এক জন দরজিকে রাখিলে ৩।৪ মাসের মধ্যেই জামা ইত্যাদি কাটিতেও সেলাই করিতে শিখিতে পারেন। কাষ্ঠ খোদাই বা উডএনগ্রেবিং শিক্ষা করিবার সর্ব্বত্র সুবিধা নাই, কিন্তু কলিকাতায় অতি সহজে এবং সম্ভাবতঃ বিনা ব্যয়ে শিখিতে পারেন। আমরা জানি কয়েকজন ব্রাহ্ম সুন্দর রূপে উডএনগ্রেবিং করিতে পারেন। তাহাদিগের নিকট অতি সহজে ইহা শিক্ষা করা যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিলে, চিত্র ইত্যাদিও কলিকাতায় সহজে শিক্ষা হইতে পারে। যদি এত সহজে এ সব হইতে পারে, তবে ব্রাহ্মগণ কেন এতদিন পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত আছেন আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। নিজে চক্ষু মুদ্রিত করিলে পরিবারের দশা কি হইবে এ কথা যাহারা ভাবে, তাহারা কি এরূপ নিশ্চিন্ত ভাবে দিন কাটাইতে পারে।

আমরা জানি বিদেশও পল্লিগ্রাম হইতে অনেক বিধবা রমণী সমাজের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন ঐ সকল বিধবা রমণীর নিদারুণ ক্লেশ ও যন্ত্রণা দেখিয়া [illegible] ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু অর্থাভাবে মনের [illegible] বিলীন হইয়া যায়। তাহাদের দুর্গতি আর দূর করা হয় না। যদি কোন অবলা বান্ধব এই রূপ বিপন্ন রমণীগণের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করেন তবে আমরা এই পরামর্শ দি, যে একটী বাটী মধ্যে উক্ত রমণীদিগকে আশ্রয় দিন এবং তাহাদিগকে সূচী কার্য্যে, খোদাই ও চিত্র কার্য্য শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করুন। যদিও এই উপায়ে প্রথম দুই তিন মাস টাকা ব্যয় করিতে হইবে এবং আমরা আশা করি সে টাকা সংগ্রহ কঠিন হইবে না, কিন্তু তার পরই রমনীগণ আপনাদের ব্যয়ের উপযুক্ত অর্থ আপনারাই উপার্জ্জন করিতে পারিবেন এবং কিছুদিন পর বিচক্ষণ লোকের তত্ত্বাবধানে থাকিলে ইহা দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে নিঃস্বও আশ্রয় হীনা রমণীদিগের একটি আবাস গৃহ নির্ম্মাণ হইতে পারে এবং এইরূপ যত রমণী আসুন না কেন তাঁহার ভরণ পোষণের একটী উপযুক্ত উপায় হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে কোন দুরস্থ রমণী ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় লইলে দরিদ্র ব্রাহ্মগণ অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া ও তাহাদিগকে স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু এই রূপ রমণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদের সাধ্য কি, যে এত লোকের ব্যয়-ভার বহন করিতে পারেন? অতএব আমরা এই প্রস্তাব করিতেছি, যে ব্রাহ্মিকা দিগকে সূচী কার্য্য, খোদাই ও চিত্র প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষার জন্য শীঘ্র কোন বন্দোবস্ত করা হউক। এবং পর দুঃখ-কাতর কোন ব্রাহ্ম আপন পরিবার মধ্যে বিধবা রমণীদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকেও ঐ সব কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করুন। বঙ্গ মহিলা সমাজ ইচ্ছা করিলে এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারেন। উক্ত সমাজের সভ্য-দিগকে এই গুরুতর বিষয়টী বিবেচনা করিতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করিতেছি। সর্ব্ব স্থানীয় ব্রাহ্মগণও এই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখেন এই আমাদের বাসনা এবং ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণের জন্য যাহা উচিত মনে করেন, তাহা আমাদিগকে জানাইলে সকলের মধ্যে আন্দোলন উঠিতে পারে।

রাগিনী আলেয়া—তাল আড়া

মেদিনীপুর গোপগিরিতে রচিত।

গোপ গিরিরে একি শোভা দেখালি নির্জ্জনে।
দেখি নাই নয়নে।
সুরম্য তব কান্তারে; নির্জ্জন বন মাঝারে
প্রবাহিত স্রোতস্বতী সুমন্দগমনে॥
সুবসন্ত সমাগমে, সাজি নব আভরণে
প্রকৃতি খুলেছে যেন লজ্জাবগুণ্ঠনে।
তরু লতা ফল ফুলে, সাজি বায়ু ভরে দোলে
আনন্দে অধীর যেন সখার মিলনে॥

এবিচিত্র ছবি হেরে, ডুবিয়া তাব সাগরে
ফিরিতে পুনঃ সংসারে চাহে না এ মনে।
সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবে, থাকি হেথা এই ভাবে,
নয়ন উন্মিয়ে দেখি নয়ন রঞ্জনে।

সমুদ্র বক্ষে রচিত।

ধর ধৈর্য্য ধর অথবা এই বিশ্ব মাঝে—প্রুর
ওহে রত্নাকর, আজি এ সুন্দর, নিলয় বিশ্রান্তি হেরে
মোহিল নয়ন।

ডুবিনু বিস্ময়ে গল বস্ত্র হয়ে, ইচ্ছা হয় করি
তোমাকে বন্দন।

নীলে নীল ঢালি; পড়িছ উঠিছ, তরি অঙ্গে রঙ্গে আসিয়া লুটিছ; ফেণা ফুটে ফুটে, উভপাশে ছুটে, শুনিতে বিচিত্র গম্ভীর গর্জ্জন।

দেখিলে ভীষণ মুরতি তোমার, হয় যে প্রাণেতে ত্রাসের সঞ্চার, চৌদিকে খেলিছে অনন্ত বিস্তার, অট্ট অট্ট হাসে কাঁপায়ে ভুবন।

গভীর অপার তোমার মহিমা, ওহে সিন্ধুরাজ! কেবা করে সীমা, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, কিরূপ বাখানি, হারিল কল্পনা হারিল বচন।

ছোট বড় নাই এ বিষম স্থান, তুমি যারে মার নাহি তার ত্রাণ, নরের বিক্রম তৃণ খণ্ড সম, কুতূহলে তুমি কর নিবারণ।

বায়ু পদাঘাতে রোষ তুমি যবে, হুহুকার ছাড়ি নৃত্য কর তবে, ধাও বাহু তুলে অবনি মণ্ডলে, লক্ষ জীবে কর নিমেষে হরণ।

ও নীলাম্বু তলে কত নারী নরে, পুতিয়াছ সিন্ধু অকাল কবরে, মানব সংসারে, ভাইহে তোমারে, স্মরি কত ঘরে ঝরে দুনয়ন।

ঘরে যারা ছিল আশা পথ চেয়ে, কত যে কাঁদিল তত্ত্ব নাহি পেয়ে, তুমি হেসে হেসে গেলে দেশে দেশে, সেই সব অশ্রু না করি গণন।

যদি আমি আজ ডুবিহে অতলে, আমার বারতা কে দিবে সকলে, ঘোর আর্ত্তনাদে, গভীর বিষাদে, হইবে আঁধার আমার ভবন।

কিন্তু রত্নাকর মরিতেও হবে, মরিলেও জানি সকলে কাঁদিবে, মরি দুঃখ নাই, আশু যেন পাই, মঙ্গল ময়ের মঙ্গল চরণ।

তাঁরি কথা কর্ণে বলহে আমার, তাঁরি নাম প্রাণে করহ প্রচার, তাহারে পাইব, স্মরি হরে রব, প্রাণে মম সিন্ধু এই আকিঞ্চন।

বঙ্গমহিলা সমাজ।

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু, সভাপতি শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু ও শ্রীমতী কৈলাসকামিনী দত্ত সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। এ বৎসরের জন্য উক্ত সমাজ নিম্ন লিখিত কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়াছেন। ১ পুস্তকালয় বিস্তৃত করা। ২ শাস্ত্রপ্রণ ও বিশেষ বিজ্ঞান শিক্ষা। ৩ নীতি বিষয়ক প্রস্তাব প্রচার। ৪ দান ৫ জ্ঞান লাভের জন্য বিশেষ স্থান পরিদর্শন। ব্রাহ্মিকাসমাজ কমিটি বালক বালিকাদিগের জন্য একটি শ্রেণী খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাহাতে প্রাকৃতিক ইতিহাস ও নৈতিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। আমরা ব্রাহ্মিকাদিগের এই কার্য্য তৎপরতার সংবাদে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। নারীজাতি সমাজের মেরুদণ্ড তুল্য তাঁহারাই সমাজ স্থিতির মূল কারণ। নারীজীবনের গতি যে দিকে সমাজও সেই দিকে চলিয়া পড়ে। আশা করি ব্রাহ্মিকাগণ এই গুরুতর সত্য উপলব্ধি করিয়া আপনাদের গুরুতর ব্রত পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন। ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলামঙ্গল যে তাঁহাদের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, আশা করি তাঁহারা ইহা বিস্মৃত হইবেন না। বঙ্গমহিলা সমাজে ইতিমধ্যে সামাজিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২৫ জন ব্রাহ্মিকা উপস্থিত ছিলেন। ঐ উপলক্ষে প্রাণিপুঞ্জের ও উদ্ভিদ জীবনের সুন্দর সুন্দর আণুবীক্ষণিক দৃশ্য, প্রাণী-জগৎ-সুন্দর চিত্র ও বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য সমুদয় প্রদর্শিত হয়। ঐ দিন "আমাদিগের আহার্য্য সামগ্রী শস্য" এই সম্বন্ধে একটি মনোরম্য বক্তৃতা হইয়াছিল। উদ্ভিজ্জ বিষয়ে সুন্দর সুন্দর বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। বাঁশ হইতে কি প্রকারে কাপড় ও কাগজ প্রস্তুত হয় এবং ইক্ষু ও নারিকেল, সাগু ও তাল জাতীয় অন্যান্য বৃক্ষ হইতে কিরূপে প্রয়োজনীয় জিনিশ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাও সরল ভাষায় বর্ণিত হয়। পৃথিবীর প্রয়োজনীয় ঘটনার সংবাদ দেশ হিতকর ও লোক হিতকর অনেক বিষয় এই সভাতে বলা হয়। অবশেষে সঙ্গীত ও জল যোগের পর এই রমণীয়দিবসের কার্য্য শেষ হয়।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।

হরিনাভি।

গত ১৩ই মার্চ্চ হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত তথায় গমন করিয়াছিলেন। কোন সময়ে হরিনাভি সমাজ অনেক উন্নত লোকের সহায়তায় শ্রী সম্পন্ন ছিল, তাঁহারা সকলেই উচ্চতর কার্য্যে জীবন প্রদান করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ সমাজটির দিকে দৃষ্টি করিলে বড় ক্লেশ হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরের নাম করিয়া একবার চেষ্টা করুন পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে।

কোন্নগর।

১৫ই মার্চ্চ কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছে। কলিকাতা হইতে প্রায় এক শত ব্রাহ্ম নিমন্ত্রিত হইয়া উৎসবে যোগ দিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ধর্ম্ম যে জীবন ব্যাপী এবং

জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে যে, ধর্ম্মের [illegible] সংসারের কাজই করি কি ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন [illegible] রক্ষার জন্য আহারই করি, কি শয়ন করি, অথবা [illegible] ণের জন্য খাটিয়া খাটিয়া মরি, সকল বিষয়ই যে ধর্ম্মের অঙ্গ ইহা না বুঝিতে পারিয়াই লোকে সংসার হইতে ধর্ম্মকে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে এবং এই জন্যই যাঁহারা সংসারের কাজ কর্ম্ম করেন, তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের দ্বারা আর ধর্ম্ম রক্ষা হইল না। আর যাঁহারা ধ্যান ধারণায় ও তপস্যায় জীবন যাপন করেন তাঁহারা আপনাদিগকেই কেবল ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করেন। ঈশ্বর আমাদিগকে পৃথিবীর জীব করিয়া সৃজন করিয়াছেন। দিনের ২৪ ঘণ্টা পৃথিবীর কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, এমন অবস্থায় যদি মানুষ মনে করে, যে, সে সর্ব্বদাই পাপ কার্য্যে রত রহিয়াছে, তাহা হইলে মানুষের সমুদয় জীবন অবনত হইয়া যায়, মনুষ্য সমাজ হীন-নীতি হইয়া পড়ে। জীবনের সকল কার্য্যই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত যত দিন পর্য্যন্ত মানব সমাজে এই উচ্চ নীতি স্থান না পাইবে ততদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না, এই মর্ম্মে বিজয় বাবু একটি তেজস্বী উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশটি শ্রবণ করিয়া অনেকের মনে শুভ আন্দোলন উপস্থিত হয়।

অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অম্বিকাদেব কর্ত্তৃক গঙ্গাতীরে নব নির্ম্মিত একটি ঘাট প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকেই জানেন কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ গঙ্গাতীরে স্থাপিত। ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখস্থ গঙ্গাকুলে এই ঘাটটি নির্ম্মিত হইয়াছে। অপরাহ্নে গঙ্গার যে শোভা হয় তাহা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখেন নাই তাঁহারা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন না। নদী বক্ষে নৌকা গুলি পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, কোন কোনটি নীরবে ভাসিয়া চলিয়াছে। সুদূর পর পার বাসস্থি বৃক্ষলতায় রমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। এমন মনোহর সময়ে, এমন পরম সুন্দর স্থানে বহুলোক ঘাট প্রতিষ্ঠার জন্য সমবেত হইলেন। মহিলাগণও পার্শ্ববর্ত্তী একটি গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চারিদিকের এই পরম রমণীয়তার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। সকলে নিস্তব্ধ নীরব। কেবল গঙ্গার কুল কুল ধ্বনি ও বাসস্থিবিহঙ্গের সুমধুর স্বর সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। ব্রহ্মোপাসনা হইলে বিজয় বাবু দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করিলেন। প্রতিষ্ঠা পত্র অতি সুন্দর ভাবে পরিপূর্ণ, তাহাতে প্রতিষ্ঠাত্রীর উদার হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সে পত্র খানি আমাদের হস্তগত না হওয়ায় প্রকাশ করিয়া পাঠকদিগের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। ঘাট প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজে এই নূতন ব্যাপার, আমরা এই প্রথম ব্যাপারে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে প্রাণে বড় আনন্দ হইয়াছে।

ঘাট প্রতিষ্ঠার পরই কলিকাতার ব্রাহ্মগণ প্রত্যাবৃত্ত হন। রাত্রিতে আদি সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন।

শিবচন্দ্র বাবু এই উৎসব উপলক্ষে বহু সংখ্যক ব্রাহ্মকে বৎসর বৎসর একত্র করিয়া আদরের সহিত তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন। এইরূপ কার্য্যে পরস্পরের [illegible] পরিবারের ও এক সমাজের লোক তাহা বিশেষ রূপে উপলব্ধি করা যায়।

শিরাজগঞ্জ।

শিরাজগঞ্জ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বাবু রামলাল সাহা তথাকার উৎসবের নিম্ন লিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

গত ২৪এ ফাল্গুন শিরাজগঞ্জ ব্রাহ্ম সমাজের সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবোপলক্ষে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি এক সপ্তাহ কাল এখানে ছিলেন, তন্মধ্যে অত্রস্থ ইংরাজি স্কুল গৃহে তিনটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই সুখী হইয়াছিলেন। বক্তৃতার বিষয় "ঈশ্বরকে ডাকিব কেন, প্রকৃতি, এবং সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম"। উৎসবের দিবস পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে সমাজে যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উৎসবের দিন প্রাতঃকালে উপাসকগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে এথাকার বাসারিয়া পাড়ার রাস্তা প্রদক্ষিণ করত সমাজ গৃহে উপস্থিত হইয়া উপাসনাদি করিয়াছিলেন, তৎপর সন্ধ্যার পূর্ব্বে রীতিমত নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। তাহাতে এখানকার অনেক ভদ্রলোক যোগ দিয়াছিলেন। সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া সমাজের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া প্রচারক মহাশয় সাধারণ লোকদিগকে একটী উপদেশ দিয়াছিলেন। উৎসব দিবস মধ্যাহ্নে প্রায় ৩৫০ জন লোককে দধি চিড়া জলাহার করান হইয়াছিল। তৎপর আলোচনার সময় এথাকার এডিশনল ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত হওত আলোচনা এবং তর্ক বিতর্কাদি করিয়াছিলেন। দয়াময়ের ইচ্ছায় উৎসব কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রচারক মহাশয়ের সহিত আলোচনাদি করায় সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে। সমাজে তিন জন নূতন মেম্বর হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহার কৃপায় যেন আমরা ক্রমশই ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতে পারি।

রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজ।

রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক এই বিবরণ পাঠাইয়াছেন।

বিগত ১লা চৈত্র রবিবার হইতে চারিদিন রামপুর হাট ব্রাহ্ম সমাজের ৭ম সাম্বৎসরিক উৎসব অতীব আনন্দ ও উৎসাহের সহিত, সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা, মাহেশ, বর্দ্ধমান, জামালপুরও নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থান হইতে বন্ধুরা আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

রবিবার প্রাতে জামালপুর ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীযুক্ত বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় স্বাভাবিক মধুরকণ্ঠে ও ভক্তি উদ্দীপক সঙ্গীতে উপাসক ও দর্শক মণ্ডলীর হৃদয় এত আকৃষ্ট করিলেন, যে উদ্বোধন দ্বারা ঈশ্বরের আবির্ভাব অন্তরে অনুভূত করিবার অপেক্ষা রহিল না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমা-

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনান্তে—তাঁর নামেই হৃদয় মধুময় হয়। যদি না হয় তবে ঐ সব মন্দিরের উপর পতাকা, দূর হইতে বন্ধু বান্ধবের আগমন সকলই বৃথা। বাহিরের সকলই পড়িয়া থাকিবে। ব্রাহ্মের বাস্তবিক বাহিরের কিছুই নাই, কেবল উপলক্ষ মাত্র। সব অন্তরে। ব্রাহ্মএ সত্য বুঝিতে পারেন নাই। হিরণ্ময় কোষ মধ্যে তাহার উপাসনা। অন্তরের সাধনই যথার্থ সাধন। পুস্তক, বক্তৃতা, সমাজসংস্কারও আন্দোলন, জড় জগতের বস্তু, এখানেই পড়িয়া থাকিবে। প্রাণের নিগূঢ় প্রদেশে চির-কালের জন্য যদি কোন মন্দির, শাস্ত্র, গুরু পাইয়া থাকি, প্রেম ভক্তিতে তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবেই সার্থক নতুবা কিছুই হয় নাই। এই মর্ম্মে উপদেশ দেন। অপরাহ্নে সম্পাদকের ভবন হইতে প্রার্থনার পর ব্রাহ্মগণ বন্ধু বান্ধব, স্থানীয় ও অন্যান্য লোক সমেত কীর্ত্তন করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন পল্লী ও হাট দিয়া মন্দিরে আসিলেন। তৎপরে জামাল-পুর ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ঘোষ সামাজিক উপাসনা করিলেন।

২রা সোমবার প্রাতে মন্দির হইতে "উঠ জয় ব্রহ্ম বলে" সঙ্গীত গাইতে গাইতে হাটের মধ্য দিয়া সামান্য একটী নির্ঝরিণীর তীরবর্ত্তী জন কোলাহলের বাহিরে একটী নির্জ্জন আম্র কাননে উপাসকগণ ও কয়েকটি বন্ধু উপস্থিত হইলেন। সঙ্গীত, বায়ু হিল্লোল, চারিদিকের গাম্ভীর্য্য হৃদয়ে উপাসনার উদ্বোধন করিল। শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্র বাবুও সেই গাম্ভীর্য্যে যোগ দিয়া গম্ভীর স্বরে ও ভাবে উপাসনা করিলেন। তদ-নন্তর "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে প্রত্যাগত হইলেন। অপরাহ্নে নিকটবর্ত্তী দুইটী পল্লীগ্রামের মধ্যদিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে হাটের মধ্যে সকলে উপ-স্থিত হইলেন। নগেন্দ্র বাবু সুন্দর রূপে গল্প ও উপদেশ ছলে সাধারণের বোধগম্য "সংসার অনিত্য, মৃত্যু সম্মুখে, ঈশ্বরই সত্য, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, অত্যাচার যে না করে সেই সাধু।" এই কয়েকটী সত্যসমবেত সকলের অন্তরে দৃঢ় রূপে আঁকিয়া দিলেন।

৩রা মঙ্গলবার প্রাতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। পক্ষীর পক্ষোদ্ভেদ হইলেই যেমন সুখেরও সৌভাগ্যের অবস্থা প্রাপ্তি হয় ও সে সুখে উচ্চ আকাশে বিহার করে, মনুষ্যের অন্তরে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মানুরাগ পক্ষদ্বয় হইলেই তাহার চরম সুখ প্রাপ্তি হয়"—এই বিষয়ও, কিরূপে যথার্থ বৈরাগ্যও ব্রহ্মা-নুরাগ জন্মে, সেই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন। অপরাহ্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক পাঠও ব্যাখ্যা; উপাসক দিগের সারকথা ও সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা, সঙ্গীতে অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার পর উপাসনান্তে-প্রীতির অধিকারী বলিয়াই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা। সকল জীবকে, সকল মনুষ্যকে প্রেম নয়নে দেখিতে হইবে। প্রীতি স্বার্থপরতা, হিংসা সঙ্কীর্ণতা বিনষ্ট করিয়া মনুষ্যকে স্বর্গের উপযোগী করে এই মর্ম্মে শ্রদ্ধেয় উমেশ বাবু উপদেশ দেন।

৪ঠা অপরাহ্নে মন্দিরের প্রাঙ্গণে আগত প্রায় ১৫০ দুঃখী ও আতুরকে চাউল ও পয়সা ও তন্মধ্যস্থ বিশেষ উপ-যুক্ত প্রায় ৮০ জনকে বস্ত্রদান করা হইয়াছিল।

রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত চারিটী বিভাগ আছে। ১ম উপাসনা সমাজে প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর নিয়মিত রূপ উপাসনা হয়। ঐ বার প্রাতেও কয়েকটী উপাসক সম্মিলিত হইয়া মন্দিরে উপাসনা করেন। ইহা ব্যতীত আবশ্যক মত বিশেষ উপাসনাও হইয়া থাকে। ২য় সঙ্গত সভায় প্রতি শনিবার রাত্রে ধর্ম্মালোচনা হয়। অন্য বর্ষের ন্যায় গত বর্ষে ইহার প্রতি বিশেষ উৎসাহ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দেখা যায় নাই। ৩য় দাতব্য বিভাগ হইতে প্রতি রবিবার অন্যূন ৪০ জন দুঃখীকে কিছু কিছু চাউল দেওয়া হইয়াছে। ৪র্থ নৈশ বিদ্যালয়ে অন্যূন গড়ে ৫০ জন শ্রমজীবিকে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। ১ম শ্রেণীর ছাত্রেরা চারুপাঠ প্রথম ভাগ, বহুরাশিক, মানসাঙ্ক প্রভৃতি পড়ে।

ব্রাহ্মসমাজ

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের বাসায় বরিশাল ব্রাহ্মিকা সমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। উপাসনার কার্য্য শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার সম্পন্ন করেন। তিনি তদুপলক্ষে এমন একটি উপদেশ প্রদান করেন, যে উপস্থিত অনেকানেক শিক্ষিত লোকও তাহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া-ছিলেন। ঈশ্বরানুরাগেই যে মানুষের প্রকৃত সুখ ইহা সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দেন। উপদেশের শেষ ভাগে উপস্থিত ভদ্র লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে নারীজাতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া কেহ যেন ধর্ম্ম রাজ্যে অগ্রসর হইতে আকাঙ্ক্ষা না করেন। সমুদায় ব্রাহ্ম সমাজ এই মহি-লার ধর্ম্মভাবে ও উৎসাহে গৌরবান্বিত হইয়াছে। শ্রীমতী মনোরমা দেবীর সাধু দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মিকাগণের চক্ষু উন্মিলিত হওয়া কর্ত্তব্য। শিক্ষিতা, কত মহিলা আছেন। কই মনোরমা দেবীর মত ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য করিতে তো কাহাকেও দেখিতে পাই না। কলিকাতার ব্রাহ্মিকাগণ চেষ্টা করিলে ব্রাহ্ম সমাজের নূতন শ্রী বৃদ্ধি করিতে পারেন।

কতক দিন হইল পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ঢাকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আর শীঘ্র ঢাকা যাইতে পারিবেন না। প্রচারার্থ তিনি শীঘ্রই কলিকাতা হইতে বহির্গত হইবেন।

গত ৯ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-লয়ে "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানে প্রভেদ কি?" এই বিষয়ে দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী এক বাগ্মীতা পূর্ণ তেজস্বী বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। ৭০০ শতাধিক লোক স্তব্ধ প্রায় হইয়া বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নববিধান যে ব্রাহ্মধর্ম্ম নয়, নববিধানীদিগকে

ব্রাহ্ম বলিলে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের কলঙ্ক হয় ব[illegible] ইণ্ডিয়ান মিরার” হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত [illegible] বুঝাইয়া দেন। শ্রোতাগণও আনন্দ ধ্বনি দ্বারা বক্তার প্রকাশিত মতের প্রতিপোষকতা করিয়াছিলেন। সে দিন নব বিধানীদিগের কার্য্য কলাপের বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল কিন্তু দীর্ঘ সময়েও তাহাদিগের দূষণীয় মতের আলোচনা করা যাইতে পারে নাই। এই জন্য ১৬ই চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় উপাসনালয়ে “নব বিধানের গূঢ় রহস্য” এই বিষয়ে বিজয় বাবু আর একটি বক্তৃতা করিবেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রচারার্থ কলিকাতা হইতে রংপুরের দিকে গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উৎসাহের সহিত মান্দ্রাজ নগরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। তিনি তথায় কয়েক দিন পীড়িত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর কৃপায় শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই হয় সমাজ সংস্কার, না হয় ধর্ম্ম সংস্কার, না হয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত কিম্বা ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। সর্ব্বত্রই অত্যন্ত লোকের জনতা হইতেছে। হিন্দু সমাজে ভয়ানক আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছে, অনেকে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়াছেন কেহ কেহ এইবার সমাজ চ্যুত হইবেন। সহরের অপরাংশে শীঘ্রই আর একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তত্রত্য টাউন হলে “ভারতীয় সংস্কার কার্য্য” এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে রাজ নৈতিক সম্বন্ধে উদার মত প্রকাশিত হওয়ায় ইউরোপীয় মহলে ও আন্দোলন উঠিয়াছে। তিনি টাউন হলে “বঙ্গ সমাজে ইংরাজী শিক্ষার ফল” এই বিষয়ে আর একটি বক্তৃতা শীঘ্রই দিবেন। উত্তর সরকারের রাজ মহেন্দ্রী হইতে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার তাঁহার তথায় যাওয়ার কথা ছিল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত ২৭শে ফাল্গুন তারিখের অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে অনুরোধ করা হয়, যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কলিকাতাস্থ উপাসক মণ্ডলীর আচার্য্য নিয়োগের ভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উপর দেওয়া হয়। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা স্বয়ং অথবা স্থানীয় উপাসক মণ্ডলীর মত গ্রহণ পূর্ব্বক আচার্য্য নিয়োগ করিবেন। উক্ত দিবস উপযুক্ত সংখ্যক সভ্যের অভাবে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য অল্পক্ষণ চলিয়াই স্থগিত হইয়া যায়।

আগামী ১০ই এপ্রিল অধ্যক্ষ সভার প্রথম ত্রৈমাসিক সভা হইবে।

পাঠকগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন কালীঘাটে একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। আমাদের আনন্দের বিষয় এই যে উক্ত সমাজের সভ্যগণ পরম উৎসাহী লোক।

গত মাঘোৎসবের সময় শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের দিদী শাশুড়ী উপাসনালয়ের সাহায্যার্থ ৫০০শত টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত প্রাচীনা মহিলা অত্যন্ত ধর্ম্ম পরায়ণা। তিনি মাঘোৎসবের সময় একদিন ঈশ্বরের [illegible] শ্রবণ [illegible] জন্য উপাসনালয়ে আসিয়াছিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা স্থির করিয়াছেন যে প্রতি মাসের প্রথম সোমবার রাত্রিতে ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলন হইবে। তাহাতে ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণার্থ নানা প্রকার বিষয়ে কথোপকথন হইবে। পরস্পরের সহিত পরিচিত হওয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ জল যোগেরও ব্যবস্থা করা হইবে। এবং প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার রাত্রিতে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের ১৩ সংখ্যক ভবনে ব্রাহ্মগণ উপাসনার্থ মিলিত হইবেন। এক একজন এক এক দিন আচার্য্যের কার্য্য করিবেন; এই উপায়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির সুবিধা হইবে। এবং ব্রাহ্মগণ প্রকাশ্য উপাসনা কার্য্য শিক্ষা করিতে পারিবেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণানুসারে গত ২রা চৈত্র রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় ১৩ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে সামাজিক সম্মিলন হয়। অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্য স্থির হওয়ায় সমুদয়কে সংবাদ দেওয়ার সুবিধা হইয়াছিল না। তথাপি প্রায় ৫০ জন ব্রাহ্ম একত্রিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মগণ সে দিন মনের দ্বার খুলিয়া দিয়া পরস্পরের সহিত কথা বার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সকলেই সুখী হইয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগের মুখে তেমন আনন্দ, মন খুলিয়া তেমন আলাপ পরস্পরের প্রতি তেমন সৌহার্দ্দ্য আমরা বহু দিন দেখি নাই। প্রতি শুক্রবার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার নির্দ্ধারণানুসারে উপাসনা হইতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে এই সকল উপায় দ্বারা বিশ্বাসের পথে আকর্ষণ করুন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্নের সহায়তায় কিছুদিন হইল জলপাইগুড়ির অন্তর্গত দেবীগঞ্জে একটি ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ঈশ্বর তথাকার ব্রাহ্মদিগকে ধর্ম্ম বিশ্বাসে বলীয়ান করুন।

গত ছাত্র সমাজে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয় “ঈশ্বরের প্রেম” বিষয়ে একটি উপদেশ প্রদান করেন। বহু সংখ্যক ছাত্রে উপাসনালয় পূর্ণ হইয়াছিল। এই সমুদয় ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে পরস্পরের পরিচয় হইতে পারে তাহার উপায় করা ছাত্র সমাজের কর্ত্তব্য। নতুবা কেবল উপদেশ শুনিয়া গৃহে গমন করিলে, বাঞ্ছিত ফল লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয় নির্ম্মাণের সাহায্য প্রার্থনার জন্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় ঢাকা নগরে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র রায় ঈশ্বরচন্দ্র দাস ও গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁহাকে নানা উপায়ে সাহায্য করাতে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। নবাব আসানুল্লা ৩০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন ঢাকাস্থ আরো কেহ কেহ সাহায্য করিবেন এমন আশা আছে।

আমাদিগের উপাসনালয়ে বেঞ্চের অনেক অভাব রহিয়াছে প্রতিবার সিটি কালেজ হইতে বেঞ্চ আনা হয় তথাপি বহু লোককে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়, গ্রীষ্মকাল আসিয়াছে পাখার বন্দোবস্ত না থাকায় এত লোকের একত্রিত হইয়া

উপাসনা করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। সমাজে একটি হারমনিয়মের আশু প্রয়োজন। এ সমুদয় করিতে এক হাজার টাকার ন্যূনে হওয়ার সম্ভব নাই। এ টাকা না হইলে নয়, অথচ কাহার নিকট যাচ্ঞা করিব? ব্রাহ্মগণ গরিব, পরমেশ্বর! তুমি তাহাদিগের সহায় হও।

গত ৩০শে জানুয়ারী সৈদপুরস্থ শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু মহাশয়ের নব কুমারের জাত কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। ব্রাহ্মও হিন্দু অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আশু বাবুর অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তাঁহার পিতাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনেক বাধা দিয়াছিলেন, তথাপি অটল উৎসাহের সহিত বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শিলচার ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক লিখিয়াছেন যে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্ম যদি তথায় গমন করেন তাঁহাকে তাঁহারা নির্ব্বাহের জন্য মধ্য শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং তিনি স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিবেন। যদি কোন উৎসাহী যুবক ব্রাহ্ম এইরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন আমাদিগকে জানাইলে সুখী হইব।

সঙ্গত সভা।

১৭ই ফাল্গুন ৫২ ব্রা, সং রবিবার—

অদ্য সঙ্গতে "উপাসক মণ্ডলির পরস্পরের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত" এ সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত রূপ আলোচনা হয়। নিম্নলিখিত রূপে তাহার সার সংগ্রহ করা গেল।

দিক্ বিদিক্ হইতে বহু সংখ্যক উপনদী একের জল অন্যে ঢালিয়া একের সহিত অন্যে মিলিত হইয়া, পরে সিন্ধু বা গঙ্গার ন্যায় প্রবল ও নির্ম্মল প্রবাহে পরিগণিত হইয়া জগতের উপকার করিতে করিতে একই মহাসমুদ্রের দিকে ধাবিত এবং অপ্রহত গতিতে গিয়া তাহাতে পতিত হয়। কিন্তু একটী উপনদী একাকী প্রবাহিত হইলে অনেক সময় সাগর বা হ্রদ পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না এবং মরুর প্রান্তর গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। এক ঈশ্বরের উপাসকগণ ও এইরূপ নদী সমূহের ন্যায়। জল ইহাদের পরস্পরের সরল প্রাণ। মহাসাগর সেই পরব্রহ্ম। প্রভেদ এই যে নদীর প্রবাহ যতই প্রবল হউক না কেন কখনই চিরদিন বিনাশ না পাইয়া থাকিবেনা। কিন্তু ইহা অনন্তকালেও শেষ হইবার নয়। অথবা এক ঈশ্বরের উপাসক মণ্ডলিকে একটি শরীর বলা যাইতে পারে, প্রত্যেক উপাসক পৃথক পৃথক অঙ্গ এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই প্রাণ স্বরূপ। কিম্বা এক তীর্থের যাত্রী বা এক বিদ্যালয়ের ছাত্র বা এক পরিবারের লোক বলা যাইতে পারে। যখন যাত্রী তখন তীর্থ ব্রহ্ম। যখন ছাত্র তখন গুরু ব্রহ্ম। আর যখন এক পরিবারের লোক তখন পরিবারের কর্ত্তা ব্রহ্ম।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় বিগত ১ লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদীর প্রেরিত স্তম্ভে চাম্পারণস্থ সংবাদদাতা মতিহারি ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত যাহা লিখিয়াছেন পাঠ করিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। সমাজের সভ্যগণের সংখ্যা ও তাঁহাদের উৎসাহ ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে দেখিয়া, আমি সময়ে সময়ে প্রকাশ্য স্থলে বন্ধুবর্গ সমক্ষে যে সকল বিষয় আন্দোলন করিতাম পত্র প্রেরক তাহারি কিঞ্চিৎ ভাবান্তর করিয়া প্রশ্নাকারে সংবাদ পত্রে প্রকটিত করিয়াছেন।

পত্র প্রেরক বোধ হয় ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য এই শব্দে কেবল আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী পাঠ করিয়া দেখেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, যে প্রকৃত প্রস্তাবে আনুষ্ঠানিক না হইলেও অপরাপর আবশ্যকীয় গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাজের সদস্যরূপে পরিগণিত হইতে পারেন। এখানে এ সময়ে অন্যূন পাঁচজন সভ্য আছেন সমাজের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ইহার শুভোদ্দেশীগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ও আদরের সহিত চাঁদা দিয়া আসিতেছেন। মন্দির নির্ম্মাণার্থ অর্থ সংগ্রহ হইতেছে এবং তন্নিমিত্ত ৮০০ টাকা উঠিয়াছে। পত্রপ্রেরক বলেন "উপস্থিত ব্রাহ্ম ব্যতীত সংগৃহীত অর্থ কিরূপ ব্যবহৃত হইতেছে তাহা অপর কেহই অবগত নহেন ইত্যাদি" এই কথা বাস্তবিক নহে। কারণ আমি সরলান্তঃকরণের সহিত কত টাকা সঞ্চিত হইল পাত্রাপাত্র বিবেচনা রহিত হইয়া অত্রস্থ জন সমাজে ব্যক্ত করিয়া আসিতেছি। বাটী নির্ম্মাণাভিলাষীদিগের পক্ষে এক খণ্ড ভূমি লাভ করা যে কত আয়াস ও ব্যয়সাধ্য, তাহা বোধ হয় চাম্পারনস্থ সংবাদ দাতার অবিদিত নাই। উপযুক্ত ভূম্যাভাবে আমাদের অতি প্রিয় বস্তু মন্দিরটী প্রস্তুত হইতেছেনা তাহাও তিনি অজ্ঞাত নহেন। প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করাই যদি আমার কার্য্য হইত আজ তিন বৎসর কাল লাঞ্ছিত, অপমানিত ও তিরস্কৃত হইয়া, টাকা সংগ্রহ করা অপেক্ষা নিজ আফিসে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে অধিক নহে দুইটী মাত্র অলীক কথা ব্যয় করিলে যে প্রত্যেক বৎসর অতি সম্মানের সহিত (যাহা আমি হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করি) ইহার চতুর্গুণ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। আমার শিথিল উৎসাহ ও উদ্যম পুনরুদ্দীপক পত্রপ্রেরক মিত্রবৎ বলুন দেখি একথা কি অযথা? যাহাহউক তাঁহার প্রশ্ন চতুষ্টয়ের যথোচিত উত্তর নিম্নে দিলাম সম্পাদক মহাশয় প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

১। আপাততঃ একটী আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পরিবার ও তিনজন সদস্য আছেন এতদ্ভিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই এই সমাজের সহানুভূতি ও পরিপোষণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মসমাজ

বলিয়া অভিহিত হইতে পারে কি না পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন।

২। যখন ইহা সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে ও নিয়মানুসারে ইহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তখন ইহা সাধারণের অর্থানুকূল্য সাপেক্ষ, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ব্রাহ্মসমাজের নামে সাধারণের নিকট হইতে ব্যয় সংকুলনার্থ অর্থ সংগ্রহ করা অসঙ্গত হওয়া দূরে থাকুক, একজন সহৃদয় সভ্য মাসিক চাঁদা মাসে মাসে নিজে পাঠাইয়া থাকেন ও কয়েকজন দাতা শুভকর্ম্মের দান স্বরূপ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত দাতব্য বিভাগে অযাচিত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং অদ্যাবধি অন্যান্য দাতৃবর্গ নিঃসন্দেহে ও সাদরে অর্থের দ্বারা সমাজের সমস্ত কার্য্যের সাহায্য করিতেছেন। দাতৃবর্গের নিকট অর্থের হিসাব দিতে বাধ্য কি, না, এ প্রশ্নের উত্তর আর কি দিব। লেখক সৌজন্যতার অনুরোধ রাখিলে এ প্রশ্ন কখনই করিতেন না। কেন না যদি হিসাব দিতে বাধ্য না হইতাম তবে তিনি কি প্রকারে জানিতে পারিতেন যে ৬০০ টাকা মন্দির নির্ম্মাণার্থ সংগৃহীত হইয়াছে তিনি কি জানেন না যে আমি সরলভাবে এই সমাজের আয় ব্যয় স্থিতি সর্ব্বত্রই ব্যক্ত করিয়া থাকি। ভাল, তথাপি পাঠক বর্গের গোচরার্থে ও দাতৃবর্গের সন্তোষার্থে ইহার সম্পূর্ণ হিসাব অচিরাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে।

৩। সদস্যবর্গের মধ্যে কাহারো স্থানান্তরিত হওন বা কালগ্রাসে পতন মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তার শুভ ইচ্ছাধীন। যদি আমার সমস্ত প্রিয় জিনিষ অপেক্ষা এই প্রিয় মন্দিরটী নির্ম্মিত হয়, যদি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিয়া এই প্রিয় মন্দিরটী প্রতিষ্ঠা করিতে পারি, তবেই ইহার যথারীতি ট্রষ্টী নিয়োগ করা হইবে। নতুবা বাটী নির্ম্মাণোপযোগী ২২৬ টাকার উপাদান ক্রীত রহিল ও বক্রি টাকা সেভিংস ব্যাঙ্কে পাইবেন।

৪। যখন এই স্থলে ব্রাহ্ম সমাজ আছে। তখন সমাজের নামে যে পত্রিকা বিনা মূল্যে আসিতেছে ও যখন সমাজের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে তখন গ্রহণ করিবার আপত্তি কি, আমি স্বয়ং একখানি ঐ পত্রিকা গ্রহণ করিতাম এবং বিনা মূল্যে পত্রিকা লইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজকে ভারগ্রস্ত না করিয়া, আমার পত্রিকা দ্বারা সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয়ের সময়ে বরং এ প্রস্তাব আমিই করিয়াছিলাম কিন্তু আমি দৈবাৎ স্থানান্তরিত হইলে এই গরিব সমাজ তখন বিনা মূল্যে পত্র খানি পাছে না পান এই বলিয়া সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল, এই কথা কি অপ্রামাণিক এবং অতঃপর আমাদের কোন পরম হিতকারী মিত্র, সমাজে একখানি পত্রিকা আসিতেছে দেখিয়া আমাকে ঐ পত্রিকা লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং আমি সে শুভাকাঙ্ক্ষী মিত্রবরের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। একথা কি অপ্রামাণিক? অবস্থা বৈগুণ্য বশতঃ [illegible] মাস হইতে এই কাগজখানি লইতে [illegible] আমি সংবাদ-পত্র-পাঠ প্রিয় নই বলিয়া আমার পরম হিতকারী সুহৃদগণের দৈনিক ইংরাজী পত্র (Statesman) অনায়াস প্রাপ্য সত্বেও তাহা পাঠের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করি না, ভাল, একথাও কি অপ্রামাণিক? সমাজের সভ্যগণের ঔদাস্য ও আভ্যন্তরিক অবস্থা শোচনীয় দেখিয়া আমি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলাম যে যখন সমাজের এরূপ অবস্থা তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট হইতে বিনা মূল্যে যে কাগজ আসিতেছে তাহা লইবার অধিকার (তৎকালে আমার স্মরণ হয়—Privilege কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল) নাই। এ যে সভ্যদিগের [illegible] আমার আক্ষেপোক্তি—ভাল একথাও কি অপ্রামাণিক।

পরিশেষে নিবেদন পত্র প্রেরক অত্রস্থ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অযথা আক্রমণ দ্বারা বিশেষ উপকার করিয়াছেন—শুভাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী বন্ধু মাত্রেই বিশেষ উত্তেজিত হইয়া সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যগ্র ও যত্নশীল হইয়াছেন তজ্জন্য পত্র প্রেরক আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি উপহার গ্রহণ করুন।

শ্রীউমাচরণ ঘটক।

আমাদের পূর্ব্ব পত্র প্রেরক কেন শ্রদ্ধেয় উমাচরণ বাবুর বিরুদ্ধে অনর্থক কতকগুলি গ্লানি করিয়াছিলেন তাহা আমরা বুঝিতেছি না। যদি না জানিয়া গ্লানি করিয়া থাকেন আশা করি এই পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মনের সমুদয় সন্দেহ চলিয়া যাইবে। তং সং।

মহাশয়!

অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

বিগত ২৫শে মাঘ তারিখে নদীয়া জিলার অন্তঃপাতী মাজদিয়া (কৃষ্ণগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসন ও পোষ্ট আফিশ এই মাজদিয়াতে) গ্রামে একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার পর উপাসনা হইতেছে। প্রথমং অধিবেশন দিবসে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন ও একটি হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন। তাহার পর কয়েক সপ্তাহ বাবু হরিনাথ দাস মহাশয় ঐকার্য্য সম্পাদন করেন। প্রথম অধিবেশন দিবসে নিম্নলিখিত ভদ্রলোক গুলিন উপস্থিত ছিলেন।

বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
" রাখালদাস খাঁ।
" হরিনাথ দাস।
" নৃসিংহপ্রসাদ বাগ্‌চি।
" মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।
" ভগবতিচরণ মল্লিক।
" শ্রীধর গাঙ্গুলি।
" ভুবনমোহন বিশ্বাস।
" উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
এবং অন্য কয়েক জন ভদ্রলোক।

মাজদিয়া গ্রামটি যেরূপ ভদ্র লোকের বাসস্থল তাহাতে নরনারীর আত্মার উৎকর্ষ সাধন জন্য একটি ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্ব্বেই সংস্থাপিত হওয়া উচিত ছিল। এতদিনে শশিপদ বাবুর যত্নে এই অভাবটি পরিপূর্ণ হইল। ইহা আমাদিগের পরম সৌভাগ্য। যাহাতে সমাজটী স্থায়ী হইয়া অত্রস্থ সর্ব্ব সাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সাধিত হয় তজ্জন্য ধর্ম্মরাজ পরমেশ্বরের নিকট বিনীত প্রার্থনা। তিনি কৃপা করিয়া স্থানীয় লোকের ধর্ম্মোৎসাহ ও ধর্ম্মভাব পরিবর্দ্ধিত করুন ইহাই একান্ত কামনা।

[illegible] পরম শ্রদ্ধাস্পদ বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অত্রস্থানে আগমন করায় বাবু রাখাল দাস খাঁ মহাশয়ের বা[illegible] একটি বক্তৃতা করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, এবং তথায় তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ জন্য অনেকগুলি ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে ধর্ম্মের হীনতা ও অভাব এবং পুরাকালীন ঋষিদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহার বক্তৃতা যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল একথা বলা বাহুল্য। সময়ে সময়ে এরূপ সাধু লোকের সমাগম হইলে নর নারীর মনে ধর্ম্মভাব উত্তেজিত হইবার বিলক্ষণ আশা করা যায়।

একান্ত বশম্বদ
শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক।

গত ১৭ই ফাল্গুন শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন নিম্নলিখিত মহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন এবং নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমুদয় ধার্য্য হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ মল্লিক।
" " হরিচরণ পাল।
" " বীরেশ্বর প্রামাণিক।
" " হীরালাল প্রামাণিক।
" " কৃষ্ণকুমার মিত্র।
" " কালীশঙ্কর সুকুল।
" " কনকচন্দ্র শর্ম্মা।
" " নলিনীকান্ত রায়।
" " দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন।
" " অন্নদাচরণ সেন।
" " গগনচন্দ্র হোম।
" " কেশবচন্দ্র মল্লিক।
" " উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১ম প্রস্তাব। আজি প্রায় দেড় বৎসর হইল শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য বন্ধ আছে; এজন্য এখানকার আধ্যাত্মিক অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে, আমরা এই স্থানের এবং আমাদিগের উন্নতির জন্য পুনরায় শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য আরম্ভ করা উচিত মনে করিতেছি।

প্রস্তাবক বাবু প্রাণনাথ মল্লিক পোষক বাবু হরিচরণ পাল।

২য় প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর প্রামাণিক মহাশয়ের প্রতি এই সমাজের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া হউক।

প্রস্তাবক বাবু হীরালাল প্রামাণিক, পোষক বাবু হরিচরণ পাল।

৩য় প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ মল্লিক মহাশয়কে এই সমাজের সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু হরিচণ পাল মহামহাশয়কে সহকারী সম্পাদক করা হউক।

প্রস্তাবক বাবু হীরালাল প্রামানিক পোষক বাবু বীরেশ্বর প্রামানিক।

৪র্থ প্রস্তাব। শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনরায় কার্য্যারম্ভের বিষয় এই ব্রাহ্ম সমাজের অন্যান্য সভ্যদিগকে অবগত করা হয়।

প্রস্তাবক বাবু প্রাণনাথ মল্লিক পোষক বাবু বীরেশ্বর প্রামানিক।

বিজ্ঞাপন।

[illegible] by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93. Co[illegible] [illegible]rch 1881.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ২২শ সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, ১৮০৩ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ... মফস্বল ... প্রতি খণ্ড নগদ ...

কোন নাস্তিক চিকিৎসক এক ধর্ম্মোপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আপনি কি আত্মার পরিত্রাণের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন?" উপদেষ্টা বলিলেন "আত্মার পরিত্রাণের সাহায্য করাই উপদেশ প্রদানের উদ্দেশ্য।" নাস্তিক জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি কখনও আত্মা দেখিয়াছেন?" উপদেষ্টা বলিলেন "না।" "আত্মা কি কখনও শ্রবণ করিয়াছেন?" "না।" "কখনও কি আত্মার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন?" "না।" "কখনও কি আত্মার গন্ধ পাইয়াছেন?" "না।" "আত্মার অস্তিত্ব কি কখনও অনুভব করিয়াছেন?" উপদেষ্টা বলিলেন "হাঁ।" চিকিৎসক তখন বলিলেন "পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল একইন্দ্রিয় বলিতেছে যে আত্মা আছে। অতএব ইহার অস্তিত্বে সন্দেহ করাই উচিত।" তখন উপদেষ্টা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন "আপনি চিকিৎসক কখনও কি বেদনা দর্শন করিয়াছেন?" চিকিৎসক বলিলেন "না।" "বেদনা কখনও শ্রবণ করিয়াছেন?" "না"। "কখনও আস্বাদ করিয়াছেন?" "না"। "কখনও বেদনার গন্ধ পাইয়াছেন?" "না"। "বেদনা কখনও অনুভব করিয়াছেন?" চিকিৎসক উত্তর করিলেন "হাঁ"। উপদেষ্টা বলিয়া উঠিলেন পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চারিটি ইন্দ্রিয় বলিতেছে, বেদনা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। তথাপি আপনি বেদনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন—আমিও সেই রূপে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকি।" উপদেষ্টার যুক্তি পূর্ণ কথা শ্রবণ করিয়া নাস্তিক নিরুত্তর হইলেন এবং গম্যস্থলে চলিয়া গেলেন।

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজা রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু উইলিয়ম আড্যাম সাহেব ইংলণ্ডে প্রায় পঞ্চনবতি বৎসর বয়ঃক্রমে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট উইলিয়ম আড্যাম সাহেবের কথা অবিদিত নহে। আমরা নূতন প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত পুস্তক হইতে আড্যাম সাহেব সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। "এই সময় উইলিয়ম আড্যাম নামক একজন ত্রিত্ববাদী ব্যাপ্টিষ্ট খৃষ্টিয়ান মিসনরি ভারতবর্ষে আগমন করেন। রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার আলাপ হইলে তিনি তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। রামমোহন রায় খ্রীষ্টিয়ান না হইয়া, আড্যাম সাহেব তাহার মতে আসিলেন। তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পরমেশ্বরের ত্রিত্ব, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ ইত্যাদি মত বাইবেল বিরুদ্ধ। আড্যাম সাহেব রামমোহন রায়ের উপদেশে ইউনিটেরিয়ান হইলেন। চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আড্যাম সাহেবকে গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানেরা "Second fallen Adam," বলিতে লাগিলেন। অর্থাৎ সয়তানের প্রবোচনায় আড্যামের (প্রথম মনুষ্যের) যেমন পতন হয়, সেই রূপ রামমোহন রায়ের হাতে পড়িয়া দ্বিতীয় বার পতন হইল"।

"আড্যাম সাহেব বুদ্ধিমানও সরল লোক ছিলেন। মত পরিবর্ত্তনের পর তিনি বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত একেশ্বর বাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। হরকরা নামক সংবাদ পত্রের আফিস বাড়ির দ্বিতীয় তল গৃহে "ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি" (Unitarian Society) নামক এক সভা সংস্থাপন করিলেন। এই সভাতে ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টিয়ান দিগের মতানুসারে ঈশ্বরোপাসনা হইত। রাজা রামমোহন রায় এই সভাতে তাঁহার পুত্রগণ, কয়েকজন দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব এই দুই শিষ্য সমভিব্যাহারে গমন করিতেন। এক দিবস সভা ভঙ্গ হইলে তাঁহারা গৃহে গমন করিতেছেন এমন সময় তাঁহাকে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন যে, বিদেশীয়দিগের উপাসনা স্থলে আমাদের যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটী উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই কথাটি রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। এইরূপে আড্যাম সাহেবের ইউনিটেরিয়ান সভা হইতে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার সূচনা হইল।" পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের অপর এক স্থলে এইরূপ আছে। "আড্যাম সাহেব ট্রিনিটেরিয়ান খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইউনিটেরিয়ান মত অবলম্বন করাতে তিনি একেবারে জীবিকাচ্যুত হইয়া পড়েন। রামমোহন রায় তাঁহার কষ্ট নিবারণ ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন।"

আডাম সাহেব দেশীয় দিগের পরম বন্ধু ছিলেন। ইউরোপীয়ও দেশীয়দিগের মধ্যে সম্মিলন আবশ্যক বিবেচনায় কাশীপুরে তাঁহার বাটীতে তৎকালীন শিক্ষিত যুবকগণকে লইয়া সামাজিক সম্মিলন হইত। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অনেকে এই উপলক্ষে তথায় গমন করিতেন। আড্যাম সাহেব সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এ দেশে অবস্থিতি কালে তিনি "ইণ্ডিয়া গেজেট" নামক সংবাদ পত্র বিলক্ষণ দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত (Educational Beports) অত্যন্ত প্রসংশা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার প্রণীত An Enquiry into The Theories of History নামক গ্রন্থ তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এতদ্ভিন্ন তিনি বিলাতে রামমোহন রায়ের বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী সম্প্রতি এদেশে মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে রামমোহন রায় সংক্রান্ত কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। যদিও তিনি প্রথমে ট্রিনিটেরিয়ান খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইউনিটেরিয়ান মত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পরিশেষ উদার, অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম ধর্ম্মেরই আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিদ্ অধ্যাপক মনিয়ার ইউলিয়ামস্ কিছুদিন হইল গ্রেট ব্রিটেনও আয়র্লণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে "ভারতীয় একেশ্বর বাদী সংস্কারক" এই সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। বিলাতের সমুদায় প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রে এ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে যে সমুদয় একেশ্বর বাদ মত প্রচলিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়া বক্তা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেই অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছেন। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজকে কোন দিকে পরিচালিত করিয়াছেন এবং অবশেষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজই বা কোন দিকে সমাজকে লইয়া যাইতেছেন বক্তা বিশেষ রূপে তাহা বর্ণনা করেন। রামমোহন রায় সম্বন্ধে বক্তা বলিয়াছেন যে, তিনি সামাজিকও ধর্ম্ম সংস্কারক ছিলেন, স্ত্রীজাতিও সাধারণ লোকের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিতেন, ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিকের ন্যায় নৈতিক সংস্কারের বিশেষ সাহায্যকারী ছিলেন। এ প্রকার লোকের স্মৃতি কেবল যে ভারতবাসী যত্নের সহিত সঞ্চিত রাখিবে তাহা নহে; কিন্তু সমুদয় মানব জাতি চিরদিন হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে বক্তা বলিয়াছেন যে, তিনি স্পষ্ট দেখিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে তাহার জন্য সুশৃঙ্খল প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাকে ধর্ম্ম সমাজ রূপে পরিণত করিতে হইলে, ইহার বিধি মতে নিযুক্ত সভাপতি, আচার্য্য হওয়া উচিত, নির্দ্দিষ্ট উপাসনা প্রণালী এবং ধর্ম্ম বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান থাকা কর্ত্তব্য। তিনি নিজে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে তিনিই মৃত প্রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রাণদাতা। বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রাহ্ম সমাজে স্বাধীন চিন্তা ও বিশ্বাসানুযায়ী অনুষ্ঠান আনয়ন করেন এবং বাল্য-বিবাহ নিবারণ জন্য ও অন্যান্য সদুদ্দেশে ১৮৭২ সনের ৩ আইন প্রচলনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এবং বিস্তৃত রূপে উৎসাহের সহিত প্রচারের উপায় অবলম্বন করেন। অবশেষে বক্তা বলেন যে কেশব বাবুর নিকট অযথা আনুগত্য স্বীকারই ব্রাহ্মসমাজে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করিয়াছে। কেশব বাবু অসাধারণ পরিশ্রম, ক্লেশ ও উৎসাহের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণ করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি অতি প্রশংসার বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন না। যখন দুঃখ ক্লেশ পাইয়াছেন তখন সমাজের প্রকৃত মঙ্গল করিয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যই তাঁহার বিপদ আনিয়াছে। ভারতবর্ষের মত আর কোন স্থানেই ক্ষমতার এত পূজা হয় না,—তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে অমানুষিক সম্মান প্রদান করিতে আরম্ভ করিল,—তিনি ঐশ্বরিক সম্মান গ্রহণ করেন এপ্রকার অভিযুক্ত হইলেন। তিনি ইহা অস্বীকার করিলেন বটে; কিন্তু বাল্যকালের বৈষ্ণব শিক্ষায় তাঁহার আত্ম প্রাচুর্য্যতা জন্মিয়াছিল এবং স্বয়ং যে বিশেষ ভাবে ঐশ্বরিক দান প্রাপ্ত হন তাহা প্রকাশ করেন। "আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ" এই বক্তৃতায় যদিও মহাপুরুষত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি এমন সব গুণ আপনাতে আরোপ করিয়াছেন যাহা মহাপুরুষেই কেবল সম্ভব। তিনি বলিয়াছেন তাঁহার সমুদয় কার্য্যই ঈশ্বরাদেশে সম্পন্ন হয় এবং মানুষের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধবাদী হওয়া আর সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া একই কথা। কেশব বাবু যে ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে একাধিপতি ছিলেন তাহা নহে; কিন্তু সামাজিক সমুদয় কার্য্যের এক মাত্র পরিচালক ছিলেন। সমাজের কার্য্যের বিষয় কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য ছিল না। কেশবচন্দ্র সেন একাধারে বিসপ, প্রিষ্ট ও ডিকন ছিলেন। তিনি পোপ, তাঁহার নিষ্পত্তির পর আর আপীল নাই। কুচবেহার বিবাহে প্রকাশ পাইল যে সংস্কারক মহোদয় আপনার উন্নত মত সমূহ জলাঞ্জলি দিলেন; কেশব বাবু উত্তর দিলেন, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার হাত ছিল না। প্রাচীন মহম্মদের অনুকরণ করিয়া বলিলেন, ঈশ্বরাদেশেই এ কার্য্য হইয়াছে। আরো বলিলেন তিনি সামাজিক সংস্কারক নন। ইহার পর নানা অদ্ভুত কাণ্ড আরম্ভ হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "সাধারণ" এই নামে প্রকাশ করিতেছে যে, উদারতা ইহার লক্ষ্য। এই সমাজে কেশবচন্দ্র সেন বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ধর্ম্ম বিষয়ক প্রতিভাসম্পন্ন কোন একজন বিশেষ লোক নাই অথবা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বা রাজনারায়ণ বসুর মত একজন বিশেষ লেখক নাই। কিন্তু এ সমাজে বহু সংখ্যক

উপযুক্ত পরিচালক আছে, যাহাদিগের পরিষ্কার বুদ্ধি, উৎসাহ ও কার্য্য ক্ষমতা দ্বারা অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে।' এবং হয়ত, তাহাদিগের সমাজ ভারতবর্ষের পরিচালক পদ গ্রহণ করিবে।

নব বিধানীদিগের মত কি নূতন ?

নববিধানীগণ গৌরব করিয়া থাকেন, সকল দেশের সাধুদিগের বন্দনা তাঁহারাই পৃথিবীতে প্রথম প্রচলন করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর এক এক সম্প্রদায় এক এক জন মহাপুরুষের প্রতি ঐশ্বরিক ভক্তি দান করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের মহাপুরুষদিগকে সমভাবে কোন সম্প্রদায়ই ভক্তি করিতে পারে নাই। তাঁহারা যে যীশু খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক চৈতন্য প্রভৃতির ধ্যান ধারণা, তাঁহাদের রক্ত মাংস ভোজন, তাঁহাদের প্রসাদ ভক্ষণ করেন; কোরাণ বাইবেল ও ভগবদ্গীতা প্রভৃতিকে পুষ্প চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া সম্মান করেন এসমুদয় কাণ্ড ভারতবর্ষে আরও অভিনীত হইয়াছে। সুতরাং নববিধানীগণ এ বিষয় লইয়া আর কেন বৃথা গৌরব করেন। পাঠকদিগের পরিতৃপ্তির জন্য আমরা ১৭৭২ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে "রামবল্লভি দলের" বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ দেখিবেন নববিধানীদিগের নব প্রচলিত মত নূতন কি না ?

"এই সাম্প্রদায়িক লোকে তৎপ্রবর্ত্তক রামবল্লভকে শিব স্বরূপ স্বীকার করে, এবং প্রতি বৎসর শিব চতুর্দ্দশীর দিবসে পাঁচ ঘরা গ্রামে প্রবর্ত্তকের উদ্দেশে এক উৎসব করিয়া থাকে। ইহাঁরা সর্ব্ব শাস্ত্রকে সমান জ্ঞান ও সর্ব্ব শাস্ত্রোক্ত দেবতাদিগকে অভিন্ন বোধ করেন, অতএব ঐ উৎসব কালে কোরাণ, বাইবেল ও ভগবদ্গীতাও পাঠ হয়। সে স্থানে "পরম সত্য" নামে এক বেদী আছে, তথায় সর্ব্ব জাতীয় লোকেই একত্রিত হইয়া সর্ব্বশঙ্কর ভোজন করেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, ইহাঁরা খেচরান্ন ও গো মাংসাদি সকল দ্রব্যেরই ভোগ দিয়া থাকেন। যিশু খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও নানকের এক এক ভোগ হয়, এবং এক এক জন তত্তৎস্বরূপ হইয়া তদীয় ভোগ দ্রব্য ভক্ষণ করেন। "ইহাঁদের মতে সকলকে সমান জ্ঞান করিবেক, সকলের নিকট নম্রতা স্বীকার করিবেক ও পরস্পর প্রগাঢ় প্রণয় রাখিবেক, আর পর দ্রব্য এবং পরস্ত্রী স্পর্শ ও দর্শনও করিবেক না।"

"রামবল্লভদিগের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর! তোমার দাসের এই প্রার্থনা, যে উপরের লিখিত আজ্ঞা পালনে সকলে সক্ষম হয়, ইহাতে আপনকার যেমন ইচ্ছা তাহাই হউক।

"ইহাঁরদিগের মত প্রতিপাদক গান।

কালী কৃষ্ণ গড্ খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদির বিবাদ বিধা, তাতে নাহি টলোরে। মন কালি কালি গড্ খোদা বলোরে।"

নববিধানীগণ যেমন ঈষা, মুষা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক কবীর, দুর্গা, কালী প্রভৃতির নামে সঙ্গীত রচনা করিয়া নূপুর পায়ে নৃত্য করেন, রামবল্লভীগণও সেইরূপ কালী, কৃষ্ণ, গড্, খোদা বলিয়া আনন্দে সঙ্গীত ধ্বনি করিত। নববিধানীগণ যেমন ঈশা মুষা মহম্মদ প্রভৃতির বিশেষ ভাবে অর্চ্চনা করেন, রামবল্লভীগণও সেইরূপ মহম্মদের মৃত আত্মাকে গোমাংস এবং যীশুকে গো ও শূকর মাংস দ্বারা, কৃষ্ণ ঠাকুরের আত্মাকে খেচরান্ন দ্বারা ভোগ দিত। এবং ঈশ্বরকে কখনও কালী, কখনও কৃষ্ণ, কখনও গড্, কখনও বা খোদা নামে আহ্বান করিত, যেমন এখন নববিধানীগণ ঈশ্বরকে রক্ষাকালী, শীতলা, অভয়া, বরদা, রুদ্রাণী, মোহিনী, দুর্গা, কালী নামে আহ্বান করিতেছেন। তবে নববিধানীদিগের এ বিষয়ে নূতনত্ব নাই।

ব্রহ্মলাভ।

মানুষের যত প্রার্থনীয় বিষয় আছে, সমুদয়ের সার সংগ্রহ করিয়া একটী মাত্র কথাতে তাহা প্রকাশ করা যাইতে পারে। সে কথাটী "মুক্তি"। মানব জীবনের উদ্দেশ্য একটী মাত্র;—সে উদ্দেশ্যটী মুক্তি লাভ। মানুষের যত কার্য্য, সমস্তেরই লক্ষ্য এই একটী বিষয়। এ লক্ষ্য হইতে একটুকু এদিক্ ওদিক সরিলেই পাপের সম্ভাবনা। এই লক্ষ্য যাহার জীবনের লক্ষ্য নয় সেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট। এই মুক্তিরই পরিষ্কৃত অর্থ ব্রহ্মলাভ। ব্রহ্মলাভ ব্যতীত যদি মুক্তির অন্য কোন অর্থ করা হয়, তবে সে মুক্তি মানুষের অনন্ত জীবনের লক্ষ্য নয়। তাহাতে মানুষের কোন প্রয়োজনও নাই। মানবের অনন্ত পিপাসার পদার্থ সেই অনন্ত পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। এখন ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের নিকট একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। আমরা ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়াছি কি জন্য ? আমরা পৌত্তলিকতাকে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়াছি। আমাদের মতের উচ্চতা যত সম্ভবনীয় লাভ করিয়াছি। আমরা অভ্রান্ত শাস্ত্র, গুরু ও মধ্যবর্ত্তী কিছুই মানি না। আমরা সজনে ও নির্জ্জনে উপাসনা করিয়া থাকি। আমরা সকল প্রকার সৎকার্য্যে অকুণ্ঠিতভাবে যোগ দান করিতেছি। আমাদের নিয়মতন্ত্র সমাজ আছে। বহুতর সভা আছে। অনেক পত্রিকা আছে। আমরা নানা প্রকার উৎসব ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাতেই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইতেছে ? আমাদের অনন্ত জীবনের লক্ষ্য কি এই ? এই সকল ন্যায় সঙ্গত কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাই আমাদের কর্ত্তব্যের সীমা কি না ? এই আমাদের মানব জীবনের মূলোদ্দেশ্য কি না ? ইহাই জিজ্ঞাস্য। যদি ইহাই মূলোদ্দেশ্য হয়, যদি ইহাই মহামূল্য মানব জীবনের পক্ষে প্রচুর হয়, তবে ইহাকে মহামূল্য না বলিয়া অকিঞ্চিৎকর বলাই ভাল। তবে এই জীবনভার নিরর্থক বহন অপেক্ষা ত্যাগ করাই ভাল।

এই নির্ম্মল অনন্ত গগনের বক্ষঃ হইতে যদি ঐ অনন্ত সূর্য্য মণ্ডলটীকে নির্ব্বাপিত করিয়া দেওয়া হয়, যদি উহার চিহ্নটী প্রক্ষালিত করিয়া ফেলান হয়, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই বিশাল জগতের সমস্ত শোভা, তাৎপর্য্য ও কৌশল বিলুপ্ত হইবে। সমস্ত পদার্থ শ্রী ও অর্থ বিহীন হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এক মাত্র সূর্য্যের দ্বারাই এই মহান্ সৃষ্টি ব্যাপারের এত শোভা সৌন্দর্য্য, এত আনন্দদায়কতা ও এত মধুরতা! আমাদেরও জীবনের আকাশে, আত্মার ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য আছে। সে সূর্য্য স্বয়ং পরম ব্রহ্ম। এই পর ব্রহ্ম হৃদয়ে উদয় না হইলে ইঁহাকে প্রাণে লাভ না করিতে পারিলে আত্মার জীবনের এবং ব্যবহারের শোভা, সৌন্দর্য্য, সুগন্ধ এবং তাৎপর্য্য কিছুই রক্ষা পাইতে পারে না। আমরা ব্রহ্ম লাভ করিতে পারি নাই, তাই আমাদের কি আত্মার কি জীবনের কি কার্য্যের কিছুরই সৌন্দর্য্য নাই। এই ব্রহ্ম লাভের জন্য বহু চেষ্টা, বহু আগ্রহ ও সাধন চাই। যখন প্রবল বাধা আসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে অবরোধ করে তখনই সূর্য্যাস্ত হয়, তখনই আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পারি না কিন্তু বাস্তবিক সূর্য্য নিত্যকাল আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে। যখন বাধা দূরে যায় তখনই সূর্য্য দেখিতে পাই। আমাদের আধ্যাত্মিক সূর্য্যের-সেই ব্রহ্ম সূর্য্যের দর্শন পথেও প্রবল বাধা আছে। সেই বাধা আমাদের চির সঞ্চিত অভ্যস্ত ও নৈমিত্তিক পাপরাশি। যদিও এই বাধা অন্তর্হিত হইবার পক্ষে ব্রহ্মকৃপা, সেই ব্রহ্ম দত্ত বলই এক মাত্র প্রধান উপায় তথাপি আমাদেরও কিছু কর্ত্তব্য আছে। দ্বারও গবাক্ষ বন্ধ করিলে গৃহে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, কিন্তু দ্বারও গবাক্ষ খুলিয়া দিলেই গৃহ আলোকিত হয়। আলোক স্রোতঃ আসিয়া গৃহ প্রাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে থাকে। আমাদের হৃদয়ের সমস্ত গূঢ় দ্বারও গবাক্ষ খুলিয়া দিতে হইবে। মনের সকল পাপ, সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইবে। বহিরাবণ দ্বারা হৃদয়ের মলিনতা ও অন্ধকার লুক্কায়িত রাখিলে চলিবে না। সরল ভাবে প্রাণ খুলিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে। এই প্রার্থনার বলে সমস্ত বাধা অন্তর্হিত হইবে এবং ব্রহ্ম স্বয়ং আসিয়া কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে সমুত্থিত হইবেন। তিনি ব্যাকুল প্রাণের সরল প্রার্থনাকে কখনই নিষ্ফলে বিদায় দেন না। এখন সরলতার সাধন চাই। এই সরলতা পাইলেই প্রকৃত মুক্তির পথ পাইব এবং ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মলাভ দ্বারা জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইতে পারিব।

নববিধানের কুসংস্কার।

ভারতবর্ষে কতবার একেশ্বরবাদ প্রচলিত হইল কিন্তু এদেশের জল বায়ুর কোন দোষ আছে কি না জানি না, প্রতিবারই তাহা পৌত্তলিকতাতে পরিণত হইয়াছে। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্ম্ম সংস্কারকগণ ঈশ্বরের একত্ব ও ব্যক্তিত্ব স্থাপনের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন; রামানুজ, মাধব, বল্লভ ও চৈতন্য অনন্ত ব্যক্তি, ভাব ও রসাত্মে পরিপূর্ণ ঈশ্বরের ভাব দেশে প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সকলই পৌত্তলিকতার সর্ব্বভুক গ্রাসে কবলিত হইয়াছে। কোন কোন কুসংস্কার পূর্ণ মতের পরিপোষণ তাঁহাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে কবিরের জন্ম হয়। কবির প্রাণ দিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। তাহার পর শিখ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তয়িতা নানক জন্মগ্রহণ করেন। ইহঁারা উভয়ে এক ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ শিক্ষা দেন—ঈশ্বরকে বিষ্ণু বল বা কৃষ্ণ বল অথবা কোন দেশ প্রচলিত দেবতার নামে আহ্বান কর তাহাতে তাঁহাদের কোন আপত্তি ছিল না। হায়! এই এক ভ্রমে, দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, নানকের একেশ্বরবাদ আজ পৌত্তলিকতা সংসৃষ্ট হইয়াছে—সেই এক অপরাধে আজ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিখদিগের দরবারগৃহে পৌত্তলিক দেব দেবীর স্থান হইয়াছে। এই জন্য যদি কোন আপাতঃ মনোরম্য কুসংস্কার আমরা দর্শন করি আমাদের প্রাণ চমকিত হয়, আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অন্ধকার দর্শন করি—কুসংস্কারের বিন্দুমাত্র আবির্ভাব দেখিয়া ভীত হই। ভারতবর্ষ পৌত্তলিকতা প্রবণ দেশ। ৫০ বৎসর যাইতে যাইতেই, হায় এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়, ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বনাশের আয়োজন হইল—যাঁহারা রক্ষক তাঁহারাই জীবনহন্তারক হইলেন—যাঁহাদিগের সহায়তায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গৌরবান্বিত হইতেছিল, তাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিয়া আজ ধর্ম্ম লজ্জায় অবনত মুখ হইল। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম স্মরণ করিয়া, আমাদের কর্ত্তব্যের গুরুতর অবহেলা হইবে তাহা মনে করিয়া, যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে কুসংস্কারের জঞ্জাল মিশ্রিত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের প্রচলিত মতের দূষণীয়তা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলাম—সময় থাকিতে আমরা আমাদের কর্ত্তব্যে নিযুক্ত হইলাম। ঈশ্বরের মহিমা মহিমান্বিত করা যাঁহাদের লক্ষ্য—সমুদয় কুসংস্কার বিবর্জ্জিত পুণ্যালোকে শোভিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দ্বারা যাঁহারা নরনারীর বহু শতাব্দী প্রচলিত দুশ্ছেদ্য নিগড় ছিন্ন দেখিতে বাসনা করেন, দুর্ভাগিনী জন্মভূমির অনন্ত দুঃখ অপসারিত করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা কখনও প্রাণে বিন্দু মাত্র বল থাকিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিন্দুমাত্র কলঙ্ক নিশ্চিন্তমনে সহ্য করিবেন না। ভারতে যে উপায়ে অন্যান্য পৌত্তলিকতা অবতীর্ণ হইয়াছে, নববিধানীগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্মে সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। পাঠকগণ বিচার করিবেন তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বনাশ হইয়াছে কি না? আমরা নিজে মনঃ কল্পিত কিছু বলিব না, তাঁহাদের প্রচারিত পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথা প্রতিপন্ন করিব।

১। নিশান পূজা।

"সায়ংকালে আরতির সময় একটি নূতনবিধ ব্যাপার সমুপস্থিত হয়। সম্মুখে নববিধান অঙ্কিত পতাকা উত্তোলিত হয়, এবং তাহার নিম্নে বেদ, ললিতবিস্তার, বাইবেল, কোরাণ রক্ষিত হয়। প্রেমিকমণ্ডলী এই পতাকার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে; এবং হস্তে আলোক লইয়া আরতি এবং চামর

ব্যজন করেন। দৃশ্যটি অতি চমৎকার এবং গম্ভীর হইয়াছিল। এসময়ে আচার্য্য প্রেরিতগণকে স্বীকার করেন এবং কি প্রকারে সমুদয়ের সমন্বয় রক্ষা করিতে হইবে সংক্ষেপে তাহা বলেন। পরিশেষে একে একে সকলে পতাকা স্পর্শ করেন এবং সেই স্থলে ভূমিষ্ঠ হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করেন।" ইহার পর কয়েকজন দীক্ষিত হন, তৎপর "উপদেশান্তে আচার্য্য মহাশয় বলেন নববিধানে যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহারা পতাকা স্পর্শ করিয়া সহজে তাঁহাদিগের বিশ্বাস ব্যক্ত করুন। * * * পতাকা স্পর্শকারীগণ কেবল পতাকা স্পর্শ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, স্পর্শ, প্রণাম, কেহ কেহ আলিঙ্গন, চুম্বন করেন।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ফাল্গুন ১৮০২ শক ৪১ পৃষ্ঠা।

নগর সঙ্কীর্ত্তনের পর "কমল কুটীরের প্রাঙ্গণে ভক্তগণ উপস্থিত হইলে অট্টালিকার উপর হইতে ব্রাহ্মিকারা পুষ্পবৃষ্টি ও গোলাপজল বর্ষণ করিলেন। সেখানে ভক্তগণ অনেকক্ষণ গান ও নৃত্য করেন। আর্য্য-নারী সমাজের সভ্যেরা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া দীপহস্তে আলুলায়িত কেশে একটী নূতন গান গাহিয়া নববিধানের পতাকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বরণ করিয়াছিলেন।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ফাল্গুন ১৮০২ শক ৪৫ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ দেখিবেন নিশানের আরতি, চামর ব্যজন, স্পর্শন চুম্বন, প্রণাম ও বরণ সকলই হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ! বল ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কি এই লক্ষণ? দোলের হুলির পর যখন গোপাল ঠাকুর ঘরে আসেন, তখন কুল-কন্যারা এইরূপে ঠাকুরকে বরণ করেন। ব্রাহ্মসমাজ কি নূতন গোপাল না পাইলে বাঁচে না? নব বিধানের নূতনের মধ্যে আমরা এই এক নূতন দেখিয়াছি এবং ঘৃণাও লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়াছি।

২। সাধুর রক্ত মাংস ভোজন।

"গত বৃহস্পতিবার হইতে তিন দিনের জন্য সাধুর রক্ত মাংস ভোজনের ব্রত অবলম্বিত হইয়াছে।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ফাল্গুন ১৮০২শক ৪৮ পৃষ্ঠা।

নূতন বিধানে কি কি নূতন বলিতে গিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব বলেন "প্রেরিত পুরুষ ও মহর্ষিদিগকে ভোজন নূতন।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৮০২ শক ৭১ পৃষ্ঠা।

এ বিষয়টি কি প্রকার কুসংস্কার পূর্ণ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া আমরা পাঠকদিগের জ্ঞান বুদ্ধির অবমাননা করিতে চাই না। নববিধানীগণ অন্নকে খৃষ্টের মাংস এবং জলকে রক্ত মনে করিয়া ভোজন করিতেছেন।

৩। মাথা নেড়াও দরিদ্র ব্রত এবং ভেক গ্রহণ।

"৩রা চৈত্র মঙ্গলবার বসন্ত পূর্ণিমা ও শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উৎসব হয়। তৎপূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নে আচার্য্য মহাশয় মস্তক মুণ্ডন করেন। উৎসবের দিন প্রাতে প্রচারক কর্ম্মচারী ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রেরিতদিগের পদ প্রক্ষালনও উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় পা মুছাইয়া দেন **। তৎপর আচার্য্য মহাশয় গৌরিক বস্ত্রের আলখাল্লা পরিয়া বেদীর আসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাদেশ কপোত অবতীর্ণ হউক বলিয়া উদ্বোধন ও যথারীতি আরাধনা, ধ্যান করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর পরিধেয় বসন ছিন্ন করিয়া কৌপিন আকারে পরেন এবং ভিক্ষার ঝুলি কক্ষেও দণ্ড হস্তে ধারণ করেন, ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র, লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের প্রদত্ত তণ্ডুল হইতে তাঁহাকে ভিক্ষা দেন। পরে উপাধ্যায় নববিধানের প্রেরিত মেডল আচার্য্য মহাশয়ের গলে পরাইয়া দিলেন এবং আচার্য্য মহাশয় উপাধ্যায়ের ও ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ও ভাই অমৃতলাল বসুর ও ভাই অঘোরনাথ গুপ্তের ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গলে মেডল দান করেন। * * *
উপাসনান্তে আচার্য্য মহাশয় শুভ্র ছিন্ন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিলেন। * * তদবধি তিনি ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেছেন।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৮০২শক ৭২ পৃষ্ঠা।

প্রচারার্থ গাজিপুর গমনের পূর্ব্বে প্রতাপ বাবু "নববিধানাঙ্কিত নিশানে শরীর আচ্ছাদিত করিয়া ভিক্ষার ঝুলি হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক একটি হৃদয় ভেদী প্রার্থনা করিয়াছিলেন" এবং সকল প্রচারকই "নববিধানাঙ্কিত পতাকা, ভিক্ষার ঝুলি ও দণ্ড" গ্রহণ করিয়াছেন। ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৮০২শক ৭১ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ বিবেচনা করুন নেড়া বাউলের আলখাল্লা কৌপিন, গেরুয়া বস্ত্র, বৈরাগীদের রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত নামাবলীর ন্যায় নববিধানাঙ্কিত নিশান দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন, ভিক্ষার ঝুলি ও দণ্ড প্রভৃতি সকলই আগমন করিয়াছে। দেশে শত সহস্র বৈরাগীদের বৈরাগ্য প্রদর্শনের যে কিছু উপকরণ সকলই আসিয়াছে। বাহ্যিক বৈরাগ্যে যদি ধর্ম্ম হইত, তবে পথে পথে যে সমুদয় বৈরাগী ভ্রমণ করে তাঁহাদের দ্বারাও দেশে ধর্ম্মের স্রোত প্রবহমান হইত। বাহ্যিক বৈরাগ্যে ধর্ম্মের যে দুর্দ্দশা হয়, দুঃখের বিষয় নববিধানিগণ চক্ষের উপর জলন্ত দৃষ্টান্ত থাকিতে তাহা শিক্ষা করিতে পারিলেন না।

৪। নুপুর পায়ে নৃত্য।

"উপরের ঘরের বারাণ্ডায় সকলে গলা ধরাধরি করিয়া গান ও নৃত্য করেন। নৃত্যে এবার নুপুরের সমাদর হইয়াছে। * * বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে মিলিয়া নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করেন।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই ফাল্গুন ১৮০২ শক ৪৫ পৃষ্ঠা।

নববিধানের এই চতুর্থ নূতন বটে; কিন্তু লোকে নূপুর পায়ে নৃত্য করিলে তাহাতে কি আধ্যাত্মিকতা বাড়ে আমরা মানব বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না।

৫। সাধুদিগকে ঐশ্বরিক শক্তি প্রদান।

"খৃষ্টের হস্তে ব্রহ্মজ্ঞানীর বিচার।"

"পাপীদিগকে লজ্জা দিয়া অনুতপ্ত করিবেন বলিয়া ঈশ্বর তাঁহার পবিত্র সন্তান যীশুকে স্বর্গের প্রধান স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। কে কত বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা ঐ স্থলে বিচারিত হইবে। পাষণ্ড অবিশ্বাসী, ব্যভিচারী সংসারাসক্ত কপটচারীদিগকে বিচার করিবার জন্য মহর্ষি ঈশা জ্যোতির্ম্ময় পবিত্র বসনে আবৃত

হইয়া শিরে পুণ্যের মুকুট পরিধান করতঃ ধর্ম্মনীতির উজ্জ্বল দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গীয় বিচারে বসিয়া আছেন। ***অনেক একেশ্বর বাদী মনে করিয়াছিলেন, আমাদের পথে আর কোন বাধা বিঘ্ন নাই, আমরা একেবারেই ঈশ্বরের সিংহাসন তলে গিয়া উপনীত হইব, কিন্তু যখন ঐ স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন তখন তাঁহাদের মুখ মলিন হইল, অবিশ্বাস ও পাপ ব্যাধির দুর্গন্ধময় ক্ষত সকল বাহির হইয়া পড়িল; *** কিন্তু ঈশার বিচারে কাহারও নিস্তার নাই, তাঁহার সুচরিত্র কপটিদিগের পথ বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেছে। তিনি উহাদের দুরাচার দেখিয়া মহা নিনাদে দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত করতঃ এখনও বলিতেছেন, রে অল্প বিশ্বাসী কপটী সংসারের দাস পাষণ্ড কাল সর্পের বংশগণ! তোদের বিনয়ভক্তি প্রেম পবিত্রতা পিতৃসেবা শিক্ষা দিবার জন্য আমি ক্রুশে প্রাণ পরিত্যাগ করিলাম, বহু নির্য্যাতন সহ্য করিলাম, তথাপি তোদের অবিশ্বাসী পাষণ্ড মন বুঝিল না? রে অন্ধ পথভ্রান্ত ধর্ম্মাভিমানী লোক সকল! তোরা দুশ্চরিত্র হইয়া পাপের দাসত্ব করিয়া কেবল কি কথার জোরে যুক্তি বলে আমার পিতার রাজ্যে প্রবেশ করিবি? কখনই পারিবি না। *** ঈশার হস্তে ব্রহ্মজ্ঞানীর এইরূপ বিড়ম্বনা দেখিয়া স্বর্গের সাধুগণ হাস্য করিতেছেন। এ অতি সূক্ষ্ম বিচার, ধর্ম্মাভিমান ইহা দ্বারা চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, এই জন্য এক শ্রেণীর ব্রহ্মজ্ঞানীরা তাঁহাকে শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্মরাজ্য হইতে বিদায় করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাহা অসম্ভব, ঈশা ব্রাহ্ম চরিত্রকে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তথায় পুণ্যের প্রভা বিস্তার করিতেছেন।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই কার্ত্তিক ১৮০১ শক ২৩২।৩৩ পৃষ্ঠা।

আমরা জানি ঈশ্বরই মানবের পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা ঈশ্বরই মানবের পরিত্রাতা; কিন্তু নববিধানীগণ নব শিক্ষা দিতেছেন যে ঈশার হস্তে ব্রহ্মজ্ঞানীর বিচার হইবে। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয় যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নামে এরূপ কুসংস্কার প্রচলিত হইতেছে।

৬। নববিধানের মূল সত্য।

নববিধানের সাতটি মূল সত্যের মধ্যে "রাজভক্তি" একটি। এবং "প্রেরিত মহর্ষি একাত্মা" অপরটি। "একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করাই পুরাতন ব্রাহ্মদিগের জীবনের কার্য্য, নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মদিগকে উক্ত সাতটি মূল সত্য জীবনে সাধন করিলে হয় না। পুরাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে ও নববিধানে এই বিশেষ প্রভেদ।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৮০২ শক ৬৮ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে রাজভক্তিকে ধর্ম্মের মূল সত্য করা কেবল ভারতবর্ষেই শোভা পায়। পতিত দেশকে চিরদিন রসাতলে রাখিবার অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই। রাজা যদি অত্যাচারী হন, প্রজাদিগকে সুশাসন করিতে না পারেন, তথাপি তাহাকে ভক্তি করিব। ভক্তির অপব্যবহার ইহা অপেক্ষা অধিক কি হইতে পারে? রাজা থাক্ বা না থাক, তাহাকে ভক্তি করি আর অভক্তি করি, তাহার সহিত আমার পরিত্রাণের সম্বন্ধ কি? অত্যাচারীকে ভক্তি না করিলে যদি আমার পরিত্রাণ না হয়, যে ধর্ম্মে এ উপদেশ সে ধর্ম্ম যেন আমার প্রাণে স্থান না পায়।

"প্রেরিত মহর্ষি একাত্মা" যতদিন জ্ঞান বুদ্ধি হারা না হইব, ততদিন এ কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিব? এ পৃথিবীতে যেমন প্রত্যেক মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন, মৃত্যুর পরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন থাকে। আর "প্রেরিত মহর্ষি" কেন? পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারী কি আপনা হইতে আসিয়াছে? তাহারা কি প্রেরিত নয়? কেবল মহর্ষিগণই কি প্রেরিত? বুদ্ধিহীন না হইলে এ মহাভ্রমে বিশ্বাস হইতে পারে না।

১৮৭৯ সনের ১৪ই ডিসেম্বরের রবিবাসরীয় মিরারে "ভারতমাতার অনুজ্ঞা" বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত হইয়াছে, যে ভারত মাতা (ঈশ্বর) বলিতেছেন "ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমার গবর্ণমেণ্ট। *** আমার কন্যা রাণী ভিক্টোরিয়াকে আমিই নিয়োগ করিয়াছি।"

ভিক্টোরিয়া যে দেশের রাণী সে দেশের লোকে রাজাকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট বলিয়া বহুদিন বিশ্বাস করিতে নিবৃত্ত হইয়াছে। যে দিন অত্যাচারী প্রথম চার্লসের মস্তক প্রজা কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়াছে সে দিন হইতে এই কুসংস্কারের জননী এই অনিষ্টকর মত ইংলণ্ড হইতে চির বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ কিনা মিরার প্রকাশ করিতেছেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিজের গবর্ণমেণ্ট। অতএব গবর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়া উঠিল, অতএব রাজ কর্ম্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা পাপ হইয়া উঠিল। তবে যে ঈশ্বর অত্যাচারীর সহায় হইয়া পড়িলেন? হা ঈশ্বর! মানুষ কত রূপে তোমার অবমাননা করিল, নিজের অপরাধ তোমার উপর নিক্ষেপ করিতে সাহসী হইল, নিজের অভিসন্ধি তোমার নামে চালাইতে চেষ্টা করিল।

৭। ধর্ম্ম বিশ্বাসে কেশব বাবুর প্রয়োজনীয়তা।

"আমি ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির প্রত্যাদেশে ও সত্য শিক্ষা দিবার শক্তিতে বিশ্বাস করি এবং সর্ব্বাপেক্ষা কেশবচন্দ্র সেনের এইরূপ শক্তি আছে বিশ্বাস করি।" থিইষ্টিক কোয়াটারলি রিভিউ পত্র।

মানুষের প্রতি বিশ্বাসের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। শত শত কেশবচন্দ্র সেন বা তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আমাদের বন্ধুজন রসাতল যান, তাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমাদের উপায়, গতি, মুক্তি সকলই ব্রহ্মের প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি বিশ্বাস, ধর্ম্ম বিশ্বাসে প্রবেশ করাইবার চেষ্টার উদ্দেশ্য কি ব্রাহ্মগণ সহজেই বুঝুন। ১৮৭৯ সনের ৭ই ডিসেম্বরের মিরার পত্রে ঈশ্বর বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাকে উক্ত পত্রানুসারে ঈশ্বর কেশব বাবুর সম্বন্ধে বলিতেছেন। "তাঁহার গার্হস্থ্য ব্যবহার (Unofficial Position) সম্বন্ধে তোমাদের কিছু করিবার নাই। যদি তিনি গৃহে মন্দ লোক

নীতি বিহীন, স্বার্থপর, উচ্চাভিলাষী, ক্রোধী, প্রবঞ্চক, হিংসাপরায়ণ, অসত্যবাদী হন তোমরা নিশ্চয়ই তাঁহাকে অনুকরণ করিবে না। * * * তাঁহার আচার্য্য পদ (Official Position) সম্বন্ধে ভিন্ন কথা। যখন তিনি তোমার আধ্যাত্মিক অভাব দূর করেন, প্রার্থনা করেন, প্রচার কার্য্য পরিচালন করেন, তখন আচার্য্য বলিয়া তাঁহার নিকট অবনত হও এবং সমুদয় উপাসক মণ্ডলী তাঁহার উপদেশ গ্রহণ ও অনুসরণ করুক। * * * তিনি যখন আচার্য্য পদে থাকেন, তখন নিযুক্ত আচার্য্য রূপে উপাসক মণ্ডলীর প্রত্যেক সভ্যের আনুগত্য অবশ্যই লাভ করিবেন। * * * যদি তোমাদের তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে, এস আমার কাছে বল।"

এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের দ্বারা কেশব বাবু আপনাকে বিচারাতীত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যাহাই হউন তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিতে হইবে। হা! ধর্ম্ম কোথায় গেলে!! নিজের অভিসন্ধি সফল করিবার জন্য ঈশ্বরের নামে অসত্য প্রচার।

"আমরা বিশ্বাস করি আমাদের আচার্য্য মহাশয় উক্ত (নব) বিধানের একটি অংশ, প্রধান অংশ এমনকি মধ্য বিন্দু। তিনিই ইহাকে জীবন ও বল প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবন ইহার সহিত একীভূত, তাঁহার উপদেশ ও মত সমূহকেই আমরা সেই বিধান বলিয়া গ্রহণ করি। অতএব আমরা এই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারি না, কারণ ইনি নেতা, ইনি মুখপাত্র স্বরূপ এবং ইনিই ব্রাহ্ম সমাজের ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট প্রচারক।" রবিবাসরীয় মিরার ১৭ই নবেম্বর ১৮৭৮।

নব বিধানীগণ মধ্যে মধ্যে বলেন নব বিধান ঈশ্বর প্রচারিত, মনুষ্য সম্ভূত নহে। উপরের কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে স্পষ্টত গুহ্য কথা বাহির হইয়া পড়ে। নব বিধান যে কেশব বাবু সম্ভূত তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি কাণ্ড জ্ঞান না হারা হইয়া থাকি তবে "তাঁহার উপদেশও মত সমূহকেই আমরা সেই বিধান বলিয়া গ্রহণ করি" ইহার অন্য অর্থ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে নববিধান নামে যাহা প্রচারিত হইতেছে, তাহার একই উদ্দেশ্য কেশব বাবুকে ধর্ম্ম বিশ্বাসের অপরিহার্য্য মূল সত্য রূপে নির্দ্দিষ্ট করা—কেশব বাবুকে নব বিধানের খৃষ্ট বা মহম্মদ বা চৈতন্য, করা।

৮। পুরাতন কথাকে নূতন বলা।

নব বিধানীগণ বলেন "এই বিধানে ব্রহ্মদর্শন নূতন; ব্রহ্ম শ্রবণ নূতন, পর ব্রহ্মকে, জননী রূপে পূজা করা নূতন, এই উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার সময়ে কল্যকার জন্য চিন্তা করা নাই এরূপ সঙ্কল্প করা নূতন, যোগ যাহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ জ্ঞান নিয়ত বিদ্যমান নূতন, * * * সুগভীর যোগ, উন্নত বিজ্ঞান, দেশ হিতৈষিতার উদ্যম, সুমধুর প্রেম, কঠোর বৈরাগ্য এই সকলের একত্র সম্মিলন নূতন; গৃহবাসী যোগী, বিদ্বান প্রমত্ত, কর্ম্মী প্রত্যাদিষ্ট নূতন; অন্যের নিকট তুমি যতদূর পাইতে প্রত্যাশা কর, তুমি তদপেক্ষা অধিক তাহাকে দান কর এই সুন্দর মত নূতন।" ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ই চৈত্র ১৮০২ শক ৭১ পৃষ্ঠা।

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতে ব্রাহ্মগণ দেখিবেন বহুদিন হইতে ব্রাহ্ম সমাজে যাহা আজ কাল "নূতন" বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তাহা চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজ বহুদিন হইতে যাহা যত্নে সাধন করিয়া আসিতেছেন তাহাকে এতদিন পরে জগতের নিকট "নব" বলা হইতেছে। মানুষ আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত না হইলে কখনও ভ্রম করিতে পারে না, অথবা চক্ষু বুজিয়া নিজের অভিসন্ধি সম্পন্ন করিবার জন্য অনেকে আলোককে অন্ধকার বলিয়া থাকে, দিনকে রাত্রি বলিতে পারে। ব্রাহ্ম সমাজ বর্ব্বরের সমাজ নয়, বৈধানিকগণ কোন্ সাহসে এরূপ অসত্য প্রকাশ করিতে সাহস করিয়া থাকেন! একজন লোকের নূতনত্ব ('Originality) স্থাপন করিতে গিয়া নব বিধানীগণ সত্যের দিকেও দৃষ্টি করিলেন না।

বিশ্বাসও স্বার্থত্যাগ।

জগদীশ্বরের কৃপায় যে ব্যক্তির প্রেম একবার তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে, সে কি আর তাঁহার জন্য কোন ত্যাগ স্বীকারকে ত্যাগ স্বীকার বলিয়া মনে করে, না কোন ক্লেশ সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হয়? পরম প্রভুর অনুগত হওয়াই তাহার পক্ষে পরম সুখ হয় এবং তাঁহার সেবাই তাহার আত্মার পক্ষে অনুপান স্বরূপ হয়। বাইবেলে এরূপ উক্ত আছে, যীশুর নিকটে যখন কেহ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আসিত, তখন তিনি পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন কোন্ বস্তুতে কার অনুরাগ। যে পদার্থে যার অনুরাগ দেখিতেন, তাহাকে বলিতেন, সে পদার্থ না ছাড়িলে সে ব্যক্তি তাহার ধর্ম্ম পাইবে না। কয়েক জন জাল জীবী জাল বয়ন কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, যীশু দেখিলেন, উক্ত কার্য্যে তাহাদের মনের বড় আসক্তি, সুতরাং যখন তাহারা তাঁহার কথা দ্বারা আকৃষ্ট হইল এবং ধর্ম্ম জানিবার জন্য উৎসুক হইল, তখন তিনি বলিলেন তোমাদের জাল পড়িয়া থাক্, তোমরা আমার সঙ্গে এস। ধনীরা ব্যাকুল হইলেই বলিতেন, তোমাদের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর, তবে আমার ধর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবে। নাইকডিমস নামে এক ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে রাত্রিকালে তাঁহার নিকট আসিত, তাহাকেও তিনি এইরূপ কঠিন পরীক্ষাতে ফেলিয়াছিলেন। এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি? যীশু এতদ্বারা অনুরাগের পরীক্ষা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, সেই বাস্তবিক ধর্ম্ম চায়, যে ব্যক্তি [illegible]র জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুটী পরিত্যাগ করিতে পারে। তিনি আরও দেখিতেন, এতদূর যাহাদের অনুরাগ তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে; তাঁহারাই সংসারের প্রবল ঝঞ্ঝা সকল সহ্য করিতে পারিবে; তাহারাই প্রবল প্রলোভন সকল উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। নতুবা যাহারা সংসারের সহিত হৃদয়ের অনুরাগের অংশ করিতে চায়; যাহারা সংসারাসক্তিকেও রাখিতে চায়, ঈশ্বরকেও রাখিতে

চায়; যাহাদের অনুরাগ এত ক্ষীণ যে ধর্ম্মের জন্য ও ঈশ্বরের জন্য সামান্য স্বার্থও ছাড়িতে প্রস্তুত নয়; যীশু তেমন শিষ্য পাইলে আপনাকে লাভবান মনে করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "তোমরা যুগপৎ দুই প্রভুর সেবা করিতে পার না"। সংসার ও ঈশ্বরের দাসত্ব এক সঙ্গে চলিবে না। যদি ঈশ্বরকে চাও আর কাহাকেও পছন্দ করিতে পারিবে না।

এরূপে ধর্ম্ম গ্রহণ করা অনেকের পক্ষে কঠিন তাহা জানি, ধর্ম্মের জন্য এতদূর ব্যাকুলতা ও তৃষ্ণা সহজে হয় না তাহাও জানি; কিন্তু এ কথাও সত্য কথা. ধর্ম্মকে যদি অবলম্বন করাই উচিত, ঈশ্বর যদি প্রার্থনীয় পদার্থ হন, তবে তাঁহাকে এই রূপে সর্ব্বান্তঃকরণেই চাওয়া উচিত। যে তাঁহার অপেক্ষা অধিক অথবা তাঁহার ন্যায় আর কোন পদার্থকে প্রার্থনীয় মনে করে, সে কি তাঁহাকে চায়? কখনই না।

ঈশ্বরকে এভাবে যে চায় সে কি আর লোকের মুখ দেখে? সে কি আর লোক-ভয়ে মলিন হয়, বা অপরের তর্জ্জন তাড়নার ভয় করে। তাঁহাকে পাইতে এবং তাঁহার অনুগত হইতে যদি প্রাণও যায় তাহাও স্বীকার, সে এই কথাই বলে। এরূপ ব্যক্তি সহস্র ক্লেশের মধ্যে কেমন প্রসন্ন চিত্ত থাকেন দেখিয়া লোক মুগ্ধ হইয়া যায়। এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বরের জন্য সকল সহ্য করিতে প্রস্তুত।

আমরা যদি প্রার্থনা পূর্ণ অন্তরে এবং সরল ভাবে নিজ নিজ হৃদয় পরীক্ষা করি, তাহা হইলে লজ্জিত ও দুঃখিত হইতে হয় যে, আমাদের বিশ্বাস ও প্রীতিকে বিশ্বাস বা প্রীতি বলাই উচিত নয়। আমাদের মধ্যে কয়জন এরূপ আছেন যাঁহারা ঈশ্বরকে বলিতে পারেন,—"যে যায় যাক্ যে থাকে, থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক"। এরূপ অনুরাগী লোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত না হইলে, ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরমেশ্বরের মহৎ ইচ্ছা সুসম্পন্ন হইবে না। জগদীশ্বর করুন এরূপ লোকের সংখ্যা যেন আমাদের মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হয়।

সভাপতির বার্ষিক বক্তৃতা।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব যে বক্তৃতা করেন, নিম্নে তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ দেওয়া গেল।

"ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ! যে বার্ষিক বিবরণ পঠিত হইল তাহা শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়াছে। যখন আমার চতুর্দ্দিকস্থ সমদুঃখসুখী ব্যক্তিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যখন তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক আনন্দে পরিপূর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া দেখি, তখন আমার মনে হয়, আমি এতকাল বৃথা বাঁচিয়া রহি নাই। যখন আমি সেই দিনের কথা স্মরণ করি, যে সময়ে আমি যুবক ছিলাম এবং ব্রাহ্ম সমাজের সংস্থাপয়িতার পদতলে বসিয়া থাকিতাম, যে সময়ে নিয়মবদ্ধ কোন সমাজ ছিল না এবং সমুদয় দেশে ঈশ্বরোপাসনার জন্য একটি গৃহও উৎসর্গীকৃত হয় নাই, এবং যখন আমি এই সুন্দর গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করি এবং সমোপাসকদিগের সুখ পরিপূর্ণ মুখের দিকে নিরীক্ষণ করি, তখন আমার প্রাণে এমন ভাবের উদয় হয় যাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। গত ৫০ বৎসরের উন্নতি সম্মুখে বিদ্যমান দেখিতেছি এবং ঈশ্বরের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই। যদিও আমার শরীর দুর্ব্বল এবং বয়স ভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি প্রাণে যে পবিত্র কার্য্যে স্থান দিয়াছি তাহার চিন্তা এবং অনন্ত পরিপূর্ণ ঈশ্বর জ্ঞান প্রচারের কথা এবং এতগুলি উৎসাহী সাহায্যকারীর কথা মনে উদয় হয়, তখন আমার প্রাণে এমন বল আসে, যাহা আমি বর্ণনা করিতে অসমর্থ। কার্য্য বিবরণে যে সমুদয় বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার উপর সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কার্য্য বিবরণেই তাহা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। যখন সর্ব্ব সাধারণের জন্য প্রথম আমরা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি, তখন অনেকেই ইহাকে স্বপ্ন-প্রলাপবৎ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক নিগূঢ় রহস্য এই যে, আমাদিগের ঈশ্বরের কথাই স্মরণ করা উচিত, প্রতিবন্ধকতার বিষয় মনেও স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। যখন আমরা ব্যাকুল-চিত্ত হইয়াছিলাম, ঠিক সেই সময়ে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই, এক ব্যক্তি যিনি দেব জীবন যাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, আমাদের সমাজ নির্ম্মাণের জন্য বহু সংখ্যক টাকা প্রদান করিলেন। এ ঘটনায় চারিদিকের লোক স্তম্ভিত হইল। যাঁহার কথা উল্লেখ করিলাম তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যাঁহার নিকট বঙ্গভূমি, কেবল বঙ্গভূমি কেন সমুদয় ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম বিকাশক এবং নাস্তিকতাও উপধর্ম্ম বিনাশক ভারতের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত সমাজের জন্য ঋণী। অন্যান্য দাতাদিগকে, তাঁহাদের দানের পরিমাণ যাহাই হউক, আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। ধর্ম্মভাবে যিনি একটি পয়সাও দিয়াছেন তাহাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইতেছে। এই বিষয়ের উল্লেখ করা আমি উচিত মনে করিতেছি, কেননা এখনও এই গৃহের জন্য অনেক টাকা ঋণ রহিয়াছে। যদি প্রত্যেক সভ্য তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন, আমাদের যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

কেবল এই গৃহের জন্যই আমরা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি না। বিগত বৎসরে যে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা এই সমাজের কার্য্য-শীলতার প্রমাণ। ইতিহাস প্রদর্শন করে নারী জাতির সাহায্য সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। নারী জাতিই সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অগ্রণী। আমার নিকট ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে আমাদের সমাজে অনেকটি মহিলা সভ্য আছেন, যাঁহারা সমাজের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের সংখ্যা যেন দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, যে জন্য সমাজ স্থাপিত হইয়াছে তাঁহারা যেন তাহার সহায় হইতে পারেন।"

কমিটিও সব কমিটির সভ্যগণ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রচারকগণ যে যে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আচার্য্যও সমপরিশ্রমীদিগকে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। ঈশ্বরের কার্য্যে তাঁহারা তাঁহার সহায়তা লাভ করুন। যদিও আমি আমার সহযাত্রীদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতেছি এবং তাহাদের কার্য্যের প্রশংসা করিতেছি কিন্তু আমার দুঃখ এই, শারীরিক বলের অভাবে আমার ইচ্ছানুরূপ তাঁহাদের সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ নই।

এই সমাজের উদ্দেশ্য সকলে স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে না পারেন এই আশঙ্কায় আমি বলিতেছি যে এই সমাজ মহাপুরুষ উপাসনাকে ঘৃণা করেন। প্রত্যেক আত্মাতে ঈশ্বর বাস করেন, জীবনের পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা ঈশ্বর জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি কিন্তু কোন মনুষ্যকে অনুপ্রাণিত গুরু মনে করিয়া তাঁহার অনুসরণ দ্বারা এবং তাঁহার পূজা দ্বারা কখনও ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমরা সকলকে ভ্রাতা ও ভগ্নী মনে করি এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তুল্যজ্ঞান করি। আমরা যেন এ কথা কখনও বিস্মৃত না হই যে আমরা কোন মানবের অধীনায়কত্বের অধীনে নই। আমরা সকলে তুল্য রূপে উন্নত না হইতে পারি। আমাদের অভাব কি তাহার পর্য্যালোচনা করি এবং আন্তরিক আলোক প্রাপ্ত হইয়া অভাব দূর করিবার জন্য চেষ্টা করি। থিয়োডর পার্কারের তেজস্বী বাক্য উদ্ধৃত না করিয়া আমি অদ্য শেষ করিতে পারি না "শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের, আত্মার প্রত্যেক বৃত্তির এবং প্রত্যেক স্বভাবজও উপার্জ্জিত শক্তির সম্ভোগ, বিকাশ এবং স্বাভাবিক ব্যবহার দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করাই ধর্ম্ম।" আমি যে সমাক সভাপতির কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারি নাই, সে জন্য আপনাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার সময় আমি আপনাদের ক্রমোন্নতির জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতেছি এবং ইহা আমার আন্তরিক প্রার্থনা যে আপনারা অবিশ্রান্ত আধ্যাত্মিক সুখ সম্ভোগ এবং এই সমাজের পবিত্র কার্য্যের উন্নতি করিতে থাকুন।

প্রচারার্থীদিগের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন।

পরীক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

১। দীক্ষার প্রয়োজন কি?
২। ব্রহ্মজ্ঞান কাহাকে বলে?
৩। জ্ঞানেও বিশ্বাসে প্রভেদ কি?
৪। ব্রহ্মবিদ্ ও ব্রহ্মবাদীর প্রভেদ কি?
৫। ব্রহ্ম দর্শন কিরূপে হয় এবং তাহার লক্ষণ কি?
৬। উপাসনা কাহাকে বলে?
৭। প্রীতিও প্রিয় কার্য্য কাহাকে বলে?
৮। ব্রহ্মানুরাগ ও ব্রহ্মানন্দের লক্ষণ কি?
৯। ঈশ্বরের স্বরূপ কি?
১০। ঈশ্বরের শক্তিও ইচ্ছার প্রভেদ কি?
১১। শক্তিও ইচ্ছা এক হইলে ক্ষতি কি?
১২। জড় জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি?
১৩। মনুষ্য কোন্ কালে অভয় পদ প্রাপ্ত হয়?
১৪। মানবাত্মার চরম লক্ষ্য কি?
১৫। ভূমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, নিত্যানন্দ এই তিন প্রকৃত অর্থ কি?

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

দেবী গঞ্জ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল লিখিয়াছেন—

মহাশয়! বিগত রবিবার (২১শে চৈত্র) পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় অত্র দেবীগঞ্জে নিম্ন লিখিত রূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া, ঐ দিবস রজনীতে রেল পথে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। প্রাতঃকালে সুমধুর সংগীত সহকারে উপাসনা আরম্ভ হয়; উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনাদি উপাসনার অঙ্গ চতুষ্টয় অতি গভীর ভাব ব্যঞ্জক হইয়াছিল। কতিপয় ব্রাহ্ম বিগত নানাবিধ পাপ কার্য্য স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। উপাসনার পর "ঈশ্বরই আত্মার শান্তি দাতা" এই সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপর মৃদঙ্গ সহকারে সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে উপাসনা গৃহে সকলে সম্মিলিত হইলে এই সকল বিষয়ের প্রশ্নোত্তর হয় যথা; বিবেকের স্বরূপ বর্ণন, আদেশবাদ, পরকাল, আত্মার অমরত্ব, উপাসনার ফল কি? এবং "ব্রাহ্মের চরিত্র কি প্রকার হওয়া উচিত?" এ বিষয় আলোচনা হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। সন্ধ্যার সময় উপাসনাও অতি সরল হইয়াছিল। উপাসনান্তে "ধর্ম্ম জীবনই সুখের জীবন" এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। গৃহে স্থান না হওয়ায়, অনেকে বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার উপাসনার গভীরতাবে ও জলন্ত উৎসাহকর বক্তৃতায় অত্রত্য ব্রহ্মোপাসকগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। প্রচারক মহাশয়েরা এ প্রকার মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া উপদেশাদি প্রদান করেন, অত্রত্য উপাসক মণ্ডলীর ইহা আন্তরিক ইচ্ছা। এ স্থান ডোমার-ষ্টেশনের ২॥ ক্রোশ পশ্চিমে স্থিত। প্রচারক মহাশয়েরা দার্জ্জিলিং জলপাইগুড়ী যাতায়তের সময় এখানে আগমন করিলে বিশেষ উপকার হয়। পণ্ডিত মহাশয় এই দুই বার আসিলেন; তাঁহার যত্ন ও উদ্যোগেই সমাজটী সংস্থাপিত হইয়াছে। এখানে যে কয়টী ব্রাহ্ম আছেন, তাঁহারা সকলেই গরিব। ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত শমসের আলী মিঞা ও শ্রীযুক্ত বাবু রাধামুকুন্দ চক্রবর্ত্তীর অর্থ সাহায্যে বর্ত্তমান উপাসনা গৃহটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গৃহ নিতান্ত ক্ষুদ্র হওয়ায় ব্রাহ্মগণ স্থির করিয়াছেন, যে নূতন সমাজ গৃহ প্রস্তুত করিবেন, এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভূত হওয়ার প্রার্থনায় আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন। ইতিমধ্যেই গৃহ নির্ম্মাণের কতক চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে

বরাহ নগর।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন।

গত ১৩ই চৈত্র শনিবার রাত্রিতে, ধর্ম্মদাস নামক জনৈক শ্রমজীবীর বাড়ীতে, "বরাহ নগর শ্রমজীবী" সভার একাদশ বর্ষের প্রথম মাসিকাধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে স্ত্রীপুরুষে অনুমান পঞ্চাশ জন লোক উপস্থিত ছিল। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় দ্বয় আসিয়া সভায় উপাসনাও উপদেশের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। উপস্থিত ভদ্র লোকদিগকে শ্রমজীবীগণ বিশেষ অভ্যর্থনার সহিত জল যোগ করাইয়াছিল। শ্রমজীবী পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সুন্দর ও সুরুচি সম্পন্ন জলপানের ও সামান্যোপকরণে গৃহ সজ্জা দর্শন করিয়া উপস্থিত ভদ্র ব্যক্তিগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

শ্রমজীবীগণের ধর্ম্মানুরাগ অত্রত্য ভদ্র লোকদিগের বিশেষ অনুকরণীয়। আমরা ঈশ্বরের নিকট অন্তরের সহিত এই শ্রমজীবী সভার দীর্ঘ জীবন ও মঙ্গল প্রার্থনা করি। এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতাকে ধন্যবাদ করি।

মহানগরী হইতে ব্রাহ্মগণ আগমন করিয়া এই দুঃখী শ্রমজীবী ভ্রাতাদিগকে উৎসাহিত করেন ইহা একান্ত মনে প্রার্থনীয়।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ঘাট প্রতিষ্ঠা পত্র।

অদ্য শকাব্দা ১৮০২. বঙ্গাব্দ ১২৮৭, ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২ বর্ষে চৈত্রের তৃতীয় দিবসে মঙ্গল বাসরে পূর্ণিমা তিথিতে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রীতিকাম হইয়া কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা অম্বিকা দেবজায়া স্বীয় ব্যয়ে এই ঘাট প্রতিষ্ঠা করিলেন। জাতি, ধর্ম্মও অবস্থা নির্ব্বিশেষে সর্ব্ব সাধারণে স্নানাদি প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনার্থ ইহা ব্যবহার করিতে পারিবেন। যদি এই ক্ষুদ্র ঘাট দ্বারা একটি শ্রান্ত পথিকের পথ শ্রান্তি দূর হয়, একটি তাপিত কলেবর ব্যক্তির শরীর সুস্নিগ্ধ হয়, একটি তৃষ্ণার্ত্ত জীবের পিপাসা শান্তির উপায় হয়, এবং একটি প্রাণীরও কোন প্রকার হিত সাধন হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশ্য সফল হইবে। সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা পরমেশ্বর এই মনস্কামনা সিদ্ধ করুন্।

হে মঙ্গল বিধাতা পরম দেবতা! তোমার অনন্ত মঙ্গল ইচ্ছা এই সম্মুখস্থ গঙ্গা স্রোতের ন্যায় নিয়তকাল প্রবহমান হইতেছে এবং সর্ব্বকাল সকল জীবের অশেষ কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। তোমার সেই মঙ্গল ইচ্ছার সাক্ষ্যদান করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরস্থ বালুকা কণার ন্যায় এই ঘাটটী প্রতিষ্ঠিত হইল। তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ ইহার উপর বর্ষণ কর; ইহা যেন তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পাদনের সহকারিতা করিতে পারে। কালের তরঙ্গে মনুষ্যের হস্ত নির্ম্মিত পদার্থ এবং মনুষ্যের প্রতিষ্ঠিত কার্য্য ভগ্ন ও বিলীন হইয়া যাইবে, কিন্তু হে দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর! যে শুভ সঙ্কল্প দ্বারা এই ক্ষুদ্র কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল, তাহা তুমি গ্রহণ কর এবং তাহার উপর তোমার প্রসন্নতা প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার চির সেবিকার সকল আশা পূর্ণ হইবে। হে দয়াময় পিতা! তোমার প্রসাদে বহুদিনের সঙ্কল্পিত এই শুভ কার্য্য যে অদ্য সম্পন্ন হইল, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা ভরে তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার করি।

ছাত্র সমাজ।

এই সমাজের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু ইহার কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। বিগত ২২শে চৈত্র নিয়মিত কার্য্যের পর আলাপকথ সভা হয় তাহাতে অনেকেই আপনাদের মতামত প্রকাশ করেন। এ বৎসর ছাত্র সমাজ নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য করিবে এরূপ স্থির হইয়াছে। প্রতি রবিবার প্রাতে নিয়মিত উপাসনা ও উপদেশ ব্যতীত ছাত্রদিগের প্রতি বাসায় যাহাতে উপাসনা সভা হইতে পারে তাহার উদ্যোগ করিতে হইবে। এবং পরস্পর তাহাতে যোগ দিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে কোন বাগানে গমন করিয়া তথায় উপাসনা আহার ও আলাপাদির আয়োজন হইবে। সমাজের একটি কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠন করিয়া তাহার সভ্যগণ ছাত্রদিগের বাসায় বাসায় গমন করিবেন ও পরস্পরের সাহায্যকারী হইবেন এবং সদ্ভাব বর্দ্ধনের উপায় করিবেন। কলিকাতায় কোন কোন স্থানে মধ্যে মধ্যে একত্র মিলিত হওয়ার উপায় বিধান করিতে হইবে। যে সমুদয় উপদেশ প্রদত্ত হয় তাহার সারাংশ এবং সমাজের কার্য্য বিবরণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে সমুদয় উপদেশ বিশেষ উপযোগী তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

আগামী ৬ই বৈশাখ রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের দমদমাস্থ ফেয়ারি হল নামক বাগান গৃহে ছাত্র সমাজের অধিবেশন হইবে এই প্রস্তাব উক্ত দিবস স্থিরীকৃত হয়। ঐ দিবস ছাত্র সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কয়েক জন সভ্য নিয়োজিত হন।

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন। দার্জ্জিলিং ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব এবার নয় দিবস ব্যাপী হইবে। তথাকার উৎসবান্তে বিদ্যারত্ন মহাশয় পাবনা গমন করিবেন এবং তৎপর পূর্ব্ব বাঙ্গলায় প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য গমন করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে পশ্চিমাঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিবেন।

৪ঠা এপ্রিল সোমবার রাত্রিতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্তের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যার নাম করণ হইয়াছে। তাহার নাম বিভূবালা রাখা হইয়াছে। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নাম করণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

উক্ত দিবস রাত্রি ৭টার সময় ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। এবার কয়েকটি বালক অতি সুন্দর সুন্দর কবিতার আবৃত্তি করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিল। এই সামাজিক সম্মিলনে যাহাতে আরো অনেক ব্রাহ্ম উপস্থিত হইতে পারেন এবং যাহাতে ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রেম শান্তিও সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। এই স্থলে সুন্দর সুন্দর নীতিপূর্ণ আখ্যায়িকা অভিনীত হইলে, সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিলে, সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইলে, ও উপযোগী সঙ্গীতও বাদ্যের আয়োজন করিলে নানা প্রকার কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত প্রাণের আরাম স্থান হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যার পর ১৩ সংখ্যক মির্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে পরস্পরের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিশেষ উপাসনা হইয়া থাকে। তাহাতে এক একজন এক একদিন উপাসনা করিয়া থাকেন। বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ দত্তও শরৎচন্দ্র চৌধুরি গত তিন দিবস উপাসনা করিয়াছেন। এ বৎসর সমুদয় মতপদ্ধতিজাল কাটিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত উন্নতি পথে

অগ্রসর হইতেছেন। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ব প্রকার উন্নতির জন্য ব্রাহ্মগণ যে ব্যাকুল হইয়াছেন আমরা তাহার পূর্ব্বাভাস দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি।

কয়েকদিন হইল অক্‌সফোর্ড হইতে প্রেরিত খৃষ্টীয় প্রচারকগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েক জন সভ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রচারকগণ নিমন্ত্রিতদিগের সহিত নানা প্রকার সদ্ব্যবহার করেন। এই প্রচারকগণ তাঁহাদের বিদ্যা ভদ্রতাও ধর্ম্ম ভাবের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহারা যত চেষ্টাই করুন না কেন ভারতবর্ষে আর খৃষ্ট ধর্ম্মের স্থান নাই। পৌত্তলিকতার জাল ছেদন করিয়া আর বিচক্ষণ ভারতবাসী মনুষ্যের পদতলে বিবেকের স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে পারিবে না। এই প্রচারিকদিগকে দেখিয়া দুঃখ হয় যে কেবল কষ্ট সহ্য করিবার জনাই এদেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদের কষ্টের কোন ফল হইবে না।

ভাগলপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সারদারিলাল বঙ্গ মহিলা সমাজের স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে মাসিক ১০ টাকা সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা এই দানের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ের দিন দিন উন্নতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। কিছুদিন হইল ইংলণ্ড হইতে একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক অতি মূল্যবান কতকগুলি পুস্তক ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। শীঘ্রই আরো পুস্তক তথা হইতে আসিবে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান সমাজ তাঁহাদের প্রচারিত কতক গুলি পুস্তক প্রেরণ করিবেন। এখানেও অনেকে পুস্তকাগারের উন্নতির জন্য বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রায় ৬০ টাকা মূল্যের অতি উপাদেয় কয়েক খানা পুস্তক দান করিয়াছেন। ফ্রীচার্চের প্রচারক শ্রীযুক্ত ম্যাকডোনাল্ড সাহেব প্রায় ১৮৮ খানা পুস্তক এবং বিবি নাইট সাহেব ৭ খানা পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। এই সমুদয় দানের জন্য আমরা প্রদাতাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিগত ১৬ই চৈত্র পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী "নববিধানের গূঢ় রহস্য" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। গৃহের নিম্নভাগ ও গ্যালারিতেও লোক সমাবেশ হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় ১৫০০ লোক বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা তিন ঘণ্টার অধিককাল স্থায়ী হইয়া ছিল। এত গুলি লোক এই দারুণ গ্রীষ্ম কালে মুগ্ধপ্রায় হইয়া বক্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ তেজস্বী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। নববিধানিদিগের প্রচলিত মত যে কি ভয়ানক ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ক্ষয়কারী তাহা বক্তা বিশদ রূপে বুঝাইয়াছেন। এই বক্তৃতার পর কলিকাতার নববিধানীদিগের আর কিছু আশা করিবার নাই। বিদেশে নববিধানীগণ আপনাদিগের প্রকৃত মত গোপন করিয়া সমাজে চলিয়া যাইবার উপায় করেন কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের বিকৃত মত সমূহ পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা আর কখনও তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের শত্রু ভিন্ন আর কিছু বলিবেন না। বিজয় বাবুর বক্তৃতা দুটি শীঘ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মান্দ্রাজ হইতে কোইম্বাটুর নগরে গমন করেন তথায় প্রায় ১০ দিন অবস্থিতি করিয়া সম্প্রতি বাঙ্গালোরে গমন করিয়াছেন। মান্দ্রাজ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, শিবনাথ বাবুর অনুগমন করিয়াছেন। কোম্বাইটুর নগরে বেশ ধর্ম্মান্দোলন উঠিয়াছে। তিনি বাঙ্গালোর হইতে মান্দ্রাজে ফিরিবেন। মান্দ্রাজের ব্রাহ্মও অপরাপর ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহাকে আরো কয়েক মাস রাখিবার জন্য অত্যন্ত পীড়াপিড়ি করিতেছেন। মান্দ্রাজষ্টাণ্ডার্ড নামক সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হওয়া গেল, বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছেন। কেবল গোলমাল করিয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া আড়ম্বর করিলে ধর্ম্ম প্রচার হয় না, যদি প্রাণ দিয়া খাটা যায় তাহা হইলে কত লোকে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে ব্রাহ্মসমাজেরদিকে আকৃষ্ট হইবে।

কুড়িগ্রামস্থ কোন ব্রাহ্মিকা ভগিনী সংবাদ দিয়াছেন যে রংপুরের অন্তর্গত সদ্যপুষ্করিনী গ্রামে বিগত ১লা চৈত্র ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে এক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু হরিদাস রায় বয়স ২৭।২৮। পাত্রীর নাম শ্রীমতি স্বর্ণময়ী বসু বয়স ১৯ বৎসর। ইঁহারা উভয়েই সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। উভয়েরই বাড়ী ময়মনসিংহ জেলায়। পাত্রের এই প্রথম বিবাহ, পাত্রীর এই দ্বিতীয় পরিণয়।

সুইডেন হইতে আপসালা কলেজের এক যুবক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নামও কার্য্য কলাপ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত উৎসাহ পূর্ণ এক পত্র লিখিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন। আগামীবারে আমরা তাঁহার পত্রের সারাংশ প্রদান করিব।

শিলং হইতে বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে তথাকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ২০০।৩০০ খাসিয়া স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া এক ব্রহ্মের উপাসনা করেন। তাঁহাদের চেলাপুঞ্জী নামক গ্রামে এক সমাজ আছে। ইহারা হিন্দু নহে। ইহাদের মধ্যে কিছু কিছু কুসংস্কার দৃষ্ট হয়। শিলংস্থ ব্রাহ্মগণ শীঘ্র তাহাদিগের সমাজ দর্শন করিতে যাইবেন। আমরা এই আশ্চর্য্য সংবাদে অত্যন্ত পুলকিত হইয়াছি। শিলংস্থ ব্রাহ্মদিগকে আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যাহাতে এতগুলি স্ত্রী পুরুষ কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল ধর্ম্মের সত্য গ্রহণে সমর্থ হয় তাহার উপায় বিধান করেন। আমরা ইহাদিগের সম্বন্ধে আরো সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হইয়াছে। ভদ্রব্যবহার, সত্যানুরাগ, চরিত্রগঠন এই তিনটী বিষয় উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এবার যাহাতে ইহার কার্য্য আরো সুন্দর রূপে চলিতে পারে তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা হইবে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে নানা প্রকার উদাহরণও আখ্যায়িকা দ্বারা প্রত্যেক

বিষয় বালকদিগের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের দ্বারা বালকদিগের যে বিশেষ উপকার হইবে এবং ভবিষ্যতে যে ইহা সুমিষ্ট ফল উৎপাদন করিবে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। নীতি বিহীন জ্ঞান শিক্ষার যে অনিষ্ট হয় তাহা সকলেই জানেন। যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করেন তাঁহারা বিশেষ রূপে তাহাদিগের নীতি শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হউন। এবার বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকদিগের জন্য আর একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী খুলিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

প্রেরিত।

মহাশয়!

১৬ই চৈত্রের তত্ত্বকৌমুদীতে "একটী সৎপরামর্শ" বলিয়া যে বিষয়টী লিখিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিক বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজের নিতান্ত উপযোগী। যদিও দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সমস্ত লোকেই বিষয় কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, কেহই তাস পাশা খেলিয়া দিন কাটান না, কেহই পিসাব ভাই, মামার শ্বশুরের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন না, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মসমাজে "ধনী" কেহ আছেন কি না সন্দেহ। আমি একটী বড় নগরে অনেক কাল বাস করিয়াছি। তথায় আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা বোধ হয় কেবল কলিকাতা অপেক্ষা কম হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে "ঋণ নাই" এরূপ ব্রাহ্মের সংখ্যা আছে কি না জানিতে পারিলাম না। অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত বিশেষ রূপে অবগত আছি সম্পত্তিশালী কেহই নাই। এরূপ অবস্থায় আপনার "সৎপরামর্শ" অতি উত্তম হইয়াছে। হৃদয়ে যে কত আহ্লাদ হইয়াছে ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই। ব্রাহ্মসমাজের এবম্প্রকার শোচনীয় অবস্থাতে যাঁহারা এ প্রকার সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করি।

আপনি সূচী কার্য্য এবং পৌরাট ও চিত্র কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার কয়েকটী কথা বলিবার আছে, আপনি লিখিয়াছেন "আমাদিগের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ রমনীদিগের কতক সময় গৃহকার্য্যে প্রদান করিতে হয় অবশিষ্টাংশ নিদ্রাতে বা বৃথা গল্পে কাটিয়া যায়।" বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মসমাজে মধ্যবিত্ত লোকের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু "মধ্যবিত্ত" ব্রাহ্মিকা গৃহিণী বোধ হয় অধিক নাই। আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায় ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ বাস্তবিক গৃহিণীর কার্য্যে নিতান্ত অপটু। আমরা হিন্দু সমাজে অনেক দেখিয়াছি কত কত গৃহিণী নিজের সাতটী আটটী সন্তান লইয়াও সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, অথচ অনেক সময় অবসর রহিয়াছে। তাঁহারা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত খাটিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত কোথায়? ব্রাহ্মিকা ভগিনীদিগের একটী দুটী সন্তান হইলেই রাঁধিবার একটী লোকের আবশ্যক হয়, তা না হইলে তিনি সংসারের কোন কর্ম্মে এক পদও অগ্রসর হন না। দিনের বেলায় তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে দু চারি পৃষ্ঠা পুস্তক পড়া, আর দু একটু উলের কাজ করা। এ সকল বিষয় দূষণীয় হইলেও বড় মানুষের কতকটা সাজে। কিন্তু মনে করুন যে সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতা পনের কি, কুড়ি টাকা বেতনে কাজ করেন তাহাদের পক্ষে কি প্রকার কষ্ট দায়ক; আমার একটি বন্ধু আছেন যিনি কুড়ি টাকা বেতনে কাজ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পাক করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে তিন টাকা বেতন দিয়া আর একটি লোক রাখিতে হইয়াছে।

তাঁহার স্ত্রী পাঠ করিয়া থাকেন। হিন্দুসমাজে এরূপ অনেক বড় লোক আছেন যাঁহাদের স্ত্রীদিগের উত্তম পাক করিতে পারেন বলিয়া কত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। আমি এরূপ বলিতেছি না কোন ব্রাহ্মিকাই ভাল পাক করিতে জানে না। কিন্তু অধিকাংশই সে বিষয়ে দক্ষা নন। অনেক সময় শুনিয়াছি কত মহাত্মা গগণ বিদারিনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন, মনোযোগ পূর্ব্বক বিষয় কর্ম্ম করা ঈশ্বরের আজ্ঞা তাহা না করিলে পাপ হয় কিন্তু এরূপ কথা কোথায়ও শুনি নাই রমনী দিগের "প্রকৃত গৃহিনী হওয়া উচিত তাহা না হইলে পাপ হয়" আমরা চিরকাল স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী, দেশীয় ভগিনীগণের বন্দিদশা দেখিলে অথবা একবার চিন্তা করিলে হৃদয় ফাটিয়া যায় কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতার অর্থ কি সুকোমল পর্য্যঙ্কোপরি রাখিয়া আলস্যের স্রোত বৃদ্ধি করা!

যাহারা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে বলিয়া, নানা অত্যাচার, নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন এ সকল দেখিলে তাহাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ! আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি কাহারও নিন্দা করিবার জন্য এরূপ কতকগুলি কথা লিখি নাই কিন্তু এ সব দেখিলে কান্না আসে বসিয়াই আজ আপনাদের নিকট একটুকু কাঁদিলাম। বিনীত প্রার্থনা এই হিন্দু সমাজের লোকেরা যেন আর কাহারও দোষোল্লেখ করিয়া আমাদিগকে তিরস্কার করিতে না পারেন। সম্পাদক মহাশয় আগামীতে প্রকৃত গৃহিণী হওয়া সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখিলে বাধিত হইব। যদি আমার এ মত কুসংস্কার বলিয়া বোধ করেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ না থাকে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ "সৎপরামর্শ" দিলে বাধিত হইব।

বশম্বদ।
শ্রীরজনীকান্ত ভণ্ডারি,
কুমার খালী।

সাধারণের আলোচনার জন্য আমরা পত্রখানি প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য যে পত্র প্রেরকের মতের জন্য আমরা দায়ী নহি। তং সং

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 83 College Street, 1 April 1881.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ। ২৩শ সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ বুধবার, ১৮০৩ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফস্বল ঐ ৩ প্রতি খণ্ড নগদ ৵০।

জগদীশ্বর! জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া আর এক বৎসর গত হইল। নববর্ষের প্রারম্ভে হে প্রাণেশ্বর! তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদিগের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে তোমারই করিয়া লও। তোমাকেও পাইব, সংসারাশক্তিও ছাড়িব না, এ দুর্মতি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি কৃপা করিয়া বুঝিতে দিয়াছ, প্রাণ না দিলে জগতে তোমার কাজ করা যায় না। যে তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, জগতের লোকে তাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করে; কিন্তু আমরা প্রমাণ পাইয়াছি, যে তোমার নাম লইয়া সংসারের সর্ব্বস্ব ছাড়িয়াছে, সে কখনও প্রবঞ্চিত হয় নাই। যে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, হে ঈশ্বর, তুমি তোমার অনন্ত দয়ায় তাহাকে রক্ষা করিয়া থাক। আমাদের মহাভ্রম এই যে, পরমেশ্বর! তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া সমুদয় মোহ অতিক্রম করিতে পারিলাম না। ভয় হয় পাছে তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া প্রাণ ভাসাইয়া দিলে অকূল সাগরে ডুবিয়া মরি। তোমার প্রদত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণেও আমাদের কিছু হইল না পাপীর গতি পরমেশ্বর! চিরদিন তুমি নিজ করুণায় মনুষ্যের দ্বারা, আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছ। যাহারা অপদার্থ ছিল, এমন লোকের দ্বারা পৃথিবীকে গৌরবান্বিত করিয়াছ। আমাদিগের মত অপদার্থ হীন লোকের দ্বারা তোমার কার্য্য সম্পন্ন হউক, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাহার উপযুক্ত কর। নববর্ষে যাহাতে প্রাচীন পাপ, প্রাচীন মোহ, প্রাচীন আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া এ জীবন তোমার কার্য্যে সমর্পণ করিতে পারি তুমি এই কৃপা কর।

ব্রাহ্ম সন্তানদিগের শিক্ষার উপায় বিধান করা যে শীঘ্র প্রয়োজন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেক ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের জীবন দেখিয়া আমাদের সে বিশ্বাস আরো দৃঢ়ীভূত হইতেছে। অপর দশ জনের সন্তানেরা যে প্রকার শিক্ষা পায়, ব্রাহ্মের সন্তানেরাও সেই প্রকার শিক্ষা পাইয়া থাকে। ধর্ম্মহীন নীতিশূন্য শিক্ষার ফলে, দেশের যে দুরবস্থা হইতেছে, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। আমাদের সমাজ একটি ধর্ম্মসমাজ। ব্রাহ্মদের সন্তান যদি ধর্ম্মহীন হয়, তাহার আর ব্রাহ্মসমাজে স্থান হইবে না। ধর্ম্ম লইয়াই আমাদের সকল কথা। সেই জন্য বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা প্রদানের উপায় করা প্রত্যেক ব্রাহ্ম পিতা মাতার কর্ত্তব্য। যাঁহারা বিদেশে বাস করেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে শীঘ্র মনোযোগ প্রদান করা উচিত। কলিকাতায় বালক বালিকাদিগের জন্য বোর্ডিং হওয়ার প্রস্তাব অনেক দিন হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাহার জন্য স্থানে স্থানে কত চিঠি লিখিলেন অনেকেই তাহার উত্তর প্রদান করিলেন না। ইহাতে বোধ হয় ব্রাহ্মগণ এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পুনরায় সর্ব্বত্র চিঠি পাঠাইতেছেন। আশা করি ব্রাহ্মগণ আর এ গুরুতর বিষয়ে উদাসীনতা দেখাইবেন না। ২০টি বালক ও বালিকা হইলে যখন বোর্ডিং আরম্ভ হইতে পারে, তখন ব্রাহ্মদিগের আর নিশ্চিন্ত থাকা ভাল দেখায় না।

এক কলিকাতায় ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ প্রচরের জন্য কত অর্থব্যয় করিয়া, কত ক্লেশ সহ্য করিয়া দেশের নানা স্থানে প্রচারক প্রেরণ করিয়া থাকেন। নানা স্থানবাসী ব্রাহ্মদিগের সহায়তার জন্য এবং দেশে ব্রহ্ম নাম প্রচারের জন্য তাহা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার আর সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে শত শত লোক কেহ ব্যবসা উপলক্ষে, কেহ জ্ঞান উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে, এখানে বাস করিয়া থাকেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচারের কোন উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম প্রচার অতি সহজে হইতে পারে। অন্য লোকের কথা যাক্, যাঁহারা বিদ্যা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বাস করেন, অতি সহজে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার হইতে পারে। এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিলে, যখন তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে দেশের নানা স্থানে গমন করিবেন, তখন তাঁহাদের এক একজনের দ্বারা একস্থানে ধর্ম্মের গম্ভীর আন্দোলন উঠিতে পারে। এইরূপ সহজে ধর্ম্ম প্রচারের পথ শীঘ্র অবলম্বন করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি শীঘ্রই এমন কয়েকজন লোক প্রস্তুত হইবেন, যাঁহারা আপনাদের কষ্টকে কষ্ট মনে না করিয়া এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন।

তাহারা চিরদিন যথেচ্ছাচারিতা রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে এ দেশে নিয়মতন্ত্র প্রণালী সংস্থাপন সহজ কথা নয়। আমাদের রক্ত মাংসের সহিত যথেচ্ছাচারিতা সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন করিতে গিয়া যে পদে পদে বিপদগ্রস্ত হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের লোকের স্বভাব এই যে, যদি এক জনে আজ্ঞা করে, শত শত লোকে নিরাপত্তিতে সে আজ্ঞা অনায়াসে পালন করিয়া থাকে; কিন্তু সেই কার্য্য করিতে যদি দশজনের মত গ্রহণ করা যায়, তবে কখনও সে কার্য্য দশজনে এক হইয়া সম্পন্ন করিতে পারেনা। আমাদের অভিজ্ঞতাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। যাহাতে সকলে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর মূল নিয়ম সমুদয় শিক্ষা করিয়া তদনুসারে চলিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আশু কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এমন কয়েকটি নিয়ম সংস্থাপন করা উচিত সভা প্রভৃতিতে যাহার একটিও ভঙ্গ না হইতে পারে। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, এই রূপ কয়েকটি নিয়ম হইলে আমরা অনেক গোলমালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইব।

অনেকে মনে করেন স্বাধীনভাব যতই বৃদ্ধি হইবে, ধর্ম্ম সমাজ নানা দলে বিভক্ত হইয়া যাইবে। আমরা এমতে কখনও বিশ্বাস করি না। যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সমাজের মূল লক্ষ্য পরমেশ্বর ধর্ম্মসমাজস্থ লোকদিগের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য থাকেন, ততদিন সমাজ ভঙ্গের কোন আশঙ্কা থাকে না। যতদিন মানুষ নিজের মতের প্রতি সম্মান অপেক্ষা ঈশ্বরের মহিমাকে মহিমান্বিত করা উচিত মনে করে, ততদিন স্বাধীন ভাবের দ্বারা সমাজ ভঙ্গের আশঙ্কা নাই। সমাজ নানা দলে তখনই বিভক্ত হয়, যখন মানুষ নিজের মতের গৌরব সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পায়, নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, ঈশ্বর যখন লক্ষ্য না থাকেন। স্বাধীন ভাব আসুক, স্বাধীন চিন্তা দশগুণ বেগে সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রবল আন্দোলন উত্থিত করুক, প্রাচীন অজ্ঞানতা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিক্ তাহাতে ভয় কি? আমাদের দশজনের মত দশটি হউক এবং তাহাই হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মধ্যবিন্দু, ঈশ্বরের মহিমা সংস্থাপন আমাদের লক্ষ্য, আমাদের নিজের যাহা কিছু সর্ব্বস্ব সে জন্য বিসর্জ্জন করিতে আমরা সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত। ধর্ম্ম সমাজে যতদিন এই স্বাভাবিক অবস্থা থাকে, ততদিন আর তাহার কোন ভয়নাই। আমার নিজের চির পোষিত প্রিয় মতটি টিকিলনা, আমার মতের প্রতি অপর দশজনে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনা, যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ "আমার আমার" শব্দ উচ্চারিত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত নানা ভয়ে প্রাণ অবশ্যই আন্দোলিত হইবে। আত্মমত প্রচলিত ও সমাদৃত হউক না হউক, কিন্তু দশদিক হইতে দশটি স্বাধীন মত-নদী আসিয়া সমাজকে পরিপুষ্ট করুক এই বাসনীয়। কেবল আমার মতই যদি সমাজে স্থান পায়, অপর দশ জনের মত যদি সমাজে উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে সমাজের এক অঙ্গ পরিপুষ্ট, অপরাপর অঙ্গ শীর্ণ হইয়া যায়। অতএব দশজনের স্বাধীন মত সমাজে অবশ্যই আদৃত হইবে, কিন্তু সকল মতই ঈশ্বর সেবাতে নিয়োজিত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ভাব বর্ত্তমান থাকে, ততদিন ভয়ের কোন কারণ নাই। ধর্ম্ম সমাজে নিজের গৌরব স্থাপন করিতে আসি নাই, ঈশ্বরের গৌরব স্থাপিত দেখিতেই আসিয়াছি। আমাদের দশজনের স্বাধীনতা ঈশ্বরের চরণে অর্পিত হউক। ঈশ্বর এক, অপরিবর্ত্তনীয়, আমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই।

বর্ষশেষ ও নববর্ষ উপলক্ষে উপাসনা।

বর্ষ শেষ উপলক্ষে গত ৩০শে চৈত্র সোমবার রাত্রি ৭৷৷০ ঘটিকার সময় বিশেষ উপাসনা হয়। ১লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষে প্রাতে ও সায়াহ্নে উপাসনা এবং অপরাহ্নে কয়েকটি সংক্ষেপ বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। উভয় দিবসই বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই সময়ের উপাসনাটি আমাদের বড় প্রিয় পদার্থ। এক দিকে বিগত বৎসর চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছে, আমাদের উন্নতি অবনতির সাক্ষী হইয়া কালের অকূল সাগরে ডুবিয়া যাইতেছে, মানুষ আপনার বিষাক্ত মত ও কার্য্যে তাহার প্রাণে যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে তাহাতে বিবর্ণ হইয়া মলিন মুখে প্রস্থান করিতেছে, অপরদিকে মানুষ আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, মানব জাতির কল্যাণের জন্য যে আপনার সহস্র দুঃখ আহ্বান করিয়া আনিয়াছে বিগত বর্ষ সে জন্য প্রফুল্ল মনে শেষ বিদায় গ্রহণ করিতেছে। এক দিকে হর্ষ, এক দিকে দুঃখের চিহ্ন লইয়া বিগত বর্ষ বিদায় লইল। অপর দিকে নববর্ষ আপনার অন্ধকার গর্ভে কি লইয়া আসিতেছে তাহা কে বলিবে? এই সময় আত্ম চিন্তার অতি প্রশস্ত কাল। এক বৎসরে জীবনে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, নববর্ষে কিরূপে জীবন যাপনে মনস্থ করিয়াছি, তাহা ভাবিবার এই সুসময়।

নববর্ষের প্রথম দিনে যে কয়েক বিষয় আলোচিত হয় তাহার মধ্য হইতে আজ বাবু নবকুমার সমাদ্দার কর্ত্তৃক পঠিত নিম্ন লিখিত প্রবন্ধটি আমরা এখানে গ্রহণ করিলাম।

মতের ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের ধর্ম্ম।

এজগতে যত প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে, তাহাদের প্রায় প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহাই দেখা যায় যে, এক এক সম্প্রদায়ের কতকগুলি লোক ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া প্রাণ দিতেছে; আর কতকগুলি লোক সংসার ও স্ত্রীপুত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে। ইঁহারা কোন না কোন ধর্ম্ম সমাজের সহিত সম্বন্ধ, সুতরাং তৎসমাজ-প্রতিষ্ঠিত প্রণালী অনুসারে চলিতে হয় বলিয়াই যে সুবিধা ও সুযোগ

মত্তে অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দান করিতেছে। এখানে আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি না, কারণ ধর্ম্ম বলিয়া তাহারা যাহা কিছু করে, তাহাতেই তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে তদ্দ্বারা তাহাদিগের মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইতেছে। ধর্ম্মমত কেবল সত্য শিক্ষা দেয় মাত্র, কিন্তু বিশ্বাস সেই সত্য মানব জীবনে কার্য্যে পরিণত করায়। একবার তোমার আপনার ঘরে দৃষ্টি কর, হে ব্রাহ্ম! দেখিতে পাইবে সেখানে মত ও বিশ্বাস তোমাদের প্রত্যেককে কেমন শাসন করিতেছে।—খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের প্রতি চক্ষু নিক্ষেপ কর, দেখিবে সেখানেও এই ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করা এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; এভাব ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে, এভাব প্রত্যেক ব্রাহ্মের অভ্যন্তরে কিরূপ কাজ করিতেছে তাহাই এপ্রস্তাবের আলোচ্য।

ধর্ম্ম বিশ্বাস ও ধর্ম্ম মত গঠন দুইটী ভিন্ন কথা—স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য-সম্ভূত এবং স্বতন্ত্র ফল প্রসবকারী। একটী দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর আছেন কি না? সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবে হাঁ তিনি আছেন। আবার আর একটী জ্ঞানী পণ্ডিতকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর আছেন কি না? তিনি বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্রের পাতা উলটিয়া পালটিয়া "অতএব" "যেহেতু" দ্বারা তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, হাঁ তিনি আছেন। অন্য দিকে ধ্যানস্তিমিত লোচন প্রেমাশ্রুপরিপ্লুত-বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তিনি কি বলেন? তাঁহার সেই অর্দ্ধবিস্ফারিত নয়নই যেন তোমার প্রাণের গভীরতম প্রদেশে যাইয়া তোমাকে বলিয়া দিবে, ঐ দেখ ঈশ্বর এই বিশ্ব চরাচর পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন—তোমার হৃদয় মন ভরিয়া বসিয়া আছেন। এখন বল দেখি কোন উত্তরটীতে তোমার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু প্রাণ যুড়াইল? কোন্ উত্তরটী তোমার হৃদয়ের মধ্যে আঘাত করিয়া বলিয়া দিল হাঁ। ঈশ্বর আছেন? যদি তুমি স্বাভাবিক হৃদয়বান এবং সরল তত্ত্ব পিপাসু লোক হও, তবে তোমাকে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে বৃদ্ধের উত্তর তোমার দুই চক্ষের সমক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। কেন এরূপ হইল? না, বালক শিক্ষক কি মাতার নিকট এই সত্যটী শিখিয়াছে যে ঈশ্বর বলিয়া জগতের একজন স্রষ্টা আছেন, জ্ঞানী অধ্যয়ন ও জ্ঞানালোচনা দ্বারা জানিয়াছেন ঈশ্বর আছেন—তাঁহারা যাহা বলিলেন তাঁহাদের কথা নহে, শিক্ষিত কথা মাত্র, সুতরাং প্রাণ ভরিয়া উত্তরটী উঠিল না, তোমার হৃদয়ও জুড়াইল না। আমাদের সমাজের দিকেও যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি দেখিতে পাইব, কত লোক রবিবাসরীয় উপাসনায় যাইতেছেন—ধর্ম্ম সাধন জন্য নহে, কেবল যাইতে হয় বলিয়া যাইতেছেন। উপাসনার আবশ্যকতা তাঁহাদের অধিকাংশেই স্বীকার করেন— কিন্তু নিজের জীবন শুদ্ধির জন্য নহে—অপরের কল্যাণের জন্য; পৌত্তলিকতার সংস্রব অন্যায় মনে করেন—স্বয়ং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেন সেই জন্য নহে—যাঁহারা ঈশ্বরকে চান তাঁহাদের জন্য; এরূপ শ্রেণীর লোকের জীবনের আশা ও লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট সীমা বিশিষ্ট; ইঁহারা ধর্ম্মকে মুখ্য ও সংসারকে গৌণ লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন না। সংসারের মধ্যে বিষয় কর্ম্মে সময় দিয়া অবসর মতে, ঈশ্বরকে ডাকিব এই তাঁহাদের ঈশ্বর-ভক্তি ও ঈশ্বর প্রীতির উচ্চতম ভাব। ঈশ্বরকে লাভ করা আমার সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, এজন্য সংসার করিতে হয় সংসার করিব, সংসার ছাড়িতে হইলে সংসার ছাড়িব, এভাব তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। ইঁহারা ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন না—যেরূপ কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে কতকগুলি লোককে দেখা যায় যে তাহারা খাটিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত রহিয়াছে, একবার এদিক, একবার ওদিক, একবার ঘরে আবার বাহিরে ছুটাছুটি করিতেছে, একবার এক সঙ্গে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাণাকাণি করিতেছে, আবার ওকে ডাকিতেছে, বস্তুত কাজ কিছুই করিতেছে না,—সেইরূপ ধর্ম্ম সমাজেও কতকগুলি লোক এরূপ আছেন যে রবিবার তাঁহাদিগকে মন্দিরে আসিতে দেখা যায়, সভা সমিতিতে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতে শুনা যায় এবং সামাজিক কাজের কোথাও তাঁহাদের দর্শন লাভে বঞ্চিত হওয়া যায় না;—কিন্তু এসকল ব্যক্তি প্রকৃত কাজ কি করিতেছেন তাহা যদি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায়, তবে হয়ত দেখিতে পাওয়া যাইবে, নিজেরা দিন দিন প্রতারিত হইতেছেন, জীবনের প্রকৃত উন্নতি কিছুই হইতেছে না। এই শ্রেণীর লোক যে ধর্ম্ম মানেন, তাহাই মতের ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইঁহারাও বালক এবং পণ্ডিতের ন্যায় সত্য সকল শিক্ষা করিয়াছেন মাত্র। এই শ্রেণীর লোকেরা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না—ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভাল বাসে না। ইহাঁদের চরিত্রের নিভৃত স্থান যদি দেখিবার শক্তি থাকিত, তবে দেখা যাইত যে সেস্থান অপবিত্রতার পূতি গন্ধে পরিপূর্ণ—কারণ এটী একটী পরীক্ষিত সত্য যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস যখনই একটু শিথিল হয়, অমনি হৃদয়ের পবিত্র ভাব অন্তর্দ্ধান করে এবং অপবিত্রতা জীবনের উপর সর্ব্বোচ্চ অধিকার স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। যিনি জানেন গঙ্গায় হাঙ্গর আছে তিনি যেমন কখনও গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দিতে সাহসী হন না, শত প্রকার যুক্তি ও প্রলোভন দ্বারা যেমন তাঁহার বিশ্বাস বিচলিত করা যায় না, সেইরূপ যিনি জানেন ঈশ্বর আছেন—ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার হৃদয়ের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনি কখনও অপবিত্র ভাব হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন না এবং পাপসাগরে ঝাঁপ দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ঈশ্বরে যাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে ঈশ্বরে তাহার ভক্তি আছে, শ্রদ্ধা আছে, প্রীতি আছে। আমরা যাহাকে ভাল বাসি, তাহার যেরূপ অপ্রিয় কার্য্য করা দূরে থাকুক মনেও ভাবিতে পারি না, সেইরূপ ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করাকেই জীবনের ব্রত মনে করেন, তিনি চিন্তাতেও তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য অর্থাৎ পাপ হৃদয়ে স্থান দেন না। তিনি সংসারের সুখ দুঃখ, স্বার্থ নিঃস্বার্থ ভাবিয়া ধর্ম্ম করিতে আসেন না; ধর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না তাই তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠান

করেন। তিনি একটী সত্য জীবনে গ্রহণ করিবার জন্য সংসার সংগ্রামে জীবন ত্যাগ ভয়াবহ মনে করেন না। যাহা অসত্য তাহা পরিত্যাগ করিতে যদি পিতা রুষ্ট হন, মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর জীর্ণ শীর্ণ করেন, ভ্রাতা পরিত্যাগ করেন, বিষয়ের মমতা ছাড়িতে হয়, তাহাতে তাঁহার কষ্ট কিছুই নাই, কেবল পিতার ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইলেন বলিয়া মনে কত আনন্দ অনুভব করেন। তাঁহাকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া জীবনে সত্য সাধন করিতে হয় না; তাঁহার কাজ তিনি করিয়া যাইতেছেন, লোকে জানে জানুক অথবা জানিতে ইচ্ছা করে করুক, তাঁহার কুৎসা করিতে হয় করুক অথবা তাহাকে প্রশংসা করিতে হয় করুক, তৎপ্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। ইহার অবলম্বিত ধর্ম্মকেই বিশ্বাসের ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা যায়, এবং এইরূপ ধর্ম্মের বলই জীবনের বল; ইহার বলে পর্ব্বত সদৃশ প্রতিবন্ধককেও তৃণবৎ জ্ঞান করা যায়।

এখন এই দুই ভাবের কোন্ ভাবটী ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলের ব্যাঘাত করে তাহা দেখা যাক্। সকলেই হয়ত সমস্বরে বলিবেন "মতের ধর্ম্ম ব্রাহ্ম সমাজের ভূরি ভূরি অনিষ্ট সাধন করিতেছে।" একজন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনা গিয়াছে যে কোন গ্রামে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কতকগুলি ব্রাহ্ম বাস করেন, সেখানে একটী ব্রাহ্ম সমাজ আছে। নিয়মিত রূপে সেখানে উপাসনা, প্রার্থনাদি হইয়া থাকে। সমাজের আচার্য্য যিনি তিনিও হিন্দু সমাজ সংসৃষ্ট। তাঁহাদের প্রাত্যহিক জীবন তৎস্থানীয় লোকদিগের প্রতি এরূপ ভাবে কাজ করিতেছে যে, যদি অন্য কোন ব্রাহ্ম সে স্থানে উপবীত ধারণ অন্যায়, হিন্দু সমাজ হইতে সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্মকে দূরে থাকিতে হইবে ইত্যাদি প্রচার করেন, তবে স্থানীয় লোকে মনে করেন এ আবার কেমন ধর্ম্ম; অথচ ব্রাহ্ম সমাজটী প্রায় ২০ বিংশতি বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এই ঘটনাটী হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই শ্রেণীর লোক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পবিত্রতা নষ্ট এবং উদারতা সংকীর্ণ করিতেছেন। যেখানে কথা ও কার্য্যের সামঞ্জস্য নাই, সেখানে লোকের বিশ্বাস জন্মিতে পারে না। এই জন্য আজকাল চারিদিকে ব্রাহ্ম সমাজের নিন্দা শুনা যায়। ধর্ম্মহীন জীবন, বিশ্বাস-হীন ধর্ম্মানুষ্ঠান ধর্ম্ম সমাজের যেরূপ অনিষ্ট করিতেছে, ভারতবর্ষে মঙ্গলের স্রোত প্রতিরোধ করিতেছে এরূপ আর কিছুই নহে।

আমাদের বিশ্বাস এই ব্রাহ্ম মাত্রই ব্রাহ্ম সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, সুতরাং প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা উচিত। কি কি উপায়ে ধর্ম্ম জীবন গঠন করা যায় তৎ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে অনেক দিন আলোচনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন জিজ্ঞাসা করি, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতঃ! তুমি ব্রাহ্ম সমাজে আসিয়াছ কেন? কখন কি তুমি ভাবিয়াছ, তুমি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছ কেন? যদি গৌরব লাভের আশায় আসিয়া থাক, তবে প্রতারিত হইলে। যদি সঙ্গীত কি বক্তৃতা শুনিতে আসিয়া থাক, তবে সঙ্গীতও বক্তৃতা শুনিয়াই যাইবে। আর যদি কতকগুলি সত্য শিক্ষা করিতে আসিয়া থাক, তবে সত্যে জ্ঞান লাভই তাহার পরিণাম। রাজপথে দিনরাত্রি লোক গমনাগমন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও বা মনে দীপমালা পরিশোভিত লোক সমাকীর্ণ একটী গৃহ দেখিয়া ভিতরে কি হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহল জন্মিতেছে, আর তিনি আসিয়া ব্রহ্ম মন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন, সঙ্গীত-ধ্বনি কাহারও বা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে, কেহবা বক্তৃতা-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন এবং কেহবা অপর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। ইহারা আসিয়া কি করেন, তাহা যদি বিশেষ ভাবে দেখা যায়, তবে কি ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় না যে যাহারা কেবল দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাহারা দেখিয়াই চলিয়া গেলেন; যাঁহারা সঙ্গীত শুনিতে আসিয়াছিলেন সঙ্গীত যেই থামিল, তাঁহারাও বাহির হইলেন; যাঁহারা বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন, বক্তৃতা ভাল লাগিলত থাকিলেন, অন্যথা সরিয়া পড়িলেন; আর যাহাদিগের অন্য আকর্ষণ আছে, আকর্ষণের বস্তু যতক্ষণ না তিরোহিত হইল তাহারা রহিয়া গেলেন; কিন্তু ঘরের বাহির হওয়া মাত্রই তাঁহাদের এই সকল ভাব যেন শূন্যে মিশাইয়া গেল। ব্রাহ্মবন্ধু, বল দেখি তুমি ব্রহ্ম-মন্দিরে আসিয়া উপাসনা করিলে, উপদেশ শুনিলে, বাহির হইলে, আর কি সব আকাশে মিলাইয়া গেল? না অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল জীবনের অবলম্বনীয় কিছু জিনিশ নিয়া বাহির হইলে? যেমন সময়ে আহার না করিলে শরীর শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, সেইরূপ আমাদের আত্মাকে পরিপুষ্ট রাখিবার জন্য যদি সত্য জীবনে গ্রহণ না করা যায়, তবে আত্মার ভাব শুকাইয়া যায়। ধর্ম্মমত আত্মাকে পুষ্ট রাখিতে পারে না। সংসারে এমন লোক আছেন কিনা সন্দেহ, যিনি শুধু কতকগুলি ধর্ম্মমত শিক্ষা করিয়া নিজের জীবনকে সকল অবস্থায় ঠিক রাখিতে পারেন, —তাহা কোন কালে হয় নাই, কখনও হইবে না। ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য কখনও এরূপ নহে যে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট প্রচারক মাত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য আমার নিকট এরূপ প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক ব্রাহ্ম তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার সহবাসী ও প্রতিবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার শুধু বক্তৃতার কাজ নয়, তাহাতে জীবনে উজ্জ্বল সচ্চরিত্রতা ও ধর্ম্ম ভাবের দৃষ্টান্ত আবশ্যক। ধর্ম্ম জীবন গঠিত না হইলে সচ্চরিত্রতা রক্ষা বড় কঠিন। ব্রাহ্মবন্ধু! যখন তুমি তোমার ব্রাহ্ম ভ্রাতার চরিত্রের কলঙ্কের কথা শুনিতে পাও, তখন কি তোমার প্রাণ কাঁদেনা? যখন চারিদিক্ হইতে অবিশ্বাসী, ধর্ম্মহীন বলিয়া লোকে আমাদিগকে অভিহিত করে, তখন কি তোমার মন ব্যথিত হয় না? ব্রাহ্ম সমাজের নিস্তেজ ভাব দেখিয়া তোমার প্রাণ ইহার উন্নতির জন্য উৎসর্গ করিতে কি ইচ্ছা করে না? ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়া তোমার মন কি ব্রহ্মকে

পাওয়ার জন্য ব্যাকুলিত হয় না? যদি তাহা না হয়, তবে ভাই, নিজে প্রবঞ্চিত হইও না। আমাদের চরিত্র দেখিয়া জগৎবাসী লোক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি কলঙ্কারোপ করিবে ইহা প্রাণে সহ্য করা যায় না।

আজ বৎসরের প্রথম দিনে, হে প্রাণের প্রিয়তম ব্রাহ্ম-বন্ধু! একবার নিজের জীবনের প্রত্যেক স্থান ভাল করিয়া দেখ, একবার জন্ম ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। দেখ ভারতে অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতার স্রোত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, জীবনের ধর্ম্ম ভাব যেন শুকাইয়া যাইতেছে, অপবিত্রতা জীবনকে কলুষিত করিতেছে। এই শুভদিনে, শুভ মুহূর্ত্তে এস আমরা সকলে একত্রিত হইয়া দৃঢ়ব্রত হই, পিতার কার্য্যকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, অবিশ্বাসের স্রোত সবেগে রোধ করি, জীবন সরস হইবে, আমরা ধন্য হইব, আমাদের দৃষ্টান্তে জগৎ মাতিবে; দুর্ব্বল বলিলে চালবেনা, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাহার সন্তান আমরা, আমরা দুর্ব্বল এ বড় অবিশ্বাসের কথা। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া এস তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করি, তিনি আমাদের সহায় হইবেন—আমাদিগকে বলীয়ান করিবেন।

আমাদের পারিবারিক সম্বন্ধ।

কোন সময়ে লেখক পঞ্জাব প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্জাবের কোন সুবিখ্যাত নগরে উপনীত হন। লেখকের পরিচিত একটি লোকও তথায় ছিলেন না। সে নগরে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে, একটি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম পরিবারও বাস করেন। লেখক তাঁহাদিগের গৃহে আশ্রয় লইলেন। গৃহ স্বামী চিরপরিচিতের ন্যায় আপনার সন্তানের ন্যায়, তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। গৃহ স্বামীর পুত্র কন্যাগণ তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন, গৃহ-স্বামিনী মাতার ন্যায় সস্নেহে তাঁহাকে আদরের সহিত আহার করাইতে বসিলেন। লেখক দেখিয়া শুনিয়া অবাক্, কোন দিনের পরিচয় নাই, কোন সম্বন্ধ নাই অথচ এত প্রেম, এত ভালবাসা, এত স্নেহ, লেখক অশ্রুজল নিবারণ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মের প্রতি ব্রাহ্মের এত প্রাণের টান দেখিয়া লেখকের আনন্দ ধরিল না, ঈশ্বরকে প্রাণ ভরিয়া ধন্যবাদ দিলেন। ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা সকল লোক এক পরিবারে সম্বদ্ধ হইবে তাহার পূর্ব্বাভাস প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। দুঃখের বিষয় এই, এক স্থানে যাহা দেখিলাম ব্রাহ্মদের মধ্যে সর্ব্বত্র সে ভাব দেখা যায় না। পারিবারিক আকর্ষণ ও সম্বন্ধ সমাজবন্ধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। আমরা দেখিতে পাই, শত শত লোক ধর্ম্মের জন্য হিন্দু সমাজ হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর পবিত্র স্নেহ ভালবাসা হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়াছেন, পারিবারিক যে সুখ তাহার মুখ[illegible] অব-লোকন করিতে পারেন না। পারিবারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিলে প্রাণের যে কোমলতা ও মধুরতা থাকে তাহাও তাঁহারা প্রায় হারাইয়া ফেলেন। প্রাচীন সম্বন্ধ, সম্পর্ক, বন্ধন সমুদয় ছিন্ন হয়, অথচ নূতন কোন সামাজিক বন্ধন ও পারিবারিক পবিত্র মধুর সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারেন না। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি আমাদের সমাজের মধ্যে মমতার একটি দৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হইতেছে না। যাঁহারা যুবক ও অবিবাহিত, তাঁহারা যতদিন প্রাণের টান ঈশ্বরের দিকে থাকে, যত দিন প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস ও অদম্য উৎসাহ থাকে, ততদিন প্রভূত পরাক্রমের সহিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন ক্ষেপ করেন, কিন্তু জীবনে যখন বিশ্বাসের শূন্যতা হয়, উৎসাহের বল টলিয়া যায়, তখন আর তাঁহাদিগকে সুপথে রাখিবার অন্য কোন উপায় থাকে না। সে দুঃসময়ে, আধ্যাত্মিক রাজ্যের সে দুর্দ্দিনে, যদি মাতার স্নেহের ন্যায় স্নেহ, ভগিনীর ভালবাসার ন্যায় ভালবাসা, ভ্রাতার অনুরাগের ন্যায় অনুরাগ, ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ পরস্পরকে বিতরণ করিতে পারেন, তবে ব্রাহ্মসমাজ এই পিতৃ-মাতৃহীন মরুভূমির তুল্য সংসারে প্রাণের আরামের, জীবনের আকর্ষণের বস্তু হয়। কত যুবক ব্রাহ্ম পিতার গৃহ, মাতার স্নেহ হইতে দূরে থাকিয়া বিদেশে নিঃসহায় অবস্থায় কত দুঃখে বাস করেন, হায়! তাঁহাদিগকে আপনার সন্তানের ন্যায় ভালবাসা ও স্নেহ দেখায়, এমন ব্রাহ্ম পরিবার কয়টি আছে? আমরা সমাজ সংগঠন করিতে যাইতেছি, অথচ যাহাদিগকে লইয়া সমাজ তাঁহাদিগের দিকে একবারও দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছি না।

যাঁহারা যুবক ও অবিবাহিত ব্রাহ্ম, কেবল যে তাঁহারাই সামাজিক সুখও পারিবারিক মধুরতা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছেন তাহা নহে। যাঁহারা স্ত্রী পুত্র লইয়া ব্রাহ্ম সমাজে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যেও তেমন একটা পারিবারিক বন্ধন দৃষ্ট হয় না। দেশের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা এক গ্রামে বাস করে, যদিও তাহাদের মধ্যে রক্তের কোন সম্বন্ধ নাই, তথাপি তাহাদের মধ্যে এত ভালবাসা, এত আত্মীয়তা হয়, যাহা দেখিয়া প্রাণে দুঃখ হয়, যে ব্রাহ্মগণ এক লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বস্ব ছাড়া হইলেন; অথচ তাহাদের মধ্যে তেমন যোগ হইয়া উঠিল না। এক পরিবার অন্য পরিবারকে আপনার জ্ঞাতি, আত্মীয় কুটুম্বের ন্যায় ভাল বাসিতে পারিলেন না।

প্রস্তাবের প্রারম্ভে পাঞ্জাবের যে ব্রাহ্ম পরিবারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারের সে দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা যে কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য। প্রত্যেক ব্রাহ্মের সহিত যাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্ম পরিবারের ঘনিষ্ট যোগ স্থাপিত হয়, পরস্পরের মধ্যে নিকটতর আত্মীয়তা বৃদ্ধিপায় তাহার সমুচিত উপায় অবলম্বন করা উচিত। ব্রাহ্মিকাগণ আপনাদের পবিত্র ভালবাসাও স্নেহ দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজকে অনুপ্রাণিত ও মাধুর্য্য পূর্ণ করুন, ব্রাহ্মগণ আপনাদের শ্রদ্ধা ভক্তি দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজকে আশা উৎসাহে উদ্দীপিত করুন। এক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, এক সমাজে

চিরকাল বাস করিব, তাহাতেও যদি পরস্পরের সহিত পরিচিত হইতে লজ্জা বোধ করি, কোন ব্রাহ্মকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করিতে সঙ্কুচিত হই, তবে আমাদের সমুদয় আয়োজন বৃথা হইবে। বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাই, কোন গৃহে যদি কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের নিমন্ত্রণ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণ এক প্রান্তে বসিয়া আহারাদি সম্পন্ন করেন; ব্রাহ্মিকাগণ সুদূর প্রকোষ্ঠে বসিয়া আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এ প্রকার দূরত্ব যাহাতে শীঘ্র ঘুচিয়া যায় সর্ব্ব প্রযত্নে তাহার উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। কোন ব্রাহ্ম, গৃহে আসিলে যাহাতে গৃহ স্বামী বা গৃহ স্বামিনী তাঁহাকে ভ্রাতা বা সন্তানের মত স্নেহের চক্ষে অবলোকনও ব্যবহার করিতে পারেন, সে দিন শীঘ্র আগমন করুক। আমাদের পারিবারিক সম্বন্ধ নাই, বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বর করুন আমরা যেন পরস্পরকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হই। সমুদয় ব্রাহ্মগণ যেন এক পরিবারে বদ্ধ হইতে পারেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ।

গত ২রা ফেব্রুয়ারি বর্ত্তমান কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হয়, সুতরাং ইহার দুই মাসের অধিক কার্য্য করিবার অবসর হয় নাই। ত্রৈমাসিক বিবরণ পূর্ণ করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব কার্য্য নির্ব্বাহক সভার জানুয়ারি মাসের কার্য্য বিবরণও ইহার সহিত সংভুক্ত হইল।

মাঘোৎসব—জানুয়ারি মাসের অধিকাংশ সময় মাঘোৎসব ও তাহার আয়োজনে গত হইয়াছে। ১৬ ই হইতে ৩০ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত প্রণালীতে এক পঞ্চাশৎ মাঘোৎসবের কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

৪ ঠা মাঘ রবিবার (১৬ ই জানুয়ারি) অপরাহ্ন ৩ টা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত যোগে এবং তাঁহারি সহায়তায় ও আহ্বানে এই সভা হয়। ইহাতে তিনি এবং বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৫ ই মাঘ সোমবার—ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ ব্রাহ্ম পরিবার সকলে বিশেষ উপাসনা। এই শুভকর অনুষ্ঠানটী এই বৎসর প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় এবং একটী প্রার্থনার স্থূল আদর্শ মুদ্রিত করিয়া ব্রাহ্ম পরিবার সকলে বিতরিত হয়।

৬ ই মাঘ মঙ্গলবার—রাত্রি ৬॥ বেণিয়াটোলা ৪৫ নং ভবনে সঙ্গতের সাম্বৎসরিক সভা হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উপাসনার কার্য্য করেন। সম্পাদক বাবু বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে, বাবু মধুমণি ঘোষ, দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করেন।

৭ ই মাঘ বুধবার—রাত্রি ৬॥ বেণিয়াটোলা ৪৫ নং ভবনে পণ্ডিত রামকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাঘোৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে উপাসনা করেন।

৯ ই মাঘ শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৪॥টা, ১৩ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট ভবনে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের সম্মিলন হয় ও তাহাদিগকে খাদ্য ও খেলানা বিতরিত হয়। শতাধিক বালক বালিকা ও তাঁহাদিগের পিতা মাতা উপস্থিত হন।

১০ই মাঘ শনিবার—প্রাতে ৬॥ বেণিয়াটোলা ৪৫ সংখ্যক ভবন হইতে নূতন মন্দির পর্য্যন্ত নগর সংকীর্ত্তন হয়। প্রাতে ৭॥ টার সময় নূতন মন্দির সভাপতি শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ইংরাজী ও হিন্দি ভাষায় লিখিত প্রতিষ্ঠাপত্র যথাক্রমে পঠিত হয়। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রি ৭ টা নূতন মন্দিরে ছাত্র সমাজের উৎসব হয় এবং তাহাতে সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী বক্তৃতা করেন।

১১ ই মাঘ রবিবার—নূতন মন্দিরে সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোৎসব হয়। প্রাতে পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মধ্যাহ্নে বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী অপরাহ্ণে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী এবং রাত্রিকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনা, উপদেশ, পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন অবিশ্রান্ত চলিয়াছিল।

১২ ই মাঘ সোমবার—প্রাতঃকালে নূতন মন্দিরে উপাসনা, অপরাহ্ণ ৪ টার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন এবং রাত্রি ৭ টার সময় "থিষ্টিক সোসাইটীর" সাম্বৎসরিক সভা হয়। এই সভায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী বক্তৃতা করেন।

১৩ ই মাঘ মঙ্গলবার—প্রাতঃকালীন উপাসনা শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ রায় সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত অধিবেশন এবং রাত্রিকালে সামাজিক সম্মিলন ও প্রীতিভোজন হয়।

১৪ ই মাঘ বুধবার—নূতন মন্দিরে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মিকা সমাজ হয়, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে বঙ্গমহিলা সমাজের সাম্বৎসরিক সভা হয় এবং তৎপরে বালক বালিকাদিকের উৎসব হয়।

১৫ ই মাঘ বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ণ ৬॥ টার সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন 'ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১৬ই মাঘ শুক্রবার—সন্ধ্যার পর বেণিয়াটোলা ৪৫ নং ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের স্থগিত অধিবেশন হয়।

১৮ ই মাঘ রবিবার—শ্রমজীবীগণ বরাহ নগর হইতে নূতন মন্দির পর্য্যন্ত নগর সংকীর্ত্তন করিয়া আইসেন, তৎপরে তাঁহাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা হয়।

মাঘোৎসব উপলক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানের ব্রাহ্ম

সমাজও ব্রাহ্মগণকে আহ্বান করা যায়। নিম্নলিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মভ্রাতা ও ভগিনীগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন:—

লাহোর, দেরাধুন, দার্জিলিঙ, লক্ষ্ণৌ, জামালপুর, রামপুরহাট, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কৃষ্ণগঞ্জ, কটক, শ্রীহট্ট, বগুড়া, ধুবড়ী, কাকীনিয়া, কুষ্টিয়া, গোয়ালন্দ, ডুমরাওন, বাগআঁচড়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, টাঙ্গাইল, সৈদপুর, ঝিনিদা, জলপাইগুড়ী, বৰ্দ্ধমান, বরাহনগর, কোন্নগর, হরিনাভি, বারুইপুর, সাতক্ষীরা, আজিমগঞ্জ, পাবনা ইত্যাদি।

উপাসনা গৃহ—গত মাঘোৎসবের পূর্ব্বে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নূতন মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য যাহাতে সমাধা হয়, পূর্ব্ব হইতেই এরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু গত বর্ষে নানা কারণে মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে যেরূপ বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত সঙ্কল্প যে সিদ্ধ হইবে এরূপ আশা ছিল না। করুণাময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, তাঁহারই কৃপায় অল্প কাল মধ্যে নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইয়া গত ১০ ই মাঘ মন্দিরটী বিধি পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কার্য্যের জন্য ২৪ পরগণার সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অন্তরের প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। তিনি তাদৃশ যত্ন, উদ্যম, পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার না করিলে এত সত্বর একার্য্য কখনই এরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারিত না। শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ সেন মহাশয়ও বহু পরিশ্রম ও সময় ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক এই কার্য্যে সহকারিতা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ। মন্দির নির্ম্মাণ ফণ্ডে গত ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত ২৩,০৩৭।৫ আদায় এবং ২৭,৫৫৩৸৴০ ব্যয় হইয়াছে, ফাজিল ৪৫১৬৴১৫ ঋণ দাঁড়াইয়াছে। ইহার সহিত কণ্ট্রাক্টারের হিসাবেও অপরাপর ক্ষুদ্র হিসাবে দেনা ধরিলে মোট ঋণ প্রায় ১১০০০ টাকা হইবে। এখনও বারাণ্ডা প্রভৃতি নির্ম্মাণ, আসন, পাখা, বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যক কার্য্য সম্পাদনে অনুমান আরও ১০০০০ টাকার প্রয়োজন। সর্ব্বশুদ্ধ ৩২০০০ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ২২০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, সমুদয় ব্যয় সাধনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ হইবার এখনও বিলম্ব আছে। ঈশ্বরোপাসনা কার্য্য যত শীঘ্র আরম্ভ হইতে পারে, তাহা নিতান্ত প্রার্থনীয়, এই জন্য ঋণদায় স্বীকার করিয়াও কার্য্য নির্ব্বাহক সভা মন্দিরটী এক প্রকার প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা আশা করি, যাহাদের নিকট চাঁদার টাকা বাকী আছে এবং যে সকল সহৃদয় মহোদয়ের এই উপাসনা গৃহের প্রতি স্নেহও সহানুভূতি আছে, তাঁহারা অবিলম্বে স্ব স্ব অভিপ্রেত সাহায্য প্রদান করিয়া সমাজকে ঋণ দায় হইতে মুক্ত করিবেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে মন্দির নির্ম্মাণের অন্যান্য সাহায্য দাতা মহাশয়দিগের মধ্যে বিজনীর রাজা কুমুদনারায়ণ ভুপ ৫০০ টাকা এবং ঢাকার নবাব আসানউল্লা খাঁ বাহাদুর ৩০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই ২৪ পরগণার বহড়ু গ্রাম নিবাসিনী এক প্রাচীনা রমণী মন্দির ফণ্ডে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অবধি ইহাতে সাপ্তাহিক উপাসনা কার্য্য নিয়মিত রূপে সম্পন্ন হইতেছে। ট্রষ্টডিডের ব্যবস্থানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক অদ্যাপি আচার্য্য নিযুক্ত হইতে না পারাতে, নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপাসনাও ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতার জন্য এই গৃহ ব্যবহার করিবার অনুমতি লইয়াছেন:—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ও আনন্দমোহন বসু। আচার্য্য নিয়োগ সম্বন্ধে অধ্যক্ষ সভার বিশেষ অধিবেশনে সভ্যগণ স্থির করিয়াছেন, এ কার্য্যের ভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার উপর অর্পিত হয়। এ বিষয়টী সাধারণ সমাজের বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে যে সকল সব কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ লিখিত হইতেছে:—

বিল্ডিং ফণ্ড ও বিল্ডিং কমিটী—সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ, বাবু দুকোড়ী ঘোষ ও বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ। আপাততঃ নির্ম্মাণের কার্য্য অধিক না থাকাতে পূর্ব্ব বর্ষের দুই কমিটী একীভূত করা হইয়াছে। এই কমিটী পুরাতন স্বাক্ষরিত চাঁদা আদায়ে এবং নূতন চাঁদা সংগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিছুদিন হইল কমিটীর সম্পাদক মহাশয় ঢাকা অঞ্চলে গমন করিয়া ৭০০ টাকার অধিক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

ফিনান্স বা অর্থ সংগ্রাহক সব কমিটী—সভ্য বাবু কালী প্রসন্ন দত্ত, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়। সম্পাদক বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত। ইহারা সমাজের পুরাতন প্রাপ্য টাকা সকল সংগ্রহ করিবেন এবং নানা উপায়ে সমাজে আয় বৃদ্ধি করিবেন। এই সব কমিটী চিঠি মুদ্রিতও বিশেষ লোক নিযুক্ত করিয়া প্রাপ্য টাকা সংগ্রহার্থ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হইতেছে।

পুস্তক প্রচার সব-কমিটী—সভ্য বাবু ভুবনমোহন দাস কৃষ্ণকুমার মিত্র, এবং যদুনাথ চক্রবর্ত্তী। সম্পাদক বাবু ভুবনমোহন দাস। ইহাঁদিগের কার্য্যের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

উপাসক মণ্ডলী সংগঠন সবকমিটী—সভ্য বাবু আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, গোপালচন্দ্র মল্লিক, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র। ইহাঁরা কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া উপাসক মণ্ডলী সংগঠন এবং এবং সভ্য হইবার নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্যান্য নিয়ম প্রস্তুত করিবার জন্য উক্ত সভায় একটী সবকমিটী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারা নিয়মের পাণ্ডুলিপি স্থির করিয়াছেন।

লাইব্রেরী সবকমিটী—সভ্য বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, প্রসন্নকুমার চৌধুরী, উমেশচন্দ্র দত্ত ও সীতানাথ দত্ত। সম্পাদক বাবু কালীশঙ্কর সুকুল। রেবরেণ্ড ম্যাকডোনেল ১৮৮ খণ্ড এবং বিবি নাইট ৭ খণ্ড পুস্তক প্রদান করিয়াছেন। ইংলণ্ডের কুমারী ম্যানিঙের নিকট পুস্তক ক্রয়ার্থ কিছু টাকা প্রেরণ করা যায়, তিনি অতি সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠাইয়াছেন। উক্ত রেবরেণ্ড মহোদয় এবং এই মহিলা দ্বয়কে বিশেষ ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষাবিধান সবমিটী—সভ্য বাবু আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, এবং কালীশঙ্কর সুকুল। সম্পাদক বাবু কালীশঙ্কর সুকুল। এই কমিটী অতি অল্পদিন হইল নিযুক্ত হইয়াছেন।

তত্ত্বকৌমুদী—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রচারার্থ দাক্ষিণাত্যে গমন করাতে এই পত্রিকার ভার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপর সমর্পিত হইয়াছে। কোন কোন সভ্য এই পত্রিকার উন্নতির জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।

হিতসাধিনী সভা—সই সভা নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায়ে আপনার উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যত হইয়াছেন।

(১) দরিদ্র, পীড়িত ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের তত্ত্বাবধান ও সাধ্যমতে সাহায্য দান।

(২) ব্রাহ্ম পরিবার ও ব্রাহ্মদিগের তত্ত্বাবধান।

(৩) নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের শিক্ষা বিধান।

(৪) অর্থ সংগ্রহ ও তদ্দ্বারা দাতব্য কার্য্য সম্পাদন।

—একটী ব্রাহ্ম পরিবার নিরাশ্রয় হইয়া পড়াতে ব্রাহ্মগণের মধ্যে মাসিক চাঁদা করিয়া ৪০ টাকার অধিক উঠিয়াছে এবং তদ্দ্বারা তাহাদিগের আপাততঃ কলিকাতায় থাকিবার সাহায্য করা হইয়াছে।

প্রচার কমিটী—পূর্ব্ব বৎসরের কমিটী দুই বৎসরের জন্য নিযুক্ত হওয়াতে এ বৎসরেও তাহারা কার্য্য করিতেছেন। প্রচারার্থী শ্রেণী পুনরায় খুলিয়াছে এবং প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী পরীক্ষক। এবার ২টী ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছেন।

প্রচার কার্য্য—পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী গত জানুয়ারী হইতে কলিকাতায় অধিক সময় ক্ষেপন করিয়াছেন। উৎসবের কার্য্য ভিন্ন কলিকাতায় সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য, ছাত্রসমাজে বক্তৃতা এবং অন্যান্য উপায়ে এখানে ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। মধ্যে একবার ঢাকা গিয়া অত্রত্য সমাজের উপাসনা কার্য্য ও "নববিধান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনি চটা মহেশতলা, হরিনাভি এবং কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবও সম্পন্ন করিয়াছেন। ঢাকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া এখানকার সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য করিতেছেন এবং "নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম" এবং "নববিধানের গূঢ় রহস্য" এই বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করিয়াছেন। ইনি পশ্চিম বাঙ্গলা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশও অযোধ্যায় প্রচারার্থ বহির্গত হইবেন স্থির হইয়াছে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—কলিকাতায় সাপ্তাহিক উপাসনা ও ছাত্র সমাজের কার্য্য কয়েকবার নির্ব্বাহ করেন। মধ্যে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের অষ্টত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ আহুত হইয়া তথায় গমন করেন এবং ১০ দিন তথায় অবস্থিতি করেন। যে কয়েক দিন মেদিনীপুর ছিলেন, প্রতিদিন কোন না কোন ব্রাহ্মের ভবনে পারিবারিক উপাসনা করেন। দুইটী প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়, একটী 'চরিত্র গঠন বিষয়ে ২য় 'আমাদিগের সময় ও কর্ত্তব্য' বিষয়ে ইংরেজী বক্তৃতা। গড়ের সম্মুখস্থ খোলা মাঠে একদিন বক্তৃতা হয়, তাহাতে ৬।৭ শত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোপগিরি নামক পর্ব্বতে একদিন বিশেষ উপাসনা সম্পন্ন করেন। "ঈশ্বর চির নূতন" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। তিনি সাম্বৎসরিক উৎসব দিনে প্রাতে ও রাত্রে উপাসনা করেন এবং "পাপ থাকিলে ঈশ্বরকে দেখা যায় না" এবং "ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দিবেনই দিবেন" এই দুই বিষয়ে উপদেশ দেন। ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে ইনি মান্দ্রাজ গমন করিয়াছেন। তথায় প্রায় প্রতিদিন উপাসনা ধর্ম্মালোচনা ও বক্তৃতা করিতেছেন। রাজ মহেন্দ্রী এবং কুইম্বাটুর ও বাঙ্গালোর হইতে ইহার আহ্বান পত্র আসিয়াছিল। কুইম্বাটুরে কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া বাঙ্গালের গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—মাঘোৎসবের সময় কোন কোন বিশেষ দিনে উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। মাঘের শেষে তিনি উত্তর বাঙ্গালায় গমন করেন। প্রথমে জলপাইগুড়ি সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করেন। তথায় মানব জীবনে ঈশ্বর কৃপা ও অনন্ত ঈশ্বর ভিন্ন মনুষ্যের শান্তি নাই, এই দুই বিষয়ে উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম্মে ঈশ্বর পূজা এই বিষয়ে এক পকাশ্য বক্তৃতা করেন। তিনি সিলিগুড়ির সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন, আত্মজ্ঞান ও ঈশ্বরের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ দেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশনে "একতা" বিষয়ে এক প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

ইনি সৈয়দপুর সভায় হিন্দুদর্গ বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। হলদিবাড়ী ও রঙ্গপুরে গিয়া উপাসনার কার্য্য করেন এবং শেষোক্ত স্থানে "শক্তি" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। সেরাজগঞ্জ ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য সম্পন্ন করেন ও জলপাইগুড়ির নিকটে দেবীগঞ্জ নামক স্থানে একটী নূতন উপাসনা সমাজও প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ধুবড়ী ও কুড়িগ্রাম ভ্রমণ করিয়া দারজিলিঙ্গের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পাদনার্থ তথায় গমন করিয়াছেন। তথা হইতে পূর্ব্ব বাঙ্গলা অঞ্চলে ভ্রমণ করিবেন।

পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী—গত জানুয়ারি মাসে মাঘোৎসবোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া হিন্দিতে বক্তৃতা ও উপদেশ দান করেন। পরে কলিকাতা হইতে লাহোর যাইবার পথে কানপুরে 'ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও মত' বিষয়ে

একটী বক্তৃতা করেন। লাহোরে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এইঃ—

প্রতি শনিবার মধ্য পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং উর্দ্দু ভাষায় এই কয়েকটী বিষয়ে উপদেশ দেন; ঈশ্বরের নিকটস্থ হওয়া ও তাঁহা হইতে দূরে গমন, শান্তি কি, ও পাইবার উপায় কি? ব্রহ্ম আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমরা যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি, হৃদয়ের প্রেমোচ্ছাসে ঈশ্বরের পূজা কর, সংসারী এবং ব্রহ্ম পরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যু, অনন্ত জীবনের মূল, আমরা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইব, পাপ ও ঈশ্বরের কৃপা।

ভ্রাতৃ সম্মিলনী সভার প্রত্যেক সাপ্তাহিক অধিবেশনে সভাপতির কার্য্য করেন। এই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক একত্র হইয়া ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে আলোচনা করেন। তত্রত্য সমদর্শী সভা পুনরুজ্জীবিত ছাত্রসভার সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহার সহিতও তাঁহার যোগ আছে।

'বিরাদারই হিন্দ' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদন কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত পুষ্পাবলী বর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে।

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ ও মধ্য পঞ্জাব ব্রাহ্ম সমাজের সম্মিলন প্রস্তাব হওয়াতে তিনি দুইটী বক্তৃতা করেন (১) পুরাতন পঞ্জাব সমাজের উদাসীন ভাব, (২) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ব। শেষোক্ত বক্তৃতায় নিয়মতন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কি উপকার তাহা প্রদর্শন করেন। গতমাসে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? এবিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। বেনারসের পাদরী নীলকণ্ঠ লাহোর স্কুলে এক বক্তৃতা করেন, ইহা তাহারই উত্তর।

অনুষ্ঠান—বাবু মধুসূদন চক্রবর্ত্তী নামে এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মের মৃত্যু হয়, তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য এবং বাবু শিবচন্দ্র সেনের কন্যার জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান ইনি সম্পাদন করেন।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কয়েকটী সভ্যের সাহায্যে শান্তিপুরের ব্রাহ্ম সমাজ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং মতিহারীর নিকটবর্ত্তী ত্রিকোলা নামক স্থানে একটী নূতন উপাসনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণ সমাজের একজন যুবক সভ্য কাছাড়ে উৎসাহ পূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। রামপুরহাট, বরাহনগর, হরিনাভি প্রভৃতির সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদনার্থ কয়েকটী সভ্য গমন করিয়াছিলেন।

উপাসনার উন্নতি এবং উপাসকদিগের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধনার্থ দুইটী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১ম, মুজাপুর ষ্ট্রীট ১৩ নং ভবনে যে দৈনিক উপাসনা হয়, শুক্রবার তাহার একটী বিশেষ উপাসনা হইবে এবং পর্য্যায়ক্রমে এক একজন উপাসক তাহাতে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ২য়, প্রতি ইংরাজি মাসের প্রথম সোমবার রাত্রিতে কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলন হইবে। এই ব্যবস্থানুসারে যেরূপ কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, তাহাতে অনেক শুভ ফল লাভের প্রত্যাশা করা যায়।

প্রতিনিধি নিয়োগ—ভবানীপুর (সুবার্বণ) ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বাবু কালীমোহন বসুর পরিবর্ত্তে বাবু বানীকণ্ঠ রায়-চৌধুরী প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন। এবং দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ বসুর পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন। বাবু যদুনাথ রায় এবৎসরও রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি থাকিবেন। প্রতিনিধি পরিবর্ত্তন বা নূতন নিয়োগ সম্বন্ধে অন্য কোন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

এজেন্ট—সমাজের ভিন্ন ভিন্ন মফস্বল স্থানে এজেন্ট যাঁহারা ছিলেন, এবৎসরও তাঁহারা রহিয়াছেন। এজেন্টগণ যাহাতে সমাজের দাতব্য আদায় ও অর্থ বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছে।

বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের সভ্য ডাক্তার আত্মারাম প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কলিকাতাস্থ তিনটী সমাজের ঐক্যবন্ধন জন্য উৎসুক হইয়া একখানি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সাধু চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের পত্রের প্রত্যুত্তর দানার্থ শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন দাস ও বাবু আনন্দমোহন বসুর উপর ভরার্পণ করা হইয়াছে।

ছাত্র সমাজ।

গত ১৭ ই এপ্রিল ছাত্র সমাজের উদ্যান উপাসনা উপলক্ষে প্রায় ৫৪ জন ছাত্র ও অন্যান্য ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের দমদমাস্থ উদ্যান বাটীতে গমন করেন। প্রাতেঃ ৮॥ টার সময় সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট আম্র কাননে উপাসনা হয়। বৃক্ষগুলি ফলভরে অবনত হইয়াছে, কোকিল কুহুশব্দে অনন্ত আকাশ পূর্ণ করিতেছে, নানা জাতীয় বিহঙ্গম সুমিষ্ট স্বরে কানন শব্দায়মান করিয়াছে বসন্তের আগমনে প্রকৃতি নব সাজে সজ্জিত হইয়া স্রষ্টার অপার মহিমা ও হস্তচিহ্ন জগতের নিকট ঘোষণা করিতেছে. এমন মধুর স্থানে এমন মধুর ভাবে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নামে সঙ্গীত ধ্বনি উত্থিত হইল, মানব হৃদয়ের সঙ্গীত জড় প্রকৃতির সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া স্রষ্টার গুণ কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইল। উপাসক ব্রহ্মের দেদীপ্যমান সত্তাতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ কৃতার্থ করিলেন। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে প্রাচীনকালে ঋষিকুমারগণ আশ্রমে বাস করিয়া কি প্রকারে ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন এবং কি প্রকারেই বা বর্ত্তমান শতাব্দীতে ব্রহ্মচারী যুবকগণ ব্রহ্ম বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে উপদেশ হয়। অবশেষে শ্রীযুত আনন্দ মোহন বসু মহাশয় একটী হৃদয় উচ্ছাসক প্রাণপূর্ণ প্রার্থনা করেন। ঈশ্বর প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। যুবক হৃদয়ে সে প্রার্থনার আঘাত লাগিল, অনেকের প্রাণ জাগিয়া উঠিল। নিজ জীবনের গুরুতর দায়ীত্ব অনুভব করিয়া অনেকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন।

আহারান্তে যুবকগণ পুনরায় মিলিত হইলেন। যুবক জীবন কি প্রকারে সৎকার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিবিধ প্রসঙ্গ উঠিল। সে সমুদয় আলোচনা এক সুন্দর

হইয়াছিল ও ৩টি যুবক সাধারণ লোকদিগের শিক্ষার জন্য আপনাদের সময় প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। (তাঁহারা নিয়মিত রূপে এখন প্রতি রাত্রিতে সাধারণ লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন।) আরো ৮ টি যুবক কলিকাতার কোন স্থানের গরিব লোকদিগের শিক্ষা, উন্নতি, চিকিৎসার সাহায্য প্রভৃতির জন্য আপনাদিগকে নিয়োজিত করিতে অভিলাষ করিলেন। (তাঁহারা এখন স্বীয় অভিপ্রেত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে সফল কাম হইয়াছেন।) তৎপর ছাত্রদিগের বাসায় বাসায় যাহাতে নিয়মিত রূপে একত্রে উপাসনা হইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা হয়। অনেকে উৎসাহের সহিত আপন আপন বাসায় একত্র উপাসনার প্রথা সংস্থাপিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। (আমরা সুখী হইলাম অনেকে সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন।) অবশেষে স্থির হইল যে যে বাসায় যে দিন এইরূপে উপাসনা হইবে, তাহার একটি তালিকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রকাশ্য স্থানে নিবদ্ধ থাকিবে, বিদেশ হইতে কোন ব্রাহ্ম আসিয়া কোন স্থানের উপাসনায় যোগ দিতে ইচ্ছা করিলে সহজেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। ছাত্রদিগের বাসায় যাহাতে প্রকৃষ্ট রূপে উপাসনা হইতে পারে তাহা সন্দর্শন করিবার জন্য যাহাতে শীঘ্র কয়েকটি লোক একত্র হইয়া কোন উপায় অবলম্বন করেন সেই বিষয়ে কথোপকথন হয়। এইরূপ বিবিধ সদালাপ ও ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালী স্থির করিয়া অনেকে বিস্তৃত উদ্যানের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৫।টার সময় জল যোগের পর সকলেই কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পরস্পর সদ্ভাবে মিলিত হইয়া সৎপ্রসঙ্গে প্রাণের সহিত এইরূপ যোগ দেখিলে হৃদয় আশা উৎসাহে পূর্ণ হয়।

আনন্দমোহন বাবু তাঁহার ভ্রাতা ও সহধর্ম্মিণী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ছাত্র সমাজের সভ্যদিগকে যে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তজ্জন্য ছাত্র সমাজ তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছেন।

২৭শে এপ্রেল রবিবার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ছাত্র সমাজের কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং আত্ম বলিদান সম্বন্ধে অতি সুন্দর একটি উপদেশ দেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীহট্ট।

২৮শে চৈত্র শনিবার ৭ ঘটিকার সময় অত্রত্য জাতীয় স্কুল গৃহে বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন "ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান" বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা স্থলে আশানুরূপ সভ্য উপস্থিত ছিলেন। নববিধান যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; ভারত বর্ষে যে সকল উপধর্ম্ম দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইতেছে ইহাও যে তাহারই একটী তাহা তিনি শ্রোতৃবর্গের মনে বিশদরূপে অঙ্কুরিত করিয়া দিয়াছেন।

২৯শে চৈত্র রবিবার প্রাতে বাবু কৃষ্ণকিশোর মজুমদার মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয় বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন বেদির কার্য্য করেন। বৈকালে সামাজিক উপাসনায় বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী বেদির কাজ করেন।

৩০ চৈত্র সোমবার প্রাতে বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়, বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী বেদির কার্য্য করেন অপরাহ্ণ ৪।০ ঘটিকার সময় (প্রার্থনা সমাজের নিজের কোন মন্দির না থাকা প্রযুক্ত) অত্রত্য নাটক ঘর হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। সঙ্কীর্ত্তনে প্রায় ২।৩ শত লোক যোগ প্রদান করিয়াছিল। ভাবে প্রায় সকলই মাতিয়া উঠিয়াছিল, এমন কি কয়েক জন মুসলমানকেও আমরা ইহাতে যোগ প্রদান করিতে দেখিয়াছি। সঙ্কীর্ত্তনের আর একটী দৃশ্য অতীব মনোরম হইয়াছিল, গৃহের অনতি দূর হইতে এক দল বালক সংকীর্ত্তনের আগে আগে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" "সত্যমেব জয়তে" "একমেবা দ্বিতীয়ম্" এই সত্য সকল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে নাচিতে নাচিতে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তন হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রায় রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় নাটক গৃহে উপাসনা হয়। এই দিন উপাসনাতে প্রায় ১৫০ লোক উপস্থিত ছিল। বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন বেদির কার্য্য করেন।

১লা বৈশাখ মঙ্গলবার প্রাতে ও বৈকালে নাটক ঘরে বিশেষ উপাসনা হয়। প্রাতে বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী ও রাত্রে বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ সেন বেদির কার্য্য করেন।

এবার উৎসবের কার্য্য সুচারুরূপেই নির্ব্বাহ হইয়াছে। অনেকেই ইহাতে মন খুলিয়া যোগ দিতে পারিয়াছেন, এমন কি অনেকে ইহা হইতে নূতন জীবন লাভ করিয়া নূতন বর্ষে নূতন উৎসাহের সহিত কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে শ্রীহট্ট প্রার্থনা সমাজের একটী মন্দির নাই স্থানীয় ও বিদেশীয় সহৃদয় ধর্ম্মোৎসাহি ব্যক্তিগণ যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেই এই কার্য্যটী অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে।

সাপুর।

১০ই এপ্রেল সাপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে এবং রাত্রিতে উপাসনার কার্য্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটি যুবক সভ্য সম্পন্ন করেন। কলিকাতা ভবানীপুর ও কালীঘাট হইতে অনেকটি ব্রাহ্ম উৎসবে গমন করিয়াছিলেন।

কাঁথি।

বাবু উপেন্দ্রনাথ রায় লিখিয়াছেন—

উৎসবে আপনাদের কেহ আসিতে পারিলেন না তজ্জন্য অনেকেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখানকার যেরূপ অবস্থা তাহাতে একজন প্রচারক আসিলে অনেক উপকার হয়। এ স্থানে অনেক গুলি শিক্ষিত লোক আছেন। তাঁহাদের ভিতর দুই একজন ছাড়া কেহই কোন ধর্ম্মে তেমন আস্থা প্রকাশ করেন না, যে তাহাতে তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তে নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা কিছু উপকার প্রাপ্ত হয়। বিশেষ অনেকেই নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগকে নিজ নিজ পদ মর্য্যাদা হেতু দূরে নিক্ষেপই করেন। এমনকি যদি কেহ সদনুষ্ঠান করেন

তাহাকে বিদ্রূপ করিতে ত্রুটি করেন না। এইরূপ উচ্চ শ্রেণীস্থ শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা। আবার দেশস্থ জনগণের কেমন উন্নত মন নয় যে, সকল সত্য ধারণ করিয়া বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করে। তবে অধিকাংশ লোক ভক্তি প্রবণ ও সরল ধর্ম্মানুরাগী। প্রায় ১০ বৎসর হইল শ্রদ্ধেয় বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয় এই স্থানে এই উপাসনা সমাজটি স্থাপন করেন। তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায় খুব কমই যোগ দিতেন। কেবল কতক গুলি দেশস্থ ধর্ম্মানুরাগী লোক লইয়া ইহার কার্য্য করিতেন। তাঁহার সৎদৃষ্টান্তে অনেক গুলি লোক অনেক প্রকার কুনীতিও গর্হিত কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া এখন পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন। এই দশ বৎসর কাল এই সমাজের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায় সকলেই অমনোযোগী শিক্ষিত হৃদয় যে এরূপ সৎকার্য্যে বিতৃষ্ণাও ঘৃণা করে তাহা ভাবিলে বড় দুঃখ হয়। পরে দ্বারকা বাবু স্থানান্তরিত হইলে অত্রস্থ স্কুলের একজন শিক্ষক সেই কার্য্য করিতে থাকেন। তাঁহারও জীবন পূর্ব্ব জীবন হইতে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা দেখিলে সেই পতিতপাবনকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। পরে দয়াময়ের কৃপায় শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দে মহাশয়ের এখানে আগমনে এখানকার অনেক আশা হইয়াছে। আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার এখানে আসা অবধি তিনি আফিসের কার্য্যে এত বিব্রত হইয়াছেন, যে সম্যকরূপে আমাদের উপকার করিতে পারিতেছেন না। তথাপি মধ্যে মধ্যে যোগ দিয়া অনেক কার্য্য করিতেছেন এবার উৎসবের পূর্ব্বে তাঁহাকে উৎসবের কার্য্য করিতে অনুরোধ করা যায়। কিন্তু তিনি এক দিন বই সময় পান নাই। সেই দিনে তিনি উপাসনা কার্য্য করেন ও জীবনের উদ্দেশ্য কি এই আধ্যায় একটী এমন হৃদয় উত্তেজক বক্তৃতা করেন, যে তাহাতে আমাদিগের প্রচারক না থাকার দরুণ যে নিরুৎসাহ, তাহা দূর হইয়া গিয়াছে। তাহার উপদেশের সার মর্ম্ম যতদূর পারি লিখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে তিনি সুন্দর রূপে এই বুঝাইয়া দেন, যে আত্মা অনন্তকাল স্থায়ী পরমাত্মাও জীবাত্মা এই দুই ভিন্ন ভিন্ন। জীবাত্মা যতদিন দেহ মধ্যে থাকে ততদিন মনুষ্য জীবন বলে। জীবন যখন অনন্ত কাল স্থায়ী আত্মার আধার, ইহার উদ্দেশ্য কখন সীমা বদ্ধ হইতে পারে না। সেই পরমাত্মার সহিত যোগই জীবাত্মার উদ্দেশ্য। তজ্জন্য যত দিন জীবাত্মা মনুষ্য জীবন বলিয়া পরিচিত ততদিন সেই পরম দেবের সহিত যোগই জীবনের কার্য্য। তাঁহার উপর নির্ভর, তাঁহাকে ভক্তি, প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করা এবং ইহা সর্ব্বদিকে সমানভাবে করাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই জড় সংসারে কি করে তাঁহার উপর নির্ভর করা যায়, তাহা তিনি এমন সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন, যে নিতান্ত অবিশ্বাসী হৃদয়ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত আছে জানিয়া সকল সময়ে তাঁহার উপর নির্ভর, করিতে হইবে, কি করে ঈশ্বরকে ভক্তি প্রীতি করা যায় তাহাও তিনি বেশ সুন্দরভাবে বুঝান। কেবল পিতার গুণ বর্ণন করিলে অথবা কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে তাঁহার গুণ গান করিলেই যে ভক্তি হইল, তাহা নহে। কি বিষয় কার্য্যে কি পথে কি জলে কি স্থলে সকল স্থানে সকল সময়ে তাহার জীবন্ত সত্তা অনুভব করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে। কেবল উপাসনাই যে তাঁহার প্রিয় কার্য্য, তাহা নহে এই বিশ্ব সংসারে সকল প্রকার কর্ত্তব্য পালন করাই তাহার প্রিয় কার্য্য সাধন। একটী সৎকার্য্যে যোগ থাকিলেই যে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন হইল, তাহা নহে। যত প্রকার বিবেকানুযায়ী কার্য্য আছে, সকলই যথা সাধ্য সাধন করিতে হইবে। অতএব সেই জীবন, ধর্ম্ম জীবন, যিনি এই গুলি সম্যক রূপে করিতে পারেন। তাহার উপদেশ শুনিয়া বিদ্রূপকারীদের হৃদয়ও তৎকালের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কালীনাথ বাবু যদি সাবকাশ করিয়া মধ্যে মধ্যে এইরূপ সার গর্ভ উপদেশ দেন তবে এখানকার অনেক উপকার হয়। সে দিন শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই সমাজে যোগ দিয়াছিলেন ও সেই দিনই নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়, তাহাতে সকলেই যোগ দেন। এখানকার উপাসক মণ্ডলী অনেকেই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি অনেকেই কেবল দুই এক জন ছাড়া তাঁহাদের (ভাঃ সঃ) উপর ভিন্ন ভাব হইয়াছেন এবং সেই কারণ দেখিলাম যিনি উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন তিনিই আমাদিগকে অনুরোধ করিলেন যে বিজয় বাবু বা আর কাহাকেও আসিতে লেখা হয়। যাহা হউক ঈশ্বরের সত্য ধর্ম্ম জগতে প্রচার হয় এই আমাদের প্রার্থনা। দয়াময় এই ভারতকে যেন আর কুসংস্কার ও আড়ম্বরে না ফেলেন।

সৈদপুর।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় অত্রস্থ উন্নতি বিধায়িনী সভায় সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গত ১৪ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার এখানে আগমন করিয়াছিলেন তিনি উক্ত সভা গৃহে "আমাদিগের কি আছে" এই সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এমন কি, কি ব্রাহ্ম, কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই এই বক্তৃতাটী শ্রবণ মাত্র আপন আপন দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া অন্তর হইতে কুটিলতাকে যেন তৎক্ষণেই দূর করিয়া দিয়া, মিলে মিসে কিসে আমাদের উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন। আর অধিক কি বলিব এখানে অনেক দিন থেকে একটী দলাদলির ভাব ছিল এই বক্তৃতাটী শ্রবণ মাত্র সে ভাবটী আর নাই। সকলেই হৃদয়ে শান্তি লাভ করিয়াছেন। যেমন রোগ জানিতে পারিয়া চিকিৎসক ঔষধি প্রদান করিলে অবশ্যই তাঁহার ঔষধিতে মহারোগ পর্য্যন্ত আরোগ্য হইয়া যায়, ঠিক যেন বিদ্যারত্ন মহাশয় এত দিন পরে আমাদিগের প্রকৃত রোগ জানিতে পারিয়া ঔষধ স্বরূপ এই বক্তৃতাটী প্রদান করিয়াছেন।

হাজারিবাগ।

২৯শে চৈত্র রবিবার পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হাজারিবাগ ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা করেন। উপাসনার পর বিষ্ণু পুরাণ হইতে ঋষিগণ ও বেদ-ব্যাসের প্রশ্নোত্তর অবলম্বন

করিয়া মানব প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশই যে ধর্ম্ম এ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সোমবার সন্ধ্যার পর উৎসব উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। উপাসনার পর মহানির্ব্বাণ তন্ত্র হইতে নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা যে মনুষ্যের মুক্তির একমাত্র কারণ এই বিষয়ে উপদেশ দেন। ১লা বৈশাখ উৎসবের দিন। সে দিবস প্রাতে উপাসনার পর "নব বর্ষ কি?" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। সায়ংকালে উপাসনা প্রার্থনাদি করিয়া ব্রাহ্মগণ উৎসাহের সহিত নগর কীর্ত্তনে বাহির হন। রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত নগর কীর্ত্তন করিয়া শ্রীযুত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে সমাগত হইলে, তথায় কীর্ত্তন প্রার্থনার পর প্রীতি ভোজন হইয়া উৎসব শেষ হয়। ২ রা বৈশাখ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়।

মান্দ্রাজ।

দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

১১ই এপ্রিল অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় পি, রগুনাথ মুদেলিয়ার কর্ত্তৃক উপাসনা। বার্ষিক সাধারণ সভা এবং বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ।

১২ ই প্রাতে ৭॥ টার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ কর্ত্তৃক উপাসনাও উপদেশ। অপরাহ্ণ ২।৪৫ মিনিট হইতে ৪।১৫মিনিট পর্য্যন্ত বুচিয়া পেণ্টালু কর্ত্তৃক হিন্দুশাস্ত্র পাঠ। ৬ টার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ কর্ত্তৃক "ব্রাহ্ম সমাজের আশাও উদ্দেশ্য" বিষয়ে বক্তৃতা। ১৩ই অপরাহ্ণ ৬॥ টার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ কর্ত্তৃক উপাসনাও উপদেশ।

বঙ্গ মহিলা সমাজ।

গত ২৬ শে মার্চ বঙ্গ মহিলা সমাজের দ্বিতীয় সামাজিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। তথায় ২৪টি মহিলা ও অনেক বালক বালিকা উপস্থিত ছিলেন বালক বালিকাদিগের মনোরঞ্জনের জন্য নানা আয়োজন হইয়াছিল। রুষিয়ার সম্রাটের মৃত্যু, লণ্ডন বিশ্ব বিদ্যালয়ের গৃহ বিস্তার ও চিত্রশালা স্থাপন এবং মহিলাগণ কর্ত্তৃক চিত্র সন্দর্শন, ওয়াশিংটন নগরে আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটশের নূতন সভা পতির অভিষেক, পূর্ব্বদেশে ফরাশী প্রচারকদিগের আত্ম ত্যাগ ও ৬০০ নব নারীর সুন্দর রূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ, কিরল সোসাইটি যাহা মহিলাদিগের দ্বারা সংগঠিত এবং যাহারা হাস পাতালও গরিবের পর্ণ কুটির সুসজ্জিত রাখিতে নিযুক্ত আছেন এবং যে সভার পঞ্চম সাম্বৎসরিক সভা অল্পদিন হইল সম্পন্ন হইয়াছে, চিলি নিবাসীদিগ কর্ত্তৃক লেমিয়া নগর আক্রমণ, লক্ষ্ণৌ নগরের কৃষি প্রদর্শনী মেলা, গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের হিসাব, মহিশূরের মহারাজার রাজ্যাভিষেক এই সকল সংবাদ বলা হয়। তৎপর বাঙ্গলা কোন কাগজ হইতে আমোদ জনক একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। তার পর চর্ম্ম এবং তাহার কার্য্য কারিতা সম্বন্ধে একটি সহজ বক্তৃতা হয়। মহিলাদিগের জ্ঞানোন্নতির জন্য যে এই সভা নানা প্রকার যত্ন করিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গমহিলা সমাজ সাধারণের ধন্যবাদার্হ। আমরা আশা করি সমাজ মধ্যে নারীজাতির যে উচ্চ পবিত্র অধিকার এবং সে অধিকার সুপথে চালনা করিলে যে মহা কল্যাণ সংসিদ্ধ হইতে পারে, এই সমাজ সে বিষয়ের আলোচনা করিতে কখনও বিস্মৃত হইবেন না।

ব্রাহ্মসমাজ।

১৫ ই মার্চ অমৃতসরস্থ শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যার জাতকর্ম্ম হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন।

পচাম্বা স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের নিকট একজন ব্রাহ্ম শিক্ষকের জন্য লিখিয়াছেন। তাঁহার স্থানীয় সমাজের ও স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিতে হইবে। তাঁহার গণিত জানা আবশ্যক। বেতন আপাততঃ ২৫ টাকা, শীঘ্র ৩০ টাকা হওয়ার সম্ভাবনা।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন পাবনা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন করিয়া, কুষ্টিয়া গমন করেন। তথাকার গৃহ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা করিয়া কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে কুড়িগ্রাম গমন করিয়াছেন। তথা হইতে ফরিদপুর হইয়া ঢাকা অঞ্চলে গমন করিবেন এবং কিছুদিন পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় প্রচার কার্য্যে যাপন করিবেন।

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী হাজারিবাগ হইতে প্রচারার্থ গয়া গমন করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মান্দ্রাজ হইতে কুইম্বাটুর গমন করেন। সেখানে এক সপ্তাহের অধিক কাল বাস করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য সকল প্রচার করেন। সেখানে কিছুদিন হইল একটি ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে ইহাঁদের অধিকাংশই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছেন। তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে—অনেকে সমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন। ওদিকে হিন্দুগণ ইহাঁদিগকে দমন করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী বাঙ্গালোরে ছয় দিন অবস্থিতি করেন। সেখানে তিনটি উপদেশ ও তিনটি প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। সেখানে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে আন্দোলন উঠিয়াছে। তাঁহার কার্য্যের উপর জগদীশ্বরের কৃপা বর্ষিত হইয়াছে। অনেকগুলি নূতন লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বয়াপেটা নামক স্থানে একটি উপাসনা সভা স্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সামাজিক উন্নতির উদ্দেশে একটি সভা স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। মান্দ্রাজ সমাজের অনেক সভ্যের অনুরাগ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি মান্দ্রাজ হইতে কোকানদ নামক সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নগরে পৌছিয়াছেন—তথা হইতে রাজ মহেন্দ্রী গমন করিবেন। কোকোনদ নগর গোদাবরী সঙ্গমে অবস্থিত। তথাকার একজন সম্ভ্রান্ত ধনবান বণিক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়াছেন।

আগামী ১৪ ই মে ২ রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসব হইবে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপন, ঈশ্বর-কৃপা একটি বিশেষ ঘটনা—ব্রাহ্মসমাজের পবিত্রতা ও উদারতা রক্ষার জন্যই এসমাজের জন্ম। এমন শুভদিনে বিধাতাকে প্রাণের সহিত ডাকিব, হৃদয়ের গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিব। সে শুভদিনের জন্য ব্রাহ্মগণ প্রস্তুত হউন।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। সমাজের আচার্য্য প্রমুখ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ প্রাচীন সমাজ পরিত্যাগ করিয়া "প্রার্থনা সমাজ" নামক একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মগণ প্রাচীন সমাজ লইয়া আছেন। নব বিধানরূপ বজ্রবংশের শেল এই বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ।

আগামী ২ রা মে সোমবার রাত্রি ৬॥ ঘটিকার সময় ১৩ সংখ্যক মির্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে ব্রাহ্মগণের সামাজিক সম্মিলন হইবে।

Printed and published by B. M. Ghose, at the Sadharan Brahmo Somaj Press, 93 College Street, 30 April 1881.

[পাক্ষিক পত্রিকা]

৩য় ভাগ।	১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, ১৮০৩ শক। ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ...
২৪শ সংখ্যা।		মফস্বল ঐ ৩
		প্রতি খণ্ড নগদ ৵০।

চারিদিকে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও কদাচার ; সামাজিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক নিগ্রহ ; পারিবারিক অশান্তি ও জাতীয় হীনতা ; জীবনের বিষাদ ও আধ্যাত্মিক মলিনতা ;—এভীষণ চিত্র অহর্নিশি সম্মুখে দেদীপ্যমান থাকিতে কাহার না চিত্ত সময়ে সময়ে বিচলিত হয় ? কত সময়ে ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হয়। বর্ত্তমান, দুরবস্থায় গত হইতেছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারের গর্ভে, লুকায়িত, এ অবস্থায় প্রাণ কেনইবা বিষাদিত না হইবে ? বর্ত্তমান অবস্থায় অতৃপ্তি, অসন্তোষ ও অশান্তি শুভ লক্ষণ বটে, কিন্তু আমাদের জাতীয় প্রধান কলঙ্ক এই, আমরা কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিয়া উন্নতি, অবনতি, সুখ, দুঃখের মূল কারণ নির্ণয় করিয়া বিষাদিত হইতে যত ব্যস্ত, পৃথিবীর সহস্র ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া উন্নতি ও সুখের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে তাহার সহস্রাংশের একাংশও ব্যাকুল নই। চক্ষের জল অবিরল ধারে প্রবাহিত কর, দুঃখের অবসান হইবেনা। দুঃখের তীব্র কশাঘাতে উত্তেজিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর, ভীমবলে দুরবস্থা অপনয়নের জন্য আপনার প্রাণ নিয়োগ কর, যেজন্য আজ চক্ষের জলে পৃথিবী সিক্ত হইয়েছে, যে দুঃখে প্রাণ আজ ম্রিয়মাণ হইয়া আছে, অচিরে সে সন্তাপ চলিয়া যাইবে। ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও জাতিগত যে অপার দুঃখ তাহার হ্রাস হইবে। চিন্তা ও কার্য্যের একতা আমাদের চরিত্রের প্রধান অভাব। আমাদের চরিত্রে উভয়ের সামঞ্জস্য সম্পাদিত হউক।

"আমি নাস্তিক, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিনা" অনেক অল্পবুদ্ধি জ্ঞানগর্ব্বিত যুবককে আজিকালি এই কথা বলিতে শুনা যায়। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস আমাদিগের প্রকৃতিগত। ঐ প্রকৃতিগত বিশ্বাস হৃদয় হইতে উন্মূলিত করা কত কঠিন আমাদিগের বিবেচনায় ঐ সকল কপট নাস্তিকেরা তাহা অনুধাবন করিতে অসমর্থ। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডেভিড্ হিউম একজন দুর্দ্ধর্ষ নাস্তিক বলিয়া জগতে পরিচিত। কিন্তু নিম্নে তাঁহার জীবন চরিত হইতে যে আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করা হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি তর্কে নাস্তিক হইলেও স্বীয় অন্তর হইতে ঈশ্বরের বিশ্বাস দূরীভূত করিতে পারেন নাই। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর তাহার বন্ধু বয়েল সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলেন, হিউম্ মাতৃশোকে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথম সম্ভাষণের পর হিউমের শোকের আধিক্য দেখিয়া বয়েল বলিলেন, আপনার নিরীশ্বরতা আপনার শোকের আতিশয্যের একমাত্র কারণ। নতুবা যদি আপনার ঈশ্বরে ও পরকালে বিশ্বাস থাকিত, তাহাহইলে আপনার ধর্ম্মপরায়ণা মাতা স্বর্গে পরম সুখে বাস করিতেছেন, এই বিশ্বাস অদ্য আপনার সকল শোক অপনোদন করিত। হিউম্ উত্তর করিলেন আমি তার্কিকদিগের তুষ্টি সাধনের নিমিত্ত নানা প্রকার মত প্রকাশ করি মাত্র, নতুবা আমার হৃদয়গত ভাব সমূহ সাধারণ লোকের হইতে কোন প্রকার বিভিন্ন, এরূপ মনে করিবেন না।

জড়-বাদ।

জড়-বাদীগণ বলেন, সকলের আদি কারণ জড় পদার্থ। সচেতন, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক-সম্পন্ন-প্রাণীগণ অচেতন জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। জড়বাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে বিশ্বাস করিতে হইবে, আমরা অনন্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব নই ; কিন্তু আমরা সকলেই জড় পদার্থ হইতে সৃষ্ট হইয়াছি। বিশ্বের আদি কারণ কোন জ্ঞানময় পুরুষ নন, কিন্তু জড় পদার্থ। আমরা এই মতের সংক্ষেপ সমালোচনা করিব।

মনে কর এক খণ্ড ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জড় পদার্থ অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান আছে। আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, সে জড় পদার্থ হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। এক খণ্ড প্রস্তর অনন্তকাল হইতে এক স্থানে অবস্থিতি করিবে, যদি অন্য কেহ সে প্রস্তর খণ্ডকে স্থান-ভ্রষ্ট না করে। ইহা আমাদিগের প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে জানিতেছি। অপরের দ্বারা চালিত না হইলে জড় পদার্থের চলিবার কোন ক্ষমতা নাই। জড় পদার্থ গতিশীল নহে। এ বিষয় আর কাহাকেও তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে না। অতএব প্রমাণিত হইল, জড় পদার্থ স্বয়ং গতি উৎপাদন করিতে পারে না।

অতএব জড় পদার্থের গতি দুই প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। (১) যদি গতি অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান থাকে। (২) যদি জড় পদার্থ হইতে ক্ষমতাশালী কোন রূপ গতি

উৎপাদন করে। জড় পদার্থে সংযোগ করে। মনে কর গতি ও অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। তবুও আমরা বুঝিতে পারি না, অচেতন চিন্তা-বিহীন জড়পদার্থ এবং গতি কি প্রকারে চিন্তা উৎপাদন করিতে পারে। জড় পদার্থ ও গতি মিলিত হইয়া আকার গঠন ও পরিমাণের বিবিধ পরিবর্ত্তন করিতে পারে এবং অহর্নিশি পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতেছে। ভূতত্ত্ববিদদিগের মতানুসারে পৃথিবী আদিকালে তরল পদার্থ ছিল, শত সহস্র বৎসর ঘুরিতে ঘুরিতে তরল পদার্থ কঠিন হইয়াছে; পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র প্রদেশ চাপিয়া গিয়াছে। কতকাল অতীত হইল পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে এপর্য্যন্ত কেহ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই; কিন্তু এই সংখ্যাতীত কাল মধ্যেও পৃথিবী এবং গতি মিলিত হইয়া একটি চিন্তার ও সৃষ্টি করিতে পারে নাই, একটিও জ্ঞান পদার্থ উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যদিও বিশ্বাস করি যে জড় পদার্থ এবং গতি অনন্ত কাল হইতে বর্ত্তমান, তথাপিও তাহা চিন্তা ও জ্ঞানের মূল কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল না। সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা ও জ্ঞানের মূল তত্ত্ব নির্ণিত হইল না। জড়বাদ চিন্তা ও জ্ঞানের মূল কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না।

জড় পদার্থ আপনাপনি উৎপন্ন হইয়াছে, একথা আমরা মনেও ধারণা করিতে পারি না। জড় পদার্থ হইতে জ্ঞান ও চিন্তার উৎপত্তি যেমন সম্পূর্ণ অসম্ভব, শূন্য হইতে জড় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে ইহাও তেমনি অসম্ভব। দুই আর দুই পাঁচ যেমন আমাদের বুদ্ধির অগম্য, শূন্যপদার্থ হইতে জড়ের উৎপত্তি তেমনি আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মানব-জ্ঞান দ্বারা বিচার করিতে গেলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়,—জড় আপনাপনি উৎপন্ন হয় নাই। জড়ের কারণ আছে। সকলের আদিতে যদি শূন্য হয়, তবে জড় পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। গতিবিহীন জড় পদার্থ যদি আদি পদার্থ হয়, তবে অনন্ত গতির উৎপন্ন হইতে পারে না,—যদি গতি ও জড়-পদার্থ সকলের আদি হয়, তাহা হইলে চিন্তা ও জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টির মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে তিনটি মূল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। (১) জড় পদার্থ। (২) গতি (৩) চিন্তা ও জ্ঞান, কিন্তু আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, জড়-পদার্থ ও গতির স্বতঃউৎপত্তি মানব-বুদ্ধি কল্পনাতেও ধারণা করিতে পারে না। অন্য জীবের সম্পর্কে যাহা হউক, মানবের পক্ষে জড় পদার্থের আদি কারণ আছে। আমরা বিশ্বের সর্ব্বত্র জ্ঞান, চিন্তা, প্রেম, ইচ্ছা, কৌশল প্রভৃতির কার্য্য দেখিতে পাই। এবং আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ ব্যতীত সেরূপ কার্য্য আর কেহ করিতে পারে না, অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সৃষ্টির মূল কারণ কোন জ্ঞান ও ইচ্ছাময় পুরুষ। এই পুরুষকেই মানুষ ঈশ্বর সংজ্ঞায় অভিহিত করে।

প্রশ্নোত্তর।

জনৈক পত্র প্রেরক আমাদিগকে দুইটি প্রশ্ন পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য নিম্নে তাহার উত্তর প্রদান করিলাম।

প্রশ্ন। আপনারা যেমন ব্রহ্মোপাসনার সময় ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপ গ্রহণ করিয়া উপাসনা করেন, তেমনি যদি একজন হিন্দু ঈশ্বরের সমস্ত স্বরূপ একত্র করিয়া মনে ধারণা করিতে না পারে, এবং একটি একটি স্বতন্ত্র করিয়া, যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি ঈশ্বরে একটী একটী স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা করে, তাহাতে কি দোষ ও পাপ হইতে পারে?

উ। ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ,—তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, পবিত্রতা ও মঙ্গলভাব-সমন্বিত অনন্ত-স্বরূপ মনুষ্য আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এককালীন ধারণ করিতে অক্ষমতা বশতঃ যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে তাঁহার এক একটি স্বরূপ চিন্তায় নিযুক্ত হয়, তাহাতে কোন দোষ নাই; প্রত্যুত উহাতে অত্যন্ত উপকারই হইয়া থাকে। আমাদের সংকীর্ণ হৃদয় সেই অনন্ত-পুরুষের স্বরূপ লক্ষণ সকল এককালীন আয়ত্তাধীন করিতে গিয়া পরাস্ত হইয়া পড়ে, সেই জন্য আমরা উপাসনার সময় তাঁহার এক একটি গুণ স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা করিতে ও তাহা যতদূর সম্ভব হৃদ্গত করিতে চেষ্টা করি।

স্বতন্ত্ররূপে চিন্তা করি বটে, কিন্তু কল্পনা দ্বারা সেই গুণগুলিকে গুণের আধার পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করি না। গুণ কখন গুণের আধার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। শর্করার মিষ্টতা শর্করাতে নিয়ত বর্ত্তমান; নিম্বের তিক্ততা নিম্বে অভিন্নভাবে স্থিতি করিতেছে। আমরা কল্পনা-শক্তিবলে গুণকে গুণের আধার হইতে প্রত্যাহার করিয়া ভাবিতে পারি, সত্য; কিন্তু তাহা বলিয়াই গুণ বাস্তবিক তাহার আধার হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

পরমেশ্বর সম্বন্ধেও সেইরূপ। তাঁহার গুণ সকল কখনই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। গুণের চিন্তা দ্বারাই আমরা সকল বস্তুর চিন্তা করি। গুণ ছাড়িয়া দিলে গুণাধার সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন জ্ঞান, কোন ভাবই থাকা সম্ভব নহে। ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের গুণ সকলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলে, ঈশ্বরবিষয়ে আমাদের কোন জ্ঞানই থাকিতে পারে না; এবং সম্পূর্ণরূপ জ্ঞানের অভাবে তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না; তাঁহার বিষয়ে চিন্তা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তবে যদি "ঈশ্বরের এক একটি স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা" করা যায়, তাহাতে প্রকৃত ঈশ্বরের উপাসনা হয় না; আমার নিজের কল্পনারই পূজা করা হয়।

সত্য আমাদের লক্ষ্য। আমরা সত্যেরই চির উপাসক। ঈশ্বরের গুণ গুলিকে লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি দিয়া তাহাদের পূজা করিলে তাহাতে অনাদ্যন্ত পরমেশ্বরের তো পূজা হইল না, আপনার কল্পনা-সৃষ্ট কতকগুলি দেবতার পূজা করা হইল মাত্র। সৃষ্ট পদার্থের উপাসনাকেই

পৌত্তলিকতা বলে; সুতরাং ঐ প্রকার উপাসনাও পৌত্তলিকতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শর্করার মধুরতা শর্করা নহে; নিম্বের তিক্ততা নিম্ব নহে; সেইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে তাঁহার কোন গুণকে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহাতে কখন ঈশ্বরত্ব থাকিতে পারে না, আমি আমার কল্পনা দ্বারা যাহাকে সৃষ্টি করিলাম, সে কেমন করিয়া আমার ঈশ্বর হইবে।

বাস্তবিক হিন্দুগণ পত্র প্রেরকের বর্ণিত প্রণালী অনুসারে দেবার্চ্চনা করেন না। যিনি শৈব, তিনি শিবকেই জগতের কারণ পরমেশ্বররূপে উপাসনা করেন; যিনি দুর্গা, বা কৃষ্ণ বা গণপতির উপাসক তিনি স্বীয় উপাস্য দেবতাকেই আদি ব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। যে পুরাণ যে দেবতার পূজা সমর্থন করে, সে পুরাণে সেই দেবতাকেই সকলের মূল পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উপাস্য দেবতা যে পরমেশ্বরের একটি গুণমাত্র, তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, হিন্দুগণ কখনই এপ্রকার বিশ্বাস করেন না। পুরাণাদি শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে সে প্রকার কথা আছে বটে, যথা "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ কল্পনা" কিন্তু সাধারণ হিন্দুগণের সে প্রকার বিশ্বাস নহে।

যাঁহারা আপনাদের উপাস্য দেবতাকে ক্ষুধার জন্য অন্ন, শীত নিবারণের জন্য বস্ত্র, নিদ্রার জন্য শয্যা, মশকের অত্যাচার নিবারণের জন্য মশারি পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন; তাঁহারা উক্ত শ্লোকার্দ্ধের তাৎপর্য্য কিরূপে বুঝিবেন? পত্র প্রেরক মহাশয়কে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ঈশ্বরের গুণ লইয়া দেবতা করা দূরে থাকুক, মানুষ আপনার গুণ ও প্রকৃতি লইয়াই আপনার উপাস্য দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে।

পত্র প্রেরক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তাঁহার বর্ণিত প্রণালী অনুসারে উপাসনায় দোষ কি? দোষ এই যে, উহাতে মিথ্যার উপাসনা করা হয়; সত্য স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না। সত্যের উপাসনা ও মিথ্যার উপাসনায় যে প্রভেদ, এই উভয় প্রকার উপাসনাতে সেই প্রকার প্রভেদ। সত্য পথের অনুসরণ ও মিথ্যা পথের অনুসরণের ফল কি কখন সমান হইতে পারে? আলোক ও অন্ধকার কি কখন তুল্য হইতে পারে? যেমন কারণ, তদনুরূপ কার্য্য ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। যেমন বৃক্ষ, তাহার ফলও সেইরূপ হইবে।

কিন্তু সংসারে দেখা যায় যে অনেক সময় মিথ্যার মধ্যেও কিয়ৎ পরিমাণ সত্য থাকে। "There is a soul of truth in things erroneous." * পৌত্তলিকতার মধ্যেও সত্য আছে; এবং যে পরিমাণে সত্য আছে, সরল পৌত্তলিক অবশ্য সেই পরিমাণে তাহার ফল লাভ করিবেন। সকল প্রকার পৌত্তলিকতার চরম লক্ষ্য ঈশ্বর।

পৌত্তলিকতার অনুসরণ করিলে কি পাপ করা হয়? বিশ্বাসী, সরল, ও ভক্তিমান পৌত্তলিকগণ যে পৌত্তলিক অনুষ্ঠানের জন্য পরমেশ্বরের নিকট অপরাধী এরূপ কখনই বলা যায় না। আমাদের শ্রদ্ধা ভাজন পিতৃ-পিতামহগণ যে পৌত্তলিক-অনুষ্ঠান করিয়া পাপ করিয়া গিয়াছেন আমরা এরূপ কখনই বলিতে পারি না।

সরল বিশ্বাসী সম্বন্ধে এই কথা। কিন্তু যাঁহারা উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, পৌত্তলিকতার মধ্যে যে অসত্য ও কল্পনা রহিয়াছে তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। অন্ধ কূপে পড়িলে লোকে তাহাকে দয়া করে, কিন্তু কোন ব্যক্তি চক্ষু থাকিতে জানিয়া শুনিয়া কূপে পড়িলে সে ক্ষমার যোগ্য নহে। আজ কাল যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া সকল বুঝিয়া পৌত্তলিকতার সহিত যোগ দেন, তাঁহাদের কার্য্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি; তাঁহারা যে পরমেশ্বরের নিকট গুরুতর অপরাধী তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

২য়। প্র। যদি মনে কল্পনা করিয়া তাহার পূজা করা যায়, তাহা হইলে সেই সমুদয় কল্পনা আকৃতিতে পরিণত করিয়া তাহার উপাসনা ও পূজা করাতেই বা দোষ কি?

উ। মনে কল্পনা করিয়া পূজা করা যখন দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তাহার আকৃতি নির্ম্মাণ করাও অবশ্য দোষ। প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই এ প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে।

উপাসনা কণ্টক।

উপাসনার প্রথম কণ্টক অবিশ্বাস। অবিশ্বাস মনুষ্যের অস্বাভাবিক ভাব অথচ বাল্যকাল হইতে এক দেশদর্শী শিক্ষাতে অবিশ্বাস আমাদের দ্বিতীয় স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কত চেষ্টা করি কিন্তু প্রাণের মধ্যে হঠাৎ অবিশ্বাস আসিয়া আমার সাধনের সমুদয় আয়োজন বিফল করিয়া দেয়। এই অবিশ্বাসের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব।

যে বাল্যকাল হইতে কেবল পার্থিব বিষয় দেখিয়াও অনুভব করিয়া আসিতেছে, তাহার আধ্যাত্মিক রাজ্যের তত্ত্ব সমুদয় জানিবার যে ইন্দ্রিয় তাহা বিকল হইয়াছে। সুতরাং প্রথমে আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্য সমুদয় উপলব্ধি করিতে কখনও সমর্থ হইতে পারে না। জ্যামিতি শিক্ষার্থীর যেমন সংজ্ঞা, স্বীকার্য্য ও স্বতঃসিদ্ধ না জানিয়া কোন প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, ঠিক সেইরূপ আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রাথমিক নিয়ম সমুদয় পালন ও সাধন না করিলে মনুষ্য উচ্চতর সত্য লাভের অধিকারী হয় না। অতএব যাহারা প্রথমে ধর্ম্ম সাধন আরম্ভ করেন, তাহাদের এই বিবেচনা করা উচিত যে যাহা কখনও দেখি নাই বা অনুভব করি নাই, তাহাতে প্রথমতঃ অবিশ্বাস হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সাধন করিলে এ অবিশ্বাস বহুদিন থাকে না।

যাঁহারা কিছুদিন সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কত লোক অবিশ্বাসের হস্তে পড়িয়া ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হন। অনেকে আপনার প্রাণের বলে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবেন, এই আশা করেন, অবশেষে যখন বিফল মনোরথ

---

* First Principles. Herbert Spencer.

হন, তখনই নানা প্রকার অবিশ্বাস আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। অনেকে কিছুদিন অগ্রসর হইয়া যখন দেখেন ধর্ম্মপথে গমন করিলে সংসারের অনেক সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তখনই পশ্চাদপদ হন এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর টলিয়া গিয়া নানা অবিশ্বাসে পতিত হন।

অবিশ্বাস দূর করিবার প্রথম উপায় এই:—একটুকু ধর্ম্মভাব জীবনে উপলব্ধি করিলে চিন্তা দ্বারা সেই ভাবকে উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, জীবনে সেই ভাবকে সযতনে রক্ষা করিতে হইবে, সর্ব্বদা আগ্রহের সহিত সেই ভাবকে জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

ঈশ্বর চরাচর অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে প্রাণরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদয় রক্ষণাবেক্ষণও পরিচালন করিতেছেন, এইটি স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে চেষ্টা অবিশ্বাস দূরের দ্বিতীয় উপায়।

উপাসনার দ্বিতীয় কণ্টক অলসতা। শোণিত যেমন শরীরের সজীবতা রক্ষা করে উৎসাহ তেমনি প্রাণের সজীবতা রক্ষা করে। একজন উপাসনা স্থলে নিয়মিতরূপে আসিতে পারেন, প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিতে পারেন, তিনি সুচরিত্র ও সুনীতি পরায়ণ হইতে পারেন, কিন্তু যদি প্রাণে উৎসাহ না থাকে, যদি সকল কার্য্যই ভাল মানুষের মত নির্জ্জীবভাবে সম্পন্ন করেন, তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসরেও তাঁহার বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইবে না। দশ বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহাকে যে অবস্থায় দেখিয়াছি আজও তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইব। একজন উৎসাহশীল ঘোর নারকী যদি পাপ পথ পরিত্যাগ করে, তবে সে অতি অল্প দিনে ঐ নির্জ্জীব সাধু ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক উন্নত হইতে পারে। ভাল হওয়ার ইচ্ছা থাকিলেই লোক ভাল হইতে পারে না, সংসারে অসংখ্য প্রতিবন্ধক, সে সমুদায় উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য অদম্য উৎসাহের প্রয়োজন।

অলসতা দূরের প্রথম উপায়:—জীবনের আদর্শটিকে সর্ব্বদা সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান রাখিতে হইবে। আদর্শ সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিলে প্রাণের সমুদয় শক্তি ও ইচ্ছা তাহা জীবনে পরিণত করিবার জন্য বলবতী হইয়া উঠে। আদর্শ উজ্জ্বল থাকিতে কখনও মৃতাবস্থা হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—লক্ষ্য কতদূর সাধন হইল অর্থাৎ লক্ষ্যের দিকে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, আর কতদূর আছে, এইটি চিন্তা করা উচিত। যতদূর অগ্রসর হইয়াছি তজ্জন্য প্রাণ আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া দ্বিগুণ বলে অগ্রসর হইতে থাকে। পথিক যেমন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গম্য স্থান লাভ করিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে পথ চলিতে থাকে, লক্ষ্যের দূরতা অনুভব করিয়াও ধর্ম্ম পথের যাত্রীগণ তেমনি কোন ক্লেশকে ক্লেশ মনে না করিয়া অগ্রসর হইয়া থাকেন। অতএব কত পথ আসিয়াছি কত পথ বাকী প্রতিদিন তাহা নির্জ্জনে চিন্তা করা ধর্ম্মসাধকদিগের নিতান্ত প্রয়োজন।

উপাসনার তৃতীয় কণ্টক—ধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা। সাধন করিতে করিতে সাধনের ফল প্রত্যেক জীবনে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিষ্ঠাও ভক্তি বৃদ্ধি পায়, পাপ সমুদয় হীন প্রাণ হইয়া পড়ে, প্রাণে পবিত্র বায়ু সঞ্চালিত হইতে থাকে, সদিচ্ছা, সদুৎসাহে প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু একবার এই উদ্দীপ্ত পবিত্র ও সদ্ভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলে আর সে ভাব সহজে লাভ করা যায় না। এই পবিত্র ভাবের বিরুদ্ধাচরণ মহাপাপ। বারংবার এ ভাবের প্রতিরোধ করিলে, সে ভাবের প্রতি অবিশ্বাস হয় এবং অবশেষে এ ভাবের মুখ আর প্রাণে দর্শন করা যায় না। ধর্ম্মভাব স্বর্গের পবিত্র কুসুম। ইহার নিম্নে সযতনে জল সিঞ্চন কর, পুষ্প স্বীয় গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিবে, স্বীয় লাবণ্যে দর্শকের মন মোহিত করিবে। হস্ত স্পর্শ কর, পুষ্প সেই মুহূর্ত্তে মলিন হইয়া যাইবে, ইহার লাবণ্য ও সৌরভ লুক্কায়িত হইবে। এই ধর্ম্মভাবকে কোমল রমণী হৃদয়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রমণী হৃদয় যেমন ভালবাসার কাঙ্গালী, ভালবাসা পাইলে দুঃখ ক্লেশকে তুচ্ছ করিয়া আপনার সুখ সৌভাগ্য উপেক্ষা করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বলিদান করিতে ভীত হয় না, এ ভাবকেও সমাদর করিলে, এ ভাব সমুদয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নরকে স্বর্গ শোভা প্রদর্শন করে, মানুষকে স্বর্গীয় শোভায় শোভমান করে। মানুষ এ ভাবে পরিচালিত হইলে পৃথিবীকে তুচ্ছ করিতে পারে। রমণীর সহিত কর্কশ ব্যবহার কর, তাহার লাবণ্য দেখিতে দেখিতে বিশুষ্ক হইবে। তাহার হৃদয়ে সে তরঙ্গ সে মাধুর্য্য বিলীন হইয়া যাইবে এই ধর্ম্মভাবকেও একবার অনাদর কর ইহা দেখিতে দেখিতে অন্তর্দ্ধান হইবে। অতএব সাধক! সযতনে ইহাকে প্রাণের মধ্যে রক্ষা কর।

উপাসনা সঙ্কেত।

ঈশ্বরকে সম্ভোগ করাই উপাসনা। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাতে মুগ্ধ ও আসক্ত হওয়াই উপাসনার প্রকৃত লক্ষ্য। জড় জগৎ পর্য্যালোচনা দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি যদিও করিতে হইবে কিন্তু তাহা প্রকৃত উপাসনা নহে। যখন কার্য্য দেখিতেছি তখন অবশ্য কারণ আছে, কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তি পরম্পরা দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা স্থির করা কঠোর শুষ্ক ঈশ্বরের কল্পনা মাত্র। ইহা প্রকৃত উপাসনা নহে। কোন যুক্তি আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া যখন নিজের সত্তার ন্যায় ঈশ্বরকে জাজ্জ্বল্যমান রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারি তখনই প্রকৃত উপাসনা আরম্ভ হয়। এরূপ সত্তা অনুভব করিতে পারিলে ঈশ্বরের নিত্য জাগ্রত অস্তিত্বের ভাব আত্মাতে স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। তখন জড় জগতের অস্তিত্ব দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হয় না, ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে জগৎ বর্ত্তমান ইহাই প্রতীতি হয়। অতএব উপাসনার দুইটি লক্ষ্য (১) ঈশ্বরকে জড় জগতের বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষ করা (২) ঈশ্বরে আমাদের আত্মার অবিশ্রান্ত অনুরক্তি। উপাসনাই মানুষের মনে এ প্রকার বিশ্বাস উৎপাদনে প্রধান কারণ। কি উপায় অবলম্বন করিলে এ প্রকার বিশ্বাস

লাভ করা যায় তাহাই এ প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। আমরা যে প্রণালীতে উপাসনা করিয়া থাকি, তাহার চারি অঙ্গ (১) উদ্বোধন (২) আরাধনা (৩) ধ্যান (৪) প্রার্থনা। উপাসনার কোন্ অঙ্গ কি প্রকার ভাবের সহিত সম্পন্ন করা উচিত তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

উদ্বোধন।

উদ্বোধনের দ্বারা এই কয়েকটী ভাব মনে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত (১) একটি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত জ্ঞানময় জীবন সমুদয় জগৎকে অবিরল করিয়া রহিয়াছেন। যেমন আত্মার অধিষ্ঠানে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সঞ্চালিত হইতেছে, সেইরূপ তাঁহার অধিষ্ঠানে জগতের চেতন অচেতন সমুদয় পদার্থের জীবন, সৌন্দর্য্য ও বল, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

(২) তাঁহার সহিত নিজের সম্বন্ধ অনুভব করিতে হইবে। তিনি আশ্রয় আমি আশ্রিত, তিনি পিতা আমি পুত্র, তিনি গুরু আমি শিষ্য, তিনি প্রভু আমি ভৃত্য, তিনি উপাস্য আমি উপাসক ইত্যাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিতে হইবে।

(৩) তাঁহার সম্মুখে আপনাকে নিতান্ত দীন হীন ও অনুতপ্ত মনে করিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। তাঁহার অসীম মহত্ত্ব ও পবিত্রতা এবং নিজের পাপ কলঙ্ক ও নানা প্রকার অযোগ্যতা অনুভব করিতে হইবে। এরূপ বিনীত ও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান হইলেই আরাধনাতে প্রবৃত্ত হওয়ার অবস্থা উপস্থিত হইল।

আরাধনা।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং।
যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং॥

এইটি উপাসনার প্রকৃত আদর্শ। যখন তাঁহার সত্য স্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাঁহা ব্যতীত সমুদয়ই যে অসত্য তাহা উপলব্ধি হইবে। যখনই তাঁহার সত্য ভাব জানা যায়, তখনই জগৎকে অসত্য বলিয়া তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা হয় এবং নিজের অসত্য ভাবের প্রতি দৃষ্টি পড়াতে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা হয় এবং তিনি যে প্রাণ স্বরূপ তাঁহা ব্যতীত আমরা যে কিছুই নই, তাহা উপলব্ধি হয়। তিনি জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ আমাদিগকে দেখিতেছেন, এইটি অনুভব করিলে, ত্রিভুবনের রাজা পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্রকে দর্শন করিলে দরিদ্রের মনে যেমন ভাব হয়, আমাদিগের মনেও সেইরূপ ভাবের উদ্রেক হয়। তিনি মহান্ অনন্ত এই ভাব মনে আসিবা মাত্রই অন্তর যত কেন উদ্ধত হউক না, পৃথিবীর ধূলির ন্যায় আত্মা বিনীত হইয়া পড়ে। তিনি আনন্দ স্বরূপ, যে আনন্দ জীবন্ত ভাবে পৃথিবীর সর্ব্ব ঘটনায় বিকীর্ণ করিতেছে। সে আনন্দ অনুভব করিলে, সংসারের সুখ অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণ বিধ্বংসী বোধ হয়, আত্মা আনন্দময়ের আশ্রয়ে গিয়া পতিত হয়; যদিও তাঁহার নিকট সহস্র দোষে কলঙ্কী তথাপি তাঁহার নিকট যাইতে সাহস হয়, পরিত্রাণের আশা হয় ও তাঁহাকে নিকট বলিয়া বোধ হয়। তখন তাঁহাকে দীন দয়াল ঈশ্বর বলিতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাঁহারদিকে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে এবং শুদ্ধমাত্র তিনিই যে ভক্তি ও প্রেমের আস্পদ তাহা অনুভূত হয়। ঈশ্বর পুণ্যময় যেই এই ভাব মনে উদয় হয়, অমনি নিজের অসারতা ও পাপের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয় এবং ঈশ্বরের ন্যায় পবিত্র হইবার ইচ্ছা জন্মে ও তাঁহার পবিত্র কিরণে পাপীর হৃদয়ে নূতন জীবন্ত আলো প্রবেশ করে।

এই রূপে আরাধনা দ্বারা উপাসক আপনার জীবনের কোন্ অংশে অভাব আছে, তাহা বিলক্ষণ রূপে দেখিতে পান। যেমন আলোকের দর্শন না হইলে অন্ধকারের ক্লেশ ও তারতম্য দ্বারা তাহার অকিঞ্চিৎকরত্ব অনুভব করা যায় না, সেইরূপ প্রকৃতরূপে এই আদর্শ উপাসনাটি না হইলে, হৃদয়ের পাপজনিত কষ্ট অনুভব করা যায় না। এই প্রকার উপাসনাতেই আত্মার সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্যক রূপে পরিচালিত হয়। মধুমক্ষিকা যেমন আপনা ভুলিয়া মধুভাণ্ডে পতিত হয়, আত্মাও সেইরূপ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পরব্রহ্মের ধ্যান-সাগরে নিমগ্ন হয়।

ধ্যান।

আমাদের উপাস্য দেবতা সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়াতীত ও আধ্যাত্মিক। আমাদের ধর্ম্ম জীবনও ইন্দ্রিয়াতীত,—আধ্যাত্মিক জগতের ক্রিয়া মাত্র। এই জন্য ধ্যানের বিশেষ প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জগৎ ও ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের ন্যায় আত্মাতে অনুভূতি শিক্ষাই ধ্যান। অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তি, এবং তাঁহার ইচ্ছা পালনের ভাব কেন হইবে? অনেকেই আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারে না বলিয়াই, কেবল বাহিরের আড়ম্বর পূর্ণ কার্য্য কলাপ দ্বারা ধর্ম্মতৃষ্ণা চরিতার্থ করিতে বাধ্য হয়।

ধ্যান ধর্ম্ম সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ। ধ্যানের দ্বারা জীবনে তিনটি ফল লাভ হয়। (১) মনের শাসন। (২) ধর্ম্ম ভাবের স্বাভাবিকত্ব। (৩) অন্তর্জগৎ ও ঈশ্বরভাবের প্রত্যক্ষ অনুভূতি।

(১) উপাসনার প্রধান প্রতিবন্ধক মনের চঞ্চলতা। সচরাচর দেখা যায়, উপাসনা ও প্রার্থনার সময় মন সহসা অজ্ঞাতসারে দৌড়িয়া বিষয়ান্তরে নিযুক্ত হয়। এইরূপ অস্থিরতা লইয়া আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ অসম্ভব। শান্ত সমাহিতমন না হইলে কখনও ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় না। বাহিরের কোন উপায়ই মানসিক চঞ্চলতা নিবৃত্ত করিতে পারে না। অতএব, হৃদয়কে স্থির ও সমাহিত করার জন্য ধ্যানের আবশ্যক। সাধারণতঃ আত্মার অপবিত্র ভাবযোগই চিত্ত চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ। অতএব ঈশ্বরের পবিত্র ভাব লইয়া, নিভৃত পুরাতন দূষিত ভাবকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে। এই রূপেই হৃদয় শাসন হয়।

(২) এখন আমাদের প্রকৃতি হয় যে পাপই যেন স্বাভাবিক ও ধর্ম্ম অস্বাভাবিক। পাপানুষ্ঠান অতি সহজে হয়, ধর্ম্মোপার্জ্জন অনেক চেষ্টা ও যত্নে হইয়া থাকে। আমরা

দেখিতে পাই ধর্ম্মের সমুদয় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছার অধীনে নহে। বহির্জগতের প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই যেমন সংগ্রহ করিতে হয়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতের ব্যাপার সকল আমাদের নিজের জিনিশ নয়, অন্য হইতে লইতে হয়। আধ্যাত্মিক পদার্থের সঙ্গে যদি স্থায়ীরূপে যোগ প্রতিষ্টিত হয়, তাহা হইলেই ধর্ম্ম স্বাভাবিক হইতে পারে। সেই যোগ সাধনের জন্যই ধ্যানের প্রয়োজন।

(৩) ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জীবন্ত আবির্ভাব উপলব্ধি করা ধ্যানের একটি প্রধান অঙ্গ। অনেক সময় আমরা জগতের কার্য্যকৌশল ও ঈশ্বরের দুই একটি স্বরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে যাই। কিন্তু তদ্দ্বারা বাস্তবিক তিনি যাহা তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হই না। এজন্য ঈশ্বরের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ধ্যান ধারণা দ্বারা তাঁহার উজ্জল সত্তা উপলব্ধি করিতে মনোযোগী হওয়া চাই।

ধ্যানের পূর্ব্বে সজীব অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মবোধ আবশ্যক। ইন্দ্রিয়াতীত আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া লক্ষ্যের সহিত তাঁহাকে সংযুক্ত করিতে হইবে। তবেই মনের একাগ্রতা সম্পাদিত হইবে। কারণ এক ভাবে এক লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থাপিত না হইলে ধ্যানের আরম্ভ হয় না। আত্মাতে ঈশ্বরের অবস্থিতি অনুভব করিতে হইবে। তিনি আত্মার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন, আমি তাঁহা হইতে কোন রূপেই দূরে থাকিতে পারি না। ঈশ্বরের এই জীবন্ত সত্তা উপলব্ধি করা চাই।

প্রার্থনা।

ধ্যানে ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়, এই জন্যই তাহার পর প্রার্থনা স্বভাবসিদ্ধ। প্রার্থনা সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বিষয় সাধন করিতে হইবে।

(১) প্রার্থনা হৃদয়ের চিরস্থায়ীভাব হওয়া উচিত। প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রার্থনা হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাব হইবে। তাহার বিরুদ্ধে কোন ভাব উপস্থিত হইলেই প্রাণে আঘাত লাগিবে। কোন সময়েই সেই প্রার্থনার ভাব হৃদয় হইতে দূর হইতে পারিবে না। যেমন আহারীয় সার বস্তু রক্ত মাংস রূপে পরিণত হইয়া শরীরের সহিত মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ হৃদয় হইতে যে প্রার্থনা প্রকৃতভাবে বহির্গত হইবে, তাহা সকল সময়েই আত্মার সহিত মিলিয়া থাকিবে। যাহার ধনস্পৃহা বলবতী সে যেমন জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে উক্ত স্পৃহার পরিচয় দেয় এবং ঐ স্পৃহাটি তাহার জীবনে চিরদিনের জন্য বদ্ধমূল রাখে, সেইরূপ প্রার্থনার ভাব জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে প্রকাশিত হওয়া চাই এবং জীবনে বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। এইরূপে প্রার্থনা আত্মার স্বাভাবিক ভাব না হইলে, প্রকৃত রূপ ফল লাভ হইতে পারে না। এবং যে প্রার্থনা জীবনে বদ্ধমূল না হয় তাহা প্রকৃত প্রার্থনা নহে।

(২) যে অভাবের জন্য হৃদয়ে প্রকৃত যন্ত্রণা ও ব্যাকুলতা না হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করা উচিত নহে। প্রার্থনা করা উচিত বলিয়া প্রার্থনা করিবে না। ব্যাকুল হৃদয়ে যথার্থ অভাব বোধ না করিয়া প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর তাহা পূর্ণ করেন না এবং অভাব বোধ না করিয়া প্রার্থনা করিলে অবিশ্বাস জন্মে। যখন অভাব বোধ না হইবে, তখন কল্পনা করিয়া অভাব বুঝিয়া প্রার্থনা করা উচিত নহে; এমত স্থলে "হে ঈশ্বর আমি অভাব বুঝিতে পারি না এ দুর্দ্দশা হইতে আমাকে রক্ষা কর" এই বলিয়া প্রার্থনা করা উচিত। চিন্তা করিয়া অন্বেষণ করিয়া অভাব বাহির পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে প্রকৃত ফল লাভ হয় না।

(৩) যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা যায় তাহা লাভের জন্য দৃঢ় আশা ও বিশ্বাস রাখিতে হইবে। ঈশ্বর আমার কথা শুনিতেছেন, তিনি আমার দুঃখ নিশ্চয়ই মোচন করিবেন, কখনই আমাকে নিরাশ করিবেন না, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় জানিয়াছি তিনি কখনও আমাকে পরিত্যাগ করেন না, এই নিশ্চয় দৃঢ় বিশ্বাস হইলে তখনই প্রার্থনার ফল অনেকাংশে লাভ হয়; হৃদয়ে শান্তি, পবিত্রতাও বৃদ্ধি হইতে থাকে।

আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনার যোগ থাকিবে। আমরা আজ একরূপ, কাল অন্য রূপ প্রার্থনা করি; কিন্তু এরূপে প্রার্থনা না করিয়া যাহাতে প্রত্যেক দিনের প্রার্থনার সহিত প্রত্যেকের যোগ থাকিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিশেষ প্রার্থনা মূলএকটি প্রার্থনার সাহায্যকারী মাত্র। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস পূর্ব্বক নির্ভরই প্রার্থনা সফল হইবার বিশেষ সহায়। ঈশ্বরকে যিনি প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহার প্রার্থনা সফল হইবার পক্ষে বহু বিঘ্ন।

প্রচারার্থী দিগের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন।

২৯ এ মার্চ্চ—১৮৮১।

পরীক্ষক শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

১। (ক) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ আছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ কি? (খ) অস্তিত্ব সম্বন্ধে কার্য্য-মূলক ও কারণ-মূলক যুক্তি কি কি?

২। (ক) ঈশ্বরকে কেবল সর্ব্বশক্তিমান বলিলে কি দোষ? (খ) তাঁহার ন্যায়-ভাব ও দয়া এতদুভয়ের সামঞ্জস্য কি রূপে হইতে পারে?

৩। (ক) পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ কি? (খ) পরলোক বলিয়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে ইহা আমরা স্বীকার করি কি না? যদি করি তাহা কোথায়, যদি না করি তবে আমাদের পরলোক সম্বন্ধে মত কি?

৪। (ক) ঈশ্বরের উপাসনার আবশ্যকতা ব্যাখ্যান কর। (খ) উপাসনার কয় অঙ্গ সচরাচর বলা হইয়া থাকে?

৫। (ক) মুক্তি কাহাকে বলে? (খ) সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থা একটী স্থায়ী অবস্থা কি না? (গ) যদি মনুষ্যের স্বাধীনতা না থাকিত, তাহাহইলে মুক্তির প্রয়োজন থাকিত কি না? (ঘ) মুক্তি লাভের উপায় কি কি? (ঙ) মুক্তির ভাবপক্ষ ও অভাব-পক্ষ ব্যাখ্যান কর।

৬। ধর্ম্ম ও বিষয়সুখ দুইটী পরস্পর বিরোধী কি না এবং তাহাদের সামঞ্জস্য কি প্রকারে সম্ভব?

৭। স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত কি প্রভেদ?

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

দারজিলিং।

দারজিলিং ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

২৮এ চৈত্র শনিবার, অপরাহ্ন ৬ টা হইতে বাঙ্গালা বক্তৃতা, এবং উৎসবের উদ্বোধন।

২৯এ চৈত্র রবিবার, প্রাতঃ ৭টা হইতে ১০টা উপাসনা; অপরাহ্ণ ১টা হইতে ৩টা নেপালী ভাষায় উপাসনা, ৩টা হইতে ৫টা বার্ষিক সভা, ৫টা হইতে ৬টা সঙ্গীত, ৭টা হইতে ৯টা সায়ংকালীন উপাসনা।

৩০এ চৈত্র সোমবার, প্রাতঃ ৭টা হইতে ১০টা উপাসনা ১টা হইতে ২টা সম্মিলন ও সমালোচনা, ২টা হইতে ৪টা ব্যাখ্যান, ৪টা হইতে ৫টা সঙ্গীত, ৫টা হইতে বাঙ্গালা বক্তৃতা, ৭টা হইতে ৯টা উপাসনা।

১লা বৈশাখ মঙ্গলবার, প্রাতঃ ৭টা হইতে ৯টা, ও সায়ংকাল ৭টা হইতে ৯টা উপাসনা।

২রা বৈশাখ বুধবার শ্রীযুত ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্ত্তীর ভবনে পারিবারিক উপাসনা।

৩রা বৈশাখ বৃহস্পতিবার, সায়ংকাল ৬টা হইতে বাঙ্গালা বক্তৃতা, ও উপাসনা।

৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার, প্রাতে (Park) প্রান্তরে উপাসনা, সায়ংকালে শ্রীযুত মতিলাল হালদারের ভবনে পারিবারিক উপাসনা।

৫ই শনিবার, প্রাতে নির্ঝরতটে অরণ্যে উপাসনা; সায়ংকাল ৭টা হইতে ৯টা ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা।

৬ই রবিবার, প্রাতঃ ৭টা হইতে ১০টা উপসনা; ১টা হইতে ৩টা নেপালী ভাষায় উপাসনা; ৩ টা হইতে ৫টা ব্যাখ্যান, ৫ টা হইতে বাঙ্গালা বক্তৃতা, ৭টা হইতে ৯টা সায়ংকালীন উপাসনা।

এবৎসর নেপালী ভাষায় "ব্রহ্মোপসনা পদ্ধতি" তথাকার সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রতি সপ্তাহে নেপালী ভাষায় সমাজমন্দিরে উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কয়েকটি নেপালী যুবক নিয়মিত রূপে আসিয়া থাকেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম সমাজ হইতে ৪টি নৈশবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩টি খোলা হইয়াছে।

পাবনাব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক বাবু শশধর লাহড়ী লিখিয়াছেন—

পাবনাব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি সাম্বৎসরিক উৎসব বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীর এক পার্শ্বে স্থান দিয়া বাধিত করিবেন।

৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার—অদ্য অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় দারজিলিং হইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। সায়ংকালে সমাজে উপাসনা হয়।

৫ই বৈশাখ শনিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় উপাসনা হয়। উপাসনার পর রামকুমার বাবু যে উপদেশটী দেন তাহা অত্যন্ত মধুর হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় রামকুমার বাবু অত্রত্য বঙ্গ বিদ্যালয় গৃহে "মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্বের বিকাশ" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। আকাশের দুর্য্যোগ নিবন্ধন আশানুরূপ লোকসমাগম হয় নাই।

৬ই বৈশাখ রবিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় আরম্ভ করিয়া বেলা ১০ টা পর্য্যন্ত উপাসনা, সংগীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত আলোচনা ও বিবিধ ধর্ম্মালাপ হয়। আলোচনায় অনেকেই আগ্রহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ৫টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অত্যন্ত উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। রাত্রি ৭॥০টার সময় আরম্ভ করিয়া ১০টা পর্য্যন্ত উপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হয়। উপাসনান্তে ও অত্যন্ত মত্ততার সহিত কীর্ত্তন গাওয়া হইয়াছিল।

৭ই বৈশাখ সোমবার—অদ্য অপরাহ্ণে ৬ ঘটিকার সময় রামকুমার বাবু বঙ্গবিদ্যালয়-গৃহে "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" বিষয়ে আর এক বক্তৃতা করেন। অদ্যকার বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতা শুনিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার—অদ্য প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় রামকুমার বাবু অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্রদিগের নিকট "চরিত্র" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির করিবার জন্য সমুদয় আয়োজন করা হইয়াছিল; কিন্তু সেই সময় হইতে অত্যন্ত বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় সংকীর্ত্তনের দল বাহির হইতে পারে নাই। রামকুমার বাবু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনি পর দিবস প্রাতঃকালে কুষ্টীয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর রবিবার অপরাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন বাহির করা হইয়াছিল। এবার এসময়ে এ স্থানে অত্যন্ত গরম হওয়ায় এবং ওলাউটার প্রাদুর্ভাব বশতঃ উপাসনায় এবং বক্তৃতাদিতে তাদৃশ লোক-সমাগম হয় নাই।

ব্রাহ্ম সমাজ।

// পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এখনও গয়া অবস্থিতি করিতেছেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম নন, তাঁহারাও অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মান্দ্রাজ হইতে রাজমহেন্দ্রী হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার কার্য্যের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। মান্দ্রাজের বন্ধুগণ তাঁহাকে একটি ঘড়ী এবং কোইম্বাটুরের বন্ধুগণ একটি রৌপ্য গ্লাস তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন ঢাকা নগরে গমন করিয়াছেন। ঢাকা প্রকাশ পাঠে অবগত হওয়া গেল, তিনি তথায় "ঈশ্বর ও মানবাত্মা" বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম ঢাকার ছাত্রগণ "পূর্ব্ববঙ্গ ছাত্রসমাজ" নাম দিয়া উপাসনার জন্য একটি সভা-সংস্থাপন করিয়াছেন।

কলিকাতায় যুবকদিগের মধ্যে ধর্ম্মের বিশেষ আন্দোলন উঠিয়াছে। যুবকগণ উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য দুইটি শ্রেণী খুলিয়াছেন। তাহাতে প্রায় ৬০।৭০টি যুবক উৎসাহের সহিত ঈশ্বর-তত্ত্ব সমুদয় শিক্ষা করিতেছেন। এই সমুদয় যুবকদিগের জন্য প্রতি বুধবার অপরাহ্নে উপাসনা হইয়া থাকে। ইহাদিগের নৈতিক উন্নতির জন্যও কয়েকটি সভা সংস্থাপিত আছে। এই সমুদায় দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি, ধর্ম্মের জন্য কয়েকটি যুবক ব্যাকুল হইয়াছেন। অল্প বয়স্ক বালকদিগের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্যও প্রতি রবিবার অপরাহ্নে উপদেশ হইয়া থাকে; তাহাতেও অনেকটি বালক বিশেষ উপকৃত হইতেছে।

কলিকাতার ন্যায় ভবানীপুর ও কালিঘাটেও যুবকদিগের মধ্যে ধর্ম্মের আন্দোলন উঠিয়াছে। কয়েকটি যুবক উৎসাহের সহিত কালীঘাটে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি শনিবার রাত্রিতে ভবানীপুরেও আর একটি উপাসনা সমাজ গঠন করিয়াছেন। প্রতি শনিবার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতার জন্য বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। গত দুই শনিবার তাঁহাদের কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন; তাহাতেও অনেক লোক আগমন করিতেছেন। ভবানীপুরের সুবার্ব্বন ব্রাহ্মসমাজেও অনেকটি যুবক নূতন যোগ দিয়াছেন। ভবানীপুরের ব্রাহ্মগণও উৎসাহিত হইয়া একটি ব্রহ্মমন্দির স্থাপনের জন্য আপনাদিগের মধ্য হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন। আশা করা যায় তাঁহারা শীঘ্রই একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। এই সমুদয় শুভ আন্দোলনের ও সদিচ্ছার উপর ঈশ্বর তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

খিদিরপুরে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যার নামকরণ হইয়াছে। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত উক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। স্থানীয় অনেক ব্রাহ্ম ক্রিয়াস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাত্রিতে আদিসমাজের পণ্ডিত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন।

২রা মে সোমবার ব্রাহ্মদিগের সামাজিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। পরস্পরের প্রতি প্রীতি সম্বর্দ্ধনের ইহা একটি উপাদেয় উপায় হইয়াছে।

৮ই মে রবিবার সাধারণব্রাহ্মসমাজের প্রায় ৪০টি সভ্য কাশীপুরের কোন উদ্যানে গমন করিয়া বিবিধ সৎপ্রসঙ্গে দিন যাপন করেন। কি উপায়ে ব্রাহ্মগণ এক পরিবারের লোকের মত স্নেহ মমতায় বদ্ধ হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে অনেক কথা হয়।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক কুমারী কলেটকে যে পত্র লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা অনুবাদ করিয়া দিলাম। ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য যিনি শারীরিক ও আর্থিক অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, তাঁহাকেই নববিধানীগণ অমানুষোচিতভাবে আক্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে কুমারী কলেটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রত্যেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি সকলেই কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

"মহাশয়া! আপনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির যথাযথ বিবরণ প্রকাশ করিয়া যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের সভাগণ অদ্য সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের কল্যাণের জন্য আপনার অশ্রান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের উপযুক্ত প্রশংসা করা দুষ্কর। আপনি এইরূপ পরিশ্রম না করিলে, ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত ঘটনা কখনও ইউরোপীয়দিগের জ্ঞান-গোচর হইতে পারিত না। আমি আপনাকে আরো জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনি আপনার ইয়ার-বুকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে যে যথার্থ বিবরণ লিখিয়াছেন তাহা মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার জন্য যে চেষ্টা হইয়াছে এবং উক্ত সমাজের একজন প্রধান সভ্য আপনার মন্তব্য যে প্রকার কঠোরভাবে সমালোচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য এ সমাজের সভ্যগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। আমরা আপনা[illegible]ইতেছি যে, আপনার পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য সমুদয় অত্যন্ত যথার্থ ও ন্যায় সঙ্গত এবং প্রকৃত ঘটনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। আপনার পরমোপকারী গ্রন্থের অভদ্রোচিত ও অনুদার সমালোচনা দ্বারা আপনি যে ক্লেশ পাইয়াছেন, তজ্জন্য আপনার ক্লেশে আমরাও ক্লিষ্ট হইয়াছি। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমাদের সমাজের কোন সভ্যই নববিধান নামে প্রচলিত পদার্থকে গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা এই নূতন মতকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জানিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত ইহার প্রতি অবলোকন করিয়া থাকেন।"

২রা জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ জন্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইবে।

প্রাতঃকাল

৬—৭	সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন।
৭—৯	উপাসনা।

অপরাহ্ণ

৩—৪	ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব পাঠ।
৪—৫	সার কথা পাঠ।
৫—৬॥	বক্তৃতা।
৬॥—৭॥	সঙ্কীর্ত্তন।
৭॥—৯	উপাসনা।

প্রেরিত।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

অনেক দিন পূর্ব্বে আপনার তত্ত্বকৌমুদীতে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া সাতিশয় সুখ অনুভব করিয়াছি। পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ বাবুর আগমনে মেদিনীপুর এবার যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় তাঁহার সেই জলন্ত তেজস্বী বক্তৃতা কতদিন তাঁহাদিগের হৃদয়কে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবে বলিতে পারি না। মেদিনীপুর সমাজের অস্তিত্ব নাই একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। একে ব্রাহ্ম সংখ্যা নিতান্ত অল্প, তাহাতে আবার যে কয়েক জন ব্রাহ্ম আছেন ২।১ জন ব্যতীত তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ব্রাহ্ম সমাজটী আমাদিগের পরম ভক্তি ভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কার্য্য ক্ষেত্র। তাঁহার এই স্থানটী পরিত্যাগের পর সমাজটী নির্জ্জীব প্রায় হইয়া পড়িয়াছে। হায়! এই মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা পাঠ করিয়া কত শত বিদেশীয় লোকের হৃদয়ে পবিত্র ব্রহ্মবীজ অঙ্কুরিত হইল কিন্তু (এটি কম পরিতাপের বিষয় নয়) অত্রত্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোন প্রকার উন্নতি দৃষ্ট হয় না। ইহার মধ্যে কয়েক জন সভ্য এবং সম্পাদক মহাশয় মিলিত হইয়া এই সমাজের অন্তর্ভূত একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। আমাদিগের দেশের লোক আজকাল সভা স্থাপনের বড় পক্ষপাতী। সম্পাদক মহাশয়! আমিও তন্মধ্যে একজন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে অতি শৈশবাবস্থায় সভা গুলি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আশা করি ইহার মৃত্যু অকালে ঘটিবে না। কিন্তু ইহার স্থাপয়িতাগণের মধ্যে যদি কাহারও হৃদয় যশ লিপ্সু হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার ভাবী অবস্থা যে বিশেষ শোচনীয় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই। আমার মনে এটাও বিশেষ ধারণা যে এই সভাটী দ্বারা দেশের কতকটা উন্নতি সংসাধিত হইতে পারিবেক। কিন্তু যে প্রজ্জলিত উৎসাহে দেশের মঙ্গল সাধনে কৃত সংকল্প হওয়া যায়, সে উৎসাহ এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। মেদিনীপুর ব্রাহ্ম মণ্ডলি! আপনারা ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির জন্য ভক্তি, উপাসনাশীলতা ও যোগ শিক্ষা বিষয়ে কতদূর চেষ্টা পাইতেছেন? আপনাদিগের আত্মার উন্নতির জন্য কোন প্রকার সভা (অর্থাৎ সঙ্গত সভা) স্থাপন করিয়াছেন কি? এই কয়েকটী প্রশ্ন আপনাদিগকে করিলাম; আপনারা ইহার উত্তর দানে বাধিত করিবেন। আপনারা আমাকে আপনাদিগের একজন শত্রু বলিয়া মনে করিবেন না। আমি আপনাদিগের সমাজের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, এবং মেদিনীপুর সমাজের মঙ্গলের জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে, কারণ এই মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা শুনিয়া আমি পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমার হৃদয়ের একমাত্র প্রিয় বন্ধু করিয়াছি। আমার মতে আমাদিগের স্ব স্ব জী[illegible] এ প্রকারে গঠিত করা বিধেয় যে লোকে তাহা দে[illegible] স্বভাবতঃ মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাব আজ কোথায়!! রাজনারায়ণ বাবুর শরীর যে প্র[illegible] ভগ্ন, তাহাতে তিনি পুনরায় সেই প্রকার নব উৎ[illegible] উৎসাহান্বিত হইয়া এই সমাজের উদ্ধারের জন্য বদ্ধ পরি[illegible] হইবেন সে আশা আমরা মনে স্থান দিতে পারিনা। সাধা[illegible] ব্রাহ্ম সমাজ দিন দিন যে প্রকার ব্রহ্মাগ্নি চতুর্দ্দিকে [illegible] দিতেছেন তাহাতে বোধ হয়, তিনি এই মুর্দ্ধা প্রায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি উদাসীন থাকিবেন না। একবার শাস্ত্রী মহাশয়কে পাঠাইয়া পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ধ্বনি যে প্রকার [illegible] দিকে নিনাদিত করাইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট অনুমিত হই[illegible] যে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তথায় পাঠাইয়া ইহার জীব[illegible] করিবেন। এ সম্বন্ধে আরো কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

২৬ এ বৈশাখ। ৫২

মেদিনীপুর ব্রাহ্ম সমাজের
হিতাকাঙ্ক্ষী একজন বন্ধু।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে [illegible] গুলি প্রতিবন্ধক আছে যথা—

১। স্ত্রীলোকে অর্থোপার্জ্জন করিবে!!! তাঁহাদের ম[illegible] অনেকের নিকট ইহা একটী সম্পূর্ণ কৌতুকজনক ন[illegible] ব্যাপার। এই গূঢ় তত্ত্বের যথার্থ মর্ম্ম অনুভব করিতে না [illegible] তাঁহারা ইহা হইতে অনেক অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন।

২। অর্থোপার্জ্জনের অধিকার পুরুষদিগের এবং সেই অর্থ সুপ্রণালী মত ব্যয় করিবার অধিকার স্ত্রীলোকদিগের তাহাদের মধ্যে অনেকের ইহাই ধ্রুব জ্ঞান ও বিশ্বাস। এতদ্ভিন্ন অর্থোপার্জ্জনের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত আছেন।

৩। স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া কোন দ্রব্যাদি বিক্রয় করাকে অনেকে নীচ প্রবৃত্তির কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন।

৪। অনেকে আবার অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা সত্বেও প্রকৃ[illegible] উৎসাহ অভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। বি[illegible] যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত ও বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া স্বার্থে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় না হইলে ভগ্নো' ভগ্নোৎসাহ হইতে হয় সুতরাং এরূপ স্থলে বিশেষতঃ নানা প্রকার প্রতিবন্ধক ও অসুবিধা থাকাতে অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে নিরস্ত আছেন ইহা কিছু [illegible]য়ের বিষয় নহে।

৫। অনেকে আবার যে সকল দ্রব্যাদির সহজে ও শীঘ্র বিক্রয় হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করেন না এবং জানিলেও তাহা বিক্রয়ার্থ কখনই প্রস্তুত করিবেন না।

এক্ষণে যদি প্রতি গৃহস্থ মধ্যে অন্ততঃ এক জন ও মুখ্য

ক[illegible]গের অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে বদ্ধ পরিকর হইয়া সদুপ- হউক বা নানা প্রকার উৎসাহ প্রদান করিয়া হউক বা [illegible]াম সদুপায়েই হউক, উপরোক্ত প্রতিবন্ধক গুলি তিরো- করিয়া পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে অর্থকরী কার্য্য দ্বারা [illegible]ই) সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে [illegible]দক মহাশয় আপনার উদ্দেশ্য অতি শীঘ্রই কার্য্যে পরি- হইবে আশা করা যাইতে পারে!

[illegible] উপলক্ষে আপনাদিগের পক্ষ হইতে সত্বর একটী [illegible]ative women work shop খুলিলে এ সময় বোধ হয় [illegible]বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে নিবেদন ইতি।

এক জন গ্রাহক।

মহাশয়,

আজি পর্য্যন্ত জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, [illegible]হার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে যাইলে কি [illegible]ণ দর্শাইতে হয়? "নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা" ইহার [illegible]রণ হইতে পারে না। যেহেতু অনেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় দৃষ্ট [illegible], যাহারা নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। আত্মার [illegible]নন্তোন্নতি, সকল ধর্ম্মের সমন্বয়ের ঔচিত্যেও অনেক ধর্ম্ম [illegible]দায়ের বিশ্বাস আছে। যে ব্রাহ্ম এই সকল কারণ দেখা- [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিতে যান, ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর [illegible] তাঁহার অজ্ঞানতা তিনি নিজে প্রকাশ করিয়া ফেলেন। [illegible]ধর্ম্মে এই সকল মত একত্রীভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহা [illegible] কোন নূতনত্ব আনীত হয় নাই। যাহাতে কোন নূতনত্ব নাই তাহা লইয়া এবিষয়ে গৌরব করিতে যাইলে নীচ বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় মাত্র। যে আলোক প্রজ্জলিত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ভ্রান্ত পথিকদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে- ছেন যে আলোক উদ্দীপ্ত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কুসংস্কার, উপধর্ম্ম [illegible]ন্দ্বির ও অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিতেছেন, যে সরোবর খনন [illegible]রিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম যথেচ্ছাচার-সাহারা-দগ্ধ জলপিপাসুদিগের তৃপ্তি সাধন করিতেছেন, যে রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্ম- ধর্ম্ম উন্নতির পথ ঋজু করিয়া দিয়াছেন, যে সনন্দ বাহির করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম "ত্যাজ্য" সন্তানদিগকে ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্যের [illegible]ধিকারী করিতেছেন, তাহা কি? এবং কেবল তাহাই ব্রাহ্ম- [illegible]র শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক। কতবার তত্ত্বকৌমুদী ইহার প্রদান করিয়াছে। বিবেক ও স্বাধীন চিন্তার স্ফূর্ত্তিই [illegible]র্ম্মের সর্ব্বোচ্চও নূতন মত. এই হীরক মুকুটে ধারণ [illegible] ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের রাজা হইয়াছেন। ব্রাহ্ম [illegible] [illegible]লে এই মূল মতে বিশ্বাস নিতান্ত আবশ্যক। অন্য [illegible] [illegible]কার বিশুদ্ধ মত সত্বেও যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে এই মতের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাকে কোন প্রকারে ব্রাহ্ম- ধর্ম্ম সম্প্রদায় বলা বিধেয় নহে। যাহারা এই মতের বিরুদ্ধে উপদেশ দেন, তাঁহাদের ত কথাই নাই। এতদিনের পর এই কথার উল্লেখ করিয়া তত্ত্বকৌমুদীর স্থান পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি কেন? তাহার কারণ এই।

গত ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে দেখিতে পাইবেন যে "সমুদায় রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি আড়ম্বরের পর আচার্য্য তাঁহার শিষ্য- দিগকে উপদেশ দিতেছেন—"অঘোর, অমৃত, গৌরগোবিন্দ তিন জন (আমার) সমক্ষে বস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর, তিন ভাই এক মন এক হৃদয় হও—ছয় চক্ষু এক চক্ষু, তিন হৃদয়কে এক হৃদয় কর, তিন বুদ্ধিকে এক বুদ্ধি কর। * * * আমি এখানে আছি, আমার সঙ্গে তিনের মিলন। এক দুই চারি জন।" (বন্ধনীর ভিতরের আমার কথাটি আমার নিজের উদ্ধৃত ভিন্ন "সমক্ষের অন্য সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া ইহা এ স্থানে প্রবিষ্ট করা হইল)। এখন দেখা যাউক আচার্য্যের উপদেশের অভিপ্রায় কি? ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধন ইহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শেষ রাত্রিতে ভ্রাতৃভাবের উপদেশ কেন? এবং তাঁহার উপদেশে এমন অন্য কোন কথা নাই, যাহা দ্বারা এই উদ্দে- শ্যের পোষণ করা যাইতে পারে; আর ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি করিতে হইলে, কেবল ছয় চক্ষু, তিন হৃদয় কেন? সেখানে এ ভিন্ন অনেক চক্ষু, অনেক হৃদয় উপস্থিত ছিল, যাহাদের মিলন ছয় চক্ষু ইত্যাদি মিলনের মত আবশ্যক। ইহার অর্থ অতি পরিষ্কার কিন্তু অন্ধদিগের নিকটে নহে। যিনি ব্রাহ্ম- ধর্ম্মে "মহর্ষি আত্মা" ও "রাজভক্তি" যোগ করিয়া ব্রাহ্ম- ধর্ম্মকে "পুরাতন ও তাঁহার সম্প্রদায়কে "নব" বলিয়া ঘোষণা করিতে ত্রুটী করেন না, যিনি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বাল্য বিবাহকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া প্রকাশ করেন, তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে বিশেষ তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির আবশ্যকতা হয় না। সামান্য দৃষ্টিতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। "আমাদের সকল চক্ষু এক প্রকার দেখুক, আমাদের হৃদয় এক প্রকার চিন্তা করুক, আমাদের বুদ্ধি এক হইয়া যাউক" ইহার অর্থ কি এই নহে, যে সকলের স্বাধীন দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া একজনের চক্ষু দ্বারা দেখ, সকলের স্বাধীন ভাব উৎসর্গ করিয়া একজনের ভাব গ্রহণ কর, সকলের বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া এক জনের মতের অনুসরণ কর, এবং এখানে "দেখিবার ও চিন্তা" করিবার অধিকার কাহার তাহাও কাহাকে বলিয়া দিতে হইবেক না। যিনি আচার্য্য হইয়া উপদেশ দিতেছেন, যিনি আমার সমক্ষে হস্ত স্পর্শ করিয়া বস, বলিয়া তাঁহার শিষ্যদিগকে আজ্ঞা করি- তেছেন, তখন এ অধিকার উপদেষ্টার ভিন্ন আর কাহারও থাকিতে পারে না। তোমরা কাতর স্বরে চিৎকার করিয়া আমাকে জানাও, আমি তোমাদের অভাব বুঝিয়া আমার ইচ্ছামত আহার করিতে দিব। স্ব ইচ্ছায় একপদ অগ্রসর হইওনা, তোমাদের পালককে অমান্য করা হইবে।

সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মধর্ম্মের আচার্য্য হইয়া "স্বাধীন চিন্তাও বিবেককে বলিদান দিতে উপদেশ। যিনি "আমি সাধা- রণ পুষ্প নহি" বলিয়া দম্ভ করিতে পারেন, তিনি এরূপ উপদেশ দিবেন কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সমূহ বিপদ। সম্পাদক মহাশয়! আজিও আপনার

সহিত অন্তরের গূঢ় স্থান হইতে চীৎকার করিয়া বলি, "হা ধর্ম্ম কোথায় গেলে!

শ্রীঃ—সিমলা

১৮৮০ সালের অক্টোবর, নবেম্বর, ও ডিসেম্বর মাসের দাতব্য।

প্রচার মাসিক।

বাবু শিবচন্দ্র দেব, কোন্নগর	৬৲
,, কৃষ্ণকুমার মিত্র, কলিকাতা	১৲
,, দুর্গামোহন দাস, ভবানীপুর	৩০৲
,, ভুবনমোহন দাস, ঐ	২৫
সম্পাদক কোন্নগর সমাজ	১২৲
,, আনন্দমোহন বসু, কলিকাতা	৬৯৲
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ঐ	৪৲
,, আ. বিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১৲
,, কেদারনাথ রায় ঐ	২৲
,, লক্ষ্মীকান্ত দাস, বিশ্বনাথ	৬৲
,, দ্বারকানাথ বসু, বগুড়া	০১॥
	১৫৬॥০

প্রচার বার্ষিক।

বাবু কেদারনাথ গুহ,	১৲
একক্কালীন	১৲
,, রাধারমণ সিংহ,	৫৲
,, মহেন্দ্রনাথ দাঁ,	৪৲
,, শশীপদ বন্দোপাধ্যায়,	১০৲
,, কেদারনাথ চৌধুরী,	৪৲
,, হারাণচন্দ্র বসু,	৩৲
	২৬

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মাসিক—

বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ভবানিপুর	৩৲
,, দুর্গামোহন দাস, ঐ	৪৲
,, কৃষ্ণদয়াল রায়, রঙ্গপুর	[illegible]
,, রাখালচন্দ্র সেন, কলিকাতা	[illegible]
,, শিবচন্দ্র দেব, কোন্নগর	[illegible]
,, ভুবনমোহন দাস, ভবানীপুর	[illegible]
,, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা	৬৲
,, গিরীশচন্দ্র রায়, ঐ	২৲
,, মোহিনীমোহন বসু, ঐ	৪৲
,, গোপালচন্দ্র ঘোষ, শিবসাগর	১০৲
,, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা	১৲
বাবু আনন্দমোহন বসু ঐ	৬৲
,, হরকুমার রায় চৌধুরী, বালিগঞ্জ	৸০
,, শিবকৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা	১।০
,, কালীপ্রসন্ন দত্ত, কলিকাতা	৩৲
,, শ্রীকণ্ঠ সেন, গোবরডাঙ্গা	১৲
	৬৫।

একক্কালীন।

শ্রীমতী কালীসুন্দরী দাসী	১৲
বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিক, শান্তিপুর	১৲
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বার্ষিক	২৲
,, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ	৬৲
,, হরকিশোর সেন, কলিকাতা	।০
,, দুকড়ি ঘোষ, ঐ	৩৲
শ্রীমতী বামাসুন্দরী ঐ	।০
বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক, ঐ	১৲
,, রামদুর্লভ মজুমদার, তেজপুর	২৲
,, মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৲
,, রামোত্তম ঘোষ, ঝামাপুকুর	২৲
,, রামধন মজুমদার, কুমারখালী	১৲
,, ভগবতীচরণ দে, ভামুনীয়া	১৲
,, নরসিং গাম, রাজমহেন্দ্রী	১৲
,, গণেশচন্দ্র ঘোষ, শিলং	৩৲
,, নমঃ শিবায়, কলিকাতা	১৲
,, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, চেতলা	১৲
,, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	১৲
,, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ	১৲
,, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঐ	১৲
,, উমাচরণ ঘটক, মতিহারী	১॥০
শ্রীমতী ভুবনমোহিনী ঘটক,	৩৲
বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী ঢাকা	২৲
,, জগবন্ধু লাহা, ঢাকা	৩৲
,, দেবেন্দ্রনাথ পাল, কলিকাতা	১৲
,, দুর্গাদাস দত্ত, ধুবড়ী	৪৲
,, রামগোপাল খাঁ, আসাম	১॥০
,, কৈলাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকা	৬৲
,, রাজচন্দ্র চৌধুরী, সিলেট	১৲
,, শ্রীনাথ মিত্র, কলিকাতা	১৲
,, রামকানাই দত্ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	।০
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা	।০
,, উপেন্দ্রচন্দ্র বসু,	২৲
,, দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়,	১৲
,, কালীচরণ রায়,	১
,, আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,	।০
,, যদুনাথ সেন,	১

বাবু শশধর ভাদুড়ী, পাবনা	১
,, আনন্দগোপাল গুই,	১
,, যাদবলাল রায়, বগুড়া	৪৷৷০
,, হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	১
,, গুরুনাথ দত্ত, নওগাঁ	৷৷৹
শ্রীমতী স্বর্ণলতা দত্ত, ঐ	১
বাবু অভয়চরণ নাগ, কলিকাতা	১
,, গোবর্দ্ধন মল্লিক, শান্তিপুর	১
,, গিরিশচন্দ্র দেব, কোন্নগর	১
,, পাঁচকৌড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন্নগর	১
,, গোপালচন্দ্র দেব, ঐ	১
,, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৷৷০
	৪৯

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্য প্রাপ্তি।

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ১৮৮১।

বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মোরেলগঞ্জ	৫
,, শিবচন্দ্র দাস, ভবানীপুর	১
,, উপেন্দ্রনাথ রায়, কাইতি	১৷৷
বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ	৩
,, গুরুনাথ দত্ত, নওগাঁ ব্রাহ্মসমাজ	৩
,, হরচন্দ্র চৌধুরী, সেরপুর	৩
,, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর	৩৷৷
,, মহারাণী স্বর্ণময়ী, কাশিমবাজার	০৩
,, গঙ্গাদাস সেন, শ্রীহট্ট	৩
,, প্রসন্নকুমার চৌধুরী, কলিকাতা	১
,, উমেশচন্দ্র সুর, ঐ	২০
,, মহেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ	২০
,, গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈদপুর	১
,, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, লাহোর	৩
,, রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালপুর	৬
,, কালীপদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ	৩
,, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, মাহিগঞ্জ	৬
,, জগন্নাথ সরকার, কোমরগঞ্জ	৪
,, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, গোপালপুর	১
,, প্রিয়নাথ রায়, খুলনা	
,, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, গোয়ালন্দ	
,, বসন্তকুমার তরফদার, শিলিগুড়ি	
বাবু দুর্গাচরণ সরকার, ডেওয়াখলা, ময়মনসিংহ	৩
,, যাদবলাল রায়, বগুড়া	৩
,, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, কেন্দ্রাপাড়া	৬।০
,, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য, রাণিগঞ্জ	৬
,, রামলাল রায়, ঘাটাল, মেদিনীপুর	৩
,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৈদপুর	৬
,, নবীনচন্দ্র ঘোষ, জলপাইগুড়ি	৩
,, গিরিশচন্দ্র দাস, কাছাড়	৫৵০
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা	১।০
,, হরিপ্রসন্ন মজুমদার, নবাবগঞ্জ	১
বগুড়া ব্রাহ্মসমাজ	৩
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ	১
,, শরচ্চন্দ্র রায়, ময়মনসিংহ	১

Printed and published by B. M. Ghose, at th[e Sadharan] Brahmo Somaj Press, 93 College Street, 21st May 1881.